দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়।

পদাবলী।

চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

(শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন মল্লিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত।)

চণ্ডিদাস খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অপর নাম ছিল অনন্ত। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কতকগুলি ভণিতায় এই নাম পাওয়া গিয়াছে। এই কবি সম্বন্ধীয় অপরাপর বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২০৮-২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থখানি বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অযত্নে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশধর। পুথিখানি বাঙ্গালা তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা, ২২৬ পত্রের (৪৫২ পৃষ্ঠার) পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি দ্বাদশখণ্ডে বিভক্ত :—যথা, জন্ম-খণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বালখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধার বিরহখণ্ড। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন একখানি অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। পদ কল্পতরুতে কোন এক বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস সম্বন্ধে যে লিখিয়াছেন, "রাধাকৃষ্ণ-কেলি যে রচিল ভালমতে।" তাহার অর্থ এই

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পড়িলে বুঝা যায়। অক্ষরগুলি অনেকটা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ। পুথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুর-রাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এমনও হইতে পারে যে উহা মহারাজ বীরহাম্বীরের অধীনস্থ দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর অন্যতম। উহার ভাষা বর্ত্তমান কালে সংগৃহীত কবিগণের যাবতীয় পদাবলীর ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। চণ্ডিদাস প্রথম বয়সে 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' রচনা করেন। পদাবলীর তুলনায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচনা কতকটা অপরিপক্ক এবং সংস্কৃত উপমা ও শব্দের দ্বারা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ভারাক্রান্ত। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি অনেক স্থলেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত।

কৃষ্ণের রূপ।

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ (১)।
তাত ময়ূরের পুচ্ছ দিল সুবেশ॥
চন্দন তিলকে (২) অতি শোভিত কপালে (৩)।
দুই পাশে লঘু মধ্যে উন্নত বিশালে॥
সকল দেবের বোলে হরি বনমালী।
অবতার করি করে ধরণীত (৪) কেলি॥ ধ্রু॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল॥
ওষ্ঠ অধর যেহ্ন যমজ (৫) পৌআর (৬)।
কর্ণযুগ (৭) শোভে যেহ্ন (৮) বরুণের জাল॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে (৯)।
করঙ্গরুবিন্দ-(?)মাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষঃ-স্থল।
ক্ষীণ-মধ্য রামরম্ভা জঙঘ-যুগল॥

---

(১) রামায়ণে লক্ষ্মণের বর্ণনায় বাল্মীকি লিখিয়াছেন, "নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজম্"—এই নীল কি বর্ণ তাহা বুঝা গেল না। চুল নীল কিরূপে হয়?
(২) তিলক দ্বারা। (৩) কপাল।
(৪) ধরণীতে। (৫) যুগ্ম।
(৬) প্রবাল। (৭) কর্ণ দ্বয়।
(৮) যেন। (৯) লোলিত হয়।

মাণিক-রচিত চন্দ্র-সম নখ-পান্তী (১)।
সজল-জলদ-রুচি জিনি দেহকান্তি ॥
বত্রিশ রাজলক্ষণ-সহিত শরীর।
কংসের বধ-কারণ অতি মহাবীর ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীতবসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা (২) রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীগণে (৩) ॥

(পাহাড়ীয়া রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥)

যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন-রুচি তোহ্মারে (৪)।
হরে দুরুবার (৫) ভয় অন্ধকার
সুন্দরী রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপূন (৬) চান্দ
আধর (৭) আমিআঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন-চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥
মদন-বাণে দগধ-ভৈলোঁ
তোর আকারণ (৮) মানে।
বদন-কমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ সতোঁ কোপ করিলে
তবেঁ মোরে হান নয়ন-বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥

---

(১) পাঁতি। (২) গো-বৎস।
(৩) বাশুলী দেবীর স্বগণ (সেবক)।
(৪) "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী" ইত্যাদি। ইহার পরবর্ত্তী সব কবিতাই জয়দেবের অনুবাদ।
(৫) দুর্ব্বার। (৬) সম্পূর্ণ, পূর্ণ।
(৭) অধর। (৮) অহেতুক।

তোহ্মে সে মোহর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধার কোকনদরূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁহ
এ তোর আনুরূপে॥
এ তোর কুচ শোভে মণি জঘনে
নাদ করওঁ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহর
থল-কমল চরণে॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ-পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥
পালাওঁ আহ্মার মদন-বিকার
সত্বরে করহ আদেশে।
বাশুলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডিদাসে॥

রাধার বিরহ।

দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গার-রাশি-সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে॥
বাম করেতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাকে চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥
চলিতে তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাশুলী-চরণ বন্দি গাইল বড়ু চণ্ডিদাসে॥

(দেশাগ রাগঃ। ক্রীড়া ॥)

তনের (১) উপর হারে। আল।
মানএ যে হেন ভারে (২)।
আতি হৃদয়ে খিনী (৩) রাধা চলিতেঁ না পারে।
সরস চন্দন পঙ্কে। আল।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে (৪) ॥
আল।
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ (৫) তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥

কুসুম-শর হুতাশে।
তপত (৬) দীর্ঘ নিশাসে।
যখন ছাড়এ রাধা বসি একপাশে ॥
ক্ষেণে সজল নয়নে।
দশন দিশে খনে খনে (৭)।
নাল-হীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥

(বিভাষ রাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥)

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥
করে মনসিজ-শর-কুসুম-শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ (৮) তোর আলিঙ্গনে ॥

---

(১) স্তনের।

(২) রাধা বিরহে এত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন যে স্তনের উপরে যে হার তাহাই ভার-বোধ করিতেছেন।

(৩) ক্ষীণ।

(৪) "সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং। পশ্যতি বিষমিব বপুসি সশঙ্কম্ ॥ দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্। নয়ন-নলিনমিব বিগলিত-নালম্ ॥" গীতগোবিন্দ।

(৫) জীবন পায়। (৬) তপ্ত।

(৭) সজল চক্ষে ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করে।

(৮) পাইতে।

আল কাহ্নাঞিল।
রাধা বিরহ দহনে।
দগধিনী ভৈলী (১) তোহ্মার শরণে॥ ধ্রু॥

অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে॥
সবখন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার (২) করে॥
নয়ন-সলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ (৩) গিলিল যেন চান্দ সুধাধার॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদন-রূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ॥ (৪)
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাসে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখীগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
দশ দিশি দেখে রাধা চকিত নয়নে॥
দয়া করি এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীগণে॥

চণ্ডিদাসের পদাবলী।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, রাধার রূপ।

(১)

থির বিজরী-সম গৌরী দেখিনু ঘাটের কূলে।
কানড় (৫) ছান্দে (৬) কবরী বান্ধে নবমল্লিকার মালে॥
সখি মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বিকল করিল মোরে।

---

(১) হইলা। (২) নানা প্রকার উপায়। (৩) রাহুতে।
(৪) মদন মূর্ত্তি যে তুমি কৃষ্ণ তোমাকে অঙ্কিত করিয়া রাধা অনেকবার প্রণাম করে। (৫) এক প্রকার ফুলের নাম।
(৬) কানড় পুষ্পের আকার অনুকরণ করিয়া।

ফুলের গেঁড়ুয়া (১) ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখায় পাশ (২)।
শ্রীমুখ হইতে বসন খসয়ে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে মল্লজটোডর (৩) সুরঙ্গ (৪) যাবক (৫) রেখা।
কহে চণ্ডিদাস হৃদয়ে উল্লাস পুন কি হইব দেখা॥

(২)

কনক-বরণ কিয়ে (৬) দরপণ নিছনি যাইব তোর। (৭)
কপাল ললিত সিন্দুর শোভিত চাঁদ অরুণা কোর॥ (৮)
সখি কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে মরমে রহিল পশি॥
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন করিয়া আসন সে ধনী মাজিছে গা॥
কিবা সে দুগুলি (৯) শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশি-কলা (১০)।
মাজিতে উদয় মুখ সুধাময় দেখিয়া হইলুঁ ভোরা (১১)॥
সিনিয়া (১২) উঠিতে নিতম্ব-তটিতে (১৩) পড়্যাছে চিকুররাশি।
কান্দিয়া আঁধার কনক চাঁদার শরণ লইল আসি॥ (১৪)
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিতে মোর। (১৫)
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডিদাস বাশুলী (১৬) আদেশে শুনহ নাগর চান্দা (১৭)।
সে যে বৃষভানু-রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা॥

---

(১) বলের ন্যায় ফুলের স্তবক। (২) পার্শ্বদেশ, বক্ষ। (৩) বাঁকা মল। (৪) সুন্দর বর্ণ। (৫) আলতা। (৬) কিবা। (৭) স্বর্ণ-বর্ণ মুকুর যাহার নিছুনী। (৮) কপালে চন্দন এবং সিন্দুর উভয় থাকাতে কবি বলিতেছেন যেন অরুণের ক্রোড়ে চন্দ্র উদয় হইয়াছে। (৯) দুই সারি। (১০) সরু সরু শুভ্রবর্ণ শাঁখা চন্দ্র-রেখার সহিত উপমিত হইয়াছে।

(১১) বিভোর। (১২) স্নান করিয়া। (১৩) তটিতে=সীমান্তে।

(১৪) আঁধার যেন কান্দিয়া স্বর্ণ-বর্ণ চাঁদের শরণ লইল। কৃষ্ণবর্ণ চুল হইতে জল পড়িতেছিল, এই জন্য অন্ধকারের ক্রন্দন সূচিত হইয়াছে।

(১৫) নীল সাড়ীর সঙ্গে যেন আমার প্রাণও নিঙ্গড়াইতে নিঙ্গড়াইতে চলিতেছে। (১৬) চণ্ডিদাস বাশুলী দেবীর আদেশে পদ-রচনা করিয়াছেন, বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি বাশুলী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। 'বাশুলী' শব্দ 'বিশালাক্ষী' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহা ভুল। (১৭) চণ্ডিদাস অনেক স্থলেই চাঁদ শব্দের স্থলে "চান্দা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৩)

বেলি অবসানে দেখিনু সে জনে পথেতে আইসে সে।
জুড়াইল সকল নয়ন-যুগল চিনিতে নারিনু কে ॥
সখি রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন-শোভা পাসরিতে নারি তারে॥
পরি নীল সাড়ী মোহন কবরী উলটিতে দেখিনু পাশ (১)।
কি আর পরাণে (২) সুপিব (৩) চরণে হইব তাহারি দাস ॥
* * * শোভিছে হিয়ার মাঝে।
মন্দ মন্দ যায় ঈষৎ ঈষৎ চায় ঘন না চায় লোক-লাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা চলন কুঞ্জর-গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পাল্য কোন্ দানে (৪) সেবিয়া উমা-পার্ব্বতী ॥
চণ্ডিদাস কয় যুবতী সে নয় বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া আনিয়া যতন করিয়া গড়িল বিধি অনুমানে (৫) ॥

(৪)

মোহন রমণী পেখনু আপনি আভরণ শোভিত গায়।
হেরিতে হেরিতে বিজরীময় (৬) হিয়ার ধৈরয নয় ॥
চাহনি মোহনী থোর (৭)।
মরমে লাগিল হেরিয়া গো জীল রূপের নাহিক ওর ॥
দশন-কাঁতি মুকুতার ভাতি হাসিতে উগরে শশী।
পরাণ-পুতলী হইল পাগলী মরমে রহিল পশি ॥
শুধুতে হিয়া রহিল পড়িয়া পরাণ নিল তায়।
চণ্ডিদাসে কয় পুন দেখা হয় তবে সে পরাণ পায় ॥

(৫)

নবীন কিশোরী মেঘের বিজরী চমকে চলিয়া গেল। (৮)
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী তত হি উদিত ভেল ॥
কভু না দেখিএ এমন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন যে চাহনি গলায় মোতিম হারি (৯) ॥

---

(১) একটু ফিরিয়া দাঁড়াইতে তাহার পার্শ্বদেশ দেখিলাম।
(২) প্রাণে আর কাজ কি? (৩) সমর্পণ করিব।
(৪) কোন্ দানের ফলে। (৫) এই অনুমান হয়।
(৬) বিদ্যুৎপ্রভা। (৭) থোর = হিন্দী থোরা = ঈষৎ।
(৮) "সই ভাল করি পেখন না ভেল। মেঘমালা সঙ্গে তড়িত-লতা যনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।"—বিদ্যাপতি। (৯) হার।

অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধায়লি ঝঙ্কারে বেঢ়িয়া রাই।
অঙ্গের বসন খসায় কখন সঘনে ঝাপএ তাই॥ (১)
চরণ সুভঙ্গী অতি সে সুরঙ্গী ঠাহরে (২) পরাণ মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদসে ঝলকে পড়িছে উছলি জোড়॥
চাহে যার পানে বধএ পরাণে দারুণি চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে বিন্ধিয়া করল পার॥
জরজর হিয়া রহিল পড়িয়া চেতন হরিল মোর।
চণ্ডিদাসে কয় ব্যাধি কিছু নয় দেখিয়া হইলা ভোর॥

(৬)

পথে জড়াজড়ি (৩) নবীন নাগরী সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদনে তরঙ্গ ঈষৎ নয়নে চায়॥
সখি কে বলে মোহনী সে।
যদি সে সদয়ে অনুমতি দেয় তার সনে করি লে (৪)॥ (৫)
নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে।
যেন তারাগণ উদিত গগন চাঁদেরে বেঢ়িয়া জলে (৬॥
হাসির রাশি মনে খুসি যদি দান করে দাতা। (৭)
চণ্ডিদাসে কয় মনে করি ভয় কে জানি মাগিবে তায়।
যে ধন মাগিবে তাহা না পাইবে অপযশ পাছে রয়॥

(৭)

আজানুলম্বিত করি-কর মত কনক-চুড়ি যে সাজে।
হেরিয়া বদন গেলা যে মদন মুখ না তুলিছে লাজে॥
মাজা অতিক্ষীণ কেশরী যেমন বিমান যেমন চাক (৮)।
চরণ-কমলে ভ্রমর দোলএ দুদিকে বেঢ়িয়া ঝাঁক॥

---

(১) "কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গে কবহুঁ উঘার"।—বিদ্যাপতি।
কখন কখন অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করে, কখন উন্মুক্ত করে।

(২) কাঁপে। (৩) গলাগলি।

(৪) স্নেহ, অনুরাগ।

(৫) যদি সে সদয় হইয়া অনুমতি দেয় তবে তাহার সঙ্গে প্রেম ইচ্ছা করি।

(৬) জলে প্রতিবিম্বিত।

(৭) যদি দাতা (রাধিকা) তাহার হাসির রাশি দান করে, তবে মন খুসী হয়। (৮) রথ-চক্রের ন্যায়।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

(১)

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে (১) যার ঐছন করল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো যুবতী ধরম কৈছে রয়॥ (২)
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতী-কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়॥

(২)

ঘরের বাহির দণ্ডে শাতবার নিত্য নিত্য আস্থে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব-কাননে চায়॥
সই এমন কেন বা হলে।
গুরু দুরু জনে ভয় না মানিলে কোথা কি দেবতা পালে॥ (৩)
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠএ চমকি বসন খসাইয়া পরে॥
বএসে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষ বাড়াইলা আশ না বুঝি তোমার ছলা॥
তোমার চরিত হেন বুঝি রীত হাত বাঢ়াইলে চান্দে।
করি অনুনয় চণ্ডিদাসে কয় ঠেকিলে বন্ধুর ফাঁদে॥

(৩)

রাধার কি হল্য অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকএ একলে না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে মহাযোগিনীর পারা॥

---

(১) প্রতাপে।

(২) নাম-জপ ইত্যাদি দ্বারা এই পদে সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঊর্দ্ধ ভক্তি-রাজ্যের কথা সূচিত হইতেছে।

(৩) গুরু-ব্যক্তি এবং দুর্জ্জনের নিন্দার ভয় নাই—তোমাকে কোন্ দেবতা পাইয়াছে।

আল্যাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি।
সহাস বদনে চাহে মেঘ পানে কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডিদাসে কয় নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে॥ (১)

(৪)

আমি সে অবলা অখল-হৃদয়া ভাল মন্দ নাহি জানি।
বসিঞা বিরলে লেখা চিত্রপটে বিশখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হল।
বিষম বাঢ়ল অনল-শিখায় আমারে ফেলিয়া দিল॥
বএসে কিশোর অতি মনোহর অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন-যুগল করএ শীতল অমিয়া-রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে জন আপন বচন বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে বুক বিদারিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া না যায় চিতে এখন করিব কি।
কহে চণ্ডিদাসে শ্যাম-নবরসে ঠেকিলে রাজার ঝী॥

(৫)

সই কিবা সে শ্যামের ছবি।
কোটি মদন যনু নিন্দিত শ্যাম-তনু উদয় হৈয়াছে শশী রবি।
কিবা অপরূপ অমিয়া স্বরূপ নয়ন জুড়ায় চায়্যা।
হেন মনে লয় নহে কুল-ভয় কোলে করি গিয়া ধায়্যা॥
এমন মুরতি করিলে পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে।
সভারে (২) কহিয়া বিদায় হইব কি মোর আপন পরে॥
ধরম করম দুরে তেয়াগিলুঁ মনেতে লাগিল যে।
চণ্ডিদাসে কয় আপনার মনে বুঝিয়া করিব সে॥

(১) এই পদে কৃষ্ণবর্ণে অনুরাগ বশতঃ রাধা মেঘ, নিজের চুল এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ দর্শন করিয়া প্রীত হইতেছেন। তাঁহার স্বল্পাহার, গেরুয়া পরিধান ও মহাযোগিনীর সঙ্গে উপমা দ্বারা ভক্তির উচ্ছ্বাস ও ধর্ম্মজীবন সূচিত হইতেছে। (২) সকলকে।

(৬)

কি রূপ দেখিনু সেই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে ॥ (১)
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহ-কাযে নাহি মন কায নাহি সরে।
শ্যাম-নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু (২) লোক-লাজে ॥

(৭)

বঁধু কাহারে বা দিব দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পীরিতি কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সমুকে দেখিয়া আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে পাইব এতেক দুখে ॥
সো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার ভরসা মরুক দেখিতে করিএ সাধ।
প্রথম পীরিতি তাহার নাহিক বিভাগের আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে সেই যদি করে আনে (৩)।
চণ্ডিদাসে কহে এমনি পীরিতি করয়ে সুজন সনে ॥

(৮)

তোমার মহিমা ও রস-গাগরী রাধা সে আখর দুটী।
মহামন্ত্র করি করে কর ধরি সদাই জপিএ কোটি ॥
তোমা বিনে আমার সকলি নৈরাশ বসিএ তোমার পাশে।
তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি মোর উপাসন-রসে ॥
চণ্ডিদাসে কহে বড় অদভুত দুঁহার পীরিতি।
কেবা এই তত্ত্ব বুঝিবেক কত কাহার আছে বা কতি ॥

---

(১) চক্ষের জলের জন্ত ভাল করিয়া সেই রূপ লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। (২) মরিনু।
(৩) সে যদি অন্যপ্রকার ব্যবহার করে।

প্রভাতী।

(১)

শ্যাম কহে শুন রাধা বিনোদিনী বদন তুলিয়া চাহ।
হরিষ বদনে সুহাসি নিরখিয়া আমারে বিদায় দেহ॥
এ বোল শুনিঞা বৃকভানু-সুতা শোকেতে আকুল অঙ্গ।
আর না শুনিব তোমার গান না করিব রস-রঙ্গ॥
গদগদ বোলে প্রেম-শোকানলে বলে বিনোদিনী রাধে।
কি আর বলিব তোমার চরণে বিধাতা লাগিল বাদে॥
মুখে নাই সরে তোমারে যাইতে কি বল্যা বলিব আমি।
বলহ আমায় কি বোল বলিব কহিতে নাহিক জানি॥
তোমা হেন ধনে ছাড়িব কেমনে সদাই বেঢ়িয়া থাকি।
তাহে যাইতে চাহ নিজ বাস-ঘর শুনহে কমল-আখি॥
ত্বরিত গমন করিলা তখন শ্যাম সুনাগর রায়।
ঐছন পীরিতি করে গতাগতি দ্বিজ চণ্ডিদাসে গায়॥

(২)

আমি যাই আমি যাই বলে তিন বোল। (১)
কত না চুম্বন দেই কত বার কোল॥
করে কর ধরি কএ শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু (২) বোলে॥
পদ আধ যায় প্রিয়া চায় পালটিয়া। (৩)
বদন নিরখে কত কাতর হইয়া॥
পিয়ার পীরিতি হিয়ায় জাগিয়া রহিল।
চণ্ডিদাসে কহে সে কুল শীল গেল॥

পূর্ব্ব গোষ্ঠ।

(১)

প্রভাত হইল সভাই জাগিল গুরু গরবিত জনা।
গৃহ-কায যত সব সমাপিয়া যান পথে আনাগণা॥
গৃহ-মাঝে যায়্যা দেখি আগলাইয়া শ্যামের চূড়ার মালা।
নিয়তু শির-ফুল ছিল যে তাহাতে দেখিয়া হইল আলা॥

(১) আমি যাই আমি যাই, এই কথা তিন বার বলে।
(২) প্রিয় বাক্য। (৩) অর্দ্ধপদ যাইয়া আবার ফিরিয়া চায়।

আধ কাল জাদ (১) তাহে দেখি শ্রীর সাদ উঠিল বিরহ-আগী (২)।
নয়ন খঞ্জন ঝুরয়ে তখন শ্যামের বিয়োগ লাগি ॥
ক্ষণে ক্ষণে রাই পথ পানে চাই গৃহ-কাযে নাহি মন।
কখন হরষ কখন বিরস কি বলিতে কিবা কন ॥
সময় হইল গোঠে আরোপিল সময় হইয়া গেল।
সখাগণ সঙ্গে মুরলী বাজায়ে কালিয়া চলিয়া গেল ॥
কলরব শুনি রাই বিনোদিনী গবাক্ষে বদন দিয়া।
চণ্ডিদাসে কহে কানু নীলমণি ত্বরিতে দেখহ গিয়া ॥

(২)

ব্রজরাজ-বালা (৩) রাজপথে আল্যা লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভায়্যা বলরাম শ্রীদাম সুদাম ভাল ॥
সুবল সখার কান্ধে হাত দিয়া আরোপি নাগর-রাজ।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত-বাঁশীতে [illegible] দুই আখর বাজ (৪) ॥
এ কথা ইঙ্গিতে কেহো নাহি বুঝে সুবল কিছুই না জানে।
হেসে কবিরাজ পথে চলি গেল গমন করিছে বনে ॥
গবাক্ষে বদন দিয়া রসময়ী রূপ নিরীক্ষণ করে।
দুঁহার মিলন নয়নে নয়নে হৃদয়ে হৃদয়ে ধরে ॥
হেরিতে সুন্দর শ্রীমুখ-মণ্ডল ব্যথিত হইলা রাধা।
ওহেন সম্পদ বনে চলিয়াছে কেহ না কর্য্যাছে বাধা ॥
কেমন মা এর যশোদা পরাণ-পুতলী ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রহিব শূন্য-গৃহে বসি চণ্ডিদাসে বলে ইয়া ॥

সখীর প্রতি।

(১)

সই কি আর বলিব তোরে।
অনেক পুণ্যের ফলে সে হেন বন্ধুয়া বিধি মিলায়ল মোরে ॥
এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলে বাটে (৫)।
আঙ্গিনার কোণে বন্ধুয়া তিতিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

---

(১) নানা বর্ণের সূত্রাদি-নির্ম্মিত রত্নভূষিত থোপায় পরিবার ভূষণ-বিশেষ। (২) অগ্নি। (৩) 'বালক' শব্দের স্থলে প্রাচীন বাঙ্গলায় অনেক স্থলেই 'বালা' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (৪) 'রাধা' এই দুই অক্ষর বাজায়। (৫) বর্ত্মে, পথে।

গুরুজনার ঘর নহে স্বতন্তর (১) বিলম্বে বাহির হনু। (২)
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পীরিতি আরতি (৩) দেখিয়া হেন মোর মনে করে।
কলঙ্কের ডালা মাথায় করিয়া অনল ভেজাব ঘরে॥
বঁধু আপনার দুখ সুখ করি মানে আমার দুখের দুখী।
চণ্ডিদাসে কয় বঁধুর পীরিতি জগৎ হইল সুখী॥

(২)

সই কি হল্য কানুর জ্বালা।
রাতি দিন মন করে উচাটন হৃদয়ে জাগিছে কালা॥
মুদিয়া নয়ন ঘুমাই যখন কানুরে স্বপনে দেখি।
মনের মরম তোমারে কহিএ শুন রে প্রাণের সখি॥
ঘরে নাহি মন মন উচাটন কি না হল্য মোর ব্যাধি।
কি জানি কি হয় বাঁচিতে সংশয় কহ না ইহার বুদ্ধি॥
সদাই আমার পরাণ-পুতলী কানুর চরণে বাঁধা।
যে জন পীরিতে ও পাটপড়শী (৪) সদাই করএ বাধা॥
ঘরে বহু তার আদর পীরিতি সে জনা চক্ষের বালি।
না যাব তার বাড়ী ও পাটপড়শী দেই দেও (৫) যত গালি॥
চণ্ডিদাসে বলে লোকের বচনে কিবা সে করিতে পারে।
আপন সুখের মনের মানসে নিরবধি জপ তারে॥

(৩)

জানিতাম পীরিতি এমন বলিয়া তবে কি বাড়াতাম পা।
পীরিতি-বিচ্ছেদে পরাণ না রহে আল্যাইয়া পড়্যাছে গা॥
সখি কহ না কি বুদ্ধি করিব দেখি।
একে লোক-লাজ এ পাপ-পরাণ ঘরে থির নাহি থাকি॥
আপনার বুড়া অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতে নারিনু ধীরে।
আমার কপালে বিধির লিখনে মিছা দোষ দিব কারে॥

---

(১) আমি স্বাধীনা নহি। (২) "ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ বিলম্বে বাহির হনু॥"—পাঠান্তর।

(৩) আর্ত্তি।

(৪) পাড়াপড়শী। (৫) যত পারে গালি দিক্।

ভাবিতে গুণিতে কালার পীরিতি পরাণ হইল সারা।
শয়নে স্বপনে এ দুটী নয়নে নিরবধি বহে ধারা॥
কহে চণ্ডিদাসে শুন বিনোদিনী দেখিএ অবোধ পারা।
মিছা লোক-কথা কালা যার সখা কি আর করিবে তারা॥

(৪)

শুন গো মরম সখি।
কালার পীরিতি পরাণ না রহে বড় পরমাদ দেখি॥
কিবা সে কুদিনে দেখিনু সে জনে নয়ন পসারে দুটী।
সেই দিন হতে আন নাহি চিতে পীরিতি-অনলে উঠি॥
জ্বলন্ত অনলে জল ঢালি দিলে এখনি নিভায়া যায়।
মনের আগুনে কিসে নিভাইব দ্বিগুণ পুড়িছে তায়॥
বন পুড়িছে যে বনের আগুনে দেখএ জগৎ-লোকে।
এ বড় বিষম শুন গো সজনি জ্বলি উঠে বিনে ফুকে॥
হের দেখ মোর গায়ে হাত দিয়া উঠেছে বিরহ আগী।
শ্যামের লাগিয়া পরাণ আকুল সদা কাঁদে অনুরাগী॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন বিনোদিনী মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক চন্দন করিয়া হিয়াএ ভূষণ পর॥

(৫)

সখি বড় পরমাদ দেখি।
শ্যামের সনেতে পীরিতি করিয়া নিরবধি ঝুরে আখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাউল হইয়া অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কি সে নিবারিব নিবারিতে নারি বিষম কানুর লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কান্দি তাহে গুরুজন কাঁটা॥
ছাড়ি পাপাগার (১) বিরলে বসিয়া সদা ভাবি কালা কানু।
নিশ্চয় জানিনু ঝুরিতে ঝুরিতে কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া জলের যত মীন সে যেন তরাসে কাঁপে।
তেমনি আমার এ ঘর-করণ * * *॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব সে রহে ধৈরয ধরি॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন বিনোদিনী সকল স্বপন মানি।
তুমি সে কানুর কানু সে তোমার জগতে সভাই জানি॥

(১) পাপ-গৃহ।

(৬)

সই পূরিল বিষম শেলি।
বাহির করিতে যতন করিনু অন্তরে রহিল পশি॥
তেরছ নয়নের বাণের সন্ধানে না বাজে এমন নয়।
বাজিলে মরমে আকুল করএ যতনে পরাণ রয়॥
নাহি দিবা নিশি এমন করিছে এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ কেবা পরতীত যায়॥
আন্ধুয়া পুখুরে মীন যেন থাকএ হাঁপায় ধীবর-জালে।
তেমন আছি আমি এ ঘর-করণে গুরুজনা যত বলে॥
ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি নড়িতে কাটিএ দে।
আমার দুখের আচার বিচার এ কথা বুঝিব কে॥
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন দুদিগে কাটিয়া যায়।
তেমনি আমার গুরুজনা কাটে দ্বিজ চণ্ডিদাসে গায়॥

(৭)

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া জনমে কি ফল পেলুঁ।
হিয়া দগদগি মনের আগুনে দ্বিগুণ পুড়িয়া মলুঁ॥
গোকুল-নগরে কেবা না কি করে তাহা কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
এ ঘর-করণ বিহি (১) নিদারুণ বসতি পরের বশে।
হেন করে মন হউক মরণ কি আর যশঃ অপযশে॥
রাধা করি নাম কেহ নাহি ধরে এখনি এমনি মেলে।
চণ্ডিদাসে বলে সভারে পারিবে বঁধু আপনার হলে॥

(৮)

কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুতে না লয় মন।
বিষে মিশাইল যেন এ ঘর-করণ॥
পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥

---

(১) বিধি।

কি ক্ষণে বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া।
দিবা নিশি সদাই আমি মরি গো ঝুরিয়া ॥
পীরিতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
তবে কেনে পীরিতি করিব বঁধুর সনে ॥
পীরিতি অনল মোর হেন গতি ভেল।
আছিল সোণার তনু কালী হয়্যা গেল ॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ-পরাণে না সহে।
এ হেন পীরিতি দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে ॥

(৯)

সই কি বুকে দারুণ কথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পীরিতির কথা ॥
পীরিতি বলিয়া তিনটী আখর কে বলে পীরিতি ভাল।
শ্যাম-বঁধু সনে পীরিতি করিয়া কান্দিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাণ্ডাইয়া যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া তেমতি পুড়িয়া মরে ॥
রাই বিনোদিনী ও দুখে দুখিনী প্রেমে ছলছল আঁখি।
চণ্ডিদাসে কহে বঁধুর পীরিতি জীবন সংশয় দেখি ॥

(১০)

সই আর কি জীবনে সাধ।
একূল ওকূল দুকূল ভাবিতে দেখি বড় পরমাদ ॥
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবা রাতি তাহা বা সহিব কত।
এ পাড়াপড়শী ইঙ্গিত-আকারে কুবচন বলে কত ॥
অবলা-পরাণে এত কি সহিএ শুন গো প্রাণের সই।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা আপনা বলিয়া কই ॥
এ ঘর-করণ কুলের ধরম ভরম (১) শরম গেল।
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিয়া নিশ্চয় মরণ ভেল ॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন শুন রাধে সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরজনে কাল সাপ আছে বাটে।

---

(১) সম্ভ্রম।

(১১)

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই লোকে বলে কালা-পরিবাদ (১)।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা-সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিএ যদি দুটি হাত দিয়ে থাকি কাণে॥
চণ্ডিদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা॥ (২)

(১২)

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু পথে ধায় রে॥ (৩)
এ ছার রসনা মোরে হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয়ে তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান (৪)।
পরসঙ্গ (৫) শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডিদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

(১৩)

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুলি।
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥

---

(১) কলঙ্ক। (২) এই পদের দ্বারা কোন কোন বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ-অবতারের পূর্ব্বাভাস অনুমান করিয়াছেন।

(৩) পদ অন্যপথে যাইতে চাহিলেও কৃষ্ণ-পথগামী হয়।

(৪) সঙ্কল্প। (৫) প্রসঙ্গ।

সতী সাধে দাঁড়াই সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয় তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পীরিতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে॥ (১)
চণ্ডিদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পীরিতি॥

(১৪)

সই কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াঞা যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী দুখের দুখিনী প্রেম-ছলছল-আখি।
চণ্ডিদাস কহে যে গতি হইল পরাণে সংশয় দেখি॥

(১৫)

পীরিত কি রীত মূরতি হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গঢ়ল (২) কে॥
পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটল পরাণ-পুতলী যথা॥
পীরিতি পীরিতি পীরিতি অনল দ্বিগুণ জ্বালিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডিদাস-বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলয়ে তথা॥ (৩)

(১৬)

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥

---

(১) বঁধু তুমি যদি একবার বল তবেই আমি ঘরকন্না সাঙ্গ করি।
(২) গঢ়ল=নির্ম্মাণ করিল।
(৩) প্রকৃত প্রেম কথা কহে না, অর্থাৎ নীরব ; প্রেমের জন্য যে প্রাণ-ত্যাগ করিতে পারে সেই মাত্র প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পায়।

ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া। (১)
এ দেশে না রব মুঞি যাব বাহিরিয়া (২)॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি দিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব (৩) যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডিদাসে কহে কেন হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

(১৭)

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে (৪)॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ-মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হামু নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পীরিতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥

(১৮)

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ সফল করিল বিধি। (৫)
কুজন-বচনে ছাড়িতে নারিব সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পীরিতি শেলের ঘা পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়িল এ দুখ কহিব কাকে॥

---

(১) তোমরা আর আমাকে ধর্ম্মকথা শুনাইও না। তোমাদের ধর্ম্ম লইয়া তোমরা ঘরে যাও, আমার ধর্ম্ম কৃষ্ণ, ইত্যাদি।

(২) বাহির হইয়া, এই দেশ ছাড়িয়া।

(৩) ভ্রমণ করিব।

(৪) ক্ষণমধ্যে পাছে হ্রাস পায়।

(৫) কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী হইব বলিয়া মনে সাধ ছিল, বিধি তাহা পূর্ণ করিল।

সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে (১) কি তার আপন পর।
চণ্ডিদাস কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর॥

সখীর উক্তি।

(১)

এমন পীরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে (২) দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যনু কবহুঁ না জীয়ে (৩)।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডিদাসে কহে॥

(২)

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ (৪)

---

(১) ভ্রমণ করে। (২) ক্রোড়ে।

(৩) জীবন ধারণ করে।

(৪) কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনকারীর পদে রাধিকা লুটাইয়া পড়িতেছেন। এমনই করিয়া চৈতন্যদেব কৃষ্ণনাম শুনিলে লোকের পায় পড়িতেন। বস্তুতঃ রাধিকার এই সব ভাব ভক্তিরাজ্যের, তাহা চৈতন্যদেবকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলী যেন ভূতলে লোটায়॥
পুছএ কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যামে কহ দেখি সখি॥
চণ্ডিদাস বলে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোমার হৃদয়ে জাগিয়া॥

কৃষ্ণের প্রতি।

(১)

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
বঁধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

(২)

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ-মুখ।
খাইতে সুয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডিদাসে কহে মাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

(৩)

যখনে পীরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা আপনি করিতা মোর বেশ।
আখির আড় (১) নাহি কর হিয়ার উপরে ধর এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ (২)।
একে হাম পরাধীনী তাহে কুল-কামিনী ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তমুত আন কত বা কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাটা বিষ মাখা দেয় খোটা তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডিদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয় বঁধু তোর নহে অকরুণ॥

খণ্ডিতা।

ভাল হল্য আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমার সুখায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরি বাসি দুখ॥
বঁধু তোমায় বলি হারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥
আই আই পড়্যাছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা॥
নীল পাটের শাটী কোঁচার বলনী।
রমণী-রঞ্জন হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাযে॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডিদাস বলে লাজ ধুইলে না ঘোচে॥

মাথুর।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কে বা সেধেছিল পীরিতি করিতে মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু লাজ নাহি বাস নাহিক লেহের লেশ।
এক দেশে আলি আনল জ্বালিয়া জ্বালাইতে আর দেশ॥

---

(১) অন্তরাল। (২) বার্ত্তা পাঠাইয়া খবর নিতে হয়।

অগাধ জলের মকর যেমন না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিতেজি চিটাতে আদর এত ॥
চণ্ডিদাস ভণে মনের বেদনে কহিতে পরাণ ফাটে।
সোণার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি কুবুজা বসেছে খাটে ॥

বংশী-শিক্ষা।

আজু কে গো মুরলী-বাজায়। (১)
এ তো কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটী বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার (২) ইন্দ্রনীল-কান্তি-তনু।
এতো নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কতি (৩) ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী।
নীল উজ্জ্বল নীলমণি ॥ (৪)
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেনে দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডিদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥ (৫)

---

(১) রাধিকা কৃষ্ণ সাজিয়া মুরলী বাজাইতেছেন।
(২) কৃষ্ণের। (৩) কোথায়।
(৪) কৃষ্ণ রাধা সাজিয়াছেন, তাহারই কথা হইতেছে।
(৫) বৈষ্ণবগণ এই শেষের ছত্রে গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস পরিকল্পনা করেন।

ভাব-সম্মিলনের পূর্ব্বাভাস।

বিরহান্তে।

সখি আজি কুদিন সুদিন ভেল। (১)
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল॥ (২)
চিকুর ফুরিছে (৩) বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত-সময়ে কাক কোলাহলি
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥ (৪)
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল। (৫)
চণ্ডিদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি আজি অনুকূল॥

ভাব-সম্মিলন ও আত্ম-নিবেদন। (৬)

(১)

শুনহে চিকন কালা।
কি বলিব আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥

(১) দুর্দ্দিন কাটিয়া শুভদিন হইল।
(২) আমার অদৃষ্ট আমাকে বলিয়া গেল।
(৩) স্ফুরিত হইতেছে।
(৪) অন্যদিন কাক বঁধুর নাম শুনিলে উড়িয়া যায়, আজ তাহার নাম বলিতে আহার খাইতে নামিয়া বসিল।
(৫) শিবের মাথার ফুল আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ খসিয়া পড়িল।
(৬) কৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। ভাব-সম্মিলন বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এখানে দেহী কৃষ্ণ রাধিকার নিকট আসেন নাই। হৃদয়ের মধ্যে যে নিত্য-কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, রাধিকা তাহাই পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহা শুধু মনোরাজ্যের কথা। এই জন্য ভাব-সম্মিলনে বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণ-আগমনে সমস্ত মঙ্গলাচরণ রাধিকার দেহেই সম্পাদন করিতেছেন; যথা—"আলিপন দেয়ব মোতিম হার। মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥"

চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদা যে পরের বশ।
কোন ছল বলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবোলা (১) নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলাম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।
নিগূঢ় সে কথা চণ্ডিদাস তাহা
কিছু কহে অনুমানে॥

(২)

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
পীরিতি-রসেতে ঢালি প্রাণ মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি
মন নাহি আন ভায়॥ (২)

---

(১) বাকশক্তি শূন্য।
(২) মনের অন্যভাব নাই।

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডিদাস পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণখানি॥

(৩)

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে (১) দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটী কমল-পায়॥
না ঠেল না ঠেল অবলে অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥
আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয় পরশ-রতন গলায় গাঁথিয়া পরি॥

(৪)

শুন হে রসিক রায়।
তোমা উপেখিয়া যে সুখে আছিলুঁ নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥
কি জানি কি খেনে কুমতি হইল গরবে ভরিয়া গেলুঁ।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারাঞা ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ-সম পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী গরবে ভরল দে (২)।
হামারি গৌরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি অব টুটাঅব (৩) কে॥
তোহারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোহার রূপে।
কুল-শীল-লাজে দিয়ে তিলাঞ্জলি মজেছি রসের কূপে॥
তোহারি গরবে গরবিণী হাম গরবে ভরল বুক।
চণ্ডিদাসে কহে এমতি নহিলে পীরিতি কিসের সুখ॥

---

(১) স্বামীকুলে এবং পিতৃকুলে।

(২) দেহ। (৩) এখন কে কমাইবে।

(৫)

ওহে শ্যাম ছাড়িয়া না দিব তোরে।
পরাণ যেখানে রাখিব সেখানে হেন মোর মনে করে॥
লোক-হাসি হোক জাতি যায় যাক তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি ঘুচাইলে বিধি আর কোথা গেলে পাব॥
কাহারে কহিব কেবা প্রত্যাইব আমার যন্ত্রণা যত।
তোমার লাগিয়া যতেক সহিয়ে নহিলে পরমাদ হত॥
রাধার বচন শুনি রসিকবর নাগর গদগদ ভেল দেহা।
আমি সে তোমার প্রেমে বশ আছি মরমে বান্ধিলে লেহা॥
চণ্ডীদাসে কয় দুহে এক হয় হয় বা না হয় ভিন্নু।
রহে সে বসিয়া দুহু মিশাইয়া সচল একই তনু॥

(৬)

ওহে শ্যাম কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন তোমার তুলনা তুমি॥
তুমি বিদগধ গুণের সাগর রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বান্ধ্যাছি পীরিতি অথল ব্রজের রামা॥
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া শরণ লইয়া আছি।
যে কর সে কর তোমার চরণে এ দেহ সঁপিয়া আছি॥
আনের অনেক আছে আন বঁধু রাধার পরাণ তুমি।
ও রাঙ্গা চরণ শীতল দেখিয়া শরণ লয়্যাছি আমি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন হে নিরদয় রাধারে না হয্য বাম।
লোক-মুখে শুনি তোমার মহিমা শরণ সুন্দর নাম॥

(৭)

তোমার পীরিতি কি জানি মজিতে অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিনু শেষে পাছে হয় জ্বালা॥
অবলা জনার দোষ না লইবে তিলে কত হব দোষ (১)।
তুমি কৃপা করি দয়া না ছাড়িবে মোরে না করিবে রোষ॥
তুমি সে পুরুষ ভুবন-শকতি সকলি সহিতে হয়।
কুল-কামিনীর লেহা বাঢ়াইয়া ছাড়িতে উচিত নয়॥
তিলে না দেখিলে ও চাঁদ-বদন মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া চণ্ডীদাস আছে সাথী (২)॥

---

(১) প্রতিক্ষণেই তোমার পদে আমার দোষ হইবে।
(২) সাক্ষী।

(৮)

ওহে শ্যাম তুমি নিদারুণ নয়।
তোমার লাগিয়া এত পরমাদ নিশ্চয় করিয়া কয়॥
মনের বেদনা কহিতে কহিতে দ্বিগুণ উঠয়ে দুঃখ।
যেমন দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়িছে তেমনি করিছে বুক॥
যদি বা কখন কাঁদি কোন ছলে শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে শ্যাম লাগি কান্দে কলঙ্কিনী এমন তাদের ধারা॥
হেন করে মন শুনি কুবচন গরল খাইয়া মরি
তাহে নাহি দায় শুন শ্যাম রায় তোমার লাগিয়া মরি॥
তোমা হেন ধনে ছাড়িব কেমনে তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডিদাসে কয় শুন হে বিনোদ আর কোথা গেলে পাব॥

(৯)

যাহার সহিতে যাহার পীরিতি সেই সে মরম জানে।
লোক চরচয়ে (১) ফিরিয়া না চায় সদাই অন্তরে টানে॥ (২)
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন তাহা কি কাহারে কই।
মরম-সমান করে অপমান বঁধুর লাগিয়া সই॥
গৃহ-কায করিতে গুমুরিয়া মরি ফুকুরি কাঁদিতে নারি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ যেমত চোরের নারী॥
কাহারে কহিব কেবা প্রত্যাইব কে জানে মনের দুখ।
চণ্ডিদাসে কয় আশয় ছাড়হ তবে সে পাইবে সুখ॥

(১০)

রাই কহে শুন কি জানি পীরিতি আরতি রসের লেহ।
আনে (৩) কি জানয়ে এ রস-মাধুরী রসিক বুঝয়ে কেহ॥
পীরিতি বলিয়া এতিন আখর পীরিতি আছএ যেবা।
রসের রসিক রসে আরোপিত সেই সে জানএ লেহা॥
কোন কোন রামা পীরিতি না জানে সে জন আছএ ভাল।
মুঞিত পীরিতি করিয়া মজিলুঁ এ দেহ হইল কাল॥

---

(১) চর্চ্চায়।

(২) লোকে কি বলে না বলে সে দিকে ফিরিয়াও চায় না, সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে।

(৩) অন্যে।

এক-মন-চিতে ও রাঙ্গা চরণে শরণ লয়্যাছে রাধা।
এ হেন সুখের ঘর বান্ধিয়াছি তাহাতে লোকের বাধা॥
অনেক যতনে পীরিতি বাঢ়য়ে তিলেকে ভাঙ্গিতে পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম শুন হে প্রাণের হরি॥
আনের পরাণ আনের অন্তরে আমার পরাণ তুমি। (১)
তিল আধ তাই নয়নে না হেরি মরণ বাসি যে আমি॥
চণ্ডিদাসে কহে এমন পীরিতি শুনিতে জগৎ বশ।
দুঁহে সে জানএ দুঁহাকার তত্ত্ব আনে কি জানএ রস॥

(১১)

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রস-তত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি-দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদম্ব-তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী চারিদিগ হেরি যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান তব প্রেমে হয়ে ভোর॥
চণ্ডিদাসে কয় ঐছন পীরিতি জগতে আর কি হয়।
এমন পীরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয়॥

(১২)

ঈষৎ হাসিয়া রাই পানে চায়্যা বলে বিদগধ কান।
তোমার মাধুরী মহিমা চাতুরী ইহা কি জানএ আন॥
পরম দুর্লভ আনন্দে কেবল নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ায় হিয়ায় মরমে মরমে সদাই আছএ বাঁধা॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে রাখিএ ধেনুর পাল।
গোলোক তেজিয়া গোবর্দ্ধনে বাস হইআছি জানহ ভাল॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী নিরবধি করি গান।
তোমা বিনে নহে সুখের লেশহি মনেতে নাহিক আন॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডিদাস আনন্দে ভাসয়ে তথি।
ও রস মাধুরী কে ইহা বুঝিবে কার আছে এত গতি॥

(১) অন্তের প্রাণ অন্তের অন্তর-মধ্যে, কিন্তু আমার প্রাণ তুমি, অর্থাৎ আমার বাহিরে।

(১৩)

ও রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে বসত ওখানে গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি-দিশি বসি রস-আলাপনে মুরলী লইয়া করে।
যমুনার তীরে ধেয়ান করিয়া থাকি যে তোমার তরে॥
তোমার মহিমা রূপের মাধুরী তাহা দেখিবার তরে।
কদম্ব-কাননে ধেনু-বৎস সনে থাকি তোমা পাবার তরে॥
তোমার মুরতি তোমার পীরিতি হৃদয়ে বান্ধিয়া আছি।
করি অনুমান জপি তব নাম ওহাই জপিয়া আছি॥
চণ্ডিদাসে কয় এ হেন পীরিতি জগতে আর কি হয়।
এমন আরতি না দেখিএ কতি (১) এরূপ না হলে নয়॥

(১৪)

গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা রাধাময় সব দেখি।
শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে রাধারে দেখিয়ে আখি॥
প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা রাধিকা আরতি-পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম পায়্যাছি অনেক আশে॥
দানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা রূপেতে রাধিকাময়।
সর্ব্বত্রে রাধিকা সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা সদাই দেখিএ তোয়॥
শ্যামের বচন আরতি শুনিয়া প্রেমামৃতে ভাসে রাধা।
চণ্ডিদাসে কয় এমন পীরিতি হিয়ায় হিয়ায় বাঁধা॥

(১৫)

শুন হে রাই।
তোমার মহিমা ও রস মাধুরী সদাই মুরলীতে গাই॥
সদাই লইলাম অতি অনুপাম করে নিশি-দিশি জপি।
রাধা নাম দুটী প্রেমের অঙ্কুর আপন হিয়াতে রোপি॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে নিরন্তর তোমায় দেখি।
চাঁদের লালসে যেমন চকোর তেমতি বসিয়া থাকি॥
যেমন মরম লুবধ ভ্রমরা পরাণ তোমার পাশে।
মন-মাতা (২) হাতী অঙ্কুশ না মানে ধাওত তোমার আশে॥
চণ্ডিদাসে কয় শুন সুনাগরী আর কি জানএ দেহা।
দুই সে জানএ দুঁহাকার তত্ত্ব আনে কি (৩) জানএ লেহা॥

(১) কোথায়ও। (২) মাতা=মত্ত। (৩) অপরে কি।

(১৬)

তোমার চরণ অতি সুশোভন যেদিন দেখি তাই।
উদ্দেশ চাঁদক অতি মনোহর দেখিতে আমি রই ॥ (১)
তোমার বেণী চাঁচর চিকুর যখন পড়এ মনে।
আপনার শ্রীমুখ-মণ্ডল নিরখি গগনে মেঘের পানে ॥
তোমার নয়ন চঞ্চল সঘন সদাই পড়িছে মনে।
তবে পূরে মন করি নিরীক্ষণ খঞ্জন পাখীর সনে ॥
চণ্ডিদাসে কয় হেন মনে লয় শুন হে নাগর কান।
দুই জনে যদি বাড়াইলে প্রেম তবে কেন হয় মান ॥

(১৭)

তোমা বিনে মনে আর নাহি ভয় সদা দেখি রাধা-রূপ।
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেড়ি অমিঞা রসের কূপ ॥
তোমার বদন অতি সুশোভন মদন মোহিত মানি।
দেখিয়া জুড়ায় সকল পরাণ সফল করিয়া মানি ॥
তোমা হেন ধনে থুব কোন স্থানে শুন শুন নাগরী রাই।
নিশি-দিশি তোমা মনেতে ভাবিএ অন্তরে আর কিছু নাই ॥
শয্যাতে নিশিতে ঘুমাই যখন স্বপনে তোমারে দেখি।
নিদ্রা হয় ভঙ্গ তোমা না দেখিয়া তখনি মেলিএ আখি ॥
চাহিতে তখন স্বপন আপন ইহাত কখন নয়।
তখনি উঠিয়া বিরলে বসিয়া রাধিকা ঘোষণা হয় ॥
চণ্ডিদাসে কহে ঐছন পীরিতি জগৎ পূরিত ভেল।
দুহাঁর পীরিতি আরতি শুনিঞা দুঁহু আনন্দিত ভেল ॥

রামীর প্রতি।

(১)

শুন রজকিনি রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি যে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ॥

(১) যেদিন চন্দ্রতুল্য তোমার চরণ (-নখ) না দেখিতে পাই, সে দিন সাদৃশ্য খুঁজিতে চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া থাকি।

রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম নিকষিত-হেম
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়॥

(২)

এক নিবেদন করি পুন পুন
শুন রজকিনি রামি।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নের তারা॥
তোমা বিনা মোর সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আখি।
যেদিনে না দেখি ও চাঁদ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি॥
ও রূপ-মাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা-রস॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
ধোপানী-চরণ সার॥

সহজিয়া পদ।

(১)

প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মূরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছটফট
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি করে ছটফটি
চণ্ডিদাসে ইহা ভণে॥ (১)

---

(১) এই পদের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই,—রূপের আদর্শ যদি মনে জাগ্রত হয়, এবং সংসারে যদি তাহার অনুরূপ মূর্ত্তি না পাওয়া যায়, তবে মন নিরাশা-সাগরে নিমজ্জিত হয়। তখন সেই আদর্শ রূপের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বত্যাগী হয় ইহা বুঝিতে পারিয়া যদি কেহ সেই প্রেমিকের জন্য আত্মত্যাগ করিতে দাঁড়ায়, তবে তাহারা উভয়ে উভয়ের মধ্যে স্বীয় স্বীয় আদর্শের সার্থকতা দেখিয়া মুগ্ধ হয়। তখন পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগী হইয়া তাহারা যেন পুনর্জীবিত হয়।

(২)

প্রেমের যাজন শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস॥ (?)
তাহা হইলে মন-বায়ু সে
আপনি হইবে বশ।
তা হইলে কখন না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে যশ॥
বেদবিধি পার (১) এমন আচার
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন পায় সেই জন
তাহার উপর কে॥
(সদা) আনন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার নয়ন-গোচর
জানয়ে রসের কূপ॥
চণ্ডিদাস কয় নিত্য বিলাসময়
হৃদয় আনন্দে ভোরা।
নয়নে নয়নে থাকে দুই জনে
যেমন জীয়ন্তে মরা॥

(৩)

শুন শুন দিদি প্রেম সুধা-নিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেয়ালাদল॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥

---

(১) সহজিয়াগণ বেদবিধি মান্ত না করিয়া তাঁহাদের প্রেমতত্ত্ব বেদবিধির ঊর্দ্ধে কল্পনা করিয়া থাকেন।

আমি মনে করি আছে কত ভারী
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহাকে তরাবে কে॥
চণ্ডিদাস বলে লাথে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ-বান্ধা॥

(৪)

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিব তায়।
পীরিতি-রতন করিব যতন
(যদি) সমানে সমানে হয়॥
(সখি) পীরিতি বিষম বড়।
(যদি) পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দড়॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু-লোভে করে প্রীত।
মধু-পান করি উড়িয়ে পলায়
এমতি তাহার রীত॥
হেন ভ্রমরার সাধ্য নাহি কভু
এ রস করিতে পান।
রসিক যে জন জানয়ে কেবল
এ রস-সন্ধান॥

বিধুর সহিত কুমুদ-পীরিতি
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
সদাই দুঃখের ঘর।
আপন সুখেতে যে করে পীরিতি
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে অনন্ত পীরিতি
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে নিছনি লইয়া
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস॥

(৫)

সুজনের সনে আনের (১) পীরিতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত দন্তের পীরিতি
সময় পাইলে কাটে॥
(সখি) কেমন পীরিতি লেহা।
আনের সহিত করিয়া পীরিতি
গরলে ভরিল দেহা॥
বিষম চাতুরী বিষের গাগরী
সদাই সে পরাধীন।
আত্ম-সমর্পণ জীবন যৌবন
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
সকাম লাগিয়া ফেরয়ে ঘুরিয়া
পর-তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী মধু পান করি
শেষে উড়িয়া যায়॥
(সখি) না কর সে প্রেম-আশ।
বাটিয়া (২) পীরিতি কেবল কুরীতি
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস॥

---

(১) মু অন্যের। এখানে, দুর্জ্জনের। (২) ক্ষণস্থায়ী।

(৬)

শুন গো সজনি আমারি বাত।
পীরিতি করবি সুজন-সাথ॥
সুজন-পীরিতি পাষাণ-রেখ্।
পরিণামে কভু না হবে বেক॥ (১)
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন-সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডিদাস কহে পীরিতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি॥

(৭)

নিজ-দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ-পীরিতি বলিব তারে॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ-পীরিতি না ছাড়ে মোলে॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
পীরিতি করিয়ে ভাঙ্গয়ে যে।
সাধনা অঙ্গ না পায় সে॥
চণ্ডিদাস কহে সহজ-রীত।
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত॥

মরম না জানে ধরম বাখানে (২)
এমনে আছয়ে যারা।
কায নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় (৩) হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥

---

(১) না হবে বেক=বক্র হয় না। পাষাণের রেখা যেরূপ একবার সোজা টানিলে চিরকালই সেইরূপ থাকে।
(২) মর্ম্ম জানে না, অথচ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে যায়। (৩) নীরব।

আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌঙকি (১) রয়েছে সেথা।
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা ॥
(তোরা) পরপতি (২) সনে শয়নে স্বপনে
সদাই করিবি লেহা।
(তোরা) সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি
ভাবিনী ভাবের দেহা (৩) ॥
কহে চণ্ডিদাসে এমতি হইলে
তবেত পীরিতি সাজে।
(তোরা) না হইবি সতী না হবি অসতী (৪)
থাকিবি রমণী-মাঝে ॥

রামমণির পদাবলী।

রামী ধোপানী চণ্ডিদাসের প্রেম-পাত্রী। তাঁহার স্বরচিত এই কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। যখন আমরা রামীর ভণিতা পাইয়াছি, তখন পদগুলি তাঁহারই রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্তু চণ্ডিদাসের সঙ্গে রামমণির প্রণয়-ব্যাপার বৈষ্ণব-সমাজে এতই বিঘোষিত হইয়াছিল যে, রামমণির ভণিতা দিয়া পরবর্ত্তী কোন সহজিয়া-বৈষ্ণবও পদগুলি লিখিয়া রাখিতে পারেন।

(১)

কি কহিব বঁধু হে বলিতে না যুয়ায় (৫)।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায় ॥

---

(১) চৌঙকি = পাহারা। (২) পরপতি = শ্রেষ্ঠপতি = ভগবান। (৩) চিন্ময় দেহ। (৪) সতীত্বের দর্প এবং অসতীর কলঙ্ক উভয়ই পরিহার করিবি। (৫) যোগ্য হয়।

অনামুখু মিন্‌সেগুলার কিবা বুকের পাটা।
দেবী-পূজা বন্ধ করে (১) কুলে দেয় কাঁটা॥
দুখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কান্দি উঠে।
মুখ ফুটে না বল্‌তে পারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিএ মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন-নিন্দা করে।
ঝঞ্ঝনা (২) পড়ুক তার মাথার উপরে॥
অবিচার-পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥
বাশুলী দেবীর যদি কৃপা-দৃষ্টি হয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥

(২)

কোথা যাও ওহে প্রাণ-বঁধু মোর
দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া দুখ ফাটে মোর বুক
ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হ'তে এ দেহ সঁপিনু
মনে আন নাহি মানি।
কি দোষ পাইয়া মথুরা যাইবে (৩)
বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথী (৪) ক্রুর অতিশয়
বোধ বিচার নাই।

(১) চণ্ডিদাস বাশুলী দেবীর মন্দিরের পূজক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধোপানীর সহিত প্রণয় প্রচারিত হওয়াতে তাঁহাকে পূজা করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (২) বজ্র।

(৩) রামীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না, এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া সমাজচ্যুত চণ্ডিদাস কুলে উঠিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের (৩য় সংস্করণ) ২১০-২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) এখানে চণ্ডিদাসের ভ্রাতা নকুলকে বুঝাইতেছে।

বোধ থাকিলে দুখ-সিন্ধু-নীরে
অবলা ভাসাতে নাই ॥
পীরিতি জ্বালিয়া যদি বা যাইবা
কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন করহ পালন
দাসীরে করহ সাথ ॥
তুমি দিবাভাগে লীলা-অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥
ত্রুটি সম কাল মানি সুজঞ্জাল
যুগতুল্য হএ জ্ঞান।
তোমার বিরহে মন স্থির নহে
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥
কুটিল কুন্তল কত সুনির্ম্মল
শ্রীমুখমণ্ডল-শোভা।
হেরি হয় মনে এ দুই নয়নে
নিমেষ দিয়েছে কেবা ॥ (১)
যাহে সর্ব্বক্ষণ তব দরশন
নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক কি কব অধিক
দোষ দিয়ে (২) বিধাতারে ॥
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় চণ্ডিদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার ॥ (৩)

(১) নিমেষ থাকার দরুণ অনিমিষে দেখিতে পারি না।

(২) দোষ দেই।

(৩) এই সমস্ত পদটির ব্যাখ্যা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেকাংশ জুড়িয়া বিদ্যমান ছিলেন। ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২১৯—২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বয়ঃ-সন্ধি।

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপলগতি লোচন লেল ॥ (১)
অব সব খনে রহু আঁচরে হাত। (২)
লাজে সখীগণে না পুছয় বাত ॥
কি কহব মাধব বয়সক-সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ-মন রহু বন্দী ॥ (৩)
শুনইতে রস-কথা থাপয় চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনএ সঙ্গীত ॥ (৪)
শৈশব যৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানয়ে জয় অবসাদ ॥ (৫)
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সে তনু ছোড় নাহি পারি ॥

(১) যৌবনের কিছু কিছু অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। পদের চঞ্চল গতি রহিল না, তাহা চক্ষু লইল। অর্থাৎ বালিকা-সুলভ চরণ-চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল, কিন্তু যুবতী-সুলভ-চক্ষের চাঞ্চল্য দেখা দিল।

(২) এখন সমস্ত সময়েই অঞ্চলে হাত দেখা যায়, অর্থাৎ শরীর ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র।

(৩) বয়সের সন্ধি অর্থাৎ বাল্য-যৌবনের মিলন-কালের (কৈশোরের) কথা তোমাকে কি বলিব, তাহা দেখিয়া কামদেবের মন আবদ্ধ হয়।

(৪) মৃগী যেরূপ সঙ্গীত শুনিবার জন্য (চিত্ত স্থাপন করে), প্রেমের কথা শুনিতে সেইরূপ চিত্ত স্থাপন করে (থাপয়ে)।

(৫) শৈশব এবং যৌবনের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল, কেহই জয় বা পরাজয় মানিল না। অর্থাৎ শৈশব জয়ী কি যৌবন জয়ী বুঝিতে পারা গেল না, কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা শৈশব এবং অপর কতকগুলি দ্বারা যৌবন প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাড়ল নিতম্ব মাঝ (১) ভেল খীন (২) ॥
আবে মদন বঢ়ায়ল দিঠ।
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥ (৩)
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ ॥ (৪)
খনে খন নয়ন-কোণ অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই ॥ (৫)
খনে খন দশন ছটাছট হাস।
খনে খন অধর আগে করু বাস ॥ (৬)
চঙকি চলয়ে খন খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥ (৭)
হৃদয়ক-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আচর দেই খনে হোয় ভোর ॥ (৮)
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিঅ জেঠ কনেঠ ॥ (৯)

(১) কটি। (২) ক্ষীণ। (৩) প্রেম-দেবতার (কামের) দৃষ্টি যতই বাড়িল, ততই শৈশব-চিহ্ন-গুলি চমকিয়া পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিল।

(৪) যৌবনে দৃষ্টি বঙ্কিম হইল, লজ্জা উৎপন্ন হইল এবং হাসি মিষ্ট হইল। (৫) ক্ষণে ক্ষণে চক্ষুতারা চক্ষুর প্রান্ত-ভাগ আশ্রয় করিল, অর্থাৎ অপাঙ্গ-দৃষ্টি হইল—(যৌবনের লক্ষণ)। আবার পরক্ষণে অঞ্চলের ধূলি অঙ্গে শোভা পাইল—(বালিকার লক্ষণ)।

(৬) সময়ে সময়ে দন্ত-বিকাশ-সহ উচ্চ-হাস্য। (বালিকার লক্ষণ)। আবার সময়ে সময়ে হাসি অধরাগ্রে দেখা দেয়, অর্থাৎ মৃদু, অনুচ্চারিত হাসি-রেখা অধর-প্রান্তে মিলাইয়া যায়। (যৌবন-লক্ষণ)।

(৭) ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া চলে, অর্থাৎ বালিকার অবাধ চঞ্চল-গতি; কিন্তু পরে মন্দগতি (যুবতী-নারীর যোগ্য)। মন্মথ অর্থাৎ প্রেম-দেবতার পাঠ প্রথম অভ্যাস হইতেছে।

(৮) স্বীয় দেহে যৌবন-চিহ্ন-প্রকাশে ক্ষণে বিস্মিত হইয়া তাহা দর্শন করে (বালিকার কৌতূহলবশতঃ); আবার পরক্ষণে তাহা অঞ্চলে আবরণ করে (যুবতী-জনোচিত লজ্জাবশতঃ)। (৯) এই রমণীতে বাল্য ও যৌবনের ভেট (মিলন) হইয়াছে; কে জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ, অর্থাৎ বালিকার লক্ষণই বেশী কিংবা যুবতীর লক্ষণ প্রবল, তাহা বুঝা যায় না।

বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নহি না জান॥ (১)

খন ভরি নাহি রহ গুরুজন-মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাপয় লাজে॥ (২)
বালা জন সঙ্গে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তঁহি করই॥ (৩)
মাধব তুয়া লাগি ভেটল রমণী।
কে কহু বালা কে কহু তরুণী (৪)॥
কেলিক রভস যব শুনে আনে।
আনতএ হেরি ততহি দেএ কাণে॥ (৫)
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখি হসি দেএ গারি॥ (৬)
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা-চরিত রসিক-জন জানে॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

যঁহা যঁহা পদ যুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥ (৭)
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ॥

---

(১) তরুণী এবং বালিকার চিহ্ন তুমি জান না।

(২) একটি ক্ষণও স্থির হইয়া গুরুজনের নিকট থাকে না। মুক্ত অঙ্গ লজ্জায় আবরণ করে না;

(৩) যখন বালিকাদের সঙ্গে থাকে, তখনও যুবতী কাহারও সমাগম হইলে তাহার সঙ্গে পরিহাস করিতে ভালবাসে।

(৪) কেহ বলে বালিকা, কেহ বলে যুবতী।

(৫) অপরের মুখে প্রেম-ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গ শুনিলে মস্তক অবনত করিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করে।

(৬) ইহা যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া প্রচার করে, তবে কান্নামিশ্র-হাসির সহিত তাহাকে গালি দিতে থাকে।

(৭) যে যে স্থানে পদ-বিক্ষেপ হয়, সেই সেই স্থানে যেন পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠে।

কি হেরল অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয় মাহা মোরি ॥ (১)
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল-পরকাশ ॥
যঁহা লহু (২) হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয় বিকার (৩) ॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ (৪)।
তঁহি তঁহি মদন-শর লাখ ॥
হেরইতে সো ধনী থোর।
অব তিন ভুবন অগোর (৫) ॥
পুন কিয়ে দরশন পাব।
অব মোহে ইহ দুখ যাব ॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয় গুণে দেয়ব আনি ॥

পীন পয়োধর দুবরি গতা। (৬)
মেরু উপজল কনক লতা ॥ (৭)
এ কাহ্নু এ কাহ্নু (৮) তোরি দোহাই।
অতি অপরূপ দেখলি রাই ॥
মুখ মনোহর অধর সুরঙ্গ।
বাঁধুলি মাধুরি কমলক-সঙ্গ ॥
লোচন-যুগল থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার ॥ (৯)

(১) আমার হিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিল।

(২) লঘু, মৃদু। (৩) বিকিরণ করে।

(৪) কটাক্ষ। (৫) অগোর = অজ্ঞান = মোহ-প্রাপ্ত।

(৬) দুবরি = দুর্ব্বল। পয়োধর স্থূল হওয়াতে দেহ তন্বী হইয়া পড়িল। (৭) কনক-লতাতে যেন মেরুপর্ব্বতের আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ প্রশস্ত পয়োধরভরে দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িল; কনকলতায় যেন মেরুপর্ব্বত উৎপন্ন হইল।

(৮) কাহ্নু = কানু = কৃষ্ণ।

(৯) চক্ষু দুটি স্থির ভ্রমরের ন্যায়, তাহারা যেন মধুতে মত্ত হইয়া আছে, এ জন্য উড়িতে পারিতেছে না।

ভঁউ হেরি কথা পুছহ যন্থু।
মদনে যোড়লি কাজর-ধন্থু॥ (১)
ভণে বিদ্যাপতি দূতী-বচনে।
এত শুনি কাহ্ন করু গমনে॥

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক-বেলা॥
চিকুরে গলয় জল-ধারা।
মেহ বরিখে যনি মোতিম-হারা॥ (২)
বদন পোছল পরচুরে।
মাজি ধয়ল জনি কনক-মুকুরে॥ (৩)
তহি উদয়ল কুচ জোরা।
পলট বৈসয়েল কনক-কটোরা॥ (৪)
নীবি-বন্ধ করল উদেস (৫)।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥

যাইতে পেখলু নহাইলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চুরি॥ (৬)
কেশ নিঙ্গড়াইতে বহ জল-ধারা।
চামরে গলয় যনি মোতিম-হারা॥
অলকহি তিতল তঁহি অতি শোভা। (৭)
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধু-লোভা॥

(১) ভ্রু-যুগ্মের কথা কি জিজ্ঞাসা কর, প্রেমদেবতা যেন কজ্জল-নির্ম্মিত ধন্থু যোজনা করিয়াছেন।

(২) কেশ হইতে জল পড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা-হার বিগলিত হইতেছে।

(৩) মুখ প্রচুর পরিমাণে মার্জ্জিত হইল, যেন স্বর্ণ-নির্ম্মিত মুকুর কেহ মাজিয়া ধুইয়া রাখিল।

(৪) স্বর্ণ-নির্ম্মিত কৌটা যেন উল্টা করিয়া রাখা হইয়াছে।

(৫) উদাস=শ্লথ।

(৬) স্নান করিয়া গৌরাঙ্গী রাধিকাকে যাইতে দেখিলাম,—কত সামগ্রী হইতে যেন সে তাহার রূপ চুরি করিয়া আনিয়াছে।

(৭) সিক্ত-কেশে মুখ বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

নীরে নিরঞ্জন লোচন-রাতা (১)।
সিন্দূরে মণ্ডিত যনি পঙ্কজ-পাতা ॥
সজল-চীর রহ পয়োধর-সীমা।
কনক-বেলে যনি পড়ি গেল হিমা ॥ (২)
ও লুকি করতহি চাহে কিয় দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব লেহা ॥ (৩)
ঐছন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জল-ধারা ॥ (৪)
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি।
বসন লাগল ভাব রূপ নেহারি ॥

মুদিত নয়নে হিয় ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল তঁহি কিছু না অলাপি ॥ (৫)
পরসঙ্গে করলহি নামহি তোরি।
তবহি মিলঅ আঁখি চাহে মুখ মোরি ॥ (৬)
শুন ধনি ইথে নহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যাম চন্দ ॥
যোই নয়ন-ভঙ্গী ন সহ অনঙ্গ। (৭)
সোই নয়নে অব লোর-তরঙ্গ ॥

(১) রাতা=রক্তবর্ণ।

(২) পয়োধরের উপরে সজল-সূক্ষ্ম-বস্ত্র শোভা পাইতে লাগিল, মনে হইল যেন স্বর্ণ-নির্ম্মিত বিল্বফল হিমাবৃত হইয়াছে।

(৩—৪) সজল-বস্ত্র দেহের সহিত মিলাইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার এই ভয় যে, সুন্দরী এখনই তাহার স্নেহ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; সুন্দরীর দেহ-স্পর্শ রস হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হইবে, এই জন্য সে কান্দিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। (আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল-ধারা পাতের উৎপ্রেক্ষা।)

(৫) চক্ষু মুদিত করিয়া বক্ষে কর অর্পণপূর্ব্বক কাহারও সঙ্গে আলাপ না করিয়া সুন্দরী শুইয়া রহিল।

(৬) প্রসঙ্গে তোমার নাম করিলে তবেই মুখ ফিরাইয়া একবার দৃষ্টিপাত করে।

(৭) অনঙ্গ যে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ যে দৃষ্টির নিকট অনঙ্গ পরাজিত হয়।

যোই অধরে সদা মধুরিম-হাস।
সোই নীরস ভেল দীঘ-নিশাস॥
বিদ্যাপতি ভণে মিথ নহ ভাখি (১)।
গোবিন্দ দাস কহ তুহুঁ তহি সাখী॥ (২)

অভিসার।

জিনি করিবর রাজহংস-গতি-গামিনী চললিহ সঙ্কেত-গেহা।
অমল-তড়িত-দণ্ড হেম-মঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর চামর তিমির জিনি কুন্তল অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে। (৩)
ভৌঁহ মদন-ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনী চকোর শফরী সব মধুকর মৃগী খঞ্জন জিনি আখি।
নাসা তিল-ফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি গিধিনী শ্রবণে বিসেখী (৪)॥
কনক-মুকুর শশী কমল জিনিয়া মুখ জিনি বিম্ব অধর পবারে (৫)।
দশন মুকুতা-পাঁতি কুন্দ করগ-বীজ (৬) জিনি কম্বু-কণ্ঠ আকারে॥
বেল তাল যুগ কনয় (৭) কলস গিরি কটোরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল-পাশ বল্লরী জিনি সিংহ ডমরু জিনি মাঝা॥
উরু-যুগ কদলী করিবর-কর জিনি থল-পঙ্কজ জিনি পদ পাণি।
নখ দাড়িম-বীজ ইন্দু রতন জিনি পিক অমিয় জিনি বাণী॥
ভণই বিদ্যাপতি শুনহ মধুর-মতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা॥ (৮)

(১) ভাখি=ভাষি=বলি। মিথ্যা বলিতেছি না।

(২) বিদ্যাপতির অনেক ভণিতা লইয়া গোবিন্দ দাস এই ভাবে স্বীয় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রাধামোহন আচার্য্য-কৃত পদসমুদ্রের সংস্কৃত টীকায়, গোবিন্দদাসের এই ভাবের ভণিতা দেওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। বিদ্যাপতির শেষ চরণ পরিবর্ত্তন করিয়া গোবিন্দ দাস এইরূপ করিয়াছেন। এখানে পদের অর্থ এই—বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ইহা মিথ্যা কথা নহে; গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তুমিই তাহার সাক্ষী।

(৩) এক একটী অঙ্গের বহু উপমা দেওয়া হইয়াছে। কেশের সঙ্গে মেঘ, চামর, অন্ধকার প্রভৃতি উপমিত হইয়াছে।

(৪) বিশেষ করিয়া, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। (৫) প্রবাল।

(৬) দাড়িম্ব-বীজ। (৭) কনক।

(৮) শিবসিংহকে কবি হরির একাদশ অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। বিদ্যাপতি-কৃত 'পুরুষ পরীক্ষায়' উল্লিখিত আছে, রাজা শিবসিংহ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন; সেখানেও তিনি এই জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন।

অভিসার-মিলন।

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডল লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ। (১)
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল (২) কতহু পরকার।
পুরুষক-বেশে করল অভিসার॥
ধম্মিল (৩) লোল (৪) ঝুট করি বন্ধ (৫)।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ॥ (৬)
অম্বরে দেহ নহি সম্বরু ভেল।
বাজন-যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥ (৭)
ঐছনে মিলল কুঞ্জক-মাঝ।
হেরি না চিহ্নয়ি নাগর-রাজ॥ (৮)
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্ধ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক-দ্বন্দ্ব॥ (৯)
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

কি কহব এ সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥ (১০)
কাচ কাঞ্চন ন জানয় মূল।
গুঞ্জা রতন করয় সমতুল॥ (১১)

(১) নূতন প্রেমে ঘরে থাকিতে সোয়াস্তি নাই। (২) করিল।
(৩) কেশ। (৪) আলুলায়িত। (৫) ঝুঁটী করিয়া বান্ধিল।
(৬) অন্য ছন্দে, অর্থাৎ পুরুষের মত করিয়া বস্ত্র পরিল।
(৭) বস্ত্রে দেহ ভাল আবৃত হইল না, সুতরাং একটী বাদ্যযন্ত্র বক্ষের উপর তুলিয়া লইল। (৮) নাগর-রাজ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। (৯) স্পর্শকরা মাত্র সংশয় ঘুচিল।
(১০) অজ্ঞ বণিকের হস্তে মাণিক পড়ার মতন হইল।
(১১) কাচ এবং কাঞ্চনের মূল্যের তারতম্য জানে না; গুঞ্জাফল এবং রত্নের তুল্য দর দেয়।

যে কিছু কভু নহি কলা-রস জান।
নীর খীর দুঁহু করয় সমান॥
তঁহি সেঁ। কঁহা পীরিতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম-মাল॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুহে (১) কি শোভয় পাণ॥

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহু ন যাই॥ (২)
নাহই উঠলু (৩) হম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল-চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটি তা পর কুন্তল দেল॥ (৪)

উরোজ (৫) উপরে যব দেয়ল দিট (৬)।
উর মোড়ি (৭) বৈঠলু হরি করি পিঠ॥
হাসি মুখ মোড়য়ে ঢীট (৮) মধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই॥ (৯)
বিদ্যাপতি কহে তুহু অগেয়ানী।
পুন কাহে পলটি ন পৈঠলি পানী॥ (১০)

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহন ন হোয়॥
একলি শুতলছলি (১১) কুসুম-শয়ান।
দোসর মনমথ-করে ফুল-বাণ॥ (১২)

(১) মুখে। (২) জল দিয়া ধুইলেও এই লজ্জা যাইবে না।
(৩) স্নান করিয়া উঠিলাম।
(৪) কেশ উল্টাইয়া নিতম্বের উপর দিলাম। (৫) বক্ষ।
(৬) দৃষ্টি। (৭) ফিরিয়া। (৮) চঞ্চল-প্রকৃতি।
(৯) ক্ষীণ শরীর আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না।
(১০) পুনঃ কি জন্য ফিরিয়া জলে প্রবেশ করিলে না?
(১১) শুইয়াছিলাম।
(১২) সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কেবল পঞ্চশর লইয়া মন্মথ ছিল।

নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে মুদি হম রহল নয়ান॥
আওল কাহ্নু বৈসল মঝু-পাশ।
পাশ মোড়ি হম লুকায়ল হাস॥ (১)
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি (২) লেল।
বরিহা মাল পুনহি মোহি দেল॥ (৩)
নাসা মোতিম গীমক (৪) হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে (৫) পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধল চোর॥ (৬)
ভণই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
তুহু রসিকা পহু (৭) রসিক সুজান॥ (৮)

মান।

যাক দরশ বিনু ঝরয় নয়ান।
অব নহি হেরসি তাক বয়ান॥ (৯)
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধিয় চরণে রসিকবর কান (১০)॥
ভাগে (১১) মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত॥

---

(১) আমি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া হাস্য লুকায়িত করিলাম।

(২) হরণ করিয়া।

(৩) আমার মাথার কুসুম-দাম লইয়া তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট পুষ্প-মাল্য প্রদান করিল। বরিহা=চমৎকার। চলিত কথায় 'বে'ড়ে' বলে। নগেন্দ্র বাবু বরিহা শব্দের অর্থ 'বহ' অর্থাৎ শিখি-পুচ্ছ করিয়াছেন। কিন্তু রাধা যে ময়ূরের পুচ্ছ পরিতেন তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে জানাইলে ভাল হইত। (৪) গীমক=গ্রীবার। (৫) কাচুঁলি খুলিতে।

(৬) মন্মথ জাগ্রত হইল এবং আমি চোরকে বাহু-পাশে বাঁধিলাম।

(৭) প্রভু।

(৮) তুমি রসিকা এবং প্রভু সুজন-রসিক।

(৯) যাঁহার দর্শন বিনা চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, এখন চক্ষু মেলিয়া তাহার মুখ দেখিতেছ না। (১০) কানু।

(১১) ভাগ্য-বলে।

ভাগে মিলয় ইহ প্রেম-সঙ্ঘাতি (১)।
ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি ॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোয়াওবি রোই একান্ত ॥ (২)
বিদ্যাপতি কহ প্রেমক-রীত।
যাচিত (৩) তেজি ন হোয় উচিত ॥

চরণ-নখরমণী(ণি ?)-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ ॥ (৪)
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহু মোর ॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহু ন নিকশয় কঠিন পরাণ ॥ (৫)
নারী জনমে হাম ন করল ভাগি (৬)।
মরণ-শরণ ভেল মানক-লাগি ॥ (৭)

(১) সঙ্ঘাতি=বন্ধু।

(২) হে মানিনি! আজ যদি কান্তকে পরিত্যাগ কর, তবে একান্তই কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে।

(৩) উপযাচককে।

(৪) এই পদের অর্থ অনেকে অনেকরূপ করিয়াছেন। কেহ বলেন,—'নখর-মণি-রঞ্জন' অর্থ নখ-রঞ্জনী বা নরুণ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কাল, সুতরাং রাধার পায়ের নীচে নরুণের মত হইয়া পড়িয়াছেন। এই অর্থ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের বিদ্যাপতির কবিতা না পড়াই ভাল। ঈদৃশ উৎকট অর্থ-সম্বন্ধে আর বাগ্‌জাল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ অর্থ করেন,—রাধিকার চরণ-নখর-স্বরূপ যে মণি তাহার রঞ্জন অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধন করিয়া গোকুলচন্দ্র ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। আমাদের বিশ্বাস— "চরণ-নখর-মণি" ছত্রের শেষের হ্রস্ব ইকারটী দীর্ঘ ঈকার হইবে; তাহা হইলে অর্থ হয়,—যে কৃষ্ণের চরণ-নখর রমণীকুলের রঞ্জন-স্বরূপ (যাঁহার চরণ-নখে রমণী-মনমুগ্ধ), তিনি রাধার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। চরণ-নখ-রমণী-রঞ্জন ছাঁদ=যাঁহার চরণ, নখ, রমণী-মোহন ছাঁদ। এই সমস্ত পদই গীত হইত, সুতরাং হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকার সম্বন্ধে অনেক স্থলে গোল ঘটিয়াছে।

(৫) কঠিন পরাণ এখনও নির্গত হইল না। (৬) ভাগ্য।

(৭) মানের জন্য মৃত্যুর শরণ লইলাম অর্থাৎ প্রাণ দিতে বসিলাম।

বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে (১) কহ ভল সমুঝাই॥

করতল-বদন-নয়ন ঢর নীর।
ন চেতএ সভরণ (২) কুন্তল চীর॥ (৩)
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থির।
সুমরি (৪) পূরব নেহা (৫) দগধ শরীর।
কতে পরি মাধব সাধব মান।
বিরহি যুবতী মাঁগ দরশন দান॥
জল-মধে কমল গগন-মধে সুর (৬)।
আঁতর চান কুমুদ কত দূর॥ (৭)
গগন গরজ মেঘা শিখর ময়ূর। (৮)
কতজন জানসি নেহ কত দূর॥
ভণই বিদ্যাপতি বিপরীত মান।
রাধা-বচন লজাএল কান॥

অছলোঁ হম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কান আওল তঁহি দূতীক-সঙ্গ॥
বেণী বনাই চাঁচর-কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরোজ করি উরে।
চরণহি লেল রতন-নূপূরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদ-ঘাত। (৯)
নাচত রতিপতি ফুল-ধনু হাত॥

(১) কাহে=কেন; রোয়সি=রুদসি। কেন কাঁদিতেছ?

(২) আভরণ। (৩) নিজের ভূষণ, কেশ এবং বস্ত্র সম্বরণ করে না। (৪) স্মরণ করিয়া। (৫) পূর্ব্বস্নেহ।

(৬) সূর্য্য। (৭) চন্দ্র ও কুমুদ কত দূর অন্তর (আঁতর)॥

(৮) মেঘ গগনে গর্জ্জন করে এবং ময়ূর পর্ব্বত-শিখরে থাকে; এত দূরে থাকিয়া ও ইহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াবদ্ধ।

(৯) কানু স্ত্রীলোক সাজিয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীলোকের মত প্রথম বাম পদ-বিক্ষেপ করিয়া চলিলেন।

হেরি হম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোরপর (১) লেল ॥
সে তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক-গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহ ভাঙ্গল দ্বন্দ ॥

চল দেখনে যাউ রিতু বসন্ত। (২)
যহাঁ কুন্দ-কুসুম কেতকী হসন্ত ॥
যহাঁ চন্দা নিরমল ভমর কার।
রয়নি (৩) উজাগরি (৪) দিন আন্ধার ॥
মুগুধনী মানিনী করয়ে মান।
পরিপন্তিহি পেখএ পঞ্চবাণ ॥
ভণই সরস কবিকণ্ঠহার।
মধুসূদন রাধা বন-বিহার ॥

বসন্ত-বর্ণন।

আওল ঋতুপতি রাজা বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ (৫) ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড। (৬)
কেশর-কুসুম ধরল হেমদণ্ড ॥ (৭)

(১) ক্রোড়ের উপর।

(২) চল, বসন্ত-ঋতু দেখিতে যাই।

(৩) রজনী। (৪) উজাগরি = উজ্জ্বল।

(৫) মাধবীলতার অভিমুখে।

(৬) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় অর্থ করেন,—সূর্য্যের কিরণ অশ্বের ভূষণ-স্বরূপ হইল। গণ্ড = অশ্ব-ভূষণ; পয় = প্রাপ্ত হওয়া। 'পৌগণ্ড' হইলে, ইহার অর্থ কৈশোরের পূর্ব্বাবস্থা। শেষের অর্থই আমাদের নিকট সমীচীন বোধ হয়।

(৭) "মদন মহীপতিকনকদণ্ডরুচি কেশরকুসুম-বিকাশে।"

জয়দেব।

নৃপ-আসন নব পাটল-পাত। (১)
কাঞ্চন-কুসুম (২) ছত্র ধরু মাথ ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়। (৩)
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল (৪) পঢ়ু আশিস-মন্ত্র।
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দ বিল্ব তরু ধরল নিশান।
পটল তূণ অশোক-দল বাণ ॥ (৫)
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥ (৬
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকা-কুল।
শিশিরক সবহু করল নিরমূল ॥ (৭)
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন প্রদান ॥ (৮)
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার (৯) ॥

(১) পাটল-পুষ্পের পত্র নৃপের (বসন্তের) আসন হইল।

(২) কাঞ্চন-পুষ্প। নগেন্দ্র বাবু কাঞ্চন-পুষ্পকে চম্পক-ফুল মনে করিয়াছেন। তাহা ভুল। চাঁপা-ফুল ছত্রের মত দেখায় না। কাঞ্চন-পুষ্পগুচ্ছ ছত্রের মত দেখায়। কাঞ্চন-ফুল পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তর পাওয়া যায়।

(৩) আম্র-মুকুল মৌলি (কিরীট) হইল।

(৪) অন্য অন্য পক্ষী সকল।

(৫) পাটলী-পুষ্প তূণ এবং অশোক-পুষ্প বাণস্বরূপ হইল।

(৬) ইহাদিগকে দেখিবামাত্র শীতঋতু রণে ভঙ্গ দিল।

(৭) শীতের সকল ভাব নির্ম্মূল করিল।

(৮) সরসিজকে উদ্ধার করিয়া এবং প্রাণদান করিয়া বসন্ত নিজের নূতন দলে আসন প্রদান করিল।

(৯) বসন্ত শ্রেষ্ঠ সময়।

মাথুর।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কে হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥
কৈসে হম যাওব যমুনা-তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যহাঁ কয়ল ফুল খেরি।
কৈসে জীয়ব তাহি নেহারি॥ (১)
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান॥

প্রেমক-অঙ্কুর জাত (২) আত (৩) ভেল না ভেল যুগল পলাশা (৪)।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ-লব (৫) ভৈগেল নৈরাশা॥
সজনি অব মুঝে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই (৬)॥

সুরতরু-তল যব ছায়া ছোড়ল হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিনফলে শীত ন বারল হম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি অব নহি বুঝিয়ে বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পূরল রহল জনম দুখ-ভার॥ (৭)

(১) সহচরীদের সঙ্গে কৃষ্ণ যেথানে ফুল-খেলা খেলিয়াছিলেন, সেই স্থান দেখিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিব! (২) জন্মমাত্রই।

(৩) আত=আর্ত্ত; এথানে তাপিত। (৪) পলাশ=পত্র। তাহার অঙ্কুরের দুই পত্র উদ্গত হইবার অবকাশ পাইল না।

(৫) লব=কণা। সুখ-লব সুখলেশ। (৬) বিস্মৃত হইয়া।

(৭) কল্পতরু-তলায় যখন ছায়া পাইলাম না, চন্দ্র যখন অগ্নি-বর্ষণ করিতে লাগিল, দুর্দ্দিনে (দিন-ফলে) যখন সূর্য্য শীত-নিবারণ করিতে পারিল না, তখন কি জন্য আর জীবনধারণ করিব! হে সখি! আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না। ধনের প্রার্থনা ধনপতি পূরণ করিলেন না, জন্মে এই দুঃখ রহিয়া গেল।

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব মাধবী মধুপ সুজান। (১)
অনুভবি কানু পীরিতি অনুমানিএ বিঘটিত (২) বিহি নিরমাণ ॥
পাপ-পরাণ মম আন নাহি জানত কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দ দাস রস-পূর ॥ (৩)

নাহ দরশ-সুখ বিহি কৈল বাদ।
আঁকুরে (৪) ভাঙল বিনি অপরাধ ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নিহারি চাতকী মরি গেল ॥
আন করহ হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকশয় কঠিন পরাণ ॥
শ্রবণহি শ্যাম-নাম করু গান।
শুনইতে নিকশউ কঠিন পরাণ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারী ॥

সজনি কে কহ আওব মধাই।
বিরহ-পয়োধি-পার কিয়ে পাওব মঝু মনে নহি পতিয়াই (৫) ॥
এখন তখন করি দিবস গমাওল (৬) দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরষ গমাওল ছোড়লুঁ জীবনক আশা ॥
বরষ বরষ করি সময় গমাওল খোয়লুঁ তনুক আশে।
হিমকর-কিরণ নলিনী যদি জারব (৭) কি করব মাধবী মাসে ॥ (৮)

---

(১) কে জানিত যে চাঁদ চকোরিণীকে প্রতারণা করিবে এবং সুজান (সুজন) ভ্রমর মাধবীকে বঞ্চনা করিবে ?

(২) বিপরীত। (৩) বিদ্যাপতি এই পদের ভণিতায় কৃষ্ণকে নিষ্ঠুর বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ দাস সেই পদের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া অপরার্দ্ধ নিজে রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণকে 'রস-পূর' অর্থাৎ রসিক-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। (৪) অঙ্কুরে।

(৫) আমার মনে প্রত্যয় হয় না।

(৬) গোয়াইলাম = কাটাইলাম। (৭) জীর্ণ হওয়া।

(৮) চন্দ্রের কিরণে যদি পদ্ম শুকাইয়া যায়, তবে বসন্তকাল আসিয়াই বা কি করিবে ?

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে। (১)
ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব কি করব সে পিয়া লেহে॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-যুবতী অব নহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন হৃদয়-আনন্দন ঝটিতে মিলব তুয় পাশ॥

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী মুদি রহুয় দুনয়ান।
কোকিল-কলরব মধুকর-ধ্বনি শুনি কর দেই ঝাপই কাণ॥
মাধব শুন শুন বচন হমারি।
তুয় গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি (২) গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥
ধরণী ধরি ধনী কত বেরি বৈঠও পুন তহি উঠই নহি পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি নয়নে গলয়ে জল-ধারা॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ চৌদশী-চাঁদ-সমান (৩)।
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি লছমী দেবী পরমাণ॥

●

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল অপন গুণ লুবধাই॥ (৪)
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জরজর জীবইতে ভেলি সন্দেহ॥ (৫)
ভোরহি সহচরী কাতর-দিঠি হেরি ছল ছল লোচন-পানী।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি আধা আধা বাণী॥
রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুঁ দিশ দাব-দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(১) অঙ্কুর যদি সূর্য্য-তাপে দগ্ধ হইয়া যায়, তৎপর জলবর্ষী মেঘ আসিয়াই বা কি করিবে? (২) দুর্ব্বল।

(৩) কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর চাঁদ তুল্য।

(৪) অনুক্ষণ মাধব স্মরণ করিতে করিতে তিনি নিজেই কৃষ্ণ হইলেন, তাঁহার নিজের ভাব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তোমার ভাব প্রাপ্ত হইলেন। 'সোহং'-তত্ত্ব।

(৫) নিজের বিরহেই নিজে জীর্ণ, তাঁহার জীবনের আশা কম। (এই পদে গৌরাঙ্গের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়)।

হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে (১)।
অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব কি করব বারিদ-মেহে (২)।
ইহ নব-যৌবন বিরহে গোঙায়ব কি করব সো পিয়া লেহে (৩)।
হরি হরি কি ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু-নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব কো দূর করব পিয়াসা॥ (৪)
চন্দন-তরু যদি সৌরভ ছোড়ব শশধর বরখব আগি।
চিন্তামণি যদি নিজগুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগী॥ (৫)
শাঙণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখব সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥ (৬)

ভাব-সম্মিলন।

দারুণ ঋতুপতি যত দুঃখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দুঃখ গেল॥
যতহি আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া-পরসাদ (৭)॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধর-পানে বিরহ দূরে গেল॥

(১) চন্দ্র-কিরণে পদ্ম শুকাইয়া গেলে শেষে বসন্তকাল আসিয়াই বা কি করিবে?

(২) যদি সূর্য্যতাপে অঙ্কুর শুকাইয়া যায় তবে বারিদ (জলবর্ষী) মেঘ আসিয়াই বা কি করিবে?

(৩) আমার এই নবযৌবন যদি বিরহেই কাটাই, তবে বঁধুর স্নেহেই বা কি করিবে? এই তিন ছত্র পূর্ব্ববর্ত্তী একটী পদে আছে। সেখানেও ইহার অর্থ দেওয়া গিয়াছে।

(৪) সমুদ্রের নিকটে আসিয়া যদি কণ্ঠ শুখায়, তবে পিপাসা কে দূর করিবে?

(৫) চন্দনতরু যদি সৌরভ ত্যাগ করে, শশধর যদি অগ্নি-বর্ষণ করে, চিন্তামনি যদি নিজগুণ ত্যাগ করে, তবে বুঝিব যে আমার কর্ম্মদোষেই তাহা ঘটিল।

(৬) শ্রাবণমাসের মেঘ যদি বারি-বর্ষণ না করে, কল্পতরু যদি বন্ধ্যা হয়, এবং গিরিধারি-কৃষ্ণকে সেবা করিয়াও যদি স্থান না পাইলাম, তবে ইহা বিদ্যাপতির বড় বিস্ময়ের বিষয়। (৭) বঁধুর প্রসাদে।

চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔষধ না রহে বেয়াধি॥

আজু রজনী হাম ভাগে (১) পোহায়লু পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দ।
জীবন যৌবন সফল করি মানলু দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব (২)॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকয় (৩) লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয়-পবন বহু মন্দা॥ (৪)
অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত তবহি মানব নিজ-দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অল্পভাগী নহ ধনি ধনি (৫) তুয়া নব লেহা॥

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানী।
জীবক জীবন হম তুহু জানি॥
তুহু কৈসে মাধব কহ তুহু মোয়। (৬)
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

(১) সৌভাগ্যক্রমে। (২) নির্দ্বন্দ্ব=নির্ব্বিবাদ=শান্তিময়।
(৩) ডাকুক।
(৪) "এখন গগনে উদয় হউক চন্দ।
মলয় পবন বহুক মন্দ॥
কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক মধুর তান॥
ডাক দেখি কোকিল পঞ্চম-স্বরে।
মদনমোহনে পেয়েছি ঘরে॥"=চণ্ডিদাস।
(৫) ধন্য ধন্য। (৬) আমার পক্ষে তুমিত "হাতের দর্পণ", "মাথার ফুল" ইত্যাদি, কিন্তু তোমার স্বরূপ কি?

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতুন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারল নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সে হো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গমাওল ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল তইও হিয়া জুড়ল ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত লাখে ন মিলল এক॥

প্রার্থনা।

যতনে যতেক ধন পাপে বাটাওল মিলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি (১) হেরি কোই ন পুছত করম সঙ্গে চলি যায় (২)॥
এ হরি বাঁধা তুয় পদ-নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি পার হোয়ব কওন উপায়॥
যাবৎ জনম হম তুয় পদ ন সেবলুঁ যুবতী মতি মঞে মেলি (৩)।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি কহলে কি বাঢ়ব কাযে।
সাঁঝক বেরি হেরি কোই নাহি পুছত হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
লএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল (৪) দয়া যনু ন ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি (৫) জগ-বাহির নহ মোঞে ছার॥
কিএ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয় অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগত পুন পুন মতি রহু তুয় পরসঙ্গ॥ (৬)
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয় পদ পল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

(১) বেলা। (২) তখন কর্ম্মমাত্রই আমার সঙ্গী।
(৩) যুবতীদের প্রতি আমার মতি স্থির করিয়া।
(৪) তুলসী এবং তিল হস্তে লইয়া দেহ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।
(৫) জগতে প্রচার।
(৬) কর্ম্ম-বিপাকে মনুষ্য, কীট, পশু, পক্ষী যাহাই কেন হইয়া, ইহসংসারে গমনাগমন করি, আমার মতি যেন তোমার প্রসঙ্গে থাকে।

তাতল সৈকত বারি-বিন্দু-সম সুত মিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল অব মঝু হব কোন কাজে ॥ (১)
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল জরা-শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতল তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহেঁ জনমি পুন তোহেঁ সমাওত সাগর-লহরী-সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয় তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি অব তারণ ভার তোহারা ॥

খেত কএল রখবারে লুটল ঠাকুর-সেবা ভোর। (২)
বণিজা কএল লাভ নহি পওলে অলপ নিকট ভেল থোর ॥ (৩)
রামধন বণিজহু বেজ অছ লাভ অনেক। (৪)
মোতি মঞ্জিঠ কনক হাম বণিজল পোষল মনমথ-চোর। (৫)
যোথি পরেখি মনহি হাম নিরমল ধন্ধ লাগল মন মোর ॥ (৬)
ই সংসার হাট কএ মানহ সবেও বণিক বণিজার।
যে জন বণিজএ লাভ তস পাবএ সুপুরুষ মরহি গমার ॥ (৭)
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মহাজন রাম-ভকতি অছ লাভ ॥

---

(১) উত্তপ্ত বালুতে বারি-বিন্দুর ন্যায় পুত্র, মিত্র এবং রমণী-সমাজে আমার মন (তোমাকে ভুলিয়া) ফেলিয়াছিলাম, এজন্য উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। (২) ঠাকুর-সেবার জন্য যে ক্ষেত করিলাম তাহা রক্ষক লুটিয়া লইল, ঠাকুর-সেবা হইল না।

(৩) বাণিজ্য করিলাম, লাভ পাইলাম না,—যাহা অল্প ছিল, তাহা আরও অল্প হইল। (৪) রামের প্রতি ভক্তিকে মূলধন করিয়া বাণিজ্য করিলে তাহাতে অনেক লাভ আছে।

(৫) মতি, মঞ্জিষ্ঠা এবং সোণা লইয়া আমি বাণিজ্য আরম্ভ করিলাম, কিন্তু চোররূপে মন্মথ প্রবেশ করিল এবং আমি তাহাকে পোষণ করিলাম।

(৬) সেই সমস্ত ধন মাপিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আমার মন ভ্রমে নিপতিত হইল। প্রকৃত বাণিজ্য ভুলিয়া আমি বিপথে পড়িয়া নিরাশ হইলাম। (৭) এই সংসার একটী হাট; আমরা সকলেই বণিক্। সুপুরুষগণ যে যেরূপ বাণিজ্য করে, সে সেইরূপ লাভ পায়; "গমার" (গোঁয়ার) অর্থাৎ মূর্খ মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়।

স্বপ্ন।

সপন দেখলু্ হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিশ বরষ পর সামর-রূপ ॥ (১)
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহুঁ হম আয়ুবিহীন ॥ (২)
সমটু সমটু (৩) নিঅ লোচন-নীর।
ককরহু কাল ন রাখথি থীর ॥ (৪)
বিদ্যাপতি সুগতিক প্রস্তাব।
ত্যাগ কে করুণা রসক স্বভাব ॥ (৫)

গোবিন্দ দাসের পদাবলী।

জন্ম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ মৃত্যু ১৬১১ খৃষ্টাব্দ।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩০০-৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌরচন্দ্রিকা।

নীরদ-নয়নে নবঘন সিঞ্চনে পূরল মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখনু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনী-তীরে উজোর ॥ (৬)

---

(১) বত্রিশ বৎসর পরে আজ শ্যামবর্ণ (সামর-রূপ) মহারাজ শিব-সিংহকে স্বপ্নে দেখিলাম। বিদ্যাপতি-কৃত "পুরুষ-পরীক্ষা" গ্রন্থেও মহারাজ শিবসিংহের শ্যামবর্ণের কথা উল্লিখিত আছে। এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন।

(২) আমি অনেক প্রাচীন গুরু-ব্যক্তিকে দেখিলাম। এখন আমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিল। (৩) সমটু সমটু = মুছিয়া মুছিয়া।

(৪) কাল কাহাকেও স্থির রাখে না।

(৫) করুণ রসের স্বভাব কে ত্যাগ করিতে পারে?

(৬) উজোর = উজ্জ্বল। সুরধুনীর তীরে অভিনব হেম-কল্পতরু (গৌরাঙ্গ) আবির্ভূত হইল।

চঞ্চল চরণ-তলে ঝঙ্করু ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর (১) ধায়ই অহর্নিশি রহত অগোর (২)॥
অবিরত প্রেম-রতন-ফল-বিতরণে অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহ দূর॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতিঃ।
তাঁহা তাঁহা বিজরী চমকয় হোতি॥ (৩)
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণে চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥ (৪)
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥ (৫)
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিএ মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
* * * চিহ্নই রাই জান॥

কনক-লতা কিয়ে বিকশল পদ্মিনী কিয়ে মহী বিজরী উজোর।
কুঞ্জ-কুটীরে কিয়ে উঅল হিমকর হেরইতে ভইগেও ভোর॥ (৬)

(১) কল্পতরু দেব-দৈত্য উভয়েরই লোভনীয়। এস্থানে গৌরাঙ্গ ভক্তগণকে যেরূপ, জগাই মাধাই প্রভৃতির ন্যায় পাপীদিগকেও সেইরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এজন্য 'লুবধ (লুব্ধ) সুরাসুর' কথাটি বলা হইয়াছে।

(২) অগোর = অজ্ঞান মুগ্ধ। (৩) যেখানে যেখানে ক্ষীণ তনুর জ্যোতিঃ, সেইখানে সেইখানে বিদ্যুতের খেলা দৃষ্ট হয়।

(৪) তাঁহার অরুণ-সদৃশ চরণ যে স্থানে পতিত হয়, সেই স্থানেই যেন স্থল-পদ্ম বিকশিত হয়। (৫) যেখানে যেখানে বঙ্কিম ভ্রূর বিলোল প্রভা, সেই সেই খানেই যেন কালিন্দীর হিল্লোল।

(৬) কনক-লতা, কিংবা বিকশিত নলিনী, কিংবা ধরণীতলে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ, অথবা কুঞ্জ-কুটীরে চন্দ্র উদিত হইল,—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর-গরলহি ভরল নয়ন-শর হানলি অন্তর-চিতে॥ (১)
তব অগেয়ানে কঅলি (২) তুহুঁ ঐছন অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ কঞ্চুক সরস পরশ দেই উদঘাটহ দিঠি-বাণ॥ (৩)
আশা পাশ হাস দরশাঅই কতিখনে বধতি পরাণ।
বিঘটল সময় (৪) পালটি নাহি আওত গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটাঅল ঐছন বদন সঞ্চার।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধল রঙ্গিণী বঙ্ক নেহার॥ (৫)
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল পালটি না হেরলুঁ রাধা॥
ঘন ঘন আঁচর যনু কনকাচল ঝাপই হাসি হাসি হেরি। (৬)
যনু মঝু মন হরি কনক-কুম্ভ ভরি মহুরি রাখল কত বেরি॥ (৭)
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাফর তাহি মিলন আন আন।
কাঠক পুতলী তাহে মন মুরছিত গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

চল চল সজল জলদ তনু মোহন
মোহন অভয়-চরণ-সাজ।
অরুণ নয়ন-গতি বিজুরী-চমক জিতি
দগধল কুলবতী-লাজ॥
সজনি যাইতে পেখনু কান।
তব ধরি দিশি দিশি ভরল কুসুম-শর
নয়নে না হেরিয়ে আন॥

---

(১) নয়ন-শরে কাজল-রূপ গরল মাখাইয়া অন্তরে হানিল।

(২) তাহাতে অজ্ঞান করিল।

(৩) বক্ষ এবং কাঁচুলির স্পর্শে তোমার দৃষ্টি-বাণ (আমার বক্ষ হইতে) তুলিয়া লও। (৪) সময় অতীত হইল।

(৫) সর্ব্বস্ব লইয়া যাইয়া পুনরায় বঙ্কিম দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গেল।

(৬) অঞ্চল দ্বারা হাসিয়া হাসিয়া যেন ঘন ঘন কনকাচল আবৃত করিতে লাগিল।

(৭) আমার মন হরণ করিয়া যেন পুনঃ পুনঃ স্বীয় কনক-কুম্ভে পূরিয়া রাখিল।

মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয়-দলে (১) করু দংশ॥
অতও (২) সে মঝু মন জ্বলতহি অনুখন
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসনু (৩)
অবহুঁ না মিলল কান॥

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খনে দেখিনু ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিঁধিতে ধায়॥
মালতী-ফুলের মালাটী গলে হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন-ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কয়॥

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর ছটায় চাহিল মোহে (৪)।
ঈষৎ হাসিয়া মনের আকুতে অরুণ নয়নে চাহে॥
কি আজ পেখনু বর-বিনোদ-নাগর কেলি-কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ ভাসল আনন্দ-জলে (৫)॥
বকুল-মালা দিয়া কুন্তল টানিয়া ময়ূর-পুচ্ছের ছাঁদে।
রঙ্গিণী-লোচন খঞ্জন বাঁধিতে পাতিল বিষম ফাঁদে॥
মকর-কুণ্ডল সঙ্গে অনঙ্গ দোলে গণ্ডে দরপণ ভানে।
ভালে সে মদন দেখি প্রতিবিম্বিত (৬) গোবিন্দ দাস অনুমানে॥

(১) এস্থলে কিশলয়-দল অর্থ বংশী। (২) সেই হইতে।
(৩) গোবিন্দ দাসকে মিথ্যাই আশ্বাস দিলাম।
(৪) আমাকে। (৫) পুলকাশ্রুতে চক্ষু-লজ্জা ভাসিয়া গেল।
(৬) তাঁহার দর্পণতুল্য গণ্ডে মদনকে উত্তমরূপে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

প্রথম মিলন।

অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥ (১)
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥ (২)
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥ (৩)
করে কর বাড়ইতে উপজল প্রেম।
দারিদ (৪) ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুনঃ লেয়ল চোরি॥ (৫)
ঐছন নিরূপণ পহিল (৬) বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট-মণি নায়ক হইয়া কেনে এতেক আদর মোরে করে॥
আউলাইঞা কবরী-ভার বেশ করে বার বার বসন পরায় কুতূহলে।
রাখিয়া আপন উরে নূপুর পরায় মোরে চরণ পরশে করতলে॥
মোর অঙ্গ সঙ্গ-আশে লালসা পাইয়া রসে প্রাণনাথ বলে জীনু জীনু (৭)।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে এ তনু তোমারে দিনু দিনু॥
বঁধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তূরীখানি ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর নিগূঢ় মরম তার সাখী॥
বিদগধ শ্যাম রায় বীজন করয়ে গায় আপনে ভুঞ্জায় গুয়া পাণ।
গোবিন্দ বোলয়ে ধনি শুন ওগো ঠাকুরাণি তুমি সে কানুর একপ্রাণ॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের অনেক অনুনয়ের পরে চকিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়া লইয়া রাধিকা নখ দ্বারা ধরণীতে লিখিতে লাগিলেন।

(২) রাধিকা অর্দ্ধেক পদ হটিয়া ফিরিতে উদ্যত হইলেন।

(৩) পসারল=প্রসারণ করিল। হাত বাড়াইয়া রাধিকার পদ ধারণ করিল।

(৪) দরিদ্র। (৫) সহাস্য আনন দেখাইয়া গৌরাঙ্গী তাহা পুনরায় আবৃত করিলেন, যেন একবার রত্ন দানপূর্ব্বক তাহা পুনরায় চুরি করিয়া লইলেন। (৬) পহিল=প্রথম। (৭) আমি জীবন পাইলাম, আমি জীবন পাইলাম,—ইহা বলিতে থাকে।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ-চিহ্ন মোর দেখিলে বাটে ॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস ॥ (১)

সিনান দুপুর সময়ে জানি।
তপত পথে ঢালয়ে পানী ॥ (২)
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা ॥
তাম্বূল ভোখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলা গিয়া পাতয়ে হাতে ॥ (৩)
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন-তলে লুটয়ে তাই ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি যনু ভ্রমরা বুলে ॥
গোবিন্দ দাসের জীবন হেন।
পীরিতি বিষম মানহ কেন ॥

নাহি উঠল তীরে সবহু সখীগণ-সঙ্গ নাগর রায়।
বসন নিঙাড়ি মোছই সব তনু নব নব বেশ বনায় ॥

(১) একলা যখন যমুনার ঘাটে যাই, তখন পথে আমার পদ-চিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বন করেন, তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। লোকে দেখিলে আমাকে কি বলিবে, এই লজ্জায় আমি নাকে হাত দিয়া সরিয়া যাই। কিন্তু কৃষ্ণ হাস্যমুখে আমার সঙ্গে মিলিত হন;—ভয়ে গোবিন্দ দাসের চিত্ত কম্পিত হয়—কারণ তখন দ্বিপ্রহর বেলা।

(২) দুই প্রহরের সময় আমি স্নান করিতে যাই জানিয়া, কৃষ্ণ সূর্য্যতাপে-উত্তপ্ত-পথে জল ঢালেন।

(৩) তাম্বূল খাইয়া পথে দাঁড়াইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ পাইবার জন্য হস্ত-প্রসারণ করিয়া দাঁড়ান।

বিনোদিনী বেশ করত বর-কান।
চিকুর সোঙরি (১) কবরী পুন বাঁধল অলক-তিলক নিরমাণ
সিঁথি বনাইয়া উরপর লেখই মৃগমদ-চিত্র-নিশান। (২)
রতিজয়-রেখ চরণ-যুগল থই (৩) আর কত বেশ বনান॥
কতহি যতন করি বসন পরায়ল নূপুর দেয়ল রঙ্গে।
গোবিন্দ দাস কহ ওরূপ হেরইতে মূরুছয়ে কতহুঁ অনঙ্গে॥

অভিসার।

ললিতা উল্লাস-প্রাণী সুবর্ণের চিরুণী আনি মনসাধে আঁচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বাঁধে করি মনোহর ছাঁদে সারি সারি দিল নানা ফুল
চিত্রা সময় জানি সুবর্ণের সিঁথি আনি যতনে দেঅল সিঁথি-মূলে।
চম্পক-লতিকা ধনী অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি যতনে পরাঅল ভালে॥
নানা রত্ন কর্ণমূলে রঙ্গদেবী পরাইলে শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হয়্যা গজমতি হার লয়্যা গলে দিয়া নিরখিয়া চায়॥
বাকি আভরণ ছিল তুঙ্গবিদ্যা পরাইল ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দ দাস অভিলাষী হইতে রাধার দাসী তবহি মনোরথ পূর॥

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান।
রঙ্গ-পটাম্বরে ঝাপল সব তনু কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতিঃ মোতি নহ সমতুল হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল বচন জিনয়ে পিক-বাণী॥
কর পদ থলকমল-দলারুণ মন্দির (৪) রুণু ঝুণু বাজ।
গোবিন্দ দাস কহ রমণী-শিরোমণি জিতল মনোরথ-রাজ॥

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক আতপে বদন বিথার। (৫)
ননীক পুতলী তনু চরণ-কমল বনু তবহি চলল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার।
কানু-পরশনে অবশ রসময়ী বিছুরল (৬) সবহু বিচার॥

(১) সম্বরণ করিয়া। (২) বক্ষে মৃগমদ দ্বারা নানারূপ চিত্র-চিহ্ন লিখিল। (৩) রতি জয়ের চিহ্ন যুগল-চরণে আল্‌তা দ্বারা লিখিল। (৪) মন্দিরা। (৫) মস্তকের উপরে সূর্য্য, পথের বালু উত্তপ্ত, রৌদ্রে মুখ মলিন। (৬) বিস্মৃত হইল।

গুরুজন-নয়ন পাপগণ-বারত (১) মরুত-মণ্ডল-ধূলি।
তাহিক মেলি চলল ব্রজরঙ্গিণী পতি-গেহ-নীতহি ভুলি (২)॥
যত যত বিঘিনি জিতল অনুরাগিণী সাধসি মনসিজ-মন্ত্র। (৩)
গোবিন্দ দাস কহই অব সমুঝহ হরিসঞে রসময়-তন্ত্র॥

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ (৪)
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
দূরতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥ (৫)
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
মণি-কঙ্কণ-পণ-ফণী-মুখ-বন্ধন শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥ (৬)
গুরুজন-বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ (৭)

(১) পাপিষ্ঠগণের বার্ত্তা (কলঙ্ক-প্রচার)।
(২) পতিগৃহের নীতি বিস্মৃত হইয়া।
(৩) মন্মথ-মন্ত্র-সাধনা করিয়া যত প্রকারের বিঘ্ন জয় করিল।
(৪) নিজের আঙ্গিনায় কণ্টক পুতিয়া এবং বস্ত্র দ্বারা নূপুর আবৃত করিয়া চলিতে থাকে। এবং কলসীর জল ঢালিয়া পথ পিছল করিয়া অঙ্গুলী চাপিয়া হাটে। গাড়ি = পুতি (এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত)।
(৫) হে কৃষ্ণ! তোমার অভিসারের জন্য মন্দিরে যামিনী জাগিয়া দূর পথ যাইবার যে সাধনা তাহা করিতে থাকে। (৬) অন্ধকারে পথ-ভ্রমণ শিখিবার জন্য হস্ত দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া চলিতে থাকে। ভুজগ-গুরুর (যে সর্পের মন্ত্র জানে) তাহার নিকট সাপের মুখ-বন্ধ করিবার মন্ত্র শিখে; এবং ইহা শিখিবার পণ অর্থাৎ পারিশ্রমিক-স্বরূপ তাহাকে নিজের মণি-কঙ্কণ দান করে।
(৭) গুরুজনের বাক্য শুনিয়া বধিরের মত থাকে এবং এক শুনিতে আর কথা কহে। পরিজনের বাক্যে মুগ্ধার ন্যায় হাসিতে থাকে। গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী।

গোবিন্দ দাসের এই পদটী লইয়া কৃষ্ণকমল গোস্বামী নিম্নলিখিত গানটী রচনা করিয়াছেন—"যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে, বিচারিলাম আগে পাছের কাযে। যা যা কর্ত্তে হবে আমার শ্যামবঁধুর লাগি॥ অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়া অতি পিছল, গতাগতি করিয়া শিখিতাম। আমার যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বাঁশী, বঁধুর লাগি পিছল পথে॥ হইলে আঁধার রাতি, পথমাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়া শিখিতাম। আমার যেতে যে হবে গো, বঁধুর লাগি, কণ্টক-কানন-মাঝে॥ এনে বিষ-বৈদ্যগণে, তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলেম কত, ভুজঙ্গ-দমন লাগি। বঁধুর লাগি সইলাম যত, এক মুখে কৈব কত, হত বিধি সব কৈল হত।" ইত্যাদি।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই কর দেই ফণি-মণি ঝাপ ॥ (১)
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী জীবই বহু পুণ ভাগ ॥(২)
যো পদতল থল-কমল সুকোমল ধরণী-পরশে উপশঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি আওত যাত নিশঙ্ক ॥ (৩)
মন্দির-মাঝ শেয নাহি তেজত দেহুরি মানয়ে দূর।
অব কুহু-যামিনী চলয়ে একাকিনী গোবিন্দ দাস আশ পূর ॥(৪)

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির।
ঝরঝর বরখে জলদ ঘন নীর ॥
কর পেখন নহে ঘন আঁধিয়ায়।
দিশ দরশায়ল মদন নিশায় ॥ (৫)
কি কহব মাধব পুণ-ফল (৬) তোরি।
এতহুঁ দূর ত্বরিত মিলু গোরী ॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক (৭)।
চলইতে খলয়ে সঘন মহী-পঙ্ক ॥ (৮)

(১) যে রমণী পূর্ব্বে সাপ দেখিলে চমকিত হইয়া ঘন ঘন কাঁপিতেন, তিনি এখন অন্ধকারে আপন তনু আবরণ পূর্ব্বক ঝাঁপিয়া সাপের মণির উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

(২) তোমার অভিসারের জন্য আত্ম-বিস্মৃতা নাগরী বহু পুণ্য-ফলে জীবিতা রহিয়াছে।

(৩) স্থল-কমল-তুল্য সুকোমল পদে ধরণী-স্পর্শ করিলে যাহা আশঙ্কার কারণ হইত, এখন তাহা নিঃশঙ্ক অবস্থায় অতি সঙ্কট-পূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করে।

(৪) দেহুরি = দেউড়ী = দ্বার। কুহু-যামিনী = অমাবস্যার রাত্রি। আগে মন্দিরের মধ্যে শয্যা-ত্যাগ করিত না এবং দ্বার পর্য্যন্ত যাওয়াই দূর মনে করিত, এখন অমাবস্যা-রাত্রিতেও একাকিনী চলিয়া যায়।

(৫) রাত্রে মদন পথ দেখাইল।

(৬) পুণ্য-ফল।

(৭) নয়নে চমক লাগিতে লাগিল।

(৮) মাটির পাঁকে বারংবার স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

উঠইতে ফনি-মনি উজোর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধর কত বেরি॥ (১)
ঐছনে সোপলুঁ তৈছে নিজ-দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি স্নেহ॥
এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দ দাস ভরম দূরে গেল॥

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ। (২)
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ-দেহ॥
অন্তরে উয়ল (৩) শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনেহি মনোভব-সিন্ধু॥
অব যনি সজনি করহ বিচার।
শুভ খনে পহিয়ার (৪) নীল নিচোল॥
কি ফল বহিয়ে কঞ্চুক-ভার।
দূরে কর মোতিম সোতিনী (৫) হার॥
তহু সখি দেখহ দেহুরি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমরে জাগি॥
চলইতে দিগ-ভরম জানিল হোই।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোই॥

চাঁদিনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসারে রভস রসে ভোরি॥
ধবল আভরণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥ (৬)

(১) উঠিবার সময় ফণীর মণি উজ্জ্বল দেখিয়া সর্পকে কনক-দণ্ড ভ্রমপূর্ব্বক কতবার তাহা ধরিল।

(২) ডম্বর=আড়ম্বর। আকাশমণ্ডল নব মেঘ-রাশির আড়ম্বরে পূর্ণ হইল। (৩) উয়ল=উদিত হইল।

(৪) পরিধান কর।

(৫) সাত-লহরী, সাত-নরী।

(৬) ধবল বস্ত্র ও ভূষণ পরিধান করিয়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে যেন মিশিয়া চলিয়া যাও। এই জন্য কবি শুভ্র কুন্দ-কুসুম এবং মতির হার পরিতে বলিতেছেন।

কুন্দ-কুসুমে করু কবরী-ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেয বিছায়ল কিশলয়-পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়ান॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিগ নেহারত গোবিন্দ দাস॥

সজনি কি কহব রাইক সোহাগী।
যাকর আগমন-আশ হৃদয়ে ধরি রজনী পোহায়ল জাগি॥
কোকিল সম হরি সঙ্কেত করইতে দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝলকিতে গুরুজন জাগল পড়ি গেও দারুণ বাধা॥ (১)
ননদী বোলে ধনী কো বাহিরায়ত ভীত পুতলী-সম-দেহা। (২)
লোরে মিটাওল পীন-পয়োধর মৃগমদ-কুঙ্কুম-রেহা॥ (৩)
বিঘটি মনোরথ আন চলন হরি তাহে দুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
হার কুসুমিত সরসিজ মুকুলিত গোবিন্দ দাস এক সাখী॥ (৪)

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ শত শত
কত কত বিঘিনি (৫) বিথার।
কুলবতী-গৌরব বাম চরণে ঠেলি (৬)
কুঞ্জে করলুঁ অভিসার॥

(১) কৃষ্ণ কোকিলের স্বরে সঙ্কেত করাতে রাধিকা দ্বার খসাইতে গেলেন, কিন্তু কঙ্কণ ঝঙ্কৃত হওয়াতে বাধা পড়িয়া গেল।

(২) ননদী ডাকিয়া বলিল—কে বাহির হইতেছে? রাধা ভীত পুতুলীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। (৩) চক্ষের জলে (লোরে) পয়োধরের কুঙ্কুম ও মৃগমদের রেখা ভাসিয়া গেল।

(৪) মনোরথের বিপর্য্যয় হওয়াতে শ্রীহরি দুটী সঙ্কেত রাখিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তাহার একটী কুসুমিত হার ও অপরটী পদ্মের কলি। গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী রহিল। (৫) বিঘ্ন।

(৬). কুলবালার গৌরব অর্থাৎ সতীত্বের গৌরব বাম পায়ে ঠেলিয়া।

সজনি কি ফল পাপ-পরাণ।
যামিনী আধ- অধিক বহি যাওত (১)
অবহুঁ না মিলল কান॥
যতএ মনোরথ সব ভেল অনরথ (২)
কানু-পীরিতি-অভিলাষে।
কোন কলাবতী বাঁধল প্রাণপতি
বাহু-ভুজঙ্গিনী-পাশে॥
দারুণ ফুল-শর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দ দাস কহে এ দুহুঁ সংশয়
নিরমল রসিক মুরারি॥

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদর দোল। (৩)
বারি কি বারই নীল নিচোল॥ (৪)
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত॥
দশ দিশে দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার (৫)॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমকি লাগি উপেখবি (৬) দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ (৭)

---

(১) রাত্রি অর্দ্ধেকের বেশী বহিয়া গিয়াছে।
(২) অনরথ = অনর্থক।
(৩) অত্যন্ত বাদলা।
(৪) নীল বস্ত্রে কি বৃষ্টি নিবারিত হয়?
(৫) চক্ষুর তারা। (৬) উপেক্ষা করিবে।
(৭) যে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তাহা কি আর যত্ন করিলে ফিরাণ যায়!

কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী-শুক-পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল।
মধুলোভে মাতি আনন্দে বিভোল
তঁহি সুগমন করু বিদগধ-রাজ।
রণ রণ ঝন ঝন নূপূর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেয বিছায়ল কিশলয়-পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়ান॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিগ নেহারত গোবিন্দ দাস॥

চলু গজগামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক-পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি (১) নাহি অবলম্ব॥
বিজুরী-জ্যোতিঃ দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জলধারক এহ॥ (২)
ঐছনে মিলল নাগর-পাশ।
গোবিন্দ দাস কহে পূরল আশ॥

মিলন।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি জানু-উপরে পুন রাথি।
নিজ-কর-কমলে চরণ-যুগ মুছই হেরই চির থির আথি॥
পীরিতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল সই আপনে কর সেবা॥

(১) কতবার পড়িয়া যাইতে লাগিল।

(২) দেহ বিদ্যুতের মত দেখাইতে লাগিল এবং পড়িয়া যাইয়া উঠিবার সময় চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

হিমকর শীতল নীরহি তিতল করতলে মাজই মুখ। (১)
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই পুছই পন্থকি দুখ ॥ (২)
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পূরি মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ নিতি নব নূতন রাইক অমিঞা সিনান ॥

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে যদি হয় মুখ লাথে লাখ ॥
মন্দির তেজি যব পদচারি আয়নু নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে পদ-যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুল-কামিনী তাহে কুহু-যামিনী ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশিল ছোড়ল গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থহুঁ দুখ তৃণ করি না গণনু কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

হরি নিজ-আঁচরে রাই-মুখ মুছই কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা-তিলক দেই সীঁথি বনায়ই চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥
মাধব সিন্দূর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি উরপর লেখই মৃগমদ-চিত্রক পাঁতে ॥
মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল উরপর দেয়লি হার।
তাম্বূল সাজি বদন ভরি দেয়ল নিছুই তনু আপনার (৩) ॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ-কমল-তলে যাবক লেখই কি কহব দাস গোবিন্দ ॥

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী আপন কেশেতে মোছাই ॥
অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব হাম অতি অলপ-পরাণ ॥ (৪)

---

(১) হিমকণায় মুখ ভিজিয়াছে, কৃষ্ণ উহা স্বীয় হস্তে মুছাইয়া দিলেন।

(২) সিক্ত নলিনী-পত্রে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং রাধাকে পথের কষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন।

(৩) আপনার শরীর নিছুনী করিয়া। (৪) মাধব! আমি অতি অল্প-জ্ঞান, এই জন্য তোমার সঙ্গে মান করিয়াছিলাম।

রমণীক মাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি অবহুঁ টুটাঅব কেহ॥ (১)
সব অপরাধ খেমহ বর-মাধব তুআ পায়ে সোপঁলু পরাণ।
গোবিন্দ দাস কহ কানু ভেল গদগদ হেরইতে রাই-বয়ান॥

ও নব জলধর অঙ্গ।	ও মুখ চন্দ্র উজোর।
ইহ থির বিজরী-তরঙ্গ॥ (২)	ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
ও নব মরকত ঠাম।	ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥	ইহ হেম-জ্যোতিঃ রসাল॥
দেখ রাধা-মাধব-মেলি।	ও তনু পদুমিনী-সাজ।
সুরতি মদন-রস-কেলি॥	ইহ মত্ত মধুকর-রাজ॥

গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ॥

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সীঁথি বনাই বাঁধল পুন কবরী॥
তঁহি সম রেহ সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ-ইন্দু॥
এ হরি রতি-রস-অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥
কাজরে উজোরহ লোচন-ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংশ কিশলয় চমরী॥
পীন-পয়োধরে থির কর থাপি (৩)।
মৃগমদে রঞ্জহ নখ পদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর।
সীধে সীধায়হ নূপুর-জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ। (৪)
গোবিন্দ দাস দেখউ পরতেক (৫)॥

(১) এই দুই ছত্র চণ্ডিদাসের অনুকরণ।

(২) কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় এবং রাধা স্থির বিদ্যুতের ন্যায়। এই সমস্ত পদটীতে এক ছত্রে কৃষ্ণ এবং অপর ছত্রে রাধার কথা বলা হইয়াছে।

(৩) স্থাপন কর। (৪) আলতা মুছিয়া গিয়াছে, তাহা পুনরায় পায়ে লিখ। (৫) প্রত্যক্ষ।

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে পদ-তলে পড়ু বারেবার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি বহে লোচনে নিজ-তনু নহে আপনার॥
বিনোদিনী কোরে আগোরল কান। (১)
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব দিনকর করল পয়ান॥
কানুক চিত থির করি সুন্দরী কুঞ্জসেঁ গমনহি কেল।
বসনহি বেরি ঝাঁপি মণি-মঞ্জীর (২) নিজ-মন্দিরে চলি গেল॥
রতন শেয পর বৈঠলি সুন্দরী সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল গোবিন্দ দাস বলি যাই॥

মান।

চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কম্পিত লোচনে বহে অনুরাগ (৩)।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোঁহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি ভরমে না বোলয়ে আন (৪)।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥ (৫)
রা কহি ধা পহুঁ কহই না পারই (৬) ধারা ধরি বহে লোর (৭)।
সোই পুরুখ-মণি লোটায় ধরণী পুনি কো কহ আরতি ওর (৮)॥
গোবিন্দ দাস তুয়া চরণে নিবেদন কানুক ঐছে সংবাদ।
নিচয়ে জানহ তছু দুখ পড়ুক কেবল তুয়া পরসাদ॥

(১) কোরে=ক্রোড়ে। আগোরল=আগুলিয়া ধরিল। বিনোদিনী কানুকে কোলে গ্রহণ করিলেন।

(২) বস্ত্র দ্বারা মণি-মঞ্জির আবৃত করিয়া, যেন শব্দ না হইতে পারে।

(৩) চম্পক-দাম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত কম্পিত হয় এবং অনুরাগে তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হয়। রাধার বর্ণ চম্পকের ন্যায়, সুতরাং চম্পক-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-স্মৃতি জাগরিত হয়;—যথা, কৃষ্ণকমলের 'দিব্যোন্মাদে' "একদিন চম্পকের ফুল, হেরিয়া ব্যাকুল, হইল গোকুল-শশী—অমনি কোথা রাধা ব'লে, পড়িলেন ভূতলে—এইরূপ আমার চম্পক-বরণী গো—ধরিল সুবল আসি।"

(৪) ভ্রমেও অন্য কথা বলে না।

(৫) লক্ষ লক্ষ রমণী তাঁহাকে নানা মধুর-বাণী বলিয়া বুঝাইতে চাহে, ভ্রমেও তাহাতে কর্ণপাত করেন না।

(৬) রাধা নামের রা বলিয়া ধা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না।

(৭) লোর=অশ্রু। চক্ষুর জল-ধারা বাহিয়া পতিত হয়।

(৮) প্রেমের সীমা ইহা হইতে অধিক আর কি হইতে পারে!

মান-ভঞ্জনের চেষ্টা।

চাঁদ-বদনী তুহু রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
অনুগত কিঙ্কর দেখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝাসি রোখে (১)
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগ ভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দ দাস মরি যাব॥

দুরজন-বচন শ্রবণে তুহু ধারলি কোপেহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনু শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিএ তুয়া গোচর যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥
কুচযুগ-কলস মহেশ-সম জানিয়ে তাপর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম ঘটহুঁ করি পরিখই উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ আনল অন্তর মহো জ্বলতহি তুহুঁ জনু কাঞ্চন গোরী।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব সাঁচি জানব তব লোরি॥
তোহারি লোমাবলী কাল-ভুজঙ্গিনী হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দ দাস ভণি পরশ করহ ফণী নহে যনি ডুবহ পানী॥

রাইক হৃদয়-ভাব বুঝি মাধব পদ-তলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহুঁ মাধব তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভাল জানত কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাযে রাখব তেজব পাপ-পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহি তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল রোই রোই চলু বর-কান॥(২)

ইহ মধু-যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান-দহনে তনু দহি দহি দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥
উহ সুপুরুখ বিদগধ এ অবিচল কুলবালা।
বিহি যো না জানল মদন ঘটায়ল যনু জলধরে বিধুমালা॥

(১) রোখে=রাগ করিয়া।

(২) গোবিন্দ দাস মিছাই আশ্বাস দিল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া কানু চলিয়া গেলেন।

চাঁদ-উদয়ে কি কুমুদিনী মুদিত চাঁদনী-বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী এতহুঁ না পেখিয়ে কিয়ে বিধি মতি ভোর॥
তুহুঁ তনু পরশ ক্ষণে পরশ নহি জলধরে দামিনী-মালা।
ঐছন কামিনী সো পুরুখবর তুহুঁক তুলহ নব বালা॥
সহচরী-বচন শুনিয়া তুহুঁ হরষিত তুহুঁ মুখ হেরি তুহুঁ হাস।
তুহুঁক অনুভব পূরল মনোরথ গোবিন্দ দাস পরকাশ॥

তেরছ নয়নে ধনী হেরই বামে।
তাহা নাহি দেখল নাগর শ্যামে॥ (১)
চঙকি (২) উঠিয়া তবে চৌদিকে হেরি।
সখীগণ আড়েত নেহারত গোরী॥
যব নাহি দেখল নাগর কান।
দূরহি দূর গেও রোখ সে মান॥
তবহুঁ করু ধনী কত অনুবন্ধ।
হিয়া পর জাগল সো মুখ-চন্দ॥
সখীরে পুছয়ে অব কাঁহা মঝু নাহ (৩)।
কহইতে বাঢ়য়ে বিরহক দাহ॥
গোবিন্দ দাস কহে কৈছন মান।
অবিচারে কাহে উপেখলি কান॥ (৪)

যাকর চরণ-নখর-রুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল পালটি না হেরিনু হাম॥
সজনি কি পুছসি আমারি অভাগী।
ব্রজকুল-নন্দন-চাঁদ উপেখনু দারুণ মানক লাগি॥
কাতর দিঠে মিঠ বচনামৃতে কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ-সীম নাহি আয়নু অবহিয়া তুষ-দহ-দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাহা রহুঁ কাঁহা করু সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস কহে শুন বর-নাগরী সো পহুঁ তোঁহার অদুর॥

(১) কুটিল কটাক্ষ দ্বারা রাধিকা খুঁজিয়া দেখিলেন, শ্যাম নাই। (এপর্য্যন্ত কৃষ্ণ রাধার পা ধরিয়াছিলেন, এইবার নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন)। (২) চঙকি=চমকিত হইয়া।

(৩) আমার নাথ কোথায়?

(৪) কৃষ্ণকে কেন অবিচারে উপেক্ষা করিলে?

মানান্ত।

গোরখ জাগাই শিঙ্গা-ধ্বনি শুনইতে জটিলা ভিখ আনি দেল। (১)
মৌনী যোগেশ্বর মাথা হিলায়ত বুঝল ভিখ নাহি নেল (২) ॥
জটিলা কহত তব কাঁহা তহুঁ মাগত যোগী কহত বুঝই।
তেরে বধূ-হাত ভিখ হাম লেয়ব তূঁরিতহি দেহ পাঠাই ॥ (৩)
পতিবরতা-ভিখ লেই যব যোগি-বরত না হোয় নাশ। (৪)
তাকর (৫) বচন শুনিতে তনু পুলকিত ধাই কহে বধূ-পাশ ॥
দ্বারে যোগি-বর পরম মনোহর জ্ঞানী বুঝনু অনুমানে।
বহুত যতন করি রতন থারি ভরি ভিখ দেহ তছু ঠানে ॥
শুনি ধনী রাই আই করি ওঠল যোগি-নিয়ড়ে নাহি যাব। (৬)
জটিলা কহত যোগী নাহি আনমত দরশনে হোয়ব লাভ ॥ (৭)
গোধূম-চূর্ণ-পূর্ণ থারি-পর কনক-কটোরি ভরি ঘিওঁ।
করযোড়ে রাই লেহ করি ফুকারই তাহে হেরি ঘরঘরি জীউ ॥ (৮)
যোগী কহত হাম ভিখ নাহি লেয়ব তুয়া মুখ-বচন এক চাই।
নন্দ-নন্দন-পর যো অভিমানসি মাপ করহ ঘরে যাই ॥ (৯)
শুনি ধনী রাই চীরে (১০) মুখ ঝাপল ভেক-ধারী নটরাজ।
গোবিন্দ দাস কহ নটবর-শেখর সাধি চলত নিজ-কাজ ॥ (১১)

---

(১) গোরক্ষনাথের নাম লইয়া শিঙ্গা-ধ্বনি হইলে, জটিলা ভিক্ষা আনিয়া দিল। (২) শিরঃ-সঞ্চালনপূর্ব্বক জানাইলেন, তিনি ভিক্ষা লইবেন না। (৩) আমি তোমাদের বধূর হাতে ভিক্ষা লইব, তাঁহাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দেও। (৪) পতিব্রতার হাতে ভিক্ষা লইলে যোগীর ব্রত নষ্ট হইবে না। এখানে 'পতিব্রতা' শব্দের অর্থ সধবা।

(৫) তাহার। (৬) তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক রত্ন-থাল পূর্ণ করিয়া ভিক্ষা দিয়া আইস। ইহা শুনিয়া রাধিকা "আই" শব্দ করিয়া উঠিল এবং বলিল আমি যোগীর নিকট যাইব না। নিয়ড়ে = নিকটে।

(৭) জটিলা বলিল, যোগী অন্যরূপ (খারাপ) লোক নহে, দর্শনে অনেক লাভ হইবে। (৮) ভিক্ষা লইয়া করযোড়ে "এই লও" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার প্রাণ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

(৯) যোগী বলিলেন, আমি ভিক্ষা লইব না, আমি তোমার একটি কথা প্রার্থনা করি। তুমি বল, তুমি যে নন্দ-নন্দনের উপর মান করিয়াছ তাহা গিয়াছে, তুমি তাহাকে মাপ করিয়াছ, এই কথা শুনিলেই আমি ঘরে যাইব।

(১০) বস্ত্রে। (১১) গোবিন্দ দাস বলিলেন, নটবর নিজের কাজ সারিয়া (মান-ভঞ্জন করাইয়া) চলিয়া গেলেন।

বসন্তে মিলন।

শিশিরক অন্তরে আওরে বসন্ত।
ফুঅল কুসুমগণ কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল (১) মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লব-শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওরে রসাল॥
তহি সব রঙ্গিণী মিলি একু সঙ্গে।
ভেটল নাগরী নাগর-রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গায়ত রঙ্গিণী জোর॥
বাওত (২) গাওত কত কত তান।
গোবিন্দ দাস অবধি নাহে পান॥

খণ্ডিতা।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নীরস ঘনশ্বাস।
করতলে বদন সঘন অবলম্বই গুণিগুণি (৩) জীবন নিরাশ॥
মাধব কাঁহে আশোয়াসলি রামা (৪)।
সগরিহ (৫) যামিনী জাগি পোহাঅলি কামিনী সঙ্কেত-ঠামা (৬)॥
হরি হরি বোলি ধরণী ধরি রোয়ত বোলত গদগদ ভাখ (৭)।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম-ভরে বিধি সঞে মাগয়ে পাথ॥ (৮)
কি করব চন্দ চন্দন ঘন লেপন কিশলয়-কুসুম-শয়ান।
আন বিআধি আন পথ ওখধ গোবিন্দ দাস নাহি মান॥ (৯)

---

(১) বিভোর হইল। (২) বাদ্য করে।
(৩) সময় গণনা করিতে করিতে।
(৪) আসিবে বলিয়া কেন রাধাকে আশ্বাস দিয়াছিলে?
(৫) সমস্ত। (৬) সঙ্কেত-স্থানে।
(৭) ভাষা।
(৮) নীল গগনে তোমাকে ভ্রম করিয়া তোমার নিকটে উড়িয়া যাইবার জন্য বিধির নিকট পাখা প্রার্থনা করে।
(৯) শরচ্চন্দ্র-জ্যোৎস্না, চন্দনের সুবাস এবং কিশলয়-কুসুমের শয্যায় কি করিবে? এক প্রকার ব্যাধি তাহার অন্যপ্রকার ঔষধ ও পথ্য দ্বারা কোন উপকার হয়, ইহা গোবিন্দ দাস মানেন না।

দান।

এইত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি নিতি করি যাতায়াতে ॥
যদি হাতে করি লই সোণা।
তুমি কে না কহে এক জনা ॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই। (১)
কিসের দান চাহেন কানাই ॥
সঙ্গে সবে দধির পসরা।
তাহে কেনে এতেক ঝকড়া ॥
তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি।
ইহাতেই পাবে কোন নিধি ॥
তুমিত বরজ-যুবরাজ। (২)
তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥
দূর কর হাস-পরিহাস।
কহতঁহি গোবিন্দ দাস ॥

মাথুর।

ঝর ঝর জলধর-ধার।
ঝঞ্জা-পবন বিথার ॥
ঝলকত দামিনী-মালা।
ঝামরি (৩) ভৈ গেল বালা ॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝুরত তুয়া বিনু রাই ॥
ঝন ঝন বজর-নিশানে।
ঝাপি রহত দুই কাণে ॥
ঝিঙ্গি ঝঙ্কর রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাহি ঘাতি ॥
ঝুমরি দাদুরী-বোল।
ঝুলত মদন-হিল্লোল ॥
ঝটকি চলত ধনী-পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দ দাস ॥

---

(১) বড়াই=যোগমায়া, ইনি রাধা-কৃষ্ণ মিলনের সহায়। বড়াই, তুমি জিজ্ঞাসা কর। (২) বরজ=ব্রজ। (৩) ঝামরি=ম্লান।

নীরস সরসিজ ঝামর-বয়না।
তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না॥
খনে মুখ গোই রোই খনে হসই।
হিয়া অভিলাষে চলত মহী খসই॥
এ হরি পেখনু সো গজ-গমনী।
জীবইতে সংশয় কুলবর-রমণী॥
অনুখন মন-মাহা (১) মনসিজ হানই।
হিমকর-কিরণে থির নাহি মানই॥
খনে উঠে খনে বৈসে শুতি রহুঁ ধরণী।
বিষ-শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥
কত যে বিছায়ব কমলদল-শেয।
ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥
গোবিন্দ দাস কহ শ্যামর চন্দ।
তূরিতে মিলব ধনী টুটই দ্বন্দ॥

ভ্রমই ভবন বনে জনু অগেয়ান।
ভাঙ্গল ভয় গুরু-গৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই (২)।
ভীত পুতলী-সম তুয়া পথ যোই॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই (৩)।
ভূতলে শুতলি কুন্তল ফোই॥ (৪)
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভিগল (৫) দিঠি জলে নীল নিচোল॥
ভুবি বিরহ-জ্বরে ভরি মুরছান।
ভুরু ভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ॥
ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস-আশে।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দ দাসে॥

---

(১) মাহা = মধ্যে।
(২) হাসি-কান্না-মিশ্রণ।
(৩) গোই = গোপন করিয়া।
(৪) ফোই = স্ফুরণ করিয়া = খুলিয়া।
(৫) ভিগল = ভিজিল।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
* * * *
হিমকর-কিরণহি সো তনু দহই।
হাহা শশিমুখী কত দুখ সহই॥

হলধর-সোদর কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণ্ময়ী-গোরী॥
হরিণ-নয়নী অবধি দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে মানই॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাঁহা কহই।
হরি হরি বলি মূরছি কাঁহা রহই॥
হসি হসি হাথি হাথি ক্ষণে উঠই।
হেমক পুতলী মহীতলে লুটই॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দ দাসে॥

তরুণ-অরুণ সিন্দূর-বরণ নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখত মানিনী বদন ফেরি॥ (১)
কানু হে রাইক ঐছনল কায।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই আটহুঁ নায়িকা-সাজ॥
প্রাণ-সহচরী চরণে সাধই কানু মানায়বি তোহে।
আখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব কাহে না মিলল মোহে॥
খঞ্জন-ধ্বনি শুনি উমতি (২) ধাবই তোহার নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই শেয বিছায়ই জানি॥ (৩)

নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন বেশ বনায়বি ফেরি॥
কোকিলের রবে চমকি উঠয়ে নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি তোহারি গমন মধুপুরী মুরছি পড়ল গোরী॥

---

(১) তরুণ-অরুণ-শোভিত নীল আকাশকে কৃষ্ণ-ভ্রম করিয়া মানিনী রাধা মুখ ফিরাইয়া থাকেন, অর্থাৎ আকাশের দিকে চাহেন না।

(২) উন্মত্ত হইয়া।

(৩) খঞ্জনের ধ্বনি শুনিয়া নূপুর-শব্দ-ভ্রমে তোমার আগমন প্রত্যাশা করিয়া হাসিয়া হাসিয়া আভরণ পরে এবং শয্যা প্রস্তুত করিতে থাকে।

নিঝরে নয়নে সব সখীগণে খোজত বহে নিশ্বাস।
তোহারি চরণে এতহুঁ কহিতে ধাওল গোবিন্দ দাস॥

যাহে লাগি গুরু-গঞ্জনে মন রঞ্জলু তুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী-বরত সমাপল (১) লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি জানলু কঠিনু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি শুনইতে নাহি বাহিরান (২)॥
যো মঝু সরস সমাগম-লালস মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক-কুঞ্জে জাগি নিশি-বাসর পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী মণি-মঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দ দাস ভণ কৈছন সো দিন বিছুরবা ইহ অনুমানি॥ (৩)

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম-ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এই খানে করিত খেলা বসিয়া নাগর-রাজ।
কে বা নিলগো কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী॥

---

(১) কুলবতীর ব্রত সমাপন করিলাম।

(২) প্রাণ বাহির হয় না।

(৩) যে আমার মিলন আশায় মণিময় মন্দির ত্যাগপূর্ব্বক আমার পথের দিকে চাহিয়া কণ্টক-কুঞ্জে সারা রাতি কাটাইত এবং যাহার জন্য অভিসারে যাইতে আমার পদ সর্পে বেষ্টন করিলে উহা মণি-মঞ্জীর মনে করিতাম, সেই সব দিনের কথা কেমনে বিস্মৃত হইব, গোবিন্দ দাস তাহাই বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিতেছেন। যথা, কৃষ্ণকমলের পদে—"বঁধুর লাগি চলিতে চরণে বিষধর বেড়িত, মণিময় নূপুর মানি চাহিতাম না, সই, চরণ-পানে।"

চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত ॥ (১)
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ-জ্যোতি হইএ তছু মাহ ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ ॥ (২)
যো বীজনে পহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গএ তাহে হইএ মৃদু বাত ॥ (৩)
যাঁহা পহুঁ ভরমহি জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইএ তছু ঠাম ॥ (৪)
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তুহু কিয়ে ছোরি ॥

বারমাসী।

আঘন মাস রস-সায়র (৫) নাগর মাথুর গেল।
পুর-রঙ্গিনীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন ভেল ॥
আওল পৌষ তুষার সমীরণ হিমকর-হিম অনিবার।
নাগরী কোরে ভরি রহু নাগর করব কোন পরকার ॥
মাঘে নিদাঘ কওন পাতিয়ায়ব (৬) আতপ-মন্দ-বিকাশ।
দিনমণি-তাপ নিশাপতি চোরল (৭) কানু বিনু সঘন হুতাশ ॥

---

(১) প্রভু অরুণ-চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়া যে সকল স্থানে বিচরণ করেন, (আমার মৃত্যুর পরে) এই দেহ যেন সেই সেই স্থানের মৃত্তিকা হয়।

(২) তথি মাহ=তাহার মধ্যে। আমার দেহ যেন সেই সরোবরের জল হইয়া থাকে।

(৩) যে বীজন দ্বারা প্রভু নিজের দেহে ব্যজন করেন, আমার অঙ্গ যেন তাহার মৃদু বায়ু হয়।

(৪) যেখানে প্রভু শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় ভ্রমণ করেন (উদিত হন), সেখানে যেন আমার অঙ্গ (সেই মেঘের পশ্চাদ্বর্ত্তী) গগন হইয়া থাকে।

(৫) সায়র=সাগর। (৬) কওন পাতিয়ায়ব=কে বিশ্বাস করিবে? (৭) চুরি করিল।

ফাগুনে গুণি-নাগর গুণমণি গুনিগণ ফাগুয়া খেলত রঙ্গে।
বিরহ-পয়োধি অবধি নাহি পাইএ দৃঢ়তর মদন-তরঙ্গ ॥
আওত চৈত চিত কত বারিব (১) ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ-ফুল-শরে হানই কানু রহল দূরদেশ ॥
মাধবী মাস সাধ বিহি বাধল পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দক্ষিণ-পবন নাহি ভাওত ঝুরি ঝুরি (২) না রহে পরাণ ॥
জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী চন্দন চাঁদনী-রাতি।
শীতল পবন মোহি নাহি লাগত দারুণ মনমথ সাথী ॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদ-পাঁতি।
নীরদ-মূরতি নয়নে যব লাগএ নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি ॥
শাঙণে (৩) সঘনে ঘন গরজন উনমতি দাতুরী (৪) বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন-কণ্ঠ-বিলোল ॥ (৫)
ভাদরে দরদর দারুণ তুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর-নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ ॥
আশ্বিন মাসে বিকশিত পদুমিনী সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ ॥
কার্ত্তিক মাস নিরাশ কয়ল বিধি লীলাময় রসরাস।
নিকরুণ মাধব কোন আয়ব (৬) কহ তহি গোবিন্দ দাস ॥

বৃন্দার উক্তি।

তুহু সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল তুকুল কলরব কানু কানু করি ঝুর ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল (৭) বিসরল নগর-বাজার ॥
কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত কোকিলা না করতহি গান ॥
বিরহিনী-বিরহ কি কহব মাধব দশদিগ বিরহ-হুতাশ।
সহজে যমুনা-জল অধিক ভেল (৮) কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

---

(১) বারিব=বারণ করিয়া রাখিব। (২) কাঁদিয়া কাঁদিয়া। (৩) শ্রাবণে। (৪) উন্মত্ত ভেক। (৫) কণ্ঠে বিলোলিত হইল=কণ্ঠাগত হইল। (৬) কোন আয়ব=কখন আসিবেন। (৭) বিস্মৃত হইল। (৮) সহজেই যমুনার জল আরও বেশী হইল (বিরহিনীগণের অশ্রুধারা)।

কংস-সভা।

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স অনুপাম॥
সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই।
সকল সভাজন-চিত চোরাই (১)॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ-বদনে কত মধুরিম-হাস॥
নয়ন-যুগল নীল কমল সমান।
হেরইতে হয়ে যায় অথির (২) পরাণ
তিলক বিরাজিত ভাঙ (৩) বিভঙ্গ।
ফুল-ধনু করে লই মুরুছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দ দাস॥

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পদাবলী।

ইহার বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ২৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বারমাসী।

গাবই সব মধুমাস।
যনি দহ বিরহ-হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ চাঁদ চন্দন মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধুমত্ত মধুকর মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু রঞ্জন পুঞ্জ রঞ্জিত চূত-কানন শোহই (৪)।
রস-লোল কোকিলা-কোকিলকুল-কাকলী মন মোহই॥

মোহই মাধবী মাস।
চৌদিগে কুসুম-বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত কমলিনী রস-জৃম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরী (৫)-কুল পদ্মিনী মুখ-চুম্বিতা॥

---

(১) চিত চোরাই = চিত্ত হরণ করিয়া। (২) অস্থির।
(৩) ভ্রূ। (৪) শোভা পায়। (৫) চঞ্চরী = ভ্রমরী।

মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী বিরহে তাপিনী সকল সুখ-পরবঞ্চিতা॥

বঞ্চিত অহর্নিশি বাস।
ভৈ গেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহু যা রূপয়ে পহুঁ সোই সুলখিনী (১) কামিনী।
যো কান্ত-সুখ-সম্ভোগে বঞ্চয়ে চাঁদ-উজোর-যামিনী॥
দহই দাদুরী দিনহি বঞ্চয়ে কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেশলী পূরব প্রেয়সী পেখি তাপিত অন্তরে॥

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী-বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লিত-বল্লী তরুবর চারু চৌদিশে সঞ্চারে।
উত্তাপে তাপিত ধরণী-মণ্ডলে নিরখি নব নব জলধরে॥
পাপীয়া পাখীর পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া॥

পাপীয়া শাঙন মাস।
বিরহী-জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর-রজনী দশদিশ গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই ময়ুর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিঁদ লোচনে জাগি সগরি রাতিয়া॥

রাতিয়া দিবসে রহুঁ ধন্দ।
ভাদক বাদর মন্দ॥
মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ দহই মারুত বিন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর হামারি লোচন-ছন্দ॥ (২)
উঠল ভূধর পূরল কন্দর ছুটল নদ নদী সিন্ধুয়া।
হাম সে কুলবতী পরক যুবতী গমন জগ ভরি নিন্দুয়া॥

---

(১) সুলখিনী=সুলক্ষণাক্রান্তা।
(২) তরল মেঘ ঝর ঝর বৃষ্টি বর্ষণ করে; উহা আমারই চক্ষের ন্যায়।

নিন্দু আপন পরভাষ।
ভৈ গেল আশ্বিন মাস॥
মাস গণি গণি আশ গেলহুঁ শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
সময় শারদ-চাঁদ নিরমল দীপ্দীপতি-বাতিয়া। (১)
ফুটল মালতী কুন্দ কুমুদিনী পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া॥

পাতিয় শমনক লই।
আওল কার্ত্তিক ধাই॥ (২)
ধাই ষট্পদ নাই পত্নমিনী পাই কিয়ে রস-মাধুরী।
তুহি নিশঙ্কউ সঘনে চুম্বই কোন বুঝে অছু চাতুরী॥
যবহুঁ পিয়া মঝু লেহ কয়লহি মেঘ চাতক রীতিয়া।
পিয়া সে দূরহি রোয়ে পাপিনী হোই রহলহিঁ কি রীতিয়া (৩)।

কি রীতি করব অব হামে।
আওল আঘন নামে॥
নাম শুনইতে ঐছন অন্তরে সো রস সায়রে পেশলি।
কোন বিহি মঝু নাহ লে গেও হাম সে পড়ি রহুঁ একলি॥
শিশির নব নব তরুণ নব নব তরুণী নবী নবী হোইরি।
লেহ নব নব তেজি দারুণ দেহ থরু যনু কোইরি॥

কোই করয়ে যনি রোথে।
আওল দারুণ পৌথে॥
পৌখ দিন মাহা সুরয-আতপ-পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনী হিমকর-দরশে দহ দহ হেরি সহচরী রোতিয়া॥
কপট কানুক পীরিতি-আগুনি দরশ কথি যনি হোই রে।
অতএ কুল শীল জীবন যৌবন সখীক সঙ্গহি খোই রে (৪)॥

খোই কুলবতী-মান।
আওল মাঘ নিদান॥
নিদানে জীবন রহল সো পুন মাঘে সমুঝল যাবই।
মদন ধানুকী ফেরি কি আওল সবহুঁ মঙ্গল গাবই॥

---

(১) এখানে সম্ভবতঃ শরৎকালের দীপালির কথা বলা হইয়াছে।
(২) শমনের পত্র লইয়া যেন কার্ত্তিক মাস ধাইয়া আসিল।
(৩) কোন রীতিতে? (৪) খোয়াইলাম।

রসাল নব নব পল্লব চাপহি মুকুল শর কত যোইরে (১)।
ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত মার বিরহিণী ওইরে ॥ (২)

ওই দেখহ অনুরাগে।
ফাগুন আওল আগে ॥
আগে মঝু কছু আশ আছিল নিচয় নাগর আওবে।
বরিখ (৩) গেলহি অবধি ভেলহি পুন কি পামরী পাওবে (৪) ॥
সোই নিরমল বদন-মাধুরী দরশ কথি জনি হোয়।
অতএ নিরগুণ জীবন তেজব মরণ ঔষধ মোয় ॥

মোহে হেরি সখী কোই।
চৈত মাস সবহুঁ রোই ॥
আধ বরিখহি তাহি পামরি দাস গোবিন্দ দাসিয়া।
অবহুঁ তব অব কবহু না পাওব রহল মরমক মাশিয়া ॥

জ্ঞানদাসের পদাবলী।

জন্মকাল ৫৩০ খৃষ্টাব্দ।

জ্ঞানদাসের বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ কর্য্যাছি চিতে সেই সে করিব ॥

---

(১) যোজনা করিল।

(২) ভ্রমর এবং কোকিল চীৎকার করিয়া কহিল,—ঐ বিরহিণী উহাকে মার।

(৩) বৎসর।

(৪) এই অভাগী কি আর তাঁহাকে পাইবে ?

রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। (১)
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে।
লহু লহু (২) কহে কথা পীরিতি মিশালে ॥
ঘরের সকল লোক করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে (৩) ভেজাব আগুনি ॥

স্বপনে দেখিনু পরাণ-বঁধুয়া বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে ॥
রজনী শাঙণ ঘন ঘন দেবা (৪)-গরজন রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে (৫) নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত-দাহুরি-বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিনিকি ঝাঁজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিলু হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল লেহ হৃদয়ে লাগল সেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী। (৬)
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে পাএ হাত দেই ছলে আমা কিন বিকাইলুঁ
বোলে ॥ (৭)
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে হই ভোল মুখে না নিঃসরে বোল অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ-ভয়-মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

---

(১) রূপ দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা মিটে না।

(২) লহু লহু = লঘু লঘু = মৃদু মৃদু।

(৩) ঘরে এবং লাজের মুখে।

(৪) পাঠান্তর—'দেওয়া'। (৫) অঙ্গের বস্ত্র শিথিল।

(৬) আমার মর্ম্মে অনুরাগ (লেহ) প্রবেশ করিল, দেহ তাহার দেহের স্পর্শ-সুখ অনুভব করিল এবং কর্ণ তাহার মধুর স্বরে ভুলিয়া গেল।

(৭) আমি তোমার পদে বিক্রীত হইলাম, আমাকে কিনিয়া লও,—এই কথা বলে।

আলো মুঞি আগে জানিলে না যাইতাঙ কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিল কালিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ। (১)
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্দা। (২)
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা॥
কটি-তটে পীত বসন তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ন না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে। (৩)
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥ (৪)
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগরি (৫)।
বিহি (৬) নিরমিলা তুয়া পীরিতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেন কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

---

(১) আমার গৃহে যাইবার পথ আর ফুরায় না, অর্থাৎ পথেই পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল। (২) মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা। তন্মধ্যে কস্তুরী-গন্ধী চন্দনের তিলক। ধান্দা=ধাঁধা=ভুল।

(৩) তোমার বর্ণ পীত, সেই জন্য আমি পীত বস্ত্র পরিয়া থাকি।

(৪) আমার হাতের বাঁশীটি একটু ধর, আমি হাত বাড়াইয়া তাবৎ তোমার পদধূলি লই। (৫) অগ্রগণ্যা। (৬) বিধি।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পীরিত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত ॥ (১)
হিয়ার উপর হ'তে শেযে (২) না শোয়ায়।
হিয়ার রতন করে রজনী গোঙায় ॥
নিদেঁর আলসে যদি পাশ-মোড়া দিয়ে (৩)।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥
ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীর্ঘ-শ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়ে উঠয়ে তরাসে ॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে (৪) নিতি নিতি কেলি ॥

সই কিবা সে বঁধুর প্রেম।
আখি পালটিতে থির নাহি মানে যেন দরিদ্রের হেম ॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিবে বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া রাইএর দোসর সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥ (৫)
তিলে কত বেরি (৬) মুখ নেহারিয়া আচরে (৭) মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূরে হেন মানয়ে (৮) তেঞি সদাই লয় নাম ॥
জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পীরিতি আর কি জগতে আছে ॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম ॥ (৯)
আমার অঙ্গের বরণ-সৌরভ যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখনে সে দিগে ধায় ॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী পীরিতে বান্ধল তায় ॥

---

(১) এই প্রেমের জন্য প্রাণ নিছিয়া ফেলিলেও তাহার যোগ্য মূল্য হয় না। (২) শয্যায়।

(৩) দিয়ে=দেই। (৪) এই রকম।

(৫) রাধিকার অপরিহার্য্য সঙ্গী (দোসর) অঙ্গের ছায়ার ন্তায় সর্ব্বদাই সঙ্গে ফিরে। (৬) বার। (৭) আঁচলে।

(৮) ক্রোড়ে রাখিয়াও মনে করে যেন কত দূরে রহিয়াছে।

(৯) আমার নাম লয় বলিয়াই মুরলীকে প্রাণের অধিক গণ্য করে।

মরম-কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম-বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী-বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আখি কান্দে॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পীরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখিহে কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদে সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উঠিনু উঠিতে (১) পড়িনু অগাধ-জলে।
লছমী (২) চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল (৩) মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর (৪) পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি মরণ-অধিক শেল॥

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন এ দুটি আখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ-পতি যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম-রায় বিনু আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম মন স্বতন্তর নয়। (৫)
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ নাহি কার জানি হয়॥
সে মোর করমে লিখন আছিল বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ-পতি কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
যত গুরুজন বলু কুবচন না যাব সে লোক-পাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পীরিতি জাতি-কুল-শীল-ছাড়া॥ (৬)

(১) পর্ব্বত হইতেও উচ্চে উঠিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।
(২) লক্ষ্মী। (৩) বৃদ্ধি পাইল। (৪) বজ্র।
(৫) আমার মন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন—স্বতন্ত্র (স্বাধীন) নহে।
(৬) এই পদটী চণ্ডিদাসের অনুকৃতি।

কাঁদিতে না পাই বঁধু কাঁদিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥
শাশুড়ী-ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙারিয়া (১) মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহিএ পাড়াপড়শীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ (২) হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥
আপন চূড়ার বেশে বানায়ে আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে (৩)॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
*   *   *   *
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥ (৪)

বঁধু তুমি আমার কালিয়া-সোণা।
সাগরে পায়্যাছি কত করিয়া কামনা॥
বল্যাছি কয়্যাছি ছুটি মনেতে করো না।
তোমা লাগি সহি কত গুরুর গঞ্জনা॥
বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ-বদন সদা নিরখিব সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি মিলায়ল বিধি পূরিল মনের সাধ॥
প্রেম-ডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়া দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ॥

---

(১) স্মরণ করিয়া। (২) স্পর্শমণি তুল্য।
(৩) কোলে। (৪) জীবন থাকিতে কি ভোলা যায়!

হিয়ার মাঝারে সাধ যে করে রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
অবলা-পরাণে হারাই হারাই বাসি খুঁজিয়া পাইতে নাই॥
অনেক যতনে পাইলাম রতন রাখিতে নারিলুঁ কোলে।
তাহে পাপ-চিত বিধি বিড়ম্বিল জ্ঞানদাস ইহা বোলে॥

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল-ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম-স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি।
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥ (১)

অভিসার।

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার (২)।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত যামিনী দশদিশ ব্যাপি (৩)।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গ হি মেল (৪)।
নব অনুরাগ-ভরে পথে চলি গেল॥

---

(১) রাধাকে কৃষ্ণ বংশী-বাদন শিখাইতেছেন, কোন রন্ধ্রে কি বাজিবে তাহা সকলই শিখাইলেন, কিন্তু জ্ঞানদাস বলিতেছেন,—রাধা-নামে-সাধা বাঁশী রাধার মুখেও 'রাধা' বলিবে, তাহার উপায় কি?

(২) আঁধার=অন্ধকার।

(৩) আচ্ছাদন করিয়া। (৪) মিলিল।

বরিখত (১) ঝর ঝর খরতর মেহ (২)।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত-গেহ ॥
না হেরিএ নাহ (৩) নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগর-রাজ ॥

সখীগণ বচনে বানাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥
ভালহি (৪) দেয়ল সিন্দূর-বিন্দু।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ-ইন্দু ॥
কত কত আভরণ সাজয়ল রঙ্গে।
হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে ॥
নীলবসনে তনু ঝাঁপিল গোরী।
চলিল নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি ॥
মদন-মোহন মনোমোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহে যাই বলিহারি ॥

খণ্ডিতা।

গগনে গরজে ঘন নিশি আঁধিয়ারি।
কুঞ্জহি শেয রচয়ে বরনারী ॥
মিলিব নাগর-বর অভিলাষে।
অঙ্গহি রচয়ে বিভূষণ-বাসে ॥
তাম্বুল কর্পূর গন্ধ অপার।
মৃগমদ চন্দন করু ফুল-হার ॥
মনহি মনোরথ কৈল্য অনুমান।
চিন্তয়ে কাহে না মিলিল কান ॥

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজিনী কেমনে আওব পিয়া।
শেয বিছাইয়া রহিনু বসিয়া পথ-পানে নিরখিয়া ॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইনু নব অনুরাগ-ভরে ॥

---

(১) বর্ষণ করিতেছে। (২) মেঘ।
(৩) নাথ। (৪) কপালে।

এ হেন রজনী কেমনে গোঞাব বঁধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল মোর মনোরথ প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝন্‌ঝনী পরাণ-মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি মিলাব বঁধুর সনে॥

মান।

পরিহার রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন-বেদন না যায় সহন শরণ লইনু তোর॥
ও চাঁদ-মুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ আমার শপথ লাগে॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু।
তপ জপ তুহু সকলি আমার করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার সকলি আমার তুমি সে নয়ন-তারা।
আধ তিল আমি তোমা না হেরিলে সব বাসি আন্ধিয়ারা
এত পরিহার করিএ তোমার মনে না ভাবিহ আন।
করজ (১) লিখিয়া লেহ যে আমার দাস করি অভিমান॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে সুন্দরি এ কোন্ ভাব যুবতি।
কানু সে কাতরে সদয় হইয়া কেন না করহ প্রীতি॥

নৌ-বিহার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নায়্যা হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে করে ধরি নিল॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসের পরমাদ॥

---

(১) খত।

বিরহ।

সখি এ কথা কহিএ তোরে।
চিরদিন পরে কোন বিধাতা সদয় হইল মোরে॥
নিশি-অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে নিঁদ আওল আথে।
বুকে দুটী হাত দিয়া অতি ভীত পিয়া আসি দাড়াল্য সমুখে॥
চমকি উঠিয়া কোরে আগুরিতে (১) চেতন হইল মোর।
মূরছি পড়িতে নিকটে বিশাখা আমাকে করিল কোর॥
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়এ এ জ্বালা জুড়াব কিসে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি বঁধুয়া মিলিলে পাশে॥

ভাব-সম্মিলনের পূর্ব্বাভাষ।

সুচারু বদন দেখিনু স্বপন গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা নিকটে মিলিল আসি॥ (২)
গণক আনিয়া পুন গণাইনু সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল সুখের নাহিক ওরে॥
মোর একাদশ-গৃহে বৈসে পাঁচ (৩) সপ্তমে বৈসয়ে চন্দ।
ভৃগু শশি-সুত (৪) দ্বিতীয়ে বৈসয়ে ষষ্ঠেতে (৫) বৈসয়ে মন্দ (৬)।
দোয়াসিনী আনি দেবে আরাধিনু পড়িল মাথায় ফুল।
বঁধুর নামেতে আগে তুলাইনু কোলে মিলাইল কুল॥
কুল পুরোহিত আশিস করিল স্থপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূরে গেল কহই সে জ্ঞানদাসে॥

---

(১) সাদরে গ্রহণ করিতে।

(২) ফুলের মালা ও দধি শুভ লক্ষণ।

(৩) বৃহস্পতি। (রবি হইতে পঞ্চম-স্থানীয়।)

(৪) শশি-সুত = বুধ। ভৃগু ও বুধের মিলনে 'বুধ-ভার্গব' যোগ হয়।

(৫) রিপু-গৃহে।

(৬) মন্দ = শনি।

বলরাম দাসের পদাবলী।

বলরাম দাস বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মাতার নাম সৌদামিনী ও পিতার নাম আত্মারাম দাস। ইনি নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ২৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পদকল্প-তরুতে বৈষ্ণব দাস ইহার কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"কবি-নৃপজবংশজ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" কবি-নৃপজ অর্থ কবিরাজ সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উক্ত ছত্রে গোবিন্দ কবিরাজের বংশ উল্লিখিত হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রিকা।

ভাব-ভরে গরগর (১) চিত।
খেনে উঠে খেনে বৈসে না পায় সম্বিত॥
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কান্দে পুরুব-সুলেহ (২)॥
নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুলপতি সঙ্কীর্ত্তন-মাঝ॥
নিজ পর কিছুই না জানে।
উত্তম অধম নাহি মানে॥
ডগমগ প্রেম-হিলোলে।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভক্তের কোলে॥
প্রিয় গদাধর-কর ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥
এ রসে জগত রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয়॥

বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ।

যশোদার প্রতি অভিমান।

দাঁড়ায়্যা নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেয় মোরে মা হইয়া বলে ননী-চোরা॥

---

(১) গরগর = বিগলিত।
(২) সুলেহ = উত্তম প্রেম। পুরুব অর্থে ভগবানকে বুঝাইতেছে।

ধরিয়া যুগল করে বাঁধয়ে ছাঁদন-ডোরে বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী-রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে হয় নয় চাহ সুধাইয়া ॥
আনের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত মা হইয়া কেবা বাঁধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে এত দুখ সহিতে কেবা পারে ॥
বলাই খায়্যাছে ননী মিছা চোর বলে রাণী ভাল মন্দ না করে বিচার।
পরের ছাওয়াল পায়্যা মারেন আসিয়া ধায়্যা শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥
অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসাইয়া লহ আমারে বিদায় দেহ এ দুখে যমুনা হব পার ॥
বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয় ধাইয়া গোপাল কর কোরে।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মোছে অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥

গোষ্ঠ।

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দেগো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞাছে পথে ॥
পীত ধড়া দেগো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিঞা গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈলা রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটি পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্পগুচ্ছ শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি (১) ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণী ॥

রাধা-কৃষ্ণ-পদাবলী।

রাধার পূর্ব্বরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপখানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন-নাচনে ॥

(১) টালনি = বাঁকা ভাবে হেলান।

কিরূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আখি ঝুরে মন কাঁদে নয়ন ফাঁপর॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥
আর তাহে কত রূপ ধরে বৈদগধি (১)।
কুলেতে যতন করে কোন্ বা মুগধী॥
দেখিতে সে চাঁদ-মুখ জগ-মন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে (২)।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥

অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটী ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী (৩)॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

রাধার প্রতি।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আখি।
কোটি-কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন-সমান॥
নীরস দরপণি দূরে পরিহরি। (৪)
কি ছার কমলের ফুল নিছনি তোমারি॥

---

(১) বিদগ্ধ নাগর। (২) চন্দ্রের তুল্য চন্দনের ফোঁটা।
(৩) রঙ্গী=রসিক। (৪) দর্পণ নীরস, তাহার সঙ্গে তোমার মুখের উপমা হয় না, এজন্য তাহা দূরে ত্যাগ করি।

ছি ছি কি শরতের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমা মুখের উপমা ॥
যতনে আনিয়ে যদি ছাকিয়া বিজুরী।
অমিয়ার সাথে যদি গঢ়াইয়ে পুতলী ॥
রসের সায়রে যদি করাইয়ে সিনান।
তবুত না হয় তোমার নিছনি-সমান ॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত। (১)
হারাঙ (২) হারাঙ হেন সদা করে চিত ॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির। (৩)
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির ॥

দুখিনীর বেথিত বঁধু শুন দুঃখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥
কাঁদিতে না পারি পাপ-ননদীর তাপে।
আখির লোর দেখি কহে কান্দে বঁধুর ভাবে ॥
বসনে মুছিয়া ধারা রাখি যদি গায়।
আন-ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায় ॥ (৪)
কাল নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কালা পাটের শাড়ী ॥ (৫)
দুখের উপরে বঁধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বঁধু তোমার চাঁদ-মুখ ॥
দেখা দিয়া যাইতে বঁধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ কহি তোমার আগে ॥
বলরাম দাস বলে হউক অখ্যাতি।
জীতে (৬) পাসরিতে নারি তোমার পীরিতি ॥

---

(১) বক্ষের মধ্যে রাখিয়াও বিশ্বাস হয় না।

(২) হারাইলাম।

(৩) যে রূপ আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা কে বাহির করিল? সেই রূপ আকার গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসাতে, আমি পাছে হারাই, সর্ব্বদা আমার এই ভয় হয়।

(৪) *অন্য ছলে ননদী সেই অশ্রু-সিক্ত বস্ত্র গুরুজনকে দেখায়।*

(৫) পাছে তাহা দেখিয়া আমার কৃষ্ণকে মনে হয়।

(৬) জীবন থাকিতে।

আপন শপথি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বঁধু হে তোমারে বুঝাই ত সবাই।
আমি তোমার প্রাণ-বঁধু তেঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ-চিত কান্দে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পীরিতি॥

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগি পোহাইল রাতি তিল নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণ করে উতরোলে তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে হিয়া হৈতে
শেযে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আখি মুদি রয় বলরাম কি কহিতে পারে॥

চন্দন মাখায় গায় দেয় বসনের বায় (১) নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাযে কত পুছে কত না মুখানি মোছে হেন বাসে দেখিতে
হারায় (২)॥
তুমি মোর প্রাণধন তোমা বিনে নাহি আন কহে পিয়া গদগদ ভাষে।
যতেক পীরিতি তার জগতে কি আছে আর কি বলিবে বলরাম দাসে॥

সই নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম-বঁধু বিনু না রহে মোর তনু সোয়াস্তি নাহিক রাতি দিনে॥
ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে পুন দেই সিঁথায় সিন্দুর।
তাম্বুল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে কত গুণ কহিব বঁধুর॥
ঝাড়িএ বান্ধয়ে চুল বেড়িয়া মালতী-ফুল বসন পরাইয়া আমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ না জানি কি পায় সুখ রসের আবেশে করে বুকে॥

---

(১) বস্ত্র-দ্বারা ব্যজন করে।

(২) হেন বাসে=এরূপ মনে করে। দেখিতে হারায়=চক্ষের পলকে পাছে হারাইয়া যায়।

হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহুঁ থরহরি মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বলে পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবা কতি (১) পরাণী ত স্থির
নাহি বান্ধে॥

মরম কহিনু মো পুন ঠেকিনু সে জনার পীরিতির ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে তাহে সে পরাণ কান্দে॥
মোর কাছে কাছে থাকে সদা চোখে চোখে রাখে তবু মোরে
পলকে হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে যেন বা রাখিতে চায়॥
হার নহে পিয়া গলায় পরিএ চন্দন নহে মাথে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া সোয়াস্তি নাহিক পায়॥
কর্পূর-তাম্বুল আপনি সাজিয়া মোর মুখে ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া প্রসাদ বলিয়া লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা (২) বসন পরাঞা আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে তিতল নয়ন লোরে॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম-চিতে ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর হইল শেষ॥

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে আলুঞা আলস-ভরে।
শুতল কিশোরী আপনা পাসরি পরাণ-নাথের কোরে॥
সখি হের দে আসিয়া বা (৩)।
নিঁদ যায় ধনী চাঁদ-বদনী শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া সিথান বিথার বসন-ভূষা।
নিশাসে দুলিছে নাসার বেশর হাঁসিথানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল (৪) না করিহ রোল দাস বলরাম ভণে॥

অভিসারান্তে।

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি॥

---

(১) কতি=কোথায়। (২) 'কাচাঞা' অর্থশূন্য শব্দ ; 'সাজ-কাচ করা'—কথায় বলিয়া থাকে। (৩) আসিয়া বাতাস দেও। (৪) ধীরে ধীরে কথা বল, পাছে ঘুম ভাঙ্গে।

দুহুঁ জন নয়নে গলয়ে জল-ধার।
রোই রোই সখীগণ চলই না পার॥
খেনে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তল-ভার॥
নূপুর-আভরণ আঁচরে নেল।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথ গেল॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোর হি বসন ভিগায় (১)॥
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ।
পীত বসনে সব গোপই দেহ॥
চিকন তনুয়া বসনে বেয়াপি (২)।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি॥
নিজ-মন্দিরে ধনী আওলি দেখি।
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি (৩)॥
তুরিতহি বৈঠলি মন্দির-মাঝে।
শুতলি সুন্দরী আপন-শেযে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস॥

খণ্ডিতা।

দেখ সখি হেরি কিয়ে নাগর-রাজ।
বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে কোন করল ইহ কায॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল-পঙ্কজ-দল নয়ন-যুগলবর যামিনী জাগি নিতান্ত॥
মুখ-বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে অরুণ-কিরণ ভয় লাগি।
অলক-নিকর উড় ভাল-গগণ-পর নিশি অবসান ভয় ভাগী॥
শ্যামের অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহি দিগ-বসন যনু হেরি রে ঐছন মরমহি ভেল॥
টলমল চরণ-যুগল মণি-মঞ্জীর ঝনরঝনর ঘন বাজে।
কহ বলরাম দাস ইহ বিপরীত হেরত নাগর-রাজে॥

---

(১) ভিজায়। (২) ব্যাপিয়া।
(৩) দেখিয়া।

মান।

দূর কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥
ভাল ভেল অব মিটলা সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে কবহুঁ আশ-পরিবন্ধ (১)॥
পহু গুণ-সাগর সো গুণ জান।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচ বাণ॥
তুরিতে চলহ বাহা (২) না করহ বেয়াজ (৩)।
ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ॥
কৈতবিনী (৪) হামরা কৈতব নাহি তায়।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয়ায়॥
বিমুখ ভেল ধনী গদগদ-ভাব।
বিনতি না শুনয়ে বলরাম দাস॥

অন্তরে জানিয়া নিজ-অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ-বাণী।
রাইক চরণে পরশিল পাণি॥
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার॥
মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান (৫)।
পদতলে লুটয়ে নাগর কান॥
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানু-মুখ চাই॥

বারমাসী।

তুয়া গুণে কামিনী কত হিম-যামিনী জাগয়ে নাগর ভোর।
সরসিজ বর-লোচন মোচন রহু ঝরতহি ঝরঝর লোর॥
ফাগুনে মধুপুর নাগরী-নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গে।
বিহরক আগুনি জরিজরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গে॥

---

(১) আশার প্রবন্ধ (ছলনা) ভাল নহে। (২) বাহিরে।
(৩) বিলম্ব। (৪) সরলা। (৫) নহি=নাথ। বয়ান=মুখ।

তুহু সে নিরন্তর নাগরী-অন্তর কি করব রঙ্গিণী-সঙ্গে।
শীতল ভূতল লুটয়ে বেয়াকুল দংশিল বিরহ-ভুজঙ্গে ॥
দূরহি বিরহিগণ তেজই জীবন শুনি তছু নাম তুরন্ত।
সো মধুমাস বিলাসত জনে জনে আওল কাল-বসন্ত ॥
এত দিনে কতহি যতনে জীউ রাখল অব কি জীয়ব তুয়া কান্ত।
পিক-অলি-কাকলী কুসুম-লতাবলী দিনে দিনে জীউ করু অন্ত ॥ (১)
বিকশিত কুসুম ভরল সব কানন চৌদিগে ভ্রমর-ঝঙ্কার।
তরু-পর পঞ্চম গাওই নিশি দিশি পিকরবে জীবন-সংহার ॥
পাপ-নিশাকর কিরণ পসারল জগ ভরি আনল-বিথার। (২)
মাধবী মাসে আশে জীউ না রহল আর কি সহব দুখ আর ॥
শীতল শতদল-শয়নে শুতায়ল কিশলয় ভরি পরিযঙ্ক (৩)।
কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণী লুঠি লোরে করই মহী পঙ্ক (৪) ॥
কত ঘন-চন্দন কত কত বীজন সজল জলদ-বিষ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বাড়বানল পিয়া দূর বিহি ভেল বঙ্কা (৫) ॥
নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর বরিষা নব পরবেশে।
ক্ষণে ক্ষণে জলদ মধুরময় ধ্বনি শুনি গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে ॥
নব নব পল্লব মনোভব লাগল বিহি করু সব অবশেষ।
কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে বাঢ়ল অব নাহি রহ জীব-লেশ ॥
গগনহি সঘন ঘনহি ঘন ঘন গরজন দামিনী দশদিগ পাত।
যামিনী ঘোর-তিমির ডরহে রইতে থরহরি কাঁপয়ে গাত (৬) ॥
এ দুখ-সায়র নিমগন নায়র (৭) তঁহি হত দাদুরী (৮) রাব।
শাঙন গহন দহন-দাহন জীবন কিয়ে জানি হরি কবে পাব ॥
মাহ ভাদর দিন নিরখিতে তনু ক্ষীণ দারুণ দূর দিনমান।
বিরহ-হিলোলী দরদর অন্তর দোলত চপল পরাণ ॥
তুয়া বিনু যনু শূন (৯) সব মন্দির মনমথ-তূণ সমান।
একলী বিকল সকল নিশি আলপই (১০) অবিরত ঝরয়ে নয়ান ॥

---

(১) কোকিল ও ভ্রমরের রব এবং কুসুম ও লতা—ইহারা দিন দিন আমার জীবন নষ্ট করিতেছে।

(২) পাপাত্মা নিশাপতি কিরণ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ভরিয়া যেন অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। (৩) পর্য্যঙ্ক=শয্যা।

(৪) অশ্রু-দ্বারা মহী পঙ্কিল করে। (৫) বঙ্কা=বাঁকা। বিধাতা বক্র হইলেন। (৬) গাত=গাত্র, শরীর। (৭) নায়ক নিমজ্জিত হইলেন।

(৮) ভেক। (৯) শূন্য। (১০) প্রলাপ করে।

উজোর হিমকর শীতল নিরমল চাঁদনি-রজনী উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরী সহ বিলসই বিকশিত পদুমিনী-কোর (১)॥
আঘন মাস পাই হিয় দাহই শুনইতে হিম-ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির সুন্দরী তুহু ভেলি বাম॥
কিয়ে লিখি বাসর গরগর অন্তর জরজর মরমক ঠাম।
বিদগধ রায় মুগধচিত অবিরত সোঙরিয়া তুয়া গুণ নাম॥
সুন্দরি কো কহু ও দুখ ওর।
বিষম কুসুম-শর-জ্বরে ভেল দুবর (২) বল্লভ রাজকিশোর॥
পৌষ তুষার তুষানলে ডারল জীবন-নাহ।
সুধীর সমীর সুধাকর-শীকর পরশ গরল অবগাহ॥
অহর্নিশি ডহ ডহ পিয়া জীউ থির নহ দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোঁয়ত রোয়ত কয়ে কহব নিরবাহ॥
মাঘহি দিন নিশি শিশিরক নিকরহু অবনী আগোর।
উলটি পালটি অনুখন ছটফটি তনু দহে সহচরী-কোর॥
তোহারি দরশ বিনু ক্ষীণ অতি জীবন গদগদ কহে আধ বোল।
আশ্বিন শারদ হংস-শবদ শুনি পিয়া জীউ অতি উতরোল॥
বিহরই বিহগ সুভগ তটিনী-তট জল-সরসিজ পরকাশ।
জগজন-লোচন তনু মনোমোহন আওল কাতিক মাস॥
এবেহুঁ অনঙ্গ ভুজঙ্গ গরাসল অব নাহি জীবনক আশ।
দিশি অনুক্ষণ গুণি গুণি তুয়া গুণ উনমত বারহি মাস॥
বিরহিণি কি কহব নাহক (৩) দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন মানে তাহে কি মাথুর-সুখ (৪)॥
সদাই বিরলে বসি অবনত মুখ-শশী ঝরঝর ঝরয়ে নয়ন।
দুই হাত বুকে ধরি রাই করি রাই করি ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন যৈছনে মুরুছল পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল-নগরক হেরি কত পথিক করে ধরি করে পরিহার (৫)॥
আওব কানু কহল তোমে কত কত বচনে করহ বিশোআসে (৬)।
তোহারি প্রেম সই বিছুরি (৭) না পারব পুছহ বলরাম দাসে॥

---

(১) পদ্মিনীর ক্রোড়। (২) দুর্ব্বল।
(৩) নাথের। (৪) মথুরার সুখ তাহার কি করিবে?
(৫) পরিহার = বিনীত প্রার্থনা। (৬) বিশ্বাস।
(৭) বিস্মরণ করিতে = ভুলিতে।

ঘনশ্যাম দাসের পদাবলী।

ঘনশ্যাম দাস প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী।

প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপিযুক্ত "গোবিন্দ-রতিমঞ্জরীর" একখানি পুঁথি হইতে সঙ্কলিত হইল। এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

গৌরচন্দ্রিকা।

পেখলু গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচি দেওত মুল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম॥ (১)
অবহু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পূর।
হেরইতে নয়ন অধম মরুভূমহি হোয়ত পুলক-অঙ্কুর॥
নাম হিয়াক তাপ মোর মেটই তাহে কি চাঁদ উপামে।
কহে ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি একু ঠামে॥ (২)

রাধার পূর্ব্বরাগ।

উজর হার উর (৩) পীত বসন ধর ভালহি চন্দন-বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত মণি উপরে উজোরল ইন্দু॥ (৪)

---

(১) ত্রিভুবনে যাহার মূল্য হয় না এমন হরিনাম যাচিয়া দেয়।

(২) কোটি কোটি চাঁদ একত্র হইলেও তাঁহার উপমা হয় না।

(৩) বক্ষে উজ্জ্বল হার।

(৪) উজ্জ্বল মুক্তাহার একত্রীভূত বলাকার সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। যথা, কৃষ্ণকমলের পদে—"স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে। মনে হয় যেন বকপাঁতি চলে॥"

"তড়িত জড়িত মণি"—কৃষ্ণের পীতাম্বরের সঙ্গে উপমিত। যথা, কৃষ্ণকমলের পদে—"সৌদামিনী-কান্তি ধরে পীতাম্বর।"

উজোরল ইন্দু = চন্দ্র উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইল।

পেখলু অপরূপ মোহন শ্যাম।
কুঞ্জ-সমীপ নীপ (১) অবলম্বন রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥
চরণ অবধি বনমালা বিরাজিত হেরইতে উনমত (২) হোই।
মধুকর ছলে কত ব্রজরমণী-চিত তাঁহি রহুঁ চির লাগই ॥
মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি (৩) গাওত কতহিঁ সুতান।
ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় পরমাণ (৪) ॥

রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাসি-সম্ভাষ।
অনুখন ধরণী-শয়নে অভিলাষ ॥
এ হরি যব ধরি (৫) পেখলু তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয় ॥
নয়ন-কমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে যে কি না জানি গায় ॥
তহি অব প্রিয় সখী আয়ত কোই। (৬)
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ (৭) হোই ॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয় উতরোল ॥ (৮)
কিয়ে পুনঃ আছয়ে হিয়ে অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যাম দাস ॥

অনুখন হেরিয়ে তোহে আন রীত (৯)।
দূরে গেউ মুরলী-আলাপন গীত ॥

(১) কদম্ব-তরু। (২) উন্মত্ত।

(৩) ঝাঁপি গগনাবধি = আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া।

(৪) মদন রায় পরমাণ = মদন রায় তাহার সাক্ষী। এই মদনরায় সম্ভবতঃ ঘনশ্যাম দাসের আশ্রয়দাতা ছিলেন। বিদ্যাপতির পদেও "রাজা শিবসিংহ রহু সাথী" এইরূপ ভণিতা আছে। (৫) যদবধি।

(৬) ইহার মধ্যে যদি কোন প্রিয় সখী আইসে।

(৭) নিঃশব্দ।

(৮) যদি কেহ যত্নপূর্ব্বক মর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে উত্তর দেয় না। রোয় উতরোল = উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে।

(৯) অন্য রীতি।

মরম না কহ কাহে প্রাণ-সাঙ্ঘাতী (১)।
তুয়া মুখ হেরি জলত মঝু ছাতি (২)॥
মরকত জিনিঞা কলেবর-কাঁতি (৩)।
সো অব ঝামর কুবলয়-ভাঁতি॥ (৪)
হেরইতে নিরমল লোচন তোর।
কে জানে কাহে করত হিয়া মোর॥
শুনইতে ঐছন সহচর-বাণী।
ছাড়ি নিশাস উলটায়ল পাণি॥ (৫)
মৃদুস্বরে গাহ হৃদয়-অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যাম দাস॥

অভিসার।

সহজই কুঞ্জর-গতি জিতি মন্থর অব তাহে ঘন-আন্ধিয়ার।
প্রতি পদ নিরখি নিরখিত দোঁহো যব চলইতে চরণ-সঞ্চার॥
সুন্দরি সমুচিত করহ সিঙ্গার। (৬)
কানু-সম্ভাষণে শুভক্ষণ মানিয়ে পহিলে (৭) রজনী-অভিসার॥

নীল-রতনগণ-বিরচিত (৮) ভূষণ পহিরহ নীলিম-বাস। (৯)
মৃগমদে ভরু কুচ কনয়-কলস (১০) যাহে শ্যামর অধিক উল্লাস॥
লুপত বেকত করু কিঙ্কিণী নূপুর এ দুহুঁ রহুঁ মঝু পাশ।
কেলি-নিকুঞ্জ নিকট পহিরায়ব (১১) কহ ঘনশ্যাম দাস॥

---

(১) সাঙ্ঘাতি=সঙ্গী। প্রাণের সঙ্গীদের নিকটও মর্ম্মের কথা বলে না। (২) ছাতি=বক্ষ। যথা, বিদ্যাপতিতে—"ফাটি যাওত ছাতিয়া।" (৩) কাঁতি=কান্তি=আভা।

(৪) মরকতের ন্যায় দেহের কান্তি ছিল, তাহা এখন ঝামর (ম্লান) হইয়া কুবলয়ের (নীলপদ্মের) আভা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) নিশ্বাস ছাড়িয়া হস্ত উল্টাইল (হৃদয়ের কষ্ট বুঝাইল)।

(৬) বেশভূষা। (৭) পহিলে=প্রথম।

(৮) বিরচিত=খচিত। (৯) যথা, জয়দেবে—"শ্রীলয় নীল নিচোলং"। (১০) কনক-কলস তুল্য স্তন মৃগমদে পূর্ণ কর।

(১১) কিঙ্কিণী ও নূপুর ব্যক্ত (মুক্ত) করিয়া লুপ্ত (গোপন) কর; উহা এখন আমার নিকট থাকুক, কেলি-কুঞ্জের নিকট আসিলে পুনরায় পরাইয়া দিব। যথা, জয়দেবে—"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং।"

শ্যামর গুণ গাহ বিন নাহি জগমহ বিহিক বিশদ নিরমান। (১)
রতিপতি-বৈরী-কণ্ঠে যব অনুখন স্ফুরয়ে তাহা কিয়ে আন ॥ (২)
শুন শুন বৃষভানু-কিশোরী।
সো পুন তোহারি বশ অতএ বিমল যশ জগজনে কেবল তোরি ॥

সুরত রতন-খনি কত কত সুরমণী মণিময় মন্দির ছোড়ি।
তোহারি মিলন যাহাঁ সোই নিকুঞ্জ মহা পন্থ নেহারই তোরি ॥
তছু কর বিরচিত হার সফল কর পহিরহি নিরমল বাস।
চান্দনি রাতি চন্দনে তনু লেপহ কহ ঘনশ্যাম দাস ॥

সুচির বিরহ জ্বর ক্ষীণ কলেবর বিগলিত ভূষণ বেশ।
আছয়ে তোহারি পর সরস লালসে কেবল জীবন-শেষ ॥
মাধব শুনইতে তোহারি সংবাদ।
শিশিরে লতা যনু বিনি অবলম্বন উঠইতে করু সাধ ॥

তোহারি রচিত ফুল-হার নিরখি ধনি পহিলহিঁ শির-পর লই।
তুয়া পরিরম্ভণ অনুভবি তৈখন পহিরলি হৃদয়ে বুলাই ॥
উয়ল মনোজ ভরমে অভিসারই বাঢ়ল অধিক তিয়াস;
চলইতে খলই কৈছে পুন আয়ব কহ ঘনশ্যাম দাস ॥

মিলন।

তুয়া মুখ-কমল দূর সঞে (৩) হেরইতে হরি-লোচন-
অলি জোর (৪)।
বিছুরল চপল চরিত সব তৈখনে মাতি রহল তহি ভোর ॥ (৫)
সুন্দরি মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ।
কথি লাগি চঞ্চল তুয়া লোচন-অলি কথি ছলা বান্ধই থেহ (৬) ॥

---

(১) শ্যামের গুণ গান কর; তাহা অপেক্ষা বিধাতার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি জগতে আর কিছুই নাই।

(২) রতিপতি-বৈরি=মহাদেব। মহাদেবের কণ্ঠে যাহা অনুক্ষণ ধ্বনিত হয়, তাহা কি অন্যরূপ হইতে পারে?

(৩) হইতে। (৪) কৃষ্ণের যুগ্ম-ভ্রমর তুল্য চক্ষু।

(৫) তাহার স্বভাব-চাঞ্চল্য বিস্মৃত হইল, তখনই বিভোর ভাবে মত্ত হইয়া রহিল। (৬) থেহ=স্থির। তোমার চঞ্চল ভ্রমরতুল্য চক্ষু কোন্ ছলে (উপায়ে) স্থির করিয়া রাখিয়াছ?

ক্ষণে নিজ চরণ-কমলে অবলম্বই ক্ষণে সচকিত চাহ।
ক্ষণে ক্ষণে কামুক বদন-সরোরুহ অলখিতে আওত যাহ॥
কিয়ে রস-মাধুরী পরিখন চাতুরী কিয়ে পিবহি নাহি জানে। (১)
কহ ঘনশ্যাম দাস সখী বুঝহ মনহি মনহি অনুমানে॥

মুকুট উতারি শিখী সোঙারল বেণী-বিরচিত-কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দূর ভালে রঞ্জই লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল তরি তনু কেশর পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল চুড়ি কনক কর কঞ্জে।
চরণ-কমল-পাশে যাবক রঞ্জন তা-পর মঞ্জীর গঞ্জে॥
কাঁচলী-মাঝে কদম্ব-কুসুম ভরি আরম্ভণ কুচ-আভা।
অরুণাম্বর বর-শাটী পহিরল বক্র-বিলোকন-শোভা॥ (২)

মান।

তুয়া বিনু কান আন নাহি জানত ফুল-শরে জরজর দেহ।
তুহুঁ বিনি মনে আন নাহি জানসি অপরূপ তোহারি সেনেহ (৩)॥
সুন্দরি দূর কর বচন বিভঙ্গ।
তোহারি বিরহ যবে সো গিরিধর ধরই না পারই অঙ্গ॥

---

(১) ক্ষণে ক্ষণে নিজ কমল-চরণ অবলম্বন পূর্ব্বক যায়, এবং ক্ষণে ক্ষণে সচকিতভাবে দৃষ্টি করে; ক্ষণে ক্ষণে কামুর মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে আইসে এবং যায়। ইহা সেই রস-মাধুরী নিরীক্ষণ করিবার জন্য কিংবা উহা পান করিবার জন্য, তাহা বোঝা যায় না। অলখিতে=লক্ষ্য (দৃষ্টি) করিবার জন্য।

(২) কৃষ্ণের স্ত্রী-বেশ ধারণের কথা লিখিত হইতেছে। মুকুট খুলিয়া শিখি-পুচ্ছ সংগোপন-পূর্ব্বক কেশে বেণী রচনা করিলেন। চন্দন ধুইয়া কপালে সিন্দূর পরিলেন, এবং চক্ষে অঞ্জন অঙ্কিত করিলেন। কুণ্ডল খুলিয়া কর্ণে কর্ণফুল পরিলেন এবং বেশর ও শতেশ্বরী-হার পরিয়া কনক চুড়িদ্বারা কর শোভিত করিলেন। পাদপদ্মে আলতা পরিয়া তদুপরি নূপুর পরিলেন। কদম্ব-পুষ্প দ্বারা বক্ষ নির্ম্মাণ করিলেন এবং রক্তবর্ণ শাড়ী পরিয়া কুটিল কটাক্ষে চাহিতে লাগিলেন।

(৩) স্নেহ।

কি কহব তোহে অতি তোঁহারি চরণে নতি কহইতে
কহন না ফুর (১)।
এতহিঁ পরাভব শুনইতে তছু যব অবহুঁ না বাওরি দূর ॥ (২)
হেরইতে ভীত মঝু চিতহি কঠিন হৃদয় হেন মানি।
কহ ঘনশ্যাম দাস তুয়া পাশহি অতএমে ঐছন বাণী ॥

ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জ্যোতিঃ নিবসই বিপিনে একান্ত।
পিক-কুল বোলে সমাধি সমাপই চমকি নেহারই পন্থ ॥ (৩)
মানিনি ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিথ বিমুখে যছু জীবন-সংশয় কি ফল তা সঞে মান ॥ (৪)
*
যাক শয়ন পুন শিরীষ কুসুম জিনি অতি সুখময় পরিযঙ্ক (৫)।
*　　*　　*　　*　　* ॥ (৬)
পেখনু (৭) সো পুন তোহারি পরশ বিনু পানী-বিহীন জল-মীন।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহিঁ জানিহ ঐছন প্রেম কঠিন ॥

যুবতি নিকরুণ হোই করু বাস।
অনুখন নব নব যছু অভিলাষ ॥
ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি ॥
তবহুঁ প্রাতে নিজ পৌরুষ ছোড়ি।
তোঁহারি সমীপে করহিঁ কর জোড়ি ॥
আয়ল যব নব নাগর কান।
তৈখনে ভেল তোঁহে দারুণ মান ॥

---

(১) বাক্য-স্ফুরণ হয় না।

(২) তাহার এইরূপ পরাভব (অবনতি) শুনিয়াও যখন তোমার বাউরি (উন্মত্ততা=মান) দূর হইল না।

(৩) কোকিলের রবে তাহার সমাধি (তোমার রূপ-ধ্যান) ভঙ্গ হয়, এবং চমকিয়া পথ নিরীক্ষণ করে।

(৪) সঞে=সঙ্গে। এক নিমেষ-কাল বিমুখ হইলে যাহার জীবন-সংশয় হয়, তাহার সঙ্গে মান কেন? (৫) পর্য্যঙ্ক।

(৬) এই খানে একটি ছত্র পুথিতে নাই।

(৭) দেখিলাম।

অনুনয়-বচন না শুনবি জানি।
চরণে পসারল সো নিজ পাণি॥
লোচন-লোরে কছু নাহি হেরি।
বৈঠলি তুহুঁ পুন আনন ফেরি॥ (১)
অবনত-মুখ যব চলু নিজ-বাস।
কি করব অব ঘনশ্যাম দাস॥

এ সখি যত হি বিনতি পহুঁ কেল (২)।
সো সব অবতহিঁ আহুতি ভেল॥
পরিহরি সো গুণ রতন-নিধান।
যতন'হি যো হাম রাখলু মান॥
সো অব কান অনল সম হোই।
দগধয়ে নীরস দারু-হিয়া মোই॥ (৩)
মুখরিত পিককুল যাজক তায়। (৪)
তহি মলয়ানিল রচই সহায়॥
জানলো দৈব বিমুখ যাহে হোয়।
তাকর (৫) তাপ না মেটয়ে কোয়॥
ভরমহু মঝু মনে নাহি এত ভাণ।
রোখি (৬) চলব কিয়ে নাগর কান॥
শুনইতে রাইক ঐছন ভাষ।
জরজর ভেল ঘনশ্যাম দাস॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

আজু হাম যাইতে যমুনা একান্ত।
একলি নেহারি আগোরল পন্থ॥
চৌদিকে সচকিত পুন পুন হেরি।
ঈষৎ হাসি পুছত বেরি বেরি (৭)॥

---

(১) চক্ষু-জলে তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না, তুমি মুখ ফিরাইয়া বসিলে। (২) করিল।
(৩) সেই কানু এখন অগ্নির মত হইয়া আমার শুষ্ক-চিত্ত দগ্ধ করিতেছে।
(৪) মুখর কোকিলগণ হোম-ক্রিয়ার পুরোহিত-স্বরূপ হইয়াছে।
(৫) তাহার। (৬) রোখি=রাগ করিয়া।
(৭) বেরি বেরি=বারংবার।

কর পরশিতে মঝু করু অনুবন্ধ।
শপতি (১) করায়ল রতি নিরবন্ধ॥ (২)
কুল অবলা হাম সো যুবরাজ।
নিরজনে তা সঞে হট নাহি কায॥ (৩)
পেখলু হাম যো সঙ্কট ভেল।
লোচন-ইঙ্গিতে অনুমতি দেল॥ (৪)
এ সখি অব কিয়ে করিয়ে বিধান।
আজু পুন মন্দিরে আওব কান॥
কহ ঘনশ্যাম দাস মুখ গোই (৫)।
সতী-অনুমতি কভু অসতী না হোই॥

কুসুম-শয়ন সাজি পুন নিন্দই পুন সাজই কত বেরি।
আভরণ তেজি তবহুঁ পুন পহিরহি নিজ তনু পুন পুন হেরি॥
মাধব আজু পুলকী তুহুঁ কেল।
সো ধৈরয রতি তোহারি সমাগতি লাগিউ মতি ভেল॥
পুন পুন কহই যতন করি রচয়ি মৃগমদ সঞে ঘনসার (৬)।
অগুরু বলিত ললিত অনুলেপন তোহারি বিমল উপচার॥
উজর দীপ (৭) উজারই পুন পুন কহত ভরমময় (৮) ভায।
হৃদয় উল্লাস হাস দরশায়ই কহ ঘনশ্যাম দাস॥

আজুক মিলন-সময় নিরবন্ধ।
সোই কয়ল করি কত পরবন্ধ॥
করে কর পরশিয়া পুন শিরে রাখি।
শপথি করায়ল মনমথ সাখি॥ (৯)

---

(১) শপথ।
(২) তাহার সহিত আমার প্রীতির বিষয় শপথ করাইল।
(৩) নির্জ্জনে তাহার সঙ্গে কলহ করা উচিত নহে।
(৪) সুতরাং আমি চক্ষের ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে অনুমতি দিলাম।
(৫) লুকাইয়া। (৬) সঞে = সঙ্গে। ঘনসার = চন্দন।
(৭) উজর = উজ্জ্বল। দীপকে বার বার উজ্জ্বল করিয়া।
(৮) ভরম = সম্ভ্রম। (৯) আমার হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত স্পর্শ করাইয়া এবং আমার হস্ত পুনরায় তাহার মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক মন্মথকে সাক্ষী করিয়া শপথ করাইল।

বিছুরল মোহে তবহুঁ যব কান।
জানলো বিঘটন বিহিক বিধান॥
উয়ল চাঁদ না অয়ল নাহ। (১)
কামিনী কৈছে সহই ইহ দাহ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস না হও নিরাশ।
কানু ঝটিতি মিলায়ব পাশ।

বিরহ।

কুসুম-শেষ ভেল শর-পরিযঙ্ক (২)।
বজর-বিঘাতন মধুকর-ঝঙ্ক॥ (৩)
গাথল পদুমিনী (৪) ভেল ভুজঙ্গ।
গরল উগারল মলয়জ পঙ্ক॥ (৫)
হরি হরি কোহি নহত অনুকূল।
পায়লু হরি সঞে প্রেম কি মূল॥
কি করব কাহে কহব পুন এহ।
আয়ব কাঁহা না পায়ব থেহ॥
দোষর দৈব বুঝিয়ে অনুমান।
*　*　*　*　॥
কৈছলে জীউ রহত ইহ দেহ।
নাশক ভেল মঝু বাসক গেহ॥
হরি রহুঁ কোন কলাবতী-পাশ।
আয়ত কহ ঘনশ্যাম দাস॥

একে বিরহানল সহজে দুরন্ত।
দোসর ভেল তাহে সময় বসন্ত॥
এ হরি কহিলুম তুয়া পাশ লাগি।
সো অব জীবই রবহুঁ পুন ভাগী॥

(১) চাঁদ উদিত হইল, (কিন্তু) নাথ আসিল না।
(২) শর-শয্যা।
(৩) মধুকরের ঝঙ্কার বজ্রপাত-তুল্য হইল।
(৪) গাথল = গ্রন্থিত। পদুমিনী = পদ্মিনী। পদ্মমালা।
(৫) "সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥"—জয়দেব॥

কিয়ে ঘর বাহির নাহি সম্বিত (১)।
যত উপচারত তহিঁ বিপরীত॥
হিমকর হেরি হুতাশন ভান।
ঘরে পৈঠহিঁ ভয়ে মুদি নয়ান॥
কোকিল-কলরবে কুলিশ গেয়ান।
হরি হরি বোলি ততহিঁ মূরছান॥
গরল গরল কিয়ে মলয়জ ভাস।
কি করব কহ ঘনশ্যাম দাস॥

হিয়ে বিরহানল জ্বলত নিরন্তর লখয়ি না পারয়ে কোই।
যনু বাড়বানল জলনিধি-অন্তর বাহিরে বেকত নাহি হোই॥
সুন্দরি কো কহুঁ কানু স্বতন্ত্র। (২)
তুয়া গুণ নাম সতত অবলম্বন যৈছে যৈছে গুপত জপ-মন্ত্র॥

তোহারি সম্বাদ শুনল যব মো সঞে ধৈরয ভেল উদাস।
দীর্ঘ নিশ্বাস নয়ন জল ছলছল গদগদ রোধল ভাষ॥
নখর-শিখরে (৩) লেখি বুঝায়ল কহয়িতে নাহি যছু ঠাম। (৪)
মরমক বেদন মরমে সমাপয়ি সো ঘনশ্যামর নাম॥

ডাকে ডাহুক ঝমক ঝমকল ঝারি ঝলকত ঝারিয়া।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডূকীবর ময়ূর নাচত সাজিয়া॥
রে ঘন ঘন ঘন গহন দূরগহ গগনে ঘন ঘন গর্জ্জিয়া।
আওয়ে রতিপতি মত্ত গজ-পর বিরহিণীগণ তর্জ্জিয়া॥
হানে তনু মন পলক পলকন ঝলকে যামিনী কাঁতিয়া।
খুরধার-খরণ উঘারি ঝাকত বীররস-ভরে মাতিয়া॥
অরবিন্দ নাহি পর জীউ সংহর অসম সরবর খণ্ডিয়া।
নন্দ-নন্দন-চরণে ভণ ঘনশ্যাম দাস নমস্তিয়া॥

(১) সম্বিত = সম্বিত = জ্ঞান।

(২) সুন্দরি, কে বলে যে কানু (স্বতন্ত্র) স্বাধীন, (সে নিতান্ত তোমারই অধীন।)

(৩) অগ্রভাগে।

(৪) কথা কহিবার শক্তি নাই, তাই নখাগ্রে লিখিয়া দেখাইল।

বিরহ-বারমাসী।

দেখ পাপি আঘন মাস। — অগ্রহায়ণ।
যন্থু নাহ-বিরহ-হুতাশ॥
দরশাই সুখ বিহি নেল। (১)
হিয়ে কৈছে সহইহ শেল॥
ভেলয় প্রাণ-প্রিয় পরদেশিয়া। (২)
যন্থু ছুটল বিষ-শর ফুটল অন্তর রহল তঁহি পরবেশিয়া॥

অব পৌষ ভেল পারবেশ। — পৌষ।
মঝু নাহ রহ পরদেশ॥
গণি সোয়ি কামিনী ভাগী (৩)।
রহু প্রিয়ক হিয় হিয় লাগি॥
শয়নহিঁ বয়নে নয়নহিঁ ঝাপিয়া। (৪)
হামসে পাপিনী পৌষ-যামিনী রহু থরহরি কাঁপিয়া॥

দিন রজনী গণি গণি শেষ। — মাঘ।
অব মাঘ ভেল পরবেশ॥
অব কতহুঁ হেরব পন্থ। (৫)
নাহি যাত জীবন দুরন্ত॥
নাহি যাত জীবন দুরন্ত কান্ত সন্তত চিন্তিয়া।
পরম জরজর নয়ন ঝরঝর তিলেক নাহি বিছুরন্তিয়া (৬)॥

দেখ ভেল ফালগুন মাসা। — ফাল্গুন।
নাহি গেল তবহুঁ দুরাশা॥
হত চিত আল না ফুর।
দিন রাতি তছু গুণ ঝুর॥
দিন রাতি তছু গুণ ঝুর দূর সো উর পরয়ব নায়িয়ে।
তবহিঁ হতচিত হোত সচকিত হেরি পুন নাহি পাইয়ে॥

---

(১) বিধাতা সুখের মুখ দেখাইয়া তাহা ফিরিয়া লইল।
(২) প্রাণ-প্রিয় 'পরদেশিয়া' (প্রবাসী) হইল।
(৩) ভাগ্যবতী কোন কামিনী।
(৪) শয্যায় মুখ এবং চক্ষু ঢাকিয়া।
(৫) কত আর পথ-পানে তাকাইয়া থাকিব!
(৬) বিস্মরণ হয় না।

চৈত্র।

দেখ শিশির-নিশি বহি গেল।
মঝু পিয়াক দরশন না ভেল॥
মধুমাস পহিলহি সাজ।
হত (১) মদন সঞে ঋতুরাজ॥
হত মদন সঞে ঋতুরাজ আওত ভঙর (২) গায়ত মাতিয়া।
কুহলে (৩) কোকিল কুহু কুহুহু ফাটি যাওত ছাতিয়া (৪)॥

বৈশাখ।

অব মাস ভেল বৈশাখ।
তরু কুসুমে ভরু নতশাখ॥
বহ মলয়-মারুত মন্দ।
ঝরু মাধবী মকরন্দ॥
ঝরু মাধবী মকরন্দ সো মত্ত মধুকর ঝঙ্কহিঁ।
টঙ্কারি কার্ম্মুক সাজি মনসিজ বিন্ধে মরম নিশঙ্কহিঁ॥

✓জ্যেষ্ঠ।

ইহ জৈঠ পৈঠল আগি (৫)।
দহ দহত তনু-বন লাগি॥ (৬)
রহ বেঢ়ি আগল পাশ।
নাহি জীউ-হরিণ-নিকাশ॥ (৭)
নাহি জীউ-হরিণ-নিকাশ শ্বাস না নিকশে ফাঁফর ধূমহিঁ।
হৃদয়-হ্রদরস শেষ শোষিত লুঠত সুতপত ভূমহিঁ॥ (৮)

আষাঢ়।

অব মাস ভেল আষাঢ়।
হিয়ে দাহ দুহ-গুণ বাঢ়॥
যাহাঁ দৈব দারুণ লাগি।
তাহাঁ চাঁদ বরিখয়ে আগি॥

---

(১) পাপিষ্ঠ। (২) ভ্রমর।
(৩) রব করে। (৪) বক্ষ।
(৫) অগ্নি।
(৬) তনুরূপ বনে লাগিয়া দহন করে।
(৭) তনু-বনে অগ্নি লাগিল, এবং চতুর্দ্দিক বেড়িয়া রহিল; জীবন-হরিণ নির্গমনের পথ পাইল না।
(৮) হৃদয়-হ্রদের শেষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল, হরিণ সুতপ্ত ভূমিতে লুটাইতে লাগিল।

তাহাঁ চাঁদ বরিখয়ে আগি লাগয়ে গরল মলয়জ পঙ্কহিঁ।
কমল কোমল সজল কিশলয় অনল দলসম শঙ্কহিঁ॥

দেখ ভেল শাওন মাস। শ্রাবণ।
অব নাহিঁ জীবন-আশ॥
ঘন গগনে গরজে গভীর।
হিয়ে হোয়ত যেঙ চৌচীর॥ (১)
হিয়ে হোয়ত যেঙ চৌচীর থির না বান্ধে মত্ত দাতুরী-রবে।
ঝলকে দামিনী খনে খনে যনু মদন শর বরখবে॥

দেখ ভেল ভাদর মাস। ভাদ্র।
ঘন বরিখে নাহি দিশ পাশ॥
কিয়ে কান বাহুক লাগি।
দিন রাতি পতি-ভয়ে ভাগী॥
দিন রাতি পতি-ভয়ে ভাগী রহ নহ দিবস রজনী বিভেদ রে।
ঐছে সময়ে না কানু মন্দিরে কৈছে সহ ইহ খেদরে॥

দশদিশ ভেল পরকাশ। আশ্বিন।
ভৈগেল আশিন মাস॥
হতচিত অবহুঁ না জান।
অব পুন কি হেরব কান॥
অব পুন কি হেরব কান নিরিখব নিয়ড়ে সো মুখ বান্ধরে।
অমিঞা মাখন মধুর ভাখন শুনব পুন মৃদু মন্দরে॥

দেখ সোই কার্ত্তিক মাস। কার্ত্তিক।
ভেল কুন্দ-কুসুম-বিকাশ॥
পুন সোই রজনী সুঠান।
ইহ সবহুঁ বিছুরব কান॥
ইহ সবহুঁ বিছুরব কান কান হি কোন পুন সোঙরাব রে।
প্রিয় নন্দ-নন্দন-চরণে যব ঘনশ্যাম দাস না আয়ব রে॥

---

(১) হৃদয় চৌচীর (চূর্ণ) হইয়া যায়।

মিলন।

যাবক রচয়িতে সচকিত লোচন পদ সঞে বদন সঞ্চার।
অধর-রাগ সঞে বুঝি অনুমানয়ে কেন অধিক উজিয়ার ॥ (১)
দেখ সখি কামুক রঙ্গ।
রাইক বেশ বনায়ত অভিমত নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ ॥

চরণ-বিভূষণ মণিগণে উয়ল শ্যাম-মূরতি পরতেক। (২)
হেরব লাখ নয়নে হেন মানিয়ে অতএ সে ভেল অনেক ॥ (৩)
কিয়ে প্রতিবিম্ব-দম্ভ সঞে নিজ তনু চরণ নিছনি পরকাশ। (৪)
সম্বর বৈরি (৫) বিজয় বেকত ভেল কহ ঘনশ্যাম দাস ॥

চন্দন-বিন্দু ইন্দু পরিশোভিত মৃগমদ-রচিত অগুর। (৬)
সিন্দূর সিঁথী বীথি যনু পায়ল ভানুক কিরণ উজোর ॥ (৭)
দেখ সখি অপরূপ গঠান।
সহজই ঝলমল ও মুখমণ্ডল আর তাহে পিয়াক বনান ॥ (৮)

আপন বৈদগধি কৈছে হোত সিধি মনহি অনুমানি। (৯)
রাইক সমুখে ধরল মুরলীধর মণিময় দরপণ আনি ॥

(১) সচকিত চক্ষে রাধার পদে আল্‌তা পরাইবার সময় পদনখে শ্রীকৃষ্ণের মুখ বিম্বিত হইল এবং অধরের রক্তিমাভা পদনখে পড়াতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইল।

(২) পরতেক = প্রত্যেক। চরণে যে সকল মণির অলঙ্কার পরাইল তাহার প্রত্যেকটিতে শ্যামের মূর্ত্তি উদিত হইল।

(৩) লক্ষ চক্ষে দেখিবার জন্যই যেন বহুসংখ্যক শ্যাম-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

(৪) শ্যাম-মূর্ত্তির প্রতিবিম্বের দম্ভে (গৌরবে) রাধিকা তাহার নিজ চরণ ও তনু নিছনি স্বরূপ করিল। (৫) কৃষ্ণ।

(৬) চন্দন-বিন্দু মৃগমদ ও অগুরু শোভিত ইন্দুর মত দেখাইল।

(৭) উজ্জ্বল সিন্দুর সিঁথীর পার্শ্বে যেন ভানুর উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

(৮) মুখ স্বভাবতঃ সুন্দর, তার উপর আবার প্রিয়ার রচিত বেশবিন্যাস।

(৯) আপনার হস্ত-বিরচিত বেশভূষা কিরূপ হইল, তাহা দেখাইবার জন্য।

করযুগে ঝাপি বয়ান ধনী লাজহিঁ হেরত আঙ্গুরী সাধি।
কহ ঘনশ্যাম দাস তছু মানস লোচন সঞে তহিঁ বাধি॥ (১)

শুন শুন আজুক রজনীক রঙ্গ।
তুয়া সখি অঙ্গভঙ্গি সঞে আয়ল সঙ্গহি পহিলে অনঙ্গ॥
মধুর আলাপন শুনইতে সো পুন নটন ঘটন করু মোয়ি।
শুনি নূপুর-ধ্বনি শর-বরিখন (২) মন বিছুরণ উনমত হোই॥
শর সঞে কুসুম-শরাসন ডারল (৩) কিঙ্কিণী-রব যব ভেল।
নিজ-বৈভব তব হরখি বরখি সব মদন মুগধ ভৈগেল॥ (৪)
হাম পুন কি করি কাহাঁ আছয়ে অনুভবি ওর (৫) না পাই।
কহ ঘনশ্যাম দাস জগ-মানুষ মোহন-মোহিনী রাই॥

ভাবসম্মিলনের পূর্ব্বাভাস।

আজু হাম স্বপনে সমুখে এক মুনিবর হেরি করল পরণাম।
সো মোহে কহল অচিরে তুয়া মঙ্গল পূরব মানস-কাম॥
সজনি এ পুলক হই সব কোই।
রজনী-শেষ সময় অরুণোদয় স্বপন বিফল নাহি হোই॥
আয়ব কান পুনহিঁ কিয়ে ব্রজ-মাহ ঐছে মনহি যব কেল।
তবহিঁ একজন ফুকরয়ে আয়ত উতরহিঁ ইঙ্গিত ভেল॥ (৬)
স্ফুরয়ে বাম নয়ন ভুজ ঘন ঘন হোয়ত মনহুঁ উল্লাস।
ঐছন সুলক্ষণ আনন হত পুন ভণ ঘনশ্যাম দাস॥

---

(১) লজ্জায় করযুগে চক্ষু আবৃত করিয়া রাধিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ খুঁটিতে লাগিলেন। ঘনশ্যাম দাস বলেন, যেন ইচ্ছা যে চক্ষের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকেও তিনি বাঁধিয়া রাখেন।

(২) বরিখন=বর্ষণ।

(৩) ডারল=ফেলিয়া দিল।

(৪) যখন কিঙ্কিণীর শব্দ হইতে লাগিল, তখন শরসহ ধনুখানি ফেলিয়া দিয়া নিজের সমস্ত বৈভব নিঃশেষ করিয়া মদন নিজেই মুগ্ধ হইল।

(৫) সীমা।

(৬) ব্রজে কৃষ্ণ আসিবেন এই কথা যখন মনে হইল, তখনই একজন হঠাৎ (অন্য কাহারও কথা, প্রসঙ্গে) বলিয়া উঠিল "আসিয়াছে (আয়ত),"—উহাই ইঙ্গিতে আমার উত্তর-স্বরূপ হইল।

অপরাপর প্রাচীন কবিগণের পদাবলী।

মুরারি গুপ্ত।

চৈতন্যপ্রভুর বিখ্যাত ও প্রবীণ সঙ্গী। ইনি চৈতন্য অপেক্ষা বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনি খৃঃ পঞ্চাদশ শতাব্দীর লোক।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন-পুতলী করি লয়্যাছি মোহন রূপ হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে না করিএ শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি কি করিব কূলের কুকুরে॥ (১)
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে বঁধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হৈলে তার যশ তিন লোকে গায়॥

সনাতন।

মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সঙ্গী,—রূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভিনব কুট্মল-গুচ্ছ সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কুন্তল-ভার।
প্রণয়িজনোচিত বন্ধনসহকৃত মিলিত যুগলরূপ সার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট বৃন্দাবন-তট বিহিত বসন্ত-বিহার॥

চটুল মনোহর ঘন কটাক্ষ-শর-রাধা-মদন-বিকার।
ভুবন-বিমোহন মঞ্জুল নর্ত্তন-গতি বিগলিত মণিহার॥
অধর-বিরাজিত মন্দতর স্মিত অবলোকই নিজ পরিবার।
নিজ বল্লভ জন সুহৃৎ সনাতন বিমোহিত চিত্ত উদার॥

---

(১) স্রোতের অকুল জলে দেহ ভাসাইয়াছি, কূলে কুকুর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে তাহা শুনিব কি? অপরদিকে,—প্রণয়ের স্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছি, সমাজ ও কুলের নিন্দকগণের গঞ্জনায় কি হইবে?

বাসুদেব ঘোষ।

বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ তিন সহোদর, ইহাঁরা মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী। গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যে সমস্ত পদকর্ত্তা কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাসু ঘোষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান দিনাজপুরের মহারাজা গোবিন্দ ঘোষের বংশধর। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয় জয় কলরব নদীয়া-নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ-অবতার।
আপনি করিল সব অসুর-সংহার॥
শচীর উদরে এবে গোরা-অবতার।
কলিযুগের জীব গোরা করিতে নিস্তার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গোরা-পদ-দ্বন্দ্ব সদা করিয়া ভরসা॥

গোষ্ঠ-লীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শামলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়-ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে মুকুন্দ।
গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥ (১)
দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥

---

(১) দান সিরজিল=দানের সৃষ্টি করিল। গোপীদিগের বিকিকিনি ব্যাপারে কৃষ্ণ "দান" আদায় করিয়া বেড়াইতেন। তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ "দানলীলার" সৃষ্টি।

দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ঘন ডাকে।
নদীয়া-নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥
কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষে গান ॥

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ-নয়নে ॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায় ॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥

হরি হরি গোরা কেন কান্দে।
নিজ-সহচরগণ পুছই কারণ হেরই গোরামুখ-চান্দে ॥
অরুণিত লোচন প্রেম-ভরে ভেল দুন ঝরঝর ঝরে প্রেম-বারি।
ঐছন শিথিল গাথল মতিফল খসয়ে উপরি উপরি ॥
সঙরি বৃন্দাবন নিশসই (১) পুন পুন আপন অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে মারি রাই রাই করি ধরণী পড়ল মূরছিয়া ॥
তহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করল কোর কহয়ে শ্রীবাস মুখ দিয়া।
পুন পুন অট্টহাসে জগজন-মন তোষে বাসু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥

নিশি-পরভাতে বসি আঙ্গিনাতে বিরস বদনখানি।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের হেন ব্যবহার এমতি কভু না জানি ॥
সই এমতি করিল কে ?
গোরা গুণ-নিধি বিধির অবধি তাহারে পাইল সে ॥ ধ্রু ॥

কস্তূরি চন্দন করি ঘরিষণ গাঁথিয়া ফুলের মালা।
বিচিত্র পালঙ্কে শেয বিছাইনু শুইবে শচীর বালা (২) ॥
হেদে গো সজনী সকল রজনী জাগিয়া পোহাল বসি।
তিলে তিনবার দণ্ডে শতবার মন্দিরে বাহিরে আসি ॥

---

(১) নিশ্বাস ফেলে। (২) বালক।

বাসু ঘোষ বলে গৌরাঙ্গ আইলে এখনি কহিব তারে।
হেথা না আয়ল রজনী বঞ্চল আছিল কাহার ঘরে॥

আজু কেন গৌরাঙ্গ-চাঁদের বিরস বদন।
রজনী জাগাইতে অরুণ-নয়ন॥
অলসে অবশ গোরা কিছুই না চায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে দেখিতে না পায়॥
আজু রজনী বঞ্চিলা কারু-সনে।
চাঁদ-মুখ শুকাইছে কিসের কারণে॥
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা কেন কান্দে।
না জানি ঠেকেছে গোরা কার প্রেম-ফান্দে॥

ধিক্ যাউ এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন্ খানে॥
গোরা বিনে প্রাণ মোর আকুল বিকল।
নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল॥
না হেরব চাঁদ-মুখ না শুনিব বাণী।
হেন মন করে গোরা বিনু পশিমু ধরণী॥
গেল সুখ-সম্পদ যত পহু কৈল।
শেল-সম সে মোর হৃদি রহি গেল॥
গোরা বিনে নিশি দিশি আন নাহি মনে।
নিরবধি চিন্ত মুই নিধনিয়ার (১) ধনে॥
রাতুল চরণ-তল অতিশয় শোভা।
যাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥
ডাহিনে (২) আছিলা বিধি এবে ভেল বাম।
কহে বাসুদেব ঘোষ স্মরি গুণগ্রাম॥

হরি হরি কি না হইল নদীয়া-নগরে।
কেশব ভারতী আসি কুলিশ পাড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে॥ ধ্রু॥
প্রিয় সহচরীগণে যে সাধ করিল মনে সে সব স্বপন-সম ভেল।
গিরি পুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি আঁচলের রতন কাড়ি নিল॥
নবীন বয়স বেশ কিবা সে চাঁচর-কেশ মুখে হাসি আছয়ে মিশাইয়া।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

---

(১) নির্ধনের। (২) প্রসন্ন।

সুরধুনী-তীরে কুঞ্জে বিকশিত নীপপুঞ্জে প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া ॥

সকল মহান্ত মিলি সকালে সিনান করি আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিরহে রহিয়াছে পড়ি শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥
শুন শুন আরে নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র শিখাইল কোন্ তন্ত্র কিবা হইল কিছুই না জানি ॥ ধ্রু ॥
কিবা করি লয়ে গেল ছাড়িয়া।
কিবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাইয়া গেল রহিব কাহার মুখ চাহিয়া ॥
কহে বাসুদেব ভাষা শচীর এমন দশা মরা যেন রহিয়াছে পড়িয়া ॥

গোবিন্দ ঘোষ।

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-ত্যাগের ইচ্ছা-প্রকাশ।

প্রাণের মুকুন্দ হে কি আজ শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায় গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥
ইহা ত না জানি মোরা সকালে মিলিনু গোরা অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ন ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে মলিন হয়্যাছে মুখ-শশী ॥
দেখিয়া তখনি প্রাণ সদা করে আনচান সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিৎ হৈল তবে মুঞি নিবেদিল শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥
আমি ত বিবশ হৈয়া তারে কিছু না কহিয়া ধাইয়া আইনু তুআ পাশ।
এই ত কহিনু আমি যে কহিতে পার তুমি মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষ কয় ইহা যেন নাহি হয় তবে মুঞি যাইব মরিয়া ॥

নরহরি।

নরহরি দাস শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশোদ্ভব এবং চৈতন্যপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ ছিলেন। ইঁহার বংশীয়েরা এখনও শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-গোস্বামী নামে পরিচিত। গোবিন্দ কর্ম্মকারের কড়চায় লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে একদা অজ্ঞানাবস্থায় নরহরিকে স্মরণ করিয়াছিলেন। যথা, "কখন বলেন কোথা প্রাণ-নরহরি। হরিনাম শুনে তোমা আলিঙ্গন করি ॥"

পরাণ-নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে ॥

সুচাঁদ-বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো অমনি আইল শচী ধাঞা।
কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো তা দেখি বিদরে মোর হিয়া॥
কত যতন করি তবু প্রবোধ না মানে গো হাসয় তাহার গলা ধরিয়া॥
সবাই হরষ হইয়া হরি হরি বলে গো নিতাই নাম্বিয়া কোলে হইতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সবাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি-পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেপামো করিতে ভাল জানে॥

ঘুমক-ঘোরে ভোর শচীনন্দন কো সমঝব তছু প্রেম-বিলাস।
পূরব নিকুঞ্জ-শয়নে যনু নিমগন বোলত তৈছে মধুর মৃদু হাস॥
জাগ জাগ রমণী-শিরোমণি সুন্দরী কতহি ঘুমায়সি রজনীক শেষ।
তব বচনামৃত-সৃঙ্গীত-পান বিনু চঞ্চল শ্রবণ-রহিত সুখ-লেশ॥
মুদিত ত্যজি তরল-নয়ন অঞ্চলে ললিত-ভঙ্গী করি কর মন-মান।
মন বন বঙ্ক নিশঙ্ক কহই তোহে হাসি রতন মোহে দেহ দান॥
মঝু অভিলাষ সমুঝি উঠি বৈঠহ নিজ-করে বেশ বিরচব তোহারি।
ইহ বিধি কহত নরহরি-পহু বহুরি নিদ্‌গত কখন বিসারি॥ (১)

রামানন্দ।

ইঁহার নিবাস কুলীন গ্রাম। মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী।

আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী-মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া সহচর মিলিয়া খেলায়॥
প্রিয় গদাধর-সঙ্গে পূরব রভস-রঙ্গে নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল দুকূলে নদীয়া-লোক দেখে।
ভুবন-মোহন নায়িয়া দেখিয়া বিবশ হইয়া যুবতী ভুলল লাখে লাখে॥
জগজন-চিত-চোর গৌরসুন্দর মোর যা করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ-কন্দে বঞ্চি রহিনু মুই এক॥

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর॥

---

(১) নরহরির প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ) এই প্রকার কহিতেছেন। বধূর নিদ্রা কখন দূর হইবে?

যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লইয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন ॥
তোমার পীত বাস শ্যাম আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া এলায়্যা কবরী ॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয়সখা কৈও সুধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পীরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন রাই তোমার বসতি ॥

বৃন্দাবন দাস।

সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-ভাগবতকার। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মুরলী-শিক্ষা।

বহুদিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন-মুরলী ॥
তুমি লহ মোর নীল সাড়ী।
তব পীত ধড়া দেহ পরি ॥
তুমি লহ মোর গজমতি।
মোরে দেহ তোমার মালতী ॥
ঝাপা-খোপা লহ খসাইয়া।
মোর দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া ॥
তুমি লহ সিন্দূর কপালে।
তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥
তুমি লহ কঙ্কণ কেয়ূরী।
তোর তাড় বালা দেহ পরি ॥
তুমি লহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমারি ভূষণ ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন ॥

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
এইবার নদিয়ায় আইলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা দোষ করিয়াছি কত।
এইবার নাগালি পাইলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইলে শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবেন আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত্ত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিত-পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল পরকাশ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

রঘুনাথ দাস।

ইনি সপ্তগ্রামের অধিপতি প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আর এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সখা দুই চারি জন মোর আছে।
কহি শুন তার কথা পাছে হেট কর মাথা ননী চুরি কর যার কাছে॥
যত সব গোপ-নারী লইঞা দধির পসারি মথুরার দিকে যায় তারা।
পথ আগোরিয়া রও দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও একি তোমার অনুচিত ধারা॥
নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী কুলবধূ কর দাসী কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া॥
খাওয়াও পরের খন্দ (১) এখনি করিব বন্দ লইয়া যাব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথে কয় শুনিতে লাগএ ভয় চমকিত হইল যদুবীরে॥

বংশীবদন।

ইহার বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাই সাজে বাঁশী বাজে না বাঁধিল চুল।
কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচড়ে (২) রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥

(১) শস্য
(২) চিরুনী দিয়া চুল না আঁচড়াইয়া আয়না দিয়া আঁচড়াইল।

করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড় (১)।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা (২)॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥ (৩)
বংশীবদনে কহে যাই বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি॥

না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুমূলে।
আসিতে পাইয়াছ ব্যথা চরণ-কমলে॥
মণি-মুকুতার দাম অঙ্গে ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁচর কেশের বেণী তুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে (৪) বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
নীল ওড়ণীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করিকুম্ভ-দম্ভ জিনি কুচ-কুম্ভ-গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণের লোভে॥
সিন্দুরের বিন্দু বাল-ভানুর উদয়।
রবিশশী বলি (৫) মুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনী জিনিয়া রাই-মুখ শোভা করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে॥
তড়িত-জড়িত পীত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ (৬) পাছে জানি পড়ে
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥ (৭)

(১) তাড় = বাহুর আভরণ-বিশেষ। (২) বঙ্করাজ-পাতা = বাঁক-মল বা বাঁক-খাড়ু। (৩) বেণী পৃষ্ঠের দিকে না বাঁধিয়া বিপরীত দিকে বাঁধিল। (৪) ভ্রমে। (৫) মুখ চন্দ্রের ন্যায় ও সিন্দুর-বিন্দু সূর্য্যের ন্যায়, সুতরাং চন্দ্রসূর্য্য-ভ্রম করিয়া। (৬) ইন্দ্রের বাণ = বিদ্যুৎ। (৭) এই পদটি কোন কোন পুঁথিতে শিবরামের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়।

হেদে লো বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব-তলে বৈসহ আমার বোলে সকলি (১) কিনিয়া নিব আমি॥
এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ শ্রম-ভরে আউল্যাল কবরী॥
অমূল্যরতন সাথে গোঙারের (২) ভয় পথে লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী (৩) তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥

মোহন বিজন-বনে দূরে গেল সখীগণে একলা রহিলা ধনী রাই।
দুটী আখি ছলছলে চরণ-কমল-তলে কানু আসি পড়ল লোটাই॥
বিনোদিনি জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিল বিধি আজুক সুখের নাহি ওর॥
রবির কিরণ পাইছে চাঁদ-মুখ ঘামিয়াছে মুখর মঞ্জীর দুটী পায়।
হিয়ার উপরে রাখি (৪) জুড়াব তাপিত আখি চন্দনে চর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইএর করে ধরি মুছাইল পদ পীতবাসে।
নির্জ্জনে দোঁহার সনে মিলন নিকুঞ্জ-বনে মনে মনে হাসে বংশী দাসে॥

বড়ি মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা-পুলিন-বনে দেখিয়াছি রাখাল-সনে খেলা-রসে হৈয়াছিল ভোর॥
বংশীবটের তল ছায়া অতি সুশীতল তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ-মুখখানি ঘামিয়াছিল ভোকে আখি অরুণ-বরণ॥
পীত ধড়া-অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল ধূলায় ধূসর শ্যাম-কায়া।
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোক-ভয় আঁচর ঝাপিয়া করু ছায়া (৫)॥
কি করিব কোথায় যাব এ দুখ কাহারে কব না কহিলে মনের
ব্যথা রয়।

* * * * * * * * *

(১) তোমার সমস্ত পসার। তোমাকে অন্য কোন স্থানে কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, আমিই সমস্ত কিনিয়া লইব।

(২) দস্যুর।

(৩) দানী এবং মহাদানী এই দুই উপাধিবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীরা বাজার হইতে রাজার দান (tax) আদায় করিয়া বেড়াইত।

(৪) পদদ্বয় বক্ষে রাখিয়া।

(৫) অঞ্চল দিয়া ছায়া করিয়া রাখি।

অনন্ত দাস।

ইনি অদ্বৈতের শিষ্য, মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী।

গোষ্ঠ।

সখিগণ-সঙ্গে রঙ্গে ধেনু চরাওত কালিন্দী-তীরে।
সম্বর বেশ কেশ পরি চন্দ্রক গজবর-গমনে চলই ধীরে॥
দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল সবহু সখা-সঞে বহুবিধ খেল।
কর-চরণে মহী চরই ধবলী-সম কোই বৎস কোই বৃষ-সম ভেল॥ (১)
কোই কোকিল-সম গরজয়ে কুহু কুহু কোই ময়ূর-সম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে নিগমন সব জন দূর কানন-মাহা চলু সব পাল॥
যমুনা-তরঙ্গ-রঙ্গ হেরি কোই জল-মাহা পৈঠি করল জল-খেলা।
ঐছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক দাস অনন্তক চিত হরি নেলা॥

অভিসার।

হরি-অভিসারে চলল বর-সুন্দরী শীতল বৃন্দাবন-মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে চলই না পারই যৈছে চলয়ে হংস-রাজ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু কস্তূরী-তিলক তাহে সাজে।
পীঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়া (২) পাটের থোপা নাসায় মুকুতারাজ
রাজে॥
চৌদিগে রমণী শোভে ডম্ফ রবাব বাজে সবে চলে মদন-তরঙ্গে। (৩)
যে দিগে পয়ান করে মদন পালায় ডরে সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥
ধনি ধনি ধনি বনি (৪)-অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী সাজলি শ্যাম-বিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর মকরন্দ-পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত যাঁহা যাঁহা পদ-চিহ্ন শোভে॥ (৫)

(১) কেহ কেহ 'ধবলী' গাভীর ন্যায়, কেহ গোবৎসের ন্যায়, কেহ বা বৃষের ন্যায় হইয়া হস্ত ও পদ দ্বারা হাঁটিতে লাগিল।

(২) রঙ্গিয়া = বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট।

(৩) জয়দেবের "মুখরমধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরম্" পদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, এখানে অভিসারের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী। এখানে রাধা "ডম্ফ রবাব" বাজাইয়া অভিসারে যাইতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পদকর্ত্তার মনে চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের কথা ছিল; তাহাই রাধার অভিসার-উপলক্ষে লিখিয়াছেন।

(৪) বন।

(৫) শ্রীরাধার দেহের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সেই সৌরভে জ্ঞানহারা হইয়া তাহারা রাধিকার আল্‌তা-রঞ্জিত পদাঙ্ককে পদ্ম-ভ্রম করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছে।

কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী বিধির অবধি রূপ (১) সাজে।
কিঙ্কিণী-রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংস-রাজ জিনি গমন সুলাবণি অবলম্বন সখী-কান্ধে।
অনন্ত দাস ভণে মিললি নিকুঞ্জ-বনে পূরাইতে শ্যাম-মন-সাধে॥

হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে দিতে চাই যৌবন নিছনি।
যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর শুধুই সুধার তনুখানি॥
দাস অনন্ত বলে রূপ হেরি কে না ভুলে জগতে নাহিক হেন প্রাণী॥

যুগল-মিলন।

আজু নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুঁহার রূপের নাহিক উপমা সুখের নাহিক ওর॥
আজু হিরণ-কিরণ আধ বরণ আধ নীলমণি-জ্যোতি।
আধ গলে বনমালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি॥
আধই শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধই রতন-ছবি।
আধ কপালে চাঁদ-উদয় আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক-কমল করে ঝলমল ফণি উগারয়ে মণি॥
মন্দ পবন মলয়া শীতল তাহে শ্রীঅঙ্গের বাস।
রসের পাথারে না জানি সাঁতার ডুবিল অনন্ত দাস॥ (২)

লোচন দাস।

ইনি প্রসিদ্ধ "চৈতন্য-মঙ্গল"-প্রণেতা। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
(আমার) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।

---

(১) রূপের চূড়ান্ত সৃষ্টি।

(২) এই পদটি কোন কোন পুথিতে রায়শেখরের ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়; যথা—"মন্দ পবন মলয়া শীতল কুন্তল উড়িছে বায়। রসের পাথারে না জানি সাঁতার ডুবিল শেখররায়।

(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে (আমি) চাই বৃন্দাবন-পানে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন-পরিবাদ।
বাজন-নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচন দাসের এই সাধ॥ (১)

গৌরাঙ্গ-বারমাসী।

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ-চাঁদ পূর্ণিমা-দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ-গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী (২) পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত গুঞ্জরে মধুপে।
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কিরূপে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥

---

(১) এই পদটী লোচন দাসের। ইহা বঙ্কিম বাবু তাঁহার "কমলাকান্তের দপ্তরে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ উহা বঙ্কিম বাবুরই রচনা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, লোচন দাসের এই পদটী বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীব বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে আছে।

(২) পাখী।

বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব (১) কোন ছাঁদে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র॥
জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশি দিন।
ছট্‌ফট্‌ করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে নিদারুণ-হিয়া।
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥
শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতি কিছু কর অবধান॥
ভাদ্রে ভাস্বত তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা॥
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুখ তা কার প্রাণে সবে॥

---

(১) প্রাণ ধারণ করিব।

শরত-সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ রহুঁ মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥
পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে॥
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে মোরে লেহ নিজ-পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥

রাধার বারমাসী।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ তরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥
জ্যৈষ্ঠে রসাল-রস সবে পান করে।
বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে॥

আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥
শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা।
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জল-ধারা॥
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস।
সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হুতাশ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্ব্বরী॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত।
ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়ার শিরে বজ্রাঘাত॥
আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে।
অন্ন জল ছাড়ি মুঞি ভাসি এ অকূলে॥
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে।
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে॥
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী।
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী॥
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী ঢুলিবে কোন ছলে॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত-উদয়।
লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয়॥

রায় বসন্ত।

ইনি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত।

সখীর বচনে ধনী-হিয়া আনন্দিত পিয়া-মিলন-অভিলাষে।
নয়ন বয়ান পুন পরশ বিলোকন সহচরী পরম উল্লাসে॥
কেহ কঙ্কতি (১) করে কেশ বেশ করু কবরী মালতী-মালে।
পরিকরে দরপণ বদন বিলোকই বিমল করত সীঁথি ভালে॥
সুন্দর সিন্দুর তাহে বনায়ই অঞ্জন অঞ্জই নয়ানে।
মৃগমদ চন্দন তিলক নব কুসুম পত্রাবলী-নিরমাণে॥
কেহ তহিঁ সোপল রতন-সীঁথি-ফল সো ছবি উপমা কি আনে।
জনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল হেন মানে॥

(১) কঙ্কতি = কাঁকুই = চিরুণী।

নাসায়ে বেশর মোতিম মধুর ছবি মণিকুণ্ডল দোলে শ্রবণে।
মাধবিক কঙ্কণ বিবিধ ভূষণ নীল বসন পরিধানে ॥
উর-উপর মোতিম হার মনোহর কিঙ্কিণী সুমধুর কলনে (১)
মণিময় মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বাজত কলয়তি রাতুল-চরণে ॥
করিবর-ভাতি গমন অতি মন্থর কত লাবণি অভিসারে।
পদ-পল্লব ভুবন-পাবন ভেল ভূষিত রায় বসন্ত বলিহারে ॥

যতুনন্দন।

ইঁহার নিবাস মালিহাটি গ্রামে। ইনি বৈদ্য-বংশোদ্ভব।

জন্ম—খৃষ্টাব্দ ১৫৩৭।

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি তোর হইল বিআধে ॥
কেনে তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতি-তলে লেখি ॥
হেম-কান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিঞা পড়িল ॥
আখিযুগ অরুণ হইল।
মুখ-পদ্ম শুকাইয়া গেল ॥
কি লাগিয়া এমন হইলা।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥
এত শুনি কহে ধনী রাই।
এ যতুনন্দন মুখ চাই ॥

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে ॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিএ নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিমু দেহে ॥
উত্তর-কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয় ॥

(১) কলনে = রবে।

তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখহ বান্ধিয়া॥ (১)
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥

যব ধনী মূরছি পড়য়ে।
নাসায় শ্বাস নাহি বহয়ে॥
তব সব সখী একু ঠাম।
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম॥
শুনইতে চেতন পাই।
যতহুঁ বিলাপয়ে রাই॥
সো কি কহব তুআ পাশ।
সহচরী-জীবন নৈরাশ॥
অতএ চলহ বৃন্দাবন।
কহয়ে এ দাস যদুনন্দন॥

তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া দেয়ল তারক আগে।
সো রূপ হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে মানয়ে করম অভাগে॥
আকাশে নব জলধর হেরি সেই ধনী কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বরে অবশ হোই না পরই অরুণাম্বরে তনু ঝাপ॥ (২)
ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যদু-নন্দন শুন নন্দ-নন্দন মিলাহ সব জন ভাগী॥

সখি রাধা-নাম কে কহিলে।
শুনি মন কাণ জুড়াইলে॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥

---

(১) বিদ্যাপতির "না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে। মরিলে বাঁধিয়া রেখ তমালের ডালে॥" এবং কৃষ্ণকমলের, "দেহ দাহন ক'রো না দহন-দাহে। ভাসাইও না কেহ যমুনা-প্রবাহে। আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ। সব সখীগণ মিলি, বাহু দুটি ধরি, বাঁধিও তমাল-ডালে।" প্রভৃতি পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বৈষ্ণব-কবির পদেই রাধার মৃতদেহ তমালে বাঁধিয়া রাখিবার কথা উল্লিখিত আছে। এই পদটী উহাদের অন্যতম।

(২) নীলাম্বরে কৃষ্ণের রূপ মনে পড়াতে তাহা ত্যাগ করিয়া অরুণাম্বরে (রক্তবর্ণ শাটীতে) তনু ঝাপিতেছেন (আবৃত করিতেছেন)।

ঐ নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিতে নিতি মূরতি-বিকাশ।
অমিয়া-সায়রে যেমন বাস॥
আখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যত্নন্দন মন কাঁদ॥

যদুনাথ দাস।

ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র ও মহাপ্রভুর সামসময়িক।

হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল এই পথে।
নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে সাজাই করিব ভাল মতে॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলির চিনাগুলি বেকত হইবে বলি ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী॥
ক্ষীর ননী ছেনা চাঁচী উভ করি শিকাগাছি যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মথনদণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড নামতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয় কি ঘর-করণে বলি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হয়্যাছে বাপ পরাণে মারিব ননীচোরা॥
যশোদার মুখ হেরি রোহিণী দেখায় ঠারি যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
ঘর আঁধিয়ারে পশি বেকত হইল শশী ধাইয়া ধরিল নন্দরাণী॥
যদুনাথ কয় দঢ় এবার কানুরে এড় আর কভু না খাইবে ননী॥

কি বলিব আর বঁধু কি বলিব আর।
নয়নের লাজে নাহি ছাড়ে লোকাচার॥
গোকুলে গোআলা কুলে কেবা কি না বলে।
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
একে মরি মনোদুখে আর গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া সুধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠ-মাল॥
নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা নাম লয়্যা॥
তোমা দেখিবারে বঁধু আসি নানা ছলে।
লোক-ভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ দাস বলে দঢ়াইলে হয়॥

তোমার লাগিয়া বঁধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে পারি তোমার যে ঠাঞি॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণী॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়নের লোরে॥
গদগদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছুনি রাই তোমার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকাঞছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥

যাদবেন্দ্র।

দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি-ভিত॥
হেদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায়॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল-ভুবন-পতি যায় পলাইয়া॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে॥
রাণীর কোলে হৈতে গোপাল গেল পলাইয়া।
আকুল হৈলা রাণী গোপাল না দেখিয়া॥
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল॥
কার ঘরে আছে গোপাল বোলে ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া॥

শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে।
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাইয়া মায়ের ডরে

কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ-কিরণ দিছে চরণ তুলিতে॥
ব্যাঘ্র-নখ (১) মণিহার হিয়ার মাঝারে।
দোলে চরণে নূপুর কিবা রুণু ঝুনু বোলে॥
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেলা নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যায় দেখসিয়া
নয়ন ভরিয়া॥
বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট চলয়ে খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিয়াইনু পায় পাখানি
তুলিয়া নাচ দেখি॥

আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিয় মোহন বেণু ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে শ্রীদাম স্নদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ-ছাড়া না হইয় মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও পথ-পানে চাহি যাইও অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইহ কানু হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়া যেও ধীরে পথ চাইয়া কুসুম যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

শ্রীদাম দাস।

কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বান্ধি ধড়া পরি বসি রয়্যাছি॥
মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে॥
একদিন নবনী খাইয়াছিলাম লুকায়্যা॥
মরিতে ছিলেন মা আমায় না দেখিয়া॥

(১) এই যুগে ব্যাঘ্র-নখ ছেলেদের গলায় দোলান একটি প্রচলিত রীতি ছিল। যথা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শিশু কালকেতুর বর্ণনায়—
"বুক শোভে ব্যাঘ্র-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাথে।"

জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে।
অল্প ননীর তরে বান্ধ্যাছিল গাছে॥
যমল-অর্জ্জুন যখন চাপ্যাছিল গায়।
তখন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায়॥

শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগো নন্দরাণী নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী ধেনু বৎস চরাই কাননে॥
মোহন মুরলী-স্বরে নানা ছান্দে গান করে ভুবন ভুলাএ সেই রবে।
শুনিয়া মুরলী-রব দিব্য-মূর্ত্তি লোক সব আসি দরশন করে সভে॥
হংসের উপরে চড়ি চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি স্তব করে কানায়্যার চারি পার্শ্বে।
তার পরে এক রথে ঐরাবতে বজ্র হাতে দেখি মোরা পালাই তরাসে॥
ক্ষিপ্ত-প্রায় একজন বৃষ-পৃষ্ঠে আরোহণ দিয়া শিঙ্গা ডম্বুর নিশান।
শিরে জটা ত্রিলোচন ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ সদাই জপয়ে রাম-নাম॥
তার বামে এক নারী তুলনা দিবারে নারি রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণ-কান্তি শশিমুখী ভালে শোভে তিন আখি কোলে করি রহে গিরিধরে॥
কোলে লয়্যা গিরিধরে ননী খাওয়ায় দশ করে কতই ননী খায় তার করে।
বলে ওরে বাছা কানু আনন্দে চরাও ধেনু কাননে নাহিক ভয় তোরে॥
এ দাস শ্রীদামে কয় মা তুমি না কর ভয় কানু গেলে যত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায় বসিয়া মুরলী বায় মোরা সভে ধবলী (১) চরাই॥

পুরুষোত্তম।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যেখানে শুতিয়া ধনী রাই।
চন্দ্রাবলী তাহা যাই॥
রাইক হেরি অগেআন।
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান॥
কহয়ে ললিতা সঞে বাত।
পুনহি আওব ব্রজনাথ॥
অব যৈছে জীবয়ে রাই।
ঐছন রচহ উপাই॥
কো যদি কহে তছু ঠাম।
শুনইতে আওব শ্যাম॥

এত কহি কহই না পারি।
মুরছি পড়ল তনু ঢারি॥
ললিতা কাঁদয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
কোরে করি অঙ্গের ধূলা ঝাড়ে॥
বিশাখারে করয়ে গঞ্জনা।
পূরিল তোর মনের বাসনা॥
চিত্রপট দেখাইলে এনে।
সে সাধ পূরিল এত দিনে॥
ঐছন যত ব্রজনারী।
রোঅত কুন্তল ফাড়ি॥

---

(১) এখানে 'ধবলী' শব্দ গরুর সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোই জল দেয়ত রাই-বয়ানে।
কোই শ্যাম-নাম শুনায়ত কাণে॥
শুনি শুনি ঐছন নাম।
পানী ভরল দুনয়ান॥
খেনে উঠি বৈঠল তাই।
অনিমিখে সখী-মুখ চাই॥
পুরুষোত্তম অনুরোধে।
ভগবতী দেই পরবোধে॥

কবিরঞ্জন।

কেহ কেহ বলেন, এই কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি অভিন্ন ব্যক্তি। বিদ্যাপতির যে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল, তাহা নিশ্চিত।

কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।
এক জীউ বিহি সে গড়ল তিন দেহ॥
কহিলে যে কাহিনী পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনে দরশে পরশে নাহি জী।
মো বিনে পিয়া সে পানী নাহি পী॥
উর বিনু শেয পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনে তাম্বূল নাহি খাই॥ (১)
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মনোভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সঞে পরাণ।
আন সম্ভাষে না রহয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারী।
তোহারি পরশ-রসে লুবধ মুরারি॥

প্রেমদাস।

এই প্রেমদাস ও পুরুষোত্তম এক ব্যক্তি হইতে পারেন।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঞ্জে॥
বঁধু হে কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখ মুঞি সব আঁধিয়ারে॥
পাইয়াছি তোমারে বঁধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার॥

---

(১) আমার চর্ব্বিত পাণ ভিন্ন সে খায় না।

এক তিল তোমা বঁধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীন নারী॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া॥

জগন্নাথ দাস।

ইনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। ইঁহার "রসোজ্জ্বল" নামক গ্রন্থ এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেমী সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগিয়া দানী ওঝা হৈলাম তোমার কারণে। (১)
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে তুয়া লাগি করিনু দোকানে॥
রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু-সনে তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পীরিতি পায়্যা এ ভাঙ্গা তরণী লয়্যা তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥
না বোলো কুবোল ধনি রমণীর শিরোমণি তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায় জাতি-জীবন-ধন তুমি॥

রাধামোহন।

ইনি প্রসিদ্ধ "পদসমুদ্র"-সঙ্কলয়িতা। ইঁহার বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি কর ঘর পন্থ। (২)
খেনে খেনে ফুল-বনে চলই একান্ত॥
ছলছল নয়ন-কমলে সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥

---

(১) কৃষ্ণ যোগী, নাপিতানী, ওঝা ও দানী প্রভৃতির ছদ্মবেশ ধারণ-পূর্ব্বক রাধার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহা চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) গৃহ ও পথ উভয়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন।

পুলক মুকুল-বর (১) ভরু সব দেহ।
এ রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

নিজ সখী-বদন হেরি সুধামুখী বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে যদি উপেখল কাহে তাপয়সি গাত॥
মঝু লাগি যতন করলি দুখ পায়লি দৈবহি যদি নহ কায।
তুহুঁ কাহে বিরস-বদন ঘন রোয়সি কিয়ে পুন কয়লি অকায॥
এ সখি করহুঁ পর-উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃত তনু রাখবি হামার॥
কবহুঁ শ্যাম-তনু-পরিমল পাওব তবহুঁ মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই রহুঁ রাধামোহন দূর॥

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছনে সাহস হোয়॥
তাপর নারী গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম মরম জ্ঞানীকো করু পাপ॥
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে নব দুখ।
জাগর দূরে রহু স্বপন নহি রোখ॥
শুন সখি কানু-বচন-অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন না গেল ধন্ধ॥

নরসিংহ দাস।

মরি বাছা ছাড়রে বসন।
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন॥
মরি তোমার বালাই লইয়া আগে আগে চল ধাইয়া
ঘাঘঁর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলাইও ছিদাম-সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥
মুই রইনু তোমা লইয়া গৃহকর্ম্ম গেল বইয়া
মোরে হইবে কেমন উপায়।
কলসী লইয়া কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায়॥

(১) পুলকে রোমাঞ্চ হয়, তাহাই "পুলক মুকুল-বর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

মায়ের করুণা-ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিণী-কাকলী-ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রাণী বলে সোণার বাছা যায়॥
ভুবন মোহিয়া উরে অঙ্গুলের নখবরে
সোণায় বান্ধিয়া থোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাস গুণ গায়॥

দ্বিজ মাধব।

ইনি প্রসিদ্ধ "চণ্ডীকাব্য"-প্রণেতা। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৪১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিপিনে গমন দেখি হয়্যা সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লয়্যা প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দুখানি রাঙ্গা পায় বান্ধা রাখুন তায়
জানু রক্ষা করুণ দেবগণ।
কটি-তট সূর্য্যবর রক্ষ্যা করুণ যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলী রাখিবেন বনমালী
কণ্ঠ রাখুন দিনমণি।
পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব মস্তক রাখুন শিব
অধঃ অঙ্গ রাখুন চক্রপাণি॥
জল-স্থল গিরি-বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশদিক্ দশদিগ-পাল।
যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করুণ সর্ব্বত্র
নহে তুমি হইও তার কাল॥
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হাত ধরি
গো-মূত্রের ফোটা ভালে দিল।
এ দ্বিজ মাধবে কয় নন্দ-রাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল॥

দুখিনী।

সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দই "দুখিনী"-ভণিতায় পদ-রচনা করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দের জন্ম ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে।

চাঁদ-বদনী নাচ ত দেখি তাক্ তাক্ থোই থোই
তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ।
দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ থোই
দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি কি দৃমি
তাক্ তাক্ তাক্ তাক্ গিড়্ গিড়্ গিড়্ গিড়্
গিড়্ গিড়্ গিড়্ গিড়্ তন্তা দিমিতা তাতা থোই
তিনিকিটি ঝাঁ॥ ধ্রু

না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥ (১)
বিষম সঙ্কট-তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥
যেমন বলেন শ্যাম-নাগর তেমনি নাচে রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই॥
সবাই বলেন রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
দুখিনী কহিছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে॥

শ্যাম তোমারে নাচ্‌তে হবে দিগেদা ধেনা কাটা
থোর লাগজিগ ঝাঁ।
উড় তাড়া থোই ঝুনুর ঝুনুর ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু
ধোই ধোই ধোই গিড় গিড় গিড় গিড়
গিড় গিড় গিড় গিড় তিন্তা দিমিতা তাতা
থোরি কাটা ঝাঁ॥ ধ্রু॥

না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥

---

(১) এত দ্রুত নাচিবে যে নূপুরের শব্দ হইবে না।

ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ॥
তুঙ্গবিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী॥
উদ্ভট-তালে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালী॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে রাখিব দুখিনী শুনে হাসি॥

জ্ঞান হরিদাস।

আর কত বল সই আর কত বল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে কি।
কস্তূরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লিখি॥
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তবুত দারুণ লোকে কত কথা কয়॥

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত-মাথ॥
কিছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥

মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞান হরিদাস॥

দ্বিজ ভীম।

কিরূপ দেখিলুঁ মধুর মূরতি পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর॥
বড়ি বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন-চাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবনমোহন ফাঁদ॥
নব জলধর রসে ঢর ঢর বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন মণিমুকুতার মালা॥
যোড়া ভুরু যেন কামের কামান কেবা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি বিষম কুসুম-বাণ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীম কহে ওরূপ নাগর দেখিলে পরাণ রয়॥

নরোত্তম দাস।

সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে মোর অঙ্গের পবন পরশে অমিয়া-সায়রে ভাসে।
এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে যুগ শত হেন বাসে॥
সই সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্ধিনী-তনয় কি গুণে তারে উদাসীন কৈল॥

নবঘন শ্যাম ওহে প্রাণ-বঁধুয়া আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন-শশী অমিয়া মধুর হাসি তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতাম যদি তবে তোমায় দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমত ব্যথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয় তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে পরাণ কেমন করে কি কহিব কহনে না যায়॥
এবে সে বুঝিনু সখি পরাণ-সংশয় দেখি মনে মোর কিছু নাহি ভয়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাদ নরোত্তম জীবন যাপয়॥

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুয়্যা জুড়াব পরাণী॥
মুখের মুছাব ঘাম খাআব পাণ গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনায়্যা বান্ধব চূড়া কুন্তল-ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পীরিতির ফাঁদ॥

দ্বিজ হরিদাস।

আইস আইস সুবদনী রসময়ী রাধা।
দরশনে দূরে গেও মনসিজ বাধা॥
তুহু মোর সরবস নয়নের তারা।
তো বিনে সকল দিগ লাগে আন্ধিয়ারা॥

করে ধরি রাই লইয়া বসাইল বামে।
পীত বাসে মোছই রাই-মুখ-ঘামে ॥
পন্থা-দুখ পুছত বর-কান। (১)
আনন্দে গমন দুহুঁ কিছু নাহি জান ॥
অপরূপ রাধা-কানুক বিলাস।
দূর হি নেহারত দ্বিজ হরিদাস ॥

ভূপতি সিংহ।

বর নাগর সাজই নাগরী-বেশা।
মুকুট উতারি সাঁতি সোঙারল বেণী-বিরচিত-কেশা ॥
চন্দন ধোই সিন্দূর ভালে রঞ্জই লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল ভরি তনু কেশর পঙ্কা ॥
বেশর-খচিত শতেশ্বরী পহিরল চুরি কনক করকঞ্জে।
চরণ-কমল-পাশে যাবক রঞ্জন তাপর মঞ্জীর গঞ্জে ॥
কাঁচলি মাঝে কদম্ব-কুসুম ভরি আরম্ভণ বক্ষ-আভা।
অরুণাম্বর বর-শাটী পহিরল বক্র-বিলোকন-শোভা ॥
ধরি পরিবাদিনী শ্যাম-সুমিলনে শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন স্ত্রিয়া গতি লচ্ছন ভানে ॥ (২)
ঐছন চরিতে মিলল যাঁহা সুন্দরী দূরহি একলি ঠারি।
করে ধরি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত কো ইহ লেখই ন পারি ॥

রাইক নিকটে বজাওত সুন্দরী শুনইতে ভই গেল সাধা।
এ নবযৌবনী নবীন বিদেশিনী আও ফুকারই রাধা ॥
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওল উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল কত কত হরষিত ভেল ॥
তহি বজাওত বীণা সুমাধুরী রিঝি (৩) দেয়ল মণিমাল।
ঐসে বজাওত হামারি যন্ত্রিয়া মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর অপ্সরী কিয়ে নাগ-কুমারী তুহু স্বরূপ কহবি তুহু মোয়।
আজুক দিবস সফল করি মানলো দুর্লভ দরশন তোয় ॥

---

(১) বর-কান=বর-কানু (কৃষ্ণ), নাগর-শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ পথের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

(২) স্ত্রীলোকের গতি অনুকরণ করিয়া প্রথম বাম পদ বিক্ষেপ করিয়া চলিল।

(৩) রিঝি=হৃদয়ে।

নাম গাম কহ কুল অবলম্বন ব্রজে আগমন কিয়ে কাযা।
সুখময়ী নাম মথুরাপুর যদুকুল গুণিজনে পীড়ই রাজা॥
ধনী কহে তুয়া গুণে রিঝি প্রসন্ন ভেল মাগহ মানস যোয়।
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি মান-রতন দেহ মোয়॥
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল কত কৌতুক ভূপতি কে করু ওর॥

গদগদ নাগর যুড়ি দুই পাণি।
কহইতে বদনে না নিকশয়ে বাণী॥
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আঁধার॥

বদন-কুঞ্জর পর বৈঠল মোহ বৃন্দাসখী-মুখ চাই।
যোড়ি যুগল-কর মিনতি করত কত তুরিতে মিলায়বি রাই॥
হাম পর রোখি বিমুখতৈ সুন্দরী যবহুঁ চলিল গেহা।
মদন-হুতাশনে মঝু মন জারল জীবনে না বান্ধই দেহা॥
তুহুঁ অতি চতুরী-শিরোমণি নাগরী তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত কৈছে মিলায়বি আনি॥
চন্দন চাঁদ পবন ভেল রিপুসম বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত ঝঙ্কারে দেয়ত মঝু মনে মনমথ শেল॥
ছলছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনী হামে না হেরব সিংহ ভূপতি রস গায়॥

শুন শুন গুণবতী রাই।
তোবিনু আকুল কহ্নাই॥
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপরে নখ লেখি॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহু সে নিদান॥
তুয় মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয় অবধি ন পাই॥

যো জগজীবন জান।
তকর জ্বলত পরাণ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুষ-বধ হোয়॥

বীরহাম্বীরের পদ।

বীরহাম্বীর বনবিষ্ণুপুরের রাজা; শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি কোন কোন স্থলে চৈতন্যদাস নামে পদ রচনা করিয়াছেন।

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইলা মোর আশ
তুয়া বিনা গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয়-কীট বড়ই লাগিল মিট
ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥
করিতু গরল পান সে ভেল হানিল বাণ
দেখাইল অমৃতের ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন
এমতি প্রেমের ব্যবহার॥
রাধা-পদ সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরা-পদে বান্ধি দিল চিত।
শ্রীরাধার মন-সহ দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ
জানাইলা দুহুঁ প্রেম প্রীত॥
যমুনার কূলে যাই তীরে সখী ধাওয়াধাই
রাধা কানু বিলসয়ে রূপ।
এ বীরহাম্বীর-হিয়া ব্রজপুর সদা ধিয়া (১)
পদ্মে যেন বিহরে মধুপ॥

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় ভাবে
লইয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি স্থির॥

---

(১) ধ্যান করিয়া।

শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বানায় চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদ-পায়॥

যত গোপগণ পূজে গোবর্দ্ধন না কৈল ইন্দ্রের পূজা।
পাই অপমান কোপে কম্পবান সাজিলা দেবের রাজা॥
মহা অহঙ্কারে কৃষ্ণ-নিন্দা করে অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া।
কহে গোপ-পুরী মহাবৃষ্টি করি আজি ডুবাইব যাঞা॥
ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে আজ্ঞা দিলা সুরপতি।
শিলাবৃষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজপুরী যাহ যাহ শীঘ্রগতি॥
আপনি তথনে চড়িয়া বাহনে বজ্রহস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়া গগন আইল গোকুল-মাঝ॥
চতুর্দ্দিগে মেঘে ধায় বায়ুবেগে দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে বজ্রের ক্ষেপণে ভাঙ্গিল ঘর-দুয়ার॥
প্রলয়ের হেন বৃষ্টি-ধারা ঘন ঝঞ্চনা চিকুর পড়ে।
হাহাকার করি পথাপথ ছাড়ি ব্রজবাসী সব নড়ে॥
পড়িয়া সঙ্কটে কৃষ্ণের নিকটে আইলা গোকুলবাসী।
ধেনুগণ যত যূথে যূথে কত দাণ্ডাইল নিকটে আসি॥
কৃষ্ণ মহামতি গোকুলের পতি কর পরিত্রাণ বোলে।
শ্রীচৈতন্যদাস করি এহি আশ এবার রাখ গোকুলে॥

নন্দ আদি গোপগোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিলা কৃষ্ণ ইন্দ্রে করে বল॥
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিলা গোবর্দ্ধন॥
কন্দুকের প্রায় গিরি তুলিয়া কৌতুকে।
সভারে ডাকেন আন জননী-জনকে॥
আইস আইস সভে শিশু বৎসগণ লইয়া।
এহি গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া॥
গোপগণে বলে কৃষ্ণ শুনহে বচন।
হাতে হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন॥
সকল গোকুলপুরী যাবে রসাতলে।
কিসে হৈতে রক্ষা তায় পাইবে সকলে॥

কান্দিয়া যশোদাদেবী কহে গোপগণে।
একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে॥
কোথা রে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সভে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম॥
চৈতন্যদাসেতে কহে শুন যশোমতি।
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি॥

হেন কালে সখী মেলে রাই কনক-গিরি আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাঁড়াঞা রূপের ভরে ধরি সহচরী-করে মুখ জিনি শশী-ষোল-কলা॥
রাই নব সুমেরু সুঠাম।
স্মিত সুরধুনী-ধারে রসের ঝরণা ঝরে হেরি হেরি তৃপিত নয়ন॥
নব অনুরাগ-বাতে স্থির নাহি বান্ধে চিতে পাসরিলা নিজে প্রাণ-সাধ।
কাঁপে তনু থরহরে পর্ব্বত তোলয়ে করে গোয়ালা গণিল পরমাদ॥
লগুড় লইয়া করে কেহো কেহো গিরি ধরে উদার ব্রজের গোপগণ।
ললিতাদেবী হাসি দাঁড়াইলা আগে আসি রাইএর করিয়া অদর্শন॥
ভাব সম্বরিয়া হরি রাখিলা গোকুলপুরী ইন্দ্ররে করিয়া পরাজয়।
চৈতন্যদাসের বাণী ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি গোবর্দ্ধন-লীলা রসময়॥

জয় জয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
ব্রজের জীবন প্রাণধন॥
পরিবারসহ ব্রজবাসী।
গর্ত্তে হৈতে উঠিলা হরিষি॥
সেই থানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন গিরি॥
নন্দ আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥
কেহো কেহো করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ॥
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা।
চাঁদমুখ চুম্বয়ে চাপিয়া॥
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী॥
দেবরাজ পাঞা পরাভব।
করযোড়ে করে নানা স্তব॥

নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লৈয়া ॥
চৈতন্যদাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায় ॥

উদ্ধব দাস।

সখীগণ মেলি সবহু বন ঢুঁড়ই পুছই তরুগণ-পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অতি অলখিত না দেখিয়া জীবন নিরাশ ॥
কহ কহ কুসুমপুঞ্জ তুহু ফুল্লিত শ্যাম-ভ্রমর কাঁহা পাই।
কোন উপায় মাহ মঝু মিলব উদ্ধব দাস তাঁহা যাই ॥

পনস পিয়াল চূত-বর চম্পক অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া আওল তুলসী-সমীপ ॥
জাতি যূথী নবমল্লিকা মালতী পুছল সজল-নয়ানে।
উত্তর না পাইয়া সতিনী-সম মানই দূরহি করল শয়ানে ॥
পুন দেখে তরুকুল অতিশয় ফল-ফুল-ভরে পড়িয়াছে মহীমাঝ।
কানুক হেরি প্রণাম করল ইহ এ পথে চলল ব্রজরাজ ॥ (১)
এত কহি বিরহে বেয়াকুল অতিশয় ব্রজরমণীগণ রোয়।
উদ্ধবদাস কহে শ্যাম ভেল অলখিত কতিথনে মিলব মোয় ॥

শ্যামানন্দ।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাই কনক-মুকুর-কাঁতি (২)।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু-সায়রে কতেক ভাতি ॥
নীলবসন-রতন-ভূষণ জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র-বেণী দুলিছে হিয়ার মাঝে ॥
রসের আবেশে গমন মন্থর হেলি দুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি ঈষৎ দোলায়ে বঙ্কিম-নয়নে চায় ॥

(১) ফল-ফুল-ভরে অবনত তরুরাজি দেখিয়া রাধিকা মনে করিতেছেন যে, কৃষ্ণ সেই পথে গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তরুগণ প্রণাম-চ্ছলে নত হইয়াছে। (২) কাঁতি = কান্তি।

সঁীথায় সিন্দুর নয়নে কাজর তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণ কোরে নবীন চাঁদের দেখা॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে কলপ-তরুর-মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী শ্যাম-নাগরের কোলে॥

শুনলো পরাণ সই মরম-কথা তোরে কই
আমি গিয়াছিলাম যমুনার কূলে।
(সাঁঝের বেলা)—
(দেখ্‌লাম) নন্দের নন্দন কানু করেতে মোহন বেণু
ব্যাধ-ছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গ-ছটা আঁটা তার
আখি-পাখী তাহাতে মজিল।
আমার মন-মৃগী সেই কালে পড়িল ব্যাধের জালে
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল॥
(আমার কি না ছিল সই)—
ধৈর্য্যশালা হেমাগার গুরু-গৌরব সিংহ-দ্বার
(সতীত্ব-) ধরম কপাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূম করিল আমায়॥
দন্তশালে মত্ত-হাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি আবেশে লুকাল ছুটি
পালাইয়া গেল কোন দেশে॥
আছে শুধু প্রাণ বাকি তাও বুঝি যায় সখী
কি করব কহবি উপায়।
শ্যামানন্দ দাসে কয় শ্যামত ছাড়িবার নয়
পার যদি ধর গিয়া পায়॥

জগদানন্দ।

“বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে”র ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অবিরত বাদর বরিখত দরদর বহই তরলতর বাত।
বিষধর নিকর ভরল পথ অরু কত অজর (১) বজর বিনিপাত॥

(১) অজর = অজস্র।

হরি হরি কৈছে চলব কুহু-রাতি।
না বুঝত কণ্টক শঙ্কট বাটহি মার গোঙার-বর রাতি॥
যো পদ শারদ-কোকনদ-দলহি ধুলি-পরশে সীতিকার (১)।
উচ নীচ কিচবীচ (২) অব সো পদ কৈছনে করব সঞ্চার॥
চলইতে চঙকি নগর পুর বাহির গুরু দুরুজন দুরবার।
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত জগদানন্দ নাচার॥

মাধব।

কালিন্দীর এক দহে কালিনাগ তাঁহা রহে বিষজল দহন-সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায় পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিয়ে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরিয়াছে কত বিষ-জ্বালা সহিতে না পারে॥
দেখি যদুনন্দন দুষ্ট-দর্প-বিনাশন উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মারি ঝাঁপ দিলা কালিদহ-জলে॥
দেখিয়া রাখালগণ কাঁদিয়া আকুল মন পড়ে সবে মূরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহো থির নাহি বান্ধে ক্ষণেকে চেতন সবে পাঞা।
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে ধেনু বৎস কাঁদে উভরায়।
শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানী মাধব অবনী গড়ি যায়॥

দিবসে আঁধার গোকুল নগর সঘনে কাঁপয়ে মহী।
রুধির বরিখে নয়ন নিমিখে সবাই হেরয়ে অহি॥
নন্দ যশোমতী গোপ গোপী ততি বিচার করয়ে মনে।
বলরাম বিনে সখাগণ সনে কানাই গিয়াছে বনে॥
যশোমতী কহে দারুণ স্বপন দেখিনু রজনী-শেষে।
আমার গোপালে ভুজঙ্গে বেঢ়ল জারল বিষম বিষে॥
ব্রজবাসী কেবা বাল-বৃদ্ধ-যুবা শুনিয়া চলিলা ধাই।
যাঁহা শিশুগণ করয়ে রোদন তাঁহাই মিলিল যাই॥
ঝাঁপ দিলা জলে শুনিয়া সকলে বালকগণের মুখে।
অবনী-মাঝারে মূরছি পড়য়ে মাধব কান্দয়ে দুখে॥

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চ-স্বর করি কোথারে গোকুল-চন্দ।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে ভুজগে হইলা বন্ধ॥

---

(১) চমকিত হয়। (২) কঙ্করপূর্ণ পথে।

অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া আছিনু পরম-সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি শেল দিয়া গেলা বুকে॥
নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা বিচারিলা অদভূত।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া আমার সোণার সুত॥
শিরে কর হানে বিষ-জল-পানে সঘনে ধাইয়া যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি প্রবোধ করয়ে তায়॥
নন্দ ঘোষ কান্দে থির নাহি বান্ধে ভূমে পড়ি মূরছায়।
গোপগণ তাহা হেরিঁয়ে কান্দয়ে মাধব প্রবোধে তায়॥

সহচরী-সঙ্গে রাই ক্ষিতিতলে লুঠই ক্ষণহি ক্ষণহি মূরছায়।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই কো পরবোধব তায়॥
হরি হরি কি ভেল বজর-নিপাত।
কাহে লাগি কালিন্দী-বিষজলে পৈঠল সে মঝু জীবন-নাথ॥
চৌদিশে সবহু রমণীগণ রোয়ত লোরহি মহী বহি যায়।
বিগলিত ভরম সরম সব তেজল ঘন রোয়ত উভরায়॥
বিষজল পানে ছুটই কোই না বান্ধই কেশ।
মাধবদাস সবহু পরবোধই গদগদ বচন বিশেষ॥

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু-বৎস-শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়॥
নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালি-দমন করিয়া॥

ব্রজবাসিগণ জীবন-শেষ।
দেখিয়া উঠিল নটন-বেশ॥
কালিয়া-ফণায় নটন-রঙ্গ।
হেরি যদু তনু জীবন-সঙ্গ॥

মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহু মান॥
ফণায় ফণায় দলন করি।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগারে অনল-সমান বিষ॥
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি।
ভজয়ে চরণ-নখর-শশী॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজমণি হরষ-মতি॥
ফণিপতি অতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ-নীত॥
ফণিপতি-বরে অভয় করি।
জল-সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-নীরে॥
ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন্দচন্দ।
হেরই ভূখল চকোরক ছন্দ॥
কহুক বয়ানে না নিকশয়ে বাত।
কর-সরসীরুহে মাজই গাত॥
বিষ-জলে যমু দাহন ভেল।
ব্রজ প্রেমামৃতে শীতল কেল॥
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহু আলিঙ্গয়ে গদগদ-ভাষ॥
সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক॥
পূরল মনোরথ দরশন-রস-পানে।
আনন্দে সুবদন আপনা না জানে॥
দ্বিজকুল আকুল আনন্দে ভাষ।
নিরখি নিরাপদ মাধব দাস॥

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা ইন্দ্র-যজ্ঞ নিবারিয়া নন্দ আদি যত গোপগণ।
নানা উপহার লৈয়া সকলে একত্র হৈয়া আইলেন যথা গোবর্দ্ধন॥

সহস্র সহস্র জন রাঁধে অন্ন-ব্যঞ্জন এক ঠাঞি লৈয়া করে রাশি।
দধি-দুগ্ধ-সরোবর রোটি-রাশি থরেথর হরিষে নামায় ব্রজবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক হৈল বহুমত সুপাস্ত পায়স-শিথরিণী (১)।
ব্যঞ্জনের কত কূপ পর্ব্বত-সমান স্তুপ অন্ন কোটি করিলা সাজনি॥
নানা বাদ্য বাজে কত নর্ত্তকী নাচয়ে শত সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপগোপীগণ অলঙ্কৃত সব জন আনন্দে অবধি নাহি পায়॥
ধেনু বৎস সাজাইয়া কত স্বর্ণ-মুদ্রা লৈয়া ব্রাহ্মণেরে দেই নন্দরায়।
মহামহোৎসব-রোল কে কার শুনয়ে বোল এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥

শুন গো মরম সখি কালিয়া-কমল-আঁখি
কেবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরাণী॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানী।
অগুরু চন্দন আনি লেপিনু বদনখানি
না নিবয়ে হিয়ার আগুনি॥

কবিশেখর।

ঝরঝর বরিষে সঘন জল-ধার।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আঁধিয়ার॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার (২)।
অব যনু বারএ হরি-অভিসার॥
অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাশ।
মনহি মনোভব লই নিজ-পাশ॥
কৈছনে সঙ্কেত বঞ্চব কান।
সুমরই (৩) জরজর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনী দহন-সমান।
ঝন্ ঝন্ শবদ কুলিশ ঝন্ ঝান্॥

(১) শিথরিণী = পর্ব্বত। পায়সের পর্ব্বত।
(২) পরকার = প্রকার = উপায়। কি উপায় করিব।
(৩) স্মরণ করিয়া।

ঘর-মাহ রহত রহই না পার।
কি করব ই সব বিঘিনি বিথার॥
চড়ব মনোরথ সারথি কাম।
তোরিত (১) মিলায়ব নাগর-ঠাম।
মন মঝু সাথী দেত পুনুবার।
কহ কবিশেখর কর অভিসার॥

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন পবন খরতর বেগে চলই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কন্ত হমরি নিতান্ত অগুসরি সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম-নাগর একলে কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥
সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি অথির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন-নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥ (২)
তোরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু অগুসার।
কবিশেখর-বচনে অভিসর কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥

চিরণী করে ধরি কেশ বেশ করি সীঁথায়ে দেই সিন্দুর।
নানা বেশ করি বসন পরায়ই পায় ধরি পরাএ নূপুর॥
সই পিয়া-গুণ কহনে না যায়।
দরিদ্র যেন তিলেক না ছাড়ই রভসে রজনী গোঙায়॥
সো মোর শ্রম-জল আচরে মোছই দেই বসনক বায়।
চুচুক করে ধরি সঘনে নিরখই মুখ ভরি তাম্বুল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ-ধন-সম তিলেক না ছোড়ই কবিশেখর পরমাণ॥

---

(১) তোরিত=ত্বরিত।

(২) একদিকে গুরুজনের তীক্ষ্ণ (দারুণ) চক্ষু (এড়াইব কি করিয়া), অপর দিকে ঘোর তিমিরে ঝাঁপ দিয়া (অত্যন্ত অন্ধকার-পথে) চলিতে হইবে।

রায়শেখর, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর।

এই তিনই এক ব্যক্তির উপাধি। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সই পীরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছনি দিয়ে পরাণে॥
মো যদি সিনান আগিলা ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া বাহু পসারিয়া রয়॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সে দিগে থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু বুঝে অনুমানে॥

সেকাল গেল বয়্যা বঁধু সেকাল গেল বয়্যা।
আখি ঠারিঠারি মুচ্‌কি হাসি কত না কত্তে রয়্যা॥
বেশের লাগ্যা দেশের ফুল না রইত বনে।
নাগরী সনে নাগর হল্যা আর চিন্‌বে কেনে॥
কূলি বেড়ায়্যা (১) নাম লৈয়া ফিরিতে বংশী বায়্যা।
মুখের কথা শুন্‌তে কত লোক পাঠাইতে ধায়্যা॥
হাতে কর্য়া মাথায় কৈলুঁ কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥

শীতল তছু অঙ্গ হেরি পরশ-রস-লালসে করল কুল ধরম গুণ নাশে।
সো যদি তেজল কি কায ইহ জীবনে আন লো সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোঅসি মরিলে করবি ইহ কাযে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি রাখবি তনু ইহ বরজ-মাঝে॥
হামারি দুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বান্ধবি শ্যামরূপী তরু-তমাল-ডালে।
ললাট হৃদি বাহু-মূলে শ্যাম-নাম লেখবি তুলসী-দাম দেয়বি গলে॥
ললিতা লেহ কঙ্কণ বিশাখা লেহ অঙ্গুরী চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুড়িতে।
বিরহ-অনলে রাধা সতত হি কাতর শুনি শেল শশিশেখর-চিতে॥

---

(১) নদীর কূলে বেড়াইয়া।

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা॥
কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গাওত হরি নামে।
যৈখন শুনি তৈখন উঠি নব রাগিণী গানে॥
ললিতা কোরে করি বৈঠল বিশাখা ধরে আঁটিয়া।
শশিশেখর কহত ধনি যাওত জীউ ফাটিয়া॥

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে ঘন বিজরী সঞ্চরে মেঘরুচি-বসন-পরিধানা।
যত যুবতীমণ্ডলী পন্থ ইহ পেখলি কোই নহি রাইক সমানা॥
ভাই বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রী সৃজল ইহ নায়রী ধনি রে ধনি ধন্য তুয়া ভাগী॥
দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিণী তোহারি হৃদিমাঝে রহু জাগি।
প্রতি দিবস নৌতূনা রাই মৃগী-লোচনা অতএ তুহুঁ উহারি অনুরাগী॥
রতন-অট্টালিকা-উপরে বসি রাধিকা হেরি হেরি অচল পদ পাণি।
রসিক জন-মানসে হরিগুণ সুধারসে জাগি রহু শশিশেখর-বাণী॥

আধ জল কালিন্দী-কিনারে কুলকামিনী নলিনী-দল-শেষ শোয়াই।
মৃণাল-তন্তু নাসা-পরি রাখি ঘন ডাকত রাই রাই॥ (১)
সবহু ব্রজ-বালক আকুল ব্রজমণ্ডলে সুবল কণ্ঠাগত-প্রাণ।
শারী শুক কপোতকুল তুহু লাগি সমাকুল কোকিলা না করতহি গান॥
ধেনু সব উর্দ্ধমুখ বৎস মথুরা-পথ ভক্ষ দূর নয়নে বহে বারি।
বৃক্ষ সব আকুলিত পল্লব না প্রফুল্লিত শশিশেখরে বিরহ-দুখ ভারি॥

জিত-কুঞ্জর-গতি মন্থর চলত সো বর-নারী।
বংশী-বট যমুনা-তট বনহি ঘন নেহারি॥
মদন-কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড-তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত সঘন শৈলহুঁ (২) কিনারে॥

---

(১) অর্দ্ধেক যমুনা-জলে ও অর্দ্ধেক নদীর তীরে কুলকামিনীরা নলিনীদলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাধিকাকে শোয়াইয়াছে ও তাঁহার নিশ্বাস আছে কি না দেখিবার জন্য মৃণাল-তন্তু নাসাগ্রে রাখিয়া "রাধা" "রাধা" বলিয়া বারম্বার ডাকিতেছে। (২) গোবর্দ্ধন।

যাহা ধেনু সব করতহি রব তাহি চলত জোরে (১)।
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল দেখত বলবীরে (২) ॥
যমুনা-কূলে নীপহুঁ মূলে লুঠত বনআরি (৩)।
চন্দ্রশেখর ধূলি-ধূসর কহত প্যারি প্যারি ॥

দ্বিজ শ্যামাদাস।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

পাখানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া বসিয়া মায়ের কোলে।
ঈষৎ হাসিয়া মাখন তুলিয়া আধ আধ বাণী বোলে ॥
কাঁচা মরকত নবনী-জড়িত মনোহর তনুখানি।
হাসিয়া হাসিয়া অমিয়া সিঞ্চিয়া বোলে আধ আধ বাণী ॥
যাহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়।
দ্বিজ শ্যামাদাসে বলে সেই গোপাল কুতূহলে নন্দ-গৃহে ধূলায় লোটায় ॥

রামচন্দ্র।

ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত এবং নরোত্তম দাসের প্রিয় সুহৃদ ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

থমকি থমকি মৃদুমন্দ মধুর গতি শব্দ ঘুঙ্গুর সুতাল।
বঙ্ক বলয়-ধ্বনি নূপুর-ঝনঝনি আধ আধ রোল রসাল ॥
মরকত-অঞ্জন ইন্দু-বদন ঘন মোহন-মূরতি তমাল।
ঈষৎ মধুর তহি গিম দোলায়নি কর-পদ-পঙ্কজ লাল ॥
ধরণী আনন্দিত অঙ্গ-বিরাজিত সুন্দর বাল-গোপাল।
রামচন্দ্রকো প্রভু অখিল-কলা-গুরু ভকত-বৎসল জয়গোপাল ॥

কামদেব দাস।

আমি না খাই জননি ননী।
ভাঁড়ের ননী ভাঁড়ে আছে না বাঁধ জননী ॥
আর ছাওয়ালে ননী খায় তারে কত বাঁধে মায়।
নন্দ ঘোষ ঘরে আইলে মাগিব বিদায় ॥

---

(১) সেই স্থানে অতি বেগে চলিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে যেন তাহার কোন প্রয়োজন নাই এই ভাণ করিয়া।

(২) বলরামকে। (৩) শ্রীকৃষ্ণ।

না থাকিব তোর ঘরে সুখে থাক্ তোরা।
আবাল-বৃদ্ধ মোরে বলে ননী-চোরা॥
আঁটিয়া না বান্ধ মা বন্ধনে পাছে মরি।
হের দেখ কর পদ ফিরাইতে নারি॥
কহে কামদেব দাস আমি দিব ননী।
বাঁধন ছাড়িয়া দেহ শুন নন্দরাণী॥

গোপীরমণ।

মো যদি কথন ঘুমের আলসে শুতিএ সে তনু লাগি।
মোর অঙ্গ-জল বসনে মোছএ রজনী পোহায় জাগি॥
সখি এই সে বুঝিনু সাঁচি।
সে হেন মাধব দূরদেশে যাবে মুঞি সে রহিনু বাঁচি॥
সে সব পীরিতি আরতি চরিতি সে কথা কহিব কায়।
সোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী পরাণ ফাটিয়া যায়॥
বিধির ঘটন কত নারীগণ সুখেতে বৈসএ তারা।
মোর সে কপালে এতেক পোড়নি এ হেন বিষের জ্বালা
এ দুখ-বেদন না যায় সহন কি কায পরাণে জীয়া।
এ গোপীরমণ আগে সে মরিবে তোমার নিছনি লয়্যা॥

রাজা নৃসিংহদেব।

ইঁহার বিস্তর পদ "পদ-সমুদ্র"-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। "সারাবলী" নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ইঁহার নিবাস মানভূমে ছিল।

কৃষ্ণ-রূপ ;

নব-নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
শ্রীমুখাকৃতি ঝলমল চাঁদ যনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বদ্ধ ঝুঁটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জানি।
গলে শোভিত মতিম হারমণি॥
ভুজলম্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নথ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া॥

হিয়ে হার কঙ্ক নথ রত্নে যোড়া।
কটি-কিঙ্কিণী ঘাঘঁর তাহে মোড়া॥
পাদ-নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
স্থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

মাধবী দাসী।

নীলাচল-নিবাসিনী, গৌরাঙ্গের সমকালবর্ত্তিনী ও শিখী মাহিতির ভগিনী।

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথো দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ॥

ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে চায়॥
লতা তরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী মুদি দুটী আঁখি
ফুল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকারি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর পণ্ডিত ঠাকুর
পড়িয়া আছাড়ে গা॥

প্রেমদাস।

ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বংশী-শিক্ষা"র রচনাকাল ১৭১২ খৃষ্টাব্দ।

গৌরচন্দ্রিকা।

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ- পুঞ্জ গঞ্জি গৌরবর্ণ
গৌরাঙ্গ-সুন্দর রূপ-ধাম।
জিনি রক্তপদ্ম-দল শ্রীপদ-যুগল-তল
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥
শারদ-শশীর ঘটা নিন্দি দশ নখ-ছটা
তুঙ্গ গুল্‌ফ জঙ্ঘা মনোহর।
সুবর্ণ সম্পুটাকার জানু-যুগ্ম রূপাধার
রম্ভা-রুচি উরু চারু স্থল॥
প্রসন্ন নিতম্ব-স্থল আছে শুক্ল পটাম্বর
কাকালি কেশরী-কটি জিনি।
অশ্বত্থ-পত্রের হেন উদর বলিয়া তেন
বক্ষদেশ তুঙ্গ অতি পীন॥
জানুদেশ-বিলম্বিত হেমাবলি সুবলিত
বাহুযুগ্ম অঙ্গদ-ভূষিত।
করতল সুরাতুল জিনিয়া জবার ফুল
মাধুরীতে ভুবন মোহিত॥
দশ নখ-চন্দ্র আগে শুক্লবর্ণ মূল-ভাগে
দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।
সিংহ-গ্রীব তিন রেখা তাহাতে দিয়াছে দেখা
অধর বন্ধুক-পুষ্পাকার॥
সুবর্ণ-দর্পণ জিতি গণ্ডস্থল যুগ্মাকৃতি
মুক্তাপাঁতি জিনি দন্তাবলী।
নাসা তিলপুষ্প যনু ভুরুযুগ কাম-ধনু
সালক সুন্দরালী স্থলী॥
অমল কমল আঁখি তারা যেন ভৃঙ্গপাখী
অনুরাগে অরুণ সজল।
কামের কামান গুণ শ্রুতি-যুগ সুগঠন
তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল॥

স্নিগ্ধ-সূক্ষ্ম-বক্র শ্যাম কুন্তল লাবণ্য-ধাম
নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি।
বদন-কমলে হাস কোটি কলানিধি-ভাস
কুন্দ-বৃন্দ করিএ নিছনি॥
ভুবনমোহন অঙ্গ তাহে নটবর-ভঙ্গ
নৃত্য কৃত্য ভৃত্য গান কলা।
দুবাহু তুলিয়া যবে ভাব-ভরে কিয়ে তবে
উঠে যেন অনন্ত চপলা॥
এই রূপ দেখে যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই
প্রবেশয়ে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব-দেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেহ
গুণ শুনি গৌরপদ-দ্বন্দ্বে॥

জয়কৃষ্ণ দাস।

উত্তর-গোষ্ঠ।

অট্টালি-উপরে বৈঠল রসবতী রঙ্গিণী সখী মণিমালা।
ঝাঁকি ঝোরখে (১) দুরু হেরই আয়ত নাগর কালা॥
শ্রীদাম সুদাম দামহি সখাগণ বেণু বিষাণাদি পূর।
গোধন-গমন ধূলি তনু অম্বরে অম্বর আদি পরিপূর॥
হোই হোই রব ঘন বোলত মধুরিম নটবর ভঙ্গিম ঠাম।
দোলহি অলক চূড়ে শিখা-চন্দ্রক খচিত কুসুমকি দাম॥
লোচন খঞ্জন ভাঙ কামধনু গণ্ডহি কুণ্ডল দোল।
বনে বনমাল হৃদয়ে বিরাজত ঝলমল সুন্দর লোল॥
ভুজযুগবর করিকর দোলত করহি বলয় রসাল।
মুখ-সুধাকর কম্পিত বিম্বাধর মুরলী গান বিশাল॥
কমল-চরণে মঞ্জীরবর ঘন হেরই বিধুমুখী বালা।
নয়নক বাণ বিধলী রঙ্গিণী সখী-তনু অতনু-শেলা॥
শ্যামের চরণ গমন মন্দ হি কম্প পুলক ভরত অঙ্গ।
নিজ-গৃহে গমন করল বর-মোহন জয়কৃষ্ণ দাস প্রেম-রঙ্গ।

(১) ঝরকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৫১০-৫১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হেন মতে রাই করত আশ
কভু নিরখত দেহ-বাস
কভু করতঁহি নর্ম্ম-হাস
গদ গদ গদ ভাষে।

হেনই সময়ে নাগর-রাজ
করিয়া দিব্য নটবর-সাজ
আওল দেখি সখী-সমাজ
কহত রাই-পাশে॥

দেখহ সখী নয়ন ডারি
আওত ঘরে বংশীধারী
গোকুলপুর-যুবতী-নারী-
চিত্ত-হরণকারী।

নীলরতন জলদ-শ্যাম
জিনিয়া কোটি কোটি কাম
শশধর শত-লক্ষ-ধাম
ধৈরয-ধনহারী॥

রাকাপতি-সম বয়ান
ইন্দীবর জিনি নয়ান
বরিখত সুকটাক্ষ-বাণ
বঙ্কিম ভুরু-চাপে।

চূড়হিঁ শুভ কুসুম-পুচ্ছ
গুঞ্জ-মাল শিখি-পুচ্ছ
ইন্দ্র-ধনুরে করয়ে তুচ্ছ
মন্দ-পবন কাঁপে॥

চিত্রিত-দল কুসুম-পাঁতি
সুন্দর জিনিয়া মধুর ভাঁতি
মণি-কুণ্ডল বহল কাঁতি
গণ্ড-যুগল সাজে।

মদকল করি-করভ-শুণ্ড
জিনি দোলই বাহু-দণ্ড
করত যোই লণ্ডভণ্ড
গোকুল-বধূ-লাজে॥
গিরিতট-সম উরঃ বিশাল
তাহেঁ দোলত মুকুতা-মাল
কনক-যূথী-দাম-ভাল-
সৌরভে অলি ধায়ে।
কটিতটে শোভে পীতবাস
গজবর জিনি গতি-বিলাস
রঘুনন্দন নাম দাস
সঙ্গে করি আয়ে॥

ভণিতাহীন পদ।

ভরি নায়র কোর।
বিলাসই রাই সুখের নাহি ওর॥
ধনী রঙ্গিণী রাই।
বিলাসই হরি সঞে রস অবগাই॥
হরি মানস সাধা।
বিলসিত শ্যাম পরাজত রাধা॥
হরি সুন্দরী মুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥
দুহু গুণ গায়।
একই মুরলী রন্ধ্রে দুজন বাজায়॥
ধনী রঙ্গিণী ভোর।
ভুলল গরবে কানু করি কোর॥
কেহু কেহু মৃদু ভাষ।
নাগরী পরশে অবশ পীতবাস॥
কেহো কাড়ি লই বেণু।
রাস রসে আজু ডুবল কানু॥
পদকল্পতরু। ৮। ১৭। ২৬৫৬॥ পদ

ধবলী বলিয়া মাঝে প্রবেশ করিলা।
তাহাতে যে অতি শোভা বাড়িতে লাগিলা॥

শ্বেত পদ্মবনে যেন মত্ত ভৃঙ্গ ঘোরে
হিহি গম্ভীর নাদে প্রিয় গো ফুকারে ॥
গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলী সাঙলী।
পিষংগী কালিন্দী তুঙ্গী যমুনা, কমলী ॥
হংসী বংশী প্রিয়ে অলি হরিণী করিণী।
রম্ভা চম্পা করিয়া করয়ে হিহি ধ্বনি ॥
দুই জানুমধ্যে তবে ধরিয়া দোহিনী।
পদাঙ্গুলী অগ্রে তার করিয়া ধরণী ॥
দোহারে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সমারে।
বাছুরে পিয়ায় স্তন অতি হর্ষভরে ॥

পদকল্পতরু। ৯। ৩৩। ২৪৮৫ ॥ পদ

চতুর রঙ্গিণী রাই সখীগণ সঙ্গ।
যুগত করিয়া করে বুড়ীর সনে রঙ্গ ॥
অবনত হইয়া বসিলা তার কাছে।
বধূরে বিরস দেখি বুড়ী ঘন পুছে ॥
আজি কেন তোমারে এমন পারা দেখি।
বদন অরুণ আর ছলছল আঁখি ॥
কে বা কি বলিল তোরে কেনেবা এমন।
আমার শপতি লাগে কহিবে এ ধন ॥
শাশুড়ী বচন শুনি কহে বিনোদিনী।
আপন করম ভোগ ভুঞ্জিয়ে আপনি ॥
কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব
যে যত কহয়ে তাহা সকলি সহিব ॥
সহজে চক্ষের বালি হইয়াছি সবার।
এমন পাড়ার লোক করয়ে থাকার ॥
আপন মাথার কেশ না পারি বান্ধিতে
তাহে পর ঘর যাই রন্ধন করিতে॥
বড়ার বহুরী আমি বড়ার ঝীয়ারী
কুলবধূ তাহে কথা সহিতে না পারি ॥
সখীরা সরস করি রাইরে বুঝায়।
এ বোল বলিতে ধনি তোরে না যুয়ায় ॥

পদকল্পতরু। ২৩। ৭৭। ২৫২৭ ॥ পদ

স্বর্ণপদ্ম কুঙ্কুমাপ্ত গর্ব্বহারী গৌরদীপ্ত
গোরোচনা গঞ্জনা রাধিকা।
কর্পূরাব্জ গন্ধ বৃন্দ কীর্ত্তি নিন্দি অন্ধ গন্ধ
গোবিন্দ বাঞ্ছিত সুসাধিকা॥
নবাম্বু জিনিয়া বাস নিত্য কৃষ্ণ সঙ্গোল্লাস
তাহে পদ্ম-বন্ধু আরাধয়ে।
সুকুমল-সুবিগ্রহা পল্লবাব্জ নিগ্রহা
সর্ব্বমাধুর্য্যময় তাহে॥
কর্পূর চন্দন চন্দ্র উৎপল শীকর বৃন্দ
জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী।
কৃষ্ণে আত্ম স্পর্শ দেই কাম তাপ বিনাশই
গোবিন্দের সুখস্বরূপিণী॥
বিশ্ব সতী নন্দা রমা সে বাঞ্ছে যাহার প্রেমা
রূপ নব্য যৌবন সম্পদা।
শীতল অতি মনোহরা নিত্য নব্য গুরুতরা
কৃষ্ণ-কাম পূর্ণ করে সদা॥
রাস-নৃত্য-সুসঙ্গীতা নর্ম্মকলা সুপণ্ডিতা
প্রেম রস রূপ বেশাধিকা।
সদগুণালি সুপণ্ডিতা বিশ্ব নব্য শ্রীঘোষিতা
ভাব অলঙ্কার প্রকাশিকা॥
স্বেদ কম্প গদগদাদি অশ্রু হর্ষ কণ্টকাদি
বামা ভাব বহু বিভূষিতা।
নানা রত্ন আভরণ প্রতি অঙ্গে বিধারণ
কৃষ্ণ-নেত্র করয়ে তুষ্টিতা॥

পদকল্পতরু। ১৫। ৬৯। ২৫৯৭॥ পদ

মুসলমান বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণ ।*

আলওয়াল ।

ইনি প্রসিদ্ধ "পদ্মাবৎ"-প্রণেতা। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৫৬৯-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ ধ্রু ॥

ঘরের ঘরণী জগতমোহিনী প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ কিসে বিলম্ব করিলি ॥ (১)
প্রত্যূষ বেহানে কমল দেখিয়া পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে ভ্রমর-দংশনে মৈলুম ॥
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অবশেষ ভেল ॥
সীথেঁর সিন্দূর নয়নের কাজল সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর দারুণি পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি কুলে নাইক সীমা।
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে জগৎমোহিনী বামা ॥

অলিরাজা ।

অলিরাজা চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, ফেণী-নদীর দক্ষিণ-পাড়ে ইনি বাস করিতেন। ইনি প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হএ জরজর।
কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণ বংশী-স্বর ॥

---

* এই পুস্তকে যে সকল মুসলমান পদকর্ত্তার পদ দেওয়া হইল, তাহা ছাড়া উক্তরূপ পদ আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি। স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংগ্রহে কতকগুলি অতিরিক্ত পদ আছে। শ্রীযুক্ত মুন্সি আব্দুল করিম সাহেব মুসলমান কবি রচিত অনেকগুলি পদ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) এইটি ননদিনীর প্রশ্ন এবং পরবর্ত্তী অংশ উত্তর।

জাতি ধর্ম্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু-সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণী হরে
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ-বাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণ-নাথ
গুরু-পদে অলিরাজা কয় ॥

নসীর মামুদ।

গোষ্ঠ-লীলা।

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি (১) বেত্র বেণু
মুরলী আলাপি গানরি।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শ্যাঙলি আওবি আওবি
ফুকরি চলত কানরি ॥
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা-হার
বদনে মদন-ভাণরি।
আগম নিগম বেদ-সার
লীলা যে করত গোঠ-বিহার
নসীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি ॥

চাঁদ কাজি।

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী আর আমি মইরি লাজে ॥

---

(১) কাঁচনি=কচ্ছ।

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥

গরিব খাঁ।

শরমে শরম পেলায়ে (১) গেল।
রাই কানু দুটি তনু যামন (২) দুধে জলে ম্যালায়ে (৩) গেল॥
চাঁদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুব্যা অবশ হল।
সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনম ভর ডুব্যা রহিল॥
গরিব তাই স্থাথার (৪) লাগি মনের দুখে মন গুমরি পাগল হল।
সে রসের পাথার পেল না কোথায় শ্যাষে (৫) আচট (৬)
ভুঁয়ে পড়িয়ে মল॥

জানি কার রূপ পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে।
যামন কারে বাসত ভাল, স্যা (৭) ওর মনমত আছিল।
ওর মন আছিল স্যা রূপের কাছে।
গরিব কয় ধরমু বলে ডুব্যা প্যালেনা তাই খ্যাপি (৮) নদেয় (৯) এয়েছে॥

ভিখন।

খণ্ডিতা।

কেমন বনালে চূড়া শ্রবণে দুলিছে ঘন
মেলিতে নার দুটী আঁখি।
নাই সে বঙ্কিম হেলা কি কব চূড়ার খেলা
শ্যাম-অঙ্গে লাগিয়াছে সাথী॥
কুঙ্কুম-কস্তুরী আর সুগন্ধী তাম্বুল
থুইয়াছিনু শিয়র-উপরে।
হা হরি হা হরি করি জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে॥

---

(১) পালাইয়া। (২) যেমন। (৩) মিলাইয়া।
(৪) দেখিবার। (৫) শেষে। (৬) নীরস।
(৭) সে। (৮) ক্ষেপিয়া=পাগল হইয়া। (৯) নবদ্বীপে।

সেখ ভিখনে ভণে বড় দুখ রাইয়ের মনে
পাসরিলে কুঞ্জ-বন-লীলা।
আমার করম-দোষে তুমি থাক অন্ত-পাশে
রাধার পরাণ লৈয়ে খেলা ॥

সৈয়দ মর্ত্তুজা।

তরু-মূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
কত কত নাগরী রহে চাঁদ-মুখ চাহিয়া ॥
জিনি শশী দিবাকর বদন উজ্জল।
মোহিত হইল যত ব্রজ-রমণী সকল ॥
কপালে তিলক চাঁদ জিনি তারাগণে।
চিকুর জিনিয়া ছটা সুপীত-বসনে ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে নাগর রসিয়া।
ভুলায়ল গোপ-নারী মুরলী শুনায়া ॥

একে তোমার গোরা গা না সহে ফুলের ঘা
বায় হেলিছে সব অঙ্গ।
দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক
কাম-সাগরে উঠে রঙ্গ ॥
তোমারে কাণ্ডারী করি জলেতে ভাসাব তরী
যদি কৃপা করহ আমারে।
বুঝিয়া আপন কায পার কর শ্যামরাজ
চড়াইয়া নৌকার উপরে ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা-বাণী শুন রাধা-ঠাকুরাণী
ধনি ধনি তোমার জীবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
সে তোমার কেবল শরণ ॥

শ্যাম-বঁধু আমার পরাণ তুমি।
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।

অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুন শুন পরাণ-কানু ।
কুল-শীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি ।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥

Plate VIII.

সংকীর্ত্তন।

[বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়]

Plate VIII.

সংকীর্ত্তন।

[বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়]

বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান।

গোবিন্দদাসের কড়চা।

চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের ইতিহাস।

গ্রন্থ-রচনা-কাল—১৫১০-১৫১১ খৃষ্টাব্দ।

বিস্তৃত বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩২১-৩৪০পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতির সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন।

সন্ন্যাসী-ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া।
চলিলা ত্রিবঙ্কু-দেশে পর্ব্বত ভেদিয়া॥
ত্রিবঙ্কু-দেশের রাজা বড় পুণ্যবান।
পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান॥
নগরের লোক সব অতিথি-কুশল।
অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল॥

ত্রিবঙ্কু বা ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের অবস্থা।

অতিথি লইয়া সবে টানাটানি করে।
অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে॥
এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।
কাঙ্গালের মাতা পিতা অগতির গতি॥
এ রাজার রাজ্যে প্রজা বড় সুখী হয়।
রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল-হৃদয়॥
কত হাতী ঘোড়া বান্ধা রাজার দুয়ারে।
অন্নের অভাব নাই তাঁহার ভাণ্ডারে॥
নগরের তিন স্থানে অন্নচ্ছত্র হয়।
অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয়॥
যার যত দিন ইচ্ছা রহে সেই খানে।
ধন্য ধন্য রাজা বলি সকলে বাখানে॥

বৃক্ষতলে চৈতন্ত।

সন্ধ্যাকালে আসিলাম (১) ত্রিবঙ্কু-নগরে।
বৃক্ষতলে বসে প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥
একজন গ্রাম্য লোক চূণা আনি দিলা।
বৃক্ষতলে থাকি প্রভু রজনী যাপিলা॥

পর দিন এই কথা রটিয়া পড়িল।
নগরের লোক ক্রমে আসিয়া জুটিল॥
গোরার আশ্চর্য্যভাব দেখিয়া সকলে।
জোড়-হস্তে আসিয়া দাঁড়ায় সেই স্থলে॥
হরিনাম করে গোরা মুদিত নয়নে।
দাঁড়াইয়া স্তব করে সবে শুদ্ধ মনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে।
নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে।
ভাব দেখি গ্রাম্য লোক কত স্তব করে॥

চৈতন্তের প্রতি ভক্তি।

কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী।
কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি॥
কেহ কেহ ফলমূল আনিয়া যোগায়।
নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায়॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয়॥
এরে দেখি ইচ্ছা হয় বিষয় ছাড়িতে।
মন নাহি চায় আর সংসার করিতে॥
কেহ বলে আজি সুখে রজনী পোহালো।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর চিত্ত-শুদ্ধি হলো॥
একজন বুড়া আসি বলে ভক্তি-ভরে।
কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে॥
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা-রায়।
তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায়॥
প্রভুর সম্মুখে বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া।
ফলমূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া॥

---

(১) গোবিন্দ কর্ম্মকার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে চৈতন্যদেবের সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারই এই বর্ণনা।

এই কথা লয়ে সবে করে কাণাকাণি।
দর্শন-মানসে আসে কত শত জ্ঞানী॥
একজন ব্রহ্মবাদী নিকটে আসিয়া।
তুলিল অদ্বৈতবাদ চৈতন্য হাসিয়া॥
বেদ-বেদান্তের কথা শাস্ত্রের প্রমাণ।
বলিয়া বুঝান তারে শুনিয়া অজ্ঞান॥
প্রভুর মহিমা পরে দেশে প্রচারিল।
নানা লোক আসি ক্রমে যুটিতে লাগিল॥
এ দেশের রাজা কত আগ্রহ করিয়া।
প্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া॥
প্রভু বলে সেথা মোর নাহি প্রয়োজন।
বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন॥
রাজ-দূত বলে শুন সন্ন্যাসী-ঠাকুর।
কেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রচুর॥
বস্ত্র-অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে॥
দূত-মুখে অভিপ্রায় ভাবেতে বুঝিয়া।
কহিতে লাগিলা তবে তারে বুঝাইয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিলা বচন।
শুন রাজ-দূত ধনে নাহি প্রয়োজন॥
বিষয়ের কীট যারা তাদের সংস্রবে।
কভু নাহি যাই মুক্তি কি হবে বিভবে॥
বিষয়ের কীট করে ধনে অভিলাষ।
অনর্থের মূল ধন এইত বিশ্বাস॥
ধন-মদে মত্ত যারা ভুলি তত্ত্ব-কথা।
বিষয়-নরকে তারা থাকয়ে সর্ব্বথা॥
অনিত্য শরীর ধনী ইহা নাহি জানে।
জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে॥

ব্রহ্মবাদীর সঙ্গে তর্ক।

রাজ-দূতকে প্রত্যাখ্যান।

এই কথা শুনি তবে দূত করি ক্রোধ।
রাজ-দ্বারে চলি গেলা দিতে প্রতিশোধ॥
দূত-মুখে বার্ত্তা শুনি রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তি-ভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি॥

দূতের ক্রোধ।
রাজার আগমন।

হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর-দেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥
দুই চারি মন্ত্রীসহ রাজা মহাশয়।
প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তি-ভরে কয়॥

রাজার বিনয়।

যোড়হস্তে রুদ্রপতি কহে বারে বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে॥
জ্ঞান-শিক্ষা দেহ মোরে অধম-তারণ।
শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ॥
বড়ই পণ্ডিত রাজা নানা শাস্ত্রে হয়।
ভাগবতে বড় জ্ঞানী সর্ব্বলোকে কয়॥
দুই চারি পণ্ডিত গোঁসাই তার সনে।
উপনীত হইয়াছে শিক্ষার কারণে॥

প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান।
ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী।
রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি কিছু নাহি জানি॥
লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দরদর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল॥
কৃষ্ণ-প্রেমে-মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু পসারিয়া॥
গোরা বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া॥

প্রেমাভিনয়।

পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পূরিল।
ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল॥

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥

হরি-নামে যার চক্ষে বহে অশ্রু-ধারা।
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া।
স্নান করিবারে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
বহুতর ফলমূল রাজা পাঠাইল।
আহ্নিক করিয়া প্রভু ভোগ লাগাইল॥
লোক জন রাখি রাজা প্রভুর সেবায়।
প্রফুল্ল অন্তরে রাজধানী চলি যায়॥
কেহ ফলমূল আনে কেহ আনে আটা।
কেহ চূণা আনি দেয় অতিথির বাটা॥
বিশ্বম্ভর (১) লাগি লোক করে হানাপানা।
মাঝে মাঝে বহু লোক আসি দেয় থানা॥
যার যাহা ইচ্ছা হয় আনিয়া যোগায়।
ভাল মন্দ কিছু নাহি কহে গোরা-রায়॥

বেশ্যা বারমুখীর উদ্ধার।

*   *   *   *

ঘোগা (২) নামে গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছায়॥
বারমুখী নামে বেশ্যা থাকে এই ঠাঁই।
তাহার ধনের কথা কহিবারে নাই॥
বেশ্যা-বৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন।
বহুমূল্য হয় তার বসন-ভূষণ॥
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে।
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে॥
পেশয়াজি পরিধানে ডগমগি চায়।
কত শত কামাচার তার গৃহে যায়॥
বহু দাস-দাসী লয়ে থাকে এইখানে।
জাঁক-পশারের কথা সর্ব্বলোকে জানে॥

---

(১) চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বাবস্থার নাম।

(২) আহামাদাবাদের নিকট ও শুভ্রামতী নদীর তীরে। এই গ্রামের নাম পোষ্টাল গাইডে আছে।

ঘোগায় গমন।

প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ার কানন।
কাননের ধারে প্রভু করিলা গমন॥
অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে এই স্থানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে॥

আজ্ঞা পাঞা মুঞি যাই গৃহস্থের দ্বারে।
ফলমূল আদি কিছু ভিক্ষা করিবারে॥
ভিক্ষা করি আইলাম দিবা-দ্বিপ্রহরে।
ভোগ লাগাইলা প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে।
মুঞি রামানন্দ আর গোবিন্দচরণে (১)॥
হাসিয়া গোবিন্দ মুঞি মিতা বলি ডাকি।
প্রভু বলে রামানন্দে কেন দেহ ফাঁকি॥
গোবিন্দ যদ্যপি মিতে হইল তোমার।
তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার॥
হাসিতে হাসিতে রামানন্দে মিতে বলি।
নাম আরম্ভিলা প্রভু দিয়া করতালি॥
প্রভু-মুখে রামানন্দ এ কথা শুনিয়া।
এক পার্শ্বে দাঁড়াইলা হাত কচালিয়া॥
বহুতর লোক ছুটে নাম শুনিবারে।
অশ্রু বহে প্রভুর নয়নে শত-ধারে॥
পিচকিরি-সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল॥

দেখিয়া প্রভুর সেই হরি-সংকীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারি জন॥
গ্রাম্য লোকজনের নয়নে বহে বারি।
বহু লোক আসি দাঁড়াইলা সারি সারি॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়।
অনিমিষে প্রভুর বদন-পানে চায়॥

(১) রামানন্দ এবং গোবিন্দচরণ বসু কুলীনগ্রাম-নিবাসী। ইহারা তীর্থ-দর্শনে গিয়াছিলেন, হঠাৎ ঘোগায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে ইহাদের সাক্ষাৎ হয়।

কখন হাসিছে প্রভু কখন কাঁদিছে।
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে ॥
থরথর কাঁপে কভু ঘর্ম্ম-বারি বহে।
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে ॥
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণ-কৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
এই কথা কাণাকাণি করে ঘোগাবাসী ॥
হরি হরি বলিতে আনন্দ-ধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে ॥
আধ-নিমীলিত চক্ষু জটা এলায়েছে।
ধূলা মাটী মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে ॥
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি ঊর্দ্ধমুখে থাকে ॥
গোবিন্দ রে কাঁহা কৃষ্ণ মিলাও আনিয়া।
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ দেহ দেখাইয়া ॥
একবার ঐ বলি ধাইয়া যাইল।
বাহু পসারিয়া নিম্বে জড়াইয়া ধরিল ॥

প্রেমোচ্ছ্বাস।

ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুঞি কভু দেখি নাই ॥
বহু দিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ।
দেখি নাই কোন দিন এমন আবেশ ॥
রামানন্দ গোবিন্দচরণ দুই ধারে।
তালি দিয়া হরিধ্বনি করে বারে বারে ॥
প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত ছিল সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে ॥
একজন দুষ্ট আসি করি হানাপানা।
প্রভুরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা ॥
গ্রাম্য লোকে ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি।
তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি করি ॥
সন্ন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি।
কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি ॥

পাষণ্ডের আবির্ভাব।

সে পাষণ্ড এই কথা কহিলা যখন।
প্রহার করিতে তারে চাহে গ্রাম্য জন॥

প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে।
হরি-নাম-সুধা পান করাও উহারে॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে উহার।
উহার বদনে সুধা দেহ একধার॥
ভক্তি বিনা শুকায়েছে উহার হৃদয়।
নাম দিয়া নাশহ উহার যম-ভয়॥
মরুভূমি-সম হয় পাষণ্ডের মন।
উৎপাদিকা-শক্তি তাহে করহ অর্পণ॥
এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব।
তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব॥
সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্র-বলে।
হরি-নাম-মন্ত্র-পাঠে সদ্য ফল ফলে॥
এই মহামন্ত্র পাঠ করে যেই জন।
সে পাপী নরকে কভু না করে গমন॥
এমন সুলভ মন্ত্র থাকিতে জগতে।
পাপী কেন অনর্থক ফিরে মন্দ পথে॥
এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া।
হরি-নাম-সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া॥
দয়াল চৈতন্য জীবে করিতে নিস্তার।
ভ্রমিছেন ইতিউতি হয়ে নির্ব্বিকার॥

বারমুখীর অনুতাপ।

জানালা হইতে দেখি এ সব ব্যাপার।
বারমুখী মনে মনে কররে বিচার॥
আশ্চর্য্য প্রভুর দয়া দেখিয়া নয়নে।
আপনারে ধিক্ দেয় বসিয়া নির্জ্জনে॥
ক্ষণকাল পরে বেশ্যা নামিয়া আসিল।
মীরা নামে তার দাসী পিছনে চলিল॥
বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মীরারে।
আজি হৈতে সর্ব্ব ধন দিলাম তোমারে॥
বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি।
আজি হৈতে হইলাম পথের ভিখারী॥

এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী-দাসী।
স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি॥
নিতম্ব ছাড়ায়ে পড়ে দীর্ঘ কেশজাল।
নয়ন মুদিয়া রহে শচীর দুলাল॥
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সকলে দেখিয়া।
তাহার বদন-পানে রহে তাকাইয়া॥
বারমুখী হাত যোড়ি কহে বার বার।
বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্ন্যাসী আমার॥
বড়ই পাপিষ্ঠা মুঞি নরকের কীট।
যদি দয়া নাহি কর যাব পিঠপিঠ॥
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব।
মরণান্তে যম-ভয় কিরূপে এড়াব॥

এই পাপদেহে আর কিবা প্রয়োজন।
এত বলি দীর্ঘ কেশ করিলা ছেদন॥
সামান্য বসন পরি লজ্জা নিবারিল।
যোড়হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল॥
প্রভু বলে বারমুখী দুই চারি কথা।
তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ব্বথা॥
এই স্থানে করি তুমি তুলসী-কানন।
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন॥

বারমুখীকে উপদেশ।

তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে।
এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু-পদতলে॥
বারমুখী পদতলে যখন পড়িল।
তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল॥
আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া।
ধন্য ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া॥
মীরাবাই দাসী বহু কান্দিতে লাগিল।
হাসিমুখে বারমুখী তাহারে কহিল॥

কাণ দিয়া শুন মীরা আমার বচন।
তোমারে দিলাম মোর যত আছে ধন॥
ভালরূপে সেবা করো অতিথি আইলে।
হরিনামে মন দিও বসিয়া বিরলে॥

মীরার প্রতি বারমুখীর উপদেশ।

না করিবে পাপ-কর্ম্ম মোর দিব্য লাগে।
ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম-অনুরাগে ॥
প্রেম করা ভাল বটে ধূর্ত্ত-সহ নয়।
কৃষ্ণের সহিত মীরা করিও প্রণয় ॥
দেহ মন প্রাণ সব কৃষ্ণে সমর্পিবে।
তাহা হৈলে নিত্য-ধন কৃষ্ণেরে পাইবে ॥
শুনহ আমার কথা মীরা মন দিয়া।
কারো সঙ্গ না করিবে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ॥
অবশ্য কৃষ্ণের কৃপা তোমারে হইবে।
প্রাণপণে কৃষ্ণ-ধনে কভু না ছাড়িবে ॥
প্রভুর কৃপায় মোর কেটেছে বন্ধন।
আজি হৈতে বাস-স্থান তুলসী-কানন ॥
এত বলি বারমুখী লয়ে জপমালা।
তুলসী-কানন করে ভুলি সব জ্বালা ॥
বারমুখী-কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া।
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥

চণ্ডপুরের ভারতী গোসাঞিকে ভক্তি-দান

ঈশ্বর ভারতী।

চণ্ডপুরে (১) থাকে এক বিরক্ত (২) গোসাঞি
লোক-মুখে শুনি তারে ভেটিল নিমাঞি ॥
পণ্ডিত গোসাঞি বটে নানা শাস্ত্র জানে।
সোণার কুণ্ডল তার দোলে এক কাণে ॥
ক্রমেতে গোসাঞি তোলে শাস্ত্রের বচন।
গর্ব্ব-ভরে করিতে লাগিল আলাপন ॥
ঈশ্বর ভারতী হয় সন্ন্যাসীর নাম।
লোকে বলে এ গোসাঞি সর্ব্ব-গুণধাম ॥
সন্ন্যাসীর অহঙ্কার মনেতে বুঝিয়া।
অলপ হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া ॥
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিরক্ত হইয়া অবশেষে ন্যাসিবর ॥

---

(১) চণ্ডপুর মহীশূরের উত্তর সীমান্তে স্থিত চিত্রলদুর্গের নিকট অবস্থিত ছিল। (২) বিরক্ত = সংসারাসক্তি শূন্য।

প্রভুরে বলেন তুমি নাহি কহ বাণী।
সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি॥

সর্ব্ব লোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত।
মুঞি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিৎ॥
দেশ-শুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি।
তোমার কিঞ্চিৎ গুণ নাহি দেখি আমি॥
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা।
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথা তথা॥
বিদ্যা নাই জ্ঞান নাই বিচার করিতে।
তবে কেন মূর্খ লোক ভোলে আচম্বিতে॥
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া।
সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সর্ব্ব লোকে দেও দেখাইয়া॥
এ দেশের মূর্খ লোকে হরিবোলা করি।
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরি॥
শক্তি যদি থাকে তবে করহ বিচার।
এইবারে বুদ্ধি-শুদ্ধি বুঝিব তোমার॥

এত বলি ভারতী গোসাঞি দৌড় দিল।
তিন সঙ্গি-সহ পুনঃ আসিয়া বসিল॥
চারি জনে বসিলা প্রভুর চারি ভিতে।
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
ভারতী বলিলা তুমি উড়াও হাসিয়া।
মুঞি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া॥
কে হয় উপাস্য দেব বলহ আমারে।
প্রভু বলে কৃষ্ণ ভিন্ন কি আছে সংসারে॥
ভারতী বলেন শুন শাস্ত্রের প্রমাণ।
এক ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর বেদের বাখান॥
যে দিকে তাকাই দেখি সব ব্রহ্মময়।
এ বাদের নিরাস বলহ কিসে হয়॥
প্রভু বলে বিচার না করিবারে জানি।
মানিলাম সর্ব্বতত্ত্বে তুমি হও জ্ঞানী॥
বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গোসাঞি।
তোমার নিকটে হলো পরাস্ত নিমাঞি॥

চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি॥

এত শুনি যোগী করে খুটুর-খাটুর।
প্রভু বলে ভক্তি কর তর্ক বহুদূর॥
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ এইত বিচার।
বেদ-বেদান্তের মত কর ছারখার॥
বহু শাস্ত্র আলোচিয়া বল কিবা ফল।
কৃষ্ণ বিনা নাহি আছে দাঁড়াবার স্থল॥
এত বলি প্রভু মোর নয়ন মুদিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর ভক্তি উছলিল॥
পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপীনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া॥
থরথরি হৃৎকম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল॥
কৃষ্ণ হে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়॥
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িল॥
ভাল মন্দ নাহি শুনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর॥
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া॥

চৈতন্যের প্রেম।

এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে।
জড়াইয়া ধরে তবে প্রভুর চরণে॥
যোগী বলে বিচার না করিবারে মাগি।
উৎকণ্ঠা বাড়িছে মোর এবে কৃষ্ণ-লাগি॥
দেখিয়া তোমার ভাব নবীন সন্ন্যাসী।
বিচার করিতে মুঞি নাহি অভিলাষী॥
অপূর্ব্ব রতন ভক্তি দেহ মোর মনে।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে॥
যোগীর এতেক বাণী শুনিতে না পায়।
অশ্রুজলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায়॥

মহা-ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল।
সোণার দোসর দেহ ধূলায় পড়িল॥
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিন্ধিল কাঁটায়॥
সম্মুখে বসিয়া যোগী কান্দিতে লাগিল।
অমনি তাহার প্রতি দয়া উপজিল॥
ভারতীর ভক্তি দেখি পৃষ্ঠে দিলা হাত।
পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলে দুই চারি বাত॥
যোগীর হইল ভক্তি প্রভুর পরশে।
মজিল তাঁহার মন কৃষ্ণ-ভক্তি-রসে॥
কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়।
প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায়॥

চোরানন্দী-বনে নারোজী-নামক ব্রাহ্মণ-দস্যুকে উদ্ধার।

প্রভু বলে যাব মুঞি চোরানন্দী (১)-বন।
চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন॥
গ্রাম্য লোক বলে সেথা না যাও সন্ন্যাসী।
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি॥
বহু চোর বহু দস্যু থাকে সেই স্থানে।
জীবন-সংশয় হবে যাইলে সেখানে॥
প্রভু বলে কিবা মোর লবে দস্যুগণ।
এখনি সেখানে মুঞি করিব গমন॥
রামস্বামী বলে প্রভু চোরানন্দী-বন।
কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন॥
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন॥
প্রভু বলে ভয় নাই কর রামস্বামী।
হরিনামে দস্যুগণে মাতাইব আমি॥
এত বলি প্রভু চোরানন্দীতে চলিল।
চোরানন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল॥

---

(১) পুণা-নগরীর নিকটবর্ত্তী 'পটন' ও 'জেজুরী' গ্রাম অতিক্রম করিয়া চোরানন্দী-বনের অবস্থান উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

এই স্থানে আড্ডা করি বহু দুষ্ট জন।
ডাকাতি করিয়া করে জীবন-যাপন॥
একজন লোক আসি কাঁইমাই করি।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি॥
তার বাক্যগুলি সব প্রভু সমঝিয়া।
কাঁইমাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া॥ (১)
সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।
ইতিউতি তাকাইয়া বনে প্রবেশিল॥
নারোজী নামেতে এক মহাবলবান্।
অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান॥
দুই চারি জন ক্রমে আসি দেখা দিলা।
সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিলা॥
নারোজী বলিলা তুমি চল মোর স্থানে।
আজিকার রজনীতে থাকিবে সেথানে॥
নারোজীর কথা শুনি প্রভু তবে বোলে।
রাত্রি কাটাইব আজি থাকি বৃক্ষতলে॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য নারোজী শ্রবণে।
ভিক্ষা আনি দিতে বলে দুই চারি জনে॥
নারোজীর কথা শুনি ছুটিল সবাই।
যোগাসনে হরিনামে বসিল নিমাই॥

কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল।
কেহ দুগ্ধ কেহ ঘৃত কেহ ফলমূল॥
রাশি রাশি খাদ্য আনি তারা যোগাইল।
বহু খাদ্য দেখে মোর লালসা বাড়িল॥
বহু দেশ ভ্রমিলাম প্রভুর সহিতে।
এত খাদ্য কোন স্থানে না পাই দেখিতে॥
নানা দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক ঘেরি।
দাঁড়াইলা নারোজীর লোক সারি সারি॥
হরিনাম করিতে করিতে প্রভু মোর।
সেই কালে কৃষ্ণ-প্রেমে হইলা বিভোর॥

(১) ইহার পূর্ব্বেই একস্থানে লিখিত আছে—"এই দেশে ভ্রমি বহুকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল॥"

কোথা রহে দুগ্ধ চিনি কোথায় তণ্ডুল।
পদ-স্পর্শে ছিন্নভিন্ন হৈলা ফলমূল॥

দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্য দ্রব্যরাশি॥
নারোজী বলিল কভু দেখি নাই হেন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কান্দে কেন॥
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে।
আজ কেনে ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে॥
কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাঁদে।
আমি কি দিলাম পাও সন্ন্যাসীর ফাঁদে॥
নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়।
পুনঃ যোগাইব আনি এই দ্রব্যচয়॥
এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারোজী আপনি।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা-গুণমণি॥
প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রুধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাঁড়াইয়া রহে॥
এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতের দল।
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্থল॥
অপরাহ্ন-কালে মোর গোরা-গুণমণি।
প্রেমে মূরছিত হয়ে পড়িলা ধরণী॥

প্রেমে গদগদ তনু ধূলায় ধূসর।
অশ্রুধারা হৃদয়েতে পড়ে দরদর॥
কান্দিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী।
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি॥
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে।
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে॥
ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার।
পাপ-কার্য্য না করিব ছাড়িব সংসার॥
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণ-তনয়।
মোরে পদ-ধূলি দিতে না কর সংশয়॥
ছেলেপিলে নাহি মোর নাহিক সংসার।
তবে কেন পাপ-কর্ম্ম করি আমি আর॥

উদর-পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা দিলে।
তবে কেনে থাকি মুঞি দস্যু-সহ মিলে॥
বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্ম্মের প্রতি।
আর না রহিব মুঞি দস্যু-দলপতি॥
এত বলি নারোজী দলের প্রতি চায়।
অস্ত্র-শস্ত্র সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায়॥

প্রভু কহে নারোজী আমার কথা শুন।
আর কত কহিব তোমারে পুনঃ পুনঃ॥
কৌপীন পরিয়া কর লজ্জা-নিবারণ।
মাগিয়া যাচিয়া কর উদর-পোষণ॥
কাহার লাগিয়া অর্থ করহ সঞ্চয়।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়॥
এক মুষ্টি অন্নে যদি দেহ-রক্ষা হয়।
তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয়॥
অঞ্জলি-পাত্রেতে পিয় ঝরণার জল।
বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া কিবা ফল॥
কুবের-সমান যত আছে ধনিগণ।
একদিন প্রেত-পুরে করিবে গমন॥
যে পথে দরিদ্র যাবে এ দেহ ত্যজিয়া।
অবশ্য সম্রাট্ যাবে সেই পথ দিয়া॥
এই উপদেশ শুনি নারোজী ব্রাহ্মণ।
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন॥

নারোজী কহিলা সব তীর্থ দেখাইব।
তীর্থে তীর্থে আপনার পিছনে যাইব॥
এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তি-ধূমে।
আজি হৈতে অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিলাম ভূমে॥
এই হস্তে কত নর-হত্যা করিয়াছি।
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি॥
আর না রহিব মুঞি ডাকাতের পতি।
কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি॥
জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া।
পাপে দেহ জরজর না দেখি ভাবিয়া॥

এত বলি দস্যুপতি সব তেয়াগিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে কৌপীন পরিয়া॥
কে কোথা চলিয়া গেল তবে দস্যুগণ।
নারোজী মোদের সঙ্গে করে আগমন॥

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।

জয়ানন্দের জন্মকাল ১৫১১-১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(গ্রন্থ-রচনা-কাল অনুমান ১৫৪০ খৃঃ।)

মহাপ্রভুর শৈশব-সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা।

ধন্য ধন্য নবদ্বীপ মধ্যে জম্বুদ্বীপে।
ধন্য ধন্য গৌড়দেশ উৎকল-সমীপে॥
একচাকা থলকপুর পদ্মাবতী-কক্ষে।
জন্মিলা অনন্ত মাঘমাসে শুক্লপক্ষে॥
জাতকর্ম্ম করিয়া ঠাকুরে নাম থুইল।
বাল্য-ক্রীড়া করি কত আত্ম প্রকাশিল॥

নিত্যানন্দ।

উন্মাদ বৈরাগ্য মহা-ঔদ্ধত্য (১) দেখিয়া।
শাস্ত্র-শালে পঢ়াইল যজ্ঞসূত্র দিয়া॥
মাতা পিতা ভ্রাতা কত দেখেন প্রকাশ।
অষ্টাদশ বৎসরে ছাড়িল গৃহবাস॥
প্রয়াগেতে যতিরাজ শ্রীঈশ্বর পুরী।
সন্ন্যাস লভিল তথা গুরু লক্ষ্য করি॥
অবধূত-প্রেমে নিত্যানন্দ নাম ধরি।
কাশীপুরে রহিলা সকল তীর্থ করি॥

অদ্বৈত।

বঙ্গে রামনবলা গ্রাম লভ্যবতী ঠাকুরাণী।
তার গর্ভে জন্মিলা অদ্বৈত শিরোমণি॥
কমলাক্ষ নাম সূতিকা-গৃহবাসে।
সুপ্রকাশ অদ্বৈত পদবী হব শেষে॥

---

(১) ঔদ্ধত্য=প্রতিভা।

শচী-গর্ভে অষ্ট কন্যা জন্মকালে মৈল। (১)
দৈব-নিবন্ধনে দিন কত কাল গেল॥
জগন্নাথ মিশ্র হৈল মিশ্র পুরন্দর।
সৎকবি পণ্ডিত মহাতার্কিক সুন্দর॥
উগ্রতপ দেখি সর্ব্ব লোকে চমৎকার।
স্নান-সন্ধ্যা নিত্যশ্রাদ্ধ ভূদেব-আচার॥
বলি হোম জপ সন্ধ্যা পূজা ধূপ-দীপে।
শ্রীভাগবত-পাঠ করেন গোবিন্দ-সমীপে॥

বিশ্বরূপ।

আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম।
দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ-গ্রাম॥
নিরবধি ডাকা চুরি অরিষ্ট দেখিঞা।
নানা দেশে সর্ব্ব লোক গেল পলাইঞা॥
তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতুকে।
বিশ্বরূপ-দশকর্ম্ম করি একে একে॥

নবদ্বীপে হুসেন সাহ-কৃত অত্যাচার।

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজ-ভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি-নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর-দ্বার লোটে তার লৌহ-পাশে বান্ধে
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ-ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥

পিরল্যা ব্রাহ্মণ।

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে॥

---

(১) চৈতন্য-ভাগবতে শচীদেবীর বহু কন্যা হওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। এখানে আমরা ঠিক সংখ্যাটি পাইলাম।

গৌড়েশ্বর-বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। (১)
নবদ্বীপ-বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় (২) প্রজা॥

ভবিষ্যদ্বাণীতে ভয়।

এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদ-স্থত সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ম্ময় রাজা।
রত্ন-সিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি।
বিশারদ-নিবাস করিল বারাণসী॥
বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে।
ভট্টাচার্য্য-শিরোমণি সভার সমীপে॥

বাসুদেবের উড়িষ্যায় গমন।

নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর।
রাত্রি-কালে স্বপ্ন দেখে মহাঘোরতর॥
কালী খড়্গ-খর্পরধারিণী দিগম্বরী।
মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি॥
ধরিয়া রাজার কেশে বুকে মারে শেল।
কর্ণ-রন্ধ্রে নাসা-রন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল॥
আজি তোর গঙ্গায় ফেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
গৌড়েন্দ্র বলিল মাতা মোর দেহে থাক।
নবদ্বীপ বসাইব আজি প্রাণ রাখ॥

হুসেন সাহের স্বপ্ন।

---

(১) ঠিক মিথ্যা কথা কি না বলা যায় না। চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়, চৈতন্যদেবের শৈশবকালের প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছিলেন, হয়ত ইনিই গৌড়াধিপ হইবেন। প্রচলিত প্রবাদ না থাকিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-শিশুর প্রতি এরূপ গৌরবের আরোপ করিবার কারণ কি? (২) ধনুর্দ্ধারী।

নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে।
মূর্চ্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণীতলে পড়ে॥

প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজ-বিশ্বাসে।
শুনিঞা আশ্চর্য্য স্বপ্ন সর্ব্ব লোক ত্রাসে॥
গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু।
রাজ-কর নাহি সর্ব্ব লোক চাষ চষু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
রাজ-কর-দণ্ডী হয়ে ত্রিশূলে সে পড়ে॥ (১)
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥

অত্যাচারের নিবারণ।

নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে।
কলসে পতাকা উড়ু মন্দির-উপরে॥
পুষ্পের বাজার পড়ু গন্ধের উভার (২)।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক মন্ত্র জয় জয়কার॥
পূর্ব্বে যেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী।
তার শত গুণ অধিক যেন শুনি॥
নবদ্বীপ-সীমাএ যবন যদি দেখ।
আপন ইৎসাএ মার প্রাণে পাছে রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান।
হাট ঘাট মানা নাই কর গঙ্গাস্নান॥
নবদ্বীপের প্রজাএ কি মোর অধিকার।
সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার॥
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পুনঃ সৃষ্টি।
শরৎকালে রাত্রি-শেষে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
মহামহাজন যে ছাড়িয়াছিল গ্রাম।
নবদ্বীপে আইলা সভে পূর্ণ হইল কাম॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদ-দ্বন্দ্ব।
আনন্দে নদীয়াখণ্ড রচে জয়ানন্দ॥

---

(১) রাজার হস্তে দণ্ডিত হয় ও শেষে তাহাকে শূলে চড়ান হয়।

(২) উভার = রাশি।

শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য।

না লয় চন্দন মালা না পরে বসন।
নিগমে (১) বসিঞা থাকে কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥
চাঁচর কেশ না বান্ধে না শুনে কারো কথা।
ভোর-দুপর-বেলা গৌর যায় যথা তথা॥

রহা রহা রে নদীয়ার লোক
আমার গৌরাঙ্গ কোথা যাবে।
আমার শপথ লাগে যদি কেহ না রহাবে॥ ধ্রু॥

আগম নিগম গীতা পুথি বাম করে।
করঙ্গ বাঁধিল গোরা কটির উপরে॥
গজেন্দ্র-গমনে যায় উলটি না চায়।
আউলাইল মাথার কেশ শচী পাছু ধায়॥
কর্পূর তাম্বূল ছাড়ি প্রিয় কৃষ্ণকেলি।
কনক-কুণ্ডল হার হিরণ্য-মাদুলী॥
ছাড়িঞা পালঙ্ক-শয্যা ভূমে নিদ্রা যায়।
ফিরে ফিরে করি ঘন ডাকে উর্দ্ধ-রায়॥
না করে স্নান গৌর না করে ভোজন।
না করে শ্রীঅঙ্গে বেশ তৈল-উদ্বর্ত্তন॥
দূর গেল সন্ধ্যা তর্পণ দেবার্চ্চনা।
দূর গেল মন্ত্র জাপ্য তুলসী-বন্দনা॥
নিরবধি সুগন্ধী পরাণ অঙ্গে যার।
কত পরিহাস প্রিয় গদাধর সার॥
শ্রীনিবাস মুরারি গুপ্তেরে না কহিয়া।
একলা চলিলা প্রভু বৈরাগ্য হইয়া॥
করঙ্ক কৌপীন পুথি দূরে ফেলাইয়া।
নেউটিয়া নিল মায়ে মন্দিরে লইয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণী চরণে পড়িয়া।
কোথায় চলিবে প্রভু আমারে ছাড়িয়া॥

---

(১) নির্জ্জনে।

শচীর করুণা দেখি বৈষ্ণবী মালিনী।
কান্দিতে লাগিলা ধাত্রী-মাতা নারায়ণী ॥
গৌরাঙ্গ-বৈরাগ্য নবদ্বীপে নাহি সুখ।
জয়ানন্দ বলে পাবি সদা অধোমুখ ॥

... ... মহাবৈরাগ্য প্রকাশ।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিয়া চলিলা সন্ন্যাস ॥
আগম নিগম গীতা করঙ্ক কৌপীন।
বৈরাগ্যে সংসার ছাড়ি হৈলা উদাসীন ॥
সিংহাসন পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমি-শয্যা।
ছাড়িল বৃন্দার সেবা কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা ॥
লক্ষ্মীর বিলাস ছাড়ি তরুতলে বাস।
বৈরাগ্য ছাড়ি ঝাট হইল সন্ন্যাস ॥
রত্ন-কুণ্ডল হার হিরণ্য-মাদুলী।
সুখময় বসন না পরে কৃষ্ণকেলি ॥
বিষ্ণুতৈল ছাড়ি প্রভু সুগন্ধী পরাগ।
চাঁচর কেশ ধূলায় ধূসর তিন ভাগ ॥
যে ঠাকুর দিব্য-মালা পরে শত শত।
সে প্রভুর গলে নাম-ডোর-গ্রন্থ কত ॥
যে অঙ্গে চন্দনাগুরু কস্তূরী সুন্দর।
সে অঙ্গ কীর্ত্তনানন্দে ধূলায় ধূসর ॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল যার মুখে।
সে প্রভু হরীতকী ফল খাএ কোন্ সুখে ॥
মহা-বৈরাগ্য দেখি পার্ষদ-উন্মাদ।
তা দেখি গৌরাঙ্গ সভায় করিল প্রসাদ ॥

হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি।
সন্ন্যাস-রহস্য যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি ॥
শুনিয়া আনন্দময় হইল গোরচন্দ্র।
গঙ্গা পার হৈয়া আগে রৈলা নিত্যানন্দ ॥
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার ॥
আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর আচার্য্য হরি।
বাসুদেব দত্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ॥

Plate IX.

H. V. SEYNE & BROS.
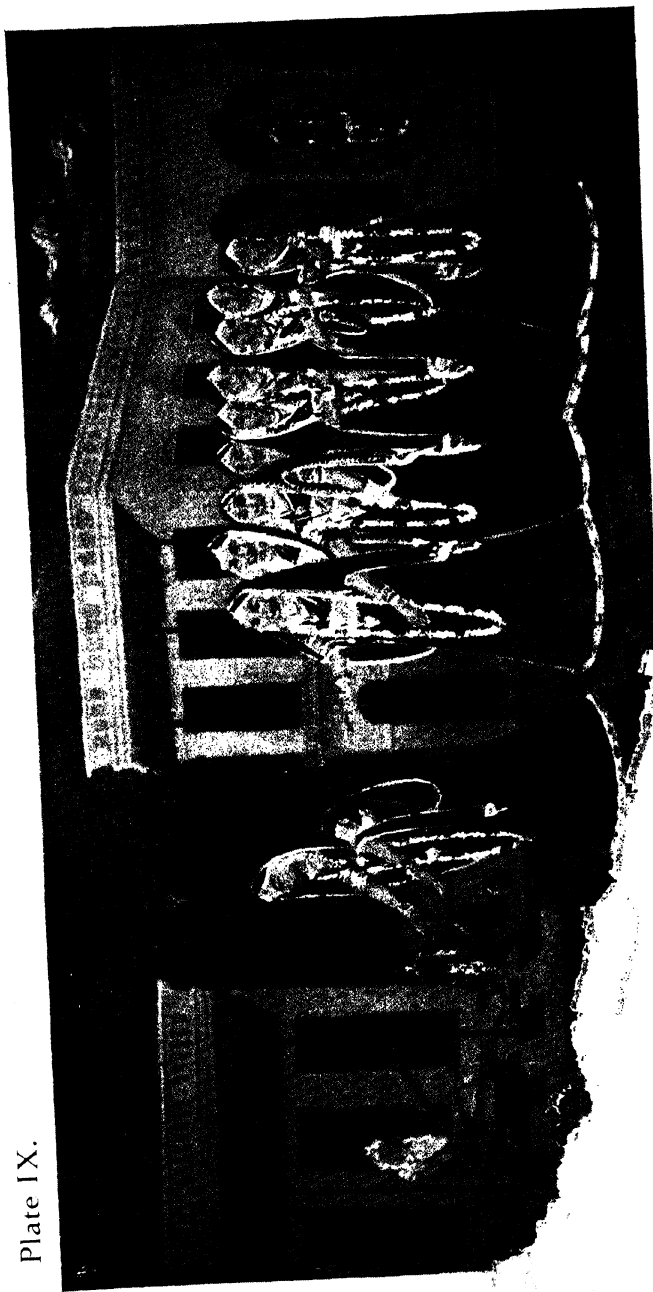
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

বৃন্দাবনদাস-প্রণীত।

বৃন্দাবনদাসের জন্ম ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে। বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৪৫-৩৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চৈতন্য-সঙ্গিগণের আবির্ভাব ও তৎসময়ে নবদ্বীপের অবস্থা।

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ-গ্রামে।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সভার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥

রাঢ়-মাঝে এক-চাকা নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করি পিতা-ব্যাজ।
কৃপা-সিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণা হৈলা নিত্যানন্দ-নাম ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
তিরোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্রে বিলাস ॥

গঙ্গা-তীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে ॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গা-তীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে ॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত ॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখ করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতিপুণ্য-তীর্থময় ॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ-ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥

নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥

নবদ্বীপ বিদ্যার কেন্দ্র, কিন্তু ভক্তি-হীন।

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকে-হো ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যা-রস পায়॥
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয় (১)।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে (২)॥

কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়ে।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পঢ়াইতে সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥

---

(১) সমুচ্চয়=সংখ্যা।　　(২) ব্যবহার-রসে=লৌকিক ব্যবহারের আমোদে।

১১৭ঃ

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেহ নাহিক হরি-ধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমতে এ সব জীব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব-লোকে ধন্য॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণ-ভক্তি বাখানিতে যে-হেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র-পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি-সার॥
তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য॥

জীবের দুঃখে অদ্বৈতের কষ্ট, ও চৈতন্য-অবতার।

এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদিয়ায়।
ভক্তিযোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা কৃষ্ণ-ভক্তি কারো নাহি বাসে॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগাই গঙ্গাদাস।
তোমা সভা বিদ্যমানে লইব সন্ন্যাস॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদ-দ্বন্দ্ব।
আনন্দে বৈরাগ্য-খণ্ড গায় জয়ানন্দ॥

কাটোয়া-নগর।

ধন্য ধন্য কাটোয়া-নগর কেশব ভারতী যথা।
মহাভাগবত দ্বিজ শত শত তপ্তধারা নদী যথা॥
সুতার সঙ্গম ইষ্টকা-রচিত প্রাচীর সুন্দর মঠে।
কূপ তড়াগ সুযন্ত্রিত চত্বর বিরাজিত গঙ্গাতটে॥
আম্র পনস গুবাক নারিকেল চম্পক তাল কদম্বে।
বেল নারঙ্গ হরীতকী মন্দার বকুল নিম্বে॥
শারী শুক চক্রবাক পারিজাত ময়ূর হংস কোকিলে।
মল্লিকা মালতী কেশর কেতকী মত্ত মধুব্রত মেলে॥
সভার মন্দিরে তোরণ-কলস ধ্বজ-পতাকা বিচিত্রে।
শঙ্খ মৃদঙ্গ রবাব সুমধুর চন্দ্রাতপাদি বিচিত্রে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নিরন্তর পুষ্পের বাজার পড়ে।
পুষ্পোদ্যান রম্য রম্য স্থান দেব-দেবালয় গড়ে॥
দিব্য-মূর্ত্তি যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদে।
কাটোয়া-নগরী যেন সুরপুরী সর্ব্বসুখ-প্রমোদে॥
দেব-ঋষি-মুনি-স্থান সুরধুনী কপট সন্ন্যাস-বেশে।
ন্যাসী চক্রবর্ত্তী কেশব ভারতী পুষ্প শতাবধি শেষে॥
ব্রাহ্মণ-কুমারী ইন্দ্র-বিদ্যাধরী কাটোয়া-নগরী বসে।
রূপ-লাবণ্য যত ত্রিজগৎ মোহিত বচনে মাণিক্য খসে॥
নাচে বাটে বাটে হাটে নিরন্তর স্বস্তিক সিন্দুর-লেখা।
ধ্বজ-কলস চুতাঙ্কুর-পল্লব দিব্য চন্দ্রাতপ শাখা॥
দধি মধু ঘৃত কজ্জল রোচনা দর্পণ ধান্য রজত।
কাঞ্চন-জড়িত রজত-চামর ধূপ দীপ শত শত॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রেশ্বর-ঘাট মনোহর উত্তরে আছয়ে গঙ্গা।
মধ্যে ক[illegible] গুপ্ত-বারাণসী নিত্য নবরত্ন-সঙ্গা॥
গোধূলি[illegible]কুণ্ডে [illegible]
[illegible]চিত্র[illegible]দঙ্গ-শঙ্খ-ধ্বনি প্রমোদে।
ভূদেব স[illegible]ব্য পরিচ্ছদ তর্ক সাহিত্য বিনোদে।

গুপ্ত-বারাণসী কাটোয়া-নিবাসী দরশনে পাতক খণ্ডে।
শ্রবণে মুক্তি নিত্য শুদ্ধমতি মহাপাপ খণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে ॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-প্রাণনাথ-পদপঙ্কজ-মকরন্দে।
চৈতন্য-মঙ্গল নিগম নিগূঢ়ে গায় দ্বিজ জয়ানন্দে ॥

বৃন্দাবন-তীর্থে রূপ-সনাতন-মিলন।

কেলি-মণ্ডপ কল্পতরু আর কেশীঘাট।
উদ্ধবের ঘর ভ্রাতৃবধ শিলাপাট ॥
সমুদ্রঘাট কালিহ্রদ নন্দালয়।
একে একে দেখি বৃন্দাবনে জলাশয় ॥
হেনকালে দবির খাশ (১) ভাই দুই জনে।
দেখিয়া চৈতন্য চিনিলেন ততক্ষণে ॥
মহাবৈরাগ্যমূর্ত্তি মৃত্তিকার ভাণ্ড সঙ্গে।
নিরবধি প্রেমধারা পুলক সর্ব্বাঙ্গে ॥
যতেক সম্পদ তারা তৃণজ্ঞান করি।
বৃন্দাবনে ভ্রমে অকিঞ্চন-বেশ ধরি ॥
ঈশ্বর দবির খাশ ভাই সনাতন।
গৌড়েন্দ্র-সম্পদ ছাড়ি হৈলা অকিঞ্চন ॥
সহস্রেক ঘোড়া যার আগে-পিছে দৌড়ে।
বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পোঁতা থাকিল সে গৌড়ে ॥
পূর্ব্বে তারা ব্রহ্মার মানস-পুত্র ছিল।
শাপ-ভ্রষ্ট দুই ভাই পৃথিবী জন্মিল ॥
চৈতন্য-দর্শনে তার শাপ-বিমোচন।
গোসাঞি নাম থুইলেন রূপ-সনাতন ॥
গোসাঞি বলেন হৈলা দবির খাশ।
রূপ-সনাতন করি খ্যাতির প্রকাশ ॥
দবির খাশেরে কৃপা করি গৌরচন্দ্র।
মথুরা দেখিয়া তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী মধ্যে মহারণ্যে।
দ্রাবিড় ডাহিনে থুইঞা চলিলা চৈতন্যে ॥

বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ-পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গলে॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত বড় পায় মনে দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
নিরবধি এই মত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক-চিত্ত হৈয়া॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বার বার॥

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ-নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গাস্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক সার বৈসে নদিয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস॥
একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার॥

চৈতন্যের গয়ায় গমন ও ভক্তি-লাভ।

স্নান করি পিতৃ-দেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচী-নন্দন॥
গয়া-তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্কার করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃ-দেবের সম্মান॥

চক্রবেড়।

তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ-স্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল-প্রমাণ॥

পাদপদ্ম।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা-যোখা নাহি তার॥
চতুর্দ্দিগে দিব্য রূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব-বর্ণন॥
কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
তিলার্দ্ধকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র॥
যোগেশ্বর সভেরো দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্ত-শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥

চরণ-প্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ-দর্শনে॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেম-ভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥

র্মক

অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত রহি দেখে বিপ্রগণে॥

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।

াগমন।

আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেই স্থানে॥
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর॥

ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে॥
প্রভু বোলে গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ। চৈতন্যের কাকুবাদ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ব-বন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥

বোলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত। পুরীর উত্তর।
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ অতি সুনিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার।
সেহো কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ॥
সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥
যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদিয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥
সত্য এই কহি ইথে কিছু অন্য নাই।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা দেখি পাই॥

শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বোলেন প্রভু মোর বড় ভাগ্য॥
এই মত কত আর কৌতুক-সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥

পিণ্ডদান ও তীর্থ-দর্শন।

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥
ফল্গু-তীর্থে করি বালুকার পিণ্ড-দান
তবে গেলা গিরি-শৃঙ্গে প্রেত-গয়া-স্থান॥
প্রেত-গয়া-শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচী-নন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণ-মানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম-গয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥
এহো অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥
চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেঢ়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সভে পঢ়ান বচন॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত খণ্ডিল বন্ধন॥
উত্তর-মানসে প্রভু পিণ্ডদান করি।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
শিব-গয়া ব্রহ্ম-গয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ-গয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শ-গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়া-শিরে আসি করিলেন পিণ্ডদান॥
দিব্যমালা চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণু-পদ-চিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥

এই মত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায়ে চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥

তবে মহাপ্রভু কথোক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়॥
প্রেমযোগে কৃষ্ণ-নাম বলিতে বলিতে।
আইলেন মত্ত-প্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম সম্ভ্রমে।
নমস্করি তানে বসাইলেন আসনে॥
হাসিয়া বোলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত।
ভাল ত সময়ে হইলাঙ উপনীত॥

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে আহার।

প্রভু বোলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥
হাসিয়া বোলেন পুরী তুমি কি খাইবে।
প্রভু বোলে আমি অন্ন রান্ধিবাঙ সবে॥
পুরী বোলে কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর দুই ভাগ॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি॥
তবে প্রভু আপনার অন্ন তানে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হর্ষ হইয়া॥
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অন্য মতি॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন॥
সেই ক্ষণে রমা-দেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥
তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥

তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব-অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য-গন্ধে॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে॥

কুমারহট্টে।

আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন-ধন-প্রাণ॥
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাঢ়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥
প্রভু বোলে গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥

আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বোলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে॥
শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥
দোঁহার নয়ন-জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেহো নহে স্থির॥

হেন মতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি।
কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌর-হরি ॥

আত্ম-প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম-ভক্তির বিজয় ॥
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র-ধ্যান লাগিলা করিতে ॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥
কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন-শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥
পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।
শ্লোক পঢ়ি পঢ়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
প্রেম-ভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর ॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে ॥ ভক্তির উচ্ছ্বাস।
যে প্রভু আছিলা অতি পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥
গড়াগড়ি যাবেন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥
তবে কথোক্ষণে আসি সর্ব্ব-শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি অশেষ যতনে ॥
প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা ॥

গৃহে প্রত্যাগমন ও ভক্তি-লীলা।

প্রভু বোলে তোমা সভাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্ব্বিরোধে ॥
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়ে ॥

শিরে হাত দিয়া কেহো চিরজীবী করে।
সর্ব্ব-অঙ্গে হাথ দিয়া কেহো মন্ত্র পঢ়ে॥
কেহো বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ॥
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেই ক্ষণে কেহো কেহো গেলা।
সভারে করিলা প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সভে গেলা নিজ-বাস॥

বিষ্ণু-ভক্ত গুটি দুই চারি জন লৈয়া।
রহঃ কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥
প্রভু বোলে বন্ধু-সব শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিল যথা যথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাঙ মঙ্গল-বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পঢ়ে বেদধ্বনি।
দেখ দেখ বিষ্ণু-পাদোদক-তীর্থখানি॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন।
সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥
যার পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল পাদোদক-তীর্থ নাম॥

তীর্থের কথা বলিতে যাইয়া ক্রন্দন।

পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম-জলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে॥

পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প-ভরে থরথর॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন॥
চতুর্দ্দিগে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসি করিলেন অবতার॥

মনে মনে সভে ভাবেন চমৎকার।
এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥
বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কথোক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভা-সনে॥
প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বোলোঁ তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা সভা সহিত নির্জ্জন এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥
কালি সভে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে॥
সময় করিয়া সভে করিলা বিদায়।
যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায়॥

পরদিন আসিতে অনুরোধ।

নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করেন ক্রন্দন।
আই দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বোলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
কর-যোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥

প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।
শুনি ধ্বনি যায় যথা ভাগবতবৃন্দ॥
যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।
সময় করিলা প্রভু তা সভার সনে॥
কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া॥
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্ পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত॥
যথাকৃত্য করি ঊষাকালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥
এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দ-চয়ন। কুন্দ-রূপে কিবা কল্পতরু অবতরে॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥
ঊষাকালে উঠিয়া যতেক ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥
সভেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণ-কথা-রসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥

হেনই সময়ে আসি শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে তথা হইলা বিদিত॥
সভেই বোলেন আজি বড় দেখি হাস্য।
শ্রীমান্ বোলেন আছে কারণ অবশ্য॥
কহ দেখি বোলে সব ভাগবতগণ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত বোলে শুনহ কারণ॥
পরম অদ্ভুত কথা মহা-অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥
চৈতন্যের অবস্থা-বর্ণন। নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণ-কথা
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥

পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গ মহা-কম্প পুলকে পূর্ণিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।
কথোক্ষণে বাহ্য-দৃষ্টি হৈলা চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
শুক্লাম্বর-গৃহে কালি মিলিবা সকলে॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা সভা স্থানে করিব গোহারি॥
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা॥
শ্রীমানের বচন শুনিঞা ভক্তগণ।
হরি বলি মহা-ধ্বনি করিলা তখন॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
গোত্র বাঢ়াউক্ কৃষ্ণ আমা সভাকার॥

আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সঙ্কথন।
উঠিল মধুর কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
তথাস্তু তথাস্তু বোলে ভাগবতগণ।
সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥
হেন মতে পুষ্প তুলি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূজা করিবারে সভে করিলা গমন॥
শ্রীমান পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তাহান মন্দিরে॥
শুনিঞা এ সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥
কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া॥

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

সদাশিব মুরারি শ্রীমান শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর॥

হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণব-সমাজ॥
পরম আদরে সভে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্য-দৃষ্টির প্রকাশ॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ॥
পাইনুঁ ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা।
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
কোথা কৃষ্ণ বলি পড়িলেন মুক্ত কেশে॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র হা কৃষ্ণ বলিয়া।
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেল গদাধর।
কেবা কোন্ দিগে পড়ে নাহি পরাপর॥
সভেই হইলা প্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী দেবী দেখিয়া বিস্মিত॥

কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোন্ দিগে গেলা।
এত বলি প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা॥
কৃষ্ণ-প্রেমে কান্দে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেম-রঙ্গে॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥

স্থির হৈয়া ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দ-ধারা বহে নিরন্তর॥
প্রভু বোলে কোন জন গৃহের ভিতর।
ব্রহ্মচারী বোলেন তোমার গদাধর॥

হেঁট মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর। গদাধরের প্রশংসা।
দেখিয়া সন্তোষে প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর॥
প্রভু বোলে গদাধর তোমার সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণতে করিলা দৃঢ় মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি গেল দিন-দোষে॥

এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্ব-সেব্য কলেবর॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম-জলে।
সবে মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বোলে॥ দৈন্য ও ভক্তি।
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ কোথা বন্ধু-সব বোলহ সত্বর॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥
প্রভু বোলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দ-গোপের নন্দন॥
এত বলি শ্বাস ছাড়ে পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহো নাহি বান্ধে॥

এই সুখে সর্ব্ব দিন গেল ক্ষণ-প্রায়।
কথঞ্চিত সভা-প্রতি হইলা বিদায়॥
গদাধর সদাশিব শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর আদি সভে হইলা বিস্মিত॥
যে যে দেখিলেন প্রেম সভেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য॥
বৈষ্ণব-সমাজে সভে আইলা হরিষে। বৈষ্ণব-সমাজে আলোচনা।
আনুপূর্ব্বি কহিলেন অশেষ-বিশেষে॥
শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ।
হরি হরি বলি সভে করেন ক্রন্দন॥
শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে ঈশ্বর বা হইলা বিদিত॥

কেহো বোলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে॥
কেহো বোলে হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি জানিহ অবশ্য॥
কেহো বোলে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ-প্রকাশ গয়াতে॥
এই মত আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা জন নানা মতে করেন কথন॥
সভে মিলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন।
কেহো গায় কেহো নাচে করয়ে ক্রন্দন॥
হেন মতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ব-বাসে॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট।

কথঞ্চিত বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ-বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥
গুরু বোলে ধন্য বাপ তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন॥
তোমার পঢ়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুথি কেহো নাহি মেলে ব্রহ্মা বোলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ।
কালি হৈতে পঢ়াইবা আজি যাহ বাস॥
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে পঢ়ুয়া-বেষ্টিত শশধর॥

মুকুন্দ সঞ্জয়-গৃহে।

আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥
গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে॥

জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সভাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে॥
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীত করি বিদায় দিলেন সভাকারে॥
যেই জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥

শচীদেবীর আশঙ্কা ও চেষ্টা।

পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে॥
স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর।
সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥
লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বোলে অনুক্ষণ॥
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥
ভিন্ন জন দেখিলে করেন সম্বরণ।
ঊষাকালে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন॥

পড়ুয়াদের নিকট ভক্তির ব্যাখ্যান।

আইলেন মাত্র প্রভু করি গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়ার বর্গ আসি হৈলা উপস্থান॥
কৃষ্ণ বিনু ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া সকল ইহা কিছুই না জানে॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া-সভার স্থানে প্রকাশ করিতে॥

হরি বলি পুথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচী-নন্দন॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরি-ধ্বনি।
শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমণি॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম॥
প্রভু বোলে সর্ব্ব কাল সত্য কৃষ্ণ-নাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যার তার অকথ্য কথনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-পদে ভক্তি-ধন॥

লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল।

জন্মকাল ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ। গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৫২—৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিলাষ শুনিয়া শচীদেবীর শোক।

এই মতে অনুমানি জানাজানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচী-মাতা॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর।
অচেত হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তর॥
উন্মত্ত পাগল যেন বেড়ায় চৌদিগে।
যারে দেখে তারে পুছে সেই নবদ্বীপে॥
নিশ্চয় জানিল পুত্র করিবে সন্ন্যাস।
গোরাচাঁদের কাছে গিয়া ছাড়িল নিশ্বাস॥
তুমি পুত্র মাত্র মোর দেহে এক আঁখি।
তোমা না দেখিলে সব অন্ধকারময় দেখি॥

লোক-মুখে শুনি পুত্র করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥
একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাই।
সব দুঃখ পাসরি তোমার মুখ চাই॥

নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ॥
না ঘুচাহ আরে পুত্র মোর অহঙ্কার।
তোমা না দেখিলে সব হবে ছারখার॥
ভাগ্য করি মানে লোক দেখি তোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ দেহের তারা।
তুমি না থাকিলে হব জীয়ন্তেই মরা॥
দুঃখ-ভাগী অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥
এ হেন কোমল পাএ কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুঃখিনী মায়॥
বিষ খাঞা মরিব তোমার বিগুমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিএ কাণে॥
আমারে মারিয়া পুত্র যাইবে বিদেশ।
আগুনি জ্বালিয়া তাতে হইব প্রবেশ॥
সর্ব্ব জীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগতে ধন্য।
সুচারু-মোহন-বেশ কেশের লাবণ্য॥
সুন্দর লম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া।
জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥
তোর রূপ-গুণে বাপু কি দিব উপমা।
ত্রিজগৎ-মাঝে বাপু তোমার মহিমা॥
বয়স্য-সহিত তুমি চলি যাহ পথে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুথি বাম হাতে॥

কেমনে ছাড়িয়া যাবে নিজ সঙ্গিজন।
না করিবে তা সবার সহিত সঙ্কীর্ত্তন॥
সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ যায় সকল সংসার॥
কেমনে বা জীবে তোর নিজ সঙ্গিগণে।
সভারে মারিবা তোর সন্ন্যাস-কারণে॥
সন্ন্যাস শুনিলে আর না জীবে কোন জন।
বিদরিয়া মরিবে সকল পুরজন॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি আর হরিদাস॥
মরিবে সকল জন না দেখিয়া তোমা।
এ সব দেখিয়া পুত্র চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পিতাহীন পুত্র তোর দিল দুই বিভা।
অপত্য-সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম॥
এতেক বচন যদি শচী দেবী বৈল।
শুনিয়া প্রবোধ-বাণী মায়েরে কহিল॥

জননীকে চৈতন্যের প্রবোধ-প্রদান।

আস্তেব্যস্তে কহে শুন আমার বচন।
মিছা কাজে চিত্তে দুঃখ কর অকারণ॥
বিষম বিপাক ইথে আছএ অপার।
ক্ষণেকে ভঙ্গুর এই সকল সংসার॥
তবহুঁ দুর্ল্লভ এই মানুষ-শরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া যবে মায়া হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মাত্র এই সব দেহ।
মুক্তবন্ত হয় যদি কৃষ্ণে করে লেহ॥
পুত্র-স্নেহ করি মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ হইলে কত হয় লাভ॥

সংসারে আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ-পীরিতি করি ভব তরিবারে ॥
সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেম-ভক্তি-দাতা ॥

কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়এ অন্তর।
চরণে পড়িয়া বলোঁ বচন কাতর ॥
বিস্তর পীরিতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় চিত্ত-শুদ্ধ হই যে আমি ॥
আমার নিস্তার হয় তোমার পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজ ছাড় পুত্র-জ্ঞান ॥

সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ-প্রেমার (১) কারণ।
দেশে দেশে আনি দিব তোরে প্রেম-ধন ॥
আনের তনয় আনে রজত-সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ হয় নহে পরধর্ম্ম ॥
ধন-উপার্জ্জন করে আনে বড় দুঃখ।
ধন যাউক কিবা আপনে মরুক ॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণ-প্রেম-মহাধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ ॥
ইহলোক পরলোক অভিলাষী প্রেমা।
আজ্ঞা কর বেদিনি মা চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥
ইহা শুনি শচী দেবী বিস্মিত হিয়ায়।
গৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় ॥
চতুর্দ্দশ-লোক-নাথ মায়া কৈল দূর।
সর্ব্ব জীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥

(১) অনেক সময় প্রাচীন পুথিতে 'প্রেম' শব্দের স্থলে 'প্রেমা' শব্দ দৃষ্ট হয়।

চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ লইয়া শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের নবদ্বীপে গমন ; এবং শচী দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুরবাসিগণের শোক।

*   *   *   *

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ পায়॥
নবদ্বীপে প্রবেশিতে শ্রীচন্দ্রশেখর।
নয়নে গলএ জল পোড়এ অন্তর॥
নবদ্বীপ-বাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পোড়এ প্রাণ ধক্‌ধক্ হিয়া॥
সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে।
সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে॥
পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায় (১)।
শুনি শচী দেবী আউদর-চুলি ধায়॥
আমার নিমাই কোথা থুয়্যা আইলা তুমি।
কেমনে মুণ্ডাইলা মাথা কোন্ দেশ ভূমি॥

কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয়-দারুণ।
গোরাচাঁদে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ॥
অনুমতি দিল কেমনে মুণ্ডাইতে মাথা।
এ হেন সন্ন্যাসী যে তাহার ঘর কোথা॥
সে হেন সুন্দর কেশ-লাবণ্য দেখিয়া।
কোন্ ছার নাপিত সে নিদারুণ-হিয়া॥
কেমন পাপিষ্ঠ সে কেশে দিল ক্ষুর।
কেমনে বা জীল সেই হৃদয়-নিষ্ঠুর॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুণ্ডাঞা পুত্র কেমন বা হৈল॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার হইল মোর সকল সংসার॥
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে হেন সুন্দর অঙ্গে নাহি দিব হাত॥
সুন্দর বদনে চুম্ব নাহি দিব আর।
ক্ষুধার সময় কেবা জানিবে তোমার॥

---

(১) রায় = রব।

এতেক বলিয়া দেবী কান্দিতে লাগিলা।
নিমাই নিমাই বলি ডাকিতে লাগিলা॥
বিরস বদনে দেবী করএ রোদন।
মুখে নাহি সরে বাণী অরুণ-লোচন॥
পুত্রের হাব্যাসে দেবীর মন নাহি স্থির।
মাথায় মারিল ঘা বহেত রুধির॥
প্রাণের নিমাই মোর কোথা গেলে তুমি।
তোমা না দেখিয়া বা কেমনে জীব আমি॥
এক তিল যদি তোরে না দেখি নয়নে।
তখনে জানিয়ে আমি যুগের সমানে॥
নিমাই বিহনে প্রাণ রাখিতে নারি আমি।
কহিল তোমারে আমি মরিব এখনি॥
এ ছার জীবনে মোর কোন্ প্রয়োজন।
নিমাই বিহনে ঘর হইল যে বন॥
বনবাস করিব কিবা তেজিব জীবন।
এই প্রকারে নাশ করিব জীবন॥
এতেক বিলাপ যদি শচী দেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে কত জন গেল॥

বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝরে॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় শ্রীচরণের ধেয়ানে।
সম্বরণ হয় হিয়া অনেক যতনে॥
প্রভু প্রভু বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে সর্ব্ব লোক কাঁদে॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে কান্দিতে লাগিল॥
সব জন বলে হেন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কায।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া-মাঝ॥
কহএ লোচন ইহা কাতর-হৃদয়।
এথা পহুঁ গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়॥

শ্রীচৈতন্যের বিদায়-গ্রহণ ও গৃহে সংবাদ-প্রেরণ।

শ্রীনিত্যানন্দ পহুঁ সঙ্গে চলি যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায়॥
নবদ্বীপ যাহ তুমি শুনহ বচন।
নদীয়া-নগরে মোর যত বন্ধু-জন॥
সবারে কহিবে মোর সবিনয় বাণী।
অদ্বৈত আচার্য্য-ঘরে উত্তরিব আমি॥
সভারে লইয়া তুমি যাইহ তথাকারে।
একত্র হইব সভে আচার্য্যের ঘরে॥
ইহা বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বরে।
নিত্যানন্দ-প্রভু গেলা নদীয়া-নগরে॥

নিত্যানন্দের নবদ্বীপে প্রবেশ।

নদীয়া-নগরে লোক জীয়ন্তেই মরা।
ছেদন করিতে রক্ত মাংস নাহি তারা॥
উদরে নাহিক অন্ন টলমল তনু।
সব অন্ধকারময় গোরাচাঁদ বিনু॥
আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া-নগরে।
গাএ বোলাইল সভে ধাইল সত্বরে॥
চলিতে না পারে কেহ টলমল করে।
দেখিতে না পায় পথ নয়নের নীরে॥
সকল বৈষ্ণব কাঁদে পড়িয়া চরণে।
পুছিতে না পারে কিছু কাতর বদনে॥
শচী অতি উনমতা ধাএ উর্দ্ধমুখে।
এ ভূমি আকাশ তার যুড়িয়াছে শোকে॥
আর্ত্তনাদে ডাকে শচী আরে অবধূত।
কোথা থুয়ে আলি আমার নিমাঞি সোণার সুত॥
ইহা বলি ডাকে শচী বুকে কর হানে।
টলমল করে নাহি চাহে পথ-পানে॥

নিত্যানন্দের প্রেম-বিলাস।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

গোস্বামিগণ-বিরচিত গ্রন্থ-সকল গৌড়মণ্ডলে প্রচারের জন্য তাহা শকটে পূর্ণ করিয়া দ্বাদশজন অস্ত্রধারী ব্রজবাসী-রক্ষক সমভিব্যাহারে শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে গৌড়ের দিকে যাত্রা করেন। পথে বাঁকুড়া-বনবিষ্ণুপুরের নিকট গোপালপুর গ্রাম। বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরের রাজা, কিন্তু তিনি দস্যুবৃত্তি করিতেন। রক্ষক-সঙ্গে শকট দেখিয়া রাজার জনৈক চর জিজ্ঞাসা করেন—"এই শকটে কি আছে?" বৃন্দাবনবাসী-রক্ষক ভক্তির ভাষায় বলিল "ইহাতে রত্ন আছে।"—রত্ন অর্থ 'গ্রন্থ-রত্ন'। রাত্রিকালে বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ রক্ষক-দিগকে প্রহার করিয়া শকট লইয়া যায়। তিন জন তত্ত্বাবধায়কের উপর এই গ্রন্থগুলির ভার ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে শ্যামানন্দ গৌড়দেশে গমন করেন। নরোত্তম ঠাকুর এই দুঃসংবাদ বৃন্দাবনে দেওয়ার জন্য তথায় রওনা হইয়া যান। শ্রীনিবাস আচার্য্য গোপালপুরে থাকিয়া গ্রন্থ-উদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। এই গ্রন্থগুলি গোস্বামিগণের আজীবন চেষ্টার ফল এবং তাঁহাদের নিকট ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি ছিল না। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় গ্রন্থও ইহার মধ্যে ছিল। শ্রীনিবাস বীর-হাম্বীরের সভায় যাইয়া কিরূপে পুস্তকগুলির উদ্ধার-সাধন করেন, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

এথা আচার্য্য ঠাকুর (১) বনে বুলেন ভ্রমিয়া।
একদিন বিষ্ণুপুর প্রবেশিলা গিয়া॥
কারে নাহি জানেন কেহো তারে নাহি জানে।
বাউলের প্রায় কেহো করে অনুমানে॥
এক বহির্ব্বাস কৌপীন এক হয়।
দেড় হাত বস্ত্র তাতে শরীর মোছয়॥
সেহ পুরাতন অতি মলিন বসন।
অতি কৃশ অঙ্গ গ্রামে করেন ভ্রমণ॥

---

(১) শ্রীনিবাস আচার্য্য।

কভু ভিক্ষা মাঁগি খায় কভু জল-পান।
কোথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান॥

দশ দিন নগর-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া।
একদিন বৃক্ষ-তলে আছেন বসিয়া॥
হেন কালে আইল এই ব্রাহ্মণ-কুমার।
দেখি জিজ্ঞাসিল তারে কি নাম তোমার॥
তেহো কহে কৃষ্ণবল্লভ নাম মোর হয়।
রাজার রাজ্যে বসি করি রাজার আশ্রয়॥

কৃষ্ণবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সৌন্দর্য্য ব্রাহ্মণ-পুত্রের দেখি সুখ পাইল।
বিনয় করিয়া তারে কিছু জিজ্ঞাসিল॥
কহ দেখি কেবা রাজা কিবা নাম হয়।
ধার্ম্মিক কি পুণ্যবান্ তাহার আশয়॥
তেঁহো কহে মহাশয় সে বড় দুরাচার।
দস্যু-বৃত্তি করে সদা সে অতি দুর্ব্বার॥
মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট।
বীরহাম্বীর নাম হয় রাজা মল্লপাট॥

এইরূপে গেল কাল দিন কথো হৈল।
এক গাড়ী মারি ধন লুটিয়া আনিল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসি পুরাণ শুনায়।
রাজা বসি শুনে বিপ্র বসিয়ে কহয়॥
আমরা বসিয়া শুনি দুই চারি দণ্ড।
বিশ্বাস নাহিক তার দুর্জ্জন প্রচণ্ড॥
তারে জিজ্ঞাসিল কিছু পড়িয়াছ তুমি।
ব্যাকরণ হইয়াছে নিবেদিল আমি॥
শ্লোকে আভাস বুঝিয়া অর্থ হয়।
সাহিত্য অলঙ্কার দেখি তবে সে বুঝয়॥
তাহারে কহিল সন্ধি-সূত্রের প্রসঙ্গ।
দুই জনে বিচার করে অতি বড় রঙ্গ॥
ব্রাহ্মণের পুত্র প্রীতি পাইল বহুমতে।
আপনে পারেন ঠাকুর মোরে পড়াইতে॥
বহু বিদ্যা দেখা নাই মোর পড়াবার।
তোমারে পড়াইতে পারি করিল অঙ্গীকার॥

দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয়।
নদী-পারে অর্দ্ধ ক্রোশ মোর বাস হয়॥
যদি কৃপা মোরে কর চল মোর ঘরে।
শুনিঞা তাহার বাক্য আনন্দ-অন্তরে॥
দুইজনে ঘরে গেলা ঘরে বসাইয়া।
চরণ ধুইতে জল আনিল ধাইয়া॥
আসনে বসিলে কহে পাক করিবারে।
পাক-সামগ্রী আনে বহুত আনন্দ-অন্তরে॥
ঠাকুর কহএ বাপু শুন মোর কথা।
সিঝা (১)-পোড়া ব্যঞ্জন আমি করি যে সর্ব্বথা॥
প্রদেশী ব্রাহ্মণ আমি নাহি পরিচয়।
হাতে জল আনি খাই যদি আজ্ঞা হয়॥
জল আনিবারে পাত্র তারে আনি দিল।
উঠিয়া যাইয়া জল আপনে আনিল॥
রন্ধন করিয়া ভোজন করিল তথাই।
ভালরূপে পড়ান তারে মনে সুখ পাই॥
পড়িয়া তাহার স্থানে যান রাজ-দ্বারে।
সন্ধ্যাকালে আইলেন আপনার ঘরে॥

দেউলি গ্রামে গমন ও কৃষ্ণবল্লভকে শিক্ষা-প্রদান।

ক্ষণেক বসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তারে।
কি শুনিলে কি পড়িলে কহ দেখি মোরে॥
তেঁহ কহে ভাগবত পণ্ডিত পড়িলা।
শুনি রাজা উঠি নিজ অন্তঃপুর গেলা॥
শুনিঞা আইল ঘরে ঘুষিবারে চাই।
কেবল আমার মন আছে তোমার ঠাঞি॥
আমারে লইয়া তুমি যাও রাজ-দ্বার।
তাহারে দেখিতে চিত্ত হইল আমার॥
ব্রাহ্মণ-কুমার কহে যে আজ্ঞা তোমার।
অবশ্য যাইব আমি সঙ্গে আপনার॥
আর দিন ভোজন করি যায় দুইজনে।
তাঁহা উত্তরিলা যাঁহা রাজ-বিদ্যমানে॥
ভাগবত পড়ে পণ্ডিত রাজা তাহা শুনে।
অর্থ করে ভাল মন্দ কিছুই না জানে॥

রাজ-সভায় গমন।

(১) সিঝা=সিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ।

সেদিন আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘর
আর দিন পুনশ্চ যান রাজ-বরাবর ॥
রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ে সদর্থ না জানে।
বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে ॥
ব্যাস-ভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত।
শ্রীধর-স্বামীর টীকা আছএ সম্মত ॥
কিবা বাখানহ ইহা বুঝন না যায়।
ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত প্রতি ভায়

ভাগবত-ব্যাখ্যায় দোষ-প্রদর্শন।

না শুনে পণ্ডিত রাজা তার পানে চায়।
সেই দিনে ঘর আইলেন আর দিনে যায় ॥
সেই দিনেতে পঞ্চাধ্যায়ী পণ্ডিত বাখানে।
অসঙ্গত অর্থ হৈল করে নিবেদনে ॥
পণ্ডিতের অর্থ শুনি রাজা আছে বসি।
স্বামীর যে টীকা ব্যাখ্যা কহ না প্রকাশি ॥
পণ্ডিতের ক্রোধ হৈল রাজা তারে কয়।
কিবা অর্থ কর ব্রাহ্মণ কেনে বা দোষয় ॥
পণ্ডিত কহে মহারাজা ভাগবতের অর্থ।
আমা বিনা বাখানয়ে কাহার সামর্থ্য ॥
কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র মধ্যে কহে কথা।
কিবা বাখানিবে তুমি আসি বৈস হেথা ॥
রাজা বলে বাখানহ ব্রাহ্মণ-কুমার।
ঠাকুর উঠিয়া কহে যে আজ্ঞা তোমার ॥
বসি বাখানয়ে সুখে পড়ে পুনর্ব্বার।
এক শ্লোক বাখানয়ে কতেক প্রকার ॥

শ্রীনিবাসের ভাগবত-ব্যাখ্যা।

শুনিঞা রাজার চিত্তে পরম-উল্লাস।
রাজার সাক্ষাতে বিপ্রের হৈল বড় ত্রাস ॥
প্রভুর নয়নে গলয়ে কত শত ধারায়।
অবাক হৈল পণ্ডিত রহে বক-প্রায় ॥
পুনর্ব্বার শ্লোক পড়ে আনন্দ-আবেশে।
বুঝাইয়া অর্থ করে অশেষ-বিশেষে ॥
শুনিঞা আনন্দ হয় রাজার অন্তর।
সভাতে যতেক লোকের হৈল চমৎকার ॥

কোথা হৈতে আইলেন বিপ্র কোথা ইহার ঘর।
সন্ধ্যাকাল হৈল তবে পুস্তকে দিল ডোর॥
পণ্ডিত-চরণে পড়ে আনন্দ-অন্তরে।
তুমি বড় বিচক্ষণ কৃপা কর মোরে॥
গুণগ্রাহী পণ্ডিত বুঝিল অভিপ্রায়।
অর্থ শুনাইয়া ঠাকুর কিনিলা আমায়॥
নমস্কার করি রাজা জিজ্ঞাসা করয়।
কোথা হৈতে আগমন হৈল মহাশয়॥
শ্রীনিবাস নাম মোর এই দেশে বাস।
রাজ-সভা দেখিবারে মোর অভিলাষ॥
যেন মহারাজা তেন সভার পণ্ডিত।
শুনিঞা দেখিয়া মোর আনন্দিত চিত॥
রাজা লোক-দ্বারে (১) বাসা দিল নিজ-স্থানে।
অনেক মর্য্যাদা কৈল উঠিয়া আপনে॥ রাজার ভক্তি।
লোক-সঙ্গে নিজ বাসা আইলা আপনে।
চরণ ধুইয়া হাতে বসিলা আসনে॥
ব্রাহ্মণ-পুত্রের সঙ্গে পণ্ডিত আইলা।
ক্ষণেক রহিলা তারে বিদায় করিলা॥
রাত্রে রাজা আইলেন ঠাকুরের স্থানে।
ভক্ষণ করিবার লাগি করে নিবেদনে॥

ঠাকুর কহেন মহারাজা আমি একাহারী।
কোন স্থানে রহি ভোজন পুনঃ নাহি করি॥
রাজা কহে ভক্ষণে যদি আজ্ঞা হয়।
অতেব হৈল কিছু কার অন্য আন নয়॥
রাজা দুগ্ধ শর্করা উখুড়া আনাইলা।
ঠাকুর বসিয়া রাত্রে জল-পান কৈলা॥
শয়ন করিতে রাজা গেলা নিজ-পুর।
ঠাকুরের মনে হৈল আনন্দ প্রচুর॥
ঠাকুর আসনে বসি আনন্দিত মন।
রূপ-সনাতন বলি করিলা স্মরণ॥
প্রভু মোর শ্রীগোপাল ভট্ট প্রাণনাথ।
হেন দুঃখ শ্রীনিবাসের নিবেদিব কত॥

---

(১) লোক-দ্বারায়।

শ্রীজীব গোসাঞি মোরে হৈলা কৃপাবান্।
সেই সে ভরসায় মুঞি রাখিয়াছি প্রাণ॥
সে রাত্রি প্রভাত হৈল কিছু আছে শেষ।
স্তব পড়ে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-আবেশ॥
রাজার নাহিক নিদ্রা শুনএ শ্রবণে।
শুনিয়া বিচার করে আপনার মনে॥
এত গুণে মনুষ্য কি পৃথিবীতে হয়।
ইহার দর্শন মোর ভাগ্যের উদয়॥
প্রাতঃকালে উঠি গেলা ঠাকুরের স্থান।
দাণ্ডাইয়া দর্শন করি করএ প্রণাম॥

ঠাকুর কহেন বৈস ভাল হইল আইলে।
অনেক ভাগ্য হয় রাজা দেখিলে সকালে॥
রাজা কহে যেই আজ্ঞা সেই সত্য হয়।
তোমার দর্শনে কত যায় পাপ ক্ষয়॥
ঠাকুর কহে প্রাতঃস্নান প্রত্যহ আমার।
ঘরে আসি রাজা মনে করিল বিচার॥
জল-পাত্র দুই নৌতন আনাইল।
ঠাকুরের আগে লঞা আপনে ধরিল॥
জল-পাত্র নাহি ঠাকুর কর অঙ্গীকার।
পণ্ডিতের ত্রাণ লাগি তোমার অবতার॥
তুমি মহারাজা তোমার আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
তাথে তোমার ইৎসা সেই হয় মোর মন॥
পণ্ডিত আনিঞা রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।
কালি কি শুনিবে তাহা কহত আমারে॥
মহারাজা তারে দেখি মোর চমৎকার।
অর্থ বুঝিবার শক্তি নাহি যে আমার॥
তারে লৈঞা রাজা গেলা ঠাকুরের স্থানে।
সেবার লাগিয়া তারে করে সমর্পণে॥
সেবার সামগ্রী সব আনি দিল তারে।
আপনার হাতে সব ব্যবহার করে॥

ভোজন করিলে রাজা বসিলেন আসিয়া।
ঠাকুরের নিকটে দিল পুস্তক আনাইয়া॥

ঠাকুর বসিলা ডোর খুলিঞা পুস্তকের।
আরম্ভ করিতে ওর নাহি আনন্দের॥
সে মুখের অর্থ শুনি পাষাণ মিলায়।
রাজা কান্দে হস্ত মারে আপনা মাথায়॥
রূপ নিরখয়ে রাজা চাহে মুখ-পানে।
হেন পাতকীরে কৃপা করিব কোন্ জনে॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি কহে এক মহাশয়।
শ্রীনিবাসের কর যাই চরণ-আশ্রয়॥
শ্রীনিবাস কার নাম কেবা তারে জানে।
আজি আসিয়াছেন রহেন তোমার ভবনে॥
হেন কভু নাহি শুনি দেখিয়া স্বপনে।
কাহারে কহিব কেবা কহিবে কারণে॥
যত অর্থ করেন ঠাকুর রাজা কথন না শুনে।
বুকে করাঘাত মারে চাহে মুখ-পানে॥
না পড়িল গ্রন্থে ডোর দিলেন তথায়।
বসিয়াছে রাজা কান্দে করে হায় হায়॥
পণ্ডিত শুনিল সব যত অর্থ করে।
হেন নাহি শুনি কভু ভুবন-ভিতরে॥
নিরখি রূপের শোভা কান্দয়ে পণ্ডিত।
ঝরএ নয়ন-নীর পড়এ ভূমিত॥

দেখিয়া ঠাকুর স্তব্ধ কিছু নাহি কয়।
রাজা উঠি প্রণমিঞা কিছু নিবেদয়॥
ঠাকুর কোথা হৈতে হৈল তোমার আগমন।
কিবা নাম কহ শুনি স্থির হোক মন॥
শ্রীনিবাস নাম আইল বৃন্দাবন হৈতে।
লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥
গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব বিস্তার।
চুরি করি নিল কেবা জীবন আমার॥
যাহার লাগিয়া ভ্রমি কত দেশ বনে।
শয়ন ভোজন গেলা অন্য নাহি মনে॥
মোর প্রভু শ্রীগোপাল ভট্ট তার নাম।
শ্রীজীব গোসাঞি মোরে আজ্ঞা দিল দান॥

গোসাঞি দশ অস্ত্র ধরি দুই গাড়ী আনি দিল।
ভাল মন্দ লাগি আর পথের জঞ্জাল॥
আমি শ্যামানন্দ আর ঠাকুর মহাশয়।
এত পথ আইলাঙ হইয়া নির্ভয়॥
রাত্রে গোপালপুরে আসিয়া বাস করি।
বহু অস্ত্রধারী যাঞা রাত্রে কৈল চুরি॥
গাড়ী-ভরা গ্রন্থ ছিল যত দ্রব্য আর।
তারা নিজ-দেশে গেল এ দশা আমার॥

গ্রন্থচুরির কাহিনী।

চুরি না করিলে নহিবে কেনে তোমার আগমন।
অধমেরে কৃপা করে কে আছে এমন॥
যেমত গাড়ী-ভরা গ্রন্থ তেমত আছয়।
যে উচিত শাস্তি তাহা কর মহাশয়॥
আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমনে।
আমা হেন মহাপাপী নাহি ত্রিভুবনে॥
ইহা বলি কান্দে রাজা ভূমি গড়ি যায়।
উঠিয়া ঠাকুরের পদ নিলেন মাথায়॥
দুই নয়নে ঝরে নীর নাচে মত্ত হৈঞা।
কোথা রাখিয়াছ গ্রন্থ চল দেখি যাঞা॥

অপহৃত গ্রন্থের উদ্ধার।

যে আজ্ঞা বুলিয়া রাজা যায় সঙ্গে চলি।
ঠাকুর দেখিল যাঞা আছয়ে সকলি॥
দণ্ডবৎ করে রাজা ঠাকুর আনন্দ-অন্তর।
চরণে পড়িয়া রাজা কান্দয়ে বিস্তর॥
ঠাকুর বাসাকে যান করিবারে স্নান।
চন্দন তুলসী-মালা আনহ সন্নিধান॥
করিব গ্রন্থের পূজা সকল মঙ্গল।
আপনে আনিল রাজা সাক্ষাতে সকল॥
নবীন আসন করি করয়ে পূজন।
ঠাকুর কহেন স্নানে করহ গমন॥
অন্তঃপুরে যাঞা রাজা করিলেন স্নান।
ঠাকুর-নিকটে আসি করিলা প্রণাম॥
ঠাকুর কহেন এবে শুন কৃষ্ণ-নাম।
যে আজ্ঞা বলিঞা রাজা পাতিলেন কাণ॥

গ্রন্থ স্পর্শ করাইল গলে দিল মালা।
উঠিয়া ঠাকুর নিজ-বাসাকে চলিলা॥
শ্রীজাহ্নবা-বীরচন্দ্র-পদে যার আশ।
প্রেম-বিলাস কহে দীন নিত্যানন্দ দাস॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ।

বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭৮—৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জন্মকাল ১৪৯২ খৃঃ; গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৫৬০ খৃঃ।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ব্রত-পালন।

প্রভু-পদে কৈলুঁ দণ্ডবৎ নমস্কার।
প্রভু কহে ঈশান দাস কহ সমাচার॥
মুঞি কহিলাঙ নবদ্বীপবাসিগণ।
গৌরাঙ্গাপ্রকটে সভার সুদুঃখিত মন॥
ভাগ্যে পণ্ডিত দামোদরে পাইলুঁ দর্শন।
তিহোঁ কহে কাঁহা ইহা কৈলা আগমন॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী দেবীর অন্তর্দ্ধানে।
ভক্ত-দ্বারে দ্বার রুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যূষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হইয়া।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিঞা॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥

অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥

বজ্রাঘাত-সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবিনু মাতারে কৈছে পাইমু দর্শন॥
হেন কালে আইলা তাঁহা দাস গদাধর।
শ্রীরাম পণ্ডিত আদি ভকত-প্রবর॥
প্রসাদ লইতে সভে দামোদর-সনে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা সজল নয়নে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আজ্ঞা-অনুসারে।
মো অধমে লঞা পণ্ডিত গেলা অন্তঃপুরে॥
যাঞা দেখি কাণ্ডা-পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা।
কোটি ভাগ্যে শ্রীচরণ মাত্র পাইলুঁ দেখা॥
ভক্ত-কৃপা-বলে কিঞ্চিৎ পাইলুঁ প্রসাদ।
কৃতার্থ হইলুঁ মনের ঘুচিল বিষাদ॥
যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে সাধ্য কার॥
তাহা শুনি মোর প্রভু করএ ক্রন্দন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা মানি করে খেদ-সম্বরণ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার দশা চক্ষে যে দেখিনু।
কহিতে পরাণ ফাটে লিখিতে নারিনু॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৬০৬—১৬১৫ খৃষ্টাব্দ।

চৈতন্য প্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমনাভিলাষ শ্রবণে পার্ষদগণের পরিতাপ।

চৈতন্য-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ ঝামটপুর-(বর্দ্ধমান) নিবাসী বৈদ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত। তিনি ১৬০৬—১৬১৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এই পুস্তক সমাধা করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৫৭—৩৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিজ গণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সভার শ্রীহস্তে ধরিয়া॥

তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি ॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধু-কৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥
এবে সভা-স্থানে মুঞি মাঁগো এক দানে।
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
শুনিয়া সভার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥
এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠ-রঙ্গে। (১)
যারে কহ সেই সেই চলুক তোমার সঙ্গে ॥
দক্ষিণের তীর্থ-পথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সভার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ ॥ (২)

জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিএ অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন আমায় নাহি কহে কথা ॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে ॥

---

(১) অন্ততঃ দুই এক জন পার্ষদ সঙ্গে চলুক ; হঠতা-(অবিবেচনা) পূর্ব্বক কার্য্য করিও না।

(২) তোমাদের অত্যধিক স্নেহে আমার কার্য্য নষ্ট হয়।

আমি সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি॥
ইহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহারে না ভয়ে স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণ-কৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিন কথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥

ইহা সভার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তার পক্ষে সহন না যায়॥
গুণে দোষোদ্গার-চ্ছলে সভা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর (১) প্রভু কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥

রাধার রূপক।

রাধাভাবের আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণির সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ-রূপ॥
রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধী-উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধী দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম॥

---

(১) স্বতন্ত্র=স্বাধীন। স্বেচ্ছা-পরায়ণ ভগবান্।

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ-লজ্জা শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন।
স্মিত-কান্তি-কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ-ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্য-(১) বিন্যাস।
ধীরা ধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ-তাম্বূল-রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য-নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
কিল কিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য-তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্র্য-রত্ন হৃদয়ে তরল॥

মধ্যবয়স্থিতা সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ-যশঃ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণযশঃ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম-রস-মধু-পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥

(১) খোপা।

সনাতনের সঙ্গে চৈতন্য-প্রভুর মিলন।

সনাতন ও চৈতন্যের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
ঝারিখণ্ড-পথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলে দুঃখ উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা চলে খাজুয়া (১) হৈতে॥

কণ্ডূ রোগ।

নির্ব্বেদ হৈল পথে করেন বিচার।
নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথ গেলে তার দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥
মন্দির-নিকটে শুনি তার বাসা স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥ (২)
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তার স্পর্শ হৈলে মোর হইব অপরাধে॥
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর॥

রথ চক্রে প্রাণ-ত্যাগের ইচ্ছা।

মহাপ্রভুর আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই পরম পুরুষার্থ॥

এইত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা॥
হরিদাসের কৈল তেঁহ চরণ-বন্দন।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিব এখন॥
হেন কালে মহাপ্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥

---

(১) খাজুয়া=চুলকানি। (২) হীন জাতি, এই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থলে প্রবেশাধিকার ছিল না।

প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া॥
হরিদাস কহে সনাতনে করি নমস্কার।
সনাতন দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে হৈতে সনাতন কহিতে লাগিলা॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম আরে কণ্ডুরসা গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সভার চরণ-বন্দনে॥
সভা লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥

হরিদাস-সঙ্গী।

চৈতন্য প্রভুর দয়া।

কুশল-বার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহে পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে॥
মথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞি কুশল পুছিল।
সভার কুশল সনাতন জানাইল॥
প্রভু কহে ইহাঁ (১) রূপ ছিলা দশ মাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হইল দিন দশ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥
সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুল-ধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥
সেই অনুপম ভাই বালক কাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥

(১) এই স্থানে।

আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দোঁহা সঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর॥
আমা সভা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম-বিলাস প্রচুর॥
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দোঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্রে রহিব কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে॥

এই মত বার বার কহি দুইজন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব।
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ কৃষ্ণ-ভজন করিব॥
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দোঁহায় কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥ (১)
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায়॥
তবে আমি দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল॥
যে বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহা খণ্ডে সব ক্লেশ॥
গোসাঞি কহেন এই মত মুরারি গুপতে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তার এই মতে॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ-জন॥

রঘুনাথের প্রতি ভক্তি।

(১) যে মস্তক রঘুনাথের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি তাহা সেই সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে বড় মনোব্যথা পাইব।

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥
ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস-সনে॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে দুহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণ-রস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥

এই মত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে।
ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণ-কথা কহে কথোক্ষণে॥
দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আসি নিত্যাবশ্য (১) দেন দোঁহাকারে॥
একদিন আসি প্রভু দোহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহ-ত্যাগ কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহ-ত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ॥
ভক্তি বিনে কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনু কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
দেহ-ত্যাগাদি তমোধর্ম্মপাতের কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন-মরণ॥

দেহত্যাগে পুণ্যলাভ হয় না।

---

(১) প্রত্যাহের জন্য যাহা আবশ্যক।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥

এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুকে না ভায় মোর মরণ-বিচার॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাহারে॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি না হই স্বতন্ত্র॥
নীচ পামর মুঞি অধম-স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ॥

সনাতনের দেহত্যাগ-সঙ্কল্পে চৈতন্যের নিষেধ।

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ-বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥

তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় সেহো নাহি জানে
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহোঁ চাহেন করিতে বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইহারে যেন না করে অন্যায়॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
যে সৌভাগ্য ইহার আর না হয় কাহার॥

তবে মহাপ্রভু দোঁহায় করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥
তোমার দেহ প্রভু কহে মোর নিজ-ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি অন্যজন॥
নিজ-দেহে যেই কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাবে তোমা সেহো মথুরাতে॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয়॥

হরিদাস সনাতনের পরস্পর প্রশংসা।

ভক্তি-সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয়॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না আইল
ভারত-ভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল॥

সনাতন কহে তোমা-সম কেবা আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্॥
অবতার-কার্য্য প্রভুর নামের প্রচারে।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সভার আগে কর নামের মহিমা-কথন॥
আপনে আচরে কেহো না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো না করে আচার॥
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু সর্ব্বজগতের আর্য্য॥
এই মত দুই জন নানা কথা-রঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা আস্বাদয়ে রহে এক সঙ্গে॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা রথযাত্রা-দরশন॥

রথ-আগে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
সভা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥

বৈষ্ণবগণের মিলন।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ।
সভা-সনে সনাতনের করাইল মিলন॥
যথাযোগ্য করাইল সভার চরণ-বন্দন।
তাহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন॥
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার হৈল সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন॥

সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশ গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
দোলযাত্রাদিক প্রভুর সঙ্গে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥
পূর্ব্বে বৈশাখমাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহাই ভিক্ষা করিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষা-কালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইল তার আনন্দ বাঢ়িলা ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নি-সম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুতে পা পোড়ে তাহা না জানে ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভুর স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥
ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা। তপ্ত বালু-পথে।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু-পাশে আইলা ॥
প্রভু কহে কোন্ পথে আইলা সনাতন।
তেঁহো কহে সমুদ্র-পথে করিলা গমন ॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুতে কেমতে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেনে না আইলা ॥
তপ্ত বালুতে তোমার পাএ হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমতে করিলে সহন ॥

সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পাএ ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল ॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাহাঁ সেবক-প্রচার ॥
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারো সহ স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে ॥

শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হৈঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥

যদ্যপি তুমি হও জগৎ-পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
মর্য্যাদা-রক্ষণ। তথাপি ভক্ত-স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে আর করিব কোন্ জন॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডূরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
বার বার নিষেধে তভু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন॥

এই মতে সেবক প্রভু দোহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা॥
দুই জনে বসি কৃষ্ণ-কথা গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা॥
সনাতনের কষ্ট। ইহাঁ আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডূরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিএ এ দুঃখ অপার॥
হিত লাগি আইলাঙ হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে॥
জগদানন্দের উপদেশ। পণ্ডিত কহে তোমার বাস-যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন॥
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভাএ।
বৃন্দাবনে বৈস তাহাঁ সর্ব্ব সুখ পাইএ॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥

সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাহাঁ যাব সেই আমার প্রভু-দত্ত দেশ॥

এত বলি দোঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা ॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥
দূরে হৈতে দণ্ড-প্রণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন ॥
অপরাধ-ভয়ে তোহোঁ মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই গেলা ॥
সনাতন পাছে পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥

দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥
হিত লাগি আইলুঁ মুঞি হৈল বিপরীত।
যেবা যোগ্য নহোঁ অপরাধ করোঁ নিত ॥
সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥
তাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-রক্ত-রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তভু স্পর্শ মোরে বলে ॥
বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণা-লেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ বিশেষ ॥
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণে।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল ॥

এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥
কালিকার বড়ুয়া (১) জগা ঐছে গর্ব্ব হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥
ব্যবহার পরমার্থে তুমি তার গুরু-তুল্য।
তোমাকেও উপদেশে না জানে আপন মূল্য ॥

জগদানন্দকে মহাপ্রভুর ভৎর্সন।

---

১) বড়ুয়া=(বটু শব্দের অপভ্রংশ) শিষ্য, ছাত্র।

আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমাকে উপদেশে বাল্‌কা করে ঐছে কার্য্য ॥
শুনি পাএ ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥
জগদানন্দে পীয়াও আত্মীয়তা-সুধাধারে।
মোরে পীয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা-সারে
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥

শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বোলেন বচন ॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥
কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রেত প্রবীণ।
কাহাঁ জগাই কালিকার বটুয়া নবীন ॥
আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাইয়াছ ব্যবহার-ভক্তি ॥
তোমাকে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিএ ভৎর্সন ॥
বহিরঙ্গ-বুদ্ধ্যে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ
যগুপি কারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতের স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয় ॥
তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসের জ্ঞান।
তোমার দেহে আমাকে লাগে অমৃত-সমান ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয় ॥
প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তু-জ্ঞান নাহিক প্রকৃতে ॥
দ্বৈত ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥

সনাতনের অভিযোগ ও মহাপ্রভুর উত্তর।

আমি সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়॥

হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য-প্রতারণা নাহি মানি আমি॥
আমা সভা অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু গুণ করিতে প্রচার॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় যৈছে মোর মন॥
তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্য নহে দোষ-পরিজ্ঞান॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সভাকে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয় আরো সুখ পায়॥
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায়॥

হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায়॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠ-অঙ্গে কীড়াময় (১)।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্প-সম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ তার করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডূ উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া॥

(১) কৃমিপূর্ণ।

ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধ-দণ্ড পাইতাঙ তবে॥
পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসম-গন্ধ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তার স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম॥
প্রভু কহে সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥

কণ্ডূ-আরোগ্য।

এ বৎসর ইহাঁ তুমি রহ মোর সনে।
বৎসর বহি তোমা পাঠাইব বৃন্দাবনে॥
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডূ গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥

দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা॥
কণ্ডূ করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহো নাহি জানে।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময়॥
এই মত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণ-কথা হরিদাস-সনে॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিখাইলা॥

যে কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুই জনের বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥

সনাতনের বৃন্দাবন-যাত্রা।

যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল যাহাঁ যই লীলা।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য স্থানে সব লিখি নিলা॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে মিলিয়া।
সেই পথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া॥

Plate X.

তুলাদণ্ডে কৃষ্ণ।
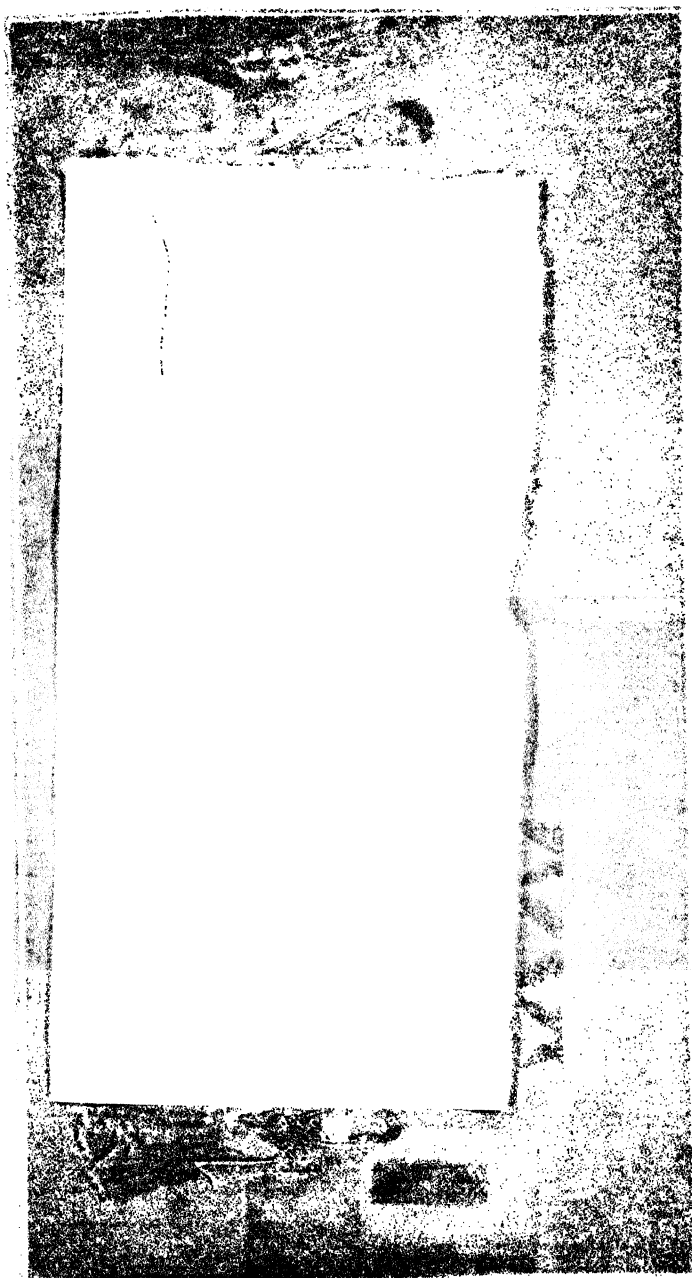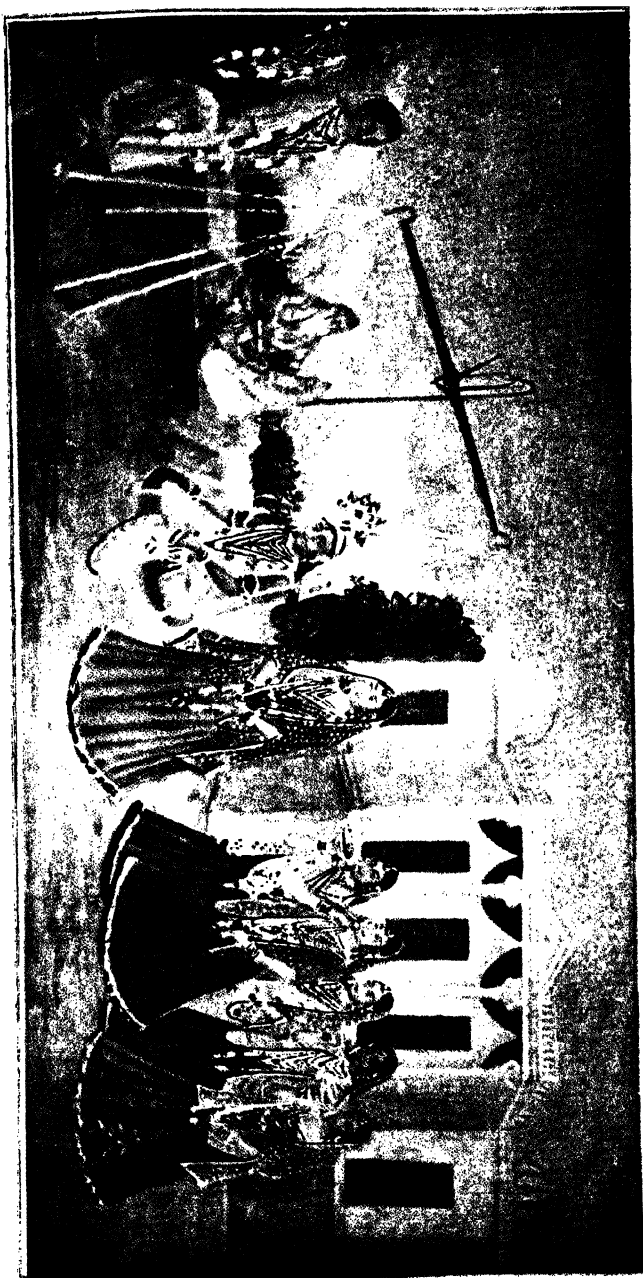
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে রূপ গোসাঞি আসি তাহারে মিলিলা॥
এক বৎসর রূপ গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি দিল॥

রূপ-সনাতন ও বল্লভ-কৃত গ্রন্থাবলী।

গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নিবারণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণ-লীলা-রস-প্রেম যাহা হৈতে জানি॥
হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন॥
রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃত-গ্রন্থসার।
কৃষ্ণ-ভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার॥
উজ্জ্বল-নীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
কৃষ্ণরাধা-লীলা-রসের যাহাঁ পাইয়ে পার॥
বিদগ্ধ-ললিতমাধব নাটক-যুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাহাঁ পাইএ সকল॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল॥

তার লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তার পুত্র মহাপণ্ডিত জীব গোসাঞি নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেহোঁ ভক্তি-শাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থসার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইএ পার॥
গোপালচম্প নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজের প্রেম-রস লীলা-সার দেখাইল॥
ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল॥
জীব গোসাঞি গৌড়ে হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাঁগিলা॥
প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন॥
আজ্ঞা দিলা শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥
তার আজ্ঞা লৈয়া আইলা আজ্ঞার ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা॥
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস।
ইহা সভার চরণ বন্দোঁ যার মুঞি দাস॥
এই ত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে॥
চৈতন্য-চরিত এই ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

হরিদাসের দেহ-ত্যাগ।

আর দিন মহাপ্রভু তার ঠাঞি আইলা।
সুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুছিলা॥
নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি-মন॥

প্রভু কহে কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয়।
তেহোঁ কহে সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ-দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর সত্য নিবেদন॥

নাম-জপের সংখ্যা-হ্রাস করিতে অনুরোধ।

হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হৈতে কাঢ়ি (১) মোরে বৈকুণ্ঠে চঢ়াইলা।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়।
জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ-পাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিতে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥

হরিদাসের বিনয়।

মহাপ্রভুর সম্মুখে দেহ-ত্যাগ করা।

প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাঁগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাও আমারে ছাড়িয়া॥

(১) বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া।

চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া।
অবশ্য মো অধমে প্রভু করিবে এই দয়া॥
মোর শিরোমণি যেই মহা-মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি কোটি হয়॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাঁহা হানি হৈল॥
ভক্ত-বৎসল প্রভু তুমি মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পুরিবে প্রভু মোর এই আশ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে॥

তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব তেজিয়া॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণব-চরণ॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার॥

দেহ-ত্যাগ

অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম এ সভার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত হৈল মন।
সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্ব-হৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সব ভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বোলে বার বার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পীয়ে নেত্রে জল-ধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥

মহাযোগেশ্বর-প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্ব্বাণ সভার হইল স্মরণ॥
হরিকৃষ্ণ শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে লইল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব্ব ভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সভে নাচি করেন কীর্ত্তনে॥
এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে করাইল সাবধান॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥
হরিদাসের পাদোদক পীয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন॥
ডোর-কড়ার প্রসাদ-বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাঁহা শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বোলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥

সমাধি।

চৈতন্যের প্রেমাবেশ।

এক কালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥

জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥
পুষ্প-গন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন।
গুরু হঞা তরু লতা শিখায় নর্ত্তন ॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরু লতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান ॥
ললিত-লবঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥
প্রতি বৃক্ষ-বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাঞিয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥
আগে আইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ গন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন ॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥
কৃষ্ণ-গন্ধ-লুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥

সমাপ্তি-বাক্য।

বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল ॥
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥
অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥

যে কিছু কহিল এই দিগ্দরশন।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন ॥
প্রভুর গম্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য-চরিত বর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তাতে করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥

নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য-লীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥
তার আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
যে কিছু বর্ণিল সেহো সঙ্ক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া ॥
চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে ॥
চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান ॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলী সমান ॥

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
কণ্ঠরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখি যে শুন ইহার কারণ॥

শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃ-বৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ॥
ইহা সভার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয় তেঁহো অতি কৃপা করে॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না যুয়ায় তভু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সভার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য-লীলা কিছু হৈল যে লিখন॥

নাভাজি কৃত ভক্তমালের অনুবাদ।

কৃষ্ণদাস।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফৌজদার ভায়্যা (ভাইয়া) দৈবকীনন্দন-চরিত্র।

দেবকীনন্দন নাম ভায়্যা করি মানি।
নিবাস জালালপুর আঢ্য-মহাধনী॥
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব-সরকারে।
শক্তি-উপাসক হয় ভজে বামাচারে॥
প্রথম সংসারে এক পুত্র জনমিল।
পুত্রটী রাখিয়া স্ত্রীর বিয়োগ হইল॥

শক্তি-পূজক

যমুনার তীরে ঘর নিয়ত যমুনা।
স্নানাদি করে সদা সন্ধ্যাদি বন্দনা॥
হস্তী যে বৃহতি এক বৃহতি দশন।
দশন উপরি করি চৌকির আসন॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
দেবী-পূজা করে এক বড়াই করিয়া॥
রক্তচন্দনের পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
সদা ভৈরবের প্রায় আকার হইয়া॥
রক্তচন্দন জবা পুষ্প তাম্র শঙ্খে।
পূজয়ে বসিয়া করি-দন্ত-পরিযঙ্কে (১)॥

বৈষ্ণবী-ভার্য্যা।

দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা।
বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা॥
ভার্য্যার সুকৃতি বড় পূর্ব্বের আছিল।
কিম্বা হঠাৎকার কোন সাধু কৃপা কৈল॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্য।
বাপ-ঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্য॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর ঘরের হয় শিষ্য।
ভক্তিমতে জ্ঞানবান্ দৃঢ় সুরহস্য॥
লিখন-পঠন জানে গ্রন্থের বিচার।
সুন্দর ভকতি-মতে বোধ-অধিকার॥
সদাচার-রত সাধু-সঙ্গ-অভিলাষ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মনের বিলাস॥

শ্বশুর-গৃহে ভীতি।

বিবাহের পরে যবে নব-বধ্বাগমনে।
ব্যবহার-মতে আইল স্বামীর ভবনে॥
আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্য্যয় ভাব।
তমোগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥
রক্তচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্প-মাল।
ঢুম ঢুম করি চলে দেখিতে করাল॥
কাঁটা ছেড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনী-চক্রেতেবসি করয়ে আহার॥

(১) পরিযঙ্ক = পর্য্যঙ্ক।

এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়।
এই বুঝি হয় মোর শ্বশুর-আলয়॥

হা হা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈলে।
কি দোষে আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিলে।
পিতা-মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া॥
কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ হৈলা নির্দ্দয়।
কিম্বা কোন্ সাধুর করিনু অপচয়॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমে গড়ি যায়।
এখন আমার দশা কি হবে উপায়॥
এ সঙ্গ এ ভজনেতে কভু না রহিব।
কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব॥
মনুষ্য হেন যে জন্ম দুর্লভ পাইয়ে।
সদ্‌গুরু-চরণ পাইলাম পিতার আশ্রয়ে॥
কৃষ্ণভক্তি-নিধি পাইল সাধ কৈল চিতে।
আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে॥
সমুদ্রে ডুবিল রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া।
রত্ন হাতে না আইল মরিনু ডুবিয়া॥
হায় হায় কি করিব কি হবে উপায়।
দাসীরে কহয়ে তুঞি বিষ লয়ে আয়॥
বিষ খাঞা আমি এই পরাণ তেজিব।
কিম্বা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব॥

জীবন-ত্যাগের ইচ্ছা।

দাসী কাঁদি কহে বিষ খাইয়া মরিবে।
আত্মঘাতী হইয়া কেন নরকে যাইবে॥
তেঁহ কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মঘাতীরে কৃষ্ণ না হন সদয়॥
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পলাবার পথ নাই অবলা-জনম॥
উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি এবে।
অনাহার করিয়া শরীর তেজি তবে॥
এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি গড়ি যায়।
হেন সাধু জনে কভু বিঘ্ন কি জন্মায়॥

কৃষ্ণ যার এক নাথ তার কোথা বিঘ্ন।
বিঘ্নের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন॥
ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ী ননদে।
কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকরিয়া কাঁদে॥
পড়শীর নারীগণ আসিয়া মিলয়।
সবে কহে মায়েরে না দেখিয়া কাঁদয়॥
তুষিয়া কহয়ে ভাত খাও আসি মাতা।
কেহ নাহি জানে তার মনের যে ব্যথা॥

এই মত দুই তিন উপবাস গেল।
অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥
তবে তার শাশুড়ী ননদ কিছু কহে।
কি তোমার ইচ্ছা কহ তাই করি নহে॥
তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ।
এক মুষ্টি চালু একটী পাত্রে দেই দেহ॥
জল এই দাসী মোর যাইয়া আনিব।
আপন হস্তেত পাক করিয়া খাইব॥ স্বপাক।
নহিলে না খাব প্রাণ তেজিব নিশ্চয়।
প্রাণপণ করি যাতে যাতে করি ভয়॥
এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ী ডোম নয়॥
অন্ন নাহি খাবে ঘর করিবে কেমনে।
এত বড় তষ্টি (১) দেখি অসঙ্গত কেনে॥
কেহ কহে আগো উনি বৈষ্ণবের ঝী।
না খাবে শাক্তের অন্ন হেনই বা বুঝি॥
ইহা শুনি হাসি নিন্দা করে নারীগুলা।
শাশুড়ী ননদবর্গ তিরস্কার কৈলা॥

তষ্টি কৈলা প্রাণত্যাগ সেহত না ভাল।
হাঁড়ি চালু আদি আনি যথাযোগ্য দিল॥
স্বপাক করিয়া অন্ন কৃষ্ণে নিবেদিয়া।
খাইল কিঞ্চিৎ প্রাণধারণ লাগিয়া॥
প্রতিদিন এই মত কত দিন যায়
বৈষ্ণব-মন্ত্র লইতে স্বামীরে কহয়॥

(১) জেদ।

স্বামীর ক্রোধ।

স্বামী তার শুনি বহু ভৎর্সনা করয়।
তুঞি মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয়॥
তথাচ নাহিক চুকে পুনঃ পুনঃ কহে।
নাহি শুনে ভার্য্যা মুখ হেট করি রহে॥

বৈষ্ণব-প্রভাব।

কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের দেখহ কিবা গুণ।
ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু তমঃ হৈল ন্যূন॥
স্ত্রীর ভজন-রীতি-চরিত্র দেখিয়া।
মনেতে প্রশংসা করে দ্রবীভূত হৈয়া॥
কতেক দিবস পরে পুত্রটী মরিল।
শোকেতে আকুল হয়্যে কাতর হইল॥

শোকে সান্ত্বনা।

স্ত্রী কহে কান্দ কেন কি করিবে আর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ যেই অই গতি তার॥
শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার।
কৃষ্ণের কিঙ্কর সে ভব-নদী পার॥
দুঃখের সময় বিনা যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি লয় মন শুনিলে না রিঝে (১)॥
তখন ভর্ত্তা ত কিছু চিত্ত নিরমিল।
স্ত্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল॥
তবে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ।
তোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণ-পদ আশ্রয় করহ।
নতুবা সকল ব্যর্থ অনর্থাদি দেহ॥
ভার্য্যা কহে একাশ্রয় করিয়াছি আমি।
স্ত্রী কহে মর্ম্ম তার নাহি জান তুমি॥
গণেশ পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন।
বহু জন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হন॥
কৃষ্ণ বিনা সংসার-তারণে কার শক্তি।
কদাচ না হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্তি॥
অতএব হরি ভজ সর্ব্বসিদ্ধ হবে।
দেবী ত তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে॥

ভায়্যা কহে ভাল তবে বিচার করিয়া।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া॥

(১) রিঝে=বুঝে।

স্ত্রী কহে তবে যদি করহ বিচার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্থানে না পাইবে সার॥
গোসাঞি মহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব।
লইয়া বিচার পাবে সিদ্ধান্ত যে সব॥
তবেত ভাইয়া গোসাঞি মহান্ত লইয়া।
বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল।
কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল॥
পরিবার হৈল শ্রীমান আচার্য্য প্রভুর।
আশ্রয় করিল মালিহাটীর ঠাকুর॥
আপনার পরিজন যে কেহ আছিল।
সকল সহিত হরি আশ্রয় করিল॥
শুদ্ধ-তত্ত্ব সদাচার পরম পবিত্র।
আশ্রয় মাত্রেতে হৈল মহাযোগ্য পাত্র॥

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা।

যাত্রা-মহোৎসব সদা বৈষ্ণব-সেবন।
মহাভাগবত হৈল অনন্য-শরণ॥
গরিপার (১) বাটী সেবা প্রকাশ করিল।
শ্রীনন্দদুলাল নাম তাহার হইল॥
সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণব-সেবন।
প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্য কথন॥
অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়।
সুঠাম দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায়॥
তবে শুন ভায়্যা মহাশয়ের চরিত্র।
আশ্চর্য্য কথন এই পরম পবিত্র॥
চমৎকার দেখি হরি-ভক্তির মহিমা।
ভায়্যারি জন্মিল তবে বৈরাগ্যের সীমা॥
ঠাকুর-সেবার আর স্ত্রীর কারণ।
গ্রাম ভূমি রাখি আর কৈল বিতরণ॥
দৌলত লুটায়্যা দিল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেল কৃষ্ণ-অনুরাগ-ভাবে॥
যমুনার তীরে বাস কৃষ্ণ-নাম করে।
অযাচক-বৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে॥

শ্রীনন্দদুলাল নাম-গ্রহণ।

ভক্তি ও বৈরাগ্য।

(১) একটী স্থানের নাম।

কতেক দিবসে কৃষ্ণ-চরণ পাইলা।
কহা নাহি যায় কৃষ্ণ-ভক্তির কি লীলা॥

যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহামোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তির উদয়॥
অন্য আশয় জীব-হিংসা তেয়াগিয়া।
ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া॥
সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতেক কহিব।
কহিতে তাহার গুণ সীমা না হইব॥
বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হৈল।
দিবা-নিশি শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বায় বর্ণিল॥
আখি প্রেমধারা বহে গঙ্গাস্রোত ন্যায়
দুটি আখি বহি দিবা-রজনী বহয়॥
অপ্রকট-সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া।
নামের সহিত গেলা শ্রীধামে চলিয়া॥
তাহার চরণে যদি শরণ লইতে।
কোন জন্মে কভু পাই কোন ভাগ্য হইতে॥
তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই।
পরম রতন কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি পাই॥
তাহা দুহাঁর চরণ-সেবক অনুরাগে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে॥

নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তম-বিলাস

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭২-৩৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌরাঙ্গের রূপ।

চন্দনে চর্চ্চিত তনু জিনি কাঁচা সোণা।
সুচারু চাঁচর কেশে পুষ্পের রচনা॥
কপালে তিলক দিব্য যজ্ঞসূত্র গলে।
নেত্র-ভুরু-ভঙ্গিমাতে কেবা নাহি ভুলে॥

কি মধুর মুখে মন্দ হাসিয়া হাসিয়া।
চাঁদের গরব নাশে বরিষে অমিয়া॥
কিবা সে আজানু-বাহু বক্ষ-পরিসর।
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন মনোহর॥
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ।
কিশোর বয়স তাহে রসের তরঙ্গ॥

খেতুরীর রাজ-পুত্র নরোত্তম তাঁহার পিতার অনুপস্থিতিতে নবযৌবনে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন।— নরোত্তম বৃন্দাবনের পথে।

এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজ-কার্য্যে গৌড়ে গেলা বহু লোক-সাথ॥
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেই ক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে॥
পরম সুবুদ্ধি সর্ব্ব মতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা॥
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ। বনপথে
লোক-ভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন॥
ঐছে বেশ-ধারণ করিলা মহাশয়।
না চিহ্নয়ে যদি কার সনে দেখা হয়॥
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া॥

এথা মাতা পিতা যৈছে নরোত্তম বিনে।
এক মুখে তাহা বা বর্ণিব কোন্ জনে॥
গৌড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরস্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজ-পুরে॥
রামকেলি গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিল। (১)
সেই এই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল॥

---

(১) কথিত আছে, চৈতন্যপ্রভু রামকেলী গ্রামের পথে যাইতে যাইতে তথায় কোন বিশেষ ভক্তের আবির্ভাব হইবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

নহিলে কি এমন প্রভাব অন্যে হয়।
যে তারে দেখিল গেল ভব-ভয়॥
ঐছে কত কহে লোক করিয়া ক্রন্দন।
নরোত্তম-প্রসঙ্গে সভার ব্যগ্র মন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের প্রিয় যত।
নরোত্তম-মঙ্গল চিন্তয়ে অবিরত॥
নরোত্তম নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে রাজপথে।
যৈছে প্রেম-চেষ্টা তাহা কে পারে কহিতে।
নিরন্তর গায়েন প্রভুর গুণগান।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দু নয়ন॥
যে জন বারেক নরোত্তম-পানে চায়।
সে হেন সংসার-দুঃখ হইতে এড়ায়॥
যে গ্রামেতে নরোত্তম করে রাত্রি-বাস।
সে গ্রামী-লোকের মনে বাঢ়য়ে উল্লাস॥

নরোত্তমের ভক্তি ও দর্শকগণের বিস্ময়।

কিবা স্ত্রী পুরুষ রহি নরোত্তম-পাশে।
পরস্পর নানা কথা কহে মৃদু-ভাষে॥
কেহ কহে কনক-চম্পক রহু দূরে।
দেখ কি অপূর্ব্ব রূপ ঝলমল করে॥
কেহ কহে কিবা মুখ সুদীর্ঘ নয়ন।
কিবা নাসা গণ্ড ভুরু ললাট শ্রবণ॥
কেহ কহে কিবা বাহু বক্ষ-পরিসর।
ত্রিবলি-বলিত নাভি কিবা কৃশোদর॥
কেহ কহে কিবা জানু কি শোভা চরণে।
কি দিয়া গড়িল কেবা কত না যতনে॥
কেহ কহে সামান্য মনুষ্য এহোঁ নয়।
কিবা এ দেবতা কিবা রাজার তনয়॥
কেহ কহে আহা মরি অল্প বয়সে।
এ হেন বৈরাগ্য করি ফিরে দেশে দেশে॥
কেহ কহে কি আর কহিব ইহা বিনে।
ইহার মা বাপ প্রাণ ধরিব কেমনে॥
কেহ কহে মরু বিধি নির্দ্দয় শরীর।
এ হেন বালকে কৈল ঘরের বাহির॥

এইরূপ নানা কথা কহি পরস্পর।
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে নারে ঘর॥
নানা দ্রব্য আনি যত্নে কিছু ভুঞ্জাইল।
শয়ন-নিমিত্ত দিব্যাসন আনি দিল॥
নরোত্তমে ভোজন শয়ন নাহি ভায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিশি জাগিয়া পোহায়॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নেত্রে অশ্রু-ধার।
সে দশা দেখিতে প্রাণ কান্দয়ে সভার॥
প্রভাত-সময়ে চলে সভা সম্বোধিয়া।
পাছে পাছে ধায় লোক ব্যাকুল হইয়া॥
যে জন দেখয়ে পথে এই দশা তার।
নরোত্তম চিত্ত-বৃত্তি হরয়ে সভার॥
সর্ব্ব তীর্থ দেখি নরোত্তম অল্প দিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে॥

আতিথ্য।

নরোত্তম স্বপ্নে গৌরাঙ্গ-লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

কি আশ্চর্য্য জগন্নাথ রথাগ্রে নর্ত্তন।
মধ্যে গৌরচন্দ্র চারি পাশে প্রিয়গণ॥
কি অদ্ভুত শোভা গৌরগণের সহিতে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিজগতে॥
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে প্রিয় পরিকর।
করিলেন গানের আরম্ভ মনোহর॥
বাজায় মন্দল আদি অতি রসায়ন।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় ধ্বনি অনুক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত মনুষ্যের বেশে।
নাচে গায় নানা যন্ত্র বায়েন (১) উল্লাসে॥
সঙ্কীর্ত্তন-সুখের-সমুদ্র উথলিল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এ সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে।
দেখিতে কাহার সাধ নাহি ত্রিভুবনে॥

ধায় নারী পুরুষ অসংখ্য চারি ভিতে।
পুষ্প-বৃষ্টি করে দেব পত্নীর সহিতে॥

(১) বায়েন = বাজায়।

পঙ্গুগণ লম্ফ দিয়া ফিরে দর্প করি।
জনমের অন্ধ দেখে গৌরাঙ্গ-মাধুরী॥
যাহার বদনে কিছু বাক্য নাহি সরে।
সেই গৌরচন্দ্র বলি ডাকে বারে বারে॥
কাটিলেও যার নেত্রে জল না আইসে।
সেহ গৌর-গুণ শুনি নেত্রজলে ভাসে॥
ভুবন-পাবন চারু কীর্ত্তন শুনিতে।
কিবা পশু পক্ষী কেহ নারে স্থির হৈতে॥
নরোত্তম এক ভিতে দেখে দাণ্ডাইয়া।
আনন্দে বিহ্বল ধারা বহে নেত্র বাঞা॥

পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের নিকট অধ্যাপকমণ্ডলী গমনপূর্ব্বক জানাইলেন যে, খেতুরীর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণ শিষ্য করিতেছেন; ইহা ঘোর অনর্থের সূচনা, সুতরাং এই ধর্ম্মলোপী ব্যক্তিকে রাজা নরসিংহের দণ্ডিত করা উচিত। তদনুসারে রাজা অধ্যাপকগণ সহ নরোত্তমের সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা এই স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণের অভিযোগ।

নরসিংহ নামে রাজা রহে দূরদেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তার পাশে॥
ক্রোধে বিপ্র রাজা প্রতি কহে বার বার।
ধর্ম্ম-লোপ হৈল কেহ না করে বিচার॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব-মত কৈল সর্ব্বনাশ॥
না জানিএ কিবা বা কুহক সেই জানে
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তার স্থানে॥
যদি কহ তার আছে শাস্ত্রে অধিকার।
সে কেবল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার॥
মো সবার আগে কি তাহার বাক্য স্ফুরে।
করহ গমন শীঘ্র লইয়া মো সবারে॥
দেখিবে কৌতুক এক আমার ত্রাসেতে।
পতে তাড়ি লৈয়া সে পালাবে সেথা হতে॥
সকল দেশেতে হইবে তোমার সুখ্যাতি।
তোমা দ্বারা রহিবেক ব্রাহ্মণের জাতি॥

রাজা দণ্ডকর্ত্তা যাতে ঈশ্বরের অংশ।
নহিলে হইবে বহু বিপ্র-জাতি-ধ্বংস॥

শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপ-নারায়ণ॥
অধ্যাপকগণ বহু পুস্তক লইয়া।
মহাদর্প করি চলে উল্লসিত হৈয়া॥
খেতরি নিকট গ্রাম কুমরপুরেতে।
তথা আইলেন রাজা বহুলোক সাথে॥
এথা রাজ-গমন শুনিয়া মহাশয়।
রামচন্দ্র (১) প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়॥
করিতে হইবে চর্চ্চা অধ্যাপক-সনে।
হইব ভজন-বাদ বিচারিলুঁ মনে॥
শ্রীমহাশয়ের (২) ঐছে বচন শুনিঞা।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহেন হাসিয়া॥
অনায়াসে দর্প-চূর্ণ হবে তা সবার।
পশ্চাৎ পড়িব আসি চরণে তোমার॥

বিচার করিতে ইচ্ছুক।

কুমরপুরে আগমন।

এত কহি রামচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ (৩)।
চলয়ে কুমরপুর গ্রামে দুইজন॥
কুমার বারুই দোঁহে হইলেন পথে।
কেহ পাণ কেহ হাঁড়ী লইলেন মাথে॥
কুমরপুরেতে প্রবেশিয়া বিক্রী-স্থানে।
দোকান পাতিয়া বসিলেন দুই জনে॥
এথা এক পড়ুয়া আইল পাণ লৈতে।
তেঁহ মূল্য পুছে ঞিহ (৪) কহে সংস্কৃতে॥

ছদ্মবেশী বারুই ও হাঁড়ী-বিক্রেতা।

(১) সুপ্রসিদ্ধ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডবাসী। রামচন্দ্র কবিরাজ সংস্কৃত-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও প্রধান কবি ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন।

(২) 'শ্রীমহাশয়' বা 'ঠাকুর মহাশয়' বলিলে বৈষ্ণবগণ নরোত্তম দাসকে বুঝিয়া থাকেন।

(৩) গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

(৪) ইহ=ইনি; রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ উভয়ের মধ্যে একজন।

পড়ুয়া করিয়া দর্প সংস্কৃত কয়।
দুই চারি বাক্যেই হইল পরাজয়॥
বারুই কহএ মূর্খ তুমি কিবা জান।
যদি লজ্জা হয় তবে অধ্যাপকে আন॥
পড়ুয়া যাইয়া অধ্যাপক-প্রতি কয়।
বারুই কুমার স্থানে হৈলুঁ পরাজয়॥
খেতরি গ্রামেতে নরোত্তম রহে যথা।
বারুই কুমার পাণ হাঁড়ী দেয় তথা॥
কি বলিব এ দোঁহার বিদ্যা অতিশয়।
বুঝি এই দোঁহে বা করয়ে পরাজয়॥
যদি জিনিবারে পার বারুই কুমারে।
তবে যাবে খেতরি নহিলে চল ঘরে॥

পড়ুয়ার পরাভব।

শুনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহে বারে বার।
দেখাহ আছএ কোথা বারুই কুমার॥
এত কহি অধ্যাপক যাইয়া ত্বরিত।
নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করে বারুই সহিত॥
ক্রমে ক্রমে তথা আইলা অধ্যাপকগণ।
রাজা নরসিংহ আর রূপ নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে লোক-ভিড় হৈল অতিশয়।
পরস্পর কি অদ্ভুত শাস্ত্র-যুদ্ধ হয়॥
বারুই কুমার অতি মনের উল্লাসে।
করএ খণ্ডন ব্যাখ্যা সুমধুর ভাষে॥
মহাক্রোধে পূর্ণ হয় অধ্যাপকগণ।
অলৌকিক ব্যাখ্যা নারে করিতে স্থাপন॥

এ সব প্রসঙ্গ অল্পে না হয় বর্ণন।
পরাভব হৈলা শীঘ্র অধ্যাপকগণ॥
অধ্যাপক-সহ রাজা গেলেন বাসায়।
কেহ কার প্রতি হাসি কহেন তথায়॥
আইলেন অধ্যাপক সিংহের সমান।
পরাভব হৈয়া যেন হইলেন শ্বান॥

অধ্যাপকের দর্প-চূর্ণ।

শ্রীমহাশয়েরে মূর্খ না পারে জানিতে।
পার্ব্বতীর আজ্ঞা বিপ্রে যার শিষ্য হৈতে॥

ঐছে মহাশয়ের মহিমা সবে কয়।
লোক-মুখে শুনিয়া রাজার হৈল ভয়॥
রূপ নারায়ণ প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
এবে কি উপায় ভাই বোলহ আমারে॥
রূপ-নারায়ণ কহে সকলের সার।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-পর ধর্ম্ম নাহি আর॥
বৈষ্ণবের নিন্দা সদা হৈল শ্রবণ।
ইহাতে অবশ্য হয় নরকে গমন॥
চল গিয়া করি তার চরণে আশ্রয়।
তবে সে হইব রক্ষা কহিল নিশ্চয়॥
নরসিংহ কহে এই হইল মোর মনে।
বিলম্বের কার্য্য নাই চল এইক্ষণে॥
রূপনারায়ণ কহে অন্য এথা রহ।
কালি প্রাতে গমন করিবা গণ-সহ॥

রাজার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা।

এই কথা সর্ব্বত্র হইল সেই ক্ষণে।
কালি রাজা খেতরী যাইব গণ-সনে॥
অধ্যাপকগণের হইল মহা-দায়।
রাজার সম্মুখ হৈতে না পারে লজ্জায়॥
মৃত-প্রায় হইয়া আছএ নিজ-স্থানে।
পরস্পর কহে কালি কি হবে বিহানে॥
এথা অধ্যাপকগণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলএ খেতরি॥
রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিলা পাণ।
গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ী করিলা প্রদান॥
পরম কৌতুকে দোঁহে খেতরি আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সব নিবেদিলা॥
এথা রাজা নরসিংহ চিন্তে মনে মনে।
অনুগ্রহ করিব কি এ হেন দুর্জ্জনে॥
করি কত খেদ কহে রূপনারায়ণ।
তার অনুগ্রহ বিনা বিফল জীবন॥

অকস্মাৎ দূরে থাকি কহে এক জনে।
ঐছে অনুগ্রহ করিবেন নিজ-গুণে॥

অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা এ কথা-শ্রবণে।
মনে এই রজনী পোহাবে কতক্ষণে ॥
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন।
মনে মনে ভাবে এথা অধ্যাপকগণ ॥
সভা-মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় গর্ব্ব যার।
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা হৈল তার ॥
দেখএ স্বপনে দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া।
সম্মুখে কহএ মহা-ক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥
বৃথা অধ্যয়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিলি তোর হবে অধোগতি ॥
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান ॥
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে দীক্ষা।
নরোত্তম-অনুগ্রহ হৈলে তোর রক্ষা ॥
ঐছে কত কহি রক্ত-লোচনে চাহিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেবী ক্ষণেক রহিয়া ॥

অধ্যাপকের স্বপ্ন।

নিদ্রাভঙ্গ হৈলা অধ্যাপক কাঁপে ডরে।
করি মহা-ঘোর শব্দ জাগায় সবারে ॥
ক্রন্দন করিয়া বিপ্র কহে সবা প্রতি।
ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা মুঞি পাইলুঁ সম্প্রতি ॥
নরোত্তমে হেয় বুদ্ধি কৈলুঁ এ নিমিত্তে।
মোরে সংহারিতে দেবী আইলা খড়্গ-হাতে ॥
যদি অনুগ্রহ করে সেই মহাশয়।
তবে ঘোর নরক হইতে রক্ষা হয় ॥
ঐছে কহিতেই হৈল রজনী-প্রভাত।
কহিল এ সব গিয়া রাজার সাক্ষাৎ ॥
রাজা কহে পূর্ব্বে নিষেধিলুঁ না মানিলা।
মহাশয়ে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা ॥
যে কার্য্য সে করে এ কি মনুষ্যের সাধ্য।
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম আরাধ্য ॥

নরোত্তমের নিকট রাজা ও অধ্যাপকের আত্ম-সমর্পণ।

ঐছে কত কহি অধ্যাপকে স্থির কৈলা।
প্রাতঃকালে স্নানাদিক করি সজ্জ (১) হৈলা ॥

(১) সজ্জিত = প্রস্তুত।

বিনা যানে রাজা অধ্যাপকাদি সনে।
গেলেন খেতরি শীঘ্র গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে॥
গৌরাঙ্গ দর্শনে অতি দীন-প্রায় হৈয়া।
করএ প্রণাম মহীতলে লোটাইয়া॥
মহাবিজ্ঞ রামচন্দ্র গোবিন্দাদি তথি।
কৈলা সমাদর সবে হৈলা হৃষ্ট অতি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন নিভৃতে।
সকলে ব্যাকুল তার দর্শন নিমিত্তে॥
হেনকালে নিবন্ধ সমাধি মহাশয়।
আইসেন দূরে সবে শোভা নিরিখয়॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
প্রাঙ্গণ হইতে আগে করিলা গমন॥
রামচন্দ্র মহাশয়ে করি নিবেদন।
রাজা নরসিংহ এই রূপনারায়ণ॥
দোঁহে কহে প্রভু কিবা দিব পরিচয়।
বিষয়ী অধম অপরাধী অতিশয়॥
লইলুঁ শরণ নিবেদিতে পাই ত্রাস।
দীক্ষা-মন্ত্র দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
ঐছে কত কহি দোঁহে পড়ি ভূমিতলে।
প্রণময়ে বার বার ভাসে নেত্র-জলে॥

দোঁহে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
করি কত প্রবোধ দোঁহারে আলিঙ্গয়॥
ভূমে পড়ি নরসিংহ রূপনারায়ণ।
লইলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ॥
দূরে গেল দুঃখ হৈল আনন্দ হৃদয়ে।
অধ্যাপকে আনি নিবেদয়ে মহাশয়ে॥
যত অধ্যাপক তাহে ঞিহ সে প্রধান।
দূরে গেল দর্প এবে কর পরিত্রাণ॥
মহাশয়-আগে অধ্যাপক দাণ্ডাইয়া।
কহিলা দেবীর কথা কাতর হইয়া॥
পুনঃ কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার।
শরণ লইলুঁ মুঞি অতি দুরাচার॥

ইহা বলি ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দে।
করএ যতন কত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করুণা-বিগ্রহ।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা করি অনুগ্রহ॥
পাইয়া পরশ বিপ্র হরষ হিয়ায়।
লইয়া চরণ-ধূলি ধূলায় লোটায়॥
রামচন্দ্র স্থির করিলেন অধ্যাপকে।
অধ্যাপক ধন্য করি মানে আপনাকে॥
সবে হৈলা কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তি-পাত্র।
এ সকল কথা ব্যক্ত হইল সর্ব্বত্র॥

নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রত্নাকর।

বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭২—৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুদল-কর্তৃক গোস্বামীগণের গ্রন্থ-লুণ্ঠন, বীরহাম্বীরের অনুতাপ ও দীক্ষাগ্রহণ। (History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৫০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুরের গ্রন্থ-সহ গৌড়ে যাত্রা।

শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ-রত্নগণ।
চলে গৌড়-পথে করি গৌরাঙ্গ-স্মরণ॥
সঙ্গে নরোত্তম ঐছে দেহ ভিন্ন মাত্র।
শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ-পাত্র॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস।
নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস॥
নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সবার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া॥
বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন।
সেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥
স্থানে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া।
দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া॥
বনপথে চলিতে আনন্দ অতিশয়।
কোন দিন কোথায়ও না হয় কোন ভয়॥

যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে তাহা না লিখিল॥

সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন॥
রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণ যত্নে।
গণিয়া দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা-রত্নে॥
রাজা প্রতি কহে গিয়া এক মহাজন।
গাড়ী ভরি লৈয়া যায় অমূল্য রতন॥
দস্যুগণ-মুখে শুনি হৈলা উল্লসিত।
যেরূপ রাজার ক্রিয়া কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥
দস্যুকর্ম্ম করে সদা লইয়া দস্যুগণ।
যারে দেখি ভয়ে লোক কাঁপে সর্ব্বক্ষণ॥
আর যে যে দুর্নীত কহিতে অন্ত নাই।
সবে এক পুরাণ শুনএ বিপ্র-ঠাঞি॥
ঐছে বীরহাম্বীর দুর্জ্জয় দস্যুগণে।
আজ্ঞা কৈল সজ্জ হৈয়া যাহ এইক্ষণে॥
অর্থসহ গাড়ী এথা গোপনে আনিবে।
দেখাইবে ভয় কারু প্রাণে না মারিবে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে দস্যুগণ।
তা সবারে দেখিতে কাঁপয়ে শিষ্টগণ॥
যৈছে রাজা তৈছে এ সকল অনুচর।
দস্যু-কর্ম্ম করিতে উল্লাস নিরন্তর॥
বনবিষ্ণুপুর হৈতে দূর দেশ গিয়া।
লইল এ সব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥

বীরহাম্বীরের দস্যুগণ।

শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ীর সহিতে।
পঞ্চকুটী হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর-পথে॥
নির্ব্বিঘ্নে আইলু দেশে ঐছে বিচারয়।
বিষ্ণুপুরে রাজা দুষ্ট ইহা না জানয়॥
রাজধানী বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে।
বন-মধ্যে বৃহদ্‌গ্রাম আইলা সেইখানে॥
ভক্ষণাদি ক্রিয়া দিবসেই সমাধিল।
কৃষ্ণকথা-সুখে অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল॥

গ্রন্থ-চুরি।

সে রাত্রিতে সকলেই করিতে শয়ন।
হইলেন নিদ্রাগত নাহিক চেতন॥
চণ্ডীপদে প্রণমি কহয়ে বারে বারে।
কার্য্য-সিদ্ধি করি রক্ষা করহ সবারে॥
ঐছে কত কহি আচার্য্যাদি সন্নিধানে।
আগে পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চৌর একজনে॥
তেঁহো আসি দেখে সবে নিদ্রাগত হৈলা।
জানি সুসময় গিয়া দস্যু জানাইলা॥
দস্যুগণ শীঘ্র আসি ভয়ঙ্কর বেশে।
স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে প্রবেশে॥

রাত্রিশেষে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিয়া।
দিলেন রাজারে সব বৃত্তান্ত কহিয়া॥
বনবিষ্ণুপুরের যতেক শিষ্টগণ।
শুনিলেন রাজা হরিলেন বহু ধন॥

নাগরিকগণের আলোচনা।

নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কহে কারু প্রতি।
কৈল অতি মন্দ কার্য্য রাজা দুষ্টমতি॥
বৃন্দাবন হৈতে মহাজন ধন লৈয়া।
ক্ষেত্রে চলে জগন্নাথ-দর্শন লাগিয়া॥
তারে দুঃখ দিল এ পাপিষ্ঠ দুরাচার।
বুঝিল ইহার কভু নহিব উদ্ধার॥
কেহ কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন করিয়া।
বনবিষ্ণুপুর যাবে উচ্ছন্ন হইয়া॥
ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারত-ভূমিতে।
কেহ না পারয়ে এ পাপীরে দণ্ড দিতে॥

কেহ কহে এ দুষ্ট রাজার এই রীতি।
করিবে নরক-ভোগ কভু নাই গতি॥
কেহ কহে এ দুষ্টের সকল অনীত।
কহ দেখি ইহার কিরূপে হবে হিত॥
গ্রামবাসী শিষ্ট লোক চিন্তে মনে মনে।
কৃষ্ণ কি করিবে রক্ষা এই মহাজনে॥
নিশ্চিন্তে আছয়ে সবে শঙ্কা না জানয়।
সাবধান করিতেও নারি রাজ-ভয়॥

এথা রাজা তুষ্ট অল্প ধনের কারণে।
বহুদূর পর্য্যন্ত পাঠায় দস্যুগণে॥
এই মহাজন গাড়ী ভরি ধন লৈয়া।
কিরূপে আইলা পথে নির্ব্বাহ করিয়া॥

কেহ কহে এ হয় ধার্ম্মিক মহাজন।
এ হেতু হরিতে ধন নারে দস্যুগণ॥
কেহ কহে দস্যুগণ আছে লাগ লৈঞা।
না জানি কখন হানা দিবেক আসিয়া॥
ঐছে কত কহে লোক রহি নিজালয়ে।
এথা দস্যুগণ নানা উপায় চিন্তয়ে॥
কেহ কহে ওহে ভাই কর এই কায।
দস্যুর সমাজে যেন না পাইএ লাজ॥
তামড় গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈলা।
তথা নিজ-কার্য্য-সিদ্ধি করিতে নারিলা॥
রঘুনাথপুরের নিকটে নিশাভাগে।
হৈলা পরাভব সবে সে সবার আগে॥
এবে আইলা বনবিষ্ণুপুর-সন্নিধানে।
যার যৈছে বল বুদ্ধি প্রকাশ এখানে॥
অস্থ গাড়ীসহ অর্থ দিলে সে রাজারে।
হইবে প্রসন্ন নহে বধিবে সবারে॥

ঐছে কহি সবে এক সংঘট্ট হইয়া।
পূজে চণ্ডী ছাগ মেষ মহিষাদি দিয়া॥
কেহ কহে হিত-কর্ত্তা প্রভু নারায়ণ।
কলিতে যে কৈল কৃপা না হয় বর্ণন॥
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই।
মহাপাতকীর শিরোমণি দুই ভাই॥
যার ভয়ে কাঁপে লোক সে দুই পামরে।
কৃপা করি উদ্ধারিলা নদীয়া-বিহারে॥
যাহার উদ্ধারে দেব মনুষ্যে মিশাই।
করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই॥
জগাই মাধাই হইলেন ভক্ত-রাজ।
কহিতে কে জানে অলৌকিক তার কায॥

কেহ কহে সে কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।
জীবে কৈল ব্রহ্মাদি দুর্লভ রত্নদান॥
সে প্রভু হৈলা নীলাচলে সঙ্গোপন।
এবে কে করিবে হেন দুষ্টের তারণ॥
কেহ কহে ওহে ভাই বলিয়ে তোমায়।
হেন দুষ্ট তরে তার ভক্তের কৃপায়॥
কেহ কহে সে ভক্তের দুর্ল্লভ-দর্শন।
এ পাপিষ্ঠ দেশে কেনে হবে আগমন॥
কেহ কহে ভক্তের এ রীত শাস্ত্রে কয়।
জীব উদ্ধারিতে সর্ব্ব দেশেই ভ্রময়॥
ভক্ত-দ্বারে সব কার্য্য সাধে সেই প্রভু।
ভক্ত-কৃপা বিনা কার্য্য-সিদ্ধি নহে কভু॥
কেহ কহে অহে মোর মনে এই হয়।
অবশ্য আসিব এথা কোন মহাশয়॥
তার কৃপালেশে না রহিব দুঃখ সব।
ঘুচিবে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা হইবে বৈষ্ণব॥
এত কহি প্রভুরে প্রার্থয়ে বার বার।
ঘুচাহ রাজার এ অনীত ব্যবহার॥

ঐছে শিষ্টলোকগণে হিত-চিন্তা করে।
এথা রাজা ধনলোভে হর্ষ নিজ-ঘরে॥
দস্যুগণ প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া।
বসন ভূষণ দিল প্রশংসা করিয়া॥
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয়॥
বহুদিন বহু অর্থ-লাভ হৈল মোরে।
এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে॥
বুঝিলু অমূল্য রত্ন আছয়ে ইহায়।
এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়॥
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিয়া আপনে।
দেখয়ে সম্পুট মধ্যে গ্রন্থ-রত্নগণে॥
গ্রন্থ-দৃষ্টিমাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন।
পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ-রত্নে করে সন্দর্শন॥

বিস্ময় হইয়া রাজা কহে গণিতারে।
কেমন গণিলা তুমি বলহ আমারে॥
তেঁহো কহে মহারাজ যখন গণিয়ে।
অমূল্য রতন ইথে তখনি দেখিয়ে॥
শুনি রাজা কহে কিছু না করিহ ভয়।
যখন যে গণ তাহা সব সত্য হয়॥
এবে যে গণিলা নহে অসত্য বচন।
সর্ব্ব প্রকারেতে এ অমূল্য রত্ন হন॥

অনুতাপ।

এ অমূল্য রত্ন-প্রাপ্তি বহুভাগ্যে হয়।
ঐছে কত কহি দস্যু-পানে নিরীক্ষয়॥
ব্যাকুল হইয়া দস্যে কহে বারে বারে।
কাহু না বধিলা সত্য বলহ আমারে॥
দস্যু কহে সে সকলে নিদ্রাগত ছিলা।
গাড়ী লইয়া আইলু তাহা কেহ না জানিলা॥
পূর্ব্বেই আপনে নিষেধিলা মো সবারে।
প্রাণে কি মারিব কার্য্য-সিদ্ধি এ প্রকারে॥
শুনি রাজা স্থির হৈয়া কহে নিজ-গণে।
কৈলু যে কুক্রিয়া তা ফলিল এত দিনে॥
কোন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা।
তার কোপানলে ভস্ম হইব সর্ব্বথা॥
যদি পাই এই গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন।
তবেত তাহার পাএ লইব শরণ॥
অহে ভাই মো পাপীর মনে এই হয়।
মোরে অনুগ্রহ তেঁহো করিব নিশ্চয়॥
এত কহি দূত পাঠাইয়া অন্বেষণে।
গাড়ীসহ গ্রন্থ-রত্ন রাখিলা যতনে॥

শুনিয়া গ্রন্থের কথা রাজার বনিতা।
দর্শন করিতে তেঁহো হইলা উৎকণ্ঠিতা॥
কি বলিব গ্রন্থ-রত্নগণের বিজয়ে।
রাজার ভবন শোভা করে অতিশয়ে॥

গ্রন্থের শুভ-প্রভাব ও রাজার স্বপ্ন।

অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল।
ঘুচিল লোকের দুষ্ট চেষ্টা সে সকল॥

রাজা বীরহাম্বীরের সদা এই মনে।
যার গ্রন্থ তারে বা দেখিব কতক্ষণে॥
ঐছে বিচারিয়া রাজা ব্যাকুল হইলা।
হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকর্ষিলা॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ সুন্দর।
জিনি হেম-পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর॥
শ্রীচন্দ্র-বদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চিন্তা না করিহ তেঁহো মিলিব আসিয়া॥
হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন-অন্তর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর॥
এত কহি অদর্শন হৈতে হেন কালে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ রাজা ভাসে নেত্র-জলে॥
কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বোলে বার বার।
চতুর্দ্দিকে চাহে মর্ম্ম না করে প্রচার॥

গ্রন্থ হারাইয়া শোক।

এথা দস্যুগণে গ্রন্থ-গাড়ী লৈয়া গেলে।
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ জাগিলা সকলে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভাত-সময়ে।
ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষয়ে॥
কিছু খোঁজ না পাইয়া করএ ক্রন্দন।
ইকি বজ্রাঘাত হৈল কহে সর্ব্বজন॥
নরোত্তম কহে আমি প্রাণ তিয়াগিব।
শ্যামানন্দ কহে এই অনলে পশিব॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হৈল যাহা।
কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা॥
সঙ্গের যতেক লোক কাতর অন্তরে।
নিশ্চয় করিল আর না যাইব ঘরে॥
গ্রন্থ-চুরি-কথা সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইল।
আচার্য্যাদি মহাদুঃখ-সমুদ্রে ডুবিল॥
কতক্ষণে করি সবে ধৈর্য্যাবলম্বন।
পরস্পর কহে যাহা না হয় বর্ণন॥
শ্রীনিবাসে অকস্মাৎ কহে কোন জনে।
বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ যাহ রাজ-স্থানে॥

এ বাক্য শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস।
ঐছে আর দেখে নানা মঙ্গল-প্রকাশ॥
প্রভু-ভঙ্গি জানি সবে করিয়া আশ্বাস।
শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস॥
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
প্রভু লোকনাথ-আজ্ঞা করহ পালন॥
শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে।
অম্বিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে॥
পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈলে।
নহিবা উদ্বিগ্ন আসি মিলিবা সকালে॥
ঐছে কত কহি দোঁহে বিদায় করিল।
দোঁহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল
আচার্য্যের বাক্য না লঙ্ঘিয়া দুই জন।
গেলেন খেতরি গ্রামে স্থির নহে মন॥
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা।
প্রথমেই শ্রীসন্তোষে শক্তি সঞ্চারিলা॥

শ্রীনরোত্তমের দর্শনেতে সর্ব্বলোক।
মহাহর্ষ হৈলা পাসরিলা দুঃখ শোক॥
মহাযত্নে দোঁহে রাখি পরম নির্জ্জনে।
গ্রন্থ-চুরি কথা শুনি দুঃখী বিজ্ঞগণে॥
এথা শ্রীনিবাস দোঁহে বিদায় করিয়া।
হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া॥
সঙ্গের মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল।
বনবিষ্ণুপুরে একা শীঘ্র প্রবেশিল॥
মহান্তের হৃদয় বুঝিবে কোন জন।
গ্রন্থের উদ্দেশে করে একাকী ভ্রমণ॥
যেখানে সেখানে লোক কহে পরস্পরে।
অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা বিষ্ণুপুরে॥
কিবা এ দেবতা কিবা ঈশ্বরের অংশ।
দেখিতে সৌন্দর্য্য কার নহে ধৈর্য্য-ধ্বংস॥
এত কহি আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক উল্লাস হইয়া॥

শ্রীনিবাসের বন-বিষ্ণুপুরে গমন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণ-তনয়।
আচার্য্য-দর্শনে তার হইল প্রেমোদয়॥
তেহোঁ দেউলিতে নিজ-গৃহে লৈয়া গেলা।
আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পিলা॥
আচার্য্য ঠাকুর তারে জিজ্ঞাসিল যাহা।
ক্রমে বিস্তারিয়া তেহোঁ কহিলেন তাহা॥
ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া।
রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া॥
আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্য মানে॥
বসিতে দিলেন আনি অপূর্ব্ব আসন।
কিছু জিজ্ঞাসিতে করে আচার্য্য বারণ॥
অহে রাজা ভাগবত-কথা-সাঙ্গ পরে।
যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহা কহিব তোমারে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা মনে বিচারয়।
ইহোঁ গ্রন্থ-রত্নের অধ্যক্ষ সুনিশ্চয়॥
মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দরশন।
করিমু ইহার পদে আত্ম-সমর্পণ॥
ঐছে বিচারিয়া রাজা একদৃষ্টে চায়।
আচার্য্য শেষেতে কিছু কহিল রাজায়॥

রাজ-সভায় শ্রীনিবাস।

পূর্ব্বেই রাজার হইয়াছে শুদ্ধ মন।
শুনিতে যথার্থ অর্থ করে নিবেদন॥
ওহে মহাশয় এই হয় মোর মনে।
ভাগবত-পদ্য-ব্যাখ্যা কর শ্রীবদনে॥
শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্য ঠাকুর।
জানিল রাজার দুষ্ট বুদ্ধি গেল দূর॥

আচার্য্য কহেন কি শুনিতে হয় মন।
রাজা কহেন শ্রীভ্রমর-গীতা কিছু কন।
রাজার বচনে মগ্ন হইলেন সুখে।
রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে॥
আচার্য্য ঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল।
অপ্রুত অদ্ভুত অর্থ সুধাবৃষ্টি কৈল॥

সভামধ্যে সবার নেত্রেতে ঝরে জল।
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল॥
রাজার পাঠক নাম ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
কে কহিতে পারে তার হৈল যৈছে আর্ত্তি॥
যে যে জন ছিলেন শ্রীকথার সময়।
সে সবার চেষ্টাতে অন্যের প্রেমোদয়॥
আত্ম-বিস্মারিত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর।
স্থির হৈতে নারে তার আবেশ প্রচুর॥
আচার্য্য-চরণে পড়ি শ্রীবীরহাম্বীর।
কথা সমাধান হইলেও নহে স্থির॥
কতক্ষণে সুস্থির হইয়া ভাবে মনে।
কৈলু মহাঘোর অপরাধ এ চরণে॥
ঐছে দৈন্য-রসে মগ্ন শ্রীবীরহাম্বীর।
নেত্র-জলে ভাসয়ে হইতে নারে স্থির॥

ভ্রমর-গীতা-ব্যাখ্যা ও ভক্তির উচ্ছ্বাস।

অতি নির্জ্জনেতে আচার্য্যেরে বাসা দিয়া।
সন্ধ্যা-সময়েতে শীঘ্র মিলিলেন গিয়া॥
প্রণমিয়া যোড়-করে করে নিবেদন।
বিবরিয়া কহ প্রভু কৈছে আগমন॥
ঐছে বাক্য শুনিয়া আচার্য্য হর্ষ-চিতে।
রাজা প্রতি কহে এবে কহি সংক্ষেপেতে॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
ব্রজে সঙ্গোপন কৈলা প্রকট-বিহার॥
সময় পাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা মহারঙ্গে॥
নবদ্বীপে কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিহার।
শেষ (১) শিবাদিক তাহা নারে বর্ণিবার॥
শাস্ত্রে যে প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ করিল।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেতে জগৎ মাতাইল॥
কথোদিন গণ-সহ করি গৃহবাস।
কেশব ভারতী স্থানে করিলা সন্ন্যাস॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বিদিত হইল।
জীবে কৃপা লাগি সর্ব্ব-তীর্থেতে ভ্রমিল॥

শ্রীনিবাসের আত্মকথা।

(১) অনন্ত নাগ (যাহার সহস্র মুখ)।

ভক্তে সুখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস।
তথা চলাচল ব্রহ্মের অদ্ভুত বিলাস॥
তার প্রিয় ভক্ত গৌড় রাজার উজীর।
মহৈশ্বর্য্যবন্ত মহাপণ্ডিত গভীর॥
রূপ সনাতন নাম বিদিত ভুবনে।
সর্ব্বত্যাগ করিয়া গেলেন বৃন্দাবনে॥

তথা বাস কৈলা মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে।
ব্রজে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা শাস্ত্র-মতে॥
বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া-পাথার।
উঘালিলা ব্রজ-লীলা রত্নের ভাণ্ডার॥
শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থাদি প্রকাশিলা যত।
তাহা এক মুখে আমি কহিব বা কত॥
মুই মহা অযোগ্য জন্মিয়া গৌড়দেশে।
বৃন্দাবন গেলু প্রভুগণের আদেশে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হৈলু।
গোস্বামীর গ্রন্থাদিক অধ্যয়ন কৈলু॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি মহাবিজ্ঞগণ।
গৌড়ে গ্রন্থ প্রকাশিতে কৈল সমর্পণ॥
সাবধানে লইয়া আইলু এই দেশে।
কথো দূরে গ্রন্থ-চুরি হৈল রাত্রি-শেষে॥
সবে মিলি কৈলু ইতস্ততঃ অন্বেষণ।
অনেক প্রকারে কৈলু ধৈর্য্যাবলম্বন॥

নরোত্তম নামে এক রাজার কুমার।
পরম বৈরাগ্য সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার॥
শ্যামানন্দ নামে এক প্রবীণ সর্ব্বাংশে।
সে দোঁহারে পাঠাইলু নিজ নিজ দেশে॥
সঙ্গে যে আছএ ব্রজবাসী অস্ত্রধারী।
সে সবে রাখিলু এক স্থানে বাসা করি॥
গ্রন্থ লাগি সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিলু।
পুরাণ-পাঠের কথা শুনি এথা আইলু॥
কহিলু বৃত্তান্ত কিছু কহিতে কি আর।
গ্রন্থ-অদর্শনে হিয়া বিদরে আমার॥

শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ বচন শ্রবণে।
ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরণে॥
কান্দিয়া কহয়ে মুঞি দস্যু-অধিকারী।
করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি॥
প্রভু যবে বনপথে কৈলা আগমন।
দূত-মুখে বার্ত্তা মুঞি পাইলু তখন॥
অর্থ-প্রাপ্ত-হেতু হৈল আনন্দ আমার।
গণাইলু গণকে সে গণিল নির্দ্ধার॥
অতি বড় মহাজন মহারত্ন আনে।
হইব অবশ্য প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে॥
এ বাক্য শুনিয়া দস্যুগণে পাঠাইলু।
প্রাণে না মারিবে কারু এতেক কহিলু॥
দস্যুগণ অনায়াসে গাড়ী লইয়া আইল।
দেখিয়া সিন্ধুক মোর মহাহর্ষ হইল॥
সিন্ধুক খুলিয়া দেখি গ্রন্থ-রত্নগণ।
দর্শন মাত্রেতে মোর ফিরি গেল মন।

রাজার অনুতাপ ও দৈন্য।

হৈলু উৎকণ্ঠিত গ্রন্থ-অধ্যক্ষে দেখিতে।
শীঘ্র পাঠাইলু দূতগণে অন্বেষিতে॥
অন্তর্যামী প্রভু তুমি পতিত-পাবন।
মু অধমে অকস্মাৎ দিলা দরশন॥
দর্শন মাত্রেতে আত্ম-সমর্পিলু পায়।
অপরাধ ক্ষমি কৃপা করহ আমায়॥
মোরে মহাপাপী দেখি ঘৃণা না করিবে।
পাপে মুক্ত হঙ (১) যৈছে উপায় কহিবে॥
এত কহি পড়ি আচার্য্যের পদতলে।
আচার্য্যের চরণ সিঞ্চয়ে নেত্র-জলে॥
দেখিয়া রাজার অতি ব্যাকুল হৃদয়।
আচার্য্য করিল অনুগ্রহ অতিশয়॥
অশেষ-প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল।
কহিতে কি প্রেমের সমুদ্র উথলিল॥

---

(১) হঙ=হম=হমু=হইমু=হইব।

রাজা আচার্য্যের সে সকল লোকগণে।
শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিলা রম্য স্থানে॥
রাজা আচার্য্যেরে যত্নে স্নান করাইলা।
যথা গ্রন্থ-রত্ন তথা লইয়া চলিলা॥

আচার্য্যের হইল মহাপ্রফুল্লিত মন।
গ্রন্থ দেখি যে আনন্দ না হয় বর্ণন॥
রাজা গ্রন্থ পূজাইয়া বিবিধ প্রকারে।
অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন আচার্য্যেরে॥
আচার্য্যে দর্শন করি রাজার ঘরণী।
আনন্দে বিহ্বল যৈছে কহিতে না জানি॥
প্রণমিয়া আচার্য্যের চরণ-যুগলে।
আপনা মানয়ে ধন্য ভাসে নেত্র-জলে॥
শ্রীআচার্য্য করি কৃপা রাজার ভার্য্যায়।
রাজা সহ আইলেন নির্জ্জন বাসায়॥
রাজা পুনঃ পুনঃ কহে চরণে পড়িয়া।
কৈলু যে কুকর্ম্ম তাহে স্থির নহে হিয়া॥
রাজার হৃদয় জানি আচার্য্য ঠাকুর।
পুনঃ পুনঃ কহে সব চিন্তা কর দূর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সোপিলুঁ তোমারে।
সেই পাদপদ্ম চিন্ত হৃদয়-মাঝারে॥

রাজার দীক্ষা-গ্রহণ।

আপনাকে সাপরাধ মানি সর্ব্ব ক্ষণ।
নিরন্তর করিবে এ নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
এত কহি রাজার হরিতে সব ক্লেশ।
হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ॥

পুনঃ রাজা-প্রতি কহে মধুর বচনে।
সদা সাবধান হবে শ্রবণ-কীর্ত্তনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবন-পাবন।
এই নাম-মন্ত্র জীবে কৈলা বিতরণ॥
অহে রাজা গোসাঞির গ্রন্থাস্বাদ পরে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা করাব তোমারে॥
এত কহি ভক্তি-অঙ্গ কিছু জানাইয়া।
রাজা বীরহাম্বীরের স্থির কৈল হিয়া॥

গোষ্ঠীর সহিত রাজা উল্লাস-হিয়ায়।
বিকাইল শ্রীনিবাস আচার্য্যের পায়॥
গ্রন্থ-চুরি-প্রাপ্ত দস্যু-রাজার উদ্ধার।
এই কথা সর্ব্বত্রই হইল প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্যাস আদি সর্ব্বজন।
আচার্য্যের পাদপদ্মে লইলা শরণ॥

আনন্দ-সমুদ্র উথলিল বিষ্ণুপুরে।
ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা ঘরে ঘরে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত-গুণে।
হইলা বিহ্বল সবে অন্য নাহি জানে॥
গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভুগণ যত।
এ সবার নাম-গুণে মত্ত অবিরত॥
বাড়িল অদ্ভুত আর্ত্তি বৈষ্ণব-দর্শনে।
হৈল গাঢ় রতি নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা গাইতে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে কহিতে॥
নিজ নিজ ভাগ্য-শ্লাঘা করি সর্ব্বজন।
নিরন্তর করে সবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন॥

শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে।
করযোড় করি কহে আচার্য্যের পাশে॥
অহে প্রভু মো সবার দুঃখ নিবারিলা।
দেবের দুর্লভ রত্ন প্রদান করিলা॥
অহে প্রভু এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে।
গ্রন্থ চুরি হৈল এ জানিল সর্ব্বজনে॥
গ্রন্থ-প্রাপ্তি মু অধম দস্যুর দমন।
ঐ পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন॥
আর এই জানাইবা গোস্বামিগণেরে।
যেন মো পাপীরে সবে অনুগ্রহ করে॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দ যথা।
ঐছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হবে তথা॥
শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্য আপনে।
পূর্ব্বেই লিখিল পত্রী দিল রাজা-স্থানে॥

গ্রন্থাদি-প্রেরণ।

রাজা পত্রী দেখি হর্ষ হৈলা অতিশয়।
আচার্য্য ঠাকুর পুনঃ রাজারে কহয়॥
গাড়ী-সহ যে লোক আইলা ব্রজ হৈতে।
সে সবা যাইব গাড়ী লইয়া তুরিতে॥
এত কহি আচার্য্য আপনে যত্ন পাইয়া।
পত্রী দিল সঙ্গি-লোকগণে কত কৈয়া॥
রাজা সে সকল লোকে প্রণমি ভূমিতে।
করিল সম্মান যত কে পারে কহিতে॥
যে গাড়ীতে আইলেন গ্রন্থ-মহারত্ন।
তাহাতেই নানা দ্রব্য দিলা করি যত্ন॥

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
দিলেন বিভাগ করি আর যত স্থানে॥
লইয়া সে সব দ্রব্য অস্ত্রধারিগণ।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করিলা গমন॥
গাড়ী-সহ সবে মহা উল্লসিত হৈয়া।
গোস্বামীরে দিলা পত্রী বৃন্দাবনে গিয়া॥
আদ্যোপান্ত কহিল সকল সমাচার।
শুনিয়া ঘুচিল সব উদ্বেগ সবার॥

পত্রী-পাঠে বিশেষ সম্বাদ জ্ঞাত হইয়া।
চিন্তয়ে মঙ্গল মহাহর্ষে কত কৈয়া॥
শ্রীবীরহাম্বীর যে যে দ্রব্য পাঠাইলা।
শ্রীজীব গোস্বামী তাহা সর্ব্বত্রই দিলা॥
শ্রীনিবাস পত্রী পাঠাইব এই মনে।
শ্রীজীব গোস্বামী মহাহর্ষ ক্ষণে ক্ষণে॥
এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর শীঘ্র করি।
নিজ-প্রভু-পত্রী পাঠাইলেন খেতরি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ-সনে।
চিন্তায় ব্যাকুল হৈয়া আছেন নির্জ্জনে॥
খেতরি গ্রামেতে আসি দূত জিজ্ঞাসয়।
কোথায় আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥

শুভ সংবাদে প্রীতি।

শ্রীআচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুর হৈতে।
পত্রী পাঠাইল এই জানাহ তুরিতে॥

শুনি শীঘ্র কেহ মহাশয়ে জানাইল।
বনবিষ্ণুপুর হৈতে মনুষ্য আইল॥
আচার্য্য প্রভুর পত্রী আছে তার ঠাঞি।
এ কথা শ্রবণে কি আনন্দ অন্ত নাই॥

দূতে আনি নিকটে মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
দূত কহে পরম মঙ্গল মহাশয়॥
শুনি শ্যামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্রুজলে।
দুই বাহু পসারি দূতেরে করে কোলে॥
দূত মহা ব্যস্ত মহাশয়ে পত্রী দিয়া।
পড়য়ে দোঁহার পায় ভূমে লোটাইয়া॥
পত্রী-পাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার।
ধরিতে নারয়ে হিয়া আনন্দ অপার॥
পিতৃব্যের পুত্র দত্ত সন্তোষ রাজায়। (১)
জানাইল অল্পে ঐছে মধুর কথায়॥
গ্রন্থ-প্রাপ্তি হৈল শীঘ্র বনবিষ্ণুপুরে।
শ্রীআচার্য্য কৈল কৃপা শ্রীবীরহাম্বীরে॥
গ্রন্থ-প্রাপ্তি রাজা বীরহাম্বীরের ত্রাণ।
শুনি সন্তোষের জুড়াইল মন প্রাণ॥

সন্তোষ দত্তের আনন্দ।

পরম আনন্দে শ্রীসন্তোষ বিজ্ঞবর।
রাজ-দূতে করিলেন সম্মান বিস্তর॥
আদ্যোপান্ত সকল শুনিল তার স্থানে।
বহু অর্থ-ব্যয় কৈল মঙ্গল-বিধানে॥
সন্তোষের রীত দেখি সকলে বিস্মিত।
শ্রীঠাকুর মহাশয় হইলা উল্লসিত॥
শ্রীশ্যামানন্দেরে বসাইয়া নিজ-পাশে।
লিখিলেন পত্রী শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাসে॥
আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিলা।
শ্যামানন্দ উৎকলে যাবেন জানাইলা॥

---

(১) কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম খেতুরীর রাজ-সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করাতে তদীয় পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত সিংহাসনে আরূঢ় হন।

শ্রীবীরহাম্বীরে পত্রী পৃথক লিখিল।
তাহে তার পরম সৌভাগ্য জানাইল॥
পত্রী-দ্বয় লৈয়া দূত বিষ্ণুপুরে গেলা।
পত্রী দিয়া রাজারে সকল নিবেদিলা॥

রাজা নিজ-দূতের সৌভাগ্য প্রশংসিয়া।
শ্রীআচার্য্য-আগে চলে উল্লসিত হৈয়া॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া শিষ্যগণ।
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥
সভা-মধ্যে বসিয়া আছেন সূর্য্য-প্রায়।
দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায়॥

খেতুরীর পত্র।

শ্রীবীরহাম্বীর শ্রীআচার্য্য আগে গিয়া।
করিল প্রণাম যত্নে ভূমে লোটাইয়া॥
আচার্য্যে কহয়ে দাঁড়াইয়া যোড়-হাতে।
খেতরি হইতে পত্রী আইল এই প্রাতে॥
মো পাপীরে অনুগ্রহ করি অতিশয়।
লিখিলেন এ পত্রী ঠাকুর মহাশয়॥
প্রভুকে এ পত্রী লিখিলেন এত কৈয়া।
দিলেন পত্রিকা অতি উল্লসিত হইয়া॥
আচার্য্য পড়েন পত্রী শুনি সর্ব্বজনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু সবার নয়নে॥
পত্রী-পাঠ হইলে রাজা পুনঃ নিবেদিল।
পত্রী-বহির্ভূত দূত-মুখে যে শুনিল॥
যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে।
করিল মঙ্গল-ক্রিয়া বিধির বিধানে॥
ব্রাহ্মণগণেরে দান কৈল যে প্রকার।
সে সব শুনিতে মহা-উল্লাস সবার॥
রাজারে আইল মহাশয়ের লিখন।
ইথে ভূপ-সৌভাগ্য প্রশংসে সর্ব্বজন॥

কতক্ষণ রহি রাজা আচার্য্য-সভায়।
অনুমতি লৈয়া গৃহে গেলেন ত্বরায়॥
শ্রীমহাশয়ের পত্রী পড়িয়া নিভৃতে।
হইলা বিহ্বল রাজা নারে স্থির হৈতে॥

হেন কালে রাণী আসি করে নিবেদন।
কৃপা করি মোরে পত্রী করাহ শ্রবণ॥
শুনিয়া রাণীর বাক্য রাজা সেই ক্ষণে।
শুনাইল পত্রী অতি উল্লসিত মনে॥
শ্রবণ-মাত্রেতে রাণী আপনা পাসরে।
বিধি-প্রতি প্রার্থনা করয়ে বারে বারে॥
প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তমে।
কৃপা করি বারেক দেখাহ মু অধমে॥
এত কহি রাণী নেত্র-জলে সিক্ত হৈয়া।
রাজার চরণ ধরি পড়ে লোটাইয়া॥
রাজার প্রতি কহে এবে সার্থক জীবন।
অনায়াসে পাইলা কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
রাজা কহে সে ধন দুর্লভ অতিশয়।
মোরে কি স্পর্শিবে মুঞি মহা-পাপাশয়॥
গোঙাইলু বৃথা জন্ম মুঞি দুরাচার।
যত অপরাধ কৈলু লেখা নাই তার॥
এত কহিতেই রাজা অধৈর্য্য হিয়ায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুলি ধরণী লোটায়॥

প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বুলি।
করে কত খেদ পুনঃ দুটি বাহু তুলি॥
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ বক্রেশ্বর।
হরিদাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর॥
গৌরীদাস কাশীশ্বর রূপ সনাতন।
লইয়া এ সব নাম করয়ে ক্রন্দন॥
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস পুনঃ কহে রাণী-প্রতি।
মো সম সংসারে ঐছে নাহিক দুর্ম্মতি॥
নবদ্বীপে প্রভু পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়া প্রিয় গণ॥
শুনি সে প্রভুর লীলা না দ্রবিল হিয়া।
করিলু কুতর্ক কত ঐছে মোর ক্রিয়া॥
না জানি কি শুভ ক্ষণে গ্রন্থ চোরাইলু।
তেঞি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুরে পাইলুঁ॥

মুঞি হেন লৌহ-পিণ্ড মোরে দ্রবাইল।
কৃপা করি সে লীলা-সমুদ্রে ডুবাইল॥
দয়ার অবধি মোর প্রভু শ্রীনিবাস।
করিব সফল যে জন্মিবে অভিলাষ॥
চিন্তা না করিহ পাবে তার প্রিয় গণে।
ও পদ করহ সার জীবনে মরণে॥
ঐছে কত কহে রাজা প্রশংসে রাণীরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥

হরিচরণ দাসের অদ্বৈত-মঙ্গল।

রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩০৩, ৩২৬৭ পৃষ্ঠা। অনুমান ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জম্বুদ্বীপ মধ্যে হয় নবদ্বীপ গ্রাম।
শ্রীবৃন্দাবন-প্রায় গুণবন্ত ধাম॥
তথা যমুনা-বেষ্টিত অর্দ্ধচন্দ্র।
তথা রহে গঙ্গা যে সেহি প্রায় ছন্দ॥
গঙ্গা-যমুনা দোঁহে আছে এক স্থায়ী।
কভু এক হইয়া রহে কভু যায় তথাই॥
বড় বড় ব্রাহ্মণ দেশে দেশে আসি।
নবদ্বীপ বাস করে হইয়া তপস্বী॥
মহাদেব ক্ষেত্রপাল লিঙ্গরূপে রহে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সবে পূজে তাহে॥
শান্তিপুর গ্রাম বন্দিএ যতনে।
তাহাতে প্রভুর লীলা হয় রাত্র-দিনে॥
চারি ক্রোশ শান্তিপুর গঙ্গা দুই পাশে।
বন্দনের শ্রেণী সব গঙ্গাতে ভালবাসে॥
নারিকেল দুই পাশে জঙ্গল সারি সারি।
অমৃত্তমবৃক্ষ মধ্যে তাহাতে আচারি॥

খর্জ্জুর-তলাতে হয় ছায়া মনোহর।
রত্নে রুচির যেন হয় কলেবর॥
বিপ্র সব বসি করে প্রভুরে বেষ্টিত।
বড় বড় তপস্বী প্রাচীন বিদিত॥
গ্রীষ্মকালেতে সব শান্তিপুর-নিকটে।
সন্ধ্যার সময়ে সবে বৈসে যাইয়া তটে॥

প্রেমদাসের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী।

এই গ্রন্থ কবিকর্ণপূরের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চন্দ্রোদয় অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকারের বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আমরা যে পুথিখানি হইতে নিম্নের অংশ গ্রহণ করিলাম, তাহা ও গ্রন্থ-রচনা-কাল এক, সুতরাং অবলম্বিত পুথিখানি প্রেমদাসের নিজের পুথি কি না তাহা বলা যায় না। এই পুথির হাতের লেখা উৎকৃষ্ট ও ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি নাই।

শ্রীচৈতন্য-প্রতাপরুদ্র-মিলন।

(বাং ১১২০ সালের পুঁথি হইতে নকল করা হইল।)

জগন্নাথের রথের বিজয়-প্রত্যাসন্ন।
নৃপতি প্রতাপরুদ্র হইলা উৎপন্ন॥
রাজার হঞাছে অতি উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরণ দেখিবারে॥
প্রভু-অনুমতি তাহে নহে কদাচিতে।
কেমনে প্রবোধ হয় নৃপতির চিতে॥
ভট্টাচার্য্য-কথা শুনি গোপীনাথ বলে।
হেন বুঝি গজপতি (১) আইলা নীলাচলে॥
নিকট হইল রথ বিজয়-সময়।
নৃপতির আগমন উপযুক্ত হয়॥

---

(১) উড়িষ্যার রাজাদের 'গজপতি' উপাধি বহুকাল চলিয়া আসিতেছে।

শীঘ্র আমি জগন্নাথ দর্শন করিঞা।
আসি বলি গোপীনাথ চলিল ধাইঞা ॥

সার্ব্বভৌম হেথা মনে করেন বিচার।
কিরূপে গৌরাঙ্গ দেখা পাইব ভূপাল ॥
হেন কালে রাজদূত আইল ধাইঞা।
ভট্টাচার্য্যে কহে আসি প্রণাম করিঞা ॥
শুন ভট্টাচার্য্য মোরে পাঠাল্য ভূপতি।
তাঁর আজ্ঞা তাঁর কাছে চল শীঘ্রগতি ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচারে।
আসি মাত্র রাজা কেনে বোলায় আমারে ॥
এত বলি সার্ব্বভৌম শীঘ্রগতি চলে।
দূরে হৈতে রাজারে দেখিল সভাতলে ॥
উত্তম মন্দির তাতে দিব্য চন্দ্রাতপ।
সোপাধান চিত্রকন্থা কুসুম-সৌরভ ॥
তারপর বিচিত্র পট্টের সুবিছান।
তাথে বসিয়াছে রাজা ইন্দ্রের সমান ॥

প্রতাপ রুদ্রের বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে আহ্বান।

রাজ-সভায় বাসুদেব।

চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ দেব-পরিচ্ছদ।
কে কহিতে পারে তার রাজত্ব-সম্পদ ॥
বাক-প্রয়োগ নাহি কারো মৌন করিঞাছে।
রাজার অন্তরে অতি আনন্দ উঠিছে ॥
এবে আমি দেখিব চৈতন্য-শ্রীচরণ।
এত ভাবি রাজার আনন্দযুত মন ॥
ভট্টাচার্য্য হেন কালে গেলা সভা-স্থানে।
আনন্দে আছেন রাজা তাহো নাহি জানে ॥
উৎকণ্ঠিত রাজা মনে করিছে চিন্তন।
কিরূপে পাইব কৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন ॥
রাজ্য-চেষ্টা করিবারে ইচ্ছা নাহি হয়।
গৌরচন্দ্র বিনা মোর ব্যাকুল হৃদয় ॥
সুখ-ভোগ রোগ-সম হইল আমার।
কাল হৈল কাল মোর সব অন্ধকার ॥
অতঃপর প্রভু মোরে না দেখে সর্ব্বথা।
না ধরিব জীবন আমার এই কথা ॥

রাজার চৈতন্য-দর্শনেচ্ছা।

রাজা দেখি সার্ব্বভৌম ভাবেন অন্তরে।
অন্তরে সচিন্ত্য বড় দেখিএ ইঁহারে॥
নিকটে আইনু আমি তাহো নাহি জানে।
অতএব পরিচয় করিএ আপনে॥
জয় জয় মহারাজ ভট্টাচার্য্য বলে।
সাবধান হঞা রাজা তাঁহারে নিহালে॥
আস্থ আস্থ বলি রাজা প্রণাম করিলা।
ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিঞা বসিলা॥
রাজা কহে ভট্টাচার্য্য ভগবান-স্থানে।
নিবেদন করিলে কি আমার কারণে॥
সার্ব্বভৌম বলে আমি কহিলু সদৈন্য।
রাজা কহে কি কহিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
ম্লান মুখে ভট্টাচার্য্য কহে প্রত্যুত্তর।
কি কহিব মহারাজ তোমার গোচর॥
রাজা বিষাদ হইলেন বুঝি অনুমানে।
সম্মতি না দিল প্রভু মোর দরশনে॥
রাজা বলে ভট্টাচার্য্য বুঝিনু তখনি।
যবে তুমি সহর্ষ না কহিলে আপনি॥

চৈতন্যের অসম্মতি।

নিশ্চয় জানিঞা মন শ্রীচৈতন্য-দরশন
না দিবেন অভাগার প্রতি।
হা হা ধিক্ এ রাজত্ব ইহা হৈতে সুনীচত্ব
পৃথিবীতে নাহি আর কতি॥
দর্শন না করি যারে হেন নীচ অধমেরে
মহাপ্রভু করে দরশন।
তথাপি আমার সনে দেখা নাহি করে কেনে
তাক্তে জানিলাঙ তাঁর মন॥
আপনে ঈশ্বর পূর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ
হৈলা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া।
প্রতাপরুদ্রের বিনা ত্রিভুবনে যত জনা
সভারে করিব আমি দয়া॥
এ নহিলে নর নারী এ তিন ভুবন ভরি
সঙ্গে আসি দর্শন করিল।

রাজার মনস্তাপ।

সভারে করিঞা দয়া দিল শ্রীচরণ-ছায়া
মোরে কেন বঞ্চিত করিল ॥

এত বলি একক্ষণ চিন্তে রাজা মনে মন
সার্ব্বভৌমে বলে শুন যুক্তি।
ঈশ্বরের সত্য বাণী অন্যথা না হয় জানি
সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে কার শক্তি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন ভট্টাচার্য্য কই
তাঁর পদ-পঙ্কজ যুগল।
নেত্র ভরি দেখি তাহা সফল করিব দেহা
দেখাইব নিজ-ভক্তি-বল ॥
তা করিতে নারি যবে সে পদ-পঙ্কজ তবে
মনে মনে দৃঢ় করি ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নামের আশ্রয় করি
নিশ্চয় তেজিব নিজ-প্রাণ ॥

এত বলি নরেশ্বর অনুরাগে ঢল ঢল
নেত্র বাঞা পড়ে অশ্রুধার।
সচিন্তিত সার্ব্বভৌম দেখিয়া রাজার প্রেম
নিজ-মনে করিঞা বিচার ॥
চৈতন্য-চরণ-যুগে গাঢ়তর অনুরাগে
গজপতি তেজিব জীবন।
হায় হায় কি করিব কেমনে সঙ্গত হব
মহারাজা পাইব দর্শন ॥
পুনঃ যদি প্রভু-স্থান যাঞা কহি এ আখ্যান
এহো নহে সমুচিত কথা।
না সহে রাজার গন্ধ ঈশ্বরের সুনির্ব্বন্ধ
কার শক্তি তা করে অন্যথা ॥

বাসুদেবের সান্ত্বনা-বাক্য।

রাজার সে অনুরাগ কোন মতে করে ত্যাগ
প্রভুর প্রতিজ্ঞা-সনে রণ।
এহো বাঢ়ে ওহো বাঢ়ে আমারে সঙ্কটে পাড়ে
জিনি হারি নাহি কোন জন ॥
এত বলি সার্ব্বভৌম দেখিঞা রাজার প্রেম
মহারাজে করেন আশ্বাস।

তুয়া বাঞ্ছা-তরুবরে ফল ধরিবার তরে
আছে এক উপায় প্রকাশ ॥
রাজা কহে জান যদি কহ সে উপায়-বিধি
যাহে পাই প্রভুর দর্শন।
ভট্ট কহে নরেশ্বর তুমি ভাগবত-বর
কৃষ্ণ হন ভক্ত-বশ্য ধন ॥
যদি তব অনুরাগ দূত হৈঞা মহাভাগ
করাইব চৈতন্য-সঙ্গম।
তথাপি আমার যুক্তি * * হইব তথি
রাজা কহে কিবা যুক্তি-ক্রম ॥
গজপতি-কর্ণমূলে সার্ব্বভৌম যুক্তি বলে
এই যুক্তি মোর মনে লয়।
জগন্নাথ-রথোৎসবে সঙ্গে লঞা ভক্ত-সবে
গৌরাঙ্গের নৃত্য-রঙ্গ হয় ॥
নৃত্য করি শ্রম পাঞা বিজনে আরামে যাঞা
যখনে বসিব গৌর হরি।
রাজ-বেশ ছাড়ি তবে প্রভুর নিকট হবে
অনুরাগ-দূত সঙ্গে করি ॥

চৈতন্য সাক্ষাৎকারের উপায় উপদেশ।

আনন্দ-আস্বাদ পাঞা প্রভু রাজ্য পাসরিঞা
বসিঞা থাকিব বৃক্ষতলে।
অলক্ষিত রূপ হঞা অকস্মাৎ তুমি যাঞা
দেখিবে শ্রীচরণ-কমলে ॥
সার্ব্বভৌম-যুক্তি শুনি গজপতি নৃপমণি
মনে কিছু পাইল আশ্বাস।
সার্ব্বভৌমে রাজা বলে উত্তম বিমর্শ (১) কৈলে
এই কার্য্য-সিদ্ধির আভাস ॥
কিন্তু এই কর তুমি এ প্রসঙ্গ তুমি আমি
আর মাত্র জানে ভগবান।
অন্যে না জানিব ইহা যত্নে তুমি কর তাহা
তবে হয় মঙ্গল-বিধান ॥
এই বটে বলে ভট্ট উঠিল আনন্দ-হট্ট
দুই জনে আনন্দ-প্রসঙ্গ।

গোপন রাখিবার যুক্তি।

(১) পরামর্শ।

বসিলেন দুইজন যুক্তি করি সুস্থ মন
প্রেমদাস বসি দেখে রঙ্গ ॥

হেন বেলা দ্বারী গেলা রাজ-সন্নিধান।
কৃতাঞ্জলি দাণ্ডাইয়া কহে সাবধান ॥
শুন দেবরাজধানী হৈতে এক চর।
দ্বারের নিকটে আসি হৈল সত্বর ॥
তারে মোর পাশে আন নৃপতি কহিল।
দ্বারী যাঞা শীঘ্র তাহে পুনঃ লঞা আইল ॥
দ্বারী বলে এই এহোঁ রাজধানী-চর।
রাজা বলে কহ সবাইর সমাচার ॥
চর বলে নরদেব কর অবধান।
লক্ষ লক্ষ লোক আইল চিত্রোৎপলা-স্থান ॥
সে সব মনুষ্য কিবা শত্রুর সেনানী।
কিবা তীর্থযাত্রিক নির্ণয় নাহি জানি ॥
সত্বরে আইনু আমি শুনি কোলাহল।
সত্বর ॥

দূতের সংবাদ।

ভট্ট কহে তীর্থক সে জানিল রহস্য।
অন্যথা পূর্ব্বেই বার্ত্তা পাইল অবশ্য ॥
তাথে আমি অনুমান করি যুক্তি বল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়-পার্ষদ সকল ॥
ভাল হৈল আইলা চৈতন্য-ভক্তগণ।
তোমার সহিত গোষ্ঠী হইব শোভন ॥
হোথা যত ভক্তগণ নরেন্দ্রের তীরে।
হরিধ্বনি কোলাহল করে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মেঘাগমারম্ভে যেন চাতক সকল।
দ্বিগুণ করয়ে ধ্বনি উৎসাহ-অন্তর ॥
তৈছে কৃষ্ণ নিকট হইলা সভে জানি।
মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি ॥
সার্ব্বভৌম বলে রাজা করি নিবেদন।
শীঘ্র তুমি কর অট্টালিকা আরোহণ ॥
মহাভাগবতগণ চৈতন্য-পার্ষদ।
বহুভাগ্যে ঘটে রাজা দর্শন-সম্পদ ॥

চৈতন্য পার্ষদগণ-দর্শন।

সার্ব্বভৌম বোলে রাজা অট্টালি উঠিলা।
নরেন্দ্রের পথে দৃষ্টি করিঞা রহিলা॥
হোথা শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
জানিলা আইলা সর্ব্ব ভকত-মণ্ডল॥
দামোদর স্বরূপেরে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিকটে আইলা॥
ঈশ্বর-প্রসাদ লঞা চল শীঘ্রগতি।
সম্মান করিঞা গিঞা আন ভক্ত তথি॥
দামোদর জগন্নাথ-নির্ম্মাল্য লইঞা।
ভক্তগণ-স্থানে চলে উল্লসিত হঞা॥

পরিচয় জিজ্ঞাসা।
গোপীনাথ-কৃত পরিচয়-প্রদান।

গজপতি বলে এই কোন জন যায়।
ভগবন্নির্ম্মাল্য লঞা চলিছে বেরায়॥
সার্ব্বভৌম বলে এহোঁ দামোদর নাম।
গৌর ভগবানের পার্ষদ প্রেম-ধাম॥
অদ্বৈতাদি প্রিয়গণ গমন শুনিঞা।
ভগবৎ-প্রসাদমালা দামোদরে দিঞা॥
আপনে চৈতন্য পাঠাইলা দামোদরে।
পুরস্করি অদ্বৈতাদি আনিবার তরে॥
গজপতি বলে যত আইল ভক্তগণ।
তাথে হেন চৈতন্যের প্রিয় কেবা হন॥
মালা দিঞা অনুব্রজি আনাইব যারে।
সার্ব্বভৌম বলে আছে জানিল বিচারে॥
সে নহিলে হেন কেন ব্যবসায় হয়।
গৌড়দেশে মহা-মহাভাগবত রয়॥
মোর সঙ্গে পরিচয় নাহি তাঁ সভার।
গোপীনাথ আচার্য্যে বোলাহ জানিবার॥

গৌড়ের সকল ভক্তে গোপীনাথ চিনে।
তিহোঁ পরিচয় করাইব সর্ব্ব জনে॥
হেন বেলে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য।
সার্ব্বভৌম বলে সিদ্ধ হৈল সর্ব্ব কার্য্য।
গোপীনাথ বলে রাজা কি আজ্ঞা তোমার।
কি করিব কেনে নাম লৈছিলে আমার॥

রাজা কহে সার্ব্বভৌম কহ আচার্য্যেরে।
ভট্টাচার্য্য গোপীনাথে কহেন সাদরে॥
গৌড়ে হৈতে আসে যত ভাগবতগণ।
পরিচিত তোমার হএন সর্ব্বজন॥
আমা সকলের ইচ্ছা হয় জানিবারে।
পরিচয় করাহ সকল ভক্তবরে॥

গোপীনাথ বলে ভাল যে আজ্ঞা তোমার।
একে একে পরিচয় করিব সভার॥
গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য আর গজপতি।
অট্টালি উপরে পথ দেখে স্থিরমতি॥
হোথা সব ভক্তগণ নরেন্দ্রের তীরে।
মহানন্দে উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন করে॥
সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পথি যায়।
দূরে হৈতে গজপতি তা শুনিতে পায়॥
ভট্টাচার্য্য বলে অহো কি আশ্চর্য্য ধ্বনি।
কর্ণ মন জুড়াইল সংকীর্ত্তন শুনি॥
রাজা কহে বিস্তর শুনিল কৃষ্ণ-গান।
কীর্ত্তন-কৌশল হেন নাহি দেখি আন॥

কীর্ত্তন-সৃষ্টি কাহার।

হেন সংকীর্ত্তন রস কেবা সৃষ্টি কৈল।
কীর্ত্তন শুনিতে মন প্রাণ জুড়াইল॥
সার্ব্বভৌম বলে এই কীর্ত্তন-বিধান।
সৃষ্টি করিলেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্॥
পৃথিবীতে হেন হরি-কীর্ত্তন না ছিল।
বৃন্দাবন-রস প্রভু প্রকাশ করিল॥
হেন কালে দামোদর গেলা সেই স্থলে।
দিব্যমালা পরাইল অদ্বৈতের গলে॥
রাজা কহে আগে মালা যাঁরে সমর্পিল।
এ কোন্ মহান্ত হন তাহা মোরে বল॥

গোপীনাথ বলে নাম শুনহ প্রত্যেকে।

অদ্বৈত।

এহো শ্রীঅদ্বৈত নাম জ্ঞাত সর্ব্বলোকে॥
এই যে দেখিছ আগে আরক্ত-গৌরাঙ্গ (১)।

নিত্যানন্দ।

এহো নিত্যানন্দ হন চৈতন্যের স্বাঙ্গ॥

(১) রক্তিমাভ গৌর দেহ।

সার্ব্বভৌম বলে নিত্যানন্দে আমি চিনি।
প্রথমে প্রভুর সঙ্গে আস্যা ছিলা ইনি॥
রাজা কহে কথো জন নিজ সঙ্গে লঞা।
পৃথক্ আসিছে কেনে না বুঝিল ইহা॥
সার্ব্বভৌম বলে সর্ব্ব-আদরণীয় হন।
তে কারণে অন্য সঙ্গ না করে গমন॥
গোপীনাথ বলে এই নায়ক-প্রধান।
শ্রীবাস পণ্ডিত নাম মহাপ্রেম-ধাম॥ শ্রীবাস।
এই যে সুন্দর যুবা নাম বক্রেশ্বর।
প্রভুর সমান যার নর্ত্তন সুন্দর॥
এই যে প্রবীণ দেখ আচার্য্য-রতন।
রাধা-ভাবে যার ঘরে প্রভুর নর্ত্তন॥
এই মহাসুখী-স্থূল দেখ বিদ্যানিধি। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
গদাধর পণ্ডিতের গুরু প্রেমনিধি॥
সার্ব্বভৌম বলে আমি শিশু যবে ছিনু।
নবদ্বীপে দুই জনে তখনি দেখিনু॥
গোপীনাথ বলে এই দেখ বিদ্যমান।
ম্লেচ্ছকুলে জন্ম এহোঁ হরিদাস নাম॥ যবন হরিদাস।
তিন লক্ষ হরিনাম লয় প্রতি দিনে।
ভুবন-পূজিত এহোঁ মানে সর্ব্বজনে॥
এই যে ব্রাহ্মণ-বেশ নাম গদাধর। গদাধর।
শিশুকাল হৈতে এই বৈরাগ্য-তৎপর॥ মুরারি গুপ্ত।
এই যে মুরারি গুপ্ত অংশী যার রুদ্র।
রাম-পাদপদ্মে এহোঁ প্রেমের সমুদ্র॥
এই তিন দেখ শ্রীবাসের সহোদর।
রাম আর শ্রীপতি শ্রীকান্ত ভক্তবর॥ রাম ও শ্রীপতি।
এই গঙ্গাদাস চৈতন্যের বিদ্যা-গুরু। গঙ্গাদাস ও নৃসিংহ আচার্য্য।
নৃসিংহ আচার্য্য এহোঁ প্রেম-কল্পতরু॥
নবদ্বীপবাসী এই সব ভক্তগণ।
কথো মুখ্য কহিনু না জানি সর্ব্বজন॥
আর যত অপূর্ব্ব না জানি ইহা সবে।
আজ্ঞা দেহ পরিচয় লঞা আসি তবে॥
রাজা কহে শীঘ্র যাঞা কর পরিচয়।
যে আজ্ঞা বলিয়া গোপীনাথের বিজয়॥

ভক্তবৃন্দ-পাশে যাঞা পরিচয় লঞা।
গোপীনাথ রাজা-স্থানে পুনঃ আইল ধাঞা।

পুরন্দর আচার্য্য, রাঘব পণ্ডিত, হরি ভট্ট প্রভৃতি।

গোপীনাথ বলে ভট্টাচার্য্য মন কর।
এই আগে দেখহ আচার্য্য পুরন্দর ॥
হরি ভট্ট এই এহোঁ পণ্ডিত রাঘব।
এই নারায়ণ নাম পরম বৈষ্ণব ॥
কমলাকান্ত নাম এহোঁ এহোঁ কাশীশ্বর।
বাসুদেব মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
এই শিবানন্দ এহোঁ আর নারায়ণ।
এহো দেখ বল্লভ শ্রীকান্ত এহো হন ॥
বহু কি বলিব আর সংক্ষেপে জানাই।
সকল চৈতন্য-ভক্ত যাত্রী কেহ নাই॥
রাজা সার্ব্বভৌমে দোঁহে করে দরশন।
ভক্ত-বৃন্দ চলে হোথা করি সংকীর্ত্তন ॥
সিংহ-দ্বার পাছে করি চলে শীঘ্রগতি।
দেখি সার্ব্বভৌমে জিজ্ঞাসেন গজপতি ॥
জগন্নাথ-শ্রীমন্দির পৃষ্ঠদেশে থুঞা।
চৈতন্যের বাসা কেনে চলিলেন ধাঞা ॥

রাজার প্রশ্ন ও বাসুদেবের উত্তর।

সার্ব্বভৌম বলে রাজা নৈসর্গিক প্রেমা।
আকর্ষিয়া লএ এই তাঁহার মহিমা ॥
জগন্নাথ চৈতন্যে যদ্যপি এক হয়।
তথাপি চৈতন্যে সে সহজ প্রেমোদয় ॥

শুনিঞা রাজার মনে আনন্দ হইল।
অন্য দিক্ পানে পুনঃ দৃষ্টি আরোপিল ॥
দেখি রামানন্দানুজ নাম বাণীনাথ।
অনেক আত্মীয় লোক লঞা নিজ-সাথ ॥
বিস্তর প্রসাদ আদি নিজ সঙ্গে লঞা।
চৈতন্যের বাসা দিকে চলে শীঘ্র হঞা ॥
দেখি গজপতি জিজ্ঞাসেন সার্ব্বভৌমে।
বাণীনাথ এত প্রসাদ লঞা যায় কেনে ॥
সার্ব্বভৌমে বলে বাণীনাথ বিজ্ঞ হয়।
অভিপ্রায় জানে এহোঁ চৈতন্য-হৃদয় ॥

না কহিতে প্রসাদাদি আপনে লইঞা।
ভক্তগণে উপচার দিতে যায় ধাঞা॥
রাজা কহে ভট্টাচার্য্য একি আচরণ।
আজি কি করিব সভে প্রসাদ ভোজন॥
মুণ্ডনোপবাস এই তীর্থের বিধান।
তা লঙ্ঘিয়া কেমনে অন্ন জল করি পান॥
সার্ব্বভৌম বলে রাজা শাস্ত্রে এই কয়।
কিন্তু সেই অন্য পথ জানিবে নিশ্চয়॥

প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য-দর্শনে যাত্রা।

এত বলি গোপীনাথ বসিঞা নির্জ্জনে।
আইল প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শনে॥
রাজ-পরিচ্ছদ যত বস্ত্র অলঙ্কার।
সব ছাড়ি একাকী করিলা আগুসার॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র ধুতি ফোতা পরিঞাছে মাত্র।
চৈতন্য দেখিব বলি উল্লসিত-গাত্র॥
মনে মনে কহে কথা রাজা মতিমান্।
ভয়-তর্ক দুই মোর হৈল বলবান্॥
বলবতী উৎকণ্ঠা যে হইল অন্তরে।
ভয় তর্ক দুই তারে আচ্ছাদন করে॥
প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা টানি লঞা যায়।
দুই পায়ে বিকলাঙ্গক স্তম্ভ হৈল তায়॥
নিজ-ভাগ্যবল আজি বুঝিব তোমার।
পরীক্ষা করিব আমি এই সে বিচার॥
সেই পরীক্ষাতে হব প্রাণের পরীক্ষা।
প্রাণ-প্রতি মোর নাহি আগ্রহ উপেক্ষা॥

এমন বিচার করি রাজা মতিমান্।
ধীরে ধীরে চলিলেন মহাপ্রভুর স্থান॥
ইন্দ্র যেন অপরাধী হঞা কৃষ্ণ দেখি।
মনঃ-কথা কহে তিহোঁ প্রফুল্লিত আখি॥
প্রস্তাব মাত্রেতে চিনি রাজা বটে এই।
সুপ্ত হঞা আছে যেন বীররস যেই॥
শঙ্কা-ভয়-তর্কানন্দ-মিশ্রিত-অন্তর।
কষ্টে উঠাইছে পদ গমন-মন্থর॥

বৃক্ষ বৃক্ষ-মূলে যত মহান্ত আছিলা।
নৃপতি প্রতাপরুদ্রে দেখিতে পাইলা॥
মনে মনে সভাই ভাবেন চমৎকার।
অকস্মাৎ রাজা কেনে কৈল আগুসার॥
মঙ্গল-সূত্রেতে করি মুদ্রিত দু কর।
প্রতাপরুদ্র আজি কেন তপস্বি-বেশ-ধর॥
যদি বা নিষেধ করি সেহ ভাল নয়।
প্রভু পাছে রাজা দেখি উদ্বেগ করয়॥
না জানি কি মেনে হয় আজি সে রাজার।
দেখি রাজা করেন কেমন ব্যবহার॥

এত বলি ভক্তগণ রাজা-পানে চায়।
লঘু লঘু গজপতি প্রভু-পাশে যায়॥
চতুর্দ্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে।
প্রভুর নিকট গেলা মন্থর গমনে।
দেখি প্রভু বসিঞাছে অবনী-উপরে।
মুখ বক্ষ বাঞা পড়ে আনন্দাশ্রু-ধারে॥
শ্রীচরণ মন্দ মন্দ করান দোলান।
রক্ত পদ্ম যেন মন্দ পবন উড়ান॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য তাহে প্রেমার বিকার।
দেখিঞা প্রতাপরুদ্রের হৈল চমৎকার॥
পরিঘ দীঘল দুই বাহু প্রসারিঞা।
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরিল ধাইঞা॥
ভক্তগণ দেখি বলে অনর্থ হইল।
অবিচারে কেনে রাজা এমন করিল॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু মুদিত নয়নে।
বসিঞাছে নিজ পর বাহ্য নাহি জানে॥
দৃঢ় করি ধরে রাজা প্রভুর চরণে।
হায় হায় রাজার কি হয় আজি মেনে॥
এই মত ভক্তগণ ভাবেন বিষাদ।
রাজা প্রতি প্রভু হোথা করিলা প্রসাদ॥

মুদিত নয়নে প্রভু ধ্যানস্থ হইয়া।
দৃঢ় করি আলিঙ্গিল রাজাকে ধরিঞা॥

রাজার আর্ত্তি।

ভক্তগণের আশঙ্ক।

চৈতন্তের কৃপা।

মুদিতনয়নে প্রভু ধরিয়া রাজারে।
ভাগবত-শ্লোক এক পঢ়ে বারে বারে॥
রাজার অন্তরের সব গেল দুঃখ শোক।
গোপীনাথ আচার্য্য বলে এ বড় কৌতুক॥
কভু দোষ কভু গুণ সাহস করিলে।
এই কথা আমি বুঝিলাম এত কালে॥
মহারাজ গজপতি সাহস যে কৈল।
তাথে এই ভাগ্যে ফল অদ্ভুত ফলিল॥
কত কাল কত তপ করি যা না পায়।
হেন কৃপা আজি প্রভু করিল রাজায়॥
কেহ বলে রাজার ভাগ্যের অন্ত নাঞি।
কেহ বলে কৃপাময় চৈতন্য গোসাঞি॥
কেহ বলে রাজার নির্ম্মল ভক্তি-বলে।
পরবেশ করিলেন চৈতন্য ঈশ্বরে॥

আর বার গোপীনাথ রাজা দেখি কয়।
সেই গজপতি এই বড়ই বিস্ময়॥
মহামল্লগণে যদি বাহুযুগে ধরি।
বুকে লঞা পিষেঁ তারা করায় বিকলি॥
হেন গজপতি প্রভু-বাহু-পেষ পাঞা।
মত্ত হস্তী-আক্রান্ত কদলী প্রায় হঞা॥
কাতর হইয়া রাজা আছয়ে নীরবে।
এ বড় আশ্চর্য্য গোপীনাথ মনে ভাবে॥
হেন বেলে বলগুণ্ডি মণ্ডপ-নিকটে।
নানা বাদ্য জয়ধ্বনি কল কল উঠে॥
শুনি প্রভু জানিলেন রথ চলি যায়।
রাজা আলিঙ্গিয়া ছিলা ছাড়ি দিলা তায়॥
জগন্নাথ-দর্শনে উৎকণ্ঠা বহুতর।
মত্ত সিংহ হেন প্রভু চলিলা সত্বর॥
আনন্দ-আবেশে ছিলা বাহ্য নাহি জানে।
কারে আলিঙ্গিঞা ছিলা তাহা নাহি মনে॥
প্রভু সঙ্গে ধাইলা সকল ভক্তগণ।
রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন॥

আনন্দচন্দ্র দাস-রচিত

চৈতন্য-পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিত-চরিত

জয় ভাগবতানন্দ প্রভু কৃপাময়।
কৃপাকর মো পামরে হইয়া সদয়॥
সৌভাগ্য সফল মোর হইল জনম।
তেঁঞি দেখিলাম আমি সে রাঙ্গা চরণ॥
ঊনত্রিংশে ভাদ্রে আমি নিদ্রাতে কাতর।
হেনকালে দেখিনু অপূর্ব্ব কলেবর॥
সুবর্ণ জিনিয়া সেই চরণের শোভা।
কোটি সূর্য্য জিনি দেখি শ্রীঅঙ্গের আভা॥
বদন সুন্দর দেখি চন্দ্র কলঙ্কিত।
সে মহাপুরুষ মোর সাক্ষাত বিদিত॥
হাসিয়া কহেন মোরে মধুর বচন।
জগদীশ-চরিত্র তুমি করহ বর্ণন॥
আমি মূর্খ কি বর্ণিব ভাবিত অন্তরে।
ভয়ে ভীত হৈল চিত বাক্য নাহি স্ফুরে॥
ভীত দেখি পুরুষ-রতন কহে মোরে।
আনন্দ কদাচ ভয় না কর অন্তরে॥
ভাগবতানন্দ আমি নিশ্চয় জানিবে।
অবশ্য আমার আজ্ঞা পালন করিবে॥

তোমার মুখেতে আমি করিব বর্ণন।
ভক্তগণ করিবেন অবশ্য গ্রহণ॥
কৃপা করি প্রভু মোরে এই আজ্ঞা কৈল।
হেনই সময়ে মোর নিদ্রাভঙ্গ হৈল॥
জাগি সেই মূর্ত্তি আর নহিল দর্শন।
আজ্ঞা-পালনের লাগি ব্যগ্র হৈল মন॥
আত্ম-বার্ত্তা গ্রন্থে লিখি হইয়া পাগল।
ভাল মন্দ নাহি বুঝি প্রভু-আজ্ঞা বল॥

শ্রীজগদীশের ভক্ত হইব যে জন।
অবশ্য এ গ্রন্থ তিহোঁ করিব গ্রহণ ॥
অন্যে কি বুঝিব এই গ্রন্থ-বিবরণ।
সে বুঝিব জগদীশ যার প্রাণ ধন ॥

সব দেবতার আদি পুরুষ পুরাণ।
এই ত বিশ্বের হও পরলয়-স্থান ॥
তুমি জগতের ধাতা বেদ্য বস্তু এক।
তুমি সে কারণ-মূর্ত্তি হও পরতেক ॥
তুমি এক এই বিশ্ব করিলে ব্যাপিত।
অনন্ত স্বরূপধারী নহেত প্রতীত ॥
বায়ু যম অনল বরুণ নিশাপতি।
ব্রহ্মার তাতের তাত কে বুঝিবে গতি ॥
নম নম মহাপ্রভু নম বার বার।
সহস্র সহস্র পুন পুন নমস্কার ॥
অপ্রমেয় শক্তি কেহ পরিমিতে নারে।
সর্ব্বভূতে রহ তুমি ভিতরে বাহিরে ॥
স্বর্ণ এক নানারূপ গঠনের ভেদ।
তুমি সর্ব্বরূপ সেই মত কহে বেদ ॥

কৃপা কর গোরাচাঁদ করুণার সিন্ধু।
অত্যন্ত পামর আমি অধম-তারণ তুমি
দীন-হীন-অকিঞ্চন-বন্ধু ॥
আমি পাপী দুরাশয় মোর মন স্থির নয়
বিষয়ে ব্যাকুল দিবা রাতি।
ভক্তি-হীন মহাদীন ভজন সাধন-হীন
তাহে মোর প্রাণ ভীত অতি ॥
নহি আমি কভু কৃতী নাহিক মোর সুকৃতি
তাহে আমি নহি শাস্ত্র-প্রাজ্ঞ।
কু-বিষয়ী নিরবধি কভু আমি নহি সুধী
নহি আমি হই ধর্ম্মাভিজ্ঞ ॥
মোর সম পাপময় ত্রিভুবনে কেহ নয়
তাহে সভে করেন উপেক্ষা।

ভগবানের স্তোত্র।

ইহা ভাবি মোর প্রাণ সদা কম্প কম্পবান
কোন মতে নাহি দেখি রক্ষা॥
বিচারিয়া দেখ মোর পাপের নাহিক ওর
কু-কর্ম্মেতে মোর মন দক্ষ।
দয়াময় নাম ধর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর
এই বার মোরে রক্ষ রক্ষ॥
অবতরি ভূমণ্ডলে বহু পাপী উদ্ধারিলে
তাহে যশ নাহি ভাবি মনে।
মো অধম পাপী কভু উদ্ধারিতে পার প্রভু
তবে যশ রহে ত্রিভুবনে॥
বহু পাপী উদ্ধারিলে আমা প্রতি না হেরিলে
ইথে মোর মনে হয় ভয়।
পতিত-পাবন নাম ধর প্রভু গুণ-ধাম
পাছে নামে কলঙ্ক রহয়॥
আমি তুচ্ছজীব দীন বিষয়ে হইয়া লীন
না ভজিলুঁ চরণ তোমার।
তুমি প্রভু কৃপা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
এই বাক্য সর্ব্বত্র প্রচার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভর্ত্তা তুমি সভাকার পিতা
জীব সব তোমার তনয়।
দুর্দ্দৈবেতে যদি পুত্র গমন করে অন্যত্র
পিতা তারে কভু না ছাড়য়॥
ব্রহ্মাণ্ডের জীব যত উদ্ধারিলে নানা মত
কাহার দুর্গতি না রহিল।
তোমার করুণা-বলে সেই সব অবহেলে
তব মায়া-সিন্ধু তরি গেল॥

বিবিধ অনুবাদ।

পীতাম্বরের মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু-সঙ্কলিত।

কুচবিহারের মহারাজা বিশ্ব সিংহের পুত্র যুবরাজ সমর সিংহের আজ্ঞায় কবি পীতাম্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচনা করেন। বিশ্ব সিংহের রাজত্ব-কাল ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ।

"দেব ঋষি বার (১) আর শশাঙ্ক শকত (২)।
পুছিলন্ত রাজা মার্কণ্ডেয় কথা যত॥"
ঋতধ্বজ কুমারক (৩) করিয়া সংহতি।
আপন আশ্রমে মুনি চলিল সম্প্রতি॥
পাতিলেক যজ্ঞ মুনিগণ অনুদিনে।
অশেষ সম্ভার বেদ-বিহিত বিধানে॥
দিব্য তুরঙ্গমে চড়ি রাজা বণিহার।
এক হাতে বাণ শরাসন হাতে আর॥

যজ্ঞের নিকটে অতি সচকিত হৈয়া।
থাকিল কুমার যজ্ঞ রক্ষণ করিয়া॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে যত মুনিগণ।
শূকরের রূপ ধরি আল ততিক্ষণ॥
যজ্ঞ-ভঙ্গ হৈতে দৈত্য আসি কোপ-মনে।
দেখিও ত্রাসিত হৈল সর্ব্ব মুনিগণে॥
মুনি বোলে ঋতধ্বজ শুনহ বচন।
হেন আসি পাইল মায়াবী দৈত্যগণ॥

(১) এ শক বোধ হয় কুচবিহার-রাজ্যের শক। কুচবিহারে তথাকার নিজস্ব একটি রাজকীয় শক প্রচলিত আছে শুনিয়াছি।

(২) শকত = শকে। (৩) কুমারক = কুমারকে।

মুনির বচনে শত্রুজিতের তনয়ে।
দেখে দূর হস্তে ধায়া আসে দৈত্যচয়ে॥
সবাহারে (১) হৈল রাগ সে পাতালকেতু।
গর্জ্জিতে আইসে যজ্ঞ-বিনাশের হেতু॥
দেখি আগবাড়ি গিয়া রাজার কুমার।
নৈল তীক্ষ্ণ খর্গ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ প্রহার করিল।
পাকাশয়ে দৈত্যের অঙ্গত প্রবেশিল॥
বিন্দিয়া পাতালকেতু শরের প্রহারে।
বড় চোট পায়া দৈত্য পলাইল দূরে॥
বিমুখে পলায় নাহি চাহে উলটিয়া।
পাতালকেতুক কোপে নৈ যায় খেদিয়া॥
জল স্থল দরী গিরি গহন কাননে।
তথাত পলায়ে দৈত্য ভয়ে পায়া মনে॥

সেহি থানে তখনে কুমার যায়ে ধায়া।
কুবলয় নামে দিব্য তুরঙ্গে চড়িয়া॥
ব্যাকুল হইল দৈত্য লুকাইতে নারে।
দেখিলেক গর্ত্ত এক পাতাল-ভিতরে॥
আর বার আসে দৈত্য গর্ত্তেত পশিল।
সেহি স্থলঙ্গের (২) পথে পাতাল চলিল॥
অসম-সাহস ঋতধ্বজ যুবরাজ।
তুরঙ্গ সহিতে চলি গেল গর্ত্ত-মাঝ॥
দৈত্যের উদ্দেশ্যে কৈল পাতালে প্রবেশ।
কোথা গেল দৈত্য সে না পাইল উদ্দেশ॥
দেখে এক গোটা পুরী অতি মনোরম।
সর্ব্বগুণ-যুক্ত সেহি অমরাবতী সম॥
কনক-রচিত নিরমিত প্রতি ঘর।
হেমময় কপাট সে দুয়ারে দুয়ার॥
ফটক রচিত সে পতাকা নিরমল।
ইন্দ্রনীল-বিরচিত দুয়ার সকল॥

---

(১) সবাহারে = সকলকে। (২) সুড়ঙ্গ।

পদ্ম ফুল-জড়িত ঘরের যত স্তম্ভ।
কত অপরূপ কাম তাতো আরো লম্ব॥
ভূমি-ভাগ সকল বান্দিল মরকত।
নানান বিচিত্র কর্ম্ম বিরচিল তাত॥
হীরামণ মাণিকে রচিত দেবালয়।
ফটিকে রচিত তবে পাট সোণাময়॥
ফুটিল কমল দিঘী-সরোবর-নীরে।
তিন-গুণযুত সদা সমীর সঞ্চারে॥
ঘরে ঘরে সরোবর কুসুম-কানন।
বিকশিত গন্ধ যেন মলয়া-পবন॥
মকরন্দ-পরাগের রঞ্জিত ধরণী।
মধুকর নাচে যেন সুমধুর ধ্বনি॥
সোণায়ে বান্দিল যত তরুমূল যত।
চারি পারে প্রবাল বান্ধিল মরকত॥
ছত্রশালা পানীশালা সবে হেমময়।
ভুবন-দুর্লভ পুরীখান মনোময়॥
হেন স্থানে প্রবেশিল রাজার তনয়।
ঘর মাত্র দেখিয়ে নাহিক লোকচয়॥

তুরঙ্গে চড়িয়া শত্রুজিতের নন্দন।
তরুর ছায়াতে গিয়া হৈল উপশন॥
চতুষ্পথে রহিয়া কুমার গণে মনে।
কেমনে জানিব দৈত্য গেল কোন স্থানে।
হেন কালে তপস্বিনী-বেশে নারী এক।
অতি রূপবতী বিদ্যাধরী পরোতেক॥
জটা ধরিআছে শিরে কর্ণেত কুণ্ডলে।
পিন্ধিল রুদ্রাক্ষ দুই শ্রবণ যুগলে॥
ইন্দু-কুন্দ-বিনিন্দ ধবল দন্তাবলী।
স্বভাবে অরুণ ওষ্ঠ গুঞ্জার পারলী॥
সর্ব্ব সুলক্ষণী তার পীন পয়োধর।
পরিধান কৈল অঙ্গে এক যে অম্বর॥
কমণ্ডলু হাততে লইল কুশাসন।
ভুবনমোহন রূপ ধরি কাম-শর॥

দেখি তপস্বিনীক কুমার গণে মনে।
এ হেন যুবতী তপস্বিনী-বেশ কেনে॥
পুছিয়া চাহিব আজি ইহার কারণ।
নিঠুর বচনো বোলে রাজার নন্দন॥
কহ তপস্বিনী সত্য কে তুমি আপনে।
কেনে হেন বেশ দেখি এ রূপ-যৌবনে॥
রাজকুমারের তবে হেন বাণী শুনি।
ভাল মন্দ কিছু না বলিল তপস্বিনী॥
হেট মুখ করি যায়ে তুরিত গমনে।
এহি কোন নারী তপস্বিনী-বেশ কেনে॥
হেন তপস্বিনী কেন হৈল রূপবতী।
জানিব ইহার কথা সকল সম্প্রতি॥
রাজার কুমার এহি মনেত গুণিয়া।
কুবলয় অশ্ব তরু-যুগলে বান্ধিয়া॥
আছে হেন তপস্বিনী এ ভুষ্ট (?) গোচরে।
পাছে পাছে ঋতধ্বজ চলয়ে সত্বরে॥
একো গোট আয়াস ভুবনে অনুপাম।
বিশ্বকর্ম্ম-নিরমিত আশ্মময় ধাম॥
মণিগণে নিরমিত রাত্রি-দিনে জ্বলে।
পাতান উজ্জ্বল কৈল মতি নিরমনে॥
তপস্বিনী গেল হেন আওাস (১)-ভিতরে।
মদালসা বসিআছে খাটের উপরে॥
তাহাত বসিয়া বামা ভুবনমোহিনী।
চামর ধরিয়া তাক সেবে তপস্বিনী॥
কুমার সমর সিংহ আজ্ঞা পরমাণে।
হরিদাস শিখ-কবি পীতাম্বরে ভণে॥

---

(১) আওাস=আবাস।

যতুনন্দন দাসের কৃষ্ণকর্ণামৃত।

মালিহাটী-নিবাসী বৈদ্যবংশীয় যতুনন্দন দাস ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৩০৪ এবং ৩৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থকারের ভূমিকা ও বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান।

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর।
যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কোঙর ॥
রায় রামানন্দের সনে বিদ্যানগরে।
আস্বাদিলা কর্ণামৃত (১) অতি মনোহরে ॥
শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর।
সম্যক জানিএ ভাব যাহার সুধীর ॥
আদ্যোপান্ত কৃষ্ণ-কেলি মাধুরী বর্ষর।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-রসে সর্ব্ব রসময় ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাবে মগ্ন হৈয়া।
টীকা লিখিলেন অতি সুন্দর করিয়া ॥
আমি ক্ষুদ্র অতি তার কিবা অর্থ জানি।
তাহাই লিখিএ সাধু-মুখে যেই শুনি ॥

ঠাকুর বৈষ্ণব পাএ প্রণতি আমার।
কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার ॥
তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ।
নিজ-গুণে এই মোরে করিবে প্রসাদ ॥
ভাবে মগ্ন লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা এক শ্লোক-প্রতি ॥
বাহ্য-দশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা।
যথামতে লিখি তার অন্তর্দ্দশার কথা ॥
এই লীলাশুকের কথা শুন সাবধানে।
যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ণের ভজনে ॥

কবীন্দ্র বিল্বমঙ্গল।

---

(১) "চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"—চৈতন্য-চরিতামৃত।

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবিল্বা নদী।
তাহার পশ্চিম তীরে তাহার বসতি॥
বিল্বমঙ্গল নাম তার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
কবীন্দ্র উপাধি সর্ব্বলোকেতে বিদিত॥
পূর্ব্ব-দুর্ব্বাসনা (১) তার কৈল আকর্ষণ।
কন্দর্প-চেষ্টায় মগ্ন হৈল তার মন॥
সেই নদী-পূর্ব্বতীরে বেশ্যার বসতি।
চিন্তামণি নাম তার সুন্দরী যুবতী॥
বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যা সনে।
সদা সেই চেষ্টায় মগন অন্য নাই মনে॥
একদিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোরতর।
মেঘ গর্জ্জে বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর॥
তাতে কামচেষ্টা অতি হইল অন্তরে।
সে চেষ্টায় অন্ধ হৈল কিছু নাহি স্ফুরে॥

নদী পার যাইতে চেষ্টা বিঘ্ন নাহি গণে।
নিজ ঘর হৈতে যান সেই বেশ্যা-স্থানে॥
তীরে নৌকা নাহি পার হৈতে নাহি পারে।
মৃতক (২) ধরিঞা গেলা সেই নদী-পারে॥
বেশ্যা-দ্বারে দেখে কপাট খিল লাগা তায়।
যাইতে না পারে তাথে মহা-চেষ্টা পায়॥
প্রাচীরের চারিদিকে ডাকিয়া বেড়ায়।
মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায়॥
সেই কালে দেখে ভিতে গর্ত্তের ভিতরে।
কাল সর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশন করে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ বাহে আছে তার পুচ্ছ ধরি।
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালা উপরি॥
পড়িতেই মূর্চ্ছা হৈল নাহিক চেতন।
শব্দ শুনি বেশ্যা আইল লয়্যা সখীগণ॥

চিন্তামণির গৃহে।

বিজলী-ছটায় তারে দেখিল তখন।
শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লইয়া সখীগণ॥

---

(১) পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত ফলে দুরাকাঙ্খায় আকৃষ্ট হইল।
(২) মৃত ব্যক্তিকে = শবকে।

হাহাকার করে বেশ্যা বহু খেদ কৈল।
শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থ করাইল॥
তবে আগমন-কথা বিবরি পুছিল।
যেন যেন রূপে সে নদী পার হৈল॥
বৃত্তান্ত শুনিঞা বেশ্যা কাঁপিতে কাঁপিতে।
অতিশয় দুঃখী হই লাগিলা কহিতে॥
শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে।
কি রস লাগিয়া তুমি বধহ পরাণে॥
হায় হায় ধিক্ ধিক্ হউক আমারে।
মহাপাপীয়সী আমি জানিল অন্তরে॥
নানান কপট ভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া।
মন ধন হরিনাম তারে প্রতারিয়া॥
এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি।
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ-অনুরাগী॥
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায় একান্ত হইয়া॥

এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লইয়া।
তাহার শুশ্রূষা করে নির্ব্বেদ হইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-সঙ্গে রাস-কুঞ্জলীলা।
গান করে সখী-সঙ্গে হৈয়া এক মেলা॥
তার বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়।
মনে মনে দুঃখ ভাবে আপনা ভর্ৎসয়॥
মনে কৈলা কালি প্রাতে এ সব ছাড়িয়া। ভক্তির বিকাশ।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণ-পদ এই মত হইয়া॥
নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীত শুনিঞা বিস্তর॥
সে লীলা-শ্রবণমাত্র মায়াবন্ধ গেল।
পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল॥

সেই রাধাকান্ত মোর জাতি কুল প্রাণ।
তারে ছাড়ি কিবা মুঞে করোঁ অনুষ্ঠান॥
এত বিচারিতে তেঁহো পোহাইল রাতি।
প্রাতে উঠি বেশ্যা পায় কৈলা স্তুতি-নুতি॥

সেই পথে চলি গেলা সেই নদী তীরে।
বৈষ্ণব আছেন যথা সোম-গিরিবরে॥
আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল।
উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল মন্ত্রবর॥
সে মন্ত্র লইতে মাত্র কি কহিব আর।
অতি অনুরাগ হৈল উদয় সঞ্চার॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সত্য আর সব মিথ্যা।
স্তম্ভ-কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ।
ব্যাকুল হইল অঙ্গ না যায় ধরণ॥
যদ্যপিহ বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠা অতি।
গুরু-সেবা লাগি কথো দিন কৈল স্থিতি॥
কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাদি বহু গ্রন্থ কৈলা।
লীলাশুক নাম। তাহা দেখি গুরু লীলাশুক নাম থুইলা॥

কুটুম্বের উপরোধ বারণ লাগিয়া।
সন্ন্যাস করি সুত্রত্যাগী যে লাগিয়া॥
তবে অতি উৎকণ্ঠা বাড়ি গেল মনে।
বিনয় করিঞা আজ্ঞা নিলা গুরু-স্থানে॥
বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা।
পথেতে যাইতে আগে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হৈলা॥
তাথে হৈতে উছলিল অতি প্রেম-পুর।
উৎকণ্ঠা-কল্লোল তেঞি পড়িল প্রচুর॥
তাতে পড়ি শূন্য-প্রায় আপনাকে মানে।
বিশেষিয়া লীলা-স্ফূর্ত্তি করেন প্রার্থনে॥
এইরূপে আইলা তেঁহো মথুরা-নগরে।
অধিক কৃষ্ণের লীলা-স্ফূর্ত্তি সেই স্থলে॥
অনুরাগ-সিন্ধু তাথে হৈতে উছলিলা।
লালসা-আবৃত সর্ব্ব চিত্ত গ্রাস কৈলা॥

কৃষ্ণের দর্শন লাগি করেন প্রার্থনা।
মথুরা ভিতরে গেলা লয়্যা কথো জনা॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি মানিলেন তথা।
তবে বৃন্দাবন গেলা হইয়া উৎকণ্ঠিতা॥
সাক্ষাৎ দেখিল তাঁহা ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মনোবাক্যে অগোচর করে আবর্ত্তন॥

প্রলাপ করিয়া তথা এ সব বর্ণিল।
স্ব-সঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল॥
তবে কথোদিন রহেন বৃন্দাবনে।
পাছে কৃষ্ণ নিজলীলা কৈল প্রবেশনে॥
গুরু-পরম্পরায় এই লীলাশুক-বাণী।
প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে এই কথা শুনি॥
এই তক হৈল লীলাশুকের চরিত।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলএ ত্বরিত॥
লীলাশুক পাএ মোর প্রণতি বিস্তর।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে যার প্রবত্তর॥
এবে সে কহিএ তার বিশেষ বর্ণন।
যাহা শুনি কর্ণ মন হয় সন্তর্পণ (১)॥
অপূর্ব্ব বর্ণন সব প্রেমময় কথা।
একমন হঞা শুন সুধাময় গাথা॥

এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা।
সারঙ্গ-রঙ্গদা নাম টীকার হইলা॥
তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিআ চরণে॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু চৈতন্য গোসাঞি।
যার গুণে কলির জীব তরিল সভাই॥
কৃপা-সুধা-নদী তার বিশ্ব ভাসাইল।
সদা নীচ স্থানে পূর্ণ হইয়া রহিল॥
সে প্রভু চৈতন্য-পায় কর পরণাম।
তাঁন পাএ রহুঁ মন হইয়া এক ভান॥

এবে কহি শুন লীলাশুকের চরিত।
তাহে কৃষ্ণ ভাবোদ্গম অতি বিপরীত॥
প্রেমে উনমত লীলাশুক মহাশয়।
বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা হৈতে নিজালয়॥
আপনা অযোগ্য দেখি চিন্তিত হইলা।
মুঞি ক্ষুদ্র প্রাণী অতি আশা বাঢ়ি গেলা॥

(১) জুড়াইয়া যায়।

কেমতে দেখিব আমি বৃন্দাবন স্থান।
সহায় নাহিক মোর কি হবে বিধান॥
এমতে চিন্তিতে তার মতি উপজিলা।
তাহা প্রকাশিয়া এই শ্লোক উচ্চারিলা॥
শ্রীগুরু-চরণ তার প্রাপ্তির সহায়।
সে পাদ-স্মরণমাত্র সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
প্রথমেতে শ্রীগুরু-চরণ স্মৃতি কৈলা।
নিজাভীষ্টদেব নিজ গুরুতে মানিলা॥
দোহা সঙ্কীর্ত্তন-রূপ মঙ্গলাচরণ।
করিয়া করিলা যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন॥
এ মঙ্গলাচরণ অন্য গ্রন্থকর্ত্তা হেন।
বিঘ্ননাশ লাগি নহে শুনহ কারণ॥
প্রেমে উনমত চিত্ত সদা মহাশয়।
গ্রন্থ-করণের কথা তাথে কৈছে হয়॥
তবে যদি বল কেনে শ্লোক-বন্দবাণী।
সংস্কৃত দাক্ষিণাত্যের সহজ কথনী॥
তাথে লীলাশুক মহা-কবীন্দ্র পণ্ডিত।
ঞিহার মুখে শ্লোকবাণী এ কোন্ বিচিত্র॥
কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বভাব এক হয়।
শয়ন-গমনে গুরু কৃষ্ণকে স্মরয়॥
তেঞি সোমগিরি নাম গুরু হয় মোর।
জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব মঙ্গলের ওর॥
চিন্তামণি হেন যার বৈভব বিস্তর।
আশ্রয় মাত্রেই দেই সর্ব্বাভীষ্ট-সার॥
প্রণাম করিএ সেই গুরুর চরণে।
বিশ্ব-প্রকাশ জয় শব্দ প্রণামে বাখানে॥

যদুনন্দন দাসের গোবিন্দ-লীলামৃত।

শ্রীমতী রাধিকার বেশ-বিন্যাস।

* * * * রত্ন কাঁকই লঞা।
ললিতা করয় বেশ কেশ বিনাইয়া॥
ধূপ ধুনা দিয়া সেই কেশ শুকাইল।
স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ সুগন্ধিত কৈল॥
সহজে সুগন্ধী কেশ অগুরের গন্ধ।
তাহাতে দিলেন আনি অনেক সুগন্ধ॥

বেণী বিনাইয়া দিল শঙ্খচূড়-মণি।
কালসর্প ফণে যেন শোভে দিনমণি॥
বকুলের দিব্য মালা মুকুতার মালা।
তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা॥
সমষ্টি করিঞা পুনঃ স্বর্ণ-সূত্র দিঞা।
মূলেতে বান্ধিল পট্ট-জাদ তাতে দিঞা॥

সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র ধনী ভিতরে পরিল।
তাহার উপরে নীল বসন ধরিল॥
ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর।
মেঘাম্বর নাম তার অতি মনোহর॥
আশ্চর্য্য কোচার শোভা নাহিক উপমা।
যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রজ-রামা॥
সমুষ্টি করিয়া মধ্যে স্বর্ণ-সূত্র দিয়া।
রক্ত পট্ট-জাদ দিল সুছাঁদ করিয়া॥
স্বর্ণ-সূত্রে করি মণি-কিঙ্কিণীর জাল।
রত্ন-বন্ধ জাল তাতে শোভয়ে বিশাল॥
নিতম্ব-দেশেতে হার করিল যোজনা।
যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা॥

চন্দন কর্পূর আর অগুরু কাশ্মীর।
পঙ্ক করি লঞা আইল বিশাখা সুধীর॥
পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ-দেশে।
লেপন করিল সেই পঙ্কর হরিষে॥

উরোজের দুই পাশে মৃগমদ-চিত্র।
লিখিয়া দেখেন শোভা পরম বিচিত্র॥
কস্তূরীর পত্রাবলী লিখল কপোলে।
সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু রচিলেক ভালে॥
তার তলে চন্দনের বিন্দু যে রচিল।
তার মধ্যে পুনঃ কস্তূরী-বিন্দু দিল॥
সিঁথির উপরে দিল সিন্দূরের রেখা।
মদন-কাঁপনি কিবা নব ঘন-লেখা॥

তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই-বক্ষঃস্থলে।
লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উপরে॥
পুষ্প-গুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন পল্লব।
লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব॥
মীন পুষ্প-পল্লব আর নব চন্দ্র-রেখা।
কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা॥
রক্ত বস্ত্র মুক্তা-রচিত অনেক রতন।
দিব্য চুণী দিল কুচে করিয়া যতন॥
ইন্দ্র-ধনু প্রায় সেই সুবর্ণ-পর্ব্বতে।
রক্ত সন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে॥
সুবর্ণের তাল-পত্র বলয় করিঞা।
কর্ণে দিল নীলমণি-পুষ্প তাতে দিঞা॥
আশ্চর্য্য তাড়ঙ্ক তার কি কহিব শোভা।
স্বর্ণ-পদ্ম কলিতে যেন মধুকর-লোভা॥
সুবর্ণের চক্রী ঊর্দ্ধ শ্রবণেতে দিল।
প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিল॥
চতুর্দ্দিকে মুক্তা তার মধ্যে নীলমণি।
রত্নমণি উপরে শোভে হীরার সাজনি॥
আশ্চর্য্য শলাকা শোভে কহিল না হয়।
যাহা দরশনে কৃষ্ণের মন উল্লাসয়॥

তবেত বিশাখা আনি মৃগমদ-বিন্দু।
চিবুকেতে দিঞা হেরে রাই-মুখ-ইন্দু॥
কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর।
স্বর্ণ-পদ্মদল আগে যৈছে মধুকর॥

স্ববর্ণ-বেশরে শোভে মুকুতার ফল।
নাসা-অগ্রভাগে সেই করে ঝলমল॥
বোট সঙ্গে শুক-মুখে নেয়ালের ফল।
ঐছন যেমন তেন নাসার উপর॥

সুদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত অঞ্জন।
কি কহিব সেই শোভা অতি মনোরম॥
কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্র-সুধা-পানের লালসা।
চকোর রহিল যেন করি বহু আশা॥
নির্ম্মল স্বর্ণের পাঁতি বিশাখা আনিয়া।
রাধিকার কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া॥

হরি-করে আছে শঙ্খ-চিহ্ন মনোহর।
আচ্ছাদিল কম্বু-কণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ-ডর॥
স্বর্ণ-হংস দিল রাধা-কণ্ঠের উপরে।
যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে॥
মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম আগে নীল রত্ন-মণি।
স্বর্ণ-সূত্র ছিল তাহে হীরার খেচনি (১)॥
অতি সূক্ষ্ম মুক্তাফলে গুচ্ছ নিরমিয়া।
হিয়ার উপরে দিল হরষিত হঞা॥
দুই গুচ্ছের মধ্যে মধ্যে দিল স্বর্ণ-কাঁটি।
স্বর্ণ-কাঁটির দুই পার্শ্বে দিল মণি-কাঁটি॥
তবে রত্নমালা দিল হিয়ার উপরে।
গোল কাঁটি সব সেই অতি মনোহরে॥
ইন্দ্রনীল মণি আর পদ্মরাগ মণি।
হেম-মণি স্থূল মুক্তা প্রবাল-গাঁথনি॥

তবেত হৃদয়ে দিল মুক্তা গুচ্ছমাল।
মধ্যে স্বর্ণকাঁটি পার্শ্বে যুগল প্রবাল॥
রাসে নৃত্যগান কৈল রাধা বিনোদিনী।
সুখী হঞা কৃষ্ণ দিল গুঞ্জা-মালা আনি॥
গুঞ্জ-মালা নহে সেই হৃদয়ের আগে।
সমর্পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনুরাগে॥

(১) গাঁথনি।

সেই মালা আনি ধনী ধরিল হিয়ায়।
তাহার পরশে কৃষ্ণ-পরশ জাগায়॥

একাবলী হার স্বর্ণ-সূত্রেতে গ্রথিত।
স্থূল তারাবলী যেন অম্বর-উদিত॥
চতুষ্কি আনিয়া তার হৃদয়েতে দিল।
সুবর্ণ-শিকলি দিয়া চতুষ্কি গাঁথিল॥
ইন্দ্রনীল-রত্নে সেই চতুষ্কি রচিল।
পদ্মরাগ হীরা মণি কনকে খচিত॥
পট্ট-থোপ পৃষ্ঠদেশে ক্রমে নাম্বিয়াছে।
আকণ্ঠ হইতে শোভে নিতম্বের কাছে॥
নিতম্ব-পর্ব্বত হইতে বেণী ভুজঙ্গিনী।
মস্তকে উঠিতে কৈল সোপান সাজনি॥

স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বিশাখা আনিয়া।
কাল পট্ট-ডোর রত্ন-মালাতে রচিয়া॥
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায়।
হেন সে অঙ্গদ-শোভা কহনে না যায়॥
নীলরত্ন বলয়া তবে দিল দুই করে।
যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে॥
রক্তপদ্ম-মৃণালে যেন মধু বিগলিত।
তাহাতে রচিল যেন ভ্রমর বেষ্টিত॥
সুবর্ণ-কঙ্কণ দিল তাহার উপরে।
মুক্তাবলী শোভে তাহে অতি মনোহরে॥
সূর্য্যমণ্ডলে যেন চন্দ্র বিম্বগণ।
উদয়-সময়ে যেন শোভা এই মন॥

সুবর্ণ-মাঁদুলি অতি শোভিয়াছে করে।
পট্টথোপ নামিয়াছে তাহার অন্তরে॥
অনেক রতনে কৈল থোপের সাজনি।
এই রূপে হস্তে মণিবন্ধের বন্ধনী॥
অদ্ভুত রত্নমুদ্রিকা অঙ্গুলিতে দিল।
বিপক্ষমর্দ্দন নাম তাহাতে লিখিল॥
আশ্চর্য্য কটক দিল চরণ-যুগলে।
নানা রত্ন-অংশ তাতে করে ঝলমলে॥
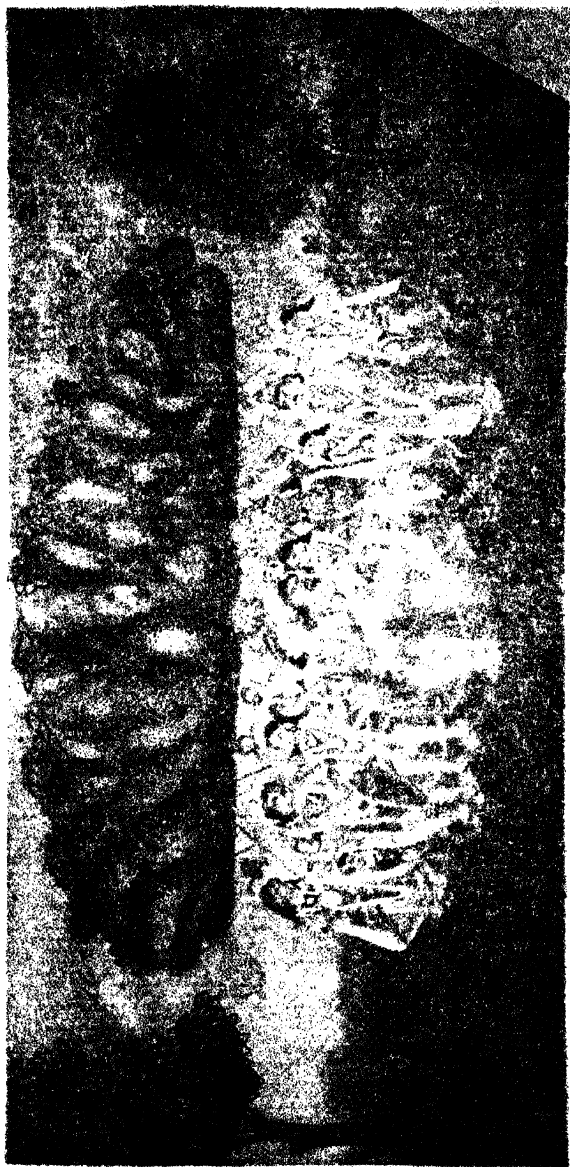
Plate X

Plate X

গোবর্দ্ধন ধারণ।
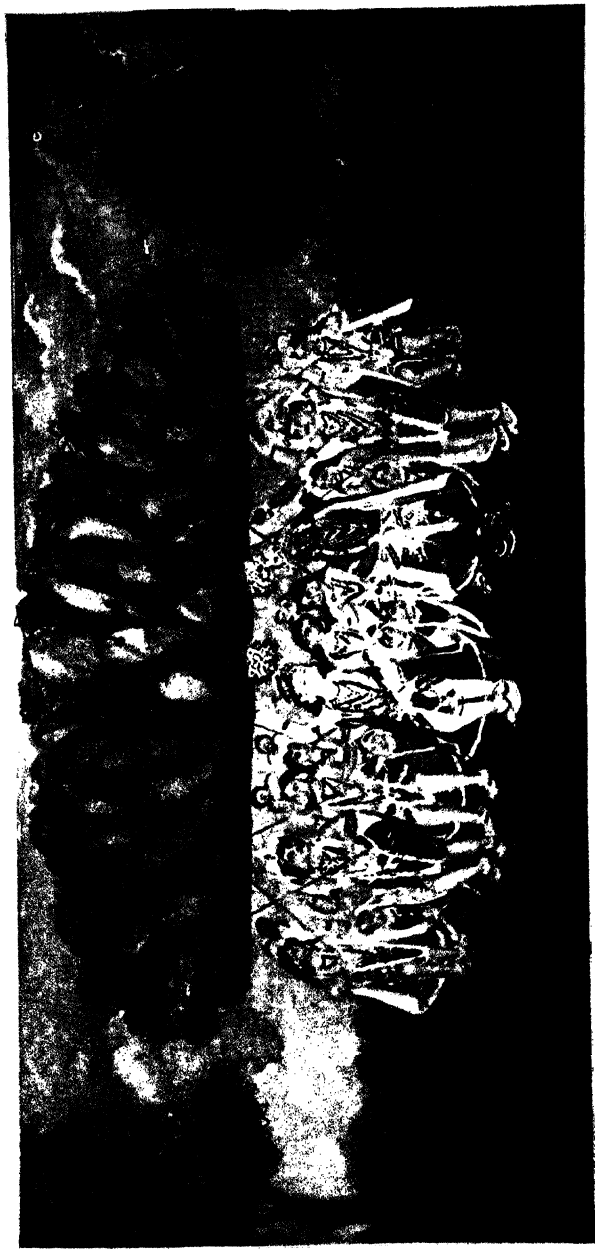
তার ধ্বনি যেন মত্ত হংস ধ্বনি করে।
শুনি কৃষ্ণ হর্ষ অতি শ্রুতি ধৃতি হরে॥
মৃদু পাদপদ্মে দিল রতন-মঞ্জরী।
কালিন্দীর হংস-পাটে যায় ধনী ধীরি॥

পাএর অঙ্গুলে রত্ন-উজ্ঝটিকা (১) দিল।
তাহা দেখি বিশাখার বিস্ময় জন্মিল॥
নর্ম্মদা মালীর কন্যা দিল নীলপদ্ম।
কৃষ্ণ মনোহরে যাহা হেরি শোভাপদ্ম॥
সেই পদ্ম-হস্তে দিল বিশাখা আনিঞা।
পদ্মদৃশা পদ্ম-হস্তে সঁপিলা আসিয়া॥
নর্ম্মদা মালীর কন্যা দিল পুষ্পমালা।
হাসিয়া বিশাখা তাহা ধনী-গলে দিলা॥

নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার।
মণি-দরশন দিল আগেতে তাহার॥
দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী।
কৃষ্ণ-সুখযোগ্য বেশ মনে অনুমানি॥
কৃষ্ণের মিলন লাগি হইয়া চঞ্চল।
নারীবেশ কান্ত-প্রাপ্তি এই তার ফল॥

শরৎ-বর্ণন।

বর্ষা গেল শরৎ হাসে তরুণ অঙ্কুরে।
কিশোরীর প্রায় কান্তি দেখ বৃক্ষ-পরে॥
জাতী-পুষ্প দেখি যূথী ত্যাগ কৈল অলি।
মুগ্ধ-প্রায় জাতী-ফুলে বিহরএ মেলি॥
প্রবীণ হইল গুঞ্জ শোণ-বর্ণ হয়ে।
ময়ূরের পাখা সব পড়িল খসিয়ে॥

কাশীয়ার ফুলে মহী শ্বেতিমা হইল।
মূক হৈল শিখী সব শব্দ তেয়াগিল॥
হংস-পংক্তি ডাকে অতি হরষিত হঞা।
আইলা শরৎ-ঋতু এই শোভা লঞা॥

(১) পাশুলি।

শেফালিকা-পুষ্প দেখ অতি মনোরম।
ভ্রমরা পরশে যবে পড়ে সেই ক্ষণ॥
যেন আনন্দেতে সখীগণ পরশিতে।
চকিত হইয়া সভে যায় চারি-ভিতে॥

তবে কুন্দ-লতা বলে দেখএ অদ্ভুতে।
সখা-প্রায় এই ঋতু হৈল বিভূষিতে॥
চঞ্চল-খঞ্জন-আঁখি অম্বুজ-বয়ানী।
অঞ্চল অলকা অলি কুচ কোক জানি॥
শ্বেত মেঘ-বাস রক্ত-উৎপল-অধরা।
কিঙ্কিণী-সারস-ধ্বনি নীলোৎপল-মালা॥
দেখ দোঁহাকার সেবা লাগি শরৎ আইলা।
নানান সামগ্রী এই আগেত ধরিলা॥

অঙ্গনা সহিতে অলঙ্কারের কারণ।
জাতী-পুষ্প দেই আর কৈবরাদিগণ (?)॥
রক্তোৎপল ইন্দীবর উপাধান কৈলা।
কুঞ্জ-গৃহে শয্যা-পুষ্প শেফালী পাড়িলা॥
শরৎ সামগ্রী এই নিরমাণ করি।
পথ নিরীক্ষণ করে দোঁহা-মুখ হেরি॥
পুষ্প-গন্ধ মত্ত হস্তী অশ্ব শ্বেত ঘন।
কাশীয়ার ফুল শ্বেত-চামর মোহন॥
উন্মত্ত কন্দর্প যত বৃক্ষবৃন্দ-সঙ্গে।
বারণ-আরুঢ় মার মনোহর রঙ্গে॥
অম্বরে সারস-ধ্বনি কিঙ্কিণী বাজায়।
মরালাদি পক্ষি-ধ্বনি ঘণ্টা-শব্দ হয়॥
এইরূপে হইল শরৎ কালের বিজয়।
দোঁহা-সেবা লাগি এই মহোৎসুকা হয়॥

শিশির-কাল।

তবে বৃন্দা দেবী ত্বরা আসি আগে হৈলা।
শিশির ঋতুর বনশোভা দেখাইলা॥
কহে দেখ সব জন্তু কম্পে যে হইল।
রোমাঞ্চ অঙ্গেতে বৃক্ষ-কোলেত রহিল॥

সূর্য্যের কিরণ সব কোমল হইল।
দক্ষিণ দিশাতে অর্ক গমন করিল॥
শিশির সুন্দর নানা বন একদেশ।
যাহা দেখি হয় মনে আনন্দ-আবেশ॥
সবুজা বান্ধুলি রক্ত-দুকূল-অধরে।
মন্দাকিনী-প্রভা সেই চলি অনুগীয়ে॥
প্রফুল্লিত কুন্দ দেখ শ্বেত অস্ত্র ধরে।
হরিতাল ভারই (১) শব্দে স্তবন যে করে॥
এই মত তোমা দোঁহা মিলিবার তরে।
অতিশয় প্রেমে নিজ শোভা বহু করে॥
প্রভাতে সন্ধ্যাতে রবি-কিরণ কোমল।
মৃগ সব যায় ঘন-দল-তরুতল॥
মন্দ রোম উঠে সেই প্রকট-পুলক।
তোমা দোঁহা দেখি জলে দৃষ্টি অনিমেখ।
দিন দিন সূর্য্য-তেজ টুটে অতিশয়।
সূর্য্যের সুহৃৎ দিন অতি ছোট হয়॥

কৃষ্ণের জল-লীলা ও বন-ভোজন।

এইরূপে কৃষ্ণ জল-বিহার করিয়া।
উঠিল কুণ্ডের তীরে পদ্মিনী সিঞ্চিয়া॥
যেন মত্ত হস্তী শুণ্ডে জল উঝারিয়া।
অব্জ-বন সিঞ্চি উঠে উপরে আসিয়া॥
সেবাপরা সখী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়া যত।
উদ্বর্ত্তন-গন্ধ-তৈলে অঙ্গে সেবে কত॥
স্নান করাইল প্রেম বহু হর্ষ পাঞা।
সবেই উঠিলা তীরে আনন্দিত হৈয়া॥
গৌরাঙ্গীর অঙ্গে শুক্লবসন লাগয়ে।
জল-ধারা সব অঙ্গে বাহিয়া পড়য়ে॥
হেমাচল-ক্ষুদ্র-শৃঙ্গ-শ্রেণী মগ্ন হৈয়া।
শারদ-অম্বুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাঞা॥
কৃষ্ণের বিচিত্র কেশে জল-ধারা বহে।
শিখর-উপরে মুক্তা-একাবলি (২) রহে॥

(১) পক্ষীর নাম। (২) এক নহর মুক্ত-হার।

ঐছে কৃষ্ণ-শোভা দেখে ব্রজাঙ্গনাগণ।
এত বিলসিত নহে তৃষ্ণা-নিবর্ত্তন॥

এথা ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ-সঙ্গে বিলসিল।
চিত্ত নহে তথাপিহ তৃপ্তি নাহি হৈল॥
সূক্ষ্ম জল-বাসে (১) দুঁহু কেশ সমার্জ্জিল
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র সবে পরিধান কৈল॥

কৃষ্ণের সজ্জা।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রিয়া আর সখীগণ সঙ্গে।
শ্রীরত্ন-মন্দিরে দ্রুত আইলা বহুরঙ্গে॥
সে মন্দির-মধ্যে রত্ন-কুট্টিমা আছয়।
কুসুম-রচিত বহু-ভূষা তাহা হয়॥
শ্রীরাধিকা নিজ সখীগণ করি সঙ্গে।
পরিপাটি করি বেশ করে কৃষ্ণ-অঙ্গে॥

কেশ-সজ্জা।

ধূপাগুরু-ধূমে কেশ আগে শুকাইল।
রত্ন-কাঁকই দিয়া শোধন করিল॥

ঊর্দ্ধ করি চূড়া কেশ-চূড়া বানাইল।
শ্যাম-সুধার্ণবে নব ঘন কি উঠিল॥
মূলে স্থলে আগে অতি সু-সূক্ষ্ম করিয়া।
মল্লিকা-গর্ভক বেঢ়ি মূলে তার দিয়া॥
জাতি-পুষ্প যূথী-পুষ্প রঙ্গন বকুল।
স্বর্ণমুখী-গুচ্ছ পত্র দিলেন অতুল॥
কেতকীর দল আর চম্পকাদি যত।

চূড়া।

মত্ত শিখি-পুচ্ছ-চূড়া উপরে শোভিত॥
গুঞ্জমালা মুক্তামালা দিল দুই পাশে।
ক্রমে ঊর্দ্ধ বেঢ়ি পিচ্ছান্ত (২) হরষে॥
হৃষ্ট হঞা সখীগণ লঞা সুবদনী।
চূড়া বানাইল যেন জগত-মোহিনী॥
যে চূড়া-দর্শনে সব ব্রজাঙ্গনাগণ।
লাগিয়া রহয়ে আঁখি না হয় নির্গম॥

(১) গামছা। (২) জড়াইয়া বাঁধিল।

অঙ্গনা-হৃদয়ে যেই করে পরবেশ।
পুনঃ নাহি বাহিরায় ছাড়ি হৃষিকেশ॥
যে চূড়ার ছায়া দেখি নয়নে শ্রীকৃষ্ণ।
ভ্রমণ করয়ে হঞা নয়ন সতৃষ্ণ॥
আশ্চর্য্য কৃষ্ণের এই চূড়ার বিলাস।
দিয়া নিজ রুচি করে জগত-উল্লাস॥

কুঙ্কুম-তিলক দিল ললাটে সু-যোমে।
পূর্ণশশী-প্রায় করে ললিতা রচনে॥
মধ্যে মৃগমদ-বিন্দু অতি মনোরম।
চৌদিগে চন্দন-বিন্দু করিলা ঘটন॥

সুগন্ধ ও চিত্র বিচিত্র।

ললনা-হৃদয় যেন খণ্ডন করিতে।
কন্দর্পের স্বর্ণ-চক্র কৈল উপনীতে॥
কৃষ্ণ-সর্ব্ব-অঙ্গে চিত্র কুঙ্কুম-রচিত।
চিত্র-বেশে শাত কৈল সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত॥
লাবণ্যের উর্ম্মি যেন বিজুরী ঝলকে।
রাসে কৃষ্ণ-গোপী যেন এক হয়ে থাকে॥
নব ঘন জিনি তনু চিত্রাচিত্র করে।
মিত্র-গাত্রে চিত্র খেলে অতি মনোহরে॥

নানান সুগন্ধি-পুষ্পগণের ভূষণে।
পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদি গণে॥

পুষ্প-বেশ।

পুষ্পের কুণ্ডল আর কঙ্কণ-মঞ্জরী।
কিঙ্কিণী অঙ্গদ আদি মণ্ডন শবরী॥
যত আভরণ দিয়া বেশ কৈল অঙ্গে।
সে হইল কন্দর্প-পাশ মৃগী-দৃষ্টি বন্ধে॥
তবেত রাধিকা-কান্তা পটাবৃত হঞা।
পুষ্প-আভরণ-বেশ কৈল সুখ পায়্যা॥

সখীগণ অন্যোহন্যে বেশ সব কৈল।
সেবাপরী সখীগণ সব সমাখিল॥
তবে বৃন্দা দেবী তারে সম্যক কুট্টিমে।
দেখায় অনেক ফণা সামগ্রীর গণে॥
পলাশের পত্র আর শাল-পত্রগণ।
রম্ভা-পত্র বকুলাদি অতি মনোরম॥

কুণ্ডীখানি পত্রে সব ধরে সারি সারি।
কতেক সামগ্রী তাহা গণিতে না পারি॥
শুভ্র বস্ত্র শুভ্র পুষ্প আসন উপরে।
বসিলেন কৃষ্ণ তাহে আনন্দ-অন্তরে॥

ভোজন।

সুবল বসিলা বামে বটু যে দক্ষিণে।
পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখীগণে॥
সখীগণ আনি আনি সামগ্রী যোগায়।
পরিবেশে মুখামুখী আনন্দ-হিয়ায়॥

নারিকেল।

শ্বেত-রক্ত-হরিত-পীতবর্ণ নারিকেল।
অবশ্য শ্লথ-শস্য দৃঢ়-শস্য জল॥
বাকলা ঘুচায়ে দিল শঙ্খ-বর্ণাকৃতি।
মুখ-করা নারিকেল দেই হর্ষ-মতি॥

কৃষ্ণ তার জলপান করিল সকল।
তাহা ভাঙ্গি পুনঃ শাঁস খায় মুরহর॥

আম।

নানা-বর্ণ আম্র নানাবিধ পক্ক-ভেদ।
নানাবিধে দেই তাহা নাহি পরিচ্ছেদ॥
অল্প-পক্ক-আম্র আঠি-বল্কল ঘুচাঞা।
খণ্ড খণ্ড করি দিল চর্ব্বণ লাগিয়া॥
কিছু ঘন-রস-আম্র বল্কল সহিতে।
মুখ করি দিল তাহা আঠি তেয়াগিতে॥
ভক্ষণ করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে।
ওষ্ঠেতে অর্পণ করে রসের বিশেষে॥
পাকা-আম্র-রসে পূর্ণ মুখেতে কাটিয়া।
দিলেন মধুর আম্র খায়েন চুষিয়া॥

কাটাল।

তবেত কণ্টকীফল কোষ-আঠি-হীন।
সুবর্ণ-উৎপল চাঁপা-কোরকের চিন্॥
পূর্ণরস অতি মিষ্ট কৃষ্ণ তাহা খায়ে।
রাই পরিবেশে সব আনন্দ-হিয়ায়ে॥

অন্যান্য ফল।

পক্ক পিলু দ্রাক্ষা আর সুপক্ক খর্জ্জুর।
তাল শ্রীফল জম্বু কমলা প্রচুর॥

কদলী বদরী আর নকুচাদি যত।
নানাভেদ ফল সব কে কহিবে কত॥
শৃঙ্গাটক তালবীজ ক্ষীরা দৃতি-ফল।
শামুক কোমল পদ্মবীজ মনোহর॥
পদ্মের মৃণাল-শাস পিয়ালের ফল।
নানান প্রকার ফল বাক্য-অগোচর॥

ক্ষীরসার চিনি-পাকে পক্কান্ন করিয়া।
শ্রীরাধিকা আনে যাহা ঘরে বানাইয়া॥
নারেঙ্গ আকার বৃক্ষ ছোলঙ্গ আকার।
অনেক আনিল সেই বহু-ফলাধার॥
ফল-পুষ্প-যুক্ত-বৃক্ষ শর্করার পাকে।
নির্ম্মাণ করিয়া আনে কৃষ্ণ-স্পৃহা যাকে॥
আম বিল্ব দাড়িম্বাদি নারিকেল-তরু।
নারেঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ পুষ্প-ফলে ভুরু॥
পক্কান্নের এই সব বৃক্ষাদি আনিল।
এ সব খাইয়া কৃষ্ণ হরিষ পাইল॥

চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল আদি লাড্ডুগণে।
কৃষ্ণ-পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ করে যার গুণে॥
শর্করা কর্পূর লবঙ্গ এলাচি মরিচে।
স্থূল-সন্তালিকা-পিণ্ডা বহু আনিয়াছে॥
পনস আম্রের রস মধুর সহিতে।
চিনি-পাকে কৈল বহু কর্পূর তাহাতে॥
অমৃত-ফেণী কর্পূর-ফেণী নাম নাড়ুগণ।
আনি কৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ॥
ক্রমে শ্রীরাধিকা পরিবেশন করয়ে।
বটু কভু প্রশংসয় কভু বা নিন্দয়ে॥
মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহয়ে।
তাহা দেখি সব সখী অত্যন্ত হাসয়ে॥
নর্ম্ম-হাস্য-রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল।
কর্পূর-বাসিত জল তাহা পান কৈল॥

আচমন কৈল জল দেয় সখীগণ।
খড়িকা খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন॥

সুস্ক্ষ জল রাখে মুখ মার্জ্জন করিল।
এইরূপে কৃষ্ণ-কুঞ্জ-ভোজন হইল॥
অম্বুজ-মণির মধ্যে গোবিন্দ আইলা।
কুসুম-শয্যাতে আসি শয়ন করিলা॥
তবেত তুলসী নিজ সখীগণে লয়্যা।
কৃষ্ণ-সেবা করে অতি হরষিত হয়্যা॥
কেহ কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সম্বাহন করে।
কেহ বা তাম্বূল দেয় বদন-ভিতরে॥
ব্যজন করয়ে কেহ আনন্দ-হৃদয়ে।
দরশ-পরশ-সুখ না ধরয়ে গায়ে॥
বটুতে সুবল খায় তাম্বূল-বীটিকা।
পদ্মাক্ষ কুট্টিমে যায় অলস-অধিকা॥
শীতল শয্যাতে যাঞা করিল শয়ন।
তবে শ্রীরাধিকা দেবী লয়ে নিজগণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন করিতে।
বসিলেন বৃন্দা দেবী লাগে পরশিতে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে বৃন্দা হর্ষ মেলি।
পরিবেশে সবে নম্র নানা রস-কেলি॥
ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা।
শ্রীপদ্ম-মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলা॥

উর্ব্বিষুর উপাখ্যান।

ত্রেতাযুগে উর্ব্বিষু নাম শূদ্র একজন।
নিত্য-পাপরত ধর্ম্ম-নিন্দা-পরায়ণ॥
ব্রহ্মস্ব-হারী বিপ্রনারীগণেতে রত।
কুটিল অসত্যভাষী পাষণ্ড-সঙ্গত॥
ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদী শাস্ত্র-হন্তারক।
বেশ্যাগামী সুরাপান গোমাংস-খাদক॥ (১)

(১) হিন্দু-সমাজে সেকালেও যথেচ্ছাচারীর অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণগণও গোমাংসাদি ভক্ষণ করিতেন;—যথা, চৈতন্য-ভাগবতে জগাই মাধাইএর প্রসঙ্গে—"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গো-মাংস ভক্ষণ। ডাকাচুরি, পরগৃহ-দাহ অনুক্ষণ॥" কিন্তু এ জন্য ইহারা সামাজচ্যুত ছিল না।

পরনিন্দা সতত শরণাগত-ঘাতী।
মিত্রদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক পীড়ে জ্ঞাতি ॥
পাপ হেন খ্যাতি যত আছে ত্রিভুবনে।
উর্দ্ধিষু করিল সব হরষিত মনে ॥

এহি মত দেখি তার কুকার্য্য অপার।
ক্রোধে গেল জ্ঞাতি সব গৃহেতে তাহার ॥
জ্ঞাতিগণে বোলে মোর নিরমল কুলে।
তুঞি কুলাঙ্গার দুষ্ট পাতকী জন্মিলে ॥
আছিল বংশেত যত প্রতিষ্ঠা-প্রকাশ।
তুঞি মূঢ় হয়ে সব করিলি বিনাশ ॥
ধর্ম্ম-পথ তেগিয়া সদা করিলি পাতক।
সন্তাপ দুঃসহ বংশ-কীর্ত্তি-হন্তারক ॥
বিধাতার আশ্চর্য্য-সৃষ্টি পরম-বিস্ময়।
যে সাগরে চন্দ্র হৈল তাতে বিষ হয় ॥
কুপুত্রের অদ্ভুত শক্তি কে কহিতে পারে।
পুরুষানুক্রমের কীর্ত্তি ক্ষণেকে সংহারে ॥
মোর বংশে জন্মিলে তুঞি কুপুত্র অধম।
তুঞি মূঢ় হলে বংশ-হীনতা পরম ॥
ব্যাসে বোলে এত কহি জ্ঞাতি সমুদায়।
সহসা তেজিয়া তাকে অপকীর্ত্তি-ভয় ॥

জ্ঞাতিএ তেজিল যদি ধিক্কার বোলিয়া।
আরম্ভিল দস্যু-বৃত্তি মহাদুঃখী হয়্যা ॥
তবে দস্যু-বৃত্তি সেহি সতত করিতে।
প্রজালোকে ধরি নিল রাজার বিদিতে ॥
তাহাকে দেখিয়া রাজার দয়া হৈল মনে।
দেশত্যাগ করিলেক না মারিল প্রাণে ॥
তবে বন-আশ্রয় হয়্যা সে দস্যু নির্দ্দয়।
হরিতে পথিকের ধন করিল আশয় ॥
আর দিন বনে নদী-তট দেখিয়া।
স্নান-হেতু গেল অতি পরিশ্রান্ত হৈয়া ॥
সেহি নদী-তীরে হরি-ভক্তি-পরায়ণ।
দেখিল উর্দ্ধিষু তথা বিপ্র কত জন ॥

তথাতে ভ্রমিল সবে পূজি গদাধর।
আরম্ভিছে কহিতে কথন পরস্পর॥

কেহ বলে চম্পক-কুসুম আজি হতে।
পরিত্যাগ করিয়া দিলাম বিষ্ণু-প্রীতে॥
ই জন্মে যাবৎ মোর থাকিব জীবন।
না করিব কদাচন চম্পক-গ্রহণ॥
কেহ বোলে তাম্বুল দিলাম হরি-প্রীতে।
ই জন্মে তাম্বুল আমি না খাইব জীতে (১)
কেহ বলে হরিকে কদলীফল দিল (২)।
জীবন পর্য্যন্ত আমি কদলী তেজিল॥
কেহ বলে বিষ্ণুকে দাড়িম্ব মনোরম।
কেহ বলে দিনু ফল রসনা-উত্তম॥

দ্বিজ-সর্ব্বে হেন বাক্য শুনিয়া নিশ্চয়।
হরিকে কি দিব আমি উর্ব্বিযু চিন্তয়॥
সংসারেত বস্তু যত ভয় হয় মোর।
না পারিব তাহাকে তেজিতে দৃঢ়তর॥
রাজ-ভয়ে নিত্য বনে বসতি আমার।
শকটেত আরোহণ নাহিক অধিকার॥
ব্যাসে বোলে এত চিন্তা দস্যু দুরাচার।
শকট হরিকে দিব মনে কৈল সার॥

আশ্রমেত গেলা যত বিপ্র মহামতি।
তবে দস্যু গেল তথা আপন-বসতি॥
হেন কালে গুড় করি ভারে ত পূরিত।
সেহি পথে পথিক হইল উপস্থিত॥
তবে দস্যু অতি দারুণ নির্দ্দয়।
গুড়-ভার দেখিয়া ধাইল অতিশয়॥
পথিক নির্জ্জিয়া গুড় নিলেক হরিয়া।
দেখে সব শকট নির্ম্মিছে গুড় দিয়া॥
উর্ব্বিযু দেখিয়া গুড় শকট-আকার।
মনে চিন্তে স্মরিয়া প্রতিজ্ঞা আপনার॥

(১) জীবিত থাকিতে। (২) দিলাম।

পূর্ব্বে আদি-শকট গোবিন্দ-প্রীতে দিল।
এতেকেই সব মোর অগ্রাহ্য হইল॥
এত চিন্তি গুড়ের নির্ম্মিত ছিল যত।
বিষ্ণু-প্রীতে ব্রাহ্মণেক দিলেক নিশ্চিত॥
তার দৃঢ় ভক্তি আর বিপ্র-সেবা-গুণে।
পাপ-পুঞ্জে উদ্ধার করিলা নারায়ণে॥

সুজনির উপাখ্যান।

সুজনি নামে ব্রাহ্মণ আছিল পূর্ব্বকালে।
শান্ত দান্ত দয়াশীল জন্ম শুদ্ধকুলে॥
গুরু-বিপ্র-ভক্ত হরি পূজিতে তৎপর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দানে অকাতর॥
নিজাচার প্রাতঃস্নান হিংসা-বিবর্জ্জিত।
একাদশী-ব্রত জ্ঞাতি-পূজারত-চিত্ত॥
স্বপ্নে হরি দেখিলেক সেই দ্বিজবর।
পদ্ম-চক্ষু পীতবাস শ্যাম-কলেবর॥
মঞ্জীর কুণ্ডল স্বর্ণকিরীট উজ্জ্বল।
বনমালা-ভূষিত কৌস্তুভ বক্ষঃস্থল॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধৃত চারি ভুজে।
সমগুণ স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত রাজে॥
স্বপ্নে দীনবন্ধুর দর্শন বিপ্রে পাইয়া।
কৃতাঞ্জলি লোমাঞ্চ-শরীর হর্ষ হইয়া॥
বিপ্রে বোলে প্রণমহ ত্রিজগৎ-ভর্ত্তা।
সর্ব্বলোক-ভয়-শোক-রোগ-নাশ-কর্ত্তা॥
নারায়ণ কমলার হৃদয়-প্রিয়ক।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি প্রদায়ক॥
সর্ব্ব পাপ করিয়াছি মুঞি মূঢ়-মতি।
মোহে সদা করিয়াছ বিষয়েত রতি॥
এতেক ডুবিল ভব-জলধি গভীরে।
নিজ ভৃত্য জানিঞা উদ্ধার কর মোরে॥
যদ্যপি সর্ব্বলোকে দুষ্কৃতি করয়।
সে ফল ব্যামোহ শীঘ্র তাহাকে লভয়॥

তথাচ পাতক সদা করি হরষিতে।
অতএব মহামূঢ় আহ্মি ত্রিজগতে॥
পুণ্য-বৃক্ষে সুখ-ফল ধরে অতিশয়।
রোপিয়াছি পাপ-বৃক্ষ মুঞি পাপাশয়॥
পুণ্য-বৃক্ষ-উপার্জ্জনে নাহি মোর মতি।
তুমি না তরাইলে নাথ মোর কোন্ গতি॥
তোমার চরণ-পদ্মে অমৃত পরম।
মোর চিত্ত হৌক তাথে মধুকর-সম॥
দান-বিরহিত মোর হস্ত দুইখানি।
বদনে নাহিক সত্য সুমধুর বাণী॥
পাপকথা-শ্রবণে ত মোর কর্ণ রত।
পাপদৃষ্টি নয়ন-যুগলে অবিরত॥
এহি সব দোষ হর মুঞি সেবকের।
তুমি সে রক্ষক প্রভু শরণাগতের॥
সংসার-সাগর ঘোর মধ্যে কদাচিৎ।
ভক্তিরূপে নৌকাখানি পাইয়া নিশ্চিত॥
তথাপি জন্মায় মোর দুরাশা বিশাল।
অতএব সতত আমার দুঃখ-কাল॥
আছএ সুপথ হৈতে ভবসিন্ধু পার।
প্রসন্ন হইয়া যদি কর অঙ্গীকার॥
মোহ-অন্ধকারে মুঞি হয়্যাছি পতিত।
এতেকে না দেখি পাদপদ্ম কদাচিৎ॥
মুঞি পাতকীর চিত্তে ছিল যত ভয়।
বিশিষ্টরূপে বিনাশ করিলা দয়াময়॥
পাদ-পদ্ম তোমার বন্দিত দেবগণে।
হেন পদ স্বপ্নে মুঞি দেখিলু নয়নে॥
ব্যাসে বোলে স্তুতি শুনি বিধির বিধাতা।
হাসিয়া বলিলা প্রভু ভবার্ণব-কর্ত্তা॥
তুষ্ট হৈল দ্বিজোত্তম ভক্তিএ তোমার।
অবিলম্বে হৈব তোর কল্যাণ অপার॥
অন্য জন্মে যদ্যপি পাতকী তুমি ছিলা।
আমার কৃপায় তাথে পরিত্রাণ হৈলা॥
ই জন্মে হৈলা মোর ভক্ত অতিশয়।
নহিব বিপত্তি তোর কহিল নিশ্চয়॥

আলাওলের পদ্মাবৎ।

আলাওল অনুমান ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৬৯—৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর-স্তোত্র।

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার (১)।
যেই প্রভু জীব-দানে স্থাপিল সংসার॥
করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস (২)॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করে নানা ভাতি॥
সৃজিলেক পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥
সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাতি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্ম্মল পাঁতি পাঁতি॥
সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম-রৌদ্র আর (৩)।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ-সঞ্চার॥
সৃজিলেক সমুদ্র মেরু জলচর-কুল।
সৃজিলেক শিপিতে (৪) মুক্তা রত্ন বহুমূল॥
সৃজিলেক বন তরু পক্ষী নানা স্পদ (৫)।
সৃজিলেক নানা রোগ নানান ঔষধ॥
সৃজিয়া মানব রূপ করিল মহৎ।
অন্ন আদি নানা বিধি দিয়াছে ভোগত (৬)॥
সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয়ে সুখে রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ॥

---

(১) এক করতার = এক কর্ত্তার = অদ্বৈত ঈশ্বরের।
(২) কবির লাস অর্থাৎ আদি কবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা।
(৩) সুশীতল শীত ঋতু। গ্রীষ্ম রৌদ্র = গ্রীষ্মকালের রৌদ্র।
(৪) শিপি অর্থ কিরণ, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে 'শিপি' ঝিনুক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে এই ঝিনুক অর্থই মনে হয়।
(৫) স্পদ = বেগ = গতি। (৬) ভোগের জন্য।

স্বজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ-বিলাস।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাহাকে কল্য দাস॥
কাকে দিল সুখ ভোগ সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখ-উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্ধ॥
আপনা-প্রচার-হেতু স্বজিল জীবন।
নিজ-ভয় দর্শাইতে স্বজিল মরণ॥
কাকে কল্য ভিক্ষুক কাহাকে কৈল ধনী।
কাকে কল্য নির্গুণ কাহাকে কৈল গুণী॥
সুগন্ধ স্বজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে (১)।
স্বজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥
মিষ্ট রস স্বজিলেক কৃপা-অনুরোধ।
তিক্ত কটু কষা স্বজি জানাইল ক্রোধ॥
পুষ্পে জন্মাইল মধু সুগুপ্ত আকার।
স্বজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥

এতেক স্বজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তম্ভ॥
কাকে কল্য নির্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে (২) নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়॥ (৩)
সেই এক ধনপতি যাহার সংসার।
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার॥
ক্ষুদ্র পিপীলিকা হস্তে ঐরাবত আর।
কাকে নাহি বিস্মরণ দিয়াছে আহার॥
হেন দাতা আছে কোথা শুন জগ-জন।
সবাকে খাওয়ায় পুনি (৪) না খায় আপন॥
জীবন-আহার-দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আশা পূরে আপনে নৈরাশ॥
পর্ব্বত করয়ে রেণু দেখে সর্ব্বলোকে।
হস্তীরে করয় পিপীলিকা সমযোগে॥

(১) প্রকাশিতে। (২) হস্তে=হইতে।
(৩) অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় অস্থিতে পরিণত করেন।
(৪) কিন্তু।

যেই ইচ্ছা সেই করে কেহু নাহি জানে।
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে॥
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়।
ভাঙ্গিয়া গঠয় পুনি যদি মনে লয়॥

প্রকট গোপত আছে সবাকারে ব্যাপি।
ধার্ম্মিক চিনয়ে তাকে না চিনয়ে পাপী॥
বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে সব কর্ম্ম। (১)
জীবহীন কর্ত্তা সেই কে বুঝিবে মর্ম্ম॥
পদ বিনে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে।
হিয়া বিনে ভূত ভবিষ্যৎ সব গুণে॥
চক্ষু বিনে হেরে পন্থ পাখা বিনে গতি।
কোন রূপ-সম নহে অনন্ত-মূরতি॥
স্থান-বিবর্জ্জিত সদা আছে সর্ব্ব ঠাম (২)।
রূপ-রেখা-বহির্ভূত নিরমল নাম॥
আর যত দিয়া আছে রত্ন অমূলিত।
নাহি জানে মূর্খ তার মর্ম্ম কদাচিত॥
দরশন-হেতু দিয়া আছে চক্ষুর্জ্যোতি।
শ্রুতি-হেতু দিয়াছে শ্রবণ-মাঝে শ্রুতি॥
বাক্য ষড়্‌রস হেতু রসনা প্রসাদ।
হাস্য লাগি দশন লইতে নানা স্বাদ॥
সুস্বর নিমিত্তে করিয়াছে কণ্ঠ দান।
হস্ত পদ আদি প্রভু দিছে স্থানে স্থান॥
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে নিযোজিছে সবাকারে।
একের কর্ত্তব্য আনে করিতে না পারে॥

এ সব রতন পাইয়াছে জনে জনে।
তথাপি দাতার মর্য্যাদা কেবা জানে॥
যাহাকে করিছে প্রভু এক রত্ন-হীন।
সেই সে জানয়ে মর্ম্ম হই অতি ক্ষীণ॥ (৩)

(১) তাঁহার জীবন নাই অথচ তিনি জীবিত, তাঁহার হস্ত নাই অথচ তিনি কর্ম্মী। (২) ঠাম=ঠাঁই।

(৩) যে এই সমস্ত রত্নের কোনটী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই মাত্র ততটা ক্ষীণ (বঞ্চিত) হইয়া উক্ত রত্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

যৌবনের মর্ম্ম জানে যার জীর্ণ কায়।
স্বাস্থ্য-মর্ম্ম না জানে অস্বাস্থ্য যার গায়।
সুখ-মর্ম্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব-বেদন॥

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত-স্বর্গ বৃক্ষ পত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত॥
যতবিধ নব গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব-জন্তু-শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতি এ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় (১)॥

আলাওল কবির আশ্রয়দাতা আরকান-রাজের প্রধান মন্ত্রী মামন ঠাকুরের উদ্দেশে।

দূর্ব্বাদল-শ্যাম তনু মুখ-পূর্ণচন্দ।
দেখিয়া সুহৃদজন-হৃদয়-আনন্দ॥
সুন্দর মগদ-পাগ মস্তকে শোভিত।
নবঘন জিনি যেন চন্দ্রমা উদিত॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি ললাটে শ্রীখণ্ড।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ভুরু কামের কোদণ্ড॥
গৃধিনী-নিন্দিত চারু শ্রবণ-যুগল।
শুক-চঞ্চু জিনি ভাল নাসিকা-কমল॥
মৃদু-মন্দ-মধুর সুন্দর মুখ-হাসি।
সুধারস-মিশ্রিত চপলা সুপ্রকাশী।

(১) পৃথিবীর রেণু ও আকাশের নক্ষত্র ইত্যাদির যত সংখ্যা, যুগযুগান্তকাল বসিয়া ততবার ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিলেও সে মহিমার সহস্রাংশের একাংশও কীর্ত্তিত হইবে না।

দশন মুকুতাপাঁতি অধর বাঁধুলি।
মধুর সুস্বর ভাষে কোকিল-কাকলি ॥
কম্বুবর নিন্দিয়া গ্রীবার পরিপাটী।
সুচারু বিশাল বক্ষ সিংহ জিনি কটি ॥
চন্দনের কুঁদে (১) যেন কুঁদিল কন্দর্পে।
শত্রুবর্গ নাশ হয় ভুজযুগ-দর্পে ॥
সুকোমল করতল পদ্মনাল-তুল।
চম্পক-কলিকা জিনি সুন্দর আঙ্গুল ॥
শ্বেত নখ পাঁতি কিবা শশী নিষ্কলঙ্ক।
শতধার দান-নদী করতল-অঙ্ক ॥ (২)
গজবর-শুণ্ড জিনি সুললিত উরু।
লজ্জিত গমনহীন (৩) কদলিকা-তরু ॥

চক্ষু মুখ সম নহে ভাবিয়া কমলে।
লজ্জা পাই রহিলেক চরণ-যুগলে ॥
প্রভুর সৃজিত রূপ কহিতে অনন্ত।
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥
আরবি ফারশী আর মঘা (৪) হিন্দুয়ানী।
নানা গুণে পারগ সঙ্কেত-জ্ঞাতা গুণী ॥
কাব্য-অলঙ্কার-জ্ঞাতা নাটক নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধি শিক্ষা ॥
দেবগুরু-ভক্ত মিত্র-বান্ধব-পালক।
ইঙ্গিতে বাঞ্ছিত পূরি তোষয় যাচক ॥
দান-কালে শত্রু মিত্র এক নাহি চিন (৫)।
সকলকে দেয়ন্ত আপনা কিবা ভিন ॥
ধর্ম্মভাব সদা চারু মধুর-আলাপ।
না জানেন্ত কৃপণতা অধর্ম্ম বা পাপ ॥
পর-উপকারী অতি দয়ালু-হৃদয়।
হিংসা করি না করেন্ত লোক-অপচয় ॥

(১) কুঁদিবার ছাঁচে। (২) করতলের রেখাগুলি যেন শতধার-বাহিনী দান-নদী। (৩) যেন লজ্জায় গতিহীন। (৪) মঘা = মগদের ভাষা = ব্রহ্মদেশীয় ভাষা। (৫) চিন = ভেদ।

মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক।
অহিংসা হইতে শুন মর্য্যাদা অধিক ॥ (১)

যেই কিছু নিরঞ্জনে কহিছে কোরাণে।
সেই কর্ম্ম নিত্য কৃত্য অন্য নাহি মনে ॥
নিন্দা চর্চ্চা-বিবর্জ্জিত নাহিক শঠতা।
শোকার্ত্ত জনের খণ্ডায় মনোব্যথা ॥
ওলমা ছৈয়দ সেখ যত পরবাসী।
পোষন্ত আদর করি মনে স্নেহ বাসি ॥
কাহাকে খতিব কাকে করেন্ত ইমাম।
নানাবিধ দানে সবে পূরান্ত মনস্কাম ॥
নৃপ-ক্রোধে যত লোক হএ ছত্রাকার।
তাহার শরণে আসি হয়ন্ত উদ্ধার ॥
গুণের সমুদ্র সন্তরিলে নাহি কূল।
আমি হীনবুদ্ধি তার মহিমা বহুল ॥
গুণকীর্ত্তি কহিতে না পূরে মনোসাধ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করি আশীর্ব্বাদ ॥
দীর্ঘ-পরমায়ু হৌক শতবিংশ-অব্দ।
দিগন্তরে পূর্ণ হৌক গুণকীর্ত্তি-শব্দ ॥
শুক্লপক্ষ চন্দ্র-তুল্য বৃদ্ধি হোক যশ।
তাহার গুণেতে হৌক দেব সব বশ ॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ ধরণী গিরি জল।
যত দিন আছে পূর্ণ মেদিনী-মণ্ডল ॥
নিচল রহুক নাম কীর্ত্তির শবদ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হৌক খণ্ডুক আপদ ॥

নামের বাখান এবে শুন মহাজন।
অক্ষরে অক্ষরে কহি ভাবি গুণগণ ॥
মান্যের মাকার আর ভাগ্যের গকার।
শুভযুগ্মে নক্ষত্রের আনিল নকার ॥
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে।
রাখিলেন্ত মহাজনে অতি মন-শুভে ॥

(১) অহিংসা হইতেও তাঁহার অধিকতর প্রশংসার (মর্য্যাদার) বিষয় আছে, তাহা শুন।

আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্যশাস্ত্র ছন্দোমূল পুস্তক-পিঙ্গল॥
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট-মহাগণ-মূল।
তাহাতে মগণ আছে বুঝ কবিকুল॥
নিধি স্থির কল্পপ্রাপ্তি মগণ ভিতর। (১)
মগণ মাগণ এক আকার-অন্তর॥
আকার-সংযোগে নাম হইল মাগণ।
অনেক মঙ্গল ফল পাই তে কারণ॥ (২)

পিঙ্গলের 'নগণ' 'রগণ' প্রভৃতি।

সরোবরে চিতোর রাজ্ঞী পদ্মিনী।

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত॥
সুগন্ধী শ্যামল-ভার ধরণী ছুঁইল।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল॥
কিম্বা মেঘারম্ভ-যোগে হইল অন্ধকার।
বিধুন্তুদ (৩) আসিল বা চন্দ্র গ্রাসিবার॥
দিবস সহিতে সূর্য্য হইল গোপন।
চন্দ্রতারা লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন॥
ভাবিয়া চকোর-আখি পড়ি গেল ধন্ধ।
জীমূত-সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ॥
হাস্য সৌদামিনী-তুল্য কোকিল-বচন।
ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত-গগন॥

(১) "নাগরাজপিঙ্গলোক্তানাং ত্রিগুণাত্মকানাং
মাদীনামষ্টগণানাং দেবতা ফলাদীন্যুক্তানি
মোভূমিস্ত্রিগুরুঃশ্রিয়ং দিশতি যো বৃদ্ধিং জলং চাদিলো
রোঽগ্নির্মধ্যলঘুর্বিনাশ মলিনোদেশাটনং সোঽস্ত্যগঃ।
তো ব্যোমান্তলঘুর্ধনাপহরণং জোঽর্কোরুজংমধ্যগো
ভশ্চন্দ্রোযশ উজ্জ্বলং মুখগুরুর্নোনাক আয়ুস্ত্রিলঃ॥"
নিধির স্থিরতা-প্রাপ্তি—অর্থাৎ মগণে লক্ষ্মী অচলা থাকেন।

(২) সম্পদের অধিষ্ঠানীভূত মগণ আকার ধারণ করিয়া অর্থাৎ মূর্ত্তিমান হইয়া মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন।

(৩) বিধুন্তুদ=রাহু।

নয়ন-খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব্ব আদরে॥

সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ-পরশন-হেতু করয় লহরী॥
আপাদ-লম্বিত কেশ কস্তূরী-সৌরভ।
মোহ-অন্ধকার মন দৃষ্টি পরাভব॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতাসৌষ্ঠব কার নহে সমসর॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন-মোহন। (১)
এক গুণে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥
বিরাজিত কুসুম-গ্রথিত মুক্তা-হার।
সজল জলদ-মধ্যে তারকা-সঞ্চার॥
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য-মধ্যে মহা-শুদ্ধ পথ (২)॥
সেই পন্থে বাটওয়ার (৩) বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলকা পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন॥ (৪)
কিবা কবরীর মাঝে স্বর্ণ রেখাকার।
যমুনার মাঝে যেন সুরেশ্বরী (৫)-ধার॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা-সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত॥
কিবা মুখচন্দ্র আখি-অরণে দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের (৬) হিয়া॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থ যাইবার।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার॥

---

(১) বেণী ত্রিগুচ্ছে বিরাজিত; তাহার এক গুচ্ছই ভুজঙ্গের মত ত্রিভুবন নাশ করিতে পারে।

(২) সিঁথি। (৩) দস্যু (যুবক বধ করিবার জন্য)।

(৪) রক্ত-চিন = রক্তবর্ণ সিন্দূর-চিহ্ন। যে জন সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করে, দস্যুরা তাহার রক্তপাত করে, সিন্দুর সেই রক্তের চিহ্ন।

(৫) সুরেশ্বরী = গঙ্গা।

(৬) কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবলি ত্রিধা বিভক্ত অন্ধকারের মত দেখাইতেছে।

কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য-আশে।
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥

ভাগ্যের উদয়-স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালকচন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মোহন ললাট অতি ভাগ্য-বিধি চিন (১) ॥
কিমতে বলিব ভাল তুলনা সে অঙ্গ।
সকলঙ্ক চন্দ্রমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কুহু রাহু করে চন্দ্রে আলোপ (২) গরাস।
মোহন-ললাটে চন্দ্র সদত প্রকাশ ॥
ক্ষণেক আলোপ চন্দ্র ক্ষণেক বিদিত।
প্রশস্ত ললাটে চন্দ্র সদা প্রকাশিত ॥ (৩)
মৃগমদ-তিলক সুন্দর চারিপাশ।
চন্দ্রমা উপরে রাহু মিহির-গরাস ॥ (৪)
স্বেদবিন্দু কপালেতে উদয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সম্ভাষণ ॥
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটে ত হৈব সংযোগ নিশ্চয় ॥

কামের কোদণ্ড ভুরু অলকা-সন্ধান।
যাহারে হানয়ে বালা লয় যে পরাণ ॥
ভুরু-ভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম-শর ধনু ॥
ভুরু-চাপে গুণাঞ্জন বাণ-কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য ॥

---

(১) ভাগ্য-বিধাতার চিহ্ন-স্বরূপ।

(২) অপ্রকাশিত।

(৩) আকাশের চন্দ্র কখনও ক্ষীণ এবং কখনও পূর্ণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ললাটের চন্দ্র সর্ব্বদাই প্রকাশমান।

(৪) কৃষ্ণবর্ণ তিলক সিন্দূর-বিন্দুর সঙ্গে ললাটে বিরাজিত; চন্দ্রের (মুখচন্দ্রের) ঊর্দ্ধে যেন রাহু (মৃগমদ-চিহ্ন) মিহিরকে (সিন্দুর-বিন্দুকে) গ্রাস করিতেছে।

কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরু-ভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ-তনু॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥

চিতোর-বর্ণন।

ধন্য চিতাওর দেশ নাহি তথা দুখ-লেশ
কি কহিব তাহার মহিমা।
চিতোর-রাজ রত্নসেন।
তথা রত্নসেন রাজা নৃপ করে সবে পূজা
সুরপতি জিনি রূপ-সীমা॥
রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদুর-সদৃশ জ্ঞান
ধার্ম্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির।
দানে মানে কর্ণ গুরু বুদ্ধি জিনি সুর-গুরু
জম্বুদ্বীপে সেই এক বীর॥

অল্প বসে রাজ্য-পাল বিপক্ষ জনের কাল
ক্ষমায় পৃথিবী-সমসর।
সাহসে বিক্রমাদিত্য সত্যে (১) হরিশ্চন্দ্র জিত
মর্য্যাদায় সিন্ধু রত্নাকর॥
পরাক্রমে ছত্রপাত মহারাজা চক্রবর্ত্তী
সত্যবাদী মহাকুলশীল।
চতুর পণ্ডিত জ্ঞানী হিংসাহীন শুদ্ধ প্রাণী
প্রজারে পালয়ে পুত্র-তুল॥

রত্নসেনের সিংহলে আগমন।

একে একে এড়াইল সমুদ্রের সঙ্কট।
পঞ্চমাসে হৈল গিয়া সিংহল-নিকট॥
নৃপতি কহিল তবে শুন গুরু শুক (২)।
অকস্মাৎ মনে আজি জন্মিল কৌতুক॥
সৌরভ সহিতে আসি শীতল পবন।
দাহন-শরীরে যেন লাগিল চন্দন॥

---

(১) সত্যে = সত্যপালনে।

(২) শুকপাখীর পরামর্শ অনুসারে চিতোরাধিপ রত্নসেন (ভীমসেন?) সিংহল-রাজ-কন্যা পদ্মিনীর সন্ধানে সিংহলে আসিয়াছেন।

অন্ধকার দূরে গেল কিরণ উজ্জ্বল।
সকল জগৎ আজি দেখ নিরমল॥
সমুখে মেঘের প্রায় দেখিতে অদ্ভুত।
আকাশে লাগিছে যেন সুন্দর বিদ্যুৎ॥
তাহার উপরে যেন চন্দ্রমা-প্রকাশ।
সন্ধি-যোগে রাহু যেন করিল গরাস॥
আর যে নক্ষত্র-কুল দেখিল সমীপ।
স্থানে স্থানে উজ্জ্বল করিছে যেন দীপ॥
দক্ষিণ দিগেতে দেখি কাঞ্চনের মেরু
অকালে বসন্ত যেন হয়েছে সুচারু॥

শুক বলে শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত।
সাহসে জিনিলা তুমি বিক্রম-আদিত্য॥
গোপীচন্দ্র-নৃপতি জিনিলা তুমি যোগে।
সত্যে হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে॥
গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিদ্ধি দিল হাতে।
তোমারে না পারে জ্ঞানে মুচকন্দ-নাথে॥
প্রেমেতে জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ।
এহি দেখ সমুখে সিংহল সুপ্রকাশ॥
মেঘবর্ণ গড় দেখ লাগিছে আকাশে।
সুবর্ণ-কামড়া যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে॥
আর যত উজ্জ্বল নক্ষত্র হেন লক্ষি।
রাজপন্থে গৃহ সব ঠাঞি ঠাঞি দেখি॥
ঐ যে দেখহ শশী নক্ষত্র-বেষ্টিত।
নৃপতির গৃহ সব রতনে জড়িত॥

তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আবাস।
সমীর-সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ॥
এক উপদেশ তোমা কহি সারযোগ।
আগে দরশন-লোভ পাছে প্রাপ্তি-ভোগ॥
ওই যে কাঞ্চন-মেরু দেখহ দক্ষিণে।
মহাদেব-মণ্ডপ আছয়ে সেই স্থানে॥
মাঘমাসে হৈলে শ্রীপঞ্চমী-সংযোগ।
সেই স্থানে পুজিতে আসিবে সর্ব্বলোক॥

পদ্মাবতী আসিবেক পূজিতে মহেশ।
তথা দরশন হবে শুন উপদেশ ॥
তুমি গিয়া কর সেই মণ্ডপে বসতি।
আমি যাই যথা আছে রাণী পদ্মাবতী ॥

মহাদেব-স্তোত্র।

আমরা সকল আগে দেহী হৈব ছার
যদি আসি বৃষধ্বজ না করে নিস্তার ॥
আয় প্রভু মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়-কায়া।
যদ্যপি পাষাণ তুমি হই তোমা ছায়া ॥
তোমার প্রভাবে আমা পূজে সর্ব্বজন।
নহেত পাষাণ পূজি কোন্ প্রয়োজন ॥
আপনা নামের প্রভু রাখিয়া মহত্ত্ব।
সাক্ষাতে হইয়া পুর নৃপ-মনোরথ ॥
এত স্তুতি ভকতি করিতে মূর্ত্তি সবে।
ততক্ষণে জানিলা সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবে॥
কেশরীবাহিনী সঙ্গে লইয়া পার্ব্বতী।
সত্বর গমনে আইল দেব উমাপতি॥
শিরে গঙ্গা জটাধারী গলে অস্থি-মালা।
অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র-ছালা ॥
কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু।
কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেত ডম্বরু ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল।
ওড্রের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল ॥

ছন্দের কথা।

লঘু গুরু জানিলে গুণের ভেদ পায়।
তে কারণে লঘু গুরু জানিতে যুয়ায় ॥
হ্রস্ব ইকার উকার ঋকার ৯কার অকার মুল।
এই কয় লঘু আর গুরু যে সকল ॥
কবিত্ব পদের প্রথম তিন অক্ষর।
বিচারিবা কেবা লঘু কেবা গুরুতর ॥

তিন গুরু হইলে তারে বলয় মগণ।
নিধি স্থিরবন্ধ প্রাপ্তি হয় ততক্ষণ॥
আগ্য লঘু অপর দুই হয় গুরু যার।
তাহারে যগণ বুলি বুঝিয়া বিচার॥
মধ্যে লঘু দুইদিকে দুই গুরু হয়।
সেই সে রগণ হয় জানিও নিশ্চয়॥
দুই গণগুণ কহি মনে করি কল্প।
যগণে সাহস বহু রগণে আয়ু অল্প॥
অন্তে গুরু আগ্যে মধ্যে লঘুর প্রচার।
সুনিশ্চিতে জানিয় সগণ নাম তার॥
আদি দুই গুরু একাক্ষর লঘু হেটে।
তাহারে তগণ বলি জানিয় প্রকটে॥
সগণে পড়িলে মাত্র করয়ে উদাস।
তগণে শূন্য ফল জানিয় নির্ব্বাস॥
মধ্যে গুরু দুই দিকে দুই লঘু পায়।
তাহারে জগণ বলি উৎপাত করায়॥
অন্ত্য মধ্য লঘু যার গুরু আগ্যক্ষর।
ভগণ মঙ্গল-ফল দেন্ত বহুতর॥
তিন লঘু নগণে সম্পদ হয় বৃদ্ধি।
দূর হয় আপদ তুরন্ত কার্য্য-সিদ্ধি॥ (১)

পদ্মিনীর বেশ-সজ্জা।

কেশ গুছাইয়া কুসুম রচিয়া
গাঁথিছে ত্রিগুণ বেণী।
পাটর থোপন কনক-বন্ধন
বিরাজিত রত্নমণি॥
যেন গিরিবর হন্তে (২) অজগর
লটকি রহিল সুখে।

---

(১) "মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারঃ।
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ॥
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ।
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্ত্যলঘুস্তঃ॥
গুরুরেকো গকারঃ স্যাল্লকারো লঘুরেককঃ।" (২) হইতে।

জীবন-পতঙ্গ ভঙ্কিতে ভুজঙ্গ
বিষফুল করি মুখে ॥
বান্ধুলি রতন জগত-মোহন
ডগমগ দীপ্তি অতি।
শ্যাম রজনীত তারকা-বেষ্টিত
কিম্বা শুক্র-বৃহস্পতি ॥

অতি বৃহত্তর ললাট সুন্দর
সুরঙ্গ সিন্দূর-বিন্দু।
রাহু আশা ধরি রস প্রসারি
হেরি মুখ পূর্ণ-ইন্দু ॥
ভুরু বিমোহন কাম-শরাসন
কাজল ত্রিগুণ সমান।
ইঙ্গিতে কটাক্ষে হানে লক্ষে লক্ষে
সত্বর মরমে বাণ ॥
শ্রবণ-যুগল রতন-কুণ্ডল
বেষ্টিত মুকুতা-পাঁতি।
অরুণ-সেবক হইল তারক
পাশ তেজি নিশাপতি ॥ (১)

নাসা সুললিত শুক-চঞ্চু-জিত
সুচারু বেশর সাজে।
অমিয়-জড়িত চকোর লোভিত
দেখিল চাঁদের মাঝে ॥
বান্ধুলি নিন্দিত অধর শোভিত
রাতুল তাম্বুল-রাগে।
সুধা-রস বাণী শুনি সিদ্ধ মুনি
মরমে মদন জাগে ॥

গ্রীম মনোহর কম্বু-কণ্ঠবর
শোভে সপ্ত-লরী হার।

---

(১) কর্ণের রত্ন-কুণ্ডলের চতুর্দ্দিকে মুক্তা-পংক্তি। সূর্য্যকে (রত্ন-কুণ্ডলকে) বেষ্টন করিয়া যেন চন্দ্রের পার্শ্ব ত্যাগ পূর্ব্বক তারাগণ (মুক্তা-পংক্তি) শোভা পাইতেছে।

কুচ-গিরি পরে রহে নিরন্তরে
যেন সুরসরিৎ-ধার॥
বাহু সুলক্ষণ অঙ্গদ-কঙ্কণ
রতন-বলয় সাজে।
অঙ্গুলি চম্পক- কলিকা-নিন্দক
তাহে রত্নাঙ্গুরী রাজে॥

মুখের ভূষণ কটির বসন
চলিতে সুন্দর রাজে।
চরণে নূপুর শব্দ সুমধুর
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু বাজে॥
সে রূপে হেরিয়া জীবনে নিছিয়া
চতুরে ফেলে আপন।
পাইয়া পঞ্চম পাসরে উত্তম
হেরিতে হরয় মন॥
চারু অঙ্গ-জ্যোতিঃ লেগে রত্ন-মতি
জ্যোতিঃ হৈল অতিশয়।
অলঙ্কার বিন শরীর অকঠিন
শুধা অঙ্গ সুধাময়॥
রূপ আভরণ সহজে মোহন
অধিকে অধিক সাজে।
সুরূপ ভূষণ অধিক শোভন
শুনিতে কর্ণে বিরাজে॥

শ্রীযুত মাগন ঠাকুর সুজন
কৌতুকে কৈল আরতি।
কহে আলাওল বিভা সুমঙ্গল
সাজি চলে পদ্মাবতী॥

চলিল কামিনী গজেন্দ্র-গামিনী
খঞ্জন-গমন-শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘোঁঘর বাজয় ঝাঁজর
নূপুর মধুর বাজে।

ভুরুর বিভঙ্গ অপাঙ্গ-তরঙ্গ
মদন-মন-মোহিতা।

গুছিলেক কেশ কুসুম সুবেশ
সিন্দূর চন্দন দিলে।
সঘন রাতি তারক (১)-পাঁতি
বান্ধুলি-রত্ন বিরাজিতা।
সিন্দূর ভালে * * * *
সঘন অধর-জ্যোতিঃ।
রসনা সুলাল বচনে রসাল
বিরহ-বেদন-মোহিতা।
মাগন নায়ক গুণক গায়ক
জগজন ··· সুশোভিতা।
আলাওলে ভণে রমণী-গায়নে
অপ্সরা নাটক-গঞ্জিতা॥

বসন্তে মিলন।

বসন্তে নাগরবর নাগরী-বিলাসে।
বর বালা দুই ইন্দু স্রবে যেন সুধা-বিন্দু
মৃদু মন্দ অধর ললিত মধুহাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে তরাসে।
মলয়-সমীর সুসৌরভ সুশীতল
বিলুলিত পতি অতিশয় রসভাষে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি কুটির তমাল-দ্রুম
মুকুলিত চুতলতা কোরক-জালে।
যুবজন-হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত
রঙ্গ-মল্লিকা-মালতী-মালে॥
মধু-সেনাপতি-সঙ্গে মদনমেদিনী-পতিবাহিনী
কোরক নব-পল্লব পূর্ণিত।
নব দণ্ড কেশর চামর সৌরভ
ভুবন-বিজয়ী চিত্ত যুবক-শাসিত॥

(১) তারা, নক্ষত্র।

চৌদিকে যুবতীকুল মাঝে শুনায় রব
নৃত্যগীত অতিশয় আনন্দ বিভোরে।
রোমাঞ্চিত শরীর শ্রমিতা প্রেমভাষে অতিরসে
রমণী লুলিত পতি-উরে॥

কুহু-করতাল বংশী কাঁসর-মণ্ডল
সুমধুর সুললিত উপাঙ্গ রবাব বাজে।
তাক্কত থুক্কত থাগৃগা থাগৃগা থুইয়া
নারীকুল কুসুমে কিম্বা যত পাখোয়াজে॥
আনন্দ-সাগর রসের নাগর
লহরিত যন্ত্র-গীত-তালে।
রসিক নাগরমণি শ্রীযুত মাগন গুণী
মধুমিত কলাধীর রতি-রস ভাষে।
হীন আলাওলে কহে সদত বসন্ত সুখী
সে বর বসতি রমণী-পাশে॥

গোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পলতা।

গোপাল দাসের বাড়ী বুধই পাড়া এবং পদ-কীর্ত্তনই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে ইনি রাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পলতা গ্রন্থ রচনা করেন। লেখক তাঁহার অনেক শিক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণ দাস, শ্রীঘটক ঠাকুর, ব্রজদেবীদাস, গৌরগতি দাস, জয়রাম দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও গিরিধর চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। খণ্ড, সুহ্মপুর ও যাজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণ গমনাগমন করিতেন; তাঁহাদের সংসর্গে ইনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রে প্রবেশ-লাভ করেন। একবার গ্রন্থকার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সেখানে "শ্রীমুকুন্দদাস গোসাঞি" তাঁহাকে শাস্ত্র-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন, তাহার ফলে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাজনের গন্থ-পন্থ ভাষা-রচনা।
অনুরাগ হয় অনেক লক্ষণা॥
সূক্ষ্ম নারী অতিক্রম যদি কিছু হয়।
সাক্ষাৎ কথা দুই চারি আছে অতিশয়॥

রূপানুরাগ।

অনুরাগ উল্লাস আর আক্ষেপ উক্তি কহে।
রূপ অনুরাগ অভিসার রাগ হয়ে॥

উদাহরণ।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥
গুরুজন পরিজন যতেক গঞ্জে।
রতন জ্বলে যৈছে তিমির-পুঞ্জে॥"

আক্ষেপ।

আক্ষেপ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগ-দরশন লাগি (১) কিঞ্চিৎ কহিয়ে॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ কভু করএ সখীকে॥

গুরুজনে আক্ষেপ কভু কুল-শীল-জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্যভাবে গতি॥
কন্দর্পে মন্দ বলে করএ ভচ্ছনা।
বিপক্ষাদি রঞ্জিয়া করএ রচনা॥
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈন্য-দোষে।
খণ্ডিতাদি অষ্ট রস সকলিতে ভাষে॥

উদাহরণ।

কৃষ্ণ-নিন্দা।

"কে বলে কালিয়া ভাল।
এত দিনে কালার মরম জানিল অন্তরে বাহিরে কাল॥
মধুর মুরলী-শব্দ করসি নয়নে বরষি প্রেম।
ঈষৎ হাসিতে অমিয়া পরশি বচনে বরষি হেম॥
কানু হে বুঝিলু চাতুরী তোর।
সুখ নব লোভে কোপ নিব ডর॥
ও দুঃখ-সায়রে ভোর॥"

(১) অলঙ্কারের প্রকারভেদ বুঝাইবার জন্য।

বংশী-নিন্দা।

"অব মুরলী কে।
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
স্বভাবে সুন্দর বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
যে না বাঁশের বাঁশী সে না বাঁশে লাগালি পাও। (১)
ডালে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও॥
নিজ-ছিদ্র নাহি জানে পরছিদ্র গান।
সদা উচ্ছিষ্ট পীয়ে শুষ্ক কাষ্ঠ খান॥"

মদনের প্রতি।

"এত দুখ দেওসি মদন।
হর নহো বৈরি যুবতী জন॥
নহে মোর জটাজূট কবরীক ভার।
মালতী-মালা নহে স্বরে সুরেশ্বরী ধার॥" (২)

আক্ষেপ।

"দূতি তুহুঁ দারুণি সাধলি বাদ।
আজু হাম তেজলুঁ রতিসুখ-সাধ॥
শ্যাম বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
এ হেন দুখিনী রাধার বধ লাগে তায়॥
কুলের কামিনী করি সিরজিলে বিধি।
দেখিতে না পাই রূপ শ্যাম-গুণনিধি॥
বাহির না হই আমি গুরুজনার ডরে।
দারুণ ননদী বাণী কাড়ে নানা ছলে॥
না মরিএ ননদিনী খাও দুটী আথি।
এ ভর-দুপরে যেন শ্যাম-রূপ দেখি॥
কিনা হৈল মোরে সই কানুর পীরিতি।
আথি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
নবীন পাউস মীন (৩) মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত নিরোধ না মানে॥

---

(১) যে বাঁশের এই বাঁশী, যদি সেই বাঁশের খোঁজ পাই।

(২) "নহে জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতি-মালা শিরে নহে গঙ্গ॥"—বিদ্যাপতি।
ইহা জয়দেবের একটি পদের অনুবাদ।

(৩) পাউস মীন=মৎস্য-বিশেষ।

যেনা জানে প্রেমরস সে না আছে ভাল।
হৃদয় ভেদল মোর কানু প্রেম-শেল॥
খাইলে শোয়াথ (১) নাহি নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর করি করি ঝুরে॥"

মানের প্রকার-ভেদ।

মানের ধীরাদি গুণ আছে নানা গতি।
কোমলা কষা মৃদুরিতি॥
দাম্পত্যের মনান্তর এই মান কহি।
পরস্পর আদর হয় কৃষ্ণ-সুখ এহি॥
রস-কলহ কিবা গোত্র-স্খলন।
অন্যের প্রশংসা কিবা অন্যের ভূষণ॥
গর্ব্ব অসূয়া গ্লানি চিন্তাময়।
নির্হেতু মান প্রেম স্বভাবে অতিশয়॥

এই মান দুইবিধ কহিএ বচন।
সহেতু আর নির্হেতু প্রয়োজন॥
প্রেম-প্রকাশক এক অনুমতি আর।

সহেতু মান।

সহেতুতে ঈর্ষা হয় বিপক্ষ-সাথীতে (২)।
তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিলে ক্ষোভ হয় চিতে॥
চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা গর্ব্ব করিয়া।
কৃষ্ণের অঙ্গের মাল্য আপন গলে দিয়া॥
রাধার সহচরীকে দেখায় আপন ঐশ্বর্য্য।
ইহা হৈতে মান হয় করএ ঐশ্বর্য্য॥

অনুমতি মান।

অনুমতি মান ত্রিবিধ প্রকার হএ।
ভোগ-চিহ্ন গোত্র-স্খলন আর স্বপ্ন দেখএ॥
নিজ কান্তের চিহ্ন দেখে বিপক্ষের গায়।
চন্দ্রাবলীর অঙ্গে কৃষ্ণের চিহ্ন পায়॥
ইহা দেখিলে মান হএ বিপরীতি।
উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের টীকায় খ্যাতি॥
স্বপ্নে দেখিল কৃষ্ণ অন্য জনার সঙ্গে।
সত্য করি মানেন সেই সব রঙ্গে॥

(১) এই শব্দের নানা রূপ; যথা,—শোয়াথ, সোয়াথ, সোয়াস্তি= শান্তি। (২) সাক্ষ্যে।

এক জনার সহযোগে বঞ্চেন শর্ব্বরী।
নিদ্রায়ে জাগান বিপক্ষের নাম করি॥
এই সকল মানের হেতু কহি বিচার।
গোত্র-স্খলন লেখি সেই মানের প্রকার॥
রাধার মন্দির হৈতে কৃষ্ণ বাহির হৈলা।
হঠাৎ চন্দ্রাবলী সঙ্গে শীঘ্র মিলিলা॥
রাধা বলি চন্দ্রাবলীকে সম্ভাষে।
চন্দ্রাবলী কংস কহি কৃষ্ণে জিজ্ঞাসে॥
লজ্জা পাঞা কৃষ্ণ হেট-শির করে।
হেতু নাহি মান জন্মে বড়ই বিস্ময়।
প্রেমের স্বভাবে মান অকস্মাৎ হয়॥
সেই মান-ভঞ্জন হয় বহুবিধ মত।
সাক্ষাৎ পরোক্ষতে আকস্মিক দৈবত॥

"এত দিনে বুঝিলু তুয়া হৃদয়ে নিঠুর। উদাহরণ।
কানু উপেখি আয়লি এত দূর॥
তোহে নাহি সম্ভবে এমন কায॥
সময় উচিতক মিত্র যদি মান।
আঁচরে ঝাপি আপন বয়ান॥
এক দিবসে স্তুতিএ চিত-সমাধি।
সাধিএ বাদ তঁহি রাখিএ উপাধি॥
অনুগত তুয়া বিনে না বোলয়ে আন।
করে ধরি লবে দূতী করহ পয়ান॥
রতিপতি দাস করএ পরণাম।
দূতী নহে ইহ তুহুক পরাণ॥"

"তেজহ দারুণ মান মানিনি নাহ গাহক তোরিরে।
তুহুঁ সে মরকত মূরতি মানহ কাচ-কাঞ্চন গোরীরে॥"
অকস্মাৎ মান সে মান হয় ভঙ্গ।
উৎকণ্ঠায় মান ত্যাগ করয়ে অনঙ্গ॥
দাম্পত্যের পরস্পর প্রেম উৎকর্ষ হয়।
অধিক আর্ত্ত হইলে বিচারি না লয়॥
গ্রন্থি-বন্ধ রত্ন চাহিআ ফিরে ঘরে।
কোরে থাকিতে হয় বিচ্ছেদ অন্তরে॥

উদাহরণ।

"রাইক কোরে চমকি হরি কহতহিঁ কহব তাকর সঙ্গ।
রোদতি রাধা কানু করি কোর।
হরি হরি প্রাণনাথ কাঁহা গেল মোর॥"
নিকটে থাকিতে বিচ্ছেদ হেন বাসে।
কুররী বিলাপ যেন মনীষিগণ ভাষে॥
শ্রীরতি-পতি চরণ-যুগলে যার আশ।
রসকল্পবল্লী কহে গোপাল দাস॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পবল্লী অনুরাগ-রক্তোৎপল সপ্তম কোরক।

গোবিন্দ মিশ্রের গীতা।

কবি গোবিন্দ মিশ্রের নিবাস—কুচবিহার।

(শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু সংগৃহীত।)

গোবিন্দ মিশ্র আসামের দামোদর দেবের শিষ্য। কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে দামোদর দেব আবির্ভূত হন। প্রায় ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গীতাখানি রচিত হইয়াছিল।

ইনি শঙ্করী, ভাস্করী মত, হনুমানের পৈশাচ ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা—এই পঞ্চটীকা আলোচনা ও সমন্বয় করিয়া গীতার পদ-রচনা করিয়াছেন।

ভগবানের বিশ্বরূপ।

সঞ্জয় বদতি শুন অম্বিকার সুত।
কৃষ্ণ দেখাইলা রূপ অতি অদ্ভুত॥
অনেক নয়ান বক্ত্র শির অসংখ্যাত।
কিরীটী কুণ্ডল হার শোভা করে কত॥
কঙ্কণ কিঙ্কিনী অঙ্গে পিন্ধি আছে হাতে।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়াছে তাতে॥
সুগন্ধ চন্দন মাল্য বস্ত্র পিন্ধি পীত।
কেয়ূর কিঙ্কিনী কটি কাঞ্চী-সমন্বিত॥

দশো দিশে ঢাকিলেন্ত নূপূরের রোলে।
শব্দ-কোলাহলে ন শুনিয় মাত (১) বোলে॥
বদনে ঢাকিল সমস্ত দিশ-পাশে।
অকালে প্রলয় যেন কালে গ্রাসি আসে॥
নাহিকে উপমা রূপ দেখি লাগে ভয়।
যেন একেকালে কোটী সূর্য্যের উদয়॥
অদ্ভুত রূপ দেখি ভৈলন্ত (২) বিস্ময়।
হরিষে আনন্দে তনু ঘন পুলকয়॥
হেন দেখি ভয় ধনঞ্জয় মহাবলী।
দণ্ডবতে পড়ি নমি করি কৃতাঞ্জলী॥
প্রকৃতিক আদি করি মহতাদি তত্ব।
তব শরীরত দেখোঁ সমস্ত জগত॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশে এহি শরীর-ভিতর।
তব এক প্রদেশত দেখোঁ চরাচর॥
ব্রহ্মাক দেখিলোঁ তব নাভি-কমলত।
অসঙ্খ্য দেবক দেখোঁ ঋষিগণ যত॥

*　　*　　*　　*

শরীর পর্ব্বত সিন্ধু অপ্সরা যত।
তব দেহে দেখোঁ হেরো একে প্রদেশত॥
অসংখ্যাত শির উরু রাত্রি অতিশয়।
সর্ব্বত্র প্রকাশে সবে নক্ষত্রের লয়॥

*　　*　　*　　*

পরিমিত নাহি রূপ ব্যাপিয়া আছয়।
আদি অন্ত কোনে মধ্যে না জানোঁ নির্ণয়॥
শরীরের তেজ দীপ্তি দেখি লাগে ভয়।
কালান্তক বহ্নি যেন দাহিয়া আইসয়॥
অসংখ্য বিদ্যুত যেন এক নগে (৩) ছুটে।
চাহিতে না পারেঁ জ্যোতি ছয়ো আখি ফুটে॥

(১) বাক্য।　　　　(২) হইল।

(৩) এক নগে=এক সঙ্গে। 'লগে' বা 'নগে' কথা এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে; যথা—আমি তোমার লগে যাব (অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যাব)।

তুমি সে অক্ষয় বিভু ব্রহ্ম নৈরাকার।
যাত হন্তে হবে সৃষ্টি পালন সংহার॥
সবারে কারণ মায়া যত জগতর।
মায়ার কারণ যাক বুলিয়ে ঈশ্বর॥
এহি শরীরতে আছে সমস্ত জগত।
ইতো বলবীর্য্য প্রভাবর নাহি অন্ত॥
তব মুখে অগ্নি শশী সূর্য্যে করে তাপ।
শরীরের তেজে জগতের খণ্ডে পাপ॥

অদ্ভূত রূপক ধরিলা নারায়ণ।
কম্পন্তে আছয় দেখোঁ এ চৌদ্দ ভুবন॥
আকাশক সীমা করি মধ্য পৃথিবীর।
দশো দিগে ঢাকিলেক তোমার শরীর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ।
দূরে থাকি তব পদে লইলন্ত শরণ॥
গন্ধর্ব্ব চারণ বিদ্যাধর বসু যত।
ঘোররূপ দেখি ভয়ে শ্রুতি ভৈলা হত॥
ইতো বিসদৃশ রূপ চাহন না যায়।
যে হেন সূর্য্যক কোটি রাহু ধায়া যায়॥
নয়ান বয়ান উরু বদন বিস্তার।
মহা প্রলয়র যেন রুদ্র-অবতার॥
সমস্তে ব্যাপিয়া অঙ্গে বাহু নেত্র কাণ।
ধরিতে না পারোঁ ধৈর্য্য ভৈল গত-প্রাণ॥
বিকৃত করাল দন্ত অতি ভয়ঙ্কর।
সাগর সমান অতি ব্যাদন মুখর॥
লহ লহ জিহ্বা অতি ভয়ঙ্কর ঘোর।
ভয়ত কম্পিত চিত্ত স্থির নহে মোর॥
সুখকো না লভোঁ না দেখোঁ দিশ-পাশ।
প্রসন্ন হৈয়োক বাপ জগত-নিবাস॥ (১)

(১) আমি সুখ পাইতেছি না, দিক্‌পাশ দেখিতেছি না (অর্থাৎ দিক্‌ভুল হইতেছে); হে জগদাশ্রয়, তুমি প্রসন্ন হও।

অর্জ্জুনে দেখন্ত দুয়ো (১) সেনা নিরন্তর।
আপুনি প্রবেশে সবে গর্ভের ভিতর॥
ঘোর উগ্ররূপ দন্ত করাল-বদন।
গ্রাসিবাক খোজে যেন এ চৌদ্দ ভুবন॥
লহ লহ জিহ্বাক দেখন্তে লাগে ভয়।
বিস্ময় অর্জ্জুন ত্রাসে কম্পয় হৃদয়॥
পুনঃ দণ্ডবতে পড়ি বোলে ধনঞ্জয়।
প্রসন্ন হুয়োক বাপ দেব দয়াময়॥

দেবাইয়ের বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

রচনা-কাল—১৬৬৯ খৃঃ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই অনুবাদ ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে দেবাই নামক পণ্ডিত-কর্ত্তৃক ত্রিপুরার রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

"এক নব বাণ চন্দ্র শাক পরিমাণে। কার্ত্তিক মাসের পঞ্চ দিন অবসানে॥ সেই দিনে সভা-মধ্যে বসে মহারাজে। করিলা ধর্ম্মের চিন্তা ধর্ম্মের সমাজে॥ শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ-মাণিক্য নরপতি। পুরাণের অর্থ-ভাষা কৈল মহামতি॥"

এক (১) নব (৯) বাণ (৫) চন্দ্র (১)—"অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই নিয়মে দেখা যায় ১৫৯১ শকে কার্ত্তিক মাসের ৫ই তারিখ রাত্রিতে গ্রন্থ-রচনার আদেশ হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থখানা প্রায় ২৫০ শত বৎসর কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

"মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্য মহীপাল। ত্রিপুর-কুলেতে সে যে ধর্ম্ম-অবতার॥ সৎকীর্ত্তি এ রাজার ব্যাপিছে দিগন্তর। দানে কল্পতরু রাজা বিষ্ণু-সমোসর॥ মহাধর্ম্মশীল তান তনয়-প্রধান। শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ-মাণিক্য পুণ্যবান্॥ পরম ধার্ম্মিক রাজা দানে কল্পতরু। বিষ্ণুতে ভকতি তান অতিশয় গুরু॥ পুরাণের অর্থ লোকে না বুঝে কারণ। তাহার নিমিত্তে রাজা চিন্তিলেক মন॥ বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার। ভাষা-পদবন্ধে রাজা করিল প্রচার॥ পাঁচালী-প্রবন্ধ করি পুস্তক রচিল।

(১) উভয়=কুরু ও পাণ্ডব।

সর্ব্বলোকে লেখাইতে তারে আজ্ঞা দিল॥ এহিত পাঁচালী-পুঁথি পড়ে যেই জনে। পুরাণের ফল সে যে পায় ততক্ষণে॥ এতেক জানিয়া প্রজা প্রধান প্রধান। জনে জনে লেখাইল পুঁথি একখান॥ শ্রীযুত দেবাই সে যে অতি বিচক্ষণ। তাহান পাঁচালী এহি শুন সর্ব্বজন॥ বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে। আটত্রিংশ অধ্যায় এহি হৈল সমাধানে॥"

মার্কণ্ডেয়ের বিষ্ণু-স্তব। প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ

বিস্ময় হইয়া মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
হরির চরণ বন্দে স্তবিয়া বিস্তর॥
শিরে ত অঞ্জলি বান্ধি মৃকণ্ডু-নন্দন।
শ্রেষ্ঠ বাক্যে স্তব করে দেব নারায়ণ॥
প্রণমহুঁ নারায়ণ সহস্রেক-শির।
একহি আনন্দে যেই ধরিছে শরীর॥
প্রণমহুঁ অনাময় দেব নারায়ণ।
বাসুদেব অনাধার দেব জনার্দ্দন॥
সর্ব্বলোক বৈসে যাতে যাতে তত্ত্বজ্ঞান।
মায়ায় না ভেদে যারে নমো ভগবান্॥
অমিয়-শরীর নিত্য আনন্দ-শরীর।
তর্কের গোচর নহে নমোহুঁ শরীর॥
অক্ষরের পরব্রহ্ম সত্য বিশ্বরূপ।
বিশ্বের সম্ভব যাতে সর্ব্ব-তত্ত্বরূপ॥

প্রণমহুঁ শান্তমূর্ত্তি দেব জনার্দ্দন।
সকল নির্গুণ শান্ত মায়ার কারণ॥
অধিক উত্তম রূপ নমো নারায়ণ।
পরম প্রকাশ প্রভু পবিত্র কথন॥
নমহুঁ সকল-রূপ প্রভু জনার্দ্দন।
পুরাণ-পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞানের ভাজন॥
রূপ নাহি বহুরূপ নমো নারায়ণ।
আনন্দ চেতন-রূপ পরম-কারণ॥
যেই ভগবানে বিশ্ব করিল সৃজন।
নমহুঁ সকল-রূপী দেব নারায়ণ।

পরম আনন্দ প্রভু ভকত-বৎসল।
প্রণমহুঁ আদি হরি দেব মহাবল॥
করুণা-সাগর প্রভু ত্রাণ কর মোরে।
এহি রূপে নানাবিধ স্তবে মুনিবরে॥

প্রীত হইয়া বলিলেক দেব গদাধর।
লোকেতে বৈষ্ণব যত শুন মুনিবর॥
তাকে আমি তুষ্ট হই যেবা ভক্তি করে।
আপনার রূপ আমি থুই অগোচরে॥
সর্ব্ব তত্ত্ব দেখি আমি ভক্তের শরীরে।
তোমাতে কহিল আমি শুন মুনিবরে॥
মার্কণ্ডেয় বোলে প্রভু শুন দয়াময়।
কোন্ কর্ম্ম-লক্ষণে বা ভাগবত হয়॥
তাহাকে শুনিতে প্রভু মন-কুতূহল।
কৃপা করি কহ হরি না করিয় ছল॥

ভগবানে বোলে মুনি বৈষ্ণব-লক্ষণ।
শুন সাবধান হইয়া কহি বিবরণ॥
বৈষ্ণব-প্রভাব কোটি বৎসরের মানে।
বলিতে না পারি আমি বিশেষ বিধানে॥
সর্ব্বজন্তু-হিতকারী হিংসা-বিবর্জ্জিত। বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব উত্তম সে যে জানিয় নিশ্চিত॥
না করে পরের পীড়া কায়-বাক্য-মনে।
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জান ত্রিভুবনে॥
শুদ্ধমতি হৈয়া যেবা শুনে ধর্ম্ম-কথা।
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিবা সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর গঙ্গার রূপ পিতামাতা জানে।
ভক্তি-ভাবে সেবা করে যেই ভাগ্যবানে॥
বৈষ্ণব উত্তম সে যে জানিয় নিশ্চয়।
তোমাতে কহিয়ে শুন মৃকণ্ডু-তনয়॥
দেব-পূজা করে যেই ভক্তি-পুরঃসরে।
পরে পূজা করে দেখি আনন্দ-অন্তরে॥
সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ যেবা পূজে নিরন্তর।
পর-নিন্দা না করে সে বৈষ্ণবের বর॥

সকলেরে হিত-বাক্য বলে যেই নর।
পরগুণে প্রীতি যার সেই মহত্তর॥
নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া অতিথি-সেবা করে
বেদের করয়ে অর্থ রাম-নাম স্মরে॥
মহাত্মা শিবের নাম লয় নিরন্তর।
রুদ্রাক্ষে ভূষিত অঙ্গ বৈষ্ণবের বর॥
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া শিব-যজ্ঞ করে।
হরিরে তোষয়ে যজ্ঞে রামকৃষ্ণ স্মরে॥

শিবেরে বিষ্ণুরে যেবা একভাব করে।
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় সংসারে॥
দেবতা-অগ্নির কার্য্য করে নিরন্তরে।
ধ্যান করে সদাশিব মন্ত্র-পঞ্চাক্ষরে॥
জানিয়া শাস্ত্রের অর্থ কহে যেই নর।
নানাগুণে যুক্ত সে যে ভাগবত-বর॥
অন্নজল দান যেবা করে নিরন্তর।
একাদশী-ব্রত করে বৈষ্ণবের বর॥
গোদান কন্যাদান করে যেই জন।
আমা লাগি করে সেহ আমা-পরায়ণ॥
আমাতে অর্পিয়া মন যেবা পূজা করে।
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় সংসারে॥
আপনার প্রাণ যেন সর্ব্বভূতে জানে।
শত্রু মিত্র ভাব যেই নাহি রাখে মনে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বোলে যেই সত্যবাক্য-তর।
সাধু-সেবা করে যেই সেই শ্রেষ্ঠ নর॥
পুরাণের কথা যেই নরে কহে শুনে।
আমাকে পাওয়ে সে যে বৈষ্ণব-লক্ষণে॥
গো-ব্রাহ্মণ-সেবা যেই করে নিরন্তর।
তীর্থ-সেবা করে সে যে ভাগবত-বর॥
পর-সুখ দেখি যেবা হরষিত মন।
হরি-সম হয় সদা হরি-পরায়ণ॥
জলাশয় রক্ষা করে বৃক্ষারোপ করে।
নানাবিধ কূপ খনে হরিগৃহ করে॥

গায়ত্রী সতত জপে যেই দ্বিজবর।
উত্তম বৈষ্ণব সে যে শুন মুনিবর॥
হরিনাম শুনি যার হরষিত মন।
রোমাঞ্চ-শরীর যার সেই সাধু জন॥
তুলসীর বন দেখি করে নমস্কার।
তুলসীর গন্ধ পাইয়া সন্তোষ অপার॥
তুলসীর কাষ্ঠ-চিহ্ন কর্ণেতে করয়।
মস্তকে তুলসী-মূল-মৃত্তিকা ধরয়॥
পরম বৈষ্ণব এহি জানিহ সকল।
তাহারে সন্তুষ্ট আমি শুন মহাবল॥
শান্ত গুণবন্ত যেবা করে পুণ্যচয়।
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় নিশ্চয়॥

সংক্ষেপে কহিল এহি বৈষ্ণব-লক্ষণ।
কোটি বৎসরেহ নহে সকল কথন॥
এতেক জানিয়া হও ধর্ম্ম-পরায়ণ।
সাধুশীল সর্ব্ব-ভূত হিতের কারণ॥
যোগান্ত-অবধি ধর্ম্ম কর আর বার।
আমার স্বরূপ ধ্যান কর বারেবার॥
এহি রূপে হইবেক মুকতি তোমার।
তোমার সমান ঋষি কভু নাহি আর॥

মৃকণ্ডু-পুত্রেরে এহি দিয়া বর-দান।
ততক্ষণে নারায়ণ হৈলা অন্তর্ধান॥
তবে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভকতি করিয়া।
করিলা বিবিধ যজ্ঞ হরিয়ে ভাবিয়া॥
শালগ্রাম-ক্ষেত্রে তপ করিলা বিশেষ।
পাপ বিনাশিয়া মুক্তি পাইল অশেষ॥
সর্ব্ব-লোক-হিত করে বিষ্ণুর পূজন।
হেন মতে সাধে তবে মনের বাঞ্ছন॥
নারদে কহেন শুন ব্রহ্মার নন্দন।
বিষ্ণুভক্তি-মহিমার কহিলুঁ লক্ষণ॥
আর কিবা মনে ইচ্ছা কর শুনিবার।
বিবেচিয়া কহি শুন সনৎকুমার॥

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ-মাণিক্য নরপতি।
লোকে বুঝিবারে ভাষা করিল সম্প্রতি॥
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে।
পঞ্চম অধ্যায় ভাষা করিল যতনে॥

উতঙ্কের বিষ্ণু-দর্শন।

এতেক স্তবিল যদি উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
স্তুতি শুনি তুষ্ট হৈলা দেব নারায়ণ॥
জগৎ-ঈশ্বর হরি প্রসন্ন হইলা।
উতঙ্ক-সমুখে আসি দরশন দিলা॥
অতসী-কুসুম-বর্ণ পঙ্কজ-লোচন।
কোমল তুলসীদলে ভূষিত চরণ॥
কিরীটী কুণ্ডল-হার-কেয়ূর-শোভিত।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভমণি যজ্ঞ-উপবীত॥
নাসিকাতে দিব্য মুক্তা তেজ-প্রকাশিত।
পীতাম্বর বনমালা গলেত শোভিত॥
কিঙ্কিণী নূপুর ধ্বজ গরুড়-বাহন।
দেখিয়া মোহিত হইল উতঙ্ক-ব্রাহ্মণ॥
দণ্ডবৎ হইয়া বিপ্র পড়িল ভূমিত।
হর্ষজলে হরি-পদ হইল ভূষিত॥
রক্ষা কর রক্ষা কর দেব নারায়ণ।
হেন বাক্য বার বার বলিলা ব্রাহ্মণ॥
শুনিয়া এহেন বাক্য দেব চক্রধর।
দুই হাতে ধরিয়া তুলিল দ্বিজবর॥
আলিঙ্গন করিলেন দেব নারায়ণ।
বর মাগ বলিলেক প্রসন্ন-বদন॥

বিষ্ণুর বচন শুনি উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
প্রণাম করিয়া পুনি বলিল বচন॥
তুমি প্রভু নারায়ণ পরম কারণ।
অন্ত বরে কার্য্য নাই তোমার গোচর।
জন্মে জন্মে ভক্তি হোক তোমার চরণে।
হউক কেবল মোর শুন নারায়ণে॥

এতেক শুনিঞা তবে দেব গদাধর।
এবমস্তু বলিয়া দ্বিজেরে দিলা বর॥
নিজ-হস্তে গোবিন্দ দ্বিজেরে পরশিল।
যোগীর দুর্লভ জ্ঞান ততক্ষণে দিল॥
জ্ঞান পাইয়া উতঙ্ক যে হরিষ অপার।
বিষ্ণুরে স্তবন পুনি কৈল বার বার॥
উতঙ্কের শিরে হস্ত দিয়া ভগবান্।
পুনর্ব্বার কহিলেন উতঙ্কের স্থান॥
কর্ম্মযোগে কর তুমি আমা আরাধন।
অতি দিব্য স্থানে তুমি করিবা গমন॥

রসময় দাসের গীতগোবিন্দ।

(১২৫৪ বাং সনের ১০ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত পুথি হইতে।)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬১৩-৬১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ললিত লবঙ্গ-লতা তাহার শীলনে।
কোমল মলয়-বায় বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর-নিকর-বেষ্টিত সর্ব্ব ঠাঞি।
কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে সদাই॥
বিরহিনী জনের অতি দুরন্ত বিশেষ।
বসন্ত-মলয় তাহে বৃন্দাবন-দেশ॥
উন্মত্ত মদন মনোরথ সর্ব্বস্থানে।
প্রকাশিত বধূ-চিত্ত কররে ছেদনে॥
কান্তের বিচ্ছেদে তার জন্মায়ে বিলাপ।
বাঁচাইছে বসন্ত সময় মহাতাপ॥
অলিকুল-বেষ্টিত হয়াছে ফুল-বনে।
আকুল হয়াছে সুখে করে মধুপানে॥
বকুলের কুঞ্জে সব বেড়ি চারি পাশে।
ভিতরে বাহিরে গান করিছে হরিষে॥

মৃগমদ-সৌরভ উঠিছে বনে বনে।
তাহার রভস-গন্ধ উঠিছে সঘনে॥

নবদলে তমালের গন্ধ মিশাইল।
তার গন্ধে বৃন্দাবন আমোদ করিল॥
যুবজন-হৃদয় বিদার করিবারে।
মনসিজ-নখ-প্রায় কিংশুক-জালে॥
মদন হৈয়াছে রাজা এই বৃন্দাবনে।
কেশর-কুসুম রাজদণ্ডের সমানে॥

শিলিমুখ পাটলি পাটল প্রবেশিতে।
মদনের তনু প্রায় জানিহ নিশ্চিতে॥
বিগলিত-লজ্জা সব তরুণীর গণে।
করুণ হাসিছে দেখি * * লক্ষণে॥
বিরহিণী-কুন্তল করে কুন্ত-মুখাকৃতি।
কেতকী উন্নত-দন্তা তাহার প্রকৃতি॥
মাধবীর পরিমল নব-মল্লিকাতে।
তার গন্ধে সুগন্ধিত দেখহ সাক্ষাতে॥
মুনি-মন মোহন করিয়া শক্তি ধরে।
তরুণ জনার বন্ধু অহেতু আচরে॥
স্ফুরিত মাধবী-লতা তার পরিরম্ভণে।
মুকুলিত পুলকিত রসালাদিগণে॥
বৃন্দাবনে বিপিনেতে পরিসর হৈয়া।
পরিগত যমুনার জলে মিশাইয়া॥
বসন্ত ভ্রমিছে সদা বৃন্দাবন-মাঝে।
বিরহিণী-জনের দুঃখ দিবে এ কাযে॥

শ্রীজয়দেব-ভণিত শুনহ ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে লও পরম কারণ॥
বসন্তা-উৎকণ্ঠা এই কহিলাম কথা।
ইহার আস্বাদে সুখ বাড়িব সর্ব্বথা॥
অতি দীনহীন রসময় দাস।
শ্রীগীতগোবিন্দ-কথা করিল আভাস॥

গিরিধরের গীতগোবিন্দ।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬১৩-৬১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৬৫৮ শকের পুথি হইতে নকল করা হইল।)

দশ-অবতার-স্তোত্র।

প্রলয়-সাগর তরিতে করি চারি বেদ উদ্ধারি।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত মীন-রূপধারী ॥

অতি বড় পৃষ্ঠে ধরিঞা ক্ষিতি তাহে ব্রণ-চিহ্ন চক্রাকৃতি
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত কচ্ছপ-রূপধারী।

তব দন্ত-অগ্রে ধরণী রয় যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শূকর-রূপধারী ॥

কর-কমলের দারুণ নখে হিরণ্যকশিপু দারিলে সুখে
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত নরহরি-রূপধারী।

বলিকে ছলিলে ত্রিপদ-রূপে পা হয়্যা (১) গঙ্গা পাপ বিনাশে
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত বামন-রূপধারী ॥

ক্ষত্রিয়-রক্তে করিলে হ্রদ স্নানে খণ্ডে পাপ বিপদ
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত ভৃগুপতি-রূপধারী।

রাবণের মুণ্ড কাটিয়া রণে তুষ্ট কৈলে দিয়া দিক্‌পতিগণে
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত রঘুপতি-রূপধারী ॥

শোভে শুক্লবর্ণ বসন নীলে হলাঘাত-ভয়ে যমুনা মিলে
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত হলধর-রূপধারী।

যজ্ঞ হৈতে নিন্দা কৈলে বেদে দয়া কৈলে দেখি পশুর বধে
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত বৌদ্ধ-রূপধারী ॥

ম্লেচ্ছ বিনাশিতে ধরিলেন অসি যেন ধূমকেতু ভয়ের রাশি
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত কল্কী-রূপধারী।

শুন শুন জয়দেবের এই গীত সুখ-শুভদাতা করে সংসারে রহিত
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত দশবিধ-রূপধারী ॥

---

(১) পদতল হইতে উৎপন্ন হইয়া।

বাসন্তী লীলা।

এমতে বসন্তে হরি করয়ে বিহার।
এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি নাচত কত পরকার॥
পবনে লবঙ্গ-লতা মৃদু বিচলিত শীতল গন্ধ বহায়।
কুহু কুহু করি কোকিলকুল-কূজিত কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায়॥
বকুল-ফুলে মধু পীয়ে মধুকরগণ তাহে লম্বিত তরু-ডাল।
পতি দূরে যার তার প্রতি মনোরথ মনমথনে হয় কাল॥
মৃগমদ-গন্ধে তমাল-পল্লব ব্যাপি হইল সুবাস।
যুবজন-হৃদয় বিদারিতে কামের নখ কিবা হইল পলাশ॥
মদন-নৃপের ছত্র হেম-নির্ম্মিত কিয়ে নাগেশ্বর ফুল।
শীলিমুখ-সদৃশ বাণ নিরমাওল পাটলী-ফুল অতুল॥
দেখি বিলক্ষণ জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে।
কেতকী করাত-সদৃশ করি নিরমিল বিরহি-বিদারণ-আশে॥
মাধবী-পুষ্পের গন্ধে হরে মন নব মল্লীফুল-বাসে।
মুনি-জন-মন মোহে তরুণী জন কি করব পতিযুত তরুণী বিনাশে॥
বিকশিত মাধবীতরু-আলিঙ্গনে পুলকে কি মুকুলিত আম।
অতি পরিসর যমুনা-জলে সেচিত বৃন্দাবন অনুপাম॥
শ্রীজয়দেব-চরিত এই অদ্ভুত বিরচিত গিরিধরের বিহার।
সেই অনুপম বৃন্দাবন-লীলা-মঙ্গল করুণ বিথার॥

অভিসার।

রাধে বিপিন-পয়ানে করু সাজ।
যমুনা-তীরে মন্দ বহে মারুত তাহাতে বসিঞা যুবরাজ॥
কর অভিসার করি রতিরস মদন মনোহর-বেশে।
গমনে বিলম্ব না কুরু নিতম্বিনী চল চল প্রাণনাথ-পাশে॥
তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত বাজায় মুরলী মৃদু ভাবে।
তুয়া তনু পরশি ধূলি তনু উড়ত তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে॥
উড়ইতে পক্ষী বৃক্ষদল বিচলিতে তুয়া আগমন হেন মানে।
তল্প-গতি শেষ (১) করত পুনঃ চমকই নিরখত তুয়া পথ-পানে॥
শবদ অধীর নূপুর দূরে তেজ রিপু সদৃশ রতি-রঙ্গে।
অতি তমঃপুঞ্জ-কুঞ্জবনে চল সখি নীল উড়নী লেহ অঙ্গে॥

---

(১) শয্যা।

তোহার উর-হার কৃষ্ণ-উরে শোভিত মেঘে বকপাঁতি হেন মানি।
*   *   কৃষ্ণ-উরে সাজাই নবমেঘে যেন সাজে সৌদামিনী॥
করি অভিমান কানন তেজিব রজনী হইব পরকাশ।
শুনি মোর বচন গমন কর সত্বর পুরাহ কানুর অভিলাষ॥
অম্বর তেজি নিজ কিঙ্কিণী বেকত নবঘন করবি রতি-রঙ্গে।
নবকিশলয় শয্যাতে লেহ সুন্দরি করাহ ঘটন শ্যাম-অঙ্গে॥
তেজি সব দুখ করহ সখি অন্তর দ্রুতগতি কর অভিসার।
জয়দেব-বচন শুনি কর সুন্দরি গিরিধর-সহিত বিহার॥

রাধার কৃষ্ণরূপ-দর্শন।

শ্রীরাধা নিরখত হরি-রূপ-শোভা।
হরষিত বদন মদন করি মানস রাধা রতি-রস-লোভা॥
নিরখিতে বৃকভানু-সুতা-মুখ বিকশিত হইল অনঙ্গ।
যেন বিধুমণ্ডল দেখি উছলিত পয়োনিধি আকুল-তরঙ্গ॥
অতি লম্বিত নিরমল মুকুতাফল হার উপর উর-মাঝে।
যেন যমুনা-জল উপর সুললিত মনোহর ফেণ বিরাজে॥
শ্যামল বরণ কলেবর কোমল পীত বসন কটিদেশে।
যেন নীল নলিন-মূল কৈল বন্দন পীত পরাগ অশেষে॥
তরল কটিক্ষা হইতে খঞ্জন অরুণ বরণ রতি-রাগে।
যো কমলে দুই খঞ্জন শরাদি সরোবর ভাগে॥
মুখ-কমলে কিবা পরকাশ কর বিধু-সম কুণ্ডল-শোভা।
ঈষৎ হাসি অধর করি উলসিত রাধা রতি-রস-লোভা॥
জলধর-মাঝে উদয় শশিকিরণ তেন ফুল কুন্তল-জালে।
তিমির হইতে কি উঠিল শশিমণ্ডল চন্দন-তিলক কপালে॥
অতি পুলকে কণ্টক সদৃশ আওর রতি-রণ-কাযে।
মণিগণ-কিরণ হইতে অতি উজ্জ্বল ভূষণ সুন্দর সাজে॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত শুন সুন্দরি তেজহ সাধ্বস-লাজে।
গিরিধর সহিতে হরিষে কর রতি সে কুঞ্জ-নিকেতন-মাঝে॥

অকিঞ্চন-কৃত জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকানুবাদ।

অকিঞ্চন দাস সপ্তদশ শতাব্দীতে রায় রামানন্দ-প্রণীত "জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের" অনুবাদ করেন।

প্রতাপরুদ্রের বিক্রম।

প্রতাপরুদ্রের নাম শুনি সেকন্দর।
সৈন্য-সহ প্রবেশিল নগর-ভিতর॥
কলিঙ্গ-ভূপতি নাম করিয়া শ্রবণ।
অশ্রুমুখ স্ববর্গেরে করে নিরীক্ষণ॥
গুর্জ্জর-ভূপতি দেখে আপনার রাজ্য।
জরাগ্রস্ত সব জন বুঝিল অকার্য্য॥
আপনার কার্য্যে দেখে গৌড়-ঈশ্বর।
সিন্ধু-মাঝে নৌকা বাতে করে টলমল॥
প্রতাপে প্রতাপরুদ্র হয়ে ইন্দ্র-সম।
তাহার বিক্রম-রস করিল বর্ণন॥

কৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল।

হেথা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে করি প্রবেশন।
বন তরু লতা সব করি নিরীক্ষণ॥
তরু-লতাগণ সব প্রফুল্ল হইঞা।
শাখা সব পড়িয়াছে নুইঞা নুইঞা॥
মধুমঙ্গলের কৃষ্ণকে হেন কথন।
কমনীয় বৃন্দাবন করে দরশন॥

মধুমঙ্গলের বেণু শুনিতে ইচ্ছা।

দেখ সখা বৃন্দাবনের তরু-লতাগণ।
দিগে দিগে বিকশিত আনন্দিত মন॥
মধুকরে মত্ত ঐ কর দরশন।
তরু লতা দোঁহে করে রস-আলাপন॥
দোঁহার পল্লবে দেখ একত্র মিলন।
করে কর ধরি কহে রসের কথন॥
কুহু কুহু ধ্বনি করে মত্ত পিকগণ।
পিক-শব্দ নহে শুন দোঁহার কথন॥

বিকশিত পুষ্প ভৃঙ্গ করে আলিঙ্গন।
অঞ্জন সহিত নেত্র কর দরশন ॥
শুন সখা মধুমঙ্গল করি নিবেদন।
বিকশিত পুষ্প নহে হাস্য-প্রকাশন ॥

লতাতরু-অগ্রে নবপত্রিকা সহিত।
আরব্ধ কলিকা সব কিবা শোভাযুত ॥
কৃষ্ণ বিনু সব কেবল শোভা দেখাইল।
হাস্য করি ধেনু সকল আস্য উঠাইল ॥

দেখিনু দেখিনু সখা বনের শোভন।
এই বৃন্দাবন-শোভা তোমার রমণ ॥
যশোদা মায়ের সেই পাকশালা বিনে।
এ সকল শোভা মোর নাহি ভায় মনে ॥
কোন স্থানে শিখরিণী রসাল মধুর।
কাঁহা সুবাসিত ঘৃত শাল্যন্ন প্রচুর ॥
এ সব থাকিতে সখা বলে কিবা করে।
শুন শুন ওরে সখা নিবেদিনু তোরে ॥
কৃষ্ণ কহে রতি-কন্দল দেখ পুনর্ব্বার।
পদ্মিনীর মধ্যে এই বৃন্দাবন সার ॥

কৃষ্ণ কহে দেখ সখা মোর বৃন্দাবন।
লতা বৃক্ষ আদি সব আনন্দিত মন ॥
কখন না দেখে মোর অপরূপ রূপ।
দেখিয়া সভার মনে উপজিল সুখ ॥
দেখ সখা পুষ্পগণ হৈল বিকশিত।
তোমারে দেখিয়া হাসে আনন্দিত চিত ॥
মৃদুল পবন ব্যোমে করে আরোহণ।
চঞ্চল করিল সব পল্লবের গণ ॥
ইহা না জানিঞা কর চালন করিঞা।
তোরে মুক্ত করিবারে চাহেন কহিঞা ॥
দেখ সখা মধুমঙ্গল কোকিলের গণ।
কিবা সে মধুর ধ্বনি জুড়ায় শ্রবণ ॥
মধুমঙ্গল—শুনিনু শুনিনু সখা কোকিলের ধ্বনি।
তোর বেণু-ধ্বনি-আগে ইহা কিবা গণি ॥

কৃষ্ণ——বেণু-ধ্বনি হৈতে স্বাদু তোর কণ্ঠস্বর।
বাজাহ মোহন বেণু শুনি যে সুস্বর॥
মধুমঙ্গল—অতঃপর সখা আগে তোর বেণু শুনি।
পাছে মোর কণ্ঠস্বর শুনাব এখনি॥

রাধার রূপ।

কৃষ্ণ কহে সখা এই সময় হইল।
ঈষৎ হাসিঞা কৃষ্ণ বেণু বাজাইল॥
বেণু-ধ্বনি শুনি যত খগ-মৃগগণ।
চেতন হরিল সভে চমকিত মন॥
কোকিল আপন শব্দ বিস্মৃত হইঞা।
লতাগ্রে বসিঞা শুনে শ্রবণ পাতিঞা॥
মধু কহে সখা তোর শুনিলাম বংশী।
মোর কণ্ঠস্বর শুন কহে হাঁসি হাঁসি॥

দ্বিজ ভবানন্দের হরিবংশ।

১১৯০ বাং সনের দীর্ঘাকৃতি ১৩২ পত্র (২৬৪ পৃষ্ঠা) ব্যাপক পুথি হইতে নকল করা হইল। পুথির লেখক "ভাগ্যবন্ত ধুপী"।

তোমার সমান রূপ নাহি ধরাতলে।
বিধাতা মিলাইল আজি পূর্ব্বজন্ম-ফলে॥
দেখিয়া তোমার রূপ অতি মনোহর।
আকাশে থাকিয়া তপ কৈল শশধর॥
প্রশংসা শুনিঞা রাধা মন্দ মন্দ হাসে।
সরোবর-মধ্যে যেন কমল প্রকাশে॥
দিনমণি সেবিতে না হইল সমান।
নিশিতে মুদিত হইল পাইয়া অপমান॥
দুই পাতি দশন যেন মনোহর সাজে।
মুক্তা-হার গজদন্ত পলাইল লাজে॥
বিম্বফল জিনি তার ওষ্ঠ-অধর।
অরুণ জিনিল তাহা গেল দিগন্তর॥
শ্রবণে শোভিছে তার মকর-কুণ্ডল।
চম্পক কমল জিনি দীপ্ত কলেবর॥

নাসাগ্রে শোভিছে তোর রম্য গজমতি।
অরুণ-কিরণ যেন তেজঃপুঞ্জ অতি॥
নয়ন-কমলে খেলে কটাক্ষ-বিভঙ্গ।
পূর্ব্বে ছিল বনমধ্যে লজ্জায় কুরঙ্গ॥
নয়ন-উপরে ভুরু যেন কাল সাপ।
কটাক্ষে সন্ধান করে কন্দর্পের চাপ॥
ললাটে উজ্জ্বল করে সিন্দূরের ফোটা।
শরতের সূর্য্য যেন বিদ্যুতের ছটা॥

চাঁচর চিকুর জিনি নাহি তার মূল।
দোসারি গাঁথিয়া দিছে মালতীর ফুল॥
তাহার সৌরভে অলি করে মধুপান।
বেড়িছে পাটের জাদে অলির জোগান (১)॥
মুকুতার হার গলে বড়ই শোভিত।
সুরেশ্বরী দেখি তারে হইল লজ্জিত॥
ভাল ভুজদণ্ড তোর কঙ্কণের সাজে।
পঙ্কেত মৃণাল-দণ্ড প্রবেশিল লাজে॥
কনক-দাড়িম্ব সম পীন পয়োধর।
অমৃতের ধারা যেন খসে বৃহত্তর॥
হেন মনে লয় তোরে প্রাণ দেই ঢালি।
কে দিছে তোমারে হেন বিমল কাঁচলি॥
করিছে বিবিধ চিত্র তার মাঝে লক্ষি।
পূর্ণিমার শশী যেন তোর রূপ দেখি॥
জলে প্রবেশিয়া কৈলুঁ বেদের উদ্ধার।
সেই মত কাঞ্চলিতে লিখিত সুসার॥
কূর্ম্মরূপে পৃথিবী রাখিলুম পৃষ্ঠ-মাঝে।
সেইরূপ লিখিয়াছে কাঞ্চলির সাজে॥
মেদিনী রাখিছি দন্তে বরাহ-আকারে।
কাঞ্চলিতে দেখি তাহা তেমতি প্রকারে॥
নরসিংহ-রূপে হিরণ্য কৈলুম ক্ষয়।
কাঞ্চলিতে ধর তুমি মনে নাহি ভয়॥
পাতালে বামন-রূপে নিল রাজা বলি।
সেই রূপে দীপ্তি করএ কাঁচলি॥

কাঁচুলীতে দশাবতারের চিত্র।

(১) অলির জোগান=অলি-সংগ্রহ=অলিকুল।

ভৃগুরাম-রূপে ক্ষেত্রী করিল সংহার।
সেই মত কাঁচলিতে দেখিএ তোমার ॥
রামরূপে সিন্ধু বান্ধি বধিলুম রাবণ।
শ্যাম-অঙ্গ কাঁচলিতে অতি সুভাজন ॥
ভাই বলভদ্র আর হেন দেখি রূপ।
এতেকে দ্বিগুণ আমার বাড়িয়াছে কোপ ॥
বুদ্ধ অনুরূপ যোগ বাথান করিল।
কাঁচলিতে আছে তাহা লিখিত সকল ॥
কি কি রূপ লিখিয়াছে কঠিন ত কর্ম্ম।
ম্লেচ্ছ সব বিনাশিতে হাতে খড়্গ-চর্ম্ম ॥ (১)

অগ্নিবর্ণ পাটাম্বর পরিছ রূপসি।
শিরীষ জিনিঞা তনু কমল-বিলাসী ॥
বড় হীন তব স্বামী অবুদ্ধি কেবল।
তুমি হেন যুবতী পাঠাইছে নিতে জল ॥
এতেক মধুর বাক্য বোলেন নন্দের কুমার।
শুনিঞা সুন্দরী রাধা না দিল উত্তর ॥
কাখে কুম্ভ লইয়া চলিল যত সখী।
বসনে বদন ঢাকি চলে চন্দ্রমুখী ॥

কৃষ্ণের প্রেম-ভিক্ষা

কটাক্ষে লাবণ্য-রসে ফিরি ফিরি চায়।
বুঝিয়া আকুল কৃষ্ণ পাছে পাছে ধায় ॥
সখীগণ আগে যাএ পাছে রাধা চলে।
আগু বাড়ি ধরিলেক রাধার অঞ্চলে ॥
এড় (২) এড় করি রাধা বোলে পরিহর।
কেনে বিপরীত কর নন্দের কুমার ॥
পরাশর-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল শ্লোক-হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক-বাথান করিয়া বন্দে।
শ্লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে ॥

---

(১) কাঁচলীতে দশাবতারের চিত্র অঙ্কিত হওয়ার কথা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভগবতীর বর্ণনায় ঠিক এই সকল কথা আছে। (২) এড় = ত্যাগ কর।

কৃষ্ণদাসের নারদ-পুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণের পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

১২০৬ সনের হস্তলিখিত পুথি হইতে গৃহীত। গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণদাস। পুথিখানি খণ্ডিত,—মাত্র ২৬টি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

শুনহ নারদ আমি কহি আর বার।
যেহেতু হইনু ভৃগুরাম-অবতার॥
সূর্য্য-বংশে আছিল বাল্মীক নরপতি।
অপুত্র আছিল রাজার না ছিল সন্ততি॥
যাগ যজ্ঞ করে রাজা পুত্রের কারণ।
অবিরত ব্রাহ্মণেরে দেই নানা ধন॥
দৈবযোগে রাজরাণী হৈল গর্ভবতী।
দশ মাসে প্রসবিল উত্তম সন্ততি॥
পুত্র-মুখ দেখি রাজা হরষিত মন।
অকাতরে ব্রাহ্মণেরে দেই নানা ধন॥
দেশ-দেশান্তর হৈতে ব্রাহ্মণ আনিয়া।
সন্তোষ করিল রাজা নানা ধন দিয়া॥
যে যাহার স্থানে গেলা যতেক ব্রাহ্মণ।
রাজ-পুত্রে আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বজন॥
দৈব-নিবন্ধন তাহা কে পারে খণ্ডিতে।
পঞ্চ বৎসরের শিশু মৈল আচম্বিতে॥

পুত্রের মরণে রাজা শোকাকুল মন।
অচেতনে ভূমে পড়ি করএ রোদন॥
কতক্ষণে মহারাজা উঠিয়া বসিল।
কি কারণে মৈল পুত্র ভাবিতে লাগিল॥
মিথ্যা যাগ যজ্ঞ হোম করিএ সকল।
ব্রাহ্মণে দিলাম দান হইলা বিফল॥
মিথ্যা বাক্য কহিলেক যতেক ব্রাহ্মণে।
মিথ্যা আশীর্ব্বাদ কৈল আমার নন্দনে॥
ভণ্ডনা (১) করিয়া খায় যত দ্বিজগণ।
ফিরাইয়া লব যত দিয়াছিল ধন॥

---

(১) বঞ্চনা—ভণ্ডামি।

এত বলি দূতগণে দিল পাঠাইয়া।
দ্বিজ-স্থান হৈতে ধন আনহ ফিরিয়া॥
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা দূত চলিলা সত্বরে।
দেশে দেশে এই কথা কহে সভাকারে॥
অবধান কর শুন যত দ্বিজগণ।
বাল্মীক রাজার যত লইয়াছ ধন॥
সেই সব ধন সভে ফিরাইয়া দেহো।
কড়া বট (১) ইহার না রাখিবে ধন কেহো॥
যদি নাহি দেহ ধন রাখ লুকাইয়া।
রাজ-আজ্ঞা তার মাথা লইব কাটিয়া॥

এত শুনি দ্বিজগণ ভয়েতে কম্পিত।
যে যাহা লইয়াছিল দিলেক ত্বরিত॥
এক দ্বিজ অতি বড় দরিদ্র আছিল।
ধন-লোভ করি কিছু লুকায়্যা রাখিল॥
কিছু আনি দিলেক দূতের বিত্তমানে।
কহিল দিলাম যত দিয়াছিলে ধনে॥

দূতগণে দ্বিজ-স্থানে সব ধন লয়্যা।
রাজার নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া॥
প্রত্যক্ষে দিলেক ধন যেবা যত নিল।
লিখন প্রমাণ সব বুঝিয়া পাইল॥
কিন্তু এক দ্বিজ ধন না দিল কিঞ্চিৎ।
তাহা দেখি নরপতি ক্রোধেতে কম্পিত॥
আরে দুষ্ট দ্বিজ মোর আজ্ঞা না মানিয়া।
প্রচার না করি ধন রাখ লুকাইয়া॥
এতেক বলিয়া রাজা হাতে খড়্গ করি।
চলি গেলা যথা সেই ব্রাহ্মণের পুরী॥

রাজারে দেখিয়া বিপ্র কাঁপে থরহর।
মহাক্রোধে বলে রাজা শুনরে বর্ব্বর॥

---

(১) এক কড়া বা এক বট পরিমিত ধনও কেহ রাখিতে পারিবে না।

মোর আজ্ঞা না মানিঞা নাহি দিলে ধন।
এখনি খড়্গেতে তোর লইব জীবন॥
এত বলি দ্বিজে কৈল খড়্গের প্রহার।
দুইখান হয়্যা বিপ্র হইল সংহার॥
ঘরে ছিল যত ধন লইয়া সত্বরে।
ত্বরিত গমনে গেলা আপনার পুরে॥

ব্রহ্মহত্যা বসুমতী সহিতে না পারি।
আমার নিকটে আসি করিলা গোহারি (১)॥
অতএব হয়্যা ভৃগুরাম-অবতার।
নিক্ষেত্রী করিনু ক্ষিতি তিন সাতবার॥
ক্ষেত্রী বলি পৃথিবীতে কেহ না রহিল।
ক্ষেত্রী-রক্তে পৃথিবীরে স্নান করাইল॥

গোবিন্দদাসের গরুড়-পুরাণ।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রচিত।

(শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু-সংগৃহীত।)

কবি গোবিন্দদাসের নিবাস কুচবিহার।

কথাত আচিল গুরু কে করিল প্রচার।
কি মতে ভজিচ গুরু কি নাম তাহার॥

*   *   *   *

বিজ্ঞ বলে স্বর্গপতি তুমি মহাজন।
মন দিয়া শুন তুমি আমার বচন॥
না চিল (১) স্বর্গ মর্ত্ত তবে না চিল পাতাল।
না চিল শীতল বাউ (২) রবি-কর-জাল॥
চন্দ্র সূর্য্য না চিল নৈক্ষত্র তারাগণ।
ইন্দ্র না চিল তবে যত দেবগণ॥

---

(১) সকাতর প্রার্থনা।

(১) চিল=ছিল।   (২) বাউ=বায়ু।

পর্ব্বত না চিল তবে নহে সিন্ধু জল।
যত কিছু দেখ শুন না চিল সকল॥
নির্ম্মল হইয়া দিলাও সংসার ভরিয়া।
চারি যুগ গেল তবে কল্পনা পূরিয়া॥
অন্ধকার অন্ধকার নিশাতে নৈরাকার।
এহি চারি যুগ গেলে আসিবে নৈরাকার॥
এহেন সময় প্রভু প্রকৃতি হুইয়া।
প্রকৃতি হুইয়া দেখে নিরঞ্জন-কায়া॥
দেখিল প্রকৃতি প্রভু প্রকৃতি-সুন্দর।
তাহা দেখিল বিকল হইল ত্রিগুণের পর॥
হেন সময় নিরঞ্জন আলিঙ্গন দেহ মোরে।
নাহি দেয় আলিঙ্গন কথা নাহি কয়।
স্ত্রীমায়া বেড়িয়া প্রভু নাগ (১) নাহি পায়॥
হেন সময় প্রকৃতি মস (?) ভাবিয়া।
মহামায়া মহাভাব দিলেন স্থাপিয়া॥
অনাদি মানিল আগু-পুরুষের স্থানে।
আগু লয়া ক্রিয়াদি করিল তথনে॥
আগু না জানিয়া প্রভু রৈল কোন স্থানে।
অনাদি দেখিল সৃষ্টি দেখিল তামতে॥
এহি ব্রহ্মা এহি বিষ্ণু এহি মহেশ্বর।
সংসার অপর জনা তাহার কিঙ্কর॥
ত্রিলোক-বিজয়ী হয় এই তিন জন।
তিন জন এক স্থানে হয় নিরঞ্জন॥

---

(১) লাগাল।

বিবিধ।

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের রাজ-মালা।

রচনাকাল ১৪০৭-১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ।

বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ২৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর-সন্ততি।
রাজ-বংশ বিস্তারিছে রাজ-মালা পুথি ॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব-রাজ-কথা।
ততঃপর নৃপচর্য্যা না হইছে গাথা ॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখায় তুমি রাজ-মালা পুথি ॥
শুন শুন বলি বলে চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অথন ॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান ॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণকুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার ॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি। (সভাসদের নাম।)
সেই মত দ্বিজগণ হয় মহামানী ॥
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চন্তাই (১) প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান ॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।
বংশ-কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ্-প্রতি ॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চন্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥

(১) চন্তাই=ত্রিপুররাজের একশ্রেণী সামন্ত 'চন্তাই' জাতীয়।

নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজাতে কহিল তিনে বংশের কথন ॥
রাজ-মালিকা আর যোগিনী-মালিকা।
বারুণ্যকা-নির্ণয় আর লক্ষ্মণ-মালিকা ॥
হরগৌরী-সংবাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে ॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥

ফকীররাম কবিভূষণের সখীসেনা

বর্দ্ধমান-নিবাসী বৈদ্য-বংশোদ্ভব কবিভূষণ ফকীররাম প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সখীসেনা বা শশীসেনা—রাজ-কুমারী; তিনি কোটালের পুত্রের সঙ্গে এক অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিতেন। একদা পাঠগৃহে সখীসেনার লেখনী হস্ত-চ্যুত হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়। রাজ-কন্যার আসন উচ্চে,—কোটাল-পুত্রের স্থান নিম্নে, সুতরাং লেখনীটি কোটালের পুত্রের উঠাইয়া দিবার পক্ষে সুবিধা ছিল। রাজকন্যা তাঁহাকে লেখনীটি তুলিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কোটালের পুত্র তদুত্তরে বলেন, লেখনী তিনি তুলিয়া দিবেন, কিন্তু তিনি যাহা বলিবেন রাজকন্যার তাহা পালন করিতে হইবে। এই প্রতিশ্রুতি প্রদানান্তর কোটালের পুত্র তাঁহাকে লেখনীটি তুলিয়া দিলেন। দ্বিতীয়বার লেখনী পতিত হয়, তখনও রাজ-কন্যা অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলে কোটালের পুত্র লেখনী তুলিয়া দেন। তৃতীয় বারও এইরূপ হয়। রাজকন্যা এই ভাবে তিনবার সত্য-বদ্ধ হইলে কোটালের পুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তাহা শুনিয়া রাজ-কন্যার উত্তর এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে। যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি বাং ১০৮১ (১৬৭৩ খৃঃ) সনের।

এত যদি বলে কোঙর (১) কন্যার সাক্ষাতে।
শুনিঞা কন্যার মুণ্ডে পড়ে বজ্রাঘাতে ॥
রাজ-কুমারীর ক্রোধ।
কন্যা বোলে কি বোল বলিলা পাপমতি।
ইহার লাগিয়া মোর সঙ্গে কৈলা সত্যি ॥

(১) কুমার।

দীক্ষা-গুরু নাই বোলি আজি পাইলে দায়।
মোরে লয়্যা বাহির হৈয়্যা যাত্যে চায়॥
এত বড় মাথার উপরে মাথা ধর।
পঙ্গু হৈয়া পর্ব্বত লঙ্ঘিতে দাও (১) কর॥
জলে থাকি কুম্ভীর-সহিত কর বাদ।
বামন হয়্যা চাঁদে হাত দিতে কর সাধ॥
কোন লাজে কোঙর কহিলে হেন কথা।
রাজাকে কহিয়া তোর কাটাইব মাথা॥
ভণএ ফকীর রাম শুনে লাগে ডর।
কন্যার বচনে কোঙর কাঁপে থরথর॥

কুমারের উত্তর।

তুমি পড় উচ্চাসনে আমি হেটে পড়ি।
পরিহাস করিয়া ফেলিয়া দিলে খোড়ি (২)॥
তিন বার খোড়ি তুল্যা দিলাঙ তোমার হাতে।
হাস্য-মুখে সত্য যে করিলে আমার সাথে॥
আশা পায়্যা ভাবা কথা (৩) কহিলাঙ তোরে।
যে হল্য সে হল্য গুণা (৪) মাপ কর মোরে॥
তোরে হেন বচন বলিব নাই আমি।
সত্যে বন্দী থাকিলে হইবে অধোগামী॥
ভণএ ফকীর রাম ঐ কথা দৃঢ়।
ছাড়িলে ছাড়ান নাই যদি কাট মুড় (৫)॥

সত্য-রক্ষা।

দশরথ সত্য কৈল কৈকয়ীর সনে।
রাম হেন পুত্রকে পাঠাইয়া দিল বনে॥
আপনি মরিল রাজা রামের হাইবাসে (৬)।
তবু সত্য অন্যথা করিল নাই ত্রাসে॥
সুগ্রীব সহিত সত্য করিলেন রাম।
চোরা বাণে বালিকে পাঠাল্য স্বর্গধাম॥
সত্য কৈল রামচন্দ্র বিভীষণ-সনে।
মিতারে দিলেন রাজ্য মারিয়া রাবণে॥

(১) দাবী। (২) খড়ি=কাটি=লেখনী।
(৩) সহজ কথা। (৪) দোষ।
(৫) মাথা। (৬) হাইবাসে=হা হুতাশে; এখানে 'শোকে'।

ভণএ ফকীর রাম এ কথা নিশ্চয়।
সত্যে বন্দী থাকিলে নরকবাসী হয়॥

রাজকুমারীর আক্ষেপ।

কি থেনে আইলাঙ আজি পড়িবার লাগি।
না জানিঞা সত্যে বন্দী হইলাঙ অভাগী॥
হাতে তুলি অভাগী আপনি খাইলাঙ বিষ।
আপনি আপন-মুণ্ডে পাড়িলাঙ কুলিশ॥
রাজা নাম্যা রাজ্ঞা হইলাঙ রাজ-সিংহাসনে (১)।
এ সব ঐশ্বর্য্য ছাড়্যা যাইব কেমনে॥
কপোত অধিক মোর এক শত মা। (২)
ছাড়্যা যাত্যা কেমনে উঠিব মোর পা॥
নহলি (৩) যৌবন মোর নবীন বএস।
কেমনে যাইব আমি দূর পরদেশ॥
এত কাল পড়্যা শুন্যা এই দশা হল্য।
এক শ মাএর নৌকা দরিয়ায় ডুবিল॥
ভণএ ফকীর রাম শুন রাজার ঝী।
বিষ খায়্যা বিষাদ ভাবিলে হবে কি॥

গৃহে প্রত্যাগমন ও রাণীগণের আদর।

কার ঘরে গেছিলে সাধের বাছা মোর।
শূন্য কর্য্যা এক শত জননীর কোর॥
এক তিল যদি না দেখিতে পাই তোরে।
বিকলা মাএর প্রাণ অছিপছি (৪) করে॥
অনেক সাহসে তোরে পড়িতে পাঠায়্যা।
চাতক-সমান থাকি পথ-পানে চায়্যা॥
মণি হারাইয়া যেন ফণীর হাইবাস।
মাণিক্য হারায়্যা যেন দরিদ্রের হুতাশ॥
তোমারে পাঠায়্যা তেন আমরা নিরাশী।
তিল আধ নহে কত যুগ হেন বাসি॥
আজ হৈতে পড়িঞা শুনিঞা নাহি কায।
বস্যা থাক এক শত মাএর সমাজ (৫)॥

(১) রাজার সন্তান হইয়া রাজবৈভবে জন্মগ্রহণ করিলাম।
(২) আমার এক শত মাতা কপোতী অপেক্ষাও স্নেহশীলা।
(৩) নূতন। (৪) আকুলী ব্যাকুলী। (৫) সমাজ = সজে = মধ্যে

অবিরত দেখিয়া থাকিব চাঁদমুখ।
পাসরিব যাবৎ কালের যত দুঃখ॥
ভণএ ফকীর রাম আর বল কত।
ঘুচিআছে লেখা পড়া জনমের মত॥

কুমারের বকুলতলায় প্রতীক্ষা ও রাজকুমারীর উদ্দেশে উক্তি।

আপনি বোলিলে কন্যা সেই পাঠশালে।
বকুল-তলাতে আস্যা থাক্যো নিশাকালে॥
এত রাত্রি হৈল মোর বকুল-তলাতে।
মায়াতে ধর‍্যাছ পায়া মাএর গলাতে॥ (১)
ঘরে আস্যা শতেক মাএর কোল পাল্যে।
সত্যে বন্দী হইলে ভাবিয়া নাই আল্যে (২)॥
এত যদি বদ্ধ আছ মাএর মায়াতে।
তবে কেন সত্য কৈলে কোঙরের সাথে॥
যদি না আইলে কন্যা আমিহ খালাস। (৩)
সত্যে বন্দী থাকিলে নরকে হয় বাস॥
পরকাল হৈতে এ কাল নহে বড়।
ফকীর রাম দাসে বলে ঐ কথা দঢ়॥

গৃহ হইতে রাজকুমারীর উত্তর প্রদান।

প্রাণনাথ তিলেক ডাণ্ডায়্যা (৪) তরুতলে।
দাসীগণ সঙ্গে আছে বার‍্যাইতে না পাই নাছে (৫)
উঠিতে বসিতে সঙ্গে চলে॥
শুন ওহে প্রাণনাথ না করিহ বিষাদ
বাহির হইতে নাহি পাই।
শতেক মাএর ঝী তার কাছে রয়্যাছি
লোচন-আড়াল করে নাই॥
এক শত মা কাছে সভাই জাগিয়া আছে
কার চক্ষে নাই ধরে নিদ্রা।
যেন কপোতের মা খোলাতে দিয়াছে তা (৬)
হারাধন পায়্যাছে দরিদ্রা॥

---

(১) মাতৃ-কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছ।

(২) আসিলে। (৩) তুমি সত্যবদ্ধ রহিলে, আমি তোমার কথামত বকুল-তলায় আসিয়া মুক্ত হইলাম। (৪) দাঁড়াও।

(৫) আঙ্গিনার বাহিরে। (৬) খোলাতে (হাঁড়ীতে) তাপ দিয়াছে, অর্থাৎ ছাড়িয়া উঠিতে পারে না।

মোরে থুয়্যা মাঝখানে রাণীগণ চারি পানে
বসিয়াছে অভাগীরে ঘেরি।
কেহো না পালটে আখি যেমন চাতক পাখী
রয়েছে আমার মুখ হেরি॥
অঞ্চলে বক্ষ কেহ মুছিয়া দিতেছে দেহ
কেহো মুখে যোগাইছে পাণ।
কার চক্ষে নাহি ঘুম কেহ বা দিছেন চুম
কোন মাএ চামর ঢুলান॥
কেহ বাছা বাছা বলে কেহ বা করিছে কোলে
কোন মাএ করিছে উলাল।
এ সব মায়া ধরিয়া মানুষীর কায়া
কেমনে কাটিব মায়া-জাল॥
যখন তোমার সাথ সত্য করিয়াছি নাথ
সত্য অবশ্য হইব বাহির।
ফকীর রাম দাসে বলে শুনিঞা বকুল-তলে
কোঙর হইল মনঃস্থির॥

রাজকুমারীর মনে মনে বিদায়-গ্রহণ।

আশীর্ব্বাদ করগো অভাগীর শত মা।
অভাগীর মাথায় সভাই দেহ পা॥
আজি হৈতে আর না হবেক দেখা শুনা।
মাপ কর হাম অভাগীর যত গুণা॥
এত দিনে ঘুচিল সকল লীলা-খেলা।
দর‍্যাএ (১) ভাসিল আজি অভাগীর ভেলা॥
অভাগীর লাগিয়া তিলেক নাই কান্দ্যো।
আপনাকে প্রবোধ মানিঞা বুক বান্ধ্যো॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী ফেলিয়া দিহ জলে।
সিংহাসন পালঙ্ক পোড়ায়্য দাবানলে॥
ব্রাহ্মণেরে দিহ মোর যত পুথি পাঁজি।
চৌপারীতে (২) আগুন মেট্যায়্যা দিহ আজি
দান কর‍্যো কাঞ্চন-কটোরা-ঝারি-থালা।
ফেল্যা দিহ জলেতে পেটারি দৃষ্টি-জ্বালা॥

---

(১) দরিয়ায়=নদীতে। (২) চৌপারী=খট্টা।

দূর করয়া ভূষণ দৃষ্টি-জ্বালা যত।
অভাগী বিদায় মাঁগে জনমের মত॥
ভণএ ফকীর রাম শুন রাজার সুতা।
সুখের সায়রে কেনে * *॥

গুরুর কথায় সখীসেনার উত্তর।

না কয়্য না কয়্য গুরু এমত বচন।
কোন্ লাজে ফির্যা যাব আপন-ভবন॥
মাএ বাপে এ মুখ দেখাব কোন্ লাজে।
হেন ছার জীবন রাখিব কোন্ কাযে॥
ছুইলে ছুঙাচি পড়ি মায়্যা ছার জাতি। (১)
বার্যা-আছি (২) পুরুষ-সহিত এক রাতি॥
কুলের কমল হৈঞা কুলে দিলাঙ কালী।
ছিলাঙ চক্ষুর তারা আজি হৈলাঙ বালি॥
রজক তাহার সাক্ষী অযোধ্যা-নগরে।
পতি হয়্যা পত্নীকে গ্রহণ নাঞি করে॥
ঘরে হৈতে বাহির করিঞা দিল পিতা।
ভণএ ফকীর রাম বনবাসী সীতা॥

কহিয় কহিয় গুরু জননীর ঠাঞি।
তোমার কন্যার সনে আর দেখা নাই॥
এই কথা আমার পিতার কাছে বল্য।
তোমার সাধের কন্যা শশিমুখী (৩) মল্য॥
কান্দিলে প্রবোধ কর্য বুঝায়্যা সাদরে।
গিয়াছে তোমার কন্যা শ্বশুরের ঘরে॥
কন্যা লৈয়া চিরদিন কেবা করে ঘর।
আপনার কন্যা যেবা সেহ হয় পর॥

(১) আমরা ছার জাতি (হীন) স্ত্রীলোক, অপরে আমাদিগকে ছুঁইলে অস্পৃশ্য হইয়া পড়ি।

(২) বাহির হইয়া আসিয়াছি।

(৩) শশিসেনা, সখীসেনা ও শশিমুখী—এই তিন নামই পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের যে দুইখানি অতি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তাহাদের উভয়েরই হাতের লেখা অতি অস্পষ্ট।

দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
লয়্যা গেল তাহারে পাণ্ডব বিভা করি ॥
পিতা রাখে কৌমারে যৌবনে রাখে ভর্ত্তা।
পুত্র রাখে স্থবিরে নারীর তিন কর্ত্তা ॥
পড়িল কুলের ঝী আজিকে অকুলে।
ফকীর রাম দাসে বলে ভাবি তরু-মূলে ॥

রাজ-কন্যার জন্য শোক।

কোথাকারে গেল মোর বাছা শশিমুখী।
তোমা বিনে দশদিগ অন্ধকার দেখি ॥
আজি হৈতে আর না দেখিব চাঁদ-মুখ।
রূপ গুণ ভাবিতে বিদরে মোর বুক ॥
আর কে মাএর সঙ্গে করিবেক খেলা।
আর কে করিব আল্য খাইবার বেলা ॥
আর না শুনিব বাছা চাঁদ-মুখের বোল।
আজি হৈতে শূন্য হৈল জনন্নীর কোল ॥
ধুলায় লোটায়্যা কান্দে এক শত রাণী।
গড়াগড়ি চলিল কঙ্কণ বুকে হানি ॥
ঘোড়া-শালে ঘোড়া কান্দে হাতি-শালে হাতী।
মৃগ পক্ষী ভুজঙ্গ ধরিতে নারে ছাতি (১) ॥
হাহাকার করি কান্দে সহর বাজার।
দুয়ারী প্রহরী কাঁদে করি হাহাকার ॥
ভণএ ফকীর রাম দূর কর শোক।
ব্রাহ্মণ প্রবোধ করে পড়িয়া শোলক (২) ॥

মাতাদের জন্য রাজ-কন্যার আক্ষেপোক্তি।

কাননে বৎস-হীনা গাভী-দর্শনে।

শুন হে শুন হে নাথ গাভীর হামাল (৩)।
বিকলা হয়্যাছে গাভী হারায়্যা ছাওয়াল ॥
হামা হামা করিঞা কান্দিয়া চলে গাই।
বৎস-শোকে সুরভি (৪) হয়্যাছে খোলা ডাই (?) ॥

(১) ছাতি = বক্ষ। ছাতি ধরিতে পারে না = তাহাদের বক্ষ ফাটিয়া যায়।
(২) শ্লোক।
(৩) শব্দ। হাম্বা শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।
(৪) 'সুরভি' এস্থানে গাভীর সাধারণ সংজ্ঞা বুঝাইতেছে।

দুটী চক্ষু বাহিঞা গলিঞা পড়ে ধারা।
ছুটিয়া চলিছে যেন বাউরির (১) পারা॥
শিশু-শোকে সুরভি ধরিতে নারে গা।
কেমনে জীবেক মোর এক শত মা॥
শতেক মাএর আমি অঞ্চলার নড়ি।
আজি হৈতে মা সব হৈল আঁটকুড়ি॥
আর না মাএর সঙ্গে হইবেক দেখা।
ফকীর রাম দাসে বলে কপালের লেখা॥

বসন্ত-বর্ণন।

রে ঋতুরাজ বসন্ত পরবেশ।
মৃত তরু মুঞ্জরে পঞ্জর-শেষ॥
কোমল পর্ণয় (২) তরুগণ শোভে।
গুঞ্জরে ভ্রমরা কুসুম-মধু-লোভে॥
কোকিল কলরব করত মধুর।
নাচত মত্ত ময়ূরী ময়ূর॥
ঘন ঘন সঘনে পবন বহে মন্দ।
শীত সমীরণ মলয়জ-গন্ধ॥
নিরখিয়া শোকরস পরিহাস ভাষ সুমধুর।
হেরি বিধু-বদন মদন ভেল জোর॥
*　*　*　*　*
ফকীর রাম দাসে কহে সুখের নাহি ওর॥

রাজ-কন্যার রূপ-বর্ণন।

একে রূপে যৌবনী রূপের নাঞিঃ সীমা।
গাএর বরণ জিনি কাঞ্চন-প্রতিমা॥
দাণ্ডাইলে অবনী লোটায়্যা পড়ে চুল।
পূর্ণচন্দ্র-বদন নাসিকা তিল-ফুল॥
কুরঙ্গ-নয়ন-জিনি লোচন-যুগল।
অলি-পাতি (৩) দশন অধর বিম্বফল॥

---

(১) বাউরি = পাগল।　　(২) পর্ণয় = পত্রে।

(৩) মিসী দেওয়ার জন্য এখানে দশন-পংক্তি ভ্রমরের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে।

কমল-কোরক জিনি কুচযুগ পীন।
কেশরী জিনিঞা কাঁকালীখানি ক্ষীণ ॥
রামরম্ভা জিনিঞা জঘন-যুগ-শোভা।
কমল-কুসুম জিনি পদতল-আভা ॥
পদের যাবক যোগীর জীউ হরে।
যোদ্ধাপতি যুবক জীবন নাহি ধরে ॥
কি দিব উপমা ধন্য ধন্য সেই বিধি।
কেমনে গড়িয়াছিল এত রূপের নিধি ॥
একে তনু গৌর তাহাতে গোরোচনা।
অগ্নি-দাহে উজ্জ্বল হয়্যাছে কাঁচা সোণা ॥
কাল কেশে কবরী কানড় ছান্দে সাজে।
ঝাঁপা ঝুরি ঝাঁঝর ঝুলিছে পীঠ-মাঝে ॥
ভালে শোভে অলকা সিন্দুর ইন্দু-জ্যোতিঃ।
নাসিকাতে বেসর দুলিছে গজমতি ॥
কাণে দোলে কুণ্ডল মুকুতা হীরা চুনি।
নিশিনাথ নিকটে প্রকট দিনমণি ॥
গলাএ দুহারি গজ-মুকুতার হার।
হীরা মণি ঘটিত জড়িত হেম-তাড় ॥
গজদন্ত-নির্ম্মিত বিচিত্র চিত্র শঙ্খ।
কটিতটে কিঙ্কিণী চরণযুগে বঙ্ক ॥
পদাঙ্গুলে পাসুলি আনট বৃদ্ধাঙ্গুলে।
কষিয়া কাঁকালি বান্ধে কমলের ফুলে ॥
বেশ নীল বসন উড়নী পহিরণ।
তনু রুচি তড়িত জড়িত নবঘন ॥
বেশ বর্ণি বিশেষ ফকীর রামে কয়।
জিতেন্দ্রিয় যোগীর জীবন নাঞি রয় ॥

রাজ-কন্যার আক্ষেপ।

বানরীর মমতা-দর্শনে।

পশু জাতি বানরী তাহার এত মায়া।
পুত্রশোকে অভাগী ধরিতে নারে কায়া ॥
অছিপছি আকুলি ব্যাকুলি করি ছলে।
পরিত্রাহি শবদে কান্দিছে উচ্চ রোলে ॥
বুক মুখ বায়্যা পড়ে লোচনের লোহ।
পশু জাতি হইয়া ছাওয়ালে এত মোহ ॥

হাম অভাগিনী এক শত মাএর ঝী।
মোর ঘরে না জানি হয়্যাছে আজি কি॥
মোর শোকে কত না কান্দিছে অভাগিনী।
ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বুলিছে হাপুতিনী (১)॥
মাএর কাণের সোণা বাপের আখির তারা।
তিলে তিলে নজরে নজরে হই হারা॥
এক তিল যদি না দেখিতে পান মোকে।
বাছা কোথা বলিয়া সুধান সব লোকে॥
তিল আধ যাহারে না দেখিলে প্রাণে বাঁচে।
সেহ নাকি এখন পরাণ ধর্য্যা আছে॥
কোন্ কালে পরাণ তেজ্যাছে শত মা।
অনল জ্বালিয়া রাজা ঢালিয়াছে (২) গা॥
ভণএ ফকীর রাম কেন ভাব দুঃখ।
বার্য্যালে গজের দন্ত না পূরে সে মুখ॥ (৩)

পথিমধ্যে ঝড় ও কুমার-কুমারীর বিপদ।

গগনে উড়িল মেঘ করিঞা আন্ধার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে করিল একাকার॥
গগন উপর উড়িলা জলধর
করিঞা ঘোর ঘটা।
কালিয়া মেঘে চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া
পড়িছে বিজলী-ছটা॥
হুড় হুড় দুর দুর গুর গুর গুর
গভীর গর্জ্জন শুনি।
বিপরীত শব্দ শুনিয়া হৈলা স্তব্ধ
ধমকে চমকে মুনি॥ (৪)

---

(১) হাপুতিনী = কন্যা-বিয়োগ-কাতরা।

(২) বিসর্জ্জন দিয়াছে।

(৩) গজ-দন্ত একবার গজ-মুখ হইতে বাহির হইলে আর ভিতরে যায় না। তুমি একবার গৃহ হইতে বাহির হইয়াছ, আর গৃহে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।

(৪) বজ্রের শব্দে মুনিরও ধ্যান-ভঙ্গ হয়।

উন পঞ্চাশ পবন সঞ্চার
করিয়া আইল ঝড়।
চৌদিগ যুড়িয়া চলিল উড়িয়া
না রহে চালের খড়॥
নাম্বিল বীর সাগরের নীর
করিছে দুই ফালি।
সহর বাজার হাজার হাজার
উড়াএ যে চালাচালি॥
হুড় হাড় দুর্দ্দার পড়িছে ঘর দ্বার
উড্যা যায় শালতরু-খুটী।
দেআল (১) সহিতে পড়িছে মহীতে
বড় বড় কোঠাকুঠী॥
পাকাও পাঁচীর দালান মন্দির
ভাঙ্গিয়া লৈয়া যায় ঝড়ে।
পশু লক্ষ লক্ষ খেচর আদি পক্ষ
আকাশ হইতে পড়ে॥
আথালি পাথালি পড়িছে গাদালি
বন উপবন তরু।
জলচর বনচর উড্যা যায় বনচর
গগনে হামালি গরু॥ (২)
ঘরেতে বাহিরে হাট বাট সহরে
গো মহিষ মানুষ মরে।
উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পড়ে গিয়া দেশান্তরে॥
ছাতিনার বৃক্ষ যায় অন্তরীক্ষ
ফেলিল কালনার ঘাটে।
কটকের হুড়া দেউলের চূড়া
পড়িল যে হিঙ্গুলাটে॥
বিষম হাঁকারে মেঘের গর্জ্জনে
শুনি হৈল চমৎকার।

---

(১) দেআল = দেয়াল = প্রাচীর।

(২) গরু হাম্বারব করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়।

আঁধারিয়া স্থল,— কানন সকল,
বরিষে মুষল-ধার ॥
চমক চড়কা বজ্র যে হড়কা
করিল প্রলয়-কাল।
তড় বড় তড় বড় পড়িছে পাথর
যেমন একেক তাল ॥
কন্যাতে কোঙরে গুরুদেব সোঙরে
পড়িয়া ঘোর সঙ্কটে।
এইবার রক্ষ ওহে বিরূপাক্ষ
দাস ফকীর রাম রটে ॥

রাজ-কন্যার বিপদ।

ঘরে হৈতে বারিয়া আঁগিনা নাই ঠাটে।
মহলের বাহির কথন নাই হাটে ॥
ও ঘর হইতে যদি এ ঘরকে আসি।
আঙ্গিনাতে পাছুড়ি পাড়িআ (১) দেন দাসী ॥
সোণার খড়ম পাএ চলিয়া আসিতে।
তপনের আতপে আড়ানী (২) ধরে মাথে ॥
সেই ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে চুয়ায়্যা পড়ে ঘাম।
চারি চেড়ী চামর ঢুলাএ অবিশ্রাম ॥
শিশিরেতে বার্য্যাইতে আড়ানী (৩) ধরে ছাতা।
আজি শিলা-বৃষ্টিতে ভাঙ্গিল হেন মাথা ॥
পাথর বরিষে যেন ঘন গোলাগুলি।
হেন বুঝি মাথার ভাঙ্গিয়া যায় খুলি ॥
ভণএ ফকীর রাম শুন রাজার ঝী।
মরণ গোমতী-তীরে অপরম্বা কি ॥ (৪)

---

(১) পাছুড়ি = বস্ত্র। পাড়িয়া = পাতিয়া। পাছুড়ি পাড়িয়া = বস্ত্রের আস্তরণ বিস্তার করিয়া।

(২) বৃহদাকৃতি ছত্র। (৩) ছত্রধর।

(৪) "শয়নং যত্রতত্র ভোজনং হট্টমন্দিরে। মরণং গোমতী-তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ॥"

কি হল্য কি হল্য নাথ দেখি সর্ব্বনাশ।
ঝড় বৃষ্টি শিলাতে জীবার নাহি আশ ॥
কোন্ পথে যাব নাথ না দেখি সরান (১)।
পাথর-আঘাতে মোর বার্য্যাএ পরাণ ॥
চিকুর চমকে ঘোড়া চারি পানে ছুটে। (২)
বজ্রাঘাত-শবদে থুবাণী বাজ্যা উঠে ॥
ঝড়-ঝাট্টে নাসার নিশ্বাস নাই বয়।
ভণএ ফকীর রাম আর কিবা হয় ॥

রন্ধন-শালায় বিপদ।

আমি সে সাধের কন্যা রূপে গুণে কুলে ধন্যা
এক শত জননীর ঝী।
কখন আপন জন্মে নাই জানি গৃহ-কর্ম্মে
কড়ায় কুট্যা তুল্যা নাই দি ॥ (৩)
আল্যালে মাথার চুলি না জানি করিতে উলি (৪)
আপনি তুলিয়া নাই বান্ধি।
কে জানে কেমন ক্রম রান্ধা-বাড়া পরিশ্রম
জনমে কখন নাহি রান্ধি ॥
গৃহ-কর্ম্ম বল্যা বাণী কোন কালে নাহি জানি
আগুন-আথাতে দিতে ফুক্।
পুনঃ পুনঃ ফুক্ দিতে ভিজা কুঁচার (৫) ধোঙাতে
মলিন হইল মোর মুখ ॥
উমা উমা মরি মরি লোচন মেলিতে নারি
ধোঙাতে করিল অন্ধকার।
সহিতে না পারি ঘ্রাণ অছিপছি করে জান
জীবন নাহিক রয় আর ॥
অন্নের ধোঙাতে যে হাঁপাইয়া মরে সে
কেমনে সবেক এত ধূম।

---

(১) পথ। (২) কুমার ও কুমারী ঘোটকারূঢ় হইয়া যাইতেছিলেন।

(৩) কড়াতে সামান্য তরকারীও কখনও তুলিয়া দেই নাই।

(৪) উলি = সম্বরণ। (৫) ছোট ছোট কাষ্ঠ।

প্রদীপ-অনল-তাপে　　যাহার শরীর ভাঁপে
　　সে কেমনে সেবিব আগুন ॥
বিষম ধূমে অন্ধ　　প্রবেশিলা নাসা-রন্ধ্র
　　সজল হইল আঁখির তারা।
ভণএ ফকীর রামে　　সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল ঘামে
　　বুক মুখ বায়্যা পড়ে ধারা ॥

কৃষ্ণরামের রায়-মঙ্গল।

'রায়-মঙ্গলের' রচনা-কাল ১৬৮৬—১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ। কৃষ্ণরাম কায়স্থ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস; নিবাস নিমতা গ্রাম। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন বলিয়া প্রাণারাম নামক জনৈক কবি লিখিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ১১৩ ও ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধ।

বড় খাঁ গাজি　　সমরে সাজি
　　আইলা অনেক বাঘ।
শমনের অবতার　　গমনে অনিবার
　　পবনে না পায় লাগ ॥
বলাণ্ডা-বনিয়া　　যে ছিল চনিয়া
　　আইল পাই ঘাটিয়ার। (১)
বড় খাঁ বলবান　　না গেলে অপমান
　　রক্ষা বা আছে কার ॥
মেদল মল্লে　　বাঘেরা সকলে
　　সাজিয়া চলিল আগে।
বরিদ (২) হাচীম যদা　　তাহাতে যে যদা
　　ডাকিতে বড় ভয় লাগে ॥ (৩)

(১) অর্থ ভাল বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ বালাণ্ডাবন ও চনার (শস্য-বিশেষের) ক্ষেতে যে সকল বাঘ ছিল, তাহারা আহ্বান পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। (২) সম্ভবতঃ বাঘের নাম।
(৩) তাহাদের ডাক শুনিলে ভয় হয়।

বেয়লা মাগুরা বলবান্ বাঘেরা
গিয়াছে রায়ের (১) কাছে।
গাজির তলপে অলপে অলপে
আইসে যে যে আছে॥
পরিণাম ভাবনা কি হয় জপনা
একেবারে দুই জনে টানে।
হাতি-হাতি ঝকড়া (২) ভাঙ্গে নল খাগড়া
যেমত সকলে জানে॥
আরতি পাইয়া হোগল-বুনিয়া (৩)
আইল লেখা নাহি তার।
কাশুয়া (৪) বাঘরোল আইল পালে পাল
ঘুতুলে গামালে আর॥
শিশিরা হিসিরা রণজয় তিমিরা (৫)
তবে খান্ দৌত্যা রাঙ্গা।
অসি নিকুন্তা বল বলবন্তা
রুষিয়া বেগে টঙ্গ-ভাঙ্গা॥
তাতাল্যা তুকুবদা মামুদা সুমুদা
পাটুয়া লাটুয়া রায়।
হুমুরা-গুমুর্যা দড়বড় সুমুর্যা
সমর শুনিয়া ধায়॥
বাঘ বড় রাড চলে বেতরাড
ঝাট গরজে ঘোর।
দাবাড়্যা দড়বড় কাশুয়া দিল রড়
বাটপাড়্যা বিষম চোর॥
দুইটা চক্ষু দিয়াটী (৬) করিয়া ভ্রূকুটি
চলিল লুটিয়া খোড়া।
যেন পড়ে উল্কা লাফে লাফে মলক্কা
লেজ যেন সুন্দরিয়া কোড়া (৭)॥

---

(১) দক্ষিণরায়=ব্যাঘ্রের দেবতা। (২) হাতাহাতি যুদ্ধ।
(৩) হোগল-বন-নিবাসী বাঘ। (৪) কাশবনে যাহারা থাকে।
(৫) এ সমস্তই বাঘের নাম। (৬) দেশলাই কাটি।
(৭) সুন্দর-কাষ্ঠের যষ্টি।

হুল হুল হাকিয়া বনেতে থাকিয়া
বাহির হইল হুড়া।
শির নাড়ে ঘন ঘন গায়েতে নাহি লোম
বিরাশী বৎসরের বুড়া॥
বড় বাঘ দারিয়া হাতী ফেলে মারিয়া
হাত তার যে বগুলা।
জুড়ি নাহি থলপে বিদ্যুৎ ঝলকে
মুড়ি ফাল দন্তগুলা॥
বাঘিনী ভূমেতে ডুম্বরী সহিতে
সাথে সাত হাজার যায়।
কাশুয়া বাঘরাল আইল যেমন পাল
তালিক কের নেয় তায়॥
গন্ধ পাইয়া দূর পাঁতি পাঁতি কুকুর
তরাসে করে ভেউ ভেউ।
বাঘের দলবল সহিতে প্রবল
ডাক লইয়াছে ফেউ॥
রাত্রি দুই পরে আসিয়া সহরে
লোকেতে না জানিতে চায়।
বড় খাঁ গাজি সভারে নেওয়াজী
হাত বুলাইল গায়॥
তরজে গরজে বিক্রম যার যে
কহিতে লাগিল রীত।
কবি কৃষ্ণরাম করিয়া প্রণাম
ঠাকুর শুনহ গীত॥

খান দাউড়া বলে আগে মোর মুখে কিবা লাগে
হাতীর মজকে (১) জল-পানে।
মহিষের মাংস ভক্ষ্য খাইয়াছি লক্ষ লক্ষ
গোঠে মাঠে বনেতে বাথানে॥
শিশিরে বানন তবে ইহাতে অবধান হবে
শিশিরী দ্বিগুণ বল গায়ে।

---

(১) মজক=মাথার ঘি।

লুকাই বিঘত বনে তপাশিয়া শত জনে
কেহ কি আমার লাগ পায়ে॥
তনু যদি করি গোট বিড়াল জিনিঞা ছোট
বুকেতে চলিয়া যাইতে থাকি।
মানুষ গরুর পাল দৈবেতে তাহার কাল
লাফ দিয়া ধরি কাছে পাখী॥
বনে বাঘ টঙ্গ-ভাঙ্গা চক্ষু দুটা বড় রাঙ্গা
চুরিতে চতুর বড় আমি।
চাষা যত খন্দ রাখে টঙ্গেতে শুইয়া থাকে
যাবন্ত আমার পেট লাগি॥

প্রলয় যমের বাড়া টঙ্গ (১) ভাঙ্গি দেই লাড়া
ঠায় পড়ে খাইয়া আছাড়।
ফিকির জানিঞা মূল বাঁশে জড়াইয়া চুল
কারো বা পাতিঞা ভাঙ্গি ঘাড়॥
খোড়া বাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি
তমু (২) মোর তিন খানি পা।
গণ্ডার লুকায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে
পর্ব্বত-সমান হয় গা॥
বজ্র-দন্ত বলে ধীর শুনহ সাহেব পীর
এত যে হইয়াছি বুড়া।
বজ্র-তুল্য দন্ত-সারি পাষাণে বসাইতে পারি
হাড় হুকুমে করি গুড়া॥
যুবতী যতেক পাই যতন করিয়া খাই
পেটনি পেটের লোভ আগে।
না খাই বিয়ন্ত গুলা রক্ত হৈল অর্দ্ধ ঘুলা
কোলের ছাওয়াল ভাল লাগে॥
দারিয়া বাঘের বেটা বলে বাঘ লাদা-পেটা
না পারি পেটের ভরে যাইতে।
মাও মোর কাল উচিতি শীকার করয় নিতি
কিছু কিছু দেয় মোরে খাইতে॥

(১) ব্যাঘ্র-শিকারের জন্য উচ্চ মঞ্চ।

(২) তমু = তবু = তথাপি।

একে একে যতো আর বিক্রম যেমন যার
জানাইল দারুণ প্রতাপে।
শুনিয়া গাজির সুখ সকল দক্ষিণ মুখ
কথন গালিম আসি চাপে॥
লোহা-জঙ্গ গিয়া তথা কহিল পীরের কথা
শুনিয়া দক্ষিণরায় কোপে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় বাঘের তলপ হয়
হুঙ্কারেতে হাত দিয়া গোপে॥

প্রথমে আইল বাঘ নাম রূপ-চাঁদা।
সমুখের দন্ত তার সোণা দিয়া বান্ধা॥
মারিয়া বনের হাতী যায় ঘর ভক্ষ্য।
রাক্ষস পলায় ডরে কিবা দানা (১) যক্ষ॥
কাশুয়া বাঘের মাসুয়া বেশ কাল সারা।
ছুটা চক্ষু জ্বলে যেন আকাশের তারা॥
*   *   *   *
নাম ধরা যত বাঘ যুদ্ধের আরম্ভ।
শুনিয়া কহিতে বাঢ়ে আপনার দম্ভ॥
বিজলি বাঘের কথা শুন কল্পতরু।
না পাই হস্তীর লাগ কত খাব গরু॥
মানুষের মাংসগুলা মুখে লাগে তিত।
সমস্ত বনের পশু আমার নামে ভীত॥
হিমিরা বাঘের খুড়ী উড়ান-চড়ই।
বলে অবধান কর অতঃপর কই॥
মারিয়া পালের ষাঁড় পীঠে লইয়া তুলি।
মানুষের শিরে যেন তুলা ভরা তুলী॥
রড়াইয়া (২) বেগে যায় পবনের আগে।
শিকারী ফিকারে মোর কেবা আছে বাঘে॥
ঢেকীর উপরে উঠি ঘন দেই পার।
গিরস্থেরা (৩) বাহির হৈয়া বলে মার মার॥
তার ঘরে বোলে চোর না চিনে আমায়।
ঘাড়েতে পড়িলে তবে ডাকে পরিত্রায়॥

ব্যাঘ্রগণের গুণপনা।

(১) দানা=দানব। (২) দৌড়াইয়া। (৩) গৃহস্থগণ।

দারুণ দুরন্ত বনে বজ্রদন্ত বুড়া।
মাথাটা ডাগর যেন পাঁচ কাঠা পূরা॥
লাফ দিয়া ডিঙ্গায় দশ বার কাঠা।
তত কি এখন পারি বয়সেতে ভাটা॥
ধূলায় সঞ্চার বনে অপরূপ এই।
মোরে কি দেখিতে পায় সংসারের কেই॥
গা-ছাড়া মারিলে হই পর্ব্বত দেউল।
চুপকি মারিলে হয় ক্ষুদিয়া নেউল॥ (১)
ভূতলেতে আমার নামেতে হাঁড়ী ফাটে।
খড়্গ যেন খর-ধার ছুঁতে মাছি কাটে॥
সমুখে পড়িয়া যায় গরু কিবা নর।
যাহারে তোমার কৃপা তারে কিসের ডর॥
হেন কালে হীরা বলে হাত করি যোড়া।
আধা জলপান মোর মহিষের গোড়া॥
গলা গলা পেট যদি ভরি মাংস খাইয়া।
এক হাই ছাড়িলে ফুরায় পাক পাইয়া॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে সরসের সার।
বলিতে লাগিল সব বাঘ আর আর॥

রূপ-চান্দা বলে শুন ভকত-বৎসল।
সিংহের সহিত হইলে বুঝি বলাবল॥
গণ্ডার কিসের মধ্যে হাতী কোন্ ছার।
তৃণবৎ দেখি যেন বনের বয়ার॥
রুষে বলে নাকেশ্বরী দুর্জ্জয়-প্রতাপ।
পর্ব্বত ডিঙ্গাতে পারি দিয়া এক লাফ॥
যত বৃক্ষ দেউল আমার পার নাব।
সমুদ্র তরিয়া বল কোন্ দেশে যাব॥
কুমুর‍্যা শুমুর‍্যা বলে তার পর হাস্যা।
হাঁড়ী মুড়ি দিয়া আমি জলে যাই ভাস্যা॥ (২)
লাফ দিয়া নায় পড়ি বড় ভরা দেখে।
কয়ে বা যুকুতা বাঁচে মোর ঠাঞি ঠেকে॥

(১) বড় কোন শিকার মারিতে হইলে পর্ব্বত বা প্রাচীরের মত উচ্চ হই, চুপ করিয়া ক্ষুদ্র জিনিস শিকার করিবার সময়ে নকুলের মত ছোট হইয়া যাই। (২) একটা হাঁড়ীর ভিতর মুখ লুকাইয়া জলে ভাসিয়া যাই।

একদিন বিপাকে পড়িয়াছিলু রায়।
কুম্ভীরে ধরিঞা পাছে চুপাইতে (১) চায়॥
চক্ষে তার বসাইলাম নোখ দুই জুড়ি।
ছাড়্যা দিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভুড়্ভুড়ি॥
হুড়ুখা-খশালে বাঘ তারপর কয়।
রাত্রিযোগে হুড়ুকা খশাই তয় তয় (২)॥
ঘরের ভিতর গিয়া আমি বড় রাড়।
একে একে সমস্ত গুলিন ভাঙ্গি ঘাড়॥
বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দে নাই।
সভে মাত্র হারিলাঙ মউল্যার ঠাঞি॥
একদিন এক বেটা মারিলেক ঠেঙ্গা।
সেই হইতে হইয়াছে কাকালিখানি ভাঙ্গা॥

এতেক শুনিঞা বলে বাঘ দুরবার।
মায়্যা মানুষের নামে মোর নমস্কার॥
এক মাগী প্রসব হইল এক কালে।
বনের ভিতর ঘর বেড়া দিয়া জালে॥
ভানিয়া চাহিয়া দেখি ছাওয়া নাই চাল।
লাফ দিয়া উঠিলাম তথায় তৎকাল॥
দুই হাতে ধরিয়া চাল গল হতে শির।
হেনকালে উঠে মাগী জানিয়া ফিকির॥
গরাণ কাঠেতে আগুন রাখে ছিল।
একখানি আনিয়া অমনি গোপে দিল॥
আতিবিতি বাহিরে পড়িয়া গড়াগড়ি।
গোপ দুটা পোড়া যায় জ্বালা ধরে বড়ি॥
খোয়াড়-ভাঙ্গার কথা শুন বলি রায়।
একদিন ঠেকেছিলুঁ প্রমাদিয়া দায়॥
গোয়ালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে।
দুয়ারে লাগিল টাটী না পারি বাহিরাতে।
বাহির হইতে আমি পথ নাঞি পাই।
মনে করি খাওয়া থাকু পরাণ বাঁচাই॥

(১) চুপাইতে=জলের ভিতরে ডুবাইতে।
(২) তয় তয়=ধীরে ধীরে=একটি একটি করিয়া।

গাড়রের চুশায় আমি মর্ম্মব্যথা পাই।
আজি বুঝি মরিলাঙ খাবার মুখে ছাই॥
পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।
মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায়॥ (১)
প্রভাতে গোয়ালাগণ বলে মড়া বাঘ।
টানিয়া ফেলিল দূরে গায় বৈসে কাক॥
কুকুরে ঘিরিল যত গৃধিণীর মেলা।
উঠিয়া দিলাম রড় দেখাইয়া কলা॥
খলিয়া বলেন রায় কর অবগতি।
ভাগ্যে সে নদীর কূলে আমার বসতি॥
যত মড়া আনিয়া ফেলায় নরলোক।
কুচাই বনেতে থাকি সেই মোর ভোগ॥
মেকসেকী নামে এক বাঘিনী পাইয়া।
দুই ভাই আধা ভাবে করিলাম বিয়া॥
শিকার করিতে তারে পাঠাইয়া বনে।
ডুম্বরী (২) গুলিন খাই মহানন্দ-মনে॥
আজি তাহার শিকার নাহি ঘটে।
এক পা খাইলাম তার খোঁড়া হৈয়া হাটে॥
সরস কবিতা কবি কৃষ্ণরাম গায়।
বাঘের বিক্রম শুনি হাসিলেন রায়॥

বিক্রমাদিত্য-কালিদাস-প্রসঙ্গ।

একখানি অতি জীর্ণ প্রাচীন খণ্ডিত পুথি হইতে সংগ্রহীত। পুথির তারিখ নাই, গ্রন্থকারের নাম ও খুঁজিয়া পাইলাম না। রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে মহারাজা করেন রাজত্ব।
পাত্র মিত্র আদি করি নবরত্ন-যুক্ত॥
কালিদাস মহাপণ্ডিত সরস্বতীর বরে।
নিজ-গৃহে আপন-পুত্রে পড়ান সত্বরে॥

---

(১) প্রতারণা করিয়া শববৎ পড়িয়া রহিলাম। (২) শাবক।

হে পুত্র সর্ব্বদা বিদ্যাগুণ পাঠ কর।
হৃদয়ের তুল্য কর সকল অক্ষর॥
কেবল আপন-দেশে রাজা পূজ্যবান্।
স্বদেশে বিদেশে বিদ্যাবানের সম্মান॥
এইরূপে কালিদাস পড়াইতে ছিল।
রাজা পথে যাইতে যাইতে সকল শুনিল॥

কালিদাস পণ্ডিতের উপদেশ এবং রাজার ক্রোধ।

শুনিঞা হইল রাজা জ্বলন্ত পাবক।
এখনি করিব দূর কে হবে বাধক॥
রাজ্যেতে নিবাসী আমা হইতে হয় বড়।
দেখি সর্ব্বদেশে পূজা কে করে উহার॥
পুরী হইতে কালিদাসে দূর করে দিল।
মনে দুঃখ ভাবি কবি সত্বরে চলিল॥

কালিদাস প্রবাসে।

বহু দিন পরে এক রাজ্যে উপনীত।
এক বিপ্রের বাটী হইল উপস্থিত॥
সেই রাজার পুরীতে এক রাক্ষসী এসেছে।
রাজার নিকটে চারি শ্লোক কহিয়াছে॥
এই সব কথা কেহো কহিবারে পারে।
সপুরী সহিত তারে বাঁচাব সত্বরে॥
নহে তব রাজ্য-সহ সকলি খাইব।
ইহা বলি আপন-বৃত্তান্ত কহে সব॥
তাহার উত্তর কেহ করিতে নারিল।
ঘরে ঘরে এক এক পালা করে দিল॥

রাক্ষসীর পালা।

গ্রামের প্রান্তভাগে এক ঘর করিয়াছে।
দিবা-গতে থাকে গৃহে আপন পালা বুঝে॥
কালিদাস যে বিপ্রের বাটীতে গিয়াছে।
সেই দিন সেই দ্বিজের পালা হইয়াছে॥
স্ত্রী পুত্র বধূ সহিতে করে ঘর।
কে যাবে রাক্ষসীর ঘরে ভাবয়ে অন্তর॥
শুনি কালিদাস কহে তোমরা থাক ঘরে।
তোমাদের হইয়া যাব রাক্ষসী-মন্দিরে॥
দ্বিজ বলে এই কর্ম্মে নরকে যাইব।
কবি কহেন ভয় নাই কভু না মরিব॥

কবি ও রাক্ষসী।

দিবা-গতে কালিদাস গৃহ-মধ্যে গেল।
রাক্ষসীর ঘরে কপাটে খিল দিল॥
রাক্ষসী আসিয়া তবে কপাট ঠেলিছে।
দেখে গৃহে খিল দিয়া নরজাতি আছে॥
কহে খিল ঘুচা তোরে ভক্ষণ করিব।
কালিদাস বলে কেন খাবে তাহা বল।
প্রাণী হিংসা করি তুই যাবি রসাতল॥
রাক্ষসী কবিতা বলিতেছে ততক্ষণ।
কহ কহ দেখি সব ইহার বিবরণ॥
কালিদাস কহে তোমার কিবা শ্লোক কহ।
কহিয়া বৃত্তান্ত কথা সকল শুনাহ॥

রাক্ষসীর সমস্যা।

পৃথিবীর মধ্যে কহ গুরুতর কে।
গগন হইতে উচ্চতর বলি কাকে॥
কহ তৃণ হইতে কেবা লঘুতর হয়।
বাতাস হইতে কেবা শীঘ্রত চলয়॥

উত্তর।

মাএর বাড়া গুরুতরা পৃথিবীতে নাই।
গগন হইতে উচ্চ কহিব পিতায়॥
তৃণ হইতে লঘুতর হয় ভিক্ষুক জন।
বাতাস হইতে শীঘ্র চলয়ে যে মন॥

প্রথম প্রহরে মুক্তি।

রাক্ষসী কহিল তুমি যথার্থ পণ্ডিত।
এ সকল প্রকরণ হইল উচিত॥
জবাব পাইয়া আদ্য প্রহরে ফিরে গেল।
দ্বিতীয় প্রহরে আসি কহিতে লাগিল॥

দ্বিতীয় প্রহরের সমস্যা।

কহ দেখি কিসে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।
কিসে ধর্ম্ম প্রবর্ত্ত হয় কহ মহাশয়॥
ধর্ম্ম স্থাপিত শরীরে হয় কি বিষয়ে।
কহ দেখি কি বিষয়ে ধর্ম্ম-বিনাশ হএ॥

উত্তর।

সত্য-ব্যবহারে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।
দয়াবান হইলে তাহে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়॥
ক্ষমাযুক্ত লোকের হয় ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
লোভ-মোহ-যুক্তে ধর্ম্ম-বিনাশ ততক্ষণ।

পাইয়া উত্তর বড় সন্তুষ্ট হইল।
বাগ্‌দেবী উত্তম পণ্ডিত তোকে কৈল ॥
দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষসী ফিরে গেল।
তৃতীয় প্রহরে আসি কহিতে লাগিল ॥

দ্বিতীয় প্রহরে মুক্তি।

কহ দেখি প্রবাসেতে মিত্র কেবা হয়।
গৃহের মধ্যেতে মিত্র কাহারে বলয় ॥
অন্তর-মধ্যেতে বল মিত্র কোন্ জন।
মৃত্যু-কালে মিত্র কেবা কহ প্রকরণ ॥

তৃতীয় প্রহরের সমস্যা।

প্রবাসেতে বিদ্যার বাড়া বন্ধু নাহি কেহ।
গৃহে ভার্য্যা বন্ধু ইহা নিশ্চয় জানিহ ॥
অন্তরের মধ্যে ঔষধ মিত্র হয়।
জনার্দ্দন মিত্র জান মরণ-সময় ॥

উত্তর।

রাক্ষসী কহিছে ধন্য ধন্য সুপণ্ডিত।
তোমার সমান পণ্ডিত নাহি পৃথিবীত ॥
তৃতীয় প্রহরে রাক্ষসী ফিরিয়া গেল।
চতুর্থ প্রহরে আসি উপস্থিত হইল ॥

তৃতীয় প্রহরে মুক্তি।

কহ দেখি কিসেতে রাজার বিনাশ হয়।
সকল হইতে বৈতরণী নদী কারে কয় ॥
কহ কামদুঘা ধেনু কহিব কাহারে।
নন্দনের বন কিসে কহত সত্বরে ॥

চতুর্থ প্রহরের সমস্যা।

রাজা হইয়া ক্রোধী হইলে শীঘ্র বিনাশ হয়।
সকল হইতে বৈতরণী নদী যে আশয় (১) ॥
বিদ্যা কামদুঘা ধেনু এহা যে নিশ্চয়।
সন্তোষ নন্দন-বন নাহিক সংশয় ॥

চারি শ্লোকের প্রতি-উত্তর রাক্ষসী পাইল।
ধন্য পণ্ডিত বলি কালিদাসে বাখানিল ॥
পরিচয় দেহ তুমি কোন্ মহাজন।
মোর নাম কালিদাস বিখ্যাত ভুবন ॥

রাক্ষসীর প্রীতি।

---

(১) আশয়=আশা। "আশা বৈতরণী নদী।"

কালিদাসের বিবাহ।

ঘরে হইতে বাহির হইল কবি কালিদাস।
রাক্ষসী-সহিত গেলা সেই রাজার পাশ ॥
পরিচয় পাইয়া রাজা হরষিত হইল।
আপন-কন্যা কালিদাসে প্রদান করিল ॥
রাক্ষসী কহিছে হেথা কেমতে আইলে।
সকল বৃত্তান্ত কথা রাক্ষসীরে বলে ॥
শুনিঞা রাক্ষসী হইল জ্বলন্ত আগুনি।
বিক্রমাদিত্যের সভায় চলিল তখনি ॥

বিক্রমাদিত্যের সভায় রাক্ষসী।

দুই শবের মাথার বিচার।

দুই মড়ার মাথা লইয়া উপনীত হৈল।
রমণীর মাথাকে পুরুষের মাথা কৈল ॥
বাছিয়া না দিলে তবে সপুরী খাইব।
রাজা বলে ইহা আমি কেমনে কহিব ॥
রাক্ষসীর কাছে সপ্তদিন কড়ার কৈল।
তখন কহেন রাজা কালিদাস কোথা গেল ॥

রাজার ত্রাস ও কালিদাসকে অনুসন্ধান।

কালিদাস বিনা ইহা নাহি কার সাধ্য।
সেহো জনে দূর করয়া যায় পুরী-শুদ্ধ ॥
রাক্ষসী এ সব কথা কালিদাসে কইল।
বহু লোক লস্কর লইয়া কালিদাস চলিল ॥

কালিদাসের আগমন।

রাজার নগরে গিয়া হইল উপনীত।
রাক্ষসী-সহিত দেখি হইল ত্রাসিত ॥
দেখিতে দেখিতে তবে সভায় পৌছিল।
কালিদাস দেখি রাজা হরষিত হৈল ॥
স্তুতিমতে কহে রাজ্য করহ রক্ষণ।
কালিদাস কহে কেবা সর্ব্বত্র পূজ্যবান্ ॥
রাজা কহে বিদ্যাবান্ সর্ব্বত্র পূজ্যয়।
নৃপতি আদি বিদ্যাবানের তুল্য নয় ॥
কালিদাস কহে তবে রাক্ষসীর স্থানে।
কল্য ইহা নিরূপণ কহিব তব স্থানে ॥

রাত্রে সরস্বতী-স্থানে বনে কবি গেল।
বররুচি গোপনেতে পাছু গোড়াইল ॥

বরুরুচির চাতুরী।

বনে আসি সরস্বতী কহেন কারণ।
বররুচি বটে থাকি শুনে ততক্ষণ ॥
কহিলেন কর্ণ-মধ্যে তৃণ চালাইবে।
বাহির হইলে সেই নারীর মাথা হবে ॥
শুনি বররুচি তবে অগ্রেতে আইল।
রাক্ষসীরে বেছে (১) দিয়া বিদায় করিল
তস্য পর কালিদাস উপনীত সভায়।
শুনিলেন বররুচি করেছে বিদায় ॥
বুদ্ধির গুণেতে সব বুঝিতে পারিল।
সভার মধ্যেতে সব কহিতে লাগিল ॥
দিবা নিরীক্ষণ করে রাত্রি নাহি কবে।
রাত্রে পরামর্শ করিলে কভু নাহি ছাপে ॥ (২)
আমি ইহা শুনিলাম সরস্বতীর স্থানে।
বটে বররুচি থাকি শুনিলা স্মরণে ॥
শুনি কালিদাস-মুখে বাখানে রাজন।
তোমা হইতে হইল এই রাজ্য-সংস্থাপন ॥

দশ জন পণ্ডিতের আগমন।

নব রত্ন লইয়া রাজা রাজ্য-ভোগ করে।
সভা জিনিতে দশ পণ্ডিত আইসে সত্বরে।
সর্ব্বত্র জিনিয়া তারা আইসে তুরিত।
গ্রামের প্রান্তভাগে আসি হইল উপনীত ॥
সরোবরে স্নান তারা করে সর্ব্বজন।
কালিদাস মনে ভাবি সেই স্থানে গমন ॥

কালিদাসের স্ত্রী-বেশ।

রমণীর বেশ ধরে কলসী কাখে লয়ে।
অন্য ঘাট-মধ্যে তবে উপনীত গিয়ে ॥
ব্রাহ্মণ-সকলে যে ঘাটে স্নান করিতেছে।
সেই ঘাটে জম্বু-বৃক্ষে ফল পাকিয়াছে ॥
তাহা দেখি তিন চরণ শ্লোক করিল।
শেষ চরণ পূরিবারে কেহ না পারিল ॥

---

(১) বেছে = বাছিয়া। অর্থাৎ কোন্ মস্তক কাহার তাহা নির্ব্বাচন করিয়া।

(২) "দিবা নিরীক্ষ্য বক্তব্যং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ।
অহো রাত্রেস্তু মাহাত্ম্যাৎ বটে বররুচির্যথা ॥"

কেহ কহে জম্বুফল গাছে পাকিয়াছে।
জলে পড়ে থাকে কেন না খায় মাছে ॥

সমস্যার উত্তর।

কেহ কহিতে না পারে কালিদাস কহে।
নাহি খায় মাছে উহা জালের কাঠি-ভয়ে ॥
শুনি চমকিত সভে জিজ্ঞাসেন তারে।
কাহার কুলাঙ্গনা তুমি পরিচয় দেও মোরে ॥
কহেন আমি কালিদাসের ব্রাহ্মণীর দাসী।

পণ্ডিতগণের পলায়ন।

শুনি ভয়ে পালাইল মনে বিস্ময় বাসি ॥

এইরূপে মহারাজা করেন রাজত্ব।
সভাতে বসিলেন গিয়া নবরত্ন-যুক্ত ॥
হেন কালে নর্ত্তক-নর্ত্তকী দুই জনে।
আপনাদের পরিচয় জানায় রাজনে ॥
অদ্য রাত্রেতে মোরা শুনাইব গান।
রাজা কহেন কিবা তোমরা লইবে ফুরান ॥
ফুরান মোরা নাহি চাহি খুশী করি লব।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীর গান।

এত বলি গান করে অতি অসম্ভব ॥
গান শুনি সব লোক হরষিত হৈল।
সমস্ত রজনী গেল কিছু নাহি পাইল ॥
নর্ত্তকী ঘনমুখী তাল ভঙ্গ করে।
তাহা দেখি নর্ত্তক কহিছে তাহারে ॥
হে কান্তে সর্ব্ব রাত্রি গত অল্প আছে।
চিত্ত সমাধানে গাহ অখ্যাতি রাখ মিছে ॥
কর সব সজ্জনের মনের রঞ্জন।
প্রাতে মহারাজা অবশ্য দিবেন ধন ॥

রাজপুত্র, রাজকন্যা ও পাত্র-পুত্রের পুরস্কার-প্রদান।

রাজপুত্র শুনি মহা হরষিত হইল।
বহুধন নর্ত্তক-নর্ত্তকীরে দিল ॥
শুনি রাজকন্যা গলার হার দিল তারে।
পাত্রের পুত্র বহু ধন দিলেন সত্বরে ॥

কোটালের নৃত্য।

কোটালের পুত্র বাপের গালে মারে চড়।
কোটাল পুত্রকে কোলে করি নাচএ সত্বর ॥

দেখি তবে মহারাজা বিস্ময় হইল।
রাজপুত্র গুণবানে জিজ্ঞাসা করিল॥
কবিতা শুনিঞা তুমি কেনে ধন দিলে।
তাহা শুনি রাজপুত্র সকল কথা বলে॥

দ্বাবিংশতি বয়স হইল রাজা না হইল নাম।
বাপে কাটি রাজা হব মনে করেছিলাম॥
অল্পে অখ্যাতি রাখা কবিতায় বুদ্ধি পাইলাম।
তথির কারণে আমি এত ধন দিলাম॥

রাজার প্রশ্ন ও উত্তর।

আপন কন্যারে কহে কেনে দিলে হার।
তাহা শুনি রাজকন্যা কহে সারোদ্ধার॥
বয়স বিংশতি বৎসর বিভা না হইল।
আত্মঘাতী হব আমি মনে ইচ্ছা ছিল॥
কবিতায় বুদ্ধি পাইনু পরে অবশ্য হবে।
আপনার গলার হার দিলাম এই ভাবে॥

কোটাল-পুত্রে কহেন কেন মান্যে তুমি চড়।
কহে তব পুত্র তনয়া বিদ্যায় তৎপর॥
ভাব বুঝি ধন দিলেন সভাই মান্যেতে।
না শিখাইল বিদ্যা পিতা না বুঝি করিতে॥
সেই রাগে পিতার গালে মারিয়াছি চড়।
কোটালের প্রতি রাজা কহেন সত্বর॥

চড় খায়্যা কান্ধে লয়্যা কি লাগি নাচিলে।
মূর্খ পুত্র যমের স্বরূপ কোটাল তবে বলে॥
মস্তক না কাটি মোর চড়ে রক্ষা কৈল।
ইহার উপরে পুনঃ রাগ নহে ভাল॥
হাসি মহারাজা নর্ত্তকীরে ধন দিল।
আপন মনে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল॥

দামোদরের বন্যা।

"ছাওয়াল গাএন" অর্থাৎ কোন তরুণবয়স্ক ধর্ম্মোপাসক-কর্ত্তৃক ১৬৭৩ সালে বিরচিত। কবির নাম পাওয়া যায় নাই। পুথিখানি ১২ পাতা অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নিম্নে তিন পৃষ্ঠা উদ্ধৃত হইল।

অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুন সভে করিএ বিবরণ॥
সন হাজার বায়াত্তর (১০৭২) সালে প্রথম আশ্বিনে।
দামোদরে আইল বান শুন সর্ব্বজনে॥
আড়া চারি জল হইল পর্ব্বত-উপর।
মনুষ্য ডুবাতে মন কৈল দামোদর॥
পর্ব্বত হইতে জল পড়ে মহাতেজে।
হুড় হুড় দুড় দুড় জলের শব্দ বাজে॥
যোজন যুড়িয়া জল হইল পরিসর।
উপাড়িয়া ফেলিল কত গাছ পাথর॥
তৃণ আদি কাষ্ঠ খড় হইল একার্ণব।
পর্ব্বত-প্রমাণ হয়্যা পড়ে ঢেউ সব॥
ভাসিল মরাল কত পর্ব্বতীয়া বোড়া (১)।
আনন্দে চাপিল বেঙ বোড়ার পৃষ্ঠে যুড়া॥
চাপিয়া ভুজঙ্গ-পৃষ্ঠে মনে মনে হাসে।
সমুদ্র ভেটিব আজি মনের হরিষে॥
অজগর বলে ভাই কর অবধান।
কোন কালে নাহি হয় এত অপমান॥
এক কালে শ্রীকৃষ্ণে দংশিয়াছিল কালি (২)।
সেই অপরাধেরে বেঙের ঘোড়া হলি॥

পক্ষ আদি জলে ভাসে ইকুড়া ইন্দুর।
নকুল সজারু ভাসে শৃগাল কুকুর॥
শজারু কুম্ভীর ভাসে পিপিড়া অপার।
শার্দ্দূল মহিষ গণ্ডা জুড়িল সাঁতার॥

---

(১) বৃহৎ সর্প। (২) কালিয় নাগ।

ভল্লূক ভাসিল জলে বিধির বিপাকে।
পড়িঞা বানর সব পরিত্রাহি ডাকে ॥
নিশি-যোগে ভাস্যা গেল কত শত বালা।
এখন শুনহ সভে মনুষ্যের খেলা ॥

কেহ সুখে নিদ্রা যায় খট্টার উপরে।
দেয়াল ভাঙ্গিল জল প্রবেশিল ঘরে ॥
বাহির হইয়া দেখে উঠানে সাঁতার।
চালে উঠ্যা বলে দেবি রাখ এইবার ॥
নারীকে কহিল কেহ না ছাড়িহ মোরে।
সাহস করিয়া ভাসে চালের উপরে ॥
দৈব-নির্ব্বন্ধ যার পুত্র নাই কোলে।
সভে যায়ে মরি চল জাহ্নবীর জলে ॥
ডুবিয়া মরিল দেখ কত শত ছেল্যা।
বুড়া বুড়ি মরিল কত রাম রাম বল্যা ॥
চালের উপরে যত কুলের কামিনী।
তাহা সভা পতি-শোকে তেজিল পরাণী ॥
তবেত প্রলয়-জল করিল পয়ান।
দেখিতে দেখিতে পাল্য শ্রীবর্দ্ধমান ॥
সে জলের তেজ যেন তরওয়ালের চোট।
দেখিতে দেখিতে পাল্য নবাবের কোট (১) ॥
মোগল পাঠান ভাসে কত শত কাজি।
জলেতে ভাসিল তারা আহুবহু গাজি ॥
লেপ বিছানা ভাসে কত শত ঘড়া।
মাহুত সহিত কত ভাস্যা গেল ঘোড়া ॥
প্রাণে কাতর হয়্যা কেহ নহে স্থির।
ফকীর ভাসিল জলে সোঙরিয়া সত্যপীর ॥

ব্রাহ্মণ বলেন বাম হৈলে ভগবান।
খুঙ্গী পুথি ভাস্যা গেল ভারত পুরাণ ॥
আছিল বিড়াল সব আন্ধারিঞা কোণে।
উবু ডুবু করি সব মরিল পরাণে ॥

---

(১) কোট=দুর্গ।

গোয়ালা-সহিত কত ভাসে গাভী-পাল।
হিম জল খায়্যা কত মরিল রাখাল॥
ভাসিল চাষের ধান্য মাথাইল লাঙ্গল।
গন্ধবাণ্যার ভাসে গেল লবঙ্গ জায়ফল॥
ছুতারের চিড়া গেল তামিলীর (১) লুন।
তিলির ভাসিল তেল তাঁতীর বসন॥
বাজন্দারের বাজনা গেল সোঙরিয়া কাণ।
ডোমের চুপড়ি গেল মৎস্যের দোকান॥
কুমারের চাক গেল রজকের পাটা।
মোদকের দোকান গেল কয়ালের কাঁটা॥
কায়স্থের কাগজ গেল দৈবজ্ঞের পাঁজি।
মিঞা সাহেবের ভেসে গেল পুরাতন কাঁজি।
মুচির চামড়া গেল বারুইএর পাণ।
বাগদীর খালুই গেল মালীর বাগান॥
শিরে করাঘাত মারি কান্দয়ে কামার।
দোকান ভাসিয়া গেল কি হবে আমার॥
বাইতির মৃদঙ্গ গেল বৈষ্ণবের মালা।
অক্ষটীর (২) ভাস্যা গেল হাতের সাতলা॥

জল দেখিয়া সভে করে হুড়াহুড়ি।
চরকা বুকে দিয়া কত ভাস্যা গেল রাঁড়ী॥
আছিল ছত্রিশ সেনা দামোদরের কূলে।
যার যত দ্রব্য ছিল ভাস্যা গেল জলে॥
মনেতে ভাবিয়া দেখ শ্রীধর্ম্মঠাকুর।
সমুদ্র কামাতে গেল নাপিতের ক্ষুর॥
রচিল ছাওয়াল গাএন ধর্ম্মের চরণে।
লোক-মুখে শুনি ভাই না দেখি নয়ানে॥

---

(১) তাম্বুলীর। (২) শিকারীর।

দয়ারাম-প্রণীত সারদা-মঙ্গল।

দয়ারাম দাসের পিতার নাম প্রসাদ দাস। ইনি কাশীজোড়-কিশোরচক গ্রামবাসী। ইঁহার পরিচয়ের মধ্যে এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ১০০ বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুস্তক হইতে নিম্ন-প্রদত্ত অংশ উদ্ধৃত হইল। রচনা সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর।

বন্দ মাতা সরস্বতী বিষ্ণুর ঘরণী।
কবি-কণ্ঠে উড় মাতা কোকিল-বাহিনী॥
আপনি কহিলে গীত করিতে রচন।
অতেব মায়ের পদে করিলু স্মরণ॥
সুরেশ্বর দেশে সুবাহু নৃপতি। — রাজা সুবাহু।
দানে ধ্যানে যশে তার জগতে খেয়াতি॥
যমকে যাতনা দিয়া জিনিল সংসার।
অমর মল্লুকে লোক মরে নাঞি আর॥
ভুবনে বিদিত রাজা ভারত-ভুবনে।
যুদ্ধে পূর্ব্বে জিনেছিল শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে॥

শতেক বৎসর শিব পূজিল নিরাহারে।
সেই পুণ্যে এক পুত্র হইল রাজারে॥
লক্ষধর নাম থুইল নৃপতি আপনি। — রাজকুমার লক্ষধর।
গোবিন্দের নাম থুইল যেন গর্গ মুনি॥
ষষ্ঠী-পূজা কৈল তার ষোড়শোপচারে।
অন্নপ্রাশন হৈল কথো দিনান্তরে॥
অষ্ট আভরণ কত দিল তার পায়।
পদক প্রবাল মণি হীরা সমুদায়॥
বাড়িল রাজার বেটা ভুজে তাড় বালা।
ছাল্যা কালে বালক-সঙ্গে করে খেলা॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু ছেল্যে-বুদ্ধি ধরে।
কভু নাঞি বৈসে রাজ-সভার ভিতরে॥
সপ্ত বৎসরের শিশু পড়িবার বেলা।
মরিয়া যাউক পুত্র পড়িতে করে হেলা।

গৌরীদাসের উপদেশ।

গৌরীদাস পণ্ডিত রাজার পুরোহিত।
নৃপতিকে কহে গিয়া বিদ্যার বিহিত॥
পুরুষ হইয়া যদি বিদ্যা নাহি পড়ে।
বনের মালতী যেন অকারণে মরে॥
আগে নাহি পড়ে পাঠ পাছু গুণিয়া বিকল।
জীবন যৌবন তার সকলি নিষ্ফল॥
পুত্রকে পড়াইতে রাজা কেন কর হেলা।
শিশুকাল গেল পাঠ পড়িবার বেলা॥
রাজ-নীতি তাহারে শিখাবে আর কবে।
মূর্খের অনেক দোষ আপনি পাইবে॥

হাতে খড়ি।

শুনিঞা দ্বিজের বাক্য সুবাহু নৃপতি।
শুভক্ষণে পূজিলেন দেবী সরস্বতী॥
মুগ রম্ভা পানীফল ষোড়শোপচারে।
আতপ রসাল চিনি বিশাশয় ভারে॥
নানামত নৈবেদ্য সকল সমুদায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মন্দ মন্দ বায়॥
পাটবস্ত্র পামরি দিলেন পুরোহিতে।
পুত্রকে সঁপিয়া দিল পণ্ডিতের হাতে॥
চারি শাস্ত্র সমুদায় পড়াবে সকল।
নাগরী ফারশী কিবা বাঙ্গালা উৎকল॥
অমুর ছমুর (১) শব্দ শিখাবে কুঙরে।
এহার অধিক যদি শিখাইতে পারে॥

এত বলি গৌরীদাস লইয়া কুঙরে।
ক খ ফলা লেখিয়া খড়ি দিল করে॥
পড়রে রাজার বেটা বেত নিল হাতে।
কান্দিতে লাগিল শিশু গুরুর সাক্ষাতে॥
করে ধর‍্যা কয়্যা দেই বিছাইয়া ধূলা।
একটী অক্ষর লেখ্যা দিলেন ক-ফলা॥

বিবিধ শাস্তির ব্যবস্থা।

লিখিতে না পারে তভু শিখাইতে না পারে।
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গ্যা করে॥

---

(১) এ-রকম ও-রকম, অর্থাৎ নানা রকম।

কভু কভু বেন্ধ্যা রাখে বুকে বস্তে রয়। (১)
উচিত করয়ে শাস্তি যে দিনে যে হয়॥
পূর্ব্বেতে (২) পড়িয়া পাঠ না দিল দক্ষিণা।
অতেব করিল মাতা এত বিড়ম্বনা॥
দ্বাদশ বৎসর তার গেল এই রূপে। ভারতীর নিগ্রহ।
গুরু বলে কি বোল বলিবো আমি ভূপে॥
দ্বাদশ বৎসর পড়াইল দ্বিজমণি।
তভু না করিল দয়া কোকিল-বাহিনী (৩)॥

কেহ বলে কিছু নয় কপালের কথা।
রাজা বলে মশানে কাটিয়া আন মাথা॥
মূর্খ পুত্রে আর মোর নাহি প্রয়োজন। প্রাণদণ্ডের আদেশ।
কোতোয়াল মশানে লৈয়া করিল গমন॥
পূর্ব্ব-মুখে কুঙরে কাটে নিশা-পতি।
সেবকের মরণ জানেন সরস্বতী॥
এই গীত যেবা শুনে সারদাকে পূজে।
সেই লোক সুখে বৈসে পণ্ডিত-সমাজে॥
অপুত্রের পুত্র ঘটে নির্ধনের ধন।
অবিদ্যার বিদ্যা ঘটে শুনে যেই জন॥
দয়ারাম দাসকে ক্ষম দেবী সরস্বতী।
দুঃখ দূর কর মাগো কুজ্ঞান কুমতি॥

কোতোয়াল বলে শুন রাজার কুঙর।
মরণ সাধ্যাছ তুমি মশান-ভিতর॥
রাজা বলে মশানে কাটিয়া আন মাথা।
কোন কার্য্যে পূজিলাম জগতের মাতা॥
অতেব বঞ্চিত তোরে বিষ্ণুর ঘরণী।
কোতোয়ালের কর্ণে মাতা কহিলেন আপনি॥

---

(১) শিশুর বক্ষে চাপিয়া বসা গুরুমহাশয়দের দণ্ড-বিধির এক ধারা ছিল। (২) পূর্ব্ব-জন্মে।

(৩) এই কাব্যে সরস্বতীকে অনেক স্থলেই "কোকিল-বাহিনী" সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হইয়াছে।

কোটালের অনুগ্রহে পলায়ন।

শিশুমতি শুন ওরে রাজার নন্দন।
পলাইয়া যায় যদি পাইবে জীবন॥
নৃপতিরে দিব আমি কাটিয়া শিয়াল।
এই কথা বলি তোরে শুনরে ছাওয়াল॥
কুঙর বলে তবে কথা নাঞি আর।
ধর্ম্মপিতা তুমি লহ জীবনের ভার॥
বনবাসে যাই যদি বাঁচায় বিধাতা।
সুধিব তোমার গুণ শুন ধর্ম্মপিতা॥
বিদায় হইয়া শিশু যায় বন-পথে।
পুনর্জ্জন্ম হৈল যেন মায়ের গর্ভেতে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাঞি কভু মনে কদাচন।
কভু বন-ফল পথে করয়ে ভক্ষণ॥
কখন কখন থাকে পর্ব্বতের কোখে (১)।
বনের ভল্লুক ছুঁএে নাঞি তাকে॥

সেবকের দুঃখ দেখি দেবী সরস্বতী।
বনেতে বাঁধিয়া কুঁড়্যা রহিলেন তথি॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে বসিয়া কুঁড়্যায়।
সেই পথে কুঙর কাঙ্গালি হয়্যা যায়॥
ব্রাহ্মণী দেখিয়া শিশু নোঁয়াইল মাথা।
আশীর্ব্বাদ কৈল তারে বিষ্ণুর বনিতা॥
কি নাম তোমার কহ কোন্ দেশে ঘর।
কি কারণে বন-বাস কহরে কুঙর॥
মার্য্যাছে বেতের বাড়ি বন্ধনের চিহ্ন।
কুঙর বোলেন মাতা কর্ম্ম বড় হীন॥
শিশুকাল গেল পাঠ পড়িবার তরে।
দ্বাদশ বৎসর দয়া না হইল মোরে॥
মূর্খ বলে মা বাপ কাটিতে দিল মাথা।
কোতোয়াল কৈল রক্ষা হৈয়া ধর্ম্ম-পিতা॥
কেবল কপাল মূল কি জিজ্ঞাস আর।
ব্রাহ্মণী বলেন বাছা এই দশা আমার॥
বিভা-রাত্রে দধি অন্ন করিলু ভক্ষণ।
সেই বাক্য ব্যর্থ নহে বিধির লিখন॥

ভারতীর অতিথি।

(১) কক্ষে = গহ্বরে।

বিভা-রাত্রে নিষেধ নারীকে অন্ন খাইতে।
শুভ ক্ষণে দেখা বাছা হৈল তোর সাথে ॥
সেই পাপে প্রভু মোরে দিল বন-বাস।
নগরে মাঁগিয়া ভিক্ষা বাঁচি বার মাস ॥
আজি হৈতে ধর্ম্ম-পুত্র আমার নন্দন।
বাজারে বেচিয়া কাষ্ঠ করিব পালন ॥

সেই হৈতে আছে শিশু সারদার ঘরে।
মায়ায় মোহিত মাকে চিনিতে না পারে ॥
কাষ্ঠ ভাঙ্গ্যা আনে বনে বেচেন সরস্বতী।
এই মতে কত দিন করিল বসতি ॥
আর এক দিন বুড়ি বাজারেতে গেল।
ভারতীর ভাগবত খুঙ্গী পড়্যা ছিল ॥
কুঙর দেখিয়া বড় কোপে কম্পবান্।
সমুদ্রে ফেলিয়া দিল সহস্র পুরাণ ॥
যার তরে বনবাসী জনমের মত।
জলেতে ফেলিয়া শিশু জ্বলে উঠে কত ॥
দেবগণ দেখি বড় হৈল চমৎকার।
নারদে পাঠায়্যা দিল করিয়া বিচার ॥
রাধা-কৃষ্ণ ছুটি নাম নষ্ট হৈল জলে।
নারদ ভৎর্সনা করি ভারতীরে বলে ॥
শুনিয়া মুনির কথা কোকিল-বাহিনী।
সমুদ্রে ডুবিয়া আনে শাস্ত্র-পুথিখানি ॥
দেবতার পুথিখানি পালিতে কিঙ্করে।
প্রসাদ ভজেন কৃষ্ণ অগ্নির মন্দিরে ॥
সারদা-চরিত্র-কথা রচে দয়ারাম।
বসবাস কাশীযোড়া কিশোরচক গ্রাম ॥

শাস্ত্র জলে নিক্ষেপ।

শাস্ত্রের উদ্ধার।

পানীতে তুলিয়া শাস্ত্র খুঙ্গী পুথি মহামন্ত্র
বিরস বিষ্ণুর ঘরণী।
নারায়ণী লক্ষ্মীধরে প্রহারেন বন্দী করে
করিলেন কোকিল-বাহিনী ॥
কুঙর বলেন তথা কেনে মায় ধর্ম্ম-মাতা
কোন্ দোষে কর তিরস্কার।

দেবীর ক্রোধ ও কুমারের বিনয়।

জননী যাহারে মারে যম তারে কিবা করে
জানে এহা জগৎ-সংসার ॥
পড়িতে গেলাম পাঠ পীঠে দেখ চিহ্ন ছাট
তভু বিদ্যা না হৈল কপালে।
কোতোয়াল কাটিতে মাথা কহিলেন মোর পিতা
কত দুঃখ কব পদ-তলে ॥
কি কব দৈবের কথা কোতোয়াল পুণ্যের পিতা
প্রাণ-দান সেই দিল মোরে।
পাঁজি থড়ি থুঙ্গী পুথি পাপিষ্ঠ বেতের বাড়ি (১)
পাইলে ফেলাই সরোবরে ॥
বন-ব্যাসে দুঃখ বিদ্যা মোর বৈমুখ
বন বাস বিদ্যার কারণ।
তুমি মোর ধর্ম্ম-মাতা মরিলে পাইবে ব্যথা
বিনা দোষে করহ তাড়ন ॥

শুনিঞা শিশুর কথা সদয় সারদা মাতা
সকলি দিলেন পরিচয়।
পূর্ব্বে পাঠ পড়াছিলে গুরুরে না দক্ষিণা দিলে
অতএব এই দশা হয় ॥
বৈদেব দেশের রাজা সুখে করে কৃষ্ণ-পূজা
তাহার কুঙরী পঞ্চ জন।

পঞ্চ কুমারীর আশ্রয়ে।

কালিন্দী কিশোরী উমা পাঠ পড়ে পঞ্চ জনা
বিদ্যা-দান করে জনার্দ্দন ॥
হয়্যা তার আজ্ঞাকারী থাকিবে বৎসর চারি
কহিলেন কোকিল-বাহিনী।
সর্ব্ব পাপ বিনাশিবে সর্ব্ব শাস্ত্রে বিদ্যা পাবে
সেব গিয়া পঞ্চ সীমন্তিনী ॥
শুনিয়ে মায়ের কথা কুঙর বিদায় তথা
বৈদেব-মল্লুকে আগমন।
দয়ারাম দাস গান সারদা মাতার নাম
বিরচিল প্রসাদ-নন্দন ॥

(১) যষ্টি।

সারদা মায়ের কথা শুনিয়া কুঙর।
বৈদেব দেশেরে শিশু চলে অতঃপর ॥
কথোক্ষণে গেলা তথা রাজার কুমারী।
কুঙরে জিজ্ঞাসে কিছু ভুবন-সুন্দরী ॥
কি নাম তোমার কহ কোন্ দেশে ঘর।
কহিতে লাগিল কিছু বৈদেশের (১) কুঙর ॥
এমন ভাগ্যবান্ কেহ ভুবনেতে থাকে।
উদরের অন্ন জল দিয়া মোরে রাখে ॥
যে কর্ম্ম করিতে বলে এই কর্ম্ম করি।
ত্রিসন্ধ্যা থাকিব আহ্মি তার আজ্ঞাকারী ॥
শুনিঞা কৌতুক বড় কন্যা পঞ্চ জন।
কুমারে কহেন তারা করিয়া যতন ॥
বড়ই কাঙ্গাল তুমি কথায় দুর্ব্বল।
উদর পূরিয়া মোরা দিব অন্ন জল ॥
মাস মাহিনা পঞ্চ সিকা পরিয় অম্বর।
আমাদের তিন কর্ম্ম করিবে কুঙর ॥
ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দিবে এই ছত্র-শালা।
ধূলা কুট্যা (২) দিবে পাঠ পড়িবার বেলা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া শিশু যুড়ি দুই পাণি।
সেই হৈতে চাকর রাখিল সীমন্তিনী ॥
ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দেই ধূলা কুট্যা রাখে। "ধূলা কুট্যা"।
ধূলাকুট্যা বল্যা তারে সর্ব্ব লোকে ডাকে ॥

এই মতে কথোদিন আছয়ে কুঙর। দেবী-পূজা।
সারদার পূজা হৈল কথো দিনান্তর ॥
শুভ তিথি শ্রীপঞ্চমী সম্বৎসরের পরে।
সাধু লোক পূজে মাকে ষোড়শোপচারে ॥
পূজিল রাজার কন্যা পরম সুন্দরী।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত মৃদঙ্গ মুহুরি ॥
আতপ তণ্ডুল চিনি বিশাশয় ভার।
আতপ রসাল কন্দ যত উপহার ॥

(১) বিদেশীয়।
(২) ধূলা বিছাইয়া তার উপর "কুট্যা" অর্থাৎ খড়ি বা খাগ দ্বারা লেখা হইত।

ঘৃত মধু ধূপ দীপ সুগন্ধী চন্দন।
যোড়শোপচারে মাকে পূজিল ব্রাহ্মণ ॥

"ধূলাকুট্যা"র প্রতি আদেশ।

পাঠ-শালে পূর্ণিত হইল পুষ্প-ঝারা।
জাগরণে ধূলাকুট্যা জেগে থাকে পারা ॥
নৈবেদ্য পূজার বিধি নানা (১) দ্রব্য-জাতে।
নষ্ট হৈলে তোর মাথা কাটিব করাতে ॥
প্রাচীন উপাখ্যান কেবা নাহি জানে।
মহীরাবণের মাথা কাটে পবন-নন্দনে ॥

"ধূলাকুট্যা"র আবদার।

শুনিঞা কন্যার কথা কহেন কুঙর।
কেমনে জাগিব আমি থাকি একেশ্বর ॥
বসিতে পালঙ্ক দেহ পাটের মশারি।
মশাল জ্বালিয়া দেহ জাগিব সুন্দরি ॥

এত শুনি হাসে যত যুবতীর ঘটা।
বামন হৈয়া চান্দ ধরিতে চাহ ধূলাকুট্যা
বিচিলির খাট দিল পুরাণ মশারি।
রত্ন-প্রদীপ জ্বালি দিলেন সুন্দরী ॥
দ্বারেতে কপাট দিয়া পঞ্চ কন্যা গেল।
ধূলাকুট্যা পূজার বাসর জাগ্যা রৈল ॥
রাত্র হৈল দুই প্রহর শুন তার পরে।

নিদ্রা।

যোগ-নিদ্রা কুঙর জাগিতে নাহি পারে ॥
অতেব অঙ্গুলি কাটি কৈল রক্তপাত।
দ্বিগুণ অনল যেন জ্বলে উঠে হাত ॥
জ্বলা ঘা জ্বলনে যেমন তায় দিল নুন।
ঘৃত-পাত্রে হাত যেন নিবন্ধে আগুন ॥
এত বুদ্ধে ধূলাকুটা বস্যাছে বাসরে।
তথাপিহ যোগনিদ্রা জাগিতে না পারে ॥

দেবীর ভোজন।

সেবকের পূজা নিতে দেবী সরস্বতী।
নীলবস্ত্র পরিধান নিশাভাগ রাতি ॥
আনন্দে ভারতী মাতা করেন ভক্ষণ।
শত উপচারে দ্রব্য নানা আয়োজন ॥

---

(১) নানাবিধ।

শঙ্খ-ধ্বনি হুলাহুলি হৈল অকস্মাতে।
নিদ্রা-ভঙ্গে ধূলাকুট্যা পাইল দেখিতে॥
সারদা-চরিত্র দয়ারাম-বিরচিত।
ধন-পুণ্যে বাঢ়ে লোক যেবা শুনে গীত॥
পূর্ব্ব-জন্মে কুঙর পাইল দরশন।
চিনিতে না পারে মাকে ভাবে মনে মন॥
ডাকিনী যোগিনী কিবা আইলে মায়ারূপে।
মনে করে নিবন্ধ ঘটিল আজি মোকে॥
মশানে কাটিবে মোরে রাজার কুমারী।
কি করিব কুথা যাইব কথা হৈল ভারী॥
পালাইতে পথ নাহি কপাট কুলুপ।
দশ দশা পূর্ণ হৈল দময়ন্তী-স্বরূপ॥
মারিব মাগীকে কিবা আপনি সে মরি।
জন্ম হৈলে জগতে যমের অধিকারী॥
বিচিলির দড়ি নিল বান্ধিবার তরে।
ধূলাকুট্যা ধরিল দেবীর দুটি করে॥
কি নাম তোর মাগী কোন্ দেশে ঘর। চোর-ধরা।
দেবতার দ্রব্য খাউ বুকে নাহি ডর॥
দেবতার ঘরে চুরি চোরের রমণী।
পাইবে এহার শাস্তি পুহাইলে রজনী॥

দুটি কর দড় করি বান্ধিল কুঙর।
মারিয়া বেতের বাড়ি বসাইল গোচর॥
খাটের খুরায় বান্ধে ক্ষমা নাহি মানে।
কৃষ্ণকে বান্ধিল যেন যমল-অর্জ্জুনে॥

কান্দিয়া কুঙরে কন কোকিল-বাহিনী।
জন্মিয়া এমন দুঃখ কভু নাঞি জানি॥
বিষ্ণু-প্রিয়া বলে বাছা বর মাগ্যা লেহ। সরস্বতীর অনুনয়।
বন্ধনে পরাণ যায় মোরে ছাড়্যা দেহ॥
সরস্বতী মোর নাম সর্ব্ব লোকে পূজে।
মোর কৃপা হৈলে বৈসে পণ্ডিত-সমাজে॥
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা আদি বরুণ পবনে।
সভে তারা পূজে মোরে নানা আয়োজনে॥

পুজিল রাজার কন্যা নানা উপহার।
অতেব হইল ইচ্ছা বড়ই আমার॥
চোর বল্যা বল বাপু চোর আমি নই।
চোরের বড়ই দায় পূর্ব্ব-কথা কই॥
নন্দালয়ে ননী-চোরা নাম নারায়ণ।
গোপীদের বস্ত্র-চোরা গিরি গোবর্দ্ধন॥ (১)
শুনিতে সে সব কথা সুখ লাগে মনে।
শিলারূপ হৈল প্রভু সতীর বচনে॥
দেবতার কথা সিদ্ধ কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
শ্রীভাগবত দেখ শুক মুনি কহে॥
বন্ধন খুলিয়া বাছা মাগ্যা লেহ বর।
যশোলক্ষ্মী বাঢ়ু তোর যুগ-যুগান্তর॥
বৈকুণ্ঠেতে যাই আমি বিষ্ণু-সন্নিধানে।
বিলম্ব দেখিলে প্রভু দোষ দিবে কেনে॥
জরৎকারু মুনির কথা কেবা নাহি জানে।
ভার্য্যাকে করিল ত্যাগ ভারত পুরাণে॥

ধূলাকুট্যা বলে মাতা কথা হৈল গাঢ়।
এইবার আপনি প্রাণের আশা ছাড়॥
বড় দুঃখ দিলে তুমি দ্বাদশ বৎসর।
উচিত করিব শাস্তি শুন তার পর॥
ষট্ শাস্ত্রে বিদ্যা পাবো সত্য কর সাতে।
সুরভি স্বরূপ যেন শ্রীভাগবতে॥
উঠিবে বসিবে মাতা আমার বচনে।
স্মরণ করিলে দেখা দিবে সেই খানে॥
যেখন যে হয় মনে মাগ্যা লৈহ বর।
এত বলি সরস্বতী করিল উত্তর॥
সত্য করি সাথী কৈল তুলসী সদলে।
শ্রীহরি বলিয়া সে বন্ধন খুল্যা দিলে॥

দেবীর বরদান ও বন্ধন-মোচন।

(১) কৃষ্ণ নন্দালয়ে ননী চুরি করিয়াছিলেন, এবং গিরি গোবর্দ্ধনে গোপীদের বস্ত্র চুরী করিয়া ছিলেন, এই সকল চুরির কথা শুনিয়া আমি সুখী হই।

বৈকুণ্ঠেতে গেলেন মাতা কোকিল-বাহিনী।
পূর্ণ কর‍্যা বল হরি পোহাইল রজনী ॥
এই গীত যেবা শুনে সারদাকে পূজে।
সেই লোক সুখে বৈসে পণ্ডিত-সমাজে ॥
দয়ারাম দাস বলে ক্ষম দেবী সরস্বতী।
দুঃখ দূর কর মাতা কুজ্ঞান কুমতি ॥

রজনী প্রভাতে পাঁজী পুথি হাতে
পড়িতে আইল উমা।
না জানি প্রমাদ দেবীর প্রসাদ
বাটিয়া দিলেন রামা ॥
বিছাইয়া ধূলা বসিল বিমলা
ব্রাহ্মণে মাঁগেন খড়ি।

* * * * * * *

বসি পঞ্চ জন করিল পঠন
শ্রীমুখ জিনিয়া ভানু ॥
নানা রত্ন মণি পরে সীমন্তিনী
সভে স্বর্ণ অলঙ্কার।
সত্য করি ধনী সেই দ্বিজমণি
শ্রীঅঙ্গে বস্ত্র দিল তার ॥
ইথায় না হবে বিদেশ বিদ্যা পাবে
বিহরিবে পঞ্চ জনে।
পঞ্চ রমণী চলে সীমন্তিনী
সত্য কর‍্যা তার সনে ॥

গুরু-বাক্য শুনি ভাবে সীমন্তিনী
বিষম হইল কথা।
কলঙ্কের ডালি কুলে দিলাম কালী
কি বলিবে মাতা পিতা ॥
নারী-কুলে জন্ম লিখিয়াছে কর্ম্ম
নিবাস পরের ঘরে।
কৈলাম অঙ্গীকার কথা নাহি আর
কোকিল-বাহিনীর বরে ॥
দেবী সরস্বতী দেবী দিব্যগতি
পূর্ণহ করিব কাম।
এ পদ-পঙ্কজে বন্দিলাম রজে
রঙ্গে রচে দয়ারাম ॥

ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত।

লজ্জিল কন্যার মন কে করিবে মানা।
কাঞ্চনে কাঞ্চন মিশ্যা গেল কাচা সোণা॥
কবুল করিল কন্যা যাব সন্ধ্যাকালে।
পক্ষরাজ তরণী প্রস্তুত কর জলে॥
জানিল কন্যার মন কোকিল-বাহিনী।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া পাণ দিলেন আপনি॥

বিদেশে গমনোদ্যোগ।

মাণিক্য-খচিত ডিঙ্গা করিবে নির্ম্মাণ।
পবনেতে উড়ে যেন পক্ষের সমান॥
বিশ্বকর্ম্মা এত শুনি অপরাহ্ণ বেলা।
উপনীত হৈল কন্যার ছত্রশালা॥
বিশ্বকর্ম্মা গঠেন তবে বিচিত্র তরণী।
মায়া-নদী করিলেন কোকিল-বাহিনী॥
তরণী বান্ধিয়া কূলে গেলেন ব্রাহ্মণ।
কন্যার কথন কিছু শুন সর্ব্বজন॥

হীরামুখী কেরুয়াল (১) হীরাবান্ধ্যা তরী।
দেখিয়া হরষ বড় রাজার কুমারী॥
সারদার মায়া যত শুন সর্ব্বজন।
তরণী বান্ধিয়া কূলে গেলেন ব্রাহ্মণ॥
শুভ ক্ষণে যাত্রা ধনী শুন তার কথা।
মনোমত মধুকর (২) মিলাইল বিধাতা॥
মাতা পিতা বন্দিবেকগো হয়্যা প্রদক্ষিণ।
সাবধানে সুন্দরী আসিবে পঞ্চ জন॥
ধন কড়ি আনিবে কিছু পথের সম্বল।
রাত্রি হৈলে নৌকা-ঘাটে আসিবে সকল॥

"ধূলাকুট্যা"র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ।

সত্য কর‍্যা সীমন্তিনী সভে গেল ঘরে।
ধূলাকুট্যা এ সব শুনিল অতঃপরে॥

বিপ্রের বচনে কন্যা করেন বিচার।
কন্যা ছাড়্যা গেলে মোরে কে পুষিবে আর॥
সরস্বতী বল্যা শিশু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রসাদ ভজেন দেবী কৃষ্ণের মন্দিরে॥

---

(১) কেরুয়াল=বৈঠা। বৈঠার অগ্রভাগ হীরা দিয়া বাঁধান।
(২) মধুকর=নৌকা।

শ্রুতিমাত্রে সরস্বতী উঠিল সাক্ষাতে।
গোবিন্দ-বিজয় যেন ধ্রুবের বিদিতে॥
কর যুড়ি কুঙর কন্যার কথা কয়।
মরমে নাহিক কায ভাঙ্গিলেহ সয়॥
সেইরূপে যাবে দিন যুবতী সকল।
জনার্দ্দন দ্বিজ দিছে তুলসী গঙ্গাজল॥
সরস্বতী বলে বাছা শুন তার কথা।
সেই পঞ্চ বিধুমুখী তোমার বনিতা॥
কালি বিভা করাইব বর-পুত্র তুমি।
বিভা দিয়া বিষ্ণু-সন্নিধানে যাব আমি॥
ভুলাইয়াছিল দ্বিজ ভুবন-সুন্দরী।
কালি দেখ বাছা তার কি না দশা করি॥
জনার্দ্দন দ্বিজের জনক দামোদর।
কহিতে লাগিল তারে দেবীর কিঙ্কর॥

দামোদরকে অবস্থা-জ্ঞাপন।

রাজকন্যা লৈয়া যাবে তোমার নন্দন।
কুলেতে কলঙ্ক দ্বিজ দিল জনার্দ্দন॥
শুন্যাছি কন্যার সনে করিতে বিচার।
কুলেতে কলঙ্ক যে রাখিল এইবার॥
হরিহর যুদ্ধে হৈল এমন সমর। (১)
জান্যা শুন্যা কায কর শুন দ্বিজবর॥

উপদেশ কয়্যা গেল দেবীর কিঙ্কর।
সেই সব কথা শুনি কোপে দ্বিজবর॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর॥
বাড়ীকে আসুক বেটা করিব তাড়ন।
নাম যশঃ ডুবাইল কুলের ভাজন॥
চিন্তিত হইয়া বড় বসিল ব্রাহ্মণ।
হেন কালে বাড়ীতে আইল জনার্দ্দন॥
জনকে কহিল যাবো দক্ষিণা মাঁগিতে।
পিতৃ-শ্রাদ্ধ হইয়াছে সাধুর বাড়ীতে॥

(১) কন্যাদের সহিত জনার্দ্দনের এমন বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গেছে যেন হরিহরের যুদ্ধ।

আসিতে বিলম্ব হবে বিদেশের কথা।
অতএব বিদায় হইয়া যাই মাতা পিতা॥
পুত্রের বচনে দ্বিজ না দিল বারতা।
মনেতে পড়িয়া গেল ধূলাকুট্যার কথা॥

বিস্থা হৈল দ্বিজ বলে বৃদ্ধ লোক আমি।
বিষ্ণু-পূজা সদাই করিয়া যাহ তুমি॥
পিতার বচনে দ্বিজ পূজে নারায়ণে।
কপাটে কুলুপ দিয়া রাখে জনার্দ্দনে॥
দ্বারেতে বসিয়া দ্বিজ করেন ভৎর্সন।
কুলের ভাজন বেটা বলেন ব্রাহ্মণ॥
সারদার মায়া যত শুন সর্ব্বজন।
এইরূপে বন্দী হৈল দ্বিজ জনার্দ্দন॥

কপাটে কুলুপ-প্রদান।

মা বাপে কহিয়া গেল রাজার কুমারী।
সরস্বতী-পূজা আমি রহিব শর্ব্বরী॥
ধন কড়ি বিস্তর লইল রূপবতী।
নৌকা-ঘাটে উপনীত নিশাভাগ রাতি॥
সরস্বতী সেবকে কহেন বিবরণ।
যেইরূপে দাণ্ডায়াছে কন্যা পঞ্চ জন॥
তোমার কারণে আমি করিলাম এত।
এক রাত্রে লৈয়া যাব ছমাসের পথ॥

দেবী ভারতীর উপদেশ।

বিংশতি বৎসর দুঃখ পাইলে বনবাসে।
বসাইব রাজ-পাটে বিভা দিব শেষে॥
পিতাপুত্রে পরিচয় করাইব চল।
কন্যা জিজ্ঞাসিলে তুমি কিছু নাহি বোলো

কথাএ জানিলে ধনী যাবে নাহি আর।
ধূলাকুট্যা বলে মাতা মহিমা তোমার॥
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি বিসরে রজনী।
কর্ণধার হইলেন কোকিল-বাহিনী॥

কুমারকে জনার্দ্দন-ভ্রমে কাণ্ডারি-পদে বরণ।

ধন কড়ি ধূলাকুট্যা তরণীতে তুলি।
কথাএ জানিলে ধনী যাবে হেন বলি॥
একে একে ইঙ্গিতে নৌকায় আনে তুল্যা।
সরস্বতী বলে বাছা যাবে এহা বল্যা॥
জনার্দ্দন দ্বিজ বল্যা রাজার দুহিতা।
প্রণাম করিল তারে নোঁঞাইয়া মাথা॥
ধূলাকুট্যা হাসে তথা হেরিয়া যুবতী।
কামিনী কেমনে যাবে অন্ধকার রাতি॥
কালিন্দী কিশোরী উমা রাজার কুমারী।
পাত্রের বেটির নাম বিশাখাসুন্দরী॥
পঞ্চ কন্যা কুঙর পঞ্চাশ রাজার ধন।
পক্ষরাজ-তরণীতে কৈল আরোহণ॥
সুবাহু-রাজার দেশ যাব এক রাতি।
দয়ারাম দাসে ক্ষম (১) দেবী সরস্বতী॥

গঙ্গাকে দিলেন পাণ দেবী সরস্বতী।
সুরেশ্বর দেশে যাব সেবকের প্রতি॥
সুবাহু-রাজার বেটা নামে লক্ষধর।
আজি রাত্রে লৈয়া যাব নৌকার উপর॥
পবনে উড়িয়া যায় পক্ষরাজ তরী।
কন্যারে সন্দেহ কিছু মনে চিন্তা করি॥
যে আজ্ঞা বলিয়া গঙ্গা সারদারে কয়।
ছমাসের পথ আর মুহূর্ত্তেকে লয়॥
দেবতাকে অসাধ্য আছএ কোন কথা।
মায়া-নদী তখনি করিল গঙ্গা মাতা॥
হাতে দণ্ড নিল দেবী হরি হরি বল্যা।
অঙ্গ বঙ্গ তখনি তরণী গেল চল্যা॥
পঞ্চ কন্যা কুঙর পঞ্চাশ রাজার ধন।
পক্ষরাজ তরণীতে চলিল পবন॥
সৌড় (২) গায় ধূলাকুট্যা সারদা কাণ্ডারী।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে ভুবন-সুন্দরী॥

(১) ক্ষমা কর। (২) সারি।

ছয় মাসের পথ গেল দণ্ড ছয় সাতে।
পূর্ণ কর‍্যা বল হরি রজনী-প্রভাতে॥

কূলেতে বান্ধিয়া তরী বসিল কুঙর।
চায়্যা চায়্যা পঞ্চ কন্যা ভাবে অতঃপর॥
বিমলা বলেন দিদি বিধির লিখন।
গঙ্গাজলে মেটিলে কি না যায় মেটন॥ (১)
পূর্ব্বের লিখন ছিল নফর হৈল পতি।
ধূলাকুট্যা হৈয়া ধনী রাখিল খেয়াতি॥
প্রতি দিনের খোটা তবে প্রাণে হৈল ডর।
পুরুষের ঘর যেন পক্ষীর পিঞ্জর॥
বিমলা বলেন জলে ঝাঁপ দিয়া মরি।
জনার্দ্দন দ্বিজ হৈল মো-সভার বৈরী॥
কিশোরী বলেন তার নাম ধর কেন।
পীরিতে বান্ধিয়া দ্বিজ বধিল জীবন॥
জনম-দুঃখিনী মোরা জানকীর মত।
যুবতীর হত্যা যে করিল এত॥

কুমারীদের বিলাপ।

কন্যার করুণা শুনি কোকিল-বাহিনী।
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে বিষ্ণুর ঘরণী॥
মুছিল নয়ন-বারি নেতের বসনে।
বিধুমুখী বসিয়া বুঝায় কন্যাগণে॥
বিদর্ভ-নগরে রাজা বিষ্ণুক্ষর ভূপে।
রুক্মিণীর বিভা দেখ হৈল যেই রূপে॥
সাবিত্রী শঙ্করী স্বামীর আজ্ঞাকারী।
রাখালে ভজিল রাই রাজার কুমারী॥
পুরুষ পরশ-মণি ইথে নাহি দোষ।
কুঙরে কামিনী কেনে করিলে বিরোষ॥
কপালের লেখা ধনী লেখাছে বিধাতা।
ভাল হৈলে সীমন্তিনী তুমি কেনে হেথা॥
নফর বলিয়া লজ্জা কর রূপবতী।
রাধিকারে কান্ধে কৈল কেন তার পতি॥

সরস্বতীর বৃদ্ধা-ব্রাহ্মণীর বেশে সান্ত্বনা-দান

---

(১) গঙ্গাজল দ্বারা ধৌত করিলেও (মেটিলে) প্রক্ষালন (মেটন) হয় না।

বর-পুত্র ধুলাকুট্যা বধূ হৈলে তুমি।
অতেব এ সব কথা কহিলাম আমি॥
শাশুড়ীর কথা মানে সুজনের ঝী।
সকলের কথা আমি কুথাকার কি॥

এই কথা সীমন্তিনী সারদা সাক্ষাতে।
পাখালিলেন পাদ-পদ্ম করিলেন মাথে॥
করে ধর্য়া আশীর্ব্বাদ করেন আপনি।
সাবিত্রী-সমান হবে স্বামী-সোহাগিনী॥
প্রণাম করিয়া ধনী সারদার পায়।
রাজনীতি রাজভোগ কুঙরে যোগায়॥
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুগন্ধি-চন্দন।
ভাঙ্গিয়া পানের খিলি যোগায় তখন॥
এই মতে আছে ধনী নৌকার উপর।
কুঙর কখন কিছু না কৈল উত্তর॥

কর যুড়ি কহে কিছু রাজার কুমারী।
কি দোষে করহ মোরে কপট চাতুরী॥
পূর্ব্বের লিখন ছিল শুন প্রাণনাথ।
অতএব হৈলে পতি বিধাতার হাত॥
আমার মন্দির তুল মহলের মত।
নৌকার উপরে নিশি গুঞাইব কত॥
আঠুভরা (১) বস্ত্র দিবে পেটভরা ভাত।
জানকীরে যেমন পুষিল রঘুনাথ॥
রাজার কুমারী মোরা রূপে কলানিধি।
দুঃখিনীর দিব্য তোরে দয়া ছাড় যদি॥
বসিয়া কি যাবে দিন দেখ কারবার।
যেই রূপে বাড়িবে জগৎ-সংসার॥

রাজকুমারীর গৃহ-প্রার্থনা।

কুঙর বলেন শুন রাজার কুমারী।
মহল তুলিতে বল মোরে বড় ভারি॥
কি কর্ম্ম করিতে বল কিছুই না জানি।
আজ্ঞা কর ধনি কিছু ধূলা কুট্যা আনি॥

কুমারের অসমর্থতা।

(১) হাটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দিব আর ছত্র-শালা।
ধূলা কুট্যা দিব পাঠ পড়িবার বেলা॥
এই কর্ম্ম বিনে আমি অন্য নাহি জানি।
অন্য লোকের উপহাস কেন কর ধনি॥
মহতের বেটী বট শুন সীমন্তিনি।
আমি কি তোমার যোগ্য আপনি সে জানি॥
তবে যদি মহল তুলিতে বল তুমি।
আগেত মাহিনা দেহ আজ্ঞাকারী আমি॥
শুনিঞা সুখাল্য (২) মুখ বলে সীমন্তিনী।
কুঙরে তর্জ্জন করে কোকিল-বাহিনী॥
কেন রে রাজার বেটা বল কুবচন।
কালি তোরে দিব চল বিচিত্র ভুবন॥

সরস্বতী-কর্ত্তৃক আশ্বাস-দান।

ধূলাকুট্যা নাম বোল্যা দুঃখ ভাব মনে।
রাধাকে কানাঞি কান্ধে কর‍্যাছিল কেনে॥
আমার সেবক আছে যে বড়।
আনন্দে করহ ঘর অভিমান ছাড়॥
সারদা-চরিত্র কথা রচে দয়ারাম।
বসবাস কাশীযোড়া কিশোরচক গ্রাম॥

সারদা মায়ের কথা শুনিঞা কুঙর তথা
তেজিল সকল বিবরণে।
সেবকে কহিয়া সরস্বতী মহামায়া
গেলেন সাধুর সন্নিধানে॥
বিজয় দত্তের নাতি ব্রাহ্মণে করেন ভক্তি
বসিতে দিলেন জল-পিড়ি।
যুড়িয়া যুগল-কর জিজ্ঞাসিল তার পর
কি কারণে আইলে মোর বাড়ী॥

সাধুর নিকট দেবীর গৃহ-প্রার্থনা।

শুনিঞা সাধুর কথা কহেন সারদা মাতা
শুন বাছা বিধির ঘটন।
বৈদেব দেশের ভূপে বিধি বিড়ম্বিল তাকে
বিংশতি বৎসর গেল বন॥

(২) শুকাইল।

তথা করি বনবাস আইল তোমার পাশ
তুমি সাধু গুণের সাগর।
উত্তর আওবাস খান আজি মোরে দেহ দান
দিন দশ থাকিব সদাগর॥

যে আজ্ঞা বলিয়া সাধু আন গিয়া পুত্র-বধূ
এ বলিয়া করিল উত্তর।
আজি মোর প্রসন্ন রাজা ব্রাহ্মণে করেন পূজা
প্রধান পুরুষ পরম্পর॥
আশীর্ব্বাদ করি তথা পুত্র-বধূ আনে মাতা
শুভ ক্ষণে সারদা জননী।
তরণীর ধন যত বল দশ গড়ে কত
বহিছেন বিষ্ণুর ঘরণী॥
সাধুর স্থবর্ণ-পুরী সুখে পঞ্চ বিদ্যাধরী
শশিমুখী রাজার কুমারী।
সারদা মায়ের সঙ্গে হাসিতে খেলিতে রঙ্গে
রহিলেন মাস তিন চারি॥

সাধুর গৃহে তিন চারি মাস।

কাশীযোড়া মহাস্থান মহারাজা পুণ্যবান্
ধন্য সে ধার্ম্মিক যশোধাম।
ইহ তার প্রতিষ্টিত দয়ারাম রচে গীত
সারদা-চরিত্র-উপাখ্যান॥

এই রূপে আছে ধনী সাধুর মন্দিরে।
সুবাহু রাজার কথা শুন তার পরে॥
যত দিন গেলেন কুঙর বনবাস।
সেই হৈতে অন্ন জল সকলি নৈরাশ॥
মল্লুকে মনুষ্য নাই অরণ্য সকল।
অন্ন বিনে অস্থিসার নন্দন দুর্ব্বল॥
মাল মাত্তা উড়াইল মৈল হাতী ঘোড়া।
শ্রীবৎস রাজার রূপ পালাল্য মৎস্য পোড়া॥
রাজার প্রধান ঘোড়া নামে পক্ষরাজ।
মুহূর্ত্তেকে জিনিতে পারে দেবের সমাজ॥

"ধুলাকুট্যা"র পক্ষরাজ অশ্ব-ক্রয়।

বাতেতে বিস্তর দিন পড়্যাছিল সেই।
সভে মাত্র নৃপতির সন্তবনা (১) এই ॥
বাজারে ফিরায় ঘোড়া বেচিবার তরে।
ধূলাকুট্যা কুণ্ডর দেখিয়া গেল তারে ॥

সারদা-চরণে গিয়া করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন সরস্বতী ॥
তোমার এ বৃদ্ধ ঘোড়া বেচিবে কি শুনি।
উচিত করহ মূল্য কিন্যা লব আমি ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কৈল অঙ্গীকার।
আজির খরচ দেহ উচিত তোমার ॥
মূল্য হৈল দশ আনা দিল এক টাকা।
ভূপতির ভাগের নাহিক লেখা যোখা ॥
বৃদ্ধ ঘোড়া বাতের পীড়া পীঠে দিতে হাত।
দেবীর কৃপায় তার না রৈল বাত ॥
ধূলাকুট্যা কুণ্ডর চড়িল তার পীঠে।
পক্ষরাজ ঘোড়া যেন পবনেতে ছুটে ॥

তীর্থ-ভ্রমণ।

সরস্বতী বলে শুন তুরঙ্গ-নন্দন।
কুণ্ডরে চৌরাশী তীর্থ করাহ দর্শন ॥
জগতে তোমার নাম যেন পুরস্কার (২)।
এবার জানিব গতি মহিমা তোমার ॥
মুহূর্ত্তেকে এখনে আসিব মোর কাছে।
এত শুনি গাজি (৩) অশ্ব উঠিল আকাশে
প্রথমে প্রণাম করে যমুনা-পুলিনে।
বংশীবট বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শ্রীরাসমণ্ডলী।
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছা করে যেই পদ-ধূলি ॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম কানাই-পদদ্বন্দ্ব।
গগন-মণ্ডলে ভেটে গয়ার গোবিন্দ ॥
নীলাচলে নীলমণি নবদ্বীপে গোরা।
প্রয়াগ বন্দিয়া ঘোড়া গেল হরিদ্বারা ॥

(১) সন্তবনা = সম্পত্তি। যথা, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে শিবপ্রসঙ্গে—"সন্তবনা কেবল বলদ।"

(২) যেন পুরস্কার = যেরূপ প্রশংসা। (৩) গাজি = গর্জ্জন করিয়া।

দ্বারিকায়ে দণ্ডবৎ গয়ার ঠাকুরে।
করাইল চৌরাশী তীর্থ রাজার কুঙরে ॥
দণ্ডমাত্রে আইল ঘোড়া দেবী-পদতলে।
ধরণীর লোক দেখ্যা ধন্য ধন্য বলে ॥
চলিতে যে ঘোড়া নাহি ছিল সম্ভাবনা।
সারদার মায়া যত শুন সর্ব্ব জনা ॥
সুবাহু নৃপতি বলে শুন গো ব্রাহ্মণী।
বরপুত্র লৈয়া রাজ্য করহ আপনি ॥
সেবকে তণ্ডুল দেহ সকল তোমার।
আজি হৈতে ছাড়িলাম সকল অধিকার ॥
ব্রাহ্মণী মনুষ্য নহে জানিল ভূপতি।
হাসিয়া উত্তর কৈল দেবী সরস্বতী ॥

রাজ্য-পত্তন।

এত কেনে ওরে রাজা হয়েছ দুর্ব্বল।
আমারে যে রাজ্য দেহ ফুরাল সকল ॥
যাহাতে রাজত্ব নাই অরাজত্ব জমি।
সেই গ্রাম আমারেই ইজারা দেহ তুমি ॥
অধিকার নিয়া দিলেন দ্বিজবর।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দেবী দিল রাজ-কর ॥
বেরুণ্যা (১) কাটেন বন বসাইল প্রজা।
রাজ্যের পালন যেন করে রাম রাজা ॥
তিন বৎসরের কৃষি নাহি রাজ-কর।
বন কাট্যা বেরুণ্যা যে বসাল্য নগর ॥
সকলি করিতে পারে দেবী সরস্বতী।
সেবকের যশঃ হৈল জগতে খেয়াতি ॥
দয়ারাম দাস মাগে চরণের ছায়া।
ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা রাজারে কৈল দয়া ॥

(১) বেরুণ্যা = এড়ণ্ড

রাধাকৃষ্ণ দাসের গোসানী-মঙ্গল।

কবির নিবাস রঙ্গপুর জেলাধীন সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বাগদুয়ার পরগণায় ঝাড়বিশিনা গ্রামে। ১১০৬ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি কুচবিহারে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন; এবং তথাকার রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুথি শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের আবিষ্কৃত।

গোসানী বা কান্তেশ্বরীর স্থান আবিষ্কার।

রাজা কহে শুন জানি আমার বচন।
নারী-সঙ্গে পঞ্চ গব্য আন এহি ক্ষণ॥
পরম বৈষ্ণব তুমি ব্রাহ্মণ-শরীর।
কে তোকে চণ্ডাল কহে ভ্রান্ত সেই স্থির॥
স্নান করিয়া জল আনহ পূজার।
সমর্পিল তোক সব পুষ্পের ভাণ্ডার॥
সেহি ক্ষণে স্নান করি পুষ্প আনি দিল।
পুষ্পতোলা দেউড়ি বলি তার নাম থুইল॥

রাজাগুরু করে পূজা গোসার চরণ।
মৈথিল ব্রাহ্মণ হয়া পূজে সাবধান॥
ছাগল মহিষ বলি কাটিল বিস্তর।
তুষ্ট হয়া গোসানী রাজাক দিল বর॥
কান্তেশ্বর রাজা হইল তাহার ঈশ্বরী।
এই হেতু গোসানীর নাম কান্তেশ্বরী॥
নানা বাদ্য কোলাহল করে হুরাহুরি।
গান নৃত্য করে কত বন্দুক গরগরি॥
আনন্দে বাঁদাই করি পূজা সমর্পিল।
মস্তক নামিয়া রাজা নির্ম্মাল্য লইল॥

কান্তেশ্বরী-নাম দান।

এহি মতে গোসানী হইল স্থাপন।
নানাদেশী লোক আসি করে দরশন॥
কার্ত্তিক বৈশাখ মাসে গোসানীর মেলা হয়।
মানসী পূজাএ তার বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥

পূজার ব্যবস্থা।

পূজা-অবসানে গৃহে উপশন।
লোকজন সবে গেল আপনা-ভুবন ॥
বনমালা ঘরে রাজা আনন্দে বিহ্বলে।
ভুণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গলে ॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্নান দান কৈল।
অতিথ ব্রাহ্মণ তুষি ভোজন করিল ॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা দক্ষিণে গমন।
ঘোড়াঘাট রঙ্গপুরে যায়া হইল উপশন ॥
পূর্ব্বে বিরাট-রাজা ঘোড়াঘাটে ছিল।
অশ্ব-গোপাল যাতে পাণ্ডবে করিল ॥
সে রাজ্য দখল করিল পূর্ব্বদিগে ধায়।
পাঙ্গা নামে সেই গ্রামে উত্তরিল তায়॥

*   *   *   *

রাজশূন্য পাঙ্গাবাসীর সে রাজা হইল।
ভালুকের ছাও রাজা জঙ্গলে দেখিল ॥
রাজা কহে এই বন সবে ঘিরি যাহ।
এক গোটা ধরি দেও ভাল্লুকের ছাও ॥

ভল্লুকের ছা।

চারিদিগে পোড়ে বন মধ্যে নাহি পোড়ে।
দেখিয়া বিস্ময় হইল রাজা কান্তেশ্বরে ॥
অগ্নি নিবাইল জলে বন বিচারিল।
সুবর্ণ-বরণ এক শিবলিঙ্গ পাইল ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক মৃগ না পাইল বনে।
স্তব কৈল রাজা তবে বেলী-অবসানে ॥
গ্রামের মধ্যে আছে এক ছিরাম পোদ্দার।
সেই সে আনিঞা দিল খাবার সম্ভার ॥
ভোজন করিয়া রাজা শুইয়া নিদ্রা যায়।
শিয়রে বসিয়া শিব স্বপ্ন করায় ॥

শিবলিঙ্গ আবিষ্কার।

শুন কান্তেশ্বর রাজা আমার বচন।
এহি বনে থাকি আমি কোটেশ্বর নাম ॥
ভগদত্ত-স্থাপিত আমি কহিল তোমায়।
যশ পাইবা রাজা পূজহ আমায় ॥

বেলী-অবসানে রাজা পরবাস-বনে।
সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী কহিল স্বপনে॥
শুন রাজা কান্তেশ্বর আমার বচন।
ভগদত্ত-স্থাপিত বনে আছি দুই জন॥
সিদ্ধেশ্বরী বাণেশ্বরী এই দুই নাম।
কান্তেশ্বরী কোটেশ্বর নাম অনুপাম॥
একই শরীর রাজা জানিবা নিশ্চয়।
করহ আমার পূজা পাইবা অভয়॥

স্বপন করি সিদ্ধেশ্বরী হইল অন্তর্ধান।
প্রভাতে জাগিল রাজা যত লোক জন॥
বন বিচারিয়া পায় দেব বাণেশ্বর।
সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর দুইটি কুমার॥
সিদ্ধে বিধ্য দুই নাম বাণেশ্বর-সুত।
দেখি কান্তেশ্বর রাজা মানে অদ্‌ভুত॥
ছিরাম পোদ্দার আনি মঠ বান্ধাইল।
দুই মঠ বান্ধিল তাতে পূজা আরম্ভিল॥

*   *   *   *

এই মতে বাণেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী হইল।
প্রণাম করিয়া রাজা সসৈন্যে চলিল॥

*   *   *   *

রাজ-আজ্ঞা পায়া বন তুরিত ঘিরিল।
পলাইল গাভীগণ দেখা না পাইল॥
চমৎকার হইল রাজা গাভী না পাইয়া।
তবে ত রহিল তথা ছাউনি করিয়া॥
স্বপনে কহিল রাজা শুন কান্তেশ্বর।
ধর্ম্মপাল নামে এক বসাও নগর॥
আমি ধর্ম্মদেব রাজা আছি এই বনে।
সর্ব্বদাই থাকি আমি গাভীর বাথানে॥

*   *   *   *

বৃষ না পাইয়া রাজা পাইলেন ত্রাস।
বেলী-অবসানে তথা হইল প্রবাস॥
স্বপন করিল রাজাক কর অবধান।
ভগদত্ত পূজে মোকে জল্পেশ্বর নাম॥

করহ আমার পূজা রাজা কান্তেশ্বর।
তোর ঘোষণা থাকিবে সংসার-ভিতর॥
এতেক বলিয়া শিব হইল অন্তর্দ্ধান।
প্রভাত হইল রাজা পাইল চেতন॥
সসৈন্য বিচারিয়া বন পাইল লিঙ্গ।
আচম্বিতে দেখে তথা দেবরাজ ভঙ্গ॥
ছিরাম পোদ্দারক ডাকি মঠ বান্ধাইল।
ব্রাহ্মণ আনিঞা শিবলিঙ্গ পূজা কৈল॥
জল্লেশ্বর বুলি (১) রাজা রাখে তার নাম।
ভূমিত পড়িয়া রাজা করিল প্রণাম॥
এই মতে বনে বনে ফিরেন রাজন।
কোটেশ্বর-নিকটে রাজা আছে পঞ্চ দিন॥
বাণেশ্বর দুই দিন ছিল পরবেশে।
ধর্ম্মপালে এক দিন গাভী অভিলাষে॥
জল্লেশ্বরে মহারাজা ছিল একদিন।
বনে বনে ফিরিছিল এই নব দিন॥
রাজা বলে শুন শশী আমার বচন।
সসৈন্য চলহ যাই আপন-ভবন॥
কান্তেশ্বর আইল গৃহে সৈন্যের কোলাহল।
ভূণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল॥ (২)

সমসের গাজির গান।

(সমসের গাজি নামা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।)

এই পুথি আকারে বৃহৎ,—প্রায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত হইবে। এক সময়ে এই পুথি ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। সমসের গাজি ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ কৃষ্ণ-মাণিক্যের সমকালিক। বিশেষ

(১) বুলি = বুলিয়া = বলিয়া।

(২) কামতা-বিহারের ক্ষত্রাখ্য রাজা নীলধ্বজের পূর্ব্বনাম কান্তেশ্বর। পূর্ব্বোক্ত দেব-স্থানগুলি কুচবিহার, জলপাইগুড়ী এবং রঙ্গপুর জেলার মধ্যে এক্ষণে অবস্থিত। এগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ীর জল্লেশ্বর এবং কুচবিহারের গোসানী-বারীর গোসানী বা কান্তেশ্বরী সমধিক প্রসিদ্ধ।

বিবরণ সংযুক্ত History of Bengali Language & Literature পুস্তকের ৭৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পুথি খানি এখন না পাওয়ায়, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিহাসে উদ্ধৃত অংশটুকু মাত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

তবে গাজি যে সবারে দিল নাখেরাজ।
পাকড়ি আনিল রাজা লইতে খেরাজ॥
সকলে মিনতি করে মহারাজ-আগে।
মহারাজ দোহাই দিয়া ক্ষমা-বর মাগে॥
তছুদ্দক খাই মোরা ফকীর খোনার।
ভট্ট ব্রাহ্মণ মোরা পেসা নাই আর॥
মহারাজা বলে তোরে কে দিল নিষ্কর।
বলে দিছে হেন রজক সমসের॥
এক পুরিয়া জমিদার দিল আমরারে (১)।
পোস্তা পোস্তি হই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হইল সুলজ্জিত।
পাত্রগণ বুঝাইল রাজার বিদিত॥
রায়ত হইয়া কর্ত্তা দিয়াছে নিষ্কর।
আপনি লইলে কর লজ্জা বহুতর॥
তবে মহারাজ বহাল করিল সবারে।
খয়রাত নিষ্কর মিনা আর দেবোত্তরে॥

চন্দ্রকান্ত।

"চন্দ্রকান্ত" এক সময়ে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পঠিত হইত। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক প্রায় বিদ্যাসুন্দরের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিল। ইহার প্রণেতা বৈদ্যবংশোদ্ভব গৌরীকান্ত দাস, গ্রন্থকারের নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত সুতানটী গ্রামে। গৌরীকান্তের পিতার নাম মাণিকরাম দাস। কবি দেবীচরণ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে বা উপদেশে এই পুস্তক শেষ করেন। চন্দ্রকান্ত নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে গুজরাটে যান, তথায় কোন নৃপতির কন্যার রূপে মুগ্ধ

(১) আমাদিগকে।

হইয়া রমণী-বেশে রাজপুরীতে বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী পুরুষের ছদ্মবেশে যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। এই কাব্যের ভাষা সহজ ও সুন্দর; রূপ-বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে গৌরীকান্ত ভারতচন্দ্রকে নকল করিয়াছেন। তাঁহার রাশি-অনুযায়ী নাম গৌরীকান্ত; চলিত নাম কালিকাপ্রসাদ দাস। ইনি প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইহার গদ্য রচনার নমুনা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬৬২-৬৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিহরের স্তোত্র।

মহাপ্রভু হরিহর মুক্ত প্রেমানন্দ।
বন্দ সেই পাদপদ্ম-সুধা-মকরন্দ॥
নীল-শ্বেত-পদ্ম যেন রক্ত-অরবিন্দ।
মধু-লোভে ধায় অলি পরম আনন্দ॥
পদ-দ্বয়ে শোভা করে শরতের শশী।
যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র ধেয়ায় দিবা নিশি॥
পরিধান পীতাম্বর অর্দ্ধ বাঘাম্বর।
বেশ ভূষা অর্দ্ধ অঙ্গে অর্দ্ধে ফণীধর॥
শঙ্খ চক্র ডম্বুরাদি চতুর্ভুজ-ধারী।
দীনবন্ধু জগন্নাথ ত্রিপুরান্তকারী॥
বনমালা-কৌস্তভাদি-মণি-বিরাজিত।
অস্থিমালা শোভে তাহে রুদ্রাক্ষ-সহিত॥
নীলকান্ত অয়স্কান্ত যুক্ত এক অঙ্গে।
রসকল্প জ্বালা (?) যেন প্রেমের তরঙ্গে॥
ললাটে চন্দ্রমা সহ কস্তূরি-উদয়।
নয়নে আনন্দে সুধা-প্রেমের আলয়॥
কোটি ইন্দীবর মাঝে শ্রীমুখ বাখানি।
তুলনা দিবার নয় উপমা কি জানি॥
কিরীট কুণ্ডল অর্দ্ধ চিকুর মুকুট।
ত্রিলোচন অর্দ্ধ চন্দ্র অর্দ্ধ জটাজূট॥
মনোহর মধুর মূর্ত্তি পুলকে পূর্ণিত।
বাঞ্ছাকল্পতরু ব্রহ্ম জগতে বিদিত॥

চন্দ্রকান্তের গুজরাটে প্রবেশ।

দেখি মনোহর গুজরাট পুর
ভাবে সাধুর কুমার।
ধন্য এ নগর কি সুখ প্রজার
ধন্য ধন্য নৃপবর॥
চন্দ্রকান্ত এসে রাজার আবাসে
সমাচার জানাইল।
মন্ত্রী ছিল পাশ করিতে সম্ভাষ
আগে তারে পাঠাইল॥
মন্ত্রী আগে গিয়া সাধুরে লইয়া
চলিল রাজার কাছে।
সওদাগর ডালি লইয়া সকলি
যোগাইলা পাছে পাছে॥

সাধু-সুত গিএ প্রণাম জানাএ
বসিল রাজার পাশে।
জিজ্ঞাসে রাজন সাধুর নন্দন
কোথা তোমার নিবাসে॥
বীরভূমে বাস বাণিজ্যের আশ
আসিয়াছি মহাশয়।
সব বিবরণ শুনিবে রাজন
বৈদ্য গৌরীকান্ত কয়॥

রাজ-সভায়।

শুন ওহে ভূপ করি নিবেদন।
বাণিজ্য করিব আমি সাধুর নন্দন॥
গন্ধবণিক জাতি মল্লভূম নিবসতি
চন্দ্রকান্ত রায় মোর নাম।
সাত ডিঙ্গা সাজাইএ বদল সামগ্রী লয়ে
আসিয়াছি ছাড়ি নিজ-ধাম॥
এনেছি যে দ্রব্য সব বদল করিয়া লব
দেহ যদি থাকি এই স্থানে।
রাজা বলে যত চাবে সকলি বদল পাবে
যদি থাক মোর সন্নিধানে॥

দেখিএ কান্তের রূপ বিস্ময় হইল ভূপ
সমাদর করিল তাহারে।
পাত্রে কহে নৃপবর দেও গিয়া বাসাঘর
উপযুক্ত যে হয় উহারে॥

তবে সাধুর তনয় সে দিন বাসায় যায়
রাজ-স্থানে হইয়া বিদায়।
দিব্য অট্টালিকাময় বাসা দিয়া দিল তায়
হরষিত চন্দ্রকান্ত রায়॥
অতি রম্য স্থান দেখি চন্দ্রকান্ত মনে সুখী
পথের যে দুঃখ গেল দূর।
প্রভাতে উঠিয়া রায় রাজার নিকটে যায়
এস এস বলে নৃপবর॥
সাধুর সম্ভ্রম অতি রাখে গুজরাট-পতি
শিরপা করিল কবিবর।
রাজার প্রসাদ লয় গজে আরোহণ হয়
বাসায় চলিল সদাগর॥

শিরোপা-প্রাপ্তি।

গুজরাটবাসী যত মহাজন আইল কত
সদাগর আসিয়াছে শুনে।
পরে দিব্য জামা যোড়া শোয়ার হইএ ঘোড়া
আইল সভে সাধু-বিদ্যমানে॥
চন্দ্রকান্ত চাহি কয় শুন সাধু মহাশয়
কি কি দ্রব্য আনিয়াছ বল।
মহাজন হই মোরা জিনিষ করিব ফেরা
তুন দিব করিয়া বদল॥
সাধুর নন্দন কয় চারি গুণ কম নয়
না বুঝে কেমনে কহ ভাই।
চন্দ্রকান্ত-বুঝে মনে বদল জিনিষ কেনে
মুনফাতে হইবে তেহাই॥
প্রতিবাসী যত ছিল সাধুরে দেখিতে এল
মধুর বচনে সাধু ভাবে।
সাধুর সংবাদ শুনি আইল এক গোয়ালিনী
হাসি হাসি কহে মৃদু ভাবে॥

গোয়ালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ক দিন এসেছ তুমি কিছুই না জানি আমি
মনেতে পাইনু বড় দুঃখ।
তোমারে যোগান দুগ্ধ না দিয়ে হয়েছি মুগ্ধ
দুগ্ধ বিনা ভোজনে কি সুখ॥
যে কমু হয়্যাছে চুক দেখাইতে নারি মুখ
নিত্য নিত্য দুগ্ধ দিব এনে।
এই গুজরাট-পুরে এসে যত সদাগরে
সভাই আমারে ভাল জানে॥
যার যেবা মনোনীত আমা হৈতে হয় হিত
নাম মোর গোপী গোয়ালিনী।
রচিএ ত্রিপদী-ছন্দ চন্দ্রকান্তে লাগে ধন্দ
গৌরীকান্ত বলে একি শুনি॥

গোয়ালিনীর রূপ-বর্ণনা।

গোপীর সৌন্দর্য্য কত কহিব বিস্তারি।
কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি সাধ্য অনুসারী॥
অর্দ্ধেক বএস মাগী যুবতীর প্রায়।
কপালে চন্দন-বিন্দু তিলক নাসায়॥
সুগন্ধি-তৈলে করে চিকুর-বন্ধন।
খোপার চাঁপার ফুল অতি সুশোভন॥
কাণে পাশা মৃদু ভাষা সহাস্য বদন।
নয়নে কজ্জল-রেখা দশনে মঞ্জন॥
শুভ্র বস্ত্র পরিধান গলে পাকা মালা।
পরাণ কাড়িয়া লয় কথার কৌশলা॥
হাব-ভাব কটাক্ষেতে যুবতী নিন্দিয়া।
যৌবনে কেমন ছিলা না পাই ভাবিয়া॥

দেবীসিংহের উৎপীড়ন

এই কবিতা-রচক রতিরাম রঙ্গপুর জেলায় প্রাচীন ইটাকুমারী গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'রাজবংশীয়' ছিলেন।

পূরব দিকেতে ব্রহ্মপুত্রের মেলানি।
পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি॥
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গলা।
যে দেশে কিরিপা (১) করে কামাখ্যা মঙ্গলা॥
করতোয়া শিবের বিভার হস্ত-জল।
মধ্য দিয়া বয়া যায় করি টলটল॥
করতোয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট।
পরশুরামের আছে সেখানেতে পাঠ॥
পৌষমাসে হয় যদি নারায়ণী যোগ।
শতেক যোজন হৈতে আইসে কত লোক॥

কবির নিবাস ভূমির পরিচয়।

এই সীমার মাঝে দেশ পোণ-তুয়ার থিতি (২)।
এ দেশে আমাদের জাতির বসতি॥
হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশুরামের ভয় এ বড় সরম॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এদেশে আইসাছি।
ভঙ্গ-ক্ষত্রী রাজবংশী এই নামে আছি॥
ব্রাহ্মণেরে দেখি যেন দেবতার মত।
ব্রাহ্মণেতে নারায়ণে নাহি কিছু ভেদ॥
এই দেশে ঘোড়াঘাট রঙ্গপুর জেলা।
যে জেলা করিছে বঙ্গদেশের উজলা॥

এ জেলার শেষ রাজা রাজা নীলাম্বর।
ভোট চীন ব্রহ্ম আদি যারে দিলা কর॥
যার তলোয়ারে প্রাণ দিয়াছিল গাজি।
যার ভয়ে পলাইল কত কত কাজি॥

রাজা নীলাম্বর, রাজা নরনারায়ণ, ও রাজা পরীক্ষিৎ।

---

(১) কিরিপা = কৃপা।

(২) পোণ-তুয়ার = পুণ্যতোয়ার। থিতি = স্থিতি।

শেষেতে কারসাজি (১) করে সাজি নারী-বেশ।
সেই হতে পুড়ি গেল এই পুণ্য-দেশ॥
পরে নরনারায়ণ হৈল পুনঃ রাজা।
ভোট ব্রহ্মা আদি তার পুনঃ হইল প্রজা॥
সেই শিব-বংশে জন্ম রাজা পরীক্ষিৎ।
রঙ্গপুরের পূর্ব্বভাগে যার ছিল স্থিত॥
যে চাতুরী অন্তরে নিয়াছে ভারত।
সেই চাতুরীতে তারে কৈল হস্তগত॥

সেই হৈতে দিল্লির বাদসাহ হৈল রাজা।
প্রজাগুলা পূর্ব্বের মত নাহি থাকে তাজা॥
নিজের ভগিনী দিয়া বাদসাহের কাছে।
মানসিংহ পাইল মান এইরূপ ছাঁচে॥
রাজা রায়। রঙ্গপুরে ফতেপুর প্রকাণ্ড চাকেলা।
রাজারায় রাজা তায় আছিল একেলা॥
ধর্ম্মমতি রাজা রায় কত কৈল দান।
ব্রহ্মোত্তর-ভূমি কত ব্রাহ্মণেতে পান॥
ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর আর বৈদ্যোত্তর আদি।
কত দান করিয়াছে নাহি যে অবধি॥
মন্থনা বামণডাঙ্গা প্রভৃতি পরগণা।
ফতেপুরের অন্তর্গত সব যায় গণা॥
অনুগত ব্রাহ্মণ জানিয়া কৈল দান।
ফতেপুরের এত বড় এই জন্যে মান॥

দেবীসিংহ। কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার ঢিং॥
যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন॥
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল (২)।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল॥

---

(১) কারসাজি=কৌশল।
(২) দুর্ভিক্ষ।

কত যে খাজানা পাইবে তার লেখা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই॥
দেও দেও যাই যাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল॥

মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার॥
সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা। (১)
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা॥
পারে না ঘাটায় (২) চল্‌তে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তাকে জোড় করি॥
পূর্ণ কলি-অবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিংএর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা॥

শিবচন্দ্র।

রাজা রায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বলি সর্ব্বলোকে গায়॥
ইটাকুমারীতে তার আছে রাজবাটী।
দেখিতে প্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটী॥
কত ঘর কত দুয়ার কত যে আঙ্গিনা।
তার সনে কোন বাড়ীর তুলনা লাগে না॥

বড় ঘর চণ্ডী-মণ্ডপ দুই অতি উচা।
দুই চালে ঘরখানি কোণাগুলা নীচা॥
পশ্চিম-দুয়ারী মণ্ডপ আর কোন খানে নাই।
এ ঘর হোতে যে ঘর হইচে সেটেও দেখবার পাই॥
কত পাইক পেয়াদা আছে কত দারোয়ান।
কত যে আমলা আছে কত দেওয়ান॥
মন্ত্রণার কর্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি॥
শিবচন্দ্রের কায-কর্ম্ম তার বুদ্ধি নিয়া।
তার বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা (৩) করে সকল দুনিয়া॥

(১) যদি কেহ কোন যানে চাপিয়া যাইতেন, তবে পাইকগণ তাহাকে জুতা দ্বারা প্রহার করিত। (২) নদীর ঘাটে।
(৩) প্রতিষ্ঠা = সুখ্যাতি।

আকালে হুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারি ধরি লুট করে বদ্‌মাইস পাকা॥
শিবচন্দ্রের হৃদে এই সব দুঃখ বাজে।
জয়দুর্গায় আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে॥
দেবীসিংহের দরবারে শিবচন্দ্র গেল।
প্রজার দুঃখের কথা কহিতে লাগিল॥

শিবচন্দ্র বন্দী।

রজ্‌পুত কালাভূত দেবীসিং হয়।
চেহারায় মৈষাসুর হইল পরাজয়॥
শুনি চক্ষু কট্‌মট্‌ লাল হৈল রাগে।
কোন্‌ হ্যায় কোন্‌ হ্যায় বলি দেবী হাঁকে॥

কারাগার হইতে উদ্ধার।

শিবচন্দ্রক কয়েদ করে দিয়া পায়ে বেড়ি।
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদখানাত পড়ি॥
দেওয়ান শুনিয়া তবে অনেক টাকা দিয়া।
ইটাকুমারীত আনে শিবে উদ্ধারিয়া॥
বৈদ্য-বংশ-চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবীসিংহের অত্যাচার আর নাহি সয়॥

প্রজাগণের সভা।

রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার।
সবাকে লিখিল পত্র সেঠ্‌টে (১) আসিবার॥
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সকল প্রজাক ডাকে রোকা দিয়া তার (২)॥
হাতী ঘোড়া বরকন্দাজে ইটাকুমারী ভরে।
সব জমিদার আইসে শিবচন্দ্রের ঘরে॥
পীরগাছায় কর্ত্রী আইল জয়দুর্গা দেবী।
রূপমোহনেতে বৈসে একে একে সবি॥
রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত যুড়ি চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইয়া॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয় থান করি উপবাস॥

শিবচন্দ্রের রাজ্যের কষ্ট-বর্ণন।

শিবচন্দ্র খাড়া হইয়া কয় হাতযোড়ে।
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে॥

---

(১) সেঠ্‌টে = সেই স্থানে। (২) রোকা বা রোকা = চিঠি। রোকা দিয়া তার = তাঁহার চিঠি দিয়া।

প্রজাদের দেখাইয়া জমিদারগণে।
এ দেয় দুঃখ না ভাবিয়া অন্ন খান কেনে ॥
উত্তর হতে জল আসিয়া বড় লাগে বাণ।
সেই বাণে খায়া ফেলায় যত কিছু ধান ॥
কত দিনে কত কষ্টে কত টাকা দিয়া।
ক্যারোয়ার (১) মুখ আমি দিয়াছি বান্ধিয়া ॥
রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ায় (২) নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল ॥
বচ্ছরে বচ্ছরে এলা (৩) হইতেছে আকাল।
চালে নাই খেড় কারো ঘরে নাই চাল ॥
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া ॥
দুষ্ট রাজা দেবীসিংহে বুঝাইতে গেলাম।
আমার পায়ে বেড়ী দিল দেওয়ানের গোলাম ॥
প্রজার অবস্থা দেখি যা করিতে হয়।
কর জমিদারগণ তোমরা মহাশয় ॥

জয়দুর্গা ও শিবচন্দ্রের ক্রোধ।

কারো মুখে নাই কথা হেঁঠমুণ্ডে রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয় ॥
যেমন হারামজাদা বজ্‌পুর (৪) ডাকাইত।
খেদাও সর্ব্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত ॥
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ॥
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ্‌ তলোয়ারে ॥
করিতে হৈবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু ॥
রাগি কয় শিবচন্দ্র থরথর কাঁপে।
ফ্যাণা (৫) ধরি উঠে যেমন রাগি গোঁমা সাপে ॥
শিবচন্দ্র নন্দী কয় শুন প্রজাগণ।
রাজার তোমরা অন্ন তোমরাই ধন ॥

(১) করোতোয়ার। (২) দেওয়ায় = মেঘে।
(৩) এখন। (৪) ভোজপুরী। (৫) ফণা।

রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার।
দেবীসিংহের বাড়ী লুট বাড়ী ভাঙ্গ তার॥
পারিষদ্‌বর্গ-সহ তারে ধরি আন।
আপন-হস্তেতে তার কাটিয়া দিমো কাণ॥

প্রজাদের অভিযান।

শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে (১)॥
লাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাচি (২) দাও।
আপত্য করিতে আর না থাকিল কাঁও॥
ঘাড়েতে বাঁকুয়া (৩) নিল হালের যোয়াল।
জাঙ্গাল বলিয়া (৪) সব চলিল কাঙ্গাল॥
চারি ভিতি হতে আইল রঙ্গপুরের প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবার মজা॥

রাজ্য-আক্রমণ।

ইটা দিয়া পাইট্‌কা দিয়া পাটকেলায় খুব।
চারি ভিতি হাতে পড়ে করিয়া ঝুপঝুপ॥
ইটায় ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়।
দেবীসিংএর বাড়ী হৈল ইটার পাহাড়॥

দেবীসিংহের পলায়ন।

খিড়িকির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিং।
সাথে সাথে পালেয়ে গেল সেই বার ঢিং॥
দেবীসিং পলাইল দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা॥

(১) একক্ষ্যাপে = একবারে। (২) কাইস্তে।
(৩) দ্রব্যাদি লইবার বাঁক।
(৪) বলিয়া = দিয়া। জাঙ্গালের উপর দিয়া।

মদনমোহন-বন্দনা।

ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বনবিষ্ণুপুরাধিপতি বীরহাম্বীর-কর্ত্তৃক মদনমোহন স্থাপিত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মূর্ত্তি গোকুল মিত্রের চেষ্টায় কলিকাতা চিৎপুর রোডে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মদনমোহন-বন্দনার ভক্তিপূর্ণ বিবরণে এই বিগ্রহ-সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকারের নাম জয়কৃষ্ণ দাস। যে পুথি হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা ১২৬৭ বাং সালে লিখিত।

তেমন ঠাকুর এমন হলে আর বলিব কি।
অদ্যাবধি তোমার দায় দিয়া বেঁচে রয়েছি॥
বার বৎসর বর্‌গী (১) যখন গড় ঘেরে ছিল।
কার সাধ্য তবু গড় লুটিতে নারিল॥

একদিন যত প্রজা একত্র হইয়া।
হরিবোল দিয়া রাজায় আদেশিলা (২) যায়্যা॥
শুন শুন মহারাজ বৈসে কর কি।
বর্‌গী তাড়াবার লেগে বলিতে এসেছি॥

মদনমোহনের গড়-রক্ষা।

রাজা বলে শুন ওরে যত প্রজাগণ।
মোর সাধ্য নহে তাড়াবেন মদনমোহন॥
এই কথা শুনি প্রজা বিস্ময় হইল।
মদনমোহন গড় রাখিবেন মহারাজা বৈল॥

একদিন যত বরগী একত্র হইল।
চারি ঘাট খুঁজি তখন যুজ (৩)-ঘাটে গেল॥
তালবরুজের থানায় নাম্বি যত বর্‌গীগণ
হাতীর উপরে চাপি করিলা গমন॥
এক গোলন্দাজ তখন ছুটিয়া চলিল।
দক্ষিণভদ্রে যেয়ে রাজায় আদ্দাস করিল॥
শুন শুন মহারাজ বৈসে কর কি।
বর্‌গী তাড়াবার লেগে বলিতে এসেছি॥

(১) মহারাষ্ট্র-সেনা। (২) জানাইলা
(৩) 'যুদ্ধ' শব্দের অপভ্রংশ।

এই কথা শুনি রাজা কাঁপিতে লাগিল।
ডাক দিয়া সহরের কীর্ত্তনীয়া আনিল॥
মহাপ্রভুর বেড়ে যায়্যা সঙ্কীর্ত্তন করে।
রাখ মদনমোহন রাজা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

এখানেতে মদনমোহন জানিলা অন্তরে।
রাজা প্রজায় বর্‌গী তাড়াবার ভার দিলা মোরে॥
মল্লবেশ ধরে প্রভু অতি বিনোদিয়া।
বর্‌গী তাড়াতে যান প্রভু শাঁখারি-বাজার দিয়া॥
শাঁখারি-বাজারের লোক ঘোড়া দেখিতে পায়।
ঘোড়ার পশ্চাতে তবে কত লোক ধায়॥
মন-বেড়ার লোক ছুটিলা ঘোড়া ধরিবার তরে।
কার সাধ্য ঘোড়া ধরে প্রভু যার পৃষ্ঠের উপরে॥
যুজ-ঘাটে যায়্যা প্রভুর ঘোড়া দাণ্ডাইল।
বর্‌গীর কর্ত্তা ভাস্কর পণ্ডিত দেখিতে পাইল॥
কেহ দেখে পর্ব্বত-আকার যমের স্বরূপ।

*　　*　　*　　*

এ সব দেখিয়া বর্গী পালাইয়া যায়।
মদনমোহন ভূমে নাম্বে এমন সময়॥
আপন হাতে পলিতা লয়্যা কামানেতে দিল।
বর্গী পালাইল তাদের হাতী মরে গেল॥

বর্গীর পলায়ন।

বর্গী পালাল্য বলি রাজাকে খবর দিল।
রাজা বলে হুকুম ছাড়া কে কামান দাগিল॥
সব গোলন্দাজ বলে আমরা নাই জানি।
আপন আপন ঘাটে শব্দ মাত্র শুনি॥
এক গোলন্দাজ বলে করিয়া প্রবন্ধ।
কামান দাগিতে পাইনু কৃষ্ণ-অঙ্গের গন্ধ॥
এই কথা শুনি রাজা কাঁপিতে লাগিল।
আমা-অভাগারে প্রভু দর্শন না দিল॥
এই কথা বলি রাজা নাচিতে নাচিতে।
উপনীত হৈল যেয়ে প্রভুর বেড়েতে॥
কপাট ঘুচায়ে রাজা চারি পানে চায়।
ঘাম পড়ে মদনমোহনের গায়॥

বারুদ সকল হাতে আছে ধূলা আছে পায়।
তা দেখিয়া মহারাজ আনন্দে ধেয়ে যায়॥
সুকোমল অঙ্গে প্রভু কৈলে পরিশ্রম।
আপনার গড় রাখিলেন গুপ্ত বৃন্দাবন॥
এমন করি গড় রাখিলেন মদনমোহন লাল।
তুমি যেতে দিনে দিনে বাড়িছে জঞ্জাল॥
বহুকাল গোকুল মিত্রি পুণ্য করেছিল।
মল্ল রাজার ধন ঘরে বসিয়া পাইল॥
আমরা অভাগা হইলাম সেই ভাগ্যবান্।
সন্ধ্যা সকালে দেখে সে এ চাঁদ-বয়ান॥
আর কেনে বাহির দ্বারে বাজে নাই ধামসা।
এক কালে গেলা সব মনের ভরসা॥
আর কি দেখিব তেমন রূপের আকৃতি।
ভোরে ভোরে নাই শুনি মঙ্গল-আরতি॥
আর কেন শ্রীমন্দিরে উড়ে নাই ধ্বজা।
হাহা মদনমোহন বলি কান্দে সব প্রজা॥
একবারে ভেঙ্গে গেলা সকল প্রেমের হাট।
তোমা বিনে শ্রীমন্দিরে লাগিলা কপাট॥
যে দিন শুনিব গঙ্গাপার মদনমোহন।
বিষ্ণুপুরে লোক করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
মন্দিরে আসিয়া বৈস বাড়ুক উল্লাস।
জয়কৃষ্ণ দাস মাগে চরণের আশ॥

কৃষ্ণের পায়ে বারুদ ও ধূলা।

বিলাপ।

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র-পুরাণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ সাল, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সৈন্য-সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নিশান চলে শত শত
সৈন্য-মধ্যে বাজিছে বাজন॥

ভাস্কর পণ্ডিতের অভিযান।

সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা সবে
এক রাত্রি রইলা সেই খানে।
রাগ-রঙ্গ হইল যত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পরদিনে ॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ যত
নাগপুর আসি উপনীত।
সেখান ছাড়িয়া যবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা ত্বরিত ॥

ডাক দিয়া দূতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোন্ খানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দূত চলে শীঘ্রগতি
নবাব আছে যেই খানে ॥
দূত সম্বাদ লইয়া শীঘ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে।
বর্দ্ধমানে। বর্দ্ধমান সহরে রাণীর দীঘীর পারে
নবাব আছে সেই খানে ॥

দূত-মুখে শুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিশাতে।
লস্কর নিঃশব্দে যাএ কেহ নাহি জানে তায়
আইলা বৈশাখ-উনিশাতে ॥
বৈশাখের উনিশা যাএ বরগী আইলা তাএ
মহা আনন্দিত হৈয়া মনে।
বীরভূঁই বামে থুইয়া গোয়ালা-ভুঁইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বর্দ্ধমানে ॥
তবে বরগীর লস্করে চতুর্দ্দিগে আসি ঘিরে
হরকারা কেহ নাহি জানে।
দুই প্রহর রাইতে হরকারা আইলা তাথে
আসি কৈল রাজারাম-স্থানে ॥

রাজারাম দূতের সংবাদ। রজনী প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে।
ইহা আমি না জানিল আচম্বিতে সৈন্য আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে ॥

রাজারামে এত কএ　　নবাব শুনিয়া রএ
　　তদ্‌পরে দিলেন উত্তর।

হরকারা পাঠাইয়া　　হকিকত (১) আন যায়্যা
　　কোথা হৈতে আইল লস্কর॥
এতেক শুনিল যবে　　হরকারা পাঠাইল তবে
　　ফৌজের নির্ণয় জানিবারে।
সাজিঞা হরকারা　　লস্করে ফিরে তারা
　　আসিয়া কহিল নবাবেরে॥
চব্বিশ জমাদার　　ভাস্কর সরদার
　　চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা-গড় হইতে　　বর্‌গী অহিল চৌথ লৈতে
　　সাহু রাজার হুকুম পাইঞা॥

এতেক কথা শুনিঞা　　জমাদার আনে ডাক দিঞা
　　কহিতে লাগিলা নবাব।
সেতারা-গড় হইতে　　বর্‌গী আইলা চৌথ লৈতে
　　ইহা কি বোলহ জবাব॥
বাদসাই খাজনা যাইত　　সেখানে চৌথাই পাইত
　　সুজা খাঁ আছিল তখন।
মুস্তফা খাঁ এত কএ　　যাহা তোমার চিত্তে লয়
　　তাহা তুমি করহ এখন॥

চৌথের দাবী।

উকীলকে কহিল　　সৈন্য সাজ্যা কেন আইল
　　এই কথা বল যাইয়া তারে।
উকীল কহেন কথা　　ভাস্কর শুনেন তথা
　　তবেত কহিল তার পরে॥
সাহু রাজা পাঠাএ মোরে　　চৌথাই নিবার তরে
　　তে কারণে আইলাম আমি।
যাইয়া বোলো নবাবেরে　　চৌথ যেন দেয় মোরে
　　শীঘ্র-গতি চলি যাহ তুমি॥

(১) সংবাদ; বিস্তৃত বিবরণ।

এতেক শুনিয়া যবে উকীল কহিল তবে
অন্যায় কথা কেনে বোলো।
কোন্ কালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে
এই ত অন্যায় বড় হৈল॥

নবাবের উত্তর।

ভাস্কর বুলিল তারে কেবা অন্যায় করে
মনেতে কৈলে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া মুলুক নিলা মারিয়া
বাদসাই খাজনা ভেজ না॥
শুনিঞা উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকীল পাঠাইতা তার কাছে।
উকীল যাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে
চৌথাই দিতেন তিনি পাছে॥
আপন কটক লৈয়া পুনঃ যায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ যদি দেয় খাজানা তবে যাএ
চৌথাই পাবে সেই খানে॥

ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে যবে রাজ্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রণ॥
এতেক বচন শুনি উকীল কহেন বাণী
ভএ তুমি কিসে দেথায় তারে।
তোমার যতেক সেনা চতুর্দ্দিগে দিল থানা
তারা সব কি করিতে পারে॥
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহস্র জনা
তবু তার ভ্রূক্ষেপ নাই।
চৌখুটা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই॥
উকীল বুলিলা যবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিলা তার পরে।

চৌথ না দিলে যুদ্ধ।

চৌথাই না দিবে যবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল যাইয়া তারে॥

উকীল আসিয়া পরে কহিল নবাবের তরে
রণ করিতে সেহ চাহে।
এতেক শুনিঞা যবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে॥
যত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।

যতেক সরদার ছিল তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে॥
আমরা যত লোকে মারিব বরগীকে
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে।
বরগী সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে॥
শুনিঞা এতেক বাণী সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।
পাণ-বাটা কাছে ছিল পাণ তুইলা সভারে দিল
বিদায় হইয়া সভে আইল॥

এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেয় জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুর্দ্দিগে দেয় থানা
কত জনা যায় লুটিবারে॥
সরদারে কহে এত সাজে জমাদার যত
চতুর্দ্দিকে যায় লুটিবার।
সাজিল যত জন শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার॥

বৈদ্য-গ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতাব্দী।

অথ ফুলা-মহাকুষ্ঠের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

গাও ফুলএ যার অঙ্গুলি খসি পড়ে।
নাক ফুলিয়া চেভা (১) হয় কথ কালে॥
এ সব লক্ষণ যার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিও নিশ্চিৎ॥
চিকিৎসা করিব তাহা যে জন পণ্ডিত।
দৈব-যোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত॥

চিকিৎসা।

কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি যতনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেতে শুখাইব॥
বাবরির বীজ সমে গুণ্ডি (২) করিব।
চারি মাষা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব॥

অন্যান্য প্রকার।

কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে।
সর্পমাংস এক সের আনিব যতনে॥
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিয়া পেষিবেক ভালা॥
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব যতনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে॥

কুম্ভার পোআনি মত করিবেক গাত।
ভরিব কুম্ভারিয়া নোয়া কেরণের পাত॥
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল।
* * লাগাইব চুমা বসিব সত্বর॥
অগ্নি জ্বালিআ তারে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা॥
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন॥

---

(১) চেভা=চেপ্টা। (২) গুণ্ডি=গুঁড়া, চূর্ণ।

নিম্ব-পত্র নিম্ব-ফল আনিয়া যতনে।
আমলকী-ফল তবে আনিব তখনে॥
সম-ভাগে লই তারে করিবেক গুঁড়া।
তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার চুরা॥
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান॥

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয় নাই সেখানে লেখক কেবল "তবে খণ্ডে" বা "অমুক রোগ খণ্ডে" এই টুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

দন্ত-শূল-চিকিৎসা।

সাবিত্রীর পত্র আনিবো যত্নতে।
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেই ক্ষণে॥
তবে দন্ত-শূল খণ্ডে।

জীবন মৈত্রেয়ের ঊষা-হরণ।

এই পুথি শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের সংগৃহীত।

কবির নিবাস বগুড়া।

মদনদেবের বেটা (১)   মুখ-পদ্ম চন্দ্র-ছটা
আইলেন ঊষার বাসরে।
শূন্য-পথে ভর করি   আইলা ঊষার পুরী
প্রহরী জাগিছে থরে থরে॥
রথখান দূরে রাখি   অন্তর হইল সুখী
প্রবেশিল ঊষার বাসরে॥
দেখিয়া ঊষার ঠাম   মদনে হানিল বাণ
নয়ান ভরিয়া রূপ দেখে।
কখন ঊষার তরে   বাহু পসারিয়া ধরে
কখন বা চুম্বন দেয় মুখে॥

(১) অনিরুদ্ধ।

কখন হিয়ার পর ধরে দুইখানি কর
কখন চাপিয়া লয় কোলে।
অঙ্গের বসনখানি ধরিয়া ধরিয়া টানি
কখন বিয়াত (১) করে চুলে ॥
হৃদয়ে বাড়ে কাম-জ্বালা গদগদ হইল বালা
উষাবতী না হৈল চেতন।
চিত্ররেখা সখী বলে পড়িয়াছে নিদ্রা ভোরে
শোক-চিন্তা তোমার কারণ ॥
শুনিয়া সখীর বাণী চুম্বিল বয়ানখানি
দ্বিগুণ বাড়িল কাম-বাণ।
পসারিয়া দুই বাহু যেন চন্দ্রে ধরে রাহু
উষাবতী মেলিল নয়ান ॥

সচকিত কম্পবান থরথর করে প্রাণ
যেন চমকিয়া উঠিল জীবন।
চিত্ররেখা সখী কয় স্থির হও চর নয়
দেখ দেখি এহি কোন জন ॥
সখীর বচনে সুখ বসনে ঢাকিয়া মুখ
আড়-চক্ষে দেখয়ে বদন।
নয়ানে নয়ানে মেলা বাড়িল মদন-জ্বালা
বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন ॥

অনিরুদ্ধ-বদন দেখিয়া বিনোদিনী।
কপট করিয়া উষা বলিয়াছে বাণী ॥
আলাপ। কে তুমি কোথায় থাক কেন আইলে এথা।
পিতায় শুনিলে তোমার কাটিবেন মাথা ॥
কাহার কুমার তুমি পরিচয় দেহ।
বিলম্বে ত কার্য্য নাহি এথা হৈতে যাহ ॥
ভালত ঢাঙ্গাতি (২) বটে একি পরমাদ।
হরিতে পরের নারী করিয়াছ সাধ ॥
দাসীগণ দিয়া আজি করিব দুর্গতি।
এথা হৈতে যাহ চোর বলিলাম সম্প্রতি ॥

(১) বিয়াত = বিন্যাস। (২) ঢাঙ্গাতি = ঢঙ্গ = রকম।

কে জানে তোমাকে তুমি কোন স্থানে বৈস।
এত বড় প্রাণ যে আমার ঘরে আইস॥
আপন কল্যাণ চাহ যাহ নিকেতন।
নহে আজি স্ত্রীর লোভে হারাবে জীবন॥

শুনি হরষিত বালা কামের নন্দন।
কাম-জ্বালা দূরে গেল বিস্মরি শমন॥
হেন মনে লয় মোর বধিতে পরাণ।
মন্ত্রণা করিয়া মোকে আন্যাছে এ স্থান॥
ছলছল করে আঁখি শুখ্যায় বয়ান।
বালা (১) বলে রাখ নহে বধ মোর প্রাণ
তোমার কারণে প্রাণ নিরবধি ঝুরে।
মৃত্যু যদি হয় তবে শোক যায় দূরে॥
অন্য কেন ধরি মোকে করিবে দুর্গতি।
তুমি স্বহস্তে বধহ প্রাণ শুন রূপবতী॥
গদগদ ভাষে বালা সুন্দরীকে বলে।
চান্দ-মুখ দেখি যেঁন মরিবার কালে॥

নয়ানে বহিছে নীর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ঊষা বলে প্রাণনাথ পাইল বড় ত্রাস॥
কর্পূর তাম্বুল বামা করিয়া যতন।
হাসিয়া বালার মুখে দিলেন তখন॥
স্থির হও স্থির হও না করিয়ো ভয়।
নেতের অঞ্চল দিয়া বদন মোছায়॥
আপনি মজামু কুল কাকে আছে ভয়।
যাচিয়া যৌবন আমি বিকামু রাঙ্গা পায়॥

(১) 'বালা' প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বদাই 'বালক' বা 'যুবকের' পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মেদিনীপুরবাসী কবি মদনমোহন-রচিত।

রাস্তার কবিতা।

রচনা-কাল—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।

শুন শুন সর্ব্বজন এক মন হঞা।
রঙ্কিনী যখন আইল জাঙ্গাল বান্ধিয়া॥
চণ্ডাল-গড় হৈতে যেন মতে হিষ্টিনী (১) হারিল।
চৈতন্য সিংহ মহারাজা জানে সর্ব্বজন॥
চলিলা তার সনেতে রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল।
দেখে রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল॥
পালাল প্রাণ লইয়া সব ছাড়িয়া কলিকাতা পঁহুছিল।
আট কৌচলের সাহেবে মেলি রঙ্কিনী কহিল॥
যুক্তি সার করিএ হুকুম পেয়ে নিল টাকাকড়ি।
সিপাই-সঙ্গে কত রঙ্গে গেল তড়াবড়ি॥

ফের চণ্ডাল-গড়ে থানা কত জনা ধরিল বেগারি।
পহিলা করি রোসী ধরি কৈল মহাজারি॥
শঙ্কা সর্ব্বলোকে পূর্ব্বমুখে বান্ধিয়া চলিল।
যেন সীতা-হেতু সাগর-সেতু শ্রীরাম বান্ধিল॥
লঙ্কা-জয় করিতে জয়ঢাকেতে বহু বাদ্য বাজে ভাল।
সিপাই-সঙ্গে কত রঙ্গে কুর্ত্তি লালে লাল॥
কেরাণী যুক্তি করে রোস ধরে কোড়া সঙ্গে লঞা।
বড় বাড়ী দেখে দড়ি না পাইল গিয়া॥
বলে রাস্তা ইধার জাগা মজুর লাগায়ে উতারিল বাড়ী।
লোকে দেখে কম্প হৈল কিছু কৌবুলে কড়ি॥

পাইয়া লোভ বাড়িল সব লুটিল ভাঙ্গিল কত ঘর।
আম্রুদ আম বকুল জাম কাঁটাল বহুতর॥
পিয়াশাল কামলাগুড়ি বোয়ের কুড়ি আমড়া সামলা শাল।
বয়ড়া আম্লী আর কদলী কাটিল বহু তাল॥

---

(১) হেষ্টিংস

দু দিকে করে খালি নয়ান যুলি মধ্যে কিছু মাটী।
আর প্রস্থে বার হাত আধ হাত কাট মাটী॥
এড়ায়ে যাম কত শত কত শত কে করে গণন।
উচ নীচ কেট্যা পুকুর গাবা সোজা কৈল্য গণ॥
পিটিয়া পিটিয়া ধরে বিষ্ণুপুরে পৌছিল আসিয়া।
খানা পানা উতর থান সায়বানা খাটায়্যা॥
দিন দুই তিন রহিল পথ করিল সহর-ভিতর দিয়া।
গড়ের মুর্চ্চা কেট্যা চল উঠে জয়ঢাক বাজায়্যা॥
শুনিয়া ভয় বাড়িল সব পালাল ঘর দুয়ার ফেলিয়া।

পুরুষ মেয়ে ফেলে পালায় ধেয়ে বুড়া বুড়ী ছেলা॥
বদ্দি কায়েত বামন পালায় এখন খাপা লেখা পান।
কোলু মালী ধোবা তেলি যত মুছলমান॥
ভাত রইল ঘরে তবা সোঙরে কি কোল্লু ভেয়া।
গোলাম ছিল সেহ পালাল্য বিবি সঙ্গে লয়া॥
ফেলিয়া পাখুরা হেতার কামার ছুতার পালাইল যদি।
ময়রা ভেয়ে পালায় ধেএ সোণার বেণা আদি॥
রোজপুত ভাট আগুরী সারি সারি দৈবক-কুমার।
বাগ্‌দি নড়ি মুচি হাড়ী হাজারে হাজার॥
ফেলিয়া লাঙ্গল মাঠে পালায় বটে যত চাষাগণ।
পালায় তখন কত শত কে করে গণন॥

চৈত্রীমাসে যেন পেয়ে ক্ষেণ মহামহাবারুণী।
যেন সর্ব্ব লোকে গঙ্গাস্নানে যায় দিবস রজনী॥
আইল কোতুলপুরে ডঙ্কা মেরে শঙ্কা বড় হল্য।
সেখান ছেড়্যা তড়াবড়ি খাটুল পৌহুছিল॥
ছামুতে (১) যাহা পড়ে কাটে ছিঁড়ে গাছ পাথর আদি।
দেবতা পেলে ছুড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি॥
গাএ তার হাত দিয়া উপাড়িয়া শিবকে ফেলিল।
কত গ্রাম নিব নাম পশ্চাৎ করিল॥
হরিপাল বামে থুয়া পাছু হয়া ভুরুষ্ট পরগণা।
শীঘ্র গেল কটরাজলা ধারে দিল তার থানা॥
সেখানে বান্ধিল বড় করে দড় শাঁখারি খাটায়া।
মাঠে মাঠে শাল্যা ঘাটে উত্তরিল গিয়া॥

(১) ছামুতে = সম্মুখে

আরপার কলিকাতে নৌকাপথে গঙ্গাপার হল্য।
সহর দিয়া হুজুর হয়া কুর্ণিস করিল॥
শুনি সাহেব হরষ হল্য পাঠাইল বহু সেনাগণ।
শ্রীগুরু ভাবিয়া কহে মদনমোহন॥

কুলীনের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

নিধিরাম ও খেলারাম।

নিধিরাম চক্রবর্ত্তী শোণ কাটিছেন বসে।
খেলারাম ভট্টাচার্য্য উত্তরিল এসে॥
নিধিরামকে খেলারাম করিল সম্ভাষ।
নিধিরাম বলে তোমার কোথায় নিবাস॥
খেলারাম বলে বাড়ী বেণেবসারি।
যথাতে যাইতাম তাই নিবেদন করি॥
মহাশয়ের অবিয়ত (১) কন্যা একটী আছে।
সম্বন্ধ করিতে আমি এলাম তোমার কাছে॥
নিধিরাম বলে শুন মনের কথা কই।
কোন পুরুষে আমরা শুন পাটী-বেচা নই॥
কোন পুরুষে মেয়ে-বেচা খাই না কার কড়ি।
খরচ অর্থে নিব টাকা সাড়ে দশ বুড়ি॥
এমতি করিব যদি মনের মত মিলে।
নতুবা করিব কুল যা থাকে কপালে॥

নিধিরামে খেলারামে কথা দুই জনে।
কপাটের আড়ে হইতে মাগী তাহা শুনে॥
নিধিরাম বলে যেই কুল করিব বল্যে।

নিধি-পত্নীর ক্রোধ।

উল্কাপাতের মতন তখন মাগী এল জ্বলে॥
কি বলিলে পোড়ামুখ কুল করিতে যায়।
সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল অগ্নি দিল গায়॥
শুভদিনে শুভক্ষণে হইছে বাছার কথা।
এমন সময় কুলের নাম করে ফেল্লি হেথা॥

---

(১) অবিবাহিতা।

কেমন করে এমন কথা বল্লি ছার-কপালে।
ছিছি আভাগ্য যেঠের বাছার কুলে কালী দিলে॥
এমন করে বরে মাকে বলিতে যায় যেএ।
জন্মাবধি কাট্না কেটে খাবে আমার মেয়ে॥
বিয়ে করে ক্ষীর খেয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
কুলীনের নাম করিলে গাটা নেকার নেকার করে॥
ধুয়া মুলা কুলীনগুলা আম্পা (১) বড়াই।
চারি কোণ ঝেঁটুলে লক্ষ্মী খুঁজে পেতে নাই॥
আনে কুলীন বাণে মারি কুল কি খাব ধুইয়া।
নেড়া খর আগুন জেলে দি কুলীনের মুয়্যা॥ (২)
তিন শত টাকার মেয়ে আমার ঘটক ঠাকুর বুঝ।
সোণা রূপা টাকা কড়ি তার পিছনে গোজ॥
আমি যেই মেয়ে তেই ঘর পানে চাই।
আর মেয়ে হৈলে কাটি দিএ ছুত নাই॥
ওর কপালে যদি অন্য মেয়ে হইত।
এথ দিন ওর ভিটে ঘুঘু চরে যেত॥
কথম বলিনে যে দিন গেল রে কিসে।
আমার থলিয়ায় রস আছে তাই থাচ্চে বসে বসে॥

যেথানে না চলে ঝুঠ সেথানে চালাই বেটে।
দিন গুজরান করি আমি হাট কাটনা কেটে॥
গাছের পাড়ি তলায় কুড়ই কাদা উড়ুই কুএ।
কার সাধ্য কুঁতুল করে টেকে আমার শুএ॥
আমি কুঁচুল করে ভুতকে ভাগাই পেলে লতা ছোতা।
আটকানেতে গুণে দিতে পারি গাছের পাতা॥
ঘরে বসে পালক গুণি উড়ে যায় যে পাখী।
সাত কায়েতের কাণ কাটি এমন বুদ্ধি রাখি॥ (৩)

---

(১) আম্পা=দর্প।

(২) মুয়্যা=মুখে। নাড়া বা খরে আগুন জালিয়া কুলীনের মুখে দেই।

(৩) স্ত্রীলোক নিতান্ত মুখরা হইলে যে ভাবে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে এই গুণবতীর তাহাই ঘটিয়াছিল।

এই দেখ পাড়াখানি নর নারী কি।
উড়িয়ে দিতে পেলে পরে করে নাই কেউ বাকী॥
আমি আটে কাটে দঢ় বড় সত্য মেয়ে যেই।
সোয়ামীর বুকে বসে ঘর করিছি তেই॥
এত বলে গোটা দুই তিন দাবিড়ি দিল কসে।
হতভামা হয়ে নিধিরাম রইল বসে॥
গাল-ভরা পাণ দোকতা চিবুতে চিবুতে।
ঘটকের কাছে মাগী বসিল পীড়ি পেতে॥
পণ গহনার কথা কয় দিয়ে হাত নাড়া।
যেমন থাঙ্গা খাঁএর মতন মাগী মগজ করে টেড়া॥
তিন শত টাকার মেয়ে আমার ঘটক ঠাকুর শুন।
কন জন সিসিক্কে থারা (১) চৌদ্দ বুড়ি গুণ॥
বাবুদ শাবুদ শেষের বেলা করিব লেখা যোখা।
আজে মৌজে আন গিয়া চৌদ্দ বুড়ি টাকা॥

অলঙ্কারের কথা কমু শুন মন দিএ।
এমনি করে বরের মাকে বলিতে চাও গিএ॥
তার গহনা তার সাড়ী আমায় পেলে কি।
মনের সাধে দেখিব আমি পরিবে আমার ঝী॥
পাড়াপড়শী দেখে যেন করিবে খোষনামি।
যার আক তার গুড় উপলক্ষ আমি॥
বাছার যেমন খোপা তেমন ঝাপা কপালেতে সীঁথি।
পাকা সোণা বিটল করা ঝলক দিবে অতি॥
উপর কাণে পিপুল-পাতা নাম ঝুক্ক ঢেড়ি।
ডান করে বাজুবন্দ সোণা-বাঁধান চুড়ি॥
তার দোহারা চাপ-কাণ হবে দুই নলিতে নলি।
হয়ত পদক নয়ত তোফা কামরাঙ্গা-মাঁদুলি॥
ডান নাকেতে বেসর হবে নথ বাম নাকে।
টীকের (২) বকুল ফুল যেন নোলক দিয়া থাকে॥
সোণা গহনার কথা কি কহিব আর।
বাছার যেমন দেহ তেমনি চন্দ্রহার॥
বাছার রূপের কথা কি দিব উপমা।
আঁধার ঘর আলো করে যেমন কাঞ্চন-প্রতিমা॥

---

(১) থারা = ঠিক। (২) সীঁথিপাটির মাঝের ঝুলান অংশ।

গুণের কথা কি কহিব লাজের মাথা খেয়ে।
আমি যেমন সব দফাতে তেমনি আমার মেয়ে ॥
যেমন মেয়ে তেমন বর আন গিয়া যেএ।
যেমন হাড়ী তেমন শরা তা নইলে কি সাজে ॥
অল্পবয়সি বরটী হবে দেখিতে চটক চাঁদা ॥

ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দু-বিকাশ।

সন্ন্যাসী-দর্শনে।

১২৭০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত গদ্য-পদ্যময় "প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের" অনুবাদ বোধেন্দু-বিকাশ নামক গ্রন্থ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই ইহার অনেকাংশ সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ Histry of Bengali Language & Literature পুস্তকের ৭৫৮-৭৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কায করেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ ॥
ঘরে ঘরে ফের যদি ঘর-ছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কায কি রে বাপু ॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে ফিরিতে না হয়।
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ॥
তবে তো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া ॥
সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে সন্ন্যাসে কি ফল ॥
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচাইওনা পেটে হাত দিয়া ॥

দণ্ডীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন রোগ।
দণ্ডে দণ্ডে নিজ-দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ॥
নিজ-হাতে নিজ-পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ড ভণ্ড হোয়ে মর কাণ্ড এ কেমন॥
মুক্তি মুক্তি করিতেছ যত নারী-নরে।
কথায় বসায়ে হাট বেচা কেনা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কাণ॥

ঈশ্বর-স্তোত্র।

জানা গেল যত করুণাময় করুণা তোমার হে।
নামের মহিমা যদি না ধরিবে।
কাতরে করুণা যদি না করিবে॥
জীবের যাতনা যদি না হরিবে।
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে॥
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে।
বল না কে আছে আর হে॥

ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী।
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি॥
মূল ধন কোথা মনে না বিচারি।
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি॥
অসার সংসারে করেছ সংসারী।
কেমনে পাইব সার হে॥

মলেম মলেম হলেম মাটি।
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি॥
নিয়ত মারিছে মাথার লাঠি।
কারাগারে পড়ে কেবলি খাটি॥
খাটাখাটি করে খেটে মরি শুধু।
খাটি কর একবার হে॥

গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ-ঘর।
সকলি আপন সকলি তো পর॥
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর।
কারে বলি নিজ কারে বলি পর॥
জনক জননী সুত সহোদর।
শত শত পরিবার হে॥

ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে।
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে॥
কি হলো কি হলো কি হবে কি হবে।
কারে দিব ভার কে ভার লবে॥
দেখ আহা সবে আহা হাহা রবে।
কত্ত করে হাহাকার হে॥

সকলেরি দেখি মলিন মুখ।
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক॥
ঐহিক সম্পদ ভোগের সুখ।
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুঃখ॥
ভোগেতে বঞ্চনা যোগেতে বঞ্চনা।
লাঞ্ছনা হইল সার হে॥

বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়।
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়॥
এই বড় নাথ দুঃখের বিষয়।
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়॥
ভারী হয়ে ভার না নিলে যদি।
কারে দিব তবে ভার হে॥

দিলে না হলো না সুখের সুভোগ।
ভোগ কন্থি শুধু আপন-কুভোগ॥
এখনো রয়েছে যোগের সুযোগ।
সে যোগে কেন হে না হয় সুযোগ॥
ভোগে কর্ম্মভোগ যোগে অনুযোগ।
এ যোগাযোগ কার হে॥

ভোগের সুযোগ আর তো ধরি নে।
যোগের সুযোগ আর তো করি নে॥
আসার আশায় আর তো মরি নে।
চরাচরে আমি আর তো চরি নে॥
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি।
যা হয় সুবিচার হে॥

আর কি হে আমি এ আমি রব।
আর কি করিব এ আমি রব॥
আর কি তোমারে আমি হে কব।
একেবারে নাথ শেষ করে সব॥
মুখে আমি ভব তব নাম লব।
সুখে হব ভব পার হে॥

রাস্তার গান।

দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পুন্নিমেতে অমাবস্যা তের পহর অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী॥
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে চড়ক পূজার দিন এবার।
সেই ময়রা মাগী মরে গেল মেরে বুকে শূল॥
বামুনগুলো ওগুচ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল।
কাল্ বিষ্টি-জলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হলো ছারেখার॥
এই সূয্যি মামা পুব্বদিগে অস্তে চলে যায়।
উত্তর দখিন কোণ থেকে আজ বাতাস লাগছে গায়॥
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া শিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাস্‌তেছে কেমন॥
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক জন।
কাল্ কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার॥

ইংরাজী-শিক্ষার ফল।

খেয়ে খানা পড়ে খানা কত খানা কারখানা।
বাড়ীতে খানার খোলা দিবে নিশি জলেছে॥

ফিরেছে সবার মতি নাহি পূজে ভগবতী।
আহারের সময়েতে ভগবতী (১) চলেছে॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট দাঁতে কাটে বিস্কুট।
গোটু হেল ড্যাম হুট মা বাপেরে বলেছে॥
এর চেয়ে সুখোদয় কবে আর কার হয়।
দেখ আর মহাশয় আশাতরু ফলেছে॥

আমার সেবক যত তারা সব জেঁকেছে।
হাতে করি পরাশর সরাসর ডেকেছে॥
স্মৃতি মনু বেদ আদি দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ না আদর করে বড় দায় ঠেকেছে॥
প্রকাশিয়া নব পথ নব মত লিখেছে।
সেই মত খাঁটি বটে সাহেবেরা দেখেছে॥
ছিল স্মার্ত্ত স্বার্থপর তার অর্থ ঢেকেছে।
পুনর্ভবা যত সুত সতী-পুত্র থেকেছে॥
অপ্রমাণ যত কথা গার জোরে টেঁকেছে।
নানা যোগে যাগ পেয়ে কাঁচাতেই পেকেছে॥
এক রোকে এক ঝোঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকেছে।
এক জালে রুই আদি চুনা পুঁটি ছেঁকেছে॥
অতি বেগে এক রোখা জোর বায়ু হেঁকেছে।
সে বায়ুর প্রভাবেতে তাবেতেই বেঁকেছে॥
কলঙ্কের কটু-রস সুধা-সম চেকেছে।
উপহাসে অনায়াসে গায়ে সব মেখেছে॥
কেমনে প্রবল হবে সেই তাক তেকেছে।
শৃগালের মত সব এক ডাক ডেকেছে॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়॥
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল বল কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য॥

(১) মন্ত্র।

কলি-যুগে লোকের অবস্থা।

মহারাজ জয় জয় ত্রিভুবনে কারে ভয়
মোহরসে প্রাণিগণ সমুদয় গলেছে।
যাজক ব্রাহ্মণ যত সকলেই অনুগত
মুখে এক পেটে আর যজমানে ছলেছে॥
ভক্তি পালায়েছে ছুটে শুধু নেয় ধন লুটে
পাঁজি পুথি ঘেঁটেঘুটে কেটেকুটে ডলেছে।
যজমান শিষ্য যারা বিষম বেঁকেছে তারা
গুরু পুরোহিত ধরে দুটি কাণ মলেছে॥
বিদ্যালয়ে কত শিশু মজেছে ভজেছে যীশু
মনেতে বিকার নাই এক দিকে ঢলেছে।
মশ্‌মশ্‌ জুতা পায় ঠাকুরের ঘরে যায়
বিছানায় ভাত খায় রীতি কত টলেছে॥

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ।

রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর।

রাজপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৭১৮ ও মৃত্যু ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে।

বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৮৮-৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বর্দ্ধমানের বাজার।

তার আগে দেখে কবি (১) রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারী বৈসে হাজারে হাজার ॥
বণিজী দোকানী কত শত শত ঠাঞি।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥
বনাত মখ্মল পট্টু ভূষ্‌ণাই (২) খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা (৩) ॥
মালদই নলাটি চিকণ সুরবন্দ।
আর আর কত কব আমীর-পছন্দ ॥
বিলাতী বহুত চীজ বেশ কিম্মতের।
খরিদ্দার নাহি পড়ে পড়ে আছে ঢের ॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেসাতি নাই রাজার দোহাই ॥ (৪)

বাঘাই কোটাল।

হাতীর আমারী (৫) পীঠে বাঘাই কোটাল।
শমন-সমান-দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
চৌগোঁফা ব্রজাই দাঁড়ি তুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক-পরা কলেবর কাল ॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক্ প্রকাশ যেমত ঊষাকালে ॥

(১) রাজকুমার সুন্দর।
(২) ভূষ্‌ণাই = ভূষ্‌ণা-পরগণায় জাত বস্ত্র।
(৩) তামাসা = আশ্চর্য্য।
(৪) বাজারে রাজার দোহাই দিয়া 'টোল' নেওয়ার রীতি নাই।
(৫) আমারী হাওদা (?)।

ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র॥
দুই পাশে খাড়া রহে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোকে যত করিছে সেলাম॥
আগে ডঙ্কা সন্তরি (?) সন্তরি চন্দ্রবাণ (১)।
বাজে দামা জগজম্ফ ভেওরী বিষাণ॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল॥
নকিব ফুকারে সদা হাজারীর ভুর (?)।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥

সুন্দর হাসেন মনে থাক্ দিন কত।
পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরী যত॥ (২)
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই॥

মালিনীর উদ্যানে সুন্দর।

অদূরে উদয় রবি নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি। (৩)
শিরসি কমলে দশ শত-দলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥

জপয়ে শ্রীদুর্গা নাম পূর্ণ-হেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি
সসঙ্কল্প গুণধাম॥

নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক দেখি মনে বড় দুসুখ (৪)।
সে জন-গমনে কুসুম-কাননে
বিকসিত হয় পুষ্প॥

---

(১) ডঙ্কা বাজাইবার দণ্ড।

(২) এহেন কোটালের যত বাহাদুরী শেষে সকলই জানা যাইবে, এই ভাবিয়া সুন্দর মনে মনে হাসিলেন।

(৩) প্রথম ছত্রের শেষ শব্দের সঙ্গে তৃতীয় ছত্রের শেষ শব্দের মিল।

(৪) দুসুখ=দুঃখ।

কাঞ্চন কস্তূরী বক অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা কুন্দ শেফালিকা
কেতকী বর্ণে কনক ॥

যূথী গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন কদম্ব মঞ্জন
কামিনী-নয়ন-শূল ॥

সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু বটে।
নাসা-রন্ধ্রে ঘ্রাণ স্মরে দহে প্রাণ
চমকিয়া হীরা (১) উঠে ॥

গতি গজ জিনি মন্দ হৃদয়-পরমানন্দ।
কোকিল-কূজিত ভ্রমর-গুঞ্জিত
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥

ভ্রমিতে কানন-মাঝ সম্মুখে যুবক-রাজ।
পুটাঞ্জলি-পাণি মুখে মৃদু বাণী
কহে তব এই কায ॥

সামান্য পুরুষ নহ স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণব্রহ্ম হরি নররূপ ধরি
কি হেতু তুমি ভ্রমহ ॥

কত পুণ্যপুঞ্জ মম ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয় ধন্য মমালয়
অতিথি শ্রীনরোত্তম ॥

গুণরাশি (২) কহে হাসি এ কথা না ভালবাসি।
হেদে শুন কই সাপরাধী হই
তুমি গো ধর্ম্মতঃ মাসী ॥

হীরাবতী মনে হাসে সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে কবি কুতূহলে
চলিল মালিনী-বাসে ॥

---

(১) হীরা=হীরা মালিনী।
(২) গুণরাশি=গুণের রাশি; এখানে সুন্দরকে বুঝাইতেছে।

সুন্দরের মালা-গাঁথা।

বিনা সূত কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্প-হার।
কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার ॥
জবা বক সুচম্পক কুন্দ শেফালিকা।
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা ॥
গাঁথে বীর করবীর অশোক কিংশুক।
বাছি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক ॥
পদ্ম-সঙ্গে গাঁথে রঙ্গে স্থল-পদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে গন্ধরাজে আরো করে আলো ॥
সমভাগে গাঁথে নাগ-কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ গাঁথে বেশ কুসুম কেতকী ॥
তুলা নাই কোন ঠাঞি এ কি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভব ॥
কহে রাম (১) মনস্কাম পূর্ণ কর কালী।
নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভালী ॥

বর্দ্ধমান-রাজ বীরসিংহ।

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত-তপনীয়-তনু তারাপতি-প্রায় ॥
প্রমথেশ-প্রিয়া-পূজা-প্রসাদ-চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু-মধ্যে বালার্ক যেমন ॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চিচয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ।
পুরোহিত-বেষ্টিত যেমন মথ-ভুজ ॥
কিঙ্কর-নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবলচ্ছত্র কিবা সুশোভন ॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর।
বাম ভাগে মহাপাত্র পরম চতুর ॥

সুন্দর-দর্শনে নাগরীগণের কথা।

কি মেরু-শিখর কিবা বিধুবর
বিবেচনা কর কি তরুতলে।

(১) রাম=রামপ্রসাদ।

শিখর অচল এ দেখি সচল
সপঙ্ক কমল সকলে বলে॥
কেহ কেহ হাসি মনে হেন বাসি
সৌদামিনী-রাশি এমনি হবে।
আর জন কহে যে কহ সে নহে
সৌদামিনী রহে স্থিরতা কবে॥
কি রূপ-লাবণ্য এ পুরুষ ধন্য
বিধি কার জন্য গঠিল বটে।
কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী
সুন্দর এ পতি যারে লো ঘটে॥
হৃদয়-মাঝারে রাখিয়ে ইহারে
নয়ন-দুয়ারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো নিরখিতে আলো
দেখ সখি আলো আখি মুদিয়া॥

রাজসভায় চোরবেশে সুন্দর।

পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিকে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাই মৃত্যু-ভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোপদার নকিব হুজুরে খাড়া আছে।
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়ে গেল কাছে॥
গরিব নেওয়াজ বলি অদবে সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥

ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সতত নির্ভয় দীপ্যমান্ যেন রবি॥
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরম পুরুষ চিত্তে জানিলে স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
বররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতী॥

রেবতী-রমণ কিম্বা হবে বৃষকেতু।
কিংবা নারায়ণ নিজে রাম রম্ভা-হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বোলে কাট চোরে মশানে বাঘাই॥
আখি-ঠারে আর বার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা-পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধা-ভাষা কহে গুণধাম (১)।
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যু-ভয়।
গোটা কত কথা কহি শুন মহাশয়॥

রামপ্রসাদ-কৃত কালী-কীর্ত্তন।

পার্ব্বতীর বাল্যলীলা।

গিরিবর আর আমি পারিনা হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন-পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনা হে প্রবোধ দিতে উমারে

* * * *

কাঁদিয়ে ফুলালে আখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে॥
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

উঠে বসে গিরিবর করি বহু সমাদর (২)
গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥

---

(১) সুন্দর। (২) সমাদর = আদর = সোহাগ।

সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয় কত পুণ্য-পুঞ্জ-চয়
জগজ্জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে॥
প্রভাত সময় জানি হিমগিরি-রাজ-রাণী
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল-আরতি-বাণী চেতনা জন্মায় রাণী
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥

জয়া বলে আমি সাজাইলাম।
বেশ বানাইলাম জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্প-বনে জয়া দাসী যাবে সনে॥
লোহিত চরণতলারুণ-পরাভব।
নখর-রুচি হিমকর-সম্পদ-দলনা।
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন।
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী কলনা (১)॥
সকল সময়ে মম হৃদয়-সরোরুহ।
বিহরসি হরশিরসি শশিললনা॥
কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোর (২) ভাবে।
বাঞ্ছা-ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবি রঞ্জন কাতর।
দীন-দয়াময়ি সন্তত (৩) ছল ছলনা॥

(১) শব্দযুক্ত।

(২) কালী-কীর্ত্তনের অনেক স্থলেই ভণিতায় দৃষ্ট হয় শ্রীযুক্ত রাজকিশোরের আদেশে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিসা শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ইঁহার উল্লেখ আছে—"মুখো রাজকিশোর কবিত্ব-কলাধর।" (৩) সন্তত=দূর কর।

আগমনী।

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার এই যে নন্দিনী আইল
বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ-শশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখরাশি
ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী এলো চুলে ধায় রাণী
বসন না সংবরে।
গদগদ ভাব-ভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে
* * * * *
পাছে করি গিরিবরে অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
* * * *
পুনঃ কোলে বসাইয়া চারুমুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ অধরে।

বলে জনক তোমার গিরি পতি জনম-ভিখারী
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ হয়ে আনন্দিত মন
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে এত প্রেম কোথা থুলে
কথা কহ মুখ তুলে ত্রাণ কর মারে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে মনে মনে কত হাসে
ভাসে মহা-আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে উল্লসিত জগজ্জনে
দিবা নিশি নাহি জানে আনন্দে পাসরে॥

ওগো রাণি নগরে কোলাহল উঠে চল চল
নন্দিনী-নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া
এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া কি কথা কহিলি আমারে কিনিলি
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমাদের অদেয় কি আছে এস দেখি কাছে
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥

রাণী ভাসে প্রেম-জলে দ্রুতগতি চলে
খসিল কুন্তল-ভার।
নিকটে দেখে যারে সুধাইছে তারে
গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ উপনীত রথ
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে মা কি মা ভুলে ছিলে
মা বলে এ কি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী মায়েরে প্রণাম করি
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে
এমন শুভ দিন আর কার গো॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল।

ভারতচন্দ্র-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৮০-৬০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৭১২ ও মৃত্যু ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে।

দক্ষ-যজ্ঞে শিব।

(ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ।)

মহারুদ্র-রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজূট-সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥ (১)
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণী ফণ্ণ গাজে। (২)
দিনেশ-প্রতাপে নিশা-নাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ড-মালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তি-ছালা॥

(১) ছলচ্ছল—প্রবাহ-ব্যঞ্জক; টলট্টল—জলের নির্ম্মলতা-ব্যঞ্জক; কলক্কল—জলের নিক্কণ-ব্যঞ্জক। (২) গাজে=গর্জ্জন করে।

পচা চর্ম্ম-ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর-আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

হরগৌরী।

(অর্দ্ধ-নারীশ্বর।)

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত-পীত-কায় রাঙ্গা দুটী পায় নিছনি (১) লইয়া মরিরে॥
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে।
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে আধ ফণিফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা আধ মণিময় হার উজালা।
আধ গলে শোভে গরল কালা আধই সুধা-মাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ এক হাতে শোভে মণি-কঙ্কণ।
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ আধই তাম্বুল পূরি রে॥
ভাঙ্গে ঢুলুঢুলু এক লোচন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন।
আধ ভালে হরিতাল শোভন আধই সিন্দুর পূরি রে॥
কপাল লোচন আধই আধে মিলন হইল বড়ই সাধে।
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে হইল প্রণয় করি রে॥

(১) বালাই।

দোঁহার আধ আধ আধ শশী শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি।
*আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল এক কাণে শোভে মণি-কুণ্ডল।
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল আধই গন্ধ কস্তূরী রে॥
ভারত কবি গুণাকর রায় কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেম-ভকতি চায়।
হরগৌরী বিয়া হইল সায় (১) সবে বল হরি হরি রে॥

হরগৌরীর বিবাদ।

শিবের অভিযোগ।

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘ-ছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিক্ষারী॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস-কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হইল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়। (২)
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥

(১) সাঙ্গ।
(২) দায়=বিপদে। অনেক সময়ে কোন দায় উপস্থিত হইলে দ্রব্য সামগ্রীর অকুলান হইলেও কৌশলে নির্ব্বাহ করিয়া লয়।

পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রী-ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাকৃছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥ (১)

দুর্গার উত্তর।

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট-লোচনে ॥
শুনিলি বিজয়া জয়া (২) বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি ॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উঁহার কপালে সভে হয়েছে নন্দন ॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্ব-কালি ধন কই ॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
নিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘ-ছাল সাপ সিদ্ধি-লাড়ু ॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥

(১) এইরূপ দুঃখকর কলহ ভারতচন্দ্র ভাল জানেন, অর্থাৎ তিনিও স্ত্রীর সঙ্গে এইরূপ কলহ করিয়া থাকেন।

(২) বিজয়া এবং জয়া পার্ব্বতীর সখী।

উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজ-মুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ-কণা যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটী পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পাণ গুয়া।
নাহি দেখি আয়তী কেবল আচাভূয়া॥
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥ (১)

শিবের ভিক্ষায় যাত্রা।

ভবানীর কটু ভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেট-মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়-মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আনরে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
যতগুলি ধুতুরার ফল।
থলি-ভরা সিদ্ধি-গুঁড়া লহরে ঘোটনা কুঁড়া
জটায় আছএ গঙ্গাজল॥

(১) শিবকে যাহা বলিয়া নিন্দা করা যায়, তাহাই তাঁহার প্রশংসা। অর্থাৎ তাঁহার দারিদ্র্য ও দৈন্যই তাঁহাকে ভোগের দেবতাদিগের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছে।

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলাএ সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে খনখন ঝনঝনে (১)
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥ (২)
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজ-সেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছএ যত সকলের এই মত
ভিক্ষা-মাগা নৈব চ নৈব চ॥ (৩)
হইয়া বিরস-মন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥

(১) যেখানে সর্ব্বদাই খন্‌খন্ ঝন্‌ঝন্ অর্থাৎ কলহ, সেখানে গৃহিনীপনা জানিয়াই বা লাভ কি?

(২) লক্ষ্মী আসিয়াও স্থির থাকিতে পারেন না।

(৩) একটি সর্ব্বজন-বিদিত শ্লোকের অনুবাদ।

শঙ্করের নৃত্য।

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝরঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ্ দপ্ দপ্ দীপয়ে মণি॥
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ-মণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দল মল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥
পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদে অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

ব্যাস।

ব্যাস নারায়ণ-অংশ ঋষিগণ-অবতংশ
যাহা হইতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদ ভাগে বেদান্ত বাখান॥
সদা বেদ-পরায়ণ প্রকাশিলা পারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি।

পিতা যার পরাশর শুকদেব-বংশধর
জননী যাহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটা-ভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষ-লোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাঁড়ি পাএ পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু॥
কপালে চড়ক ফোটা গলে উপবীত মোটা
বাহু-মূলে শঙ্খ-চক্র-রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি-মৃগ বাঘ-থাবা (১)
সারি সারি হরিনাম লেখা॥

তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার-মৃগ-ছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ-পিবারে জল
হাতে আশা (২) হিঙ্গুল-বরণ॥

এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম-আগম-মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানা মত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন্ যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥ (৩)

(১) অঙ্গে কৃষ্ণ-নামের ছাপসমূহ কলিরূপ মৃগের পক্ষে বাঘ-থাবা-স্বরূপ। (২) আশা = যষ্টি।

(৩) যে যেখানে কোন ধর্ম্মোৎসব করে, সেইখানেই যাইয়া সর্ব্বাগ্রে উপনীত হন।

জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধ-বাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥

এই রূপে শিষ্য-সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে
চিরজীবী নরাকার লীলা।
একদিন দৈব-বশে শিষ্য-সহ শাস্ত্র-রসে
নৈমিষ-কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন
গাল-বাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর ত্র্যম্বক গিরিশ হর
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥
এইরূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

ব্যাসের শিব-নিন্দা।

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥

অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে।
মোক্ষপদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্বরজস্তমো গুণ প্রকৃতি তাহার॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্য গতি রজোগুণে লোভে বাঁধা থাকে॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥
সত্য সত্য এই সত্য আর সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্ব দেবে হরি॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥ (১)

শৌনকাদি মুনির উত্তর।

এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্ম-রূপ তমো বিনা নয়॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম-জীবে॥
সত্ত্ব-রজঃ-প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়।
তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয়॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব।
সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব॥
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে॥ (২)

(১) "বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"—মহাভারত।

(২) অসংখ্য গুণে বৃদ্ধ, কুমার ও যুবক হইতে পূজনীয়।

রজোগুণে বিধি তার নাভি-তটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥
তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশী-মাঝে গিয়া।
তবে সে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥ (১)
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শৌনকাদি মুনির শিব-স্তোত্র।

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্ক-শেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান-নাটক বিষাণ-বাদক
হুতাশ-ভালক মহত্তর॥
জয় সুরারি-নাশন বৃষেশ-বাহন
ভুজঙ্গ-ভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোক-কারক ত্রিলোক-পালক
ত্রিলোক-নাশক মহেশ্বর॥
জয় রবীন্দু-পাবক ত্রিনেত্র-ধারক
খলান্ধকান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গ-কেশব কুবের-বান্ধব
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর॥
জয় বিষাক্ত-কণ্ঠক কৃতান্ত-বঞ্চক
ত্রিশূল-ধারক হতাধ্বর।

---

(১) যদি সাধ্য থাকে, তবে কাশীতে যাইয়া এ কথা প্রচার কর। যদি কাশীতে এ কথা প্রচার করিতে পার, তবে আমরা শিবকে ছাড়িয়া হরিকে পূজা করিব।

জয় পিনাক-পণ্ডিত পিশাচ-মণ্ডিত
বিভূতি-ভূষিত কলেবর ॥
জয় কপাল-ধারক কপাল-মালক
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবা-মনোহর সতীসদীশ্বর
গিরীশ শঙ্কর কৃত-জ্বর ॥
জয় কুঠার-মণ্ডিত কুরঙ্গ-রঙ্গিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর (১)।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধি-প্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর ॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
বিলোকনোদয় চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশ ভারত
উমেশ পর্ব্বত-সুতা-বর ॥

ব্যাসের হরি-গুণ-গান।

এইরূপে শৌনকাকি যত শৈবগণ।
শিবগুণ গান করি করিলা গমন ॥
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ পরি বাঘ-ছালা ॥
রক্ত চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র-ফোঁটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে ॥
কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পুরিত গঙ্গাজলে ॥
অতি দীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরু-পর।
নাভি ঢাকে দাঁড়ি-ঝোপে বিশদ চামর ॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ॥

ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরি-গুণ কয়ে ॥
একেবারে হরি হরি হর হর রব।
ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব ॥

(১) চতুষ্কর = চারি হাত-যুক্ত।

বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

ব্যাস-কৃত বিষ্ণু-স্তোত্র।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাগণ-মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক পূতনা-বক-নাশন॥
জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবতুর্ল্লভ-বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক-মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয় নিত্য-নিষ্ক্রিয়-মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় দ্রৌপদী-ভয়-ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন॥

এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদি কেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া॥
কীর্ত্তনীয়াগণ সঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য-গোষ্ঠ দান বেশ রাস। (১)
পূর্ব্বরঙ্গ (২) রসোদ্গার মাথুর (৩) বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।

বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কান্দে ভাবে গদগদ।

(১) দানের পালা, বেশ পরিধানের পালা ও রাস।
(২) পূর্ব্বরঙ্গ = পূর্ব্বরাগ।
(৩) কৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধার অবস্থা ও কৃষ্ণের নিকট বৃন্দার দৌত্য সম্বন্ধীয় বিষয়।

বীণা-বাঁশী-আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানা মতে গান বিষ্ণুপদ ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
উর্দ্ধভুজে উর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥

গোপ-কুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।
একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা-আদি গোপী-সাথ
শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ-যশোদাদি যত সবে নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন ॥
সুধা-সমুদ্রের মাঝে চিন্তামণি-বেদী সাজে
কল্পতরু কদম্ব-কানন।
নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষি-সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ-সঙ্গে সদা রাস-রস-রঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥

কৃষ্ণলীলা-বর্ণন।

গোলোক-সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হইলা ভূমণ্ডলে।
কংস-আদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন
দৈবকী-জঠরে জন্ম-ছলে ॥
বসুদেব কংস-ভয় নন্দের মন্দিরে লয়
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পুতনা বধিতে চলে বিষ-স্তন-পান ছলে
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমল অর্জ্জুন ভঙ্গি
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।

মৃত্তিকা-ভক্ষণ-ছলে যশোদারে কুতূহলে
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥
ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি
উদূখলে করিলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥

বধ কৈলা বৎসাসুর কেশীরে করিলা চূর
বল-হাতে (১) প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধন-গিরি ধরি
বৃষ্টি-জলে গোকুল রাখিলা ॥
ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে
করিলেন কালিয় দমন।
সহচর পাঠাইয়া যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া
করিলেন কাননে ভোজন ॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি
রাখিলেন পর্ব্বত-গুহায়।
নিজ-দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি
বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥
গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নী-ব্রত
হরি লৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥

করিতে আপন-ধ্বংস অক্রূরে পাঠায়ে কংস
হরি লয়ে গেল মথুরায়।
ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুব্জারে সুন্দরী করি (২)
সুশোভিত মালীর মালায় ॥
দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া চানূরাদি নিপাতিয়া
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব-দৈবকীরে নতি কৈলা নত শিরে
দূর করি নিগড়-বন্ধন ॥

(১) বলদেবের হস্তে।
(২) কুব্জাকে সৌন্দর্য্য দান করিয়া

উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবন্তী গিয়া
দ্বারকা-বিহার নানা মতে।
অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত-ভাগবতে ॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ব দেবে হরি ॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঞি।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥
ব্যাসের শাস্তি।
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে (১) ॥
ক্রোধ-দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল ॥
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥
চারিদিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥

ইহার পরে শিবের প্রসাদে ব্যাসের শরীর ব্যাধি-মুক্ত হয়। তখন ব্যাস গোঁড়া শৈব হইয়া পড়েন। এই ঘটনা ভারতচন্দ্র বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হরি-হরে ভেদ-জ্ঞান।

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥
দেখ দেখ ওহে নন্দী ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব ॥
যবে ছিল বিষ্ণু-ভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥

(১) আগুসারে=অগ্রসর হইল।

কি দোষে মুছিল হরিমন্দির-ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায়॥
হের দেখ তুলসী-পত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হৈয়া ছাড়িল হরিনাম॥

মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরি-ভক্ত হৈয়া যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি-হর দুই মোরা অভেদ-শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটুনী।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুল-বধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশে জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায় চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
যার নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার ॥
বসিলা নায়ের বারে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে।
ভবানী কহেন তোর নাএ ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী-উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী-উপরে ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী-উপরে।
তার ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
[illegible]

তীরে উত্তরিল (১) তরি তারা উত্তরিলা (২)।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুইয়াছিলে পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ (৩)॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥ (৪)

ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল-অষ্টমীতে॥
কত দিন ছিনু (আমি) হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড়-হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

---

(১) পৌঁছিল। (২) অবতরণ করিলেন।

(৩) সোণা।

(৪) আমি তপ জপ জানি না, শুধু নিজ-দয়াগুণে দেখা দিয়াছ। যে দয়ায় আমি তোমার দর্শন পাইয়াছি, সেই দয়াতেই তুমি বল তুমি কে।

বিদ্যাসুন্দর।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ধূয়া।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটী বাজাও হে॥
নব-জলধর-তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু।
পীতধড়া বিজলীতে ময়ুর নাচাও হে॥
নয়ন-চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর।
মুখ-সুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে॥
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও।
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥

শিব-পূজার জন্য হীরা রাজকুমারীকে প্রত্যহ মালা যোগাইত। সুন্দর হীরার বাড়ীতে আসিয়া মালা-গাঁথার ভার সে দিন নিজে লইয়াছিলেন। মালা খুব সুকৌশলে গাঁথার দরুন দেরি হইয়াছিল, এই জন্য বিদ্যাকৃত র্ভৎসনা ও হীরার উত্তর।

শুন লো মালিনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥

বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে (১) পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥
কি করিবে তোরে আমায় গালি।
বাপায়ে বলিয়া শিখাব কালি॥

---

(১) বালিকা।

হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজ-কুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাযে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ (১)।
করিনু ভালরে হইল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥ (২)

বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা * * শিখাএ দিল॥
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
* * * *
ছাড় আই ছলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥ (৩)
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥

(১) ফন্দ = ফন্দী = কৌশল।

(২) ক্রোধ অস্তমিত হইল এবং মধুর ভাব উদিত হইল। এখানে সূর্য্যের অস্ত-গমন এবং চন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে গৌণ উপমা আছে।

(৩) বড় লোকের প্রীতি বালুকার বাঁধের ন্যায়,—তাহা কখন ভাঙ্গে ঠিক নাই, তার উপর প্রত্যয় করা যায় না,—এক সময়ে হয়ত হাতে চাঁদ তুলিয়া দেন এবং পরক্ষণেই হস্তে শৃঙ্খল পরান।

বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুলশর ফুটিল॥
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল॥
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

সুন্দর ধরা পড়াতে বিদ্যার এবং অপরাপর সকলের আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী বিদ্যারে কহিল সহচরী
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে ধরা তিতে নয়নের জলে
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির-বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥

হায়রে বিধাতা নিদারুণ কোন্ দোষে হইলি বিগুণ
আগে দিয়া নানা দুঃখ মধ্যে দিন কত সুখ
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥

রমণীর রমণ-পরাণ তাহা বিনা কেবা আছে আন
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক্ ধিক্ তাহার পরাণ॥

হায় হায় কি কব বিধিরে সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে॥

কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া শ্বাস বহে অনল জিনিয়া
ইহা কব কার কাছে এখনও পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥

প্রভু মোর গুণের সাগর রসময় রূপের নাগর
রসিকের শিরোমণি বিলাস-ধনের ধনী
নৃত্য-গীত-বাদ্যের আকর॥

জননী ডাকিনী হৈল মোর মোর প্রাণনাথে বলে চোর
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু (১) ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥

চোর ধরা গেল শুনি রাণী অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥

রাণী বলে কাহার বাছনি মরে যাই লইয়া নিছনি
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন-কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥

কি কহিব বিদ্যার কপাল পেয়েছিল মনোমত ভাল
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেনে হইবে জঞ্জাল ॥

হায় হায় হায় রে গোঁসাঞি পেয়েছিনু সুন্দর জামাই
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

এইরূপে পুরবধূগণ সুন্দরে বাখানে জনে জন
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে
ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥

চোর লয়ে কোতোয়াল যায় দেখিতে সকল লোক ধায়
বালক যুবক জরা কাণা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥

কেহ বলে এ চোর কেমন এখনি করিল চুরি মন
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে
পতি নিন্দে আপন আপন ॥

---

(১) ধূমকেতু (কোটাল) সুন্দরকে ধরিয়াছিল, এজন্য সে আকাশের ধূমকেতুর ন্যায় ভয়াবহ।

মানসিংহের সেনা-নিবাসে ঝড়-বৃষ্টি।

দশ দিক্ আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারি দিকে তরঙ্গে জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুটঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বাণ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলওয়ার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
থাবি খায়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মাল মাত্তা উরুদু বাজার॥
বকড়ী বকড়া মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাভাসে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোসাঞি।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল সবে মাত্র আমি।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগারটি স্বামী॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥

ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায়॥

কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গলায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হইল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা সৃষ্টি ॥

মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
পয়দল কলবল ভূতল টলমল।
সাজল দল-বল অটল সোয়ারা ॥
দামিনী তকতক জামকী ধক্ ধক্।
ঝক্‌মক্ চক্‌মক্ খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত (১)।
মোগল মাহুত রণ অনিবারা ॥
ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত।
ভারত অভিমত গীত সুধারা ॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান (২) ॥
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির ॥
আগে চলে লালপোশ খাশ বরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল (৩)।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদু বাজার ॥

(১) রাহুত = সৈন্য।

(২) চন্দ্রবান = চন্দ্র (চন্দ্র-চিহ্ন)-যুক্ত।

(৩) রায়বেঁশে মাল = যে সকল মল্লের হস্তে রায়বাঁশ (উক্ত নামধারী বাঁশের লাঠি।)

সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশঃ বর্ণাইয়া॥
ধাঢ়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥
আগে পাছে দুই পাশে দু-সারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥

শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলওয়ার॥ (১)
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলওয়ার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ি দি(উ)ক্ আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলওয়ার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলওয়ারে॥ (২)
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দামামা দম দম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥
কত নিশান ফরফর নিনাদ ধরধর
কামান গরগর গাজে।
সব জুবান রজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে॥

(১) বেড়ী গ্রহণ করিলে অধীনতা স্বীকার এবং তলোয়ার লইলে যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

(২) অর্থাৎ যমুনাতীরে আগ্রায় সম্রাটকে পরাজয় করিয়া সেইখানে রক্তরঞ্জিত অসি যমুনার জলে ধৌত করিব।

ধরি অনেক প্রহরণ　　　জরীর পহিরণ
　　সিফাইগণ রণ-মাঝে।
পরি করাইবখ্‌তর　　　পোষাক বহুতর
　　সুশোভী শিরপর তাজে॥
বসি আমারী ঘর পর　　　আমীর বহুতর
　　হুলায় (১) গজবর-রাজে।
পুর যশোর চমকত　　　নকীব শত শত
　　হুসার ফুকরত কাযে॥
হয় গজের গরজন　　　সেনার তরজন
　　পয়োধি ভরছন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর　　　বনায় তঁহি পর
　　প্রতাপ দিনকর সাজে॥

যুঝে প্রতাপ-আদিত্য　　　যুঝে প্রতাপ-আদিত্য।
ভাবিয়া অসার　　　ডাকে মার মার
　　সংসার সব অনিত্য॥
শিলাময়ী নামে　　　ছিলা তার ধামে
　　অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া　　　বসিলা রুষিয়া
　　তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত　　　গুরু পুরোহিত
　　মিলে মানসিংহ-রাজে।
লস্কর লইয়া　　　সত্বর হইয়া
　　প্রতাপ-আদিত্য সাজে॥
ধ্ ধ্ ধম্ ধম্　　　ঝাঁ ঝাঁ ঝম্‌ঝম্
　　দমামা দম্‌দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড়　　　দুড় দুড় দুড়
　　কামানের গোলা গাজে॥
সিন্দুর-সুন্দর　　　মণ্ডিত মুদ্গর
　　ষোড়শ হলকা হাতী।
পতাকা নিশান　　　রবি চন্দ্র বাণ
　　অযুতেক ঘোড়া সাতি॥

(১) লেলিয়া দেয়।

সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে গালাগালি॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে
আত্ম-পর নাহি শুঝে॥
তীর শনশনি গুলি ঠন্‌ঠনি
খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে॥
ভালায় (১)ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতসাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহ-জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ-আদিত্যে লৈল॥
দল-বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুচ্ছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায়॥

---

(১) কপালে।

জয়নারায়ণ সেনের হরি-লীলা।

জয়নারায়ণ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "হরি-লীলা" ও "চণ্ডী-কাব্য" প্রণয়ন করেন। ইনি রাজ-বল্লভের জ্ঞাতি এবং বিক্রমপুরের অধীন যপ্‌সা-গ্রাম-নিবাসী ছিলেন। ইনি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সামসময়িক কবি; এবং উক্ত দুই কবির পরেই সসম্মানে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থানীয় এবং ঐ সময়ের সমগ্র বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আসীন হইবার যোগ্য। ইহার কাব্যগুলির একখানিও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, এজন্য আমরা ইঁহার হরি-লীলা হইতে বিস্তারিত ভাবে রচনা উদ্ধৃত করিলাম। চণ্ডী-কাব্য হইতেও সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল। জয়নারায়ণের বংশীয়া গঙ্গামণি দেবী নাম্নী লেখিকা প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে হরি-লীলার একখানি পুথি নকল করিয়াছিলেন; সেই পুথি হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল। জয়নারায়ণ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৬০৮-৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভোজপুরী চোর কর্ত্তৃক রাজবাড়ী হইতে বহুমূল্য হার ও তরবারি চুরি এবং কোটাল কর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার-চেষ্টা।

প্রথমে ডাকিয়া কৈল নায়ের কোটালে।
সাবধান কালা রায় দস্যু পাছে চলে॥
বসিল আঁটিয়া ঘাট গুজর ফাটক।
পথে ঘাটে যারে পায় তখনি আটক॥
মায়্যা হয়্যা হরকরা পশে সব পুরে। (১)
বৈরাগী ফকীর হৈয়া ফিরে দ্বারে দ্বারে॥
বিদেশী অতিথ পথি হাজারে হাজারে।
ধরি ধরি আনি সব রাখে কারাগারে॥

(১) স্ত্রীলোকগণ "হরকরা" অর্থাৎ দূতীর ছদ্মবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কপাট পড়িল সব ভরিয়া সহরে।
ক্ষণেকেতে হাহাকার হইল নগরে॥
অগ্নি-জল-জন্যে কেহ বাহিরে না যায়।
অট্টালিকা পরে কেহ না চড়ে শঙ্কায়॥
কোটালের ছোট ভাই আর চারি জন।
অগ্নি রায় পূর্ব্বদ্বারে করিলে গমন॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে সোয়ার হইল।
সহরে প্রধান দ্বারে আগলি বসিল॥

ধূম রায় সুম রায় জুম রায় আর।
এই সাজে ফৌজে রুদ্ধ কৈল আর দ্বার॥
চারি দ্বারে চারি ভাই চারি হাজার ঘোড়া।
পাঁচ পাঁচ হাজার প্যাদা প্রতিদ্বারে খাড়া॥
শালের মুড়াসা (১) বান্ধা পরি মিয়া নায়।
থানে থানে দ্বারে দ্বারে ফিরে উল্কা রায়॥
অযুত সোয়ার আর পদাতি বহুল।
পাঁচ বাজনা বাজে সঙ্গে শুনিতে তুমুল॥
কালা রায় নীলা রায় তারা দুই ভাই।
পাঁচ শত নৌকা সঙ্গে ফিরায় দোহাই॥
দাঁড়ের জলকরে (২) চড়ি বায়ুবেগে ফিরে।
দ্রোণীহ রাখিতে কেহ নাহি পারে নীরে॥
হরকরা সবে প্রতি আড়ায় দিলে কাড়া।
হাতে হাতে পথে পথে ডাক (৩) চকি খাড়া॥

রাজপথ রুদ্ধ কৈল বাহিরে আসিয়া।
কয়েদ করে নানা দেশিক (৪) ছিদ (৫) পাইয়া॥
কার গলে দেখে যদি কুসুমের মাল।
তথাপিএ লোক তার তত্ক্ষণেতে কাল॥

---

(১) মোড়াসা = পাগড়ি।

(২) মুসলমান জেলেদের ব্যবহার্য্য ডিঙ্গি বিশেষ।

(৩) ডাক = এক জনের পর আর এক জন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংবাদ-বহনের জন্য লোক।

(৪) নানা দেশিক = নানা দেশবাসীকে। (৫) ছিদ = ছিদ্র।

তেগা তলোয়ার ছয়েপ দেখে যার করে।
তখনি অমনি নেয় ফাটকের ঘরে॥
দিবা গেল এই মতে রাত্র উপনীত।
উল্কা রায় করে লক্ষ উল্কা প্রজ্বলিত॥
নিশি ভরি চকি (১) দিয়া আছিল আলোতে।
সল্লা করে বসি মধু সিংহের সহিতে॥ (২)

প্রভাতে হুকুম কৈল লোক ডাকাইয়া।
ঝাড়া লও নগরের হাওলি ঘিরিয়া॥
যত মহাজন যত বঙ্কাল বাণিয়া।
খোসবাসী আছে যত আটকাও আনিয়া॥
করিব তজগিরা দেখি আপন নয়নে।
গাড়া ধরা কি মাল আছে কাহার ভবনে॥

আজ্ঞা পাইয়া দশ দিকে ধায় আর চর।
পাশ ছোটা হাতে যেন যমের কিঙ্কর॥
বুধু সাহা সাধু সাহা আদি শত ঘর।
মণে মণে মাপে যারা সোণার মোহর॥ (৩)
দীনু দাস মনু দাস জবিয়ার সরদার।
তরাযুতে করে যারা রত্ন-কারবার॥
নিত্যব্রহ্ম রামদাস পোদ্দার প্রধান।
চকেতে প্রধান যার শতেক দোকান॥
হর জীউ গর জীউ খোসবাসী যত।
কাঠ ঘরে বেড় দিয়া বান্ধি আনে কত॥
শ্রীরামদয়াল নামে খাজাঞ্চী সরকারী।
ঘেরে উল্কা রায় এ সকল পুরী॥
লাখে লাখে পুরী আর ঘেরিয়া।
বাড়ীর যাহারে পায় আনয়ে ধরিয়া॥

---

(১) চকি = চৌকি = পাহারা।

(২) মধু সিংহের সহিত বসিয়া পরামর্শ (সল্লা) করিতে লাগিল।

(৩) এই সকল বিবরণ হইতে বঙ্গীয় সাহা কুলের একসময়ের অর্থ-সম্পদের আভাস পাওয়া যায়। কবি-কল্পনা হইলেও এই সকল চিত্র তৎসময়ের সমাজ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

কত নারী যুবতী কেশরী-মধ্য-ক্ষীণা।
ব্যস্তে ধায় বুকে মুখে বসন-বিহীনা॥
উরু কুচ নিতম্ব ভরেতে হেলি পড়ে।
ছিন্ন হার কঙ্কণ কেয়ূর ভূমে গড়ে॥
ইতিমধ্যে ফলিবারে হরির মন্ত্রণা।
যাতে পাবে ধনপতি অশেষ যন্ত্রণা॥ (১)
যে দিন রাত্রিতে চুরি রাজার মহলে।
কাক-রবে চোর দ্রব্য বেচিবারে চলে॥
উপনীত আসি সেই গলির শিরায় (২)।
যে গলিতে ধনপতি কেরায়া বসায়॥ (৩)

সাধু-কর্ত্তৃক অপহৃত হার প্রভৃতি ক্রয়।

বাহির হইছে সাধু প্রভাত-ক্রিয়াতে।
ধনীরাম মণিরাম ভাণ্ডারী সহিতে॥
গামছা কাহার হাতে কার হাতে ধুতি।
হেন কালে চোর-সঙ্গে হইল সংহতি॥
ভূমেতে প্রণাম করি যোড় করি কর।
চোর বোলে প্রভু মোর ভোজপুরে ঘর॥
ছাড়িয়া আপন দেশ হৈয়া একেশ্বর।
চিরকাল এই দেশে রহিছি চাকর॥
মণিপতি নাম মহাসাধু এই দেশে।
জানয়ে সকল লোক অশেষ বিশেষে॥
অতি এতবারে (৪) মোরে পুত্রতুল্য চায়।
সপ্তম বৎসর হৈল গিয়াছে সদায়॥

না ফিরিল পুনর্ব্বার না পাইল সংবাদ।
এই মনস্তাপে মোরা সকল বিষাদ॥
লক্ষ্মীমতী পতিব্রতা তাহার ঘরণী।
কাঁদিয়া করেন ক্ষেপ দিবস রজনী॥

(১) ধনপতি সদাগর হরিকে (সত্যনারায়ণকে) পুজা না করাতে, হরি রুষ্ট হইয়া তাহাকে কষ্টে ফেলিবেন এই চক্রান্ত করেন।

(২) শিরায়=মাথায়।

(৩) কেরায়া=ভাঁড়া। যে বাসা ভাঁড়া করিয়াছিল।

(৪) এতবার=বিশ্বাস (ফারসী শব্দ)।

ইহাতে সুসার যত অগোচর কি।
দ্রব্যজাত বিক্রীর নির্ভরে সবে জী॥

মণিময় এক হার এক তলোয়ার।
পাঠাইলে মোরে অন্ত বেচিতে বাজার॥
তাহাতে প্রথমত দেখা অতি সুপ্রভাতে।
মনে যদি লয় তবে দেখুন সাক্ষাতে॥
মনঃপূত দ্রব্য হইলে রাখান সরকারে।
নহে ফিরাবেন কি দোষ আহারে ব্যভারে॥ (১)
বস্তু উপযুক্ত হয় এমত সংসারের।
মূল্য হওয়ারা (২) পাবো কায দলালের॥

শুনি সদাগর হাসি হাত পসারিল (৩)।
হলাহলময় হার হাতে হাতে দিল॥
কাঠি (৪) হতে খুলিয়া তলোয়ার রাখে কাছে।
যে তলোয়ারের ছটা জহরেতে ডুব্যে আছে॥
দেখি মাত্র ধনপতি হইল বিস্ময়।
এমত অপূর্ব্ব দ্রব্য ভাগ্যেতে ঘটয়॥
না দেখি এমত আর আমার বয়সে।
কোন ভাগ্যে জানি মিলিল অনায়াসে॥
চোরকেই ইসারা কৈল আসিতে অন্দরে।
ধনীরামে কহিল কপাট দেও দ্বারে॥

করিলে জিজ্ঞাসা চোরে কি নাম তোমার।
কহিলেক সত্যরাম নাম অভাগার॥
পুছিলেক কিবা মূল্য হইবে ইহার।
বলিল পছন্দ নাকি পড়িল এ হার॥
কহিল পছন্দ হৈল মূল্য যদি বলে।
বলিব বনিব সেই যেইরূপে বলে॥

---

(১) আহারে কোন দোষ নাই, সেইরূপ লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিলেও দোষ নাই, অর্থাৎ দর-দস্তুর করিতে বাধা কি?

(২) প্রাপ্তি। (৩) পসারিল=প্রসারিত করিল।

(৪) কাঠি=কোষ।

দরে মুলে কিবা কায যেখানে আপনি।
লাখেতে মিলিবে দুই ইহা আমি জানি॥
শুনি ধনপতি হেরি জামাতা ডাকিয়া।
বলিল দেখিতে মূল্য হারের আঁকিয়া॥

নর।

রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার।
তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার॥
বিশ বিশ রক্তি প্রতি মুক্তার ওজন।
তাথে মাণিকের বন্ধ অরুণ-কিরণ॥
পঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বন্ধ প্রতিহারে।
দেড়শত হৈল বন্ধ লিখিতে সুমারে (১)॥
বন্ধহ ওজনে বিশ বিশ রক্তি হয়।
মধ্য-হারে ধুক্‌ধুকি সেহ মণিময়॥
লঘুতরা বিশ রক্তি লট্‌কনের (২) মতি।
অন্ধকারে দীপ-প্রায় প্রকাশিত জ্যোতিঃ॥
মধ্যেতে জ্বলিছে অতি শ্বেত হীরা থান।
বিশ মাষা আভাপূর্ণ চন্দ্রের সমান॥
মাষা যার বিশ হাজার আর জবা যার।
মালার মেরুতে তিন ঘুন্টিহ মুক্তার॥
সেহ তিন বিশ রক্তি হইল ওজনে।
চন্দ্রভান দেখি তাহে আঁকে হর্ষমনে॥
আঁকিলেক মূল্য সেই হার মনোহরে।
চন্দ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে॥ (৩)
দেখাইলে মূল্য-অঙ্ক নয়ন ঠারিয়া।
বিশ হাজার কৈল পণ তলোয়ার ধরিয়া॥

(১) মোট গণনায়।

(২) লট্‌কনের=ঝুলাইয়া পরিবার।

(৩) জয়নারায়ণ রাজবল্লভের নিকট-আত্মীয় এবং স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। ইহারই পিতামহ কৃষ্ণরাম ও রামমোহন নবাব-সরকার হইতে "ক্রোড়ী" উপাধি পাইয়াছিলেন। হারের মূল্য নিরূপণ-উপলক্ষে জয়নারায়ণ জহরৎ-সমূহের গুণাগুণ ও মূল্যাদি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা খাঁটি জহুরীর ন্যায় হইয়াছে।

রতনে জড়াও কবজা জড়িয়াছে তাথে।
শ্যামবর্ণ চমকিছে জৌহরের সাথে॥
ভাবি ধনপতি তখন বলিল চোরেতে।
দঢ় (১) বল কিবা পণ লইবা ইহাতে॥
লক্ষ যে কহিছ পণ ইথে হারে হরি।
অর্দ্ধ পণে যদি ছাড় তবে আমি পারি॥
চোর বলে পর-দ্রব্য সে বলিছে যাহা।
আমি কি করিয়া ঘটাইতে পারি তাহা॥ (২)

না দিও দলালি বরং লক্ষ বিনে আর।
তথাপি তোমার সঙ্গে করিব ব্যভার (৩)॥

বাদাবাদে পঁচাত্তর হাজারে চুকিল।
হরিষ অপারে শীঘ্র পণ বুঝাইল॥
ওজনেতে পণেতে হারেতে বিশ বিশ।
এ সকলে বিশ সদাগরে হৈল বিষ॥ (৪)
হাতে করি লৈয়া হার চোর বিদায় দিল।
গাড়ী ভাড়া করি চোর টাকা নিয়া গেল॥
পরদিন মহাহর্ষে শ্বশুর জামাই।
ঘরেতে ঘটিল লাভ সুখে সীমা নাই॥
বালাখানায় মছলন্দে বসি সদাগর।
গলে দিয়া সেই রাজ-যোগ্য হারবর॥

বারদণ্ড বেলা বাজাইছে ঘড়্যালেতে (৫)।
হেন কালে উল্কা রায়ের চর হাওলিতে॥
গলি হতে দেখে তারা উপরে চাহিয়া।
বসিছে দুজন মহাহরিষ হইয়া॥

(১) নিশ্চয় করিয়া।

(২) দ্রব্য আমার নহে, আমি দালাল মাত্র। সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই বলিয়াছি। তুমি যাহা বল, তাহা কিরূপে ঘটাইব?

(৩) ব্যভার = ব্যবহার = কারবার।

(৪) এই বিশ (বিংশতি) সংখ্যা সদাগরের পক্ষে বিষ-তুল্য হইল।

(৫) ঘড়্যাল = ঘড়িয়াল = যে ব্যক্তি ঘটিকা বাজায়।

গলে চমকিছে রাজ-যোগ্য হার অতি।
দেখি দেহরীতে (১) তারা আইল শীঘ্রগতি ॥
অমু সিংহ মমু সিংহ পাঞ্জাবী হরকরা।
সঙ্গে দশজন উল্কা রায়ের পহরা ॥
আপসে করিয়া যুক্তি অমু সিংহ ধাইল।
মধু সিংহ কাণে যাইয়া সংবাদ বলিল ॥
নিকট সহরে এক আসিছে তোজ্জার (২)।
শীঘ্র লোক দেও তার পুরী ঘিরিবার ॥
শুনি উল্কা রায় কৈয়া ধাইল পায়দল।
তীব্র-গতি সবে অতি ক্ষিতি টলমল ॥
অমু সিংহ বলে মোর সঙ্গে মহাশয়।
আগে চল লালু জমাদ্দারের কায নয় ॥

সাধু ধৃত।

দৌড়াদৌড়ি যাইয়া সবে অমনি ঘিরিল।
হার তলোয়ার সঙ্গে অমনি বান্ধিল ॥
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল ভুজঙ্গ।
ক্ষুধিত সাচান যেন দেখিল বিহঙ্গ ॥
মৃগশিশু পড়িলেক কেশরীর নখে।
শফরী ফাফর যেন মকরের মুখে ॥
মহাকোলাহল হৈল চোর পৈল ধরা।
সাথি সব সনে আর সেই হার হরা (৩) ॥
দুজনাকে উল্কা রায় আপনে বান্ধিয়া।
প্রচুর মারিয়া পুছে মছলন্দে বসিয়া ॥

শুন ওরে ডাকুরে কোঙ্গরা মালমস্ত।
তোর লাগি দুই দিন এ সহর ব্যস্ত ॥
ওরে ফণি মণিহরা চোট্টা (৪) অগ্নি-গিলা (৫)।
আর কেবা সাথী তোর ত্বরা আনি মিলা ॥
নহে বান্ধি কুঞ্জরের পায়েতে এখন।
গলি গলি ফিরি মজা জানিবি কেমন ॥

(১) দরজার নিকট। (২) তোজ্জার = যে তেজারতি ব্যবসায় করে।
(৩) হরা = অপহৃত। (৪) চোর।
(৫) যে ব্যক্তি অগ্নি গিলিতে যায়।

কড়মড়ি করি দন্ত গালে মারে চড়।
ধনপতি-হিয়া ধক্‌ধক্ ধড়পড় ॥
আর লোকে চারি দিকে লাথি কিল মারে।
সাধু যম-সম দেখে যার পানে হেরে ॥

না সরে বচন দেখি উত্তর কি দিবে।
কিসে কি হইল ইথে কি মত করিবে ॥
বলে ওহে মহাশয় কর তজবিজ (১)।
আমি ত ইহার কিছু নাহি জানি বীজ (২) ॥
মারি ধোল মধু সিংহ বলে জানি তোমা।
শুনেছি 'চোরের না ছিনালের মা' ॥ (৩)

লয়ে চল উল্কা রায় দেরী না যুয়ায়।
তোর যম ছিল এই খায় কালী মায় ॥ (৪)
হাওলিতে চকি রাখি করিলে বাহির।
শুনি আর চারি ভাই আইল যেন তীর (৫) ॥
তারা আসি ধনী মণি বিশাই কাড়ারী।
সকল বান্ধিয়া লৈল জয়-রব করি ॥
এক পাছে শতেক ধাইয়া আনে।
মহাকোলাহল হৈল ভূপতি-ভবনে ॥
লাখে লাখে লোক যত পাছে পাছে ধাএ।
মাটী পরশিতে নারে সবে লৈয়া যায় ॥ (৬)

(১) তজবিজ = বিচার।

(২) বীজ = এখানে 'মূল' অর্থে ব্যবহৃত।

(৩) ডাকের একটি বচনে কথিত আছে—চোরের মুখে "না" ও লম্পটের মুখে "মা" সর্ব্বদাই শোনা যায়। এই ছত্রটি সেই বচন হইতে সংগৃহীত।

(৪) কালী মাতা এই (এখনই) তোকে খাইবেন; অর্থাৎ কালী মাতার নিকট এখনই তুই বলি হইবি।

(৫) শরের মত দ্রুত গতিতে।

(৬) উদ্ধ্র করিয়া লইয়া চলিল, তাহাদের পা মাটী স্পর্শ করিতে পারিল না।

রাজ-সভা ও বিচার।

সভা-মধ্যে রত্ন-সিংহাসনে নরপতি।
শিরে শ্বেতচ্ছত্র ইন্দু কুন্দ জিনি ভাতি॥
ফক্‌ফক্‌ জ্বলে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক ভালে।
মিশি মিশি যজ্ঞ-ভস্ম ভ্রূ-মধ্যে জ্বলে॥
জগমগ শিরে চীরা (১) রত্ন বান্ধা যাহে।
ত্বরত্বর কাঁপে কঙ্কপাখি-পাখ তাহে॥
ঝক্‌মক্‌ জড়ি যোড়া সাজে কলেবরে।
দপ্‌দপ্‌ জিনিয়া বদন-সুধাকরে॥
চক্‌মক্‌ সুবর্ণ-কবচ-যোড়া পরে।
ধক্‌ধক্‌ হীরার ধুক্‌ধুকী শোভে উরে॥
টল্‌টল্‌ মুকুতা-কুণ্ডল কাণে দোলে।
ঢল্‌ঢল্‌ গজমতি-মালা ঢোলে (২) গলে॥
কস্‌কস্‌ কসা তাস্‌ পটুকা কটিতে।
ঝলঝল ঝক্‌মকি স্বর্ণ ঝালরেতে॥
ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া।
ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥
ঝন্‌ঝন্‌ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি।
চক্‌মক্‌ চামর-দণ্ডেতে জ্বলে চুণি॥
গল্‌ গল্‌ ভাটে যশঃ পড়িছে ডাকিয়া।
জয় জয় স্তুতি করে বন্দী বিরচিয়া॥
টলমল বসুন্ধরা কাঁপিছে প্রতাপে।
থরথর অমাত্য সকলে হেরি কাঁপে॥
মিটমিটি নয়নেতে চাহে যার পানে।
ধক্‌ধক্‌ বুক বাক্য না সরে বদনে॥
ফিস্‌ফিস্‌ করি কথা সভাসদ কয়।
ঝট্‌ঝট্‌ উঠে যার পানে দৃষ্টি হয়॥
ছবছব জল-যন্ত্র (৩) সমুখেতে ছোটে।
বিন্দু বিন্দু বিন্দু হইয়া পড়িছে নিকটে॥

(১) বস্ত্রখণ্ড, উষ্ণীষের বস্ত্র।
(২) 'দোলে' শব্দের রূপান্তর ইহা পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।
(৩) সময়-নির্দ্ধারণের জন্য।

ঠন্‌ঠন্ বাজে ঘড়ি দেহুরি-পরেতে।
ধুন্ ধুন্ ধুন্ বাদ্য বাজে নহবতে॥

দক্ষিণে বসিয়া বেদবেত্তা দ্বিজগণ।
রাজনীতি কহে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ॥
অদূরেতে দাঁড়াইয়া পাত্র অধোমুখে।
চিত্রমূর্ত্তি-তুল্য যোড়-কর রাখি বুকে॥
বামে সঙ্কুচিত (১) দিব্য বেশেতে কুমার।
বৃদ্ধ মন্ত্রী সকল বসিয়া বামে তার॥
অসি-চর্ম্ম-ধরা যুদ্ধে মত্ত ক্ষত্রিগণ।
পংক্তি বান্ধি পৃষ্ঠদেশে করিছে আসন॥
সঙ্গী শরাসন শর সিংহাসন পরে।
দূরে খাড়া ভৃত্যগণ অসি-চর্ম্ম-করে॥

সমুখে আরজবেগী স্তম্ভ সাথে মিসা।
বার তিথি ঋতু যোগ শুনায় জ্যোতিষা॥
খিলি দোলা পুষ্প-মাল্য স্বর্ণ-পাত্রে করি।
জড়াও ডিবিতে কত দ্রব্য সারি সারি॥
দূরেতে প্রণমে লোক বিবিধ বিধান।
নকিবে ডাকিছে সাবধান সাবধান॥
আসা তুল যুথে যুথে খাড়া আঙ্গিনায়।
দ্রুত দ্রুত আসি নানা সংবাদ জানায়॥
হস্তী রথ অশ্ব-আদি চতুরঙ্গ দল।
নিয়ত স্থানে স্থানে রাখিছে সকল॥
তুষ্ট হয়ে কার তরে করিছে প্রসাদ।
কষ্ট মনে কার তরে ফলিছে প্রমাদ॥
মহাঠাটে সভা-মধ্যে বসি মহাবীর।
প্রতাপেতে দশানন পুণ্যে যুধিষ্ঠির॥

এতেক সম্ভারে রক্তবদনে বসিয়া।
নতশিরে জ্বলে চোর ভাবিয়া ভাবিয়া॥
হেন চোর নিয়া সমুখে কোটাল।
কাঁপে ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইল কি জঞ্জাল॥

(১) সঙ্কুচিত=পিতার নিকট সম্ভ্রমযুক্ত বিনয়ের সহিত উপবিষ্ট।

দূর হতে দণ্ডবৎ করে উল্কা রায়।
পাত্র দেখি আরজবেগীর পানে চায়॥
বুঝিয়া আরজবেগী যোড়-কর করি।
নিবেদিলে কোটাল আইলে চোর ধরি॥
হার তলোয়ার চোর সকল সহিতে।
সমুখেতে খাড়া এবে কি আজ্ঞা ইহতে॥
ইঙ্গিতে আদেশ হৈল সমুখে আনিতে।
আন আন বলি সবে লাগিল ডাকিতে॥

ধীরে ধীরে চোর-সনে নিকটে আসিয়া।
দণ্ডবৎ করি গলে বসন বান্ধিয়া॥

উল্কা রায়ের নিবেদন।

কর-যোড়ে উল্কা রায় কহে বিবরণ।
মহারাজ-পুণ্য-বলে বাঁচিছে জীবন॥
ধরিয়া আনিছে এই সেই চোর দুষ্টে।
ছিলে কিছু অন্ন জল আমার অদৃষ্টে॥

মধু সিংহের এজাহার।

নিবেদিল মধু সিংহ যোড় করি কর।
চুরি করি এই বেটা আর ধনেশ্বর॥
বিত্তের নাহিক ওর চুরির প্রসাদে।
চিরকাল পরে এবে ঠেকিছে আপদে॥

ধনপতি চন্দ্রভান ধনী মণি (১) আর।
মাঝি সাথে কৈল খাড়া সমুখে রাজার॥
হারা (২) হার তলোয়ার পাত্র (৩) হাতে করি।
মছলন্দের কাছে নিয়া রাখি দিল ধরি॥
দেখি নরপতি অতি হরিষ অন্তরে।
তথাপি আরক্ত আখি বাহে স্পষ্ট করে॥
অরুণ বদন ঘোর গভীর রায়েতে।
বলিল আরজবেগী আয়ত আগেতে॥

রাজার ক্রোধ।

পুছত তস্করে অরে গুণ্ডা যাদুগীর।
তক্ষকের মণি কৈল ফুয়েতে বাহির॥ (৪)

(১) দুই ভৃত্য। (২) অপহৃত। (৩) মন্ত্রী।

(৪) তক্ষক সর্পের মণি ফুৎকার দ্বারা বাহির করিলি; অর্থাৎ রাজবাড়ী হইতে এত সহজে বহুমূল্য সামগ্রী চুরি করিয়া লইলি।

কোন্ দেশে বসে আর কি নাম ইহার।
কিরূপে আমার পুরে চুরি কৈল হার॥
আছে কোন্ দানাদূত ইহার সহায়।
লুকাঞ্জন (১) ভূচরী কি গুটিকা দ্বারায়॥ (২)
সে সকলে আসি এবে সহায় হইয়া।
রাখুক আমার হাতে অস্ত্র বাঁচাইয়া॥
ধরি দিবে তোরে যবে আমার আজ্ঞায়।
কি করিবে দানাদূতে অঞ্জনে গুটিকায়॥
তাল বেঁতাল আসে যদি সহায় হৈয়া।
তবু তাতে মোর হাতে না যাবে বাঁচিয়া॥

পরিচয় জিজ্ঞাসা।

প্রণাম করিয়া আরজবেগী পুছে চোরে।
নৃপতি আজ্ঞায় কথা ডাকি বারে বারে॥
ধনপতি বলে মোরা চুরি করি নাই।
ভাল মন্দ দোষ গুণ জানেন গোসাঞি॥
সাচা করি লও প্রভু হরি নাই হার।
নহে কর যাহা চাহ ধর্ম্ম-অবতার॥
আঁখি-কোণে চোরে ঘনে নিরখয়ে রায়।
দেখে মহাজনী ঠাট গঠনে বুঝায়॥ (৩)

লক্ষণ চোরের মত নয়।

রূপেতে শ্রীমন্ত যাহা না সম্ভবে চোরে।
দীর্ঘ বাহু দীর্ঘ নাসা পীনস্কন্ধ উরে॥
সিধা সাদা কথা অতি তুন্দিল (৪) উদর।
উন্নত ললাট দেখি রাজার নজর॥
মূল দয়াময় ভক্ত প্রাণে না মারিবে।
সেই হেতু কিছু কাল হাপসে রাখিবে॥
ভাবিল মনেতে ইথে থাকিবে বিষয়।
দেখিতে এ লোকত চোরের মত নয়॥
আজ্ঞা কৈল কোটালের পানেতে তর্জ্জিয়া।
রাখ নিয়া বাপ তোর হাপসে ফেলিয়া॥

---

(১) লুকাঞ্জন=গুপ্ত অঞ্জন; যাহা চক্ষে পরিলে অদৃশ্য জিনিষ দেখা যায়। (২) গুটি চালাইয়া যাদু করার প্রথা এখনও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। (৩) মহৎ ব্যক্তির ন্যায় ভঙ্গী আকৃতিতে দৃষ্ট হয়। (৪) তুন্দিল=স্ফীত।

উল্কা রায় হাটিল ধরিয়া চোর করে।
প্রণাম না করে পুনঃ দাঁড়াইয়া ডরে॥
মধু সিংহ সাবধানে আসি সমুখেতে।
ধনপতি ধনের তজ্গিরা (১) দিল হাতে॥

কারাগারে।

হেরি হাসি নরপতি পাত্রে সমর্পিলে।
ত্বরিতে ভাণ্ডারে আন ইঙ্গিতে বলিলে॥
মধু সিংহে পাণ দিয়া উঠিল রাজন।
হরষিতে হাতে করি সে হার-রতন॥
ছত্রপটেকি (?) হৃষ্ট মনে নৃপতি উঠিল।
ভবানী সহায় বলি নকিব ডাকিল॥

রাণীর সুকণ্ঠ বিরাজিত সেই হার।
অন্দরে আপনি নিলে সহিতে তলোয়ার॥
রাখে রাণী-কাছে কহে কৌতুক করিয়া।
নিছিল যে চোরে হার বুক বিচারিয়া (২)॥

রাণীর সঙ্গে রাজার কৌতুক।

আনিয়াছি দেখ সেই হার চোর-সনে।
পুছ তাহে নিন্দে সিঁদ মারিল কেমনে॥ (৩)

রাণী বলে চোর পাল জান চুরি-মর্ম্ম। (৪)
চোর-সনে কথা কহা নহে নারী-ধর্ম্ম॥
এই রূপে দুজনাতে চাতুরী করিয়া।
তুষিলে রাণীরে রাজা হার গলে দিয়া॥
নারায়ণ (৫) করি চোর সাধুরে সিংহলে।
কোপমনে ধনপতি দুঃখ-হেতু চলে॥
কোটাল সাধুরে চক-মধ্যে বেড়ি দিয়া।
মহাকষ্টে কারাগারে ফেলিল আটিয়া॥

(১) লৌহ-শৃঙ্খল।

(২) তোমার বক্ষ খুঁজিয়া। বিচারিয়া=খুঁজিয়া। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে "বিচ্রাইয়া" কথা "খোঁজা" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৩) চোরকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার নিদ্রাকালে সে কিরূপে সিঁদ কাটিল। (৪) তুমি চোরপাল অর্থাৎ তোমার রাজ্যে চোর পালিত হয়, তুমি তাহাদের মর্ম্ম জান।

(৫) সত্যনারায়ণ ঠাকুর তাঁহার সেবা-অপরাধে সাধুকে সিংহলে এইভাবে চোর বানাইয়াছিলেন।

ডাকিয়া কহিয়া দিল শক্ত নিঘাবানে (১)।
সাবধান দিবা নিশি রাখিবা নয়নে॥
নাইয়া (২) আদি যত লোক রাখিল আটকে।
নারায়ণ সাধুকে ফেলিলে চক্ঠকে॥
কোপে অকরুণ-মন হৈলা নারায়ণ।
সিংহলে রহিল সাধু নিগড়-বন্ধন॥
চাঁদর যে দশা না পূজিয়া পদ্মাবতী।
অজ্ঞানে সাধুকে তাহা কৈলা রমাপতি॥

সাধুর গৃহে তাঁহার স্ত্রী সুনেত্রার দুর্দ্দশা।

গত হৈল বহুকাল এই কঠোরেতে।
ধন্য দেব অবতীর্ণ সাধুর পুরেতে॥
আয়-শূন্য ব্যয়-সার এই কুলক্ষণে।
হাহাকার রব হৈল সাধুর ভবনে॥
প্রভুর হৈল কোপ কে রাখিতে পারে।
দাস দাসী যত ছিল গেল দেশান্তরে॥
অগ্নিদেব কৈলা লোভ সমুদায় পুরী।
সাধুর রমণী হৈলা কড়ার ভিখারী॥

কি হৈলো কি করিবে ভাবে মনে মনে।
নল-হীনা দময়ন্তী যেমন বিপিনে॥
নিরন্তর নয়নেতে শোক-ধারা কত।
রাজরাণী-তুল্য হৈয়া কপালেতে এত॥
তৈল বিনা শুষ্ক শির জটা কেশভার।
মলিন এখনি সেই শরীর সোণার॥
তবু রূপে নিন্দা করে বিদ্যুৎ-গরিমা।
ধূলে ধূসরিত যেন কাঞ্চন-প্রতিমা॥

এই রূপে নানা কষ্ট পাইয়া দুজনে।
ভিক্ষায় উদয় পুষি রহিছে জীবনে॥
অবিরত কান্দে রামা বিষাদ অন্তরে।
হায়রে নিষ্ঠুর নাথ সপি গেলা কারে॥

---

(১) নিঘাবান=প্রহরী।
(২) নাইয়া=নৌকা-বাহক (নেয়ে)।

কি দোষে তেজিলা মনে ভাবিয়া না পাই।
নহে এথা এ যে ব্যথা কহিয়া পাঠাই॥

স্বীয় অপরাধ-কল্পনা।

ভাবি ভাবি পড়ে মাত্র এই দোষ মনে।
শুয়েছিলাম পুষ্পশয্যা-নিশিতে যখনে॥
করিলা যতন যত রস মনে করি।
না মানিয়াছিল তখন অভাগিনী নারী॥
পতি-ধন কেমন কেমন কোন্ রস।
নাহি ছিল জ্ঞান মাত্র নিদ্রায় অলস॥
তাথে কৈয়াছিলা অতি কোপ করি মনে।
দিবা তার প্রতিফল বিদেশ-গমনে॥
বিচ্ছেদে ছাড়িয়া যাবা বিরহিণী করি।
ছাড়িব ভূষণ বেশ শোকে তোমা স্মরি॥
পাণ্ডুরিত হবে গণ্ড রুক্ষ হবে কেশ।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈয়া করিব আবেশ॥
বুঝি প্রাণনাথ মোরে তেমতি করিলা।
কৈশোরের অপরাধে অবলা ছলিলা॥

পাই সে সাজাই আসি দেখহ নয়নে। (১)
হীনতনু সুনেত্রার হইছে ভূষণে (২)॥
হইছে পাণ্ডুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি।
ঘরে আসি দেখ মোর এ সব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চিরবিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আখি তোমা পথ-পানে॥
নয়নে সতত নীর অন্তর কাতর।
এবে রোষ তেজি ঘরে আসহ সত্বর॥
সকল ফলিছে নাথ বলিছ যেমন।
ঘরে আসি দেখ নারী হইছে কেমন॥
বস্ত্র বুকে না রাখিছ বিচ্ছেদ লাগিয়া।
এখনে কেমনে আছ মনে পাসরিয়া॥

(১) সেই শাস্তিই পাইতেছি, আসিয়া চক্ষে দেখিয়া যাও।
(২) তনু ভূষণহীন হইয়াছে।

গেলা যেন দু নখেতে তৃণ ছিঁড়ি যায়। (১)
এত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেম ফেলিলা কোথায়॥
যত শোক উঠে মনে কহিতে দুষ্কর।
মূকের স্বপন হেন হইছে অন্তর॥ (২)

সুনেত্রা এই দুঃসময়ে সত্যনারায়ণকে পূজা করেন। তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর সিংহল-রাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আদেশ করেন,—"সাধুকে মুক্তি দান কর"।

প্রভাতে রাজার আদেশে চোর বন্ধন-শালা হইতে রাজার নিকট আনীত হইয়াছে।

ত্বরিতে লইয়া আইল রাজার সাক্ষাতে।
করেতে ইসারা করি কহিলা বসিতে॥
সচকিত মনে সভে ভাবে চমৎকার।
ধীরে ধীরে পুছিতে লাগিলে সমাচার॥
কি নাম তোমার ঘর হয় কোন্ দেশ।
কি মতে পাইল হার কহ সবিশেষ॥

পরিচয় জিজ্ঞাসা ও সাধুর আত্ম-বিবরণ।

প্রণমিয়া কহে বৈশ্য যোড় করি কর।
ধর্ম্মরাজ গৌড়রাজ্যে অনাথের ঘর॥
ধনপতি নাম মোর শুন গুণধাম।
সঙ্গেতে জামাতা হয় চন্দ্রভান নাম॥
বৈশ্যজাতি প্রতিপোষে বাণিজ্য করিয়া।
পালি পরিজন লোক-ভুবন ভ্রমিয়া॥
হস্তিনা কর্ণাট বঙ্গ কলিঙ্গ গুর্জ্জর।
বারাণসী মহারাষ্ট্র কাশ্মীর সফর॥
পঞ্চাল কাম্বোজ ভোজ মগধ জয়ন্তী।
দ্রাবিড় নেপাল কাঞ্চি অযোধ্যা অবন্তী॥
মথুরা কাম্পিল্য মায়াপুরী দ্বারাবতী।
চীন মহাচীন কামরূপে করি গতি॥

(১) লোকে যেরূপ অবহেলায় দুইটি নখ দ্বারা একটু তৃণ যায়, তুমি সেইরূপ আমার হৃদয় ছিন্ন করিয়া গেলে।

(২) বাক্-শক্তিহীন ব্যক্তি যেরূপ তাহার স্বপ্ন-কথা কহিতে পারে না, আমিও সেইরূপ আমার দুঃখ-কথা বলিতে পারিতেছি না।

গুণপনা।

এ সব প্রসিদ্ধ আর নানা দেশে যাই।
সমাদর পাই সব মহারাজ-ঠাঁই ॥
যে দেশে যা নাহি ঘটে দেই উপাদান।
পাইয়া ভূপালগণে করয়ে সম্মান ॥
গুণের পরীক্ষা করি করয়ে আদর।
বসায়ে আদরে যেন দ্বিতীয় সোদর ॥
নানা মতে চিনি দ্রব্য না কৈলা জিজ্ঞাসা।
দৃষ্টিমাত্র আজ্ঞা হৈল ফাটকেতে বাসা ॥ (১)

করস্থ হইতে মাত্র চিনি নানা মণি।
সে আকর চিনি যাতে জন্মে চিন্তামণি ॥
যে রত্নের মধ্যে তন্তুময় কীট থাকে।
হাতে না করিয়া মহারাজ চিনি তাকে ॥
মাষা রক্তি যার যেবা নিয়ত ওজন।
হাতে করি বলি দেই করি দঢ় পণ (২) ॥
কৃষ্ণ-তালু গজ-আদি অশ্ব নানামতে।
নক্ষত্র-ললাট চিনি নাগিনী যাহাতে ॥ (৩)
না চিনিয়া যা রাখিলে রাজার সংসারে।
লক্ষ্মীর প্রভাব বৎসরেতে নষ্ট করে ॥ (৪)

দেখি তলোওয়ার চিনি নানা দেশী বাট।
তাহাতে কি করি বিধি করিলে বিভ্রাট ॥
সমভাবে উঠি বসি জানি রাজনীত।
সন্দেহ না রাখি লোক ভূত-ভবিষ্যৎ ॥
তাথে দৈব প্রতিবন্ধ আসি এ সহরে।
শুনিল রাজার কীর্ত্তি লোকে গান করে ॥
হাওলিরায় ফিরি জামাতার সঙ্গে।
আজি কালি রাজাকে ভেটিব মনোরঙ্গে ॥

(১) আমি নানারূপ দ্রব্য (বহুমূল্য প্রস্তরাদি) চিনি, তুমি সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে না, দৃষ্টিমাত্রই ফাটকে পাঠাইয়া দিলে।

(২) করি দঢ় পণ = মূল্য নিরূপণ করিয়া।

(৩) কৃষ্ণ-তালু এবং নাগিনী-চিহ্নযুক্ত নক্ষত্র-ললাট অশ্ব ও গজ আমি চিনিতে পারি। (৪) যদি না জানিয়া অশুভ লক্ষণাক্রান্ত অশ্ব ও গজ রাখা হয়, তবে অচিরাৎ পুরী শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

একদিন বিদশার (১) নিশির প্রভাতে।
তস্করের সনে দেখা আপন-দ্বারেতে॥
নাম দিলে মণিপতি সাধুর চাকর।
সাধু নাহি ঘরে তেঁই নারী একেশ্বর॥
দ্রব্য বিক্রী করি করি দিবস যাপয়।
রাথ হার তলোয়ার যদি মনে লয়॥
এ কহিয়া দুই দ্রব্য সমুখে রাখিল।
দেখি মহারাজ মুঞি বিস্ময় হইল॥

দৈবের অঞ্জনে লেপা গিছিল নয়ন। (২)
নিতান্ত রাখিব ইহা দৃঢ় কৈল মন॥
পণ লাগি বাদ-অনুবাদ কতো করে।
পঁচাত্তর হাজারে এ বিষ নিলাম ঘরে॥
ভোগা দিলাম তারে হেন ভাবিলাম মনে। (৩)
না জানি যে মোরে ভোগা দিলে নারায়ণে॥
ধন্য ধর্ম্ম-অবতার কলিতে রাজন।
হেন অপরাধে তনু রাখিছ জীবন॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি এই কহিল বৃত্তান্ত।
বুঝ এবে সন্ধানেতে যে হয় নিতান্ত॥
কবি কহে নারায়ণ জগতের পতি।
চোর হতে সাধু পুনঃ কৈল ধনপতি॥

*   *   *   *

সাধুর মুক্তি ও পুরস্কার।

হেসে রাজা সাধু-তরে করিলে প্রসাদ।
খিলাত আর সেই হার তলোয়ার পুলাদ (?)॥
আদেশ হইল তথন বকসির তরে।
জিনিসের ফর্দ্দ আনি দেও সদাগরে॥

---

(১) বিদশা=দুর্দ্দশা।

(২) দৈব-দোষে আমার চক্ষুর ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল।

(৩) ভোগা দেওয়া=ঠকান। তাহাকে ঠকাইলাম অর্থাৎ আমিই এই ব্যাপারে জিতিলাম, মনে এই ধারণা হইল।

পূর্ব্ব-দ্রব্য সব পূর্ব্ব-নৌকায় ভরিল।
বিনয় করিয়া রাজা বিদায় করিল॥
বিদায় পাইয়া সাধু বাহিরে আইল।
নৌকা-ঘাটে বিশ্বনাথ-সঙ্গে দেখা হইল॥
গলাগলি ধরি সবে আলিঙ্গন করি।
পরস্পর প্রণাম করিয়া সবে হরি॥
যমালয় হতে যেন পাইয়াছে ত্রাণ।
হর্ষ-যুক্ত ধনপতি সঙ্গে চন্দ্রভান॥
ত্বরিতে নৌকায় উঠি সবে হর্ষমতি।
ভাবি নিজ-দেশে প্রতি করিলেক গতি॥
কবি নারায়ণ কহে প্রভুর চরণে।
আপনি হইয়া সর্প ঔষধ আপনে॥

চন্দ্রভানের স্ত্রী সুনেত্রা হরির প্রসাদ অবজ্ঞা করাতে চন্দ্রভানের বিপদ।

নৌকায় ঝড়বৃষ্টি।

মেঘের গভীর নাদ শুনি অতি পরমাদ
বিজুলী সঞ্চারে পলে পলে।
আখি নাহি মেলা যায় ধনপতি সাধু তায়
কি হৈল কি হৈল বোল বলে॥ (বিপরীত দেখিয়া)
আকাশে পরশে ধূলা বিমানের পাখীগুলা
পাছাড় (১) খাইয়া পড়ে ভূমে।
নানা বৃক্ষ লতা যত মূলে হৈতে হৈয়া হত
পড়ে কত পবনের ধূমে॥ (না পারি সব কহিয়া)
তরঙ্গ গগন-ধরা শিলা বর্ষে প্রাণ-হরা
কাঁপে ধরা বজ্রের গর্জ্জনে।
তাল শাল বৃক্ষগুলা ভাঙ্গি ওড়ে যেন তুলা (২)
পাখি-কুল না রহে তর্জ্জনে॥ (যায়গা না পাইয়া)
দশ দিক্ অন্ধকার লোকে করে হাহাকার
ঘর দ্বার ফেলে গ্রামান্তরে।
ক্ষিতি-পরে জল ভাসে জলে বৃক্ষ লতা ভাসে
তাহে কত লোক ভাসি ফিরে॥ (প্রাণ বাঁচাইয়া)

---

(১) পাছাড়=আছাড়।
(২) তাল ও শাল বৃক্ষসমূহ ভগ্ন হইয়া তুলার ন্যায় উড়িতে লাগিল।

ত্রিলোকনাথের লীলা নায় চন্দ্রভান ছিলা
ডুবিলা নদীতে আচম্বিতে।
কে জানে প্রভুর গুণ সকরুণ নিকরুণ
জন্ম গেল ভাবিতে ভাবিতে॥ (১) (লীলা না বুঝিয়া)

চন্দ্রভানের জলমগ্ন হওয়া।

জামাতা ডুবিল দেখি সাধু ধনপতি।
হাহাকার করি কান্দে লোটাইয়া ক্ষিতি॥
কপালেতে ঘন ঘন হানি করদ্বয়।
ঝাপ দিতে ক্ষণে ক্ষণে নদীতে ধাওয়॥
তরণী ডুবিল তটে তরুণী দেখিয়া।
অমনি মোহিল (২) দুহে ধরণী ধরিয়া॥
বায়ু হতে কদলীর বৃক্ষ ভূমে যেন।
জননী নন্দিনী ভূমে লোটাইছে তেন॥
উচ্চ রায় হায় হায় ঝীয়ে মাএ কয়।
নিরাধার পারাবার গলদ্ধার বয়॥

সুনেত্রার বিলাপ।

পতি-শোক-সাগরেতে রমণীর মণি।
ডুবিল জননী-গলে ধরিয়া অমনি॥
চির-বিরহিণী চির-দুঃখিনী তাপিনী।
চির-পিপাসিনী শুষ্ককণ্ঠা চাতকিনী॥
চিরদিনে নীরদ-বিন্দুর আশা করি।
উর্দ্ধমুখী ঘন পানে একমনে হেরি॥
নব নব বারিদ করিয়া বিলোকনে।
তৃপ্তি-হেতু চঞ্চু পসারিয়া ঘনে ঘনে॥
পীয়ো পীয়ো রব করি পুলকিত মনে।
পাখ-ছাট দিয়া নৃত্য করয়ে বিপিনে॥
দারুণ পবনে আসি কৈল আশা হত।
দূরে গেল চাতকীর যত মনোরথ॥
জলদ গুড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ক্ষেপিল।
তৃষিত চাতকীর মনোরথ না পূরিল॥
অদর্শন হৈতে পুনঃ তাপ শতগুণ।
না নিভিল বিরহিণীর মনের আগুন॥

(১) তিনি করুণাময় কি নির্দ্দয়—ইহা ভাবিতে ভাবিতে জন্ম গেল।
(২) মূর্চ্ছিত হইল।

অম্বুদ-বিচ্ছেদে যেন চাতকী-জীবন।
তেমতি হইয়া বালা করিছে ক্রন্দন॥
কপালেতে করাঘাত পুনঃ পুনঃ হানি।
গলিত কুন্তলে কান্দে লোটাইয়া ধরণী॥
বিরহ-বহ্নির কুণ্ড হৃদয়ে আছিল।
পুনঃ বিচ্ছেদের ঘৃতে সিক্ত করি দিল॥
বিচ্ছেদের স্বরূপ কেহো না পারে বর্ণিতে।
কবি বলে যে ভুগিছে সে পারে কহিতে॥
বিষম বিরহ-দুঃখে বিদরয়ে বুক।
বাষ্পচক্ষু মুখ হেট অতিশয় শোক॥

শোকে কাতর বালা, জ্বালা সহিবে কতেক।
ক্ষণে শোকে ধাবিত পতিত ক্ষণে কম্পিত
লম্বিত চিকুর যতেক॥

ভুলি জীবন-আশ, বাস নাহি সম্বরে বালা।
বলে ধনী পুনঃ পুনঃ পতি-হীন তিল ক্ষণ
বঞ্চন নাহি যায় জ্বালা॥

জ্বালা কুলবতী জানে, আনে (১) কহিয়া কি ফল।
জনমি রমণী-কুলে ঘর-হীনা বিধি কৈলে
মজাইলে এ সব সকল॥

পড়ি শোক-সাগরে না দেখিয়া নাগরে
ফিরে যেন পাগলে ডাক ছাড়ি।
ক্ষণে হইয়া মোহিতা ধনপতি-দুহিতা
জননী-সহিতা ভূমে গড়ি॥
হইয়া জীব-শেষা বিগলিত-কেশা
লটপট-বেশা ভূমি ধরি।
শোকে হৈয়া বিমনা যম-পুরে গমনা
মনে এই ভাবনা স্থির করি॥
নাথ নাথ বলিয়া কান্দি পড়ে ঢলিয়া
কোথা গেলে ছলিয়া নাথ মোরে।

(১) আনে=অন্যকে।

উঠ ফিরি ভাসিয়া কথা কহ হাসিয়া
মোর শোক নাশিয়া আইস ঘরে ॥
ভাবি কি করিব হরি পরে মরিব (১)
সহিতে নারিব নারী হইয়া।
মরণরে গণি না যমপুর চিনি না
কার মুখে শুনি না তত্ত্ব লইয়া ॥
এ দারুণ বিরহে তনু মোর না রহে
প্রাণে আর না সহে শোক-জ্বালা।
ঝাপ দেই সলিলে হরি মোরে ছলিলে
যাবে দুঃখ মরিলে মুগ্ধ বালা ॥
যায় প্রাণ দহিয়া না পারি সহিয়া
কি করি কহিয়া কার কাছে।
হরি দয়া করিয়া নিজ-গুণ স্মরিয়া
যদি তোলে ধরিয়া প্রাণ বাঁচে ॥
কহিব কারে আর কে লবে মোর ভার
ভবে কে করে পার তুমি বিনে।
পতি ডোবে জলেতে কোন্ কর্ম্ম-ফলেতে
ফেলএ (২) ছলেতে মার দীনে ॥

শশধর-বদনে জল বহে রোদনে
না দেখিয়া মদনে যেন রতি।
সুতরুণ কপোলে পয়োধর বিপুলে
ধোয়ে আখি-সলিলে কুলবতী ॥
ঢাকিছে চিকুরে বদন-মুকুরে
চাঁদে কি চকোরে ছন্ন কৈল।
হেমময় তনুতে ধূসরিত রেণুতে
যেন নব ভানুতে মেঘ পেল ॥
মদন-সুকুম্ভে কনক-নিতম্বে
পূরি দম্ভে দৈন্য পাইল।
বহু দুঃখ জড়িতে বিধাতার ছড়িতে (৩)
ভূমিতে গড়িতে ভঙ্গ হৈল ॥

---

(১) হরির উপর আত্মহত্যার দায় দিব।

(২) ফেলএ=ফেলিয়া। (৩) যষ্টির আঘাতে।

হীন-পতি-সঙ্গ দূরে গেল রঙ্গ
হইল স্বরভঙ্গ কান্দি ভারি।
জল নাহি দশনে হীন তনু বসনে
ঘন ঘন দশনে ওষ্ঠ দারি (১)॥
শোকে ভেদে মজ্জা দূরে গেল লজ্জা
করি ভূমিশয্যা পদ্মমুখী।
বলে হায় বিধি যা হরিলি নিধি
রে জ্বলি যায় হৃদি রে হেন দেখি॥
কেন প্রাণ যায় না প্রিয়-পাছে ধায় না
বুঝি পথ পায় না নিঃসরিতে।
কি করি প্রতীক্ষা করিবারে ভিক্ষা
না হইলে শিক্ষা এত মতে॥
নারায়ণ কহিছে অপরাধ করিছে
হরি না সহিছে মত্ত-মতি।
ত্রিভঙ্গী কালারে ডাকিয়া বালারে
দূর করি জ্বালারে লক্ষপতি (?)॥

স্বপ্ন।

শোকেতে অবশ হৈয়া ভূমিতলে ছিলা শুইয়া
মূর্চ্ছা পাইয়া সুনেত্রা সুন্দরী।
মেদিনী শোভন করি ঘন ঘন স্মরে হরি
মূরছিত আপনা পাসরি॥
অনাথে করুণা হৈলে স্বপনে উপায় কৈলে
দয়াময় আপনে তখনে।
তেজিয়াছ পরসাদ (২) তে কারণে পরমাদ
এবে কেন বিষাদ বদনে॥
ব্রহ্মা-আরাধিত যাহা তুমি তুচ্ছ কৈলা তাহা
দেবরাজ না পায় যতনে।
মুখের প্রসাদ ভ্রষ্ট সকল দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ
নির্দ্দিষ্ট করিয়া মান মনে॥
উঠ করি নিদ্রা ভঙ্গ ছাড়হ এ সব রঙ্গ
দৌড়াইয়া যাও পুনঃ ঘরে।

(১) বিদীর্ণ করিয়া। (২) পরসাদ = প্রসাদ।

যেখানে প্রসাদ পাও ত্বরিতে তুলিয়া খাও
তবে যাবে সব দুঃখ দূরে ॥

স্বপ্নে দেখি শিহরিয়া হৃদয়ে আনন্দ হৈয়া
উঠি ধায় আপন-মন্দিরে।
পতিত প্রসাদ পাইয়া মহাভক্তি করি লইয়া
তুলি দিলা মুখ-সুধাকরে ॥
আনন্দে চলিয়া যায় মঙ্গল দেখিতে পায়
বামে ধায় হরিণী হেরিয়া।
মৃগ গো দক্ষিণে যায় পুলকে শরীর তায়
জয়-রব ভুবন ভরিয়া ॥
বৃষ গজ অশ্ব তন্বী দক্ষিণে আবর্ত্ত বহ্নি
দধি শুক্লধান্য পুষ্প-মালা।
হেরিয়া বিমনা মনঃ সুমনা হইয়া পুনঃ
পুলকে পূরিত ভেল বালা ॥
ভূপতি পতাকা আর সদ্যোমাংস ঘৃত-ভার
বামে সব নীর-পূর্ণ কুম্ভ।
তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ যত বসি বেদ পাঠে রত
রজত-কাঞ্চনময় স্তম্ভ ॥
শুক-সনে শারী পাখী স্পন্দে ঘন বাম আঁখি
হেরি নারী কার্য্য-সিদ্ধি মানে।
কবি রায় লীলা গায় মঙ্গলে মঙ্গল তায়
মঙ্গল-রাগেতে ভাল ভণে ॥

শুভ লক্ষণ।

দেখি সতী হৃষ্ট মন নারায়ণ স্মরি ঘন
নদী-তীরে করিলে গমন।
ঝড়মড় গেল দূরে চন্দ্রভান নৌকা-পরে
ভাসি উঠে হাসিল ভুবন ॥
দেখি মাত্র সব লোক দূর করে যত শোক
জয় জয় রব করে অতি।
লাগিল সুনেত্রা-কাণে জয়-রব হৃষ্ট মনে
লড়ে (১) চলে গতি-গজ-পতি ॥

(১) লড়ে=দৌড়িয়া।

লড়ে লড়ে লড়ে ধায় হাটিতে পাছাড় খায়
হালি ঢুলি নিকটে [illegible]।
নৌকা-পরে [illegible] পুনঃ নিজ-পতি আরোহণ
হেরি পড়ে আনন্দ খসিয়া॥
কহে কবি নারায়ণ দয়া কৈল নারায়ণ
চন্দ্রভান ভাসিয়া উঠিল।
রাঙ্গা পদে ভক্তি পাইয়া নানা রসে গুণ গাইয়া
হরিলীলা-পুস্তক রচিল॥

বিপদে উদ্ধার।

তরণী আসিয়া পাইয়া কুল বাড়িল আনন্দ কি দিব তুল
বিপদ বিষাদ সব অমূল আসন্ন মিলন ভাবিতে।
কাটিয়া হৃদির তিমির ঘোর লব চন্দ্রভানে করিয়া জোর
উঠিল তটেতে হইল সোর (১) নাগর হাসিতে হাসিতে॥

বিরহ-রজনী প্রভাত-প্রায় ফুটিল নবীন নলিনী তায়
কবি কহে দেখি অরুণ রায় উদিত যোষিত-রাশিতে। (২)
হরি হরি নিল মায়ার জাল পতি দেখি সতী অতি রসাল
সঙ্গ ভঙ্গ দিল বিরহ কাল অবলার শোক নাশিতে॥

মিলন।

আগত দয়িত-সহিত দেখা খণ্ডিল বিধির বিরহ-লেখা
প্রকাশিলে চাঁদ সদয়-সখা কুমুদ-কুল প্রকাশিতে।
মহেশে মরিয়া বাঁচিয়া কাম করিয়া অবলা-হৃদয়ে ধাম
জাগাইতে পুনঃ আপন-নাম লাগিল স্বদেশ-শশীতে॥ (৩)
হরি করি দিল বন্ধুর মেলা অতি দূরে গেল অশেষ জ্বালা
সুস্থির হইল হৃদয়ে বালা যেন ভূমি-ভার কষিতে।

যেমনি জলেতে ডুবিছিলে চন্দ্রভান।
তেমতি উঠিল ভাসি হরির সন্তান॥
অপরূপ নারায়ণ রক্ষা-হেতু দাসে।
পুত্র-তুল্য করি রাখিছিলে নিজ-পাশে॥

---

(১) হইল সোর=এই সংবাদ প্রচারিত হইল।

(২) সূর্য্যকে কন্যারাশিতে উদিত হইতে দেখিল। এখানে আশ্বিন মাসে সূর্য্যোদয় এবং অপর পক্ষে নায়কের সহ নায়িকার মিলন, এই দুই ভাবই বুঝাইতেছে।

(৩) মহেশের দ্বারা কাম হত হইয়া পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়াছে এবং অবলার চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় নাম (জয়-বার্ত্তা) স্বদেশ-শশীতে (অর্থাৎ স্বদেশীয় চন্দ্রে=চন্দ্রভানে) জাগাইয়া তুলিল।

নায় নহে জল-বিন্দু (১) আর্দ্র নহে বাস।
সে নৌকার লোকের হৃদয়ে নাহি ত্রাস॥
উদিত হইল চন্দ্রভান জলাকাশে।
উর্দ্ধ হতে দেখি কুমুদিনী পরকাশে॥
কি কহিবে ধীর সবে বলিবে অত্যুক্তি।
না মানিবে নৈয়ায়িকে না থাকিলে যুক্তি॥ (২)

বিনা দেবাসুরের মন্থনে পরস্পর।
সমুদ্রের মধ্য হৈতে উঠি সুধাকর॥
বিপরীত উপমাতে কে করে বিশ্বাস।
জলে চন্দ্র দেখি উর্দ্ধে নলিনী-উল্লাস॥
নব নব সব দ্রব্য জগতে বাখান।
কত গুণে জন্মিল নবীন চন্দ্রভান॥
সে শশাঙ্কে কলঙ্কী এ কলঙ্ক-রহিত।
তাথে মৃত পদ্মিনী এহাতে পুলকিত॥ (৩)
তাহাতে তাপিনী বিরহিণী ইথে তুষ্ট। (৪)
গরল-সহ জনমিয়া কত হইল কষ্ট॥ (৫)
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব তাথে ইথে দ্বন্দ্বহীন। (৬)
সব গুণ ঢাকা তার হৃদয়ে মলিন॥ (৭)

(১) এক বিন্দু জলও নৌকা মধ্যে রহিল না।

(২) চন্দ্র নীচে এবং কুমুদিনী উর্দ্ধে ইহা ধীরগণ অত্যুক্তি বলিবেন, এবং যোগ্য প্রমাণ না পাইলে প্রকৃতির এই বিপর্য্যয় নৈয়ায়িকগণ মানিবেন না।

(৩) পুরাতন চন্দ্রের উদয়ে পদ্মিনী মৃত হয়, কিন্তু এই নূতন চন্দ্রের (চন্দ্রভানের) উদয়ে পদ্মিনী (পদ্মিনী-লক্ষণযুক্তা রমণী) পুলকিত হয়।

(৪) পুরাতন চন্দ্রের উদয়ে বিরহিণী তাপিতা হয়, আর এই নূতন চন্দ্রের উদয়ে বিরহিণী তুষ্ট।

(৫) পুরাতন চন্দ্র সমুদ্র-মন্থনে জন্মিয়াছিল, তখন সেই সঙ্গে গরলও উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে কত কষ্ট হইয়াছিল।

(৬) পুরাতন চন্দ্রের উৎপত্তি-কালে দেবাসুরের কলহ হইয়াছিল, কিন্তু এই চন্দ্রের উদয়ে কোন কলহ হয় নাই।

(৭) পুরাতন চন্দ্র নানা গুণের আকর হইয়াও তাহার হৃদয়ে কলঙ্ক থাকায় সব গুণ ঢাকা পড়িয়াছে।

একযোগে দিবাকর নিশাকর দেখি।
পদ্মিনী হাসিল ইন্দীবর মেলে আঁখি॥
কুটিলেক রবি শশী দেখি একত্তর।
নয়নেতে ইন্দীবর বদনে পুষ্কর (?)॥
জীত পতি দেখি অতি যোষিৎ তোষিত।
কবি বলে কিছু দান করিতে উচিত॥

শুনি মাত্র রসবতী ঈষৎ হাসিয়া।
তখনি সারিলে সব চাতুরী করিয়া॥
নিজ-কান্ত পাইয়া কান্তা সান্ত্বাইলা মন।
নিজ-অঙ্গে দান করে বসন-ভূষণ॥
শিরে উরে অম্বর দিলেক অবিলম্বে।
জঘনে নিতম্বে আর উরু জিত-রম্ভে॥
করেতে কঙ্কণ-দান কর্ণেতে কুণ্ডল।
নাসাতে বেসর-দান লোচনে কাজল॥

সত্যনারায়ণ-পূজা।

শুনি ধনেশ (১) বাক্যেতে অমাত্য সর্ব্ব ধাইয়া।
করে বিধান পূজনে বিবিধ বস্তু আনিয়া॥
করি রুচির মণ্ডপে বিতান চন্দ্রমা নিভে।
সুরত্ন তোয় সকলি সুমঙ্গলে দিনে শোভে॥
চিনি পেয় আটা সোয়া সোয়া মণ মতে আনি।
সপাদাধিক শত কলা প্রতিভোগে দিয়া গণি॥

প্রচুর শ্বেতমাল্য পুষ্প গন্ধ কন্দরে করি।
আনে কুমুদ পঙ্কজে সুবর্ণ-ভাজনে ভরি॥
আনে অশোক মল্লিকা কদম্ব জাতী যুথিকা।
বকুল মালতী অতি পলাশ কৃষ্ণ-কলিকা॥
আনে অগুরু কুঙ্কুমে সুগন্ধ শ্বেত চন্দনে।
আনে কেশর কস্তুরী স্মরি হরির চরণে॥
সুবর্ণ-রত্ন-নির্ম্মিত বহুবিধান ভূষণে।
সুপীত বাস বিস্তরে দিয়া সুবর্ণ-আসনে॥
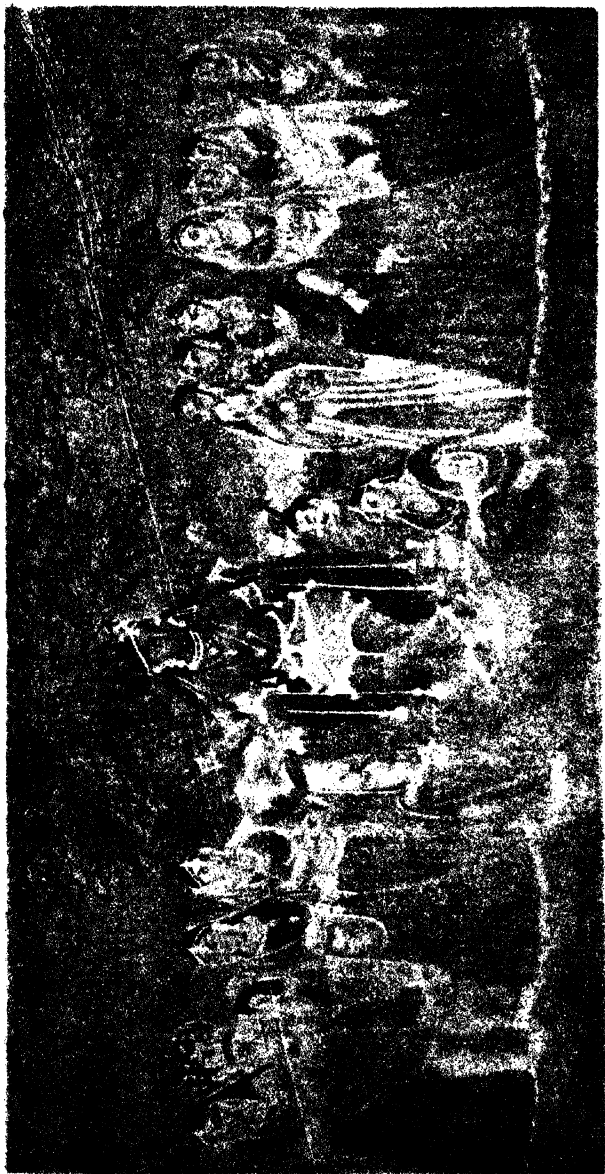
(১) ধনপতি সদাগর।

Plate XII.

কৃষ্ণকালী।

K. V. SEYNE & BROS.
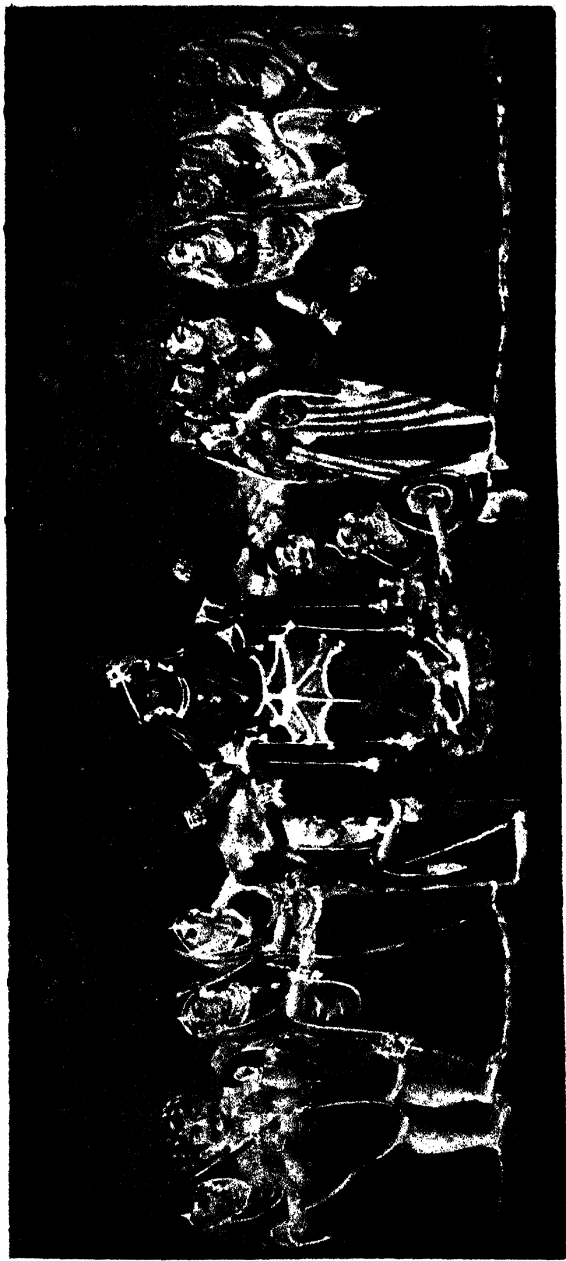
ওড়ে বিচিত্র কেতনে সুচিন-বাস নির্ম্মিতে।
আনি পুরোহিতে বরি (১) নিযোজে (২) নাথ পুজিতে ॥
পূজে পুরোহিতে ভাবি সুরক্ত পাদ-পঙ্কজে।
নিমগ্ন ভক্তি-সাগরে করি মন-মতঙ্গজে ॥

রবাব তাম্বুরা বীণা মোরচঙ্গ মেল মন্দিরা।
সুতান গান রাখি ডাকিয়া নাথ ইন্দিরা (৩) ॥
রসিয়া আসনে পূরি সমীরণে নাসা-দ্বারে।
মনে মনে পুরোহিতে ভাবি রূপ মনোহরে ॥
দ্বিভুজ মুরলী করে নবীন নীরদাবলী।
সমানরূপ রূপেতে সুপীঠপট্ট বিজলী ॥ (৪)
ঈষৎ প্রফুল্ল পঙ্কজে বিনিন্দ রক্তমণ্ডলে।
সুহাস্য লাস্য বক্তেতে সুগণ্ড-মণ্ডী কুণ্ডলে (৫) ॥
সুশ্বেত বেশ-ভূষণে পূজে ভাবি মনে।
তড়িত যেন নবঘনে শোভিছে শ্রীমতী-সনে ॥
পূজা করে পুরোহিতে ধনপতি আসি তথা।
নাচি নাচি করে স্তুতি ভূমিতে রাখি মাথা ॥
ভ্রমি ভ্রমি চতুর্দ্দারে ভূমে গড়াগড়ি দিয়া।
সজল নয়নে কান্দে গলে বসন বান্ধিয়া ॥

হরে হরে হরে হের দয়াল দীন দাসেতে। প্রার্থনা।
মরি মরি বাঁচি আছি দয়াতে সর্ব্বনাশেতে ॥
তুমি জগৎপতি ক্ষিতিপতি রাধাপতি রমাপতি।
দিবাপতি নিশাপতি খগপতি পতি গতি ॥
করো করো করো কৃপা কাতর কীট-কিঙ্করে।
ধরো ধরো ধরো হাতে ভবার্ণবে ভয়ঙ্করে ॥
অশেষ পাপ অর্জ্জিয়া ভুলি তব পদ মদে।
মাতিয়া হইয়াছি অন্ধ পড়িছি এ ভব-হ্রদে ॥
তার তার তার যদি তরি তবে এ সাগরে।
যমে জিনি জয়ী হই ভাবি গোকুল-নাগরে ॥

(১) বরি = বরণ করিয়া। (২) নিযোজে = নিযুক্ত করে।
(৩) নাথ ইন্দিরা = ইন্দিরা-নাথ = বিষ্ণু।
(৪) নবীন নীরদের তুল্য রূপ, পৃষ্ঠদেশে পট্টবাস বিদ্যুতের মত।
(৫) সুন্দর গণ্ডকে মণ্ডিত করিতেছে যে কুণ্ডল।

কে পারে করিতে স্তুতি তোমার মহিমা গণি।
বিরিঞ্চি বাসব আদি ভ্রমে তত্ত্ব নাহি জানি॥
নাচি করতালি দিয়া আখি মুঁদি করে স্তুতি।
গদগদ বাক্যে ডাকে প্রণমিয়া গড়ি ক্ষিতি॥
পূজা-অবসানে সাধু জামাতা সহিতে করি।
পুনঃ পুনঃ ভূমে গড়ে গত দুঃখ স্মরি স্মরি॥

সগোষ্ঠী বান্ধব-সহ পাইয়া প্রসাদ সুখে।
হরিষে বিষাদ করি উঠে জনমের দুঃখে॥
সুবর্ণ দক্ষিণা পুরোহিতে দিয়া ধনপতি।
সবে প্রণমিয়া কৈল আনন্দ পুরেতে গতি॥
মধুর কমল-পদে সুপঞ্চ চামরে ছান্দে।
ভণে নারায়ণে ভাবি নারায়ণ-নখ-চান্দে॥

চন্দ্রভান ও সুনেত্রা।

মহানন্দে ধনপতি আইলা পুরেতে।
করে মুখে হরি হরি জপিতে বলিতে॥ (১)
পুরবাসী আসি বহু করিল মঙ্গল।
প্রণাম করিয়া নারী আলাপে কুশল॥
চিরদিনে দেখা-লেখা আনন্দের কত।
জামাতা-সহিতে নারী কন্যা পুলকিত॥
কহিছে দয়িতে দুঃখ দয়িত নারীতে।
আলাপ বিলাপ কত করিছে দুহেতে॥
বিদেশের বিদশার বিশেষ শুনিয়া।
ধনী বুকে কর হানে অঙ্গ শিহরিয়া॥
তিতিল বসন দুহার হর্ষানন্দে জলে।
কবি কহে হের দিনমণি অস্তে চলে॥

সুগন্ধী কুসুমরাজি করি আস্তরণ।
দুগ্ধ-ফেনা জিনি শয্যা করিল রচন॥
গজ-দন্ত-নির্ম্মিত পালঙ্গ পরে রাখি।
হাতে শ্বেত চামর দাঁড়াইয়া কত সখী॥

(১) করে হরিনাম জপিয়া ও মুখে সেই নাম বলিতে বলিতে।

বিচিত্র ব্যঞ্জন কত স্বর্ণ-পাণদান।
লাল সেপায়াতে পালঙ্গের বিদ্যমান॥
রজত-দণ্ডেতে জবকসিব (?) মশারি।
যন্ত্র-নিকটেতে ধরা মৃদঙ্গ ঝাঝারি॥
সুনেত্রা জড়াও-আভরণেতে জড়িত।
পালঙ্গ-লামাতে (১) বসি শুনে সখী-গীত॥
কাফুরী (২) তাম্বুল-বিড়ী (৩) কাফুর-মিশাল।
ধীরে ধীরে দেয় মুখে রসেতে রসাল॥
ঘন লুণ্ঠিত অঞ্চল মৃদু হাস তায়।
চমকে পুলকে বালা মলয়জ বায়॥
নায়িকা-বাসর-সজ্জা ধীরে বলে এই।
পতি আইলে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা হবে সেই॥

ভাবিত যোষিৎ অতি পথ নিরখিয়া।
বিলম্বে বিন্ধিছে শর শর-সন্ধানিয়া (৪)॥
শূন্য ঘরে রসবতী হেরিয়া আকাশ।
আচম্বিত অবিলম্বে চন্দ্রের প্রকাশ॥
হেরিয়া নলিনী আগে হইল অধোমুখী।
দিনকর বলিয়া প্রবোধ করে সখী॥ (৫)
দঢ় চন্দ্র নহে কেন অধো সরোজিনি। (৬)
দিনকর বলি মুখ তোল লো পদ্মিনি॥
কে গণে সখীর বাক্য হর্ষ-ধারা বয়।
পতি সম্বোধিয়া কত বোলেতো (৭) তোষয়॥
নানা দুঃখ ভাবি মনে মানিনী মলিন।
পতি বোলে মধ্যক্ষীণা মান কর ক্ষীণ॥ (৮)

---

(১) নিম্নে।
(২) কাফুরী=কর্পূরযুক্ত। (৩) পাণের থালি।
(৪) শর-সন্ধানিয়া=শর-সন্ধানকারী=কামদেব।
(৫) সখীরা বলিল—এ চন্দ্র নহে, দিবাকর।
(৬) দঢ়=নিশ্চয়। নিশ্চয়ই এ চন্দ্র নহে,—হে পদ্মিনি কেন অধোমুখী রহিলে? (৭) বাক্যেতে।
(৮) পতি বলিতেছেন—হে ক্ষীণমধ্যা, মান ক্ষান্ত (ক্ষীণ) কর।

রঙ্গভরে অনঙ্গ অপাঙ্গে বিরাজিত।
যশ-রবে ভুবনে মহেশ জিতাজিত ॥ (১)
হর্ষ-বাষ্পে বদ্ধ কণ্ঠ সুকণ্ঠে কি করে।
কবি কহে কহো কথা মান নাহি বরে (২) ॥

কবির বচন শুনিয়া ধনীর পূর্ব্বাপর পড়িল মনে।
মৃদু মৃদু ভাষি অমিয়রাশি প্রকাশ চান্দ-বদনে ॥
নিজ-ঘরে আসি সুখেতে বসিছ তাতে আর কিবা কায।
কথা না কহিয়া বিরোধ যে করে তাহার নাহি লাজ ॥
ভ্রমর-ভরম পুরুষের মন কোন ক্ষেপা কথা কয়।
পদ্মিনী তেজিয়া কুমুদী ঘটিলে যার মনে নাহি রয় ॥
বিদেশে অশেষ বিশেষ রসেতে মজি ভাল রহে মন।
স্বপনেহ কভু না লয় মনেতে এথায় কার কেমন ॥
আখির নিকটে রহো যত কাল মুখে বহে মধু-ধারা।
আখি-আড় হইলে আর মুখ দেখি এ সকল বোল সারা ॥
নহিলে না হয় তে কারণে আসি নিশি-শেষ পরবাস।
ভুলানের দায় অবোধ বালায় মুখে ত্যাগে (৩) কতো হাস ॥
যেখানে তেমন সেখানে ভাবন দোষ খণ্ডাইতে আমি।
না কহিয় আর করিয়াছি সার যেমন বান্ধব তুমি ॥
অতিথির প্রায় রজনীর শেষ আসি উড়ুউড়ু অতি।
ইথে নিধি-লাভ হেন মনে মানি ধিক্ অবলার মতি ॥
যত যত মতে দিয়াছ বেদন মন দেও আগে কই।
তবে যাহা বল সকলি করিব নহে কি এখানে রই ॥
চন্দ্রভান কয় শুনিব শুনিব আছে যত দুঃখ মনে।
প্রতিজ্ঞা করিল তোমাতে (৪) সুন্দরী ক্ষমা কর আয়ুঃ মেনে ॥

পরস্পরের অভিযোগ, মান ইত্যাদি।

সুনেত্রা বলিছে অবশ্য বাণী তোমারে কহি একমনে।
পাছে না ভুলিও সময় টালিয়া আপনার এই পণে॥
তথাস্তু বলিয়া অঙ্গেতে ঠেলিয়া চন্দ্রভান রস করে।
বিরহের দুঃখ উঠিছে মনেতে নারী তা সারিতে (৫) নারে ॥

---

(১) তোমার যশে অজিত মহেশও জিত।
(২) বরে=শোভা পায়।
(৩) প্রকাশ করে। (৪) তোমাতে=তোমার নিকট। আয়ুঃ মেনে=(আমার) আয়ুর দিব্য। (৫) সম্বরণ করিতে।

আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর টানিয়া ছাড়ায় নারী।
মান-ভঙ্গ করি সমুখে আনিল নাগর নিকটে ধরি॥
সোণার নাগরী নাগর-দ্বন্দ্ব হেরি করিলেক রঙ্গ।
স্বত্ব-ত্যাগেতে করিলেক দান আপনার বর-অঙ্গ॥
কাণে মুখ রাখি কহিছে নাগর হইল নাকি মান-ভঙ্গ।
অবসর কর করিতে বিচার এ কালে তোমার সঙ্গ॥
উত্তর কি দিব তোমার বচনে ধর পর ফুল-মাল।
নারীর হৃদয় স্বভাব-কুটিল স্মরিতে যেমন ব্যাল॥
কালিন্দী যেমন মলিন তেমন তেমন নারীর মন।
অঙ্গারের প্রায় কালিমা না যায় সভয়েত যদি হন॥
যে হউক সকলি পারিবা কহিতে আগে মন দেয়া হয়।
ধর্ম্মশাস্ত্র এই দিলা মান-দান দক্ষিণা না দিলে নয়॥
কান্ত বলে কিবা করিয়াছি দান তার বা দক্ষিণা কি।
নারায়ণে কয় না দিলে না হয় শুন আমি বল্যা দি॥

*　　*　　*　　*　　*

নাগর-তরেতে কহিছে নাগরী আমি দুঃখে কাটি কাল। সখী-সঙ্গে।
চাতুরী বাণিজ্য করিতে গেছিলা বেপার হয়্যাছে ভাল॥
নানা দেশে নানা কূটালী শিখিয়া বাড়াইছ বড় ঠাট।
কোন্ অধ্যাপকে বিরলে পাইয়া পড়াইল এত পাঠ॥
নারায়ণ রচে হইল দৃঢ় যে বাক্য-জাল ছিল যার।
মদন আসিয়া যাচিয়া লইল দুজনার ফেরফার॥

রসময় রস-রুচির রসিক পতি * বচহুঁ রুচির।
কাঁপই থরথর অধর-অমিয়া-ধর জর-জর হিয়া ধীরাধীর॥
গলিত ললিত ঘন দুকূল নিরাকুল ব্যাকুল মঙ্গল-রসপানে।
পঞ্চফুল-শর হর্ষে মনসিজ নিজ-করে হানে॥
শিহরি শিহরি পুনঃ পুনঃ বহু বিলোকন দয়িত-বদন অভিলাষে।
হেরই হিমকর কুমুদিনী ঢর ঢর চির-সঞ্চিত শোক নাশে॥

তাল ধরি গায় কেহ কেহ মৃদু হাস।
কোন সখী নিশি-শেষে আলাপে বিভাস॥
শুনি ধনী মনে গণে বন্ধু-সঙ্গ-ভঙ্গ।
কুমুদিনী দূরে গেলে সুধাকর-রঙ্গ॥

লোচনে রহিছে ঘোর ঘুমের আলিস।
অরুণে অরুণ আঁখি হেরিয়া বালিস॥
ভ্রূভঙ্গে কটাক্ষ রামা ছাড়য়ে সমুখ।
গুণচ্ছেদ হইলে যেন কামের কার্ম্মূক॥
দিবাকর হেরি চলি চন্দ্রভান যায়।
ক্ষীণা কুমুদিনী দেখি আঁখি মুঁদে তায়॥
হরি স্মরি সানন্দেতে পালঙ্কে বসিল।
ফিরা্যা চায়্যা চায়্যা রায় বাহিরে চলিল॥
সখী-সনে রজনী-সংবাদ কহে ধনী।
ভ্রষ্ট ওষ্ঠাধর-রাগ আলুয়াইছে বেণী॥
এদিগে সেদিগে মতি-মাল-জাল ছিঁড়া।
ছিন্ন সিন্দূরের বিন্দু চন্দনেতে বেড়া॥
নাগর বাহিরে আসি ভেটি বন্ধুগণ।
বিবিধ বিধানে করি ইষ্ট আলাপন॥
নানাবিধ করে কত বিধিবৎ দান।
নানা রস করি সুখে পূজে ভগবান্॥

...হের পর মিলন।

এক রাত্রে চন্দ্রভান সুনেত্রার সঙ্গে।
মহানন্দে চন্দ্র যেন রোহিণীতে রঙ্গে॥
বসি অট্টালিকা-পরে অঙ্গ হরষিতে।
সুশ্বেত শয্যাতে সুখে হাসিতে হাসিতে॥
শ্বেত মছলঁদেতে হেলি বসি করে গান।
সুনেত্রা কোমল করে যোগাইছে পাণ॥

উদিত বসন্ত-শশী সুকোমল করে।
যে করে সংযোগী (১) জীয়ে বিয়োগিনী মরে।
যা দেখিয়া সবল্লভা বিয়োগিনী-বাদ।
এ বলে সুধার খণ্ড ও বলে প্রমাদ॥ (২)
এ বলে এ শীতকর ও বলে তপন।
অদ্যাপি সন্দেহ যাহার নহিল ভঞ্জন॥

---

(১) পতি-সহ মিলিতা রমণী।

(২) বসন্তকালের চন্দ্র দেখিয়া পতি-সঙ্গিনী তাহাকে সুধার খণ্ড মনে করেন, বিরহিণী তাহা প্রমাদ (বিপদের কারণ) মনে করেন।

স্থনেত্রা যে চান্দে পূর্ব্বে মুঁদিছে নয়ন।
এখনে সে শশী হেরি প্রসন্ন-বদন ॥ (১)
ভুবন কুসুমাকীর্ণ তাহে পিক মাতি।
ডালে ডালে উড়ি ডাকে তাহে মোহে সতী ॥
রতির সন্তাপ শুনি মধুকরগণ।
পুষ্পবন দেখি করে আনন্দ-কীর্ত্তন ॥
পূর্ব্বে যে কুসুম ছিল কণ্টক-সমান।
ছিল যে কোকিল-নাদে বজ্রপাত-জ্ঞান ॥
এবে সে সকলে পরমাহ্লাদিত মন।
আর শুনি শুনি হেন মনের জল্পন ॥ (২)
মহেশ আখির জ্বালে মদন জ্বালিয়া।
ভ্রময়ে সকল দেশ অস্থির হইয়া ॥
যে দিকে ফিরায় আখি তাহাতে অনঙ্গ।
বিচারিয়া (৩) ফিরে রতি বায়ুসখা-সঙ্গ ॥

ওড়ে নবপল্লব-পতাকা দশদিশে।
পুনঃ পঞ্চসায়ক কি সাজিছে মহেশে ॥
রসাল রথেতে নব পতাকা বান্ধিয়া।
সাজিছে প্রচুর বাণ ফুলের লইয়া ॥
বিষম সারথি তাহে আনি বসন্ত।
যুড়িছে চঞ্চল অশ্ব পবন দুরন্ত ॥
মহাভয় হয়রূপ হেরিয়া ভুবন।
বাণে হানে যার পানে পড়য়ে নয়ন ॥
সচন্দ্রিকাময় নিশি রসের বর্দ্ধক।
রসময় দম্পতির তাপ-বিমর্দ্দক ॥
নির্ম্মল আকাশ যেন রসিক-হৃদয়।
বিরল নক্ষত্র তাহে রস-বাক্যময় ॥
দেখিতে আনন্দ অতি বাঢ়ে পলে পলে।
প্রেম-পুঞ্জ চান্দ যাহে ঝলমল জ্বলে ॥

হেন নিশি হেরি শশি-মুখী হাসি হাসি।
পতি সম্বোধিয়া কহে ঘনাইয়া বসি ॥

---

(১) যে চন্দ্র দেখিয়া স্থনেত্রা চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিয়া প্রসন্নমুখী। (২) মনের ইচ্ছা—এই সমস্ত আরও যেন শুনিতে পাই। (৩) খুঁজিয়া।

হের হে প্রাণেশ প্রভু কর অবধান।
আজু যে সুখের নিশি না যায় বাখান॥
কিন্তু যে সকল গুণে বাখানি নিশিরে।
বিষবৎ ছিল পূর্ব্বে আমার শরীরে॥
তোমা কাছে যে সকলে করে এবে হিত।
এ সকলি পূর্ব্বে মোর ছিল বিপরীত॥
তাপকর যারা ছিল এবে শীতকর।
বজ্র-রব আছিল যে সে মধুর স্বর॥
প্রলয় করিছে যারা তারা হৈলে সখা।
সংসার হইল মিত্র পায়্যা তব দেখা॥

জয়নারায়ণের কাশী-বর্ণনা।

ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ বহু ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া বিবিধ পণ্ডিতের সাহায্যে ১৮০০ খৃঃ অব্দে কাশীখণ্ডের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করেন। কিন্তু কাশীর তাৎকালিক পরিচয়টি তাঁহার নিজের লিখিত। তাহা হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা অনুবাদ নহে,—মৌলিক রচনা। জয়নারায়ণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৯৪—৫০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাশীর বস্ত্রাদি।

কাশী-মধ্যে বহুতর জনার বসতি।
তাহারা যে কার্য্য করে কহিব সম্প্রতি॥
কিঙখাপ (১) জামদানী সাড়ী (২) একপাটা (৩)।
সাঙলা (৪) গুদড় (৫) তার পরে ধমুকপাটা (৬)॥

(১) কিংখাব=স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্রে গ্রথিত রেসমী বস্ত্র-বিশেষ।

(২) জামদানী সাড়ী=জরির ফুল দেওয়া উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বস্ত্র-বিশেষ। ইহা নানাপ্রকারের,—যথা, তোড়াদার, বুটিদার তেরচা, জালদার, পন্না, হাজরা ডুরিয়া, গেন্দা, শাবুর্গা, কসিদা, চিকনগাজি, ঝাপান।

(৩) একপাটা=অতি সূক্ষ্ম সূত্রের একরূপ মলমল।

(৪) সাঙলা (বা সাঙ্গী)=এক প্রকার রেসমী অন্তর্বাস।

(৫) গুদড়=একপ্রকার মোটা রেসমী বস্ত্র। (৬) ধমুকপাটা=নানা রেসমী জরির উপর অতি সরু জরির ফিতা-পাড়যুক্ত বস্ত্র।

কারচোব (১) এ সকল জরিদার হয়।
দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মূল বিনির্ণয় ॥
সাড়ী ধুতি উপর্থা রেসমী-পাড়ী জরী।
পরন্তু রেসমী-পাড় রেসম-কিনারী ॥
অপর লিখিব গোলবদন (২) মস্রু (৩)।
হরেক প্রকার বাব ফুলাম (৪) আমারু (৫) ॥
সাদাতে রেসম-পাড়ী কত রঙ্গ করে।
শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে ॥

সত্রঞ্চি দুলিচা (৬) আর কম্বল আসন।
উত্তম মধ্যমাধম কে করে গণন ॥
এ সকল লোক সদা শিরে পাগ ধরে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক।
কেহ ধুতি কেহ পায়জামা অঙ্গা (৭) পরে ॥
কদাচিৎ জামা কার পটুকা (৮) কোমরে।
এই মতে যত লোক কাশীতে বিহরে ॥
দ্বিজ ক্ষত্রী রজপুত তুঁয়ার আহীর। ক্ষত্রিয়।
এ সকল জাতি-মধ্যে বহু বাকা (৯) বীর ॥
কোমরে কাঁটার ছুরি ঢাল তলআর।
কাছড়ি (১০) কোমরবন্ধ যমের আকার ॥

---

(১) কারচোব=ভেলভেটের উপর জাঁকাল সল্মার কায-করা বস্ত্র।
(২) গোলবদন=ফুলদার বস্ত্রবিশেষ; ইহাতে ইজার প্রস্তুত হয়।
(৩) মস্রু=তুলামিশ্রিত রেসমী বস্ত্রবিশেষ।
(৪) ফুলাম=স্থূল কার্পাস-বস্ত্রবিশেষ। সাহেবেরা এই কাপড়ের পরদা করেন। জাট-রমণীগণ ফুলামের উড়ানী গায়ে দেন। ফুলামের চলিত নাম 'ফুলকারী'। (৫) আমারু=ফুলদার রেসমী বস্ত্রবিশেষ। চলিত নাম 'হিমরু'। আরঙ্গাবাদ ও সুরটে এখনও উৎকৃষ্ট আমারু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রগুলি "নবাবী হিমরু" নামে পরিচিত। আরব দেশে এই বস্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে।
(৬) দুলিচা=মোটা সতরঞ্চী-বিশেষ।
(৭) অঙ্গা=অঙ্গরক্ষা বা আঙ্গার খা=জামাবিশেষ।
(৮) পটুকা=কোমরবন্ধ। (৯) বাকা=উৎকৃষ্ট।
(১০) কাছড়ি=মালকাছা। পূর্ব্ববঙ্গে 'কাছটি'।

যার সঙ্গে যাহার আক্রোশ রোষ থাকে।
অনায়াসে নির্ঘাত আঘাত করে তাকে ॥
এই মতে প্রতিমাস প্রায় হয় দ্বন্দ্ব।
ক্ষত মাত্রে গড়াগড়ি যায় কত কন্ধ ॥

মহাজনগণ।

মহাজন লোক মাত্র অস্ত্র নাহি ধরে।
নিজ নিজ ব্যবসা করিয়া সদা ফিরে ॥
কেহ হুণ্ডী দেয় কেহ বা জৌহরী।
কেহ সোণা রূপা বেচে কেহ মনোহারী ॥
কার টাকা-কড়িতে বণিক্ কারবার।
এই মত সর্ব্ব মহাজনের ব্যাপার ॥

দশনামী সন্ন্যাসী।

দশনামী (১) সন্ন্যাসীর কত শত মঠ।
বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট ॥
সদাগরী মহাজনী ব্যবসা সভার।
এক এক জনার বাটী পর্ব্বত-আকার ॥

সোণার কদম্বফুল-সহিত জিঞ্জির (২)।
কার কর্ণে শোভা করে যেমত মিহির ॥
মণি-সহ স্বর্ণ-গুল্‌ফ কার কার গলে।
প্রবাল-কনক-মালা কার গলে দোলে ॥
কার করে সোণার রূপার তাড় বালা।
এ সব ভূষণ ধরে যেই প্রিয় চেলা ॥
বসন গেরুয়া রঙ্গ সবে অস্ত্রধারী।
তুরঙ্গম-রঙ্গে কেহ করে আসোয়ারী (৩) ॥

দণ্ডী।

পরে কিছু কহিব দণ্ডীর বিবরণ।
অনেক স্বধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন পালন ॥

(১) দশনামী = নির্গুণ উপাসক সন্ন্যাসী। ইহারা কৌপীন ধারণ করেন। মৃত্যু হইলে ইহাদের শব হয় নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, নতুবা প্রস্তর-পেটিকার মধ্যে রক্ষা করিয়া মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত করা হয়—কিন্তু কখনও দাহ করা হয় না।

(২) জিঞ্জির = শৃঙ্খল।

(৩) আসোয়ারি = অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য।

কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী।
বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী॥
শরীর তৈজসোপম (১) দিব্য কলেবর।
শ্রীবিগ্রহ-মূর্ত্তি যেন রাজরাজেশ্বর॥
অবধূত বিভূতি-ভূষিত সর্ব্ব অঙ্গ।
দিগম্বর জটাজূট শিরে কত রঙ্গ॥
কেহ বা কৌপীন পরে কেহ বাঘ-ছাল।
শৃঙ্গ-সহ কৃষ্ণাজিন কাহার বিশাল॥
কেহ উর্দ্ধ-এক-বাহু কেহ দুই-বাহু।
নিস্পৃহ পরমহংস দিগম্বর কেহু॥
এই মত কত শত অবধূতগণ।
মণিকর্ণিকার তীরে করিলা আসন॥
অনেকে সুখাদ্য-দ্রব্য আনিয়া যোগায়।
আবাহন করিয়া কাহুকে লইয়া যায়॥
কেহ মাধুকুরী (২) করি উদর ভরেন।
এই মতে সভে কাল যাপন করেন॥
ইহা অতিরিক্ত কেহ অন্য অন্য স্থানে।
আপন-সাধন-হেতু আছেন গোপনে॥

ইতঃপর লিখিব কিঞ্চিৎ দেব-সেবা।
বিস্তারিয়া কহিতে পারিবে কোথা কেবা॥
তথাপি মনের আকিঞ্চনে কিছু লিখি।
অপূর্ব্ব সেবার পরিপাটী যথা দেখি॥
পাষাণে নির্ম্মিত চারি বাটী দেবালয়। দেব-বিগ্রহ।
তাহে চিত্র বিচিত্র সর্ব্বত্র রঙ্গময়॥
জয়দুর্গা উত্তর বাটীতে প্রকাশিতা।
দক্ষিণ বাটীতে শ্যাম-মূর্ত্তি বিরাজিতা॥
মধ্যবাটী গত পূর্ব্বে বিশালাক্ষী দেখি।
দক্ষে (৩) রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি-সহ এক সখী॥
উদগ্দিকে রাজে বাল-দামাল-গোপাল।
গুহ্য স্থানে তারামূর্ত্তি দেখিতে বিশাল॥

---

(১) তৈজসোপম=সূর্য্য-তুল্য। (২) মাধুকুরী=কথা না বলিয়া পাঁচ যায়গা হইতে ভিক্ষা আহরণ। (৩) দক্ষে=দক্ষিণে।

সর্ব্বত্র ভূষণ যত কনকে রচিত।
শ্যামা-অঙ্গে শোভা করে রতনে খচিত॥

রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।

মধ্যে মধ্যে শিবলিঙ্গ অপূর্ব্ব পাষাণে।
নদিয়ার কারিগর করিল নির্ম্মাণে॥
ঘড়ি-খানা নবৎ-খানা পথের উপর।
রসাল দুন্দুভি (১) সানী (২) বাজিছে সুন্দর॥
ছত্রবাটী (৩) গত দ্বিধা দুর্গোৎসব হয়।
এ সর্ব্ব যোগানে আর বাটী পাঁচ ছয়॥
কোন খানে ভাণ্ডার রন্ধন কোন খানে।
কোন খানে ভোগসজ্জা করেন গোপনে॥
কোন খানে ভোজন করেন দণ্ডিগণ।
কোন খানে অতিথি সেবন অগণন॥
কি কহিব রাণীর (৪) মহিমা অনুপাম।
কাশীক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা যার নাম॥
আর এক কীর্ত্তি দেখি দুর্গার মন্দির।
এক শত এক চূড়া গণনাতে স্থির॥
পাষাণের খোদগারী কি কহিব সীমা।
পঞ্চাশ হাজার ব্যয় যাহার গরিমা॥
এক মাত্র বিধি-ত্রুটি মনোমধ্যে জাগে।
নহিল ভবন পূর্ণ নাটঘর আগে॥
এই মত কত কীর্ত্তি কাশী-প্রকাশিত।
আরাম তড়াগ হ্রদ পাষাণে নির্ম্মিত॥
কত স্থানে শিবলিঙ্গ হইল স্থাপন।
বিশেষি লিখিলে হয় বিস্তার-কারণ॥

অহল্যাবাই।

ইদানীং অহল্যাবাই হইল প্রচার।
বিশ্বেশ্বর-বাটী করে অপূর্ব্ব ব্যাপার॥
আপাদমস্তক সর্ব্ব পাষাণ-নির্ম্মিত।
দুই মঠ-মধ্যে নাট-মন্দির শোভিত॥

(১) দুন্দুভি = নাগরা। (২) সানী = সানাই।
(৩) ছত্রবাটী = যেখানে অন্ন বিতরিত হয়।
(৪) রাণী = রাণী ভবানী।

পশ্চিম মন্দিরে রাজে দণ্ডপাণীশ্বর।
পূর্ব্বদিকে বিরাজিত স্বয়ং লিঙ্গবর ॥
অগ্নিকোণে অবিমুক্তেশ্বর-লিঙ্গরাজে।
নৈঋ্যতেতে শ্রীমাধব লক্ষ্মী-সহ সাজে ॥
বায়ুকোণে কনকের পার্ব্বতী-প্রতিমা।
ঈশকোণে (১) আনন্দভৈরবের গরিমা ॥
পাষাণের খোদগারী অতি পরিপাটী।
ফুল ফল লতা পাতা কত কোটি কোটি ॥

মর্ম্মরের বিশাল বৃষ বিরাজে দক্ষিণে।
নবৎ-খানা ঘড়ি-খানা বাজে পরিমাণে ॥
সুচিত্র বিচিত্র বাটী দক্ষিণ-দুয়ার।
সমস্ত অঙ্গন পথ পাষাণে প্রচার ॥
কনক-কলস শোভে মন্দির-উপর।
তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই নহিল কাতর ॥
পরে মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মিত দুই মন্দির সুন্দর ॥
নবৎ-খানা ঘড়ি-খানা তথা সদা বাজে।
ব্রহ্মপুরী ছত্র ঘাট সেতু কত রাজে ॥

বিষ্ণুমহাদেবের অন্নপূর্ণা-বাটী।

তদনন্তর লিখিব শ্রীঅন্নপূর্ণা-বাটী।
একমুখে কি কহিব তার পরিপাটী ॥
বিষ্ণুমহাদেব নামে মহারাষ্ট্র জাতি।
এ বাটী নির্ম্মাণ করে সেই মহামতি ॥
উদঙ্মুখ বাটী সর্ব্ব পাষাণে নির্ম্মাণ।
অতিশয় পরিসর ত্রিদিকে উঠান ॥
পূর্ব্বে শ্রীমন্দির নাট-মন্দির পশ্চিমে।
আর মূর্ত্তি যে যে স্থানে তাহা কহি ক্রমে ॥

বায়ুকোণে বিরাজিত পরশুরামেশ্বর।
ঈশকোণে সপ্তাশ্ববাহন দিনকর ॥ (২)
অগ্নিকোণে শোভা করে গণেশের মূর্ত্তি।
নৈঋ্যতে কুবেরেশ্বর কুবেরের কীর্ত্তি ॥

---

(১) ঈশকোণে—ঈশান কোণে।
(২) সূর্য্যের প্রস্তর-বিগ্রহ-মাত্রেরই নীচে সপ্তাশ্ব দৃষ্ট হয়।

পশ্চিমে শ্রীরামচন্দ্র ইদানীং শোভিত।
বিষ্ণুমহাদেব কর্ম্মকর্ত্তার স্থাপিত ॥
চারিদিকে সুদীর্ঘ দালান চারি তথা।
শত শত ব্রাহ্মণ-ভোজন-স্থান যথা ॥
সুচিত্র বিচিত্র বাটী অতি মনোহর।
পাষাণের খোদগারী লিখিতে বিস্তর ॥
চূড়ার উপরে শোভে কনক-কলস।
দুই লক্ষ-ন্যূন নহে ব্যয়ের পৌরুষ (১) ॥

বৈষ্ণব-সেবা।

ইতঃপর লিখিব বৈষ্ণব-সেবা-কথা।
অনেক আখেড়া-ধারী আছেন সর্ব্বথা ॥
তার মধ্যে গোপাললালের সিদ্ধ বাটী।
লক্ষমুদ্রা যাহার সেবার পরিপাটী ॥
সতত বৈষ্ণবগণ গান-বাদ্যে রত।
মৃদঙ্গ তম্বুরা বীণা আদি যন্ত্র কত ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বা বাজায়।
এই মত কত বা আগত কত যায় ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দের ঝাঁকি দরশন (২)।
যেমত তেমত হেরি ক্ষণেক শোভন ॥

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

অন্যত্র অনেক আছে বৈষ্ণবের সেবা।
প্রত্যেক বর্ণিতে পারে আছে শক্ত কেবা ॥
রামানন্দী (৩) শ্যামানন্দী নিমানন্দী (৪) কত।
নানক কবীরপন্থী অঘোর-সম্মত (৫) ॥
ফকীর সুথরাসাহী (৬) বৌদ্ধ যতিগণ।
গৌড়ীয়া বৈরাগী কত কে করে গণন ॥

---

(১) ব্যয়ের পৌরুষ = ব্যয়ের গৌরব।

(২) বিগ্রহের আবরণ মুহুর্মুহু উন্মোচন ও পুনঃ নিক্ষেপের অবসরে আভাসে যে দর্শন লাভ হয় তাহাকে 'ঝাঁকি দরশন' বলে।

(৩) রামানন্দী = রামানন্দী সম্প্রদায়। বৈষ্ণব রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে রামানন্দ ৪র্থ স্থানীয়,—কাহারও কাহারও মতে ৫ম স্থানীয়।

(৪) নিমানন্দী = নিম্বাদিত্যের শিষ্য-সম্প্রদায়।

(৫) অঘোর-সম্মত = অঘোরপন্থী। (৬) দশনামী সন্ন্যাসী ব্রহ্মগিরির শিষ্য সুখরাসাহ-প্রবর্ত্তিত দল। ইহাদের মধ্যে খেচরী মুদ্রাধারণ, খর্পরে ধূপ প্রজ্জ্বালন প্রভৃতি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ইয়ত্তা কি দিব হিন্দুলোক যথা তথা।
সর্ব্বত্রের লোক বৈসে কাশীতে সর্ব্বথা॥

কাশীর রমণীগণ।

তদন্তর কহি কিছু স্ত্রীলোক-বর্ণন।
হেন স্বর্গে আছে কিনা আছে লয় মন॥
প্রাতে নিত্য গঙ্গা-স্নানে গমন করিয়া।
মণিকর্ণিকাতে সভে স্নানাদি সারিয়া॥
নানাবর্ণে পট্টাম্বর পরিধান করি।
রৌপ্য-তাম্র-পিত্তলের করে অম্বু-ঝারি॥
বামে নানা পুষ্পপাত্র চন্দন-সহিত।
কুঙ্কুম কস্তূরী শর্করা তণ্ডুলে মিশ্রিত॥
এই মত পূজা-সজ্জা লইয়া নিজ-করে।
ললাটে রুলির টীকা আড়ে (১) শোভা করে॥
নানা আভরণ অঙ্গে কি করি বর্ণনা।
অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্যথা কি গণনা॥
এ সর্ব্ব-দর্শনে ভক্তি উদয় হইবে।
কদাচিৎ মনোমধ্যে বৈগুণ্য নহিবে॥

এই মত সমবয়ঃ করিয়া মিলন।
ছয়দণ্ড-মধ্যে যাত্রা করি সমাপন॥
পরন্তু ভবনে গিয়া রন্ধন আচরি।
রোটি অন্ন শাক শূপ ভৃষ্ট তরকারী॥
দিব্য পূরী কচোরী ছোহেরী শিখরিণী।
পোতল পকোড়ী কোরী আচার চাটনি॥
দুগ্ধ দধি ঘৃত আদি করিয়া ভোজন।
স্ত্রী-পুরুষ সহ করি একত্র ভোজন॥
আচমন তাম্বুল চর্ব্বণ করি পরে।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি বেশভূষা করে॥

স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা।

পায়ে পাঁইজোর পরে কেহ বা বাঁকরী (২)।
হীরানামা বাঁকজোল (৩) নূপুর পঞ্চরী (৪)॥
মকরা সকরা (৫) পরে কেহ গোল মল।
ঝমর ঝমর রবে চরণ চঞ্চল॥

(১) বক্রভাবে। (২) বাঁকরী=বেঁকি (৩) বাঁকজোল=বাঁক-মল। (৪) গুঁজরি। (৫) মকরমুখ মল।

পাদাঙ্গুলে আনট (১) বিছিয়া (২) করে শোভা।
ঘুঙ্গুর সহিত কারু ছন্দা মনোলোভা॥
গণ্ডারের চুড়ি কারু কনক-রচিত।
ঘোর ঘন-মাঝে যেন তড়িত জড়িত॥
কেহ ছন্দবন্দ দিয়া নীল চুড়ি পরে।
কনক-কিঙ্কিণী কেহ রতনে সঞ্চরে॥
কনকের পৈছি কারু রতনে জড়িত।
রচিত অঙ্গুরী কারু দর্পণে শোভিত॥
বাহুদেশে বাজুবন্দ কনকে জড়িত।
জরির নির্ম্মিত পরে কাঁচুলি বিহিত॥
হীরার জড়োয়া মণি-চিক কারু গলে।
তেনরী (৩)-মোহনমালা শোভে বক্ষঃস্থলে॥
কারু উরদেশে মুক্তামালার দোলনী।
হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥
কর্ণভূষা মণি ঢেড়ি কারু কর্ণফুলে।
জড়িত ঝুমকা কারু তার অধো দোলে॥
শত দুই শত মূল্য নথের মুক্তার।
পঞ্চমুক্তা তাহে দোলে নোলক-প্রকার॥
বড় দুই মুক্তা-মাঝে চুনি শোভা করে।
যেমত দাড়িম্ব-বীজ শুক-চঞ্চু ধরে॥

কিবা বা তুলনা দিব অধর সমাজে।
বিম্বফল প্রবেশিল গূঢ় বনে লাজে॥
নয়নের শোভা কি কহিব পরিপাটী।
সরোজে খঞ্জন যেন নৃত্য করে দুটী॥
অঞ্জনে রঞ্জিত তাহে অতি মনোহারী।
রতি-রতিপতি-মন বিচলিতকারী॥
ভ্রূযুগ যেমত অনঙ্গ-শরাসন।
স্মরারিরে (৪) জিনি যেন পাইল জীবন॥
অমল কপাল-দেশে বলির শোভন।
অরুণ কিরণ যেন হইল স্মরণ॥

---

(১) আনট = আঙ্গট বা পাশুলী।
(২) বিছিয়া = বিছা = এক প্রকার পদাভরণ।
(৩) ত্রিলহরী। (৪) মহাদেবকে।

তার পরে * * * কনকে কাহারু।
কারু চুনি পান্না নীলা হীরকে সুচারু॥
তাহাতে তেথরি (১) মুক্তা করে ঝলমল।
ঘনপুঞ্জ-সহ যেন চপলা চঞ্চল॥
কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী।
অখণ্ড কদলী-দলে বিহরে নাগিনী॥

জরী বারাণসী সাড়ী কেহ বা শোষণী।
নারাঞ্জি (২) গোলাবী সোহা কেহ আসমানী
গোললো রজমরঙ্গী বসন্তী চুনরী।
কাঁকরেজা বাইগুণী জরির কিনারী॥
কির্ম্মিজী রেশমী কেহ পীতাম্বর পরে।
পিস্তাই কমলপত্রী কত রঙ্গ ধরে॥
মট্রাদার সাড়ী কেহ করে পরিধান।
সোণালা রূপালা কারু বছমা বাথান॥
বারাণসী জরির উড়ানী তার পর।
কালাবতু-বাদলা-নির্ম্মিত মনোহর॥
ডুরিয়া দোদামী জামদানী অঙ্গে কারু।
গোটাদার ঝম্পান কপরধুল চারু॥

এই মত যতেক যুবতী করি বেশ।
নগর-ভ্রমণে করে গমন বিশেষ॥
পাঁচ সাত সাথী মিলি হইয়া একত্র।
কোন ছলে কুতূহলে চলে যত্র তত্র॥
চরণাভরণ-রবে চিত চমকিত।
দেব-কন্যাগণ যেন কৈলাসে শোভিত॥
বিশ্বেশ্বর-পাদ-পদ্ম ভাবি অনুক্ষণ।
ছন্দোবন্ধে ভণে দ্বিজ জয়নারায়ণ॥

(১) তেথরি = তিন থর (স্তর)-যুক্ত = তিন লহরী।
(২) রেশমী বস্ত্রবিশেষ, পশ্চিমাঞ্চলে নরুণসি নামে খ্যাত।

রামপ্রসাদী গান।

রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৮৮-৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)

ললাট ফলকে অলকা ঝলকে
নাসা-নোলকে বেসরে মণি।
মরি হেরি একি রূপ দেখ দেখ ভূপ (১)
সুধারস-কূপ বদনখানি॥
শ্মশানে বাস অট্টহাস
কেশপাশ-কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা অসুর-দরদা
নিকটে প্রমোদা (২) প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ না কর বিবাদ
পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি (৩)।
সমরে হবে না জয়ী রে (৪) ব্রহ্মময়ী রে
করুণাময়ীরে বল জননী॥

(২)

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে
গলিত চিকুর আসব-আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে দলে দানব-দলে
ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কে রে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীল কমল শ্রীমুখ-মণ্ডল
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥

---

(১) দৈত্যরাজকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইতেছে।

(২) যোগিনীগণ।

(৩) স্বরূপে গণি = স্বীয় শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া।

(৪) সমরে হবে না জয়ী = ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়ী হইবার ইচ্ছা ত্যাগ কর।

কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত
নখর-নিকর তিমির নাশে।
কে রে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতি-সুতচয় সবার হৃদয়
থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো কোপ কর দূর চল নিজ-পুর
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥

এলো চিকুর-ভার এ বামা কার
মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি গজ-পতি-রূপ গতি
রতি-পতি-মতি মোহ পায়॥
অপযশকুলে কালী কুল নাশ করে কালী
নিশুম্ভ নিপাতি কালী সব সেরে যায়। (১)
সকল সেরে যায় একি ঠেকিলাম দায়
এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে এত কাল এড়ালাম যে জঞ্জাল
সেই কাল চরণে লুটায়। (২)
টেনে ফেল রম্ভাফল গঙ্গাজল বিল্বদল
শিব-পূজার এই ফল অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায় এই দনুজ কটায়
কি কুরব রটায়।
ভব দৈব রূপ শব মুখে নাহি মাত্র রব
কার ভরসায় রব হায়॥
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী হই বা না হই জয়ী
নিতান্ত করুণাময়ী স্থান দিবে পায়।
স্থান দিবে পায় নিতান্ত মন তায়
এ জন্ম-কর্ম্ম সায়॥

---

(১) নিশুম্ভকে বধ করিয়া কালীর সমস্ত কলঙ্ক ঘুচিয়া গিয়াছে।

(২) ভাল বুঝিতে পারা গেল না। মহাকালকে (শিবকে) আরাধনা করিয়া এত কাল যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম (?)।

প্রসাদ বলে ভাল বটে এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয় জন্মের দক্ষিণা হয়
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায়॥ (১)
ওহে দৈত্যরায় ভজ এই দক্ষিণায়
আর কি কায আশায়॥

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা
বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি-ছটা
ব্রহ্মকটা ঠেকেছে।
রূপসী শিরসি শশী হরোরসি এলোকেশী
মুখঝালা সুধাঢালা কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আস্য টলে
বাহুবলে দৈত্য দলে।
ডাকে শিবা কব কিবা
দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্য-হীন দুষ্ট চিত্ত সুকঠিন
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

(হের) কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে নবনীল জলধর-কায় হায় হায়
কেরে হরহৃদি পদ-কোকনদ দিগ্‌বাসে॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী (২),
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে॥

---

(১) হে দৈত্যরাজ, দক্ষিণা কালীতে মন লীন কর।

(২) রক্তোৎপল হইতেও সুকোমল পদ, তাহার ভরে কেন পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে? মহাদেবীর নৃত্য ধরিত্রী সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অপর অর্থ, এরূপ রক্তোৎপল-বিজয়ী সুন্দর পদযুগল থাকা সত্ত্বেও কেন পৃথিবী পাপ-তাপে ডুবিয়া যাইতেছে?

(৩)

কেরে নিন্দিত-রামকদলী-তরু হেরি উরু
দর দর রুধির ক্ষরে।
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে
অতিরোষ-বলে ভুজঙ্গম দলে
নাভিপদ্ম-মূলে ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে॥
কেরে উন্নত কুচ-কলি-মুখ-শতদলে অলি
গুণ্ গুণ্ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত-
সিতাম্ভোজ বন রে, হায়, কিবা ওষ্ঠশোভা
অতি লোল জিহ্বা হর-মনোলোভা যেন আসব-
আবেশে সুধা ভাসে॥
কেরে কুন্তল-জাল-আবৃত মুখমণ্ডল লম্বিত চুম্বি ধরায়
তাহে ভুরূ-ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে সিঁথী মুহু দোলে (১) কি চকোর খেলে (২)
কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হাসে।
কত হুন্ধবা হুন্ধবী নাচিছে ভৈরবী
হিহি হিহি করিছে যোগিনী
কত কটোরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি
রামপ্রসাদ ভণে কায নাই রণে এ বামার সনে
যার পদতলে শবচ্ছলে আশুতোষে॥

(৪)

শ্যামা বামা কে
তনু দলিতাঞ্জন শারদ সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে॥
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত-জড়িত
নবঘন ঝলকে।
বিপরীত একি কায লাজ ছেড়েছে দূরে।
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে।
মম (৩) দল প্রবল সকল হতবল
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে।

---

(১) সিঁথী মুহু দোলে=সিঁথীর চুল মুহুর্মুহু দুলিতেছে।
(২) চন্দ্রের পার্শ্বে কি চকোর খেলিতেছে?
(৩) দৈত্যরাজের উক্তি।

প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী
ঐ কামরিপু (১) পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন-পলকে ॥
ভীম ভবার্ণব তারণ-হেতু ঐ যুগল চরণ তব
করিয়াছি সেতু
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন
কুরু কৃপালেশং জননি কালিকে ॥

(৫)

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু-মোহিনী ওকে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী ত্রিনয়নী ও রূপসী
কুবলয়-দল-তনু শ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী
সমর-নিপুণা গুণধামা ॥
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সঙ্গে যার
যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥

(৬)

কামিনী যামিনীবরণে রণে এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী বামকরে ধরে অসি
উল্লসিতা দানব-নিধনে ॥
পদ-ভরে বসুমতী সভীতা কম্পিতা অতি
তাই দেখে পশুপতি পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয় তবে আর কিরে ভয়
অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে রণে ॥

(৭)

এলোকেশে কে শবে এলো রে বামা।
নখর-নিকর হিমকর-বর-রঞ্জিত ঘন-তনু মুখ হিম-ধামা (২) ॥
নব নব সঙ্গিনী নব রস-রঙ্গিণী
হাসত ভাষত নাচত বামা।

(১) কামরিপু=শিব। (২) হিম-ধামা=চন্দ্র।

কুল-বালা বাহু-বলে প্রবল দনুজ দলে
ধরাতলে হত-রিপু-সমা ॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা ॥
করে করে ধরে তাল ববম্ বম্ বাজে গাল
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥
ভব-ভয়-ভঞ্জন-হেতু কবিরঞ্জন মুঞ্চতি করম (১) সুনামা ॥
তব গুণ শ্রবণে সতত মম মনে ঘোর ভবে পুনরপি
গমন বিরামা ॥

(৮)

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা (২) লাজ-বিরহিতা
ভুবনমোহিতা একি অনুচিতা কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জর-বর-গতি আসবে আবেশ
লোলিত বসনা গলিত কেশ সুর নরে শঙ্কা করে হেরি ঐ সে
হুঙ্কার-রবে রে দনুজ-দলনী ॥
কেরে নব-নীলকমল-কলিকাবলি
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি
মুখচন্দ্রে চকোরগণ
অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিপদ
এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ (৩)
দোহা দোহে করতহি নাদ
চিচিকি গুন্‌গুন্ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু কদলীতরু নিন্দিত
রুধির অধীর রহিছে তদূর্দ্ধে কটি-বেড়া নর-কর-ছড়া (৪)
কিঙ্কিণী-সহ শোভা করিছে ॥
করতল-স্থল নিরমল অতিশয়
বামে অসি-মুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়

---

(১) মুঞ্চতি করম=কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে।

(২) নগনা=নগ্ন=উলঙ্গিনী।

(৩) মুখমণ্ডলকে ভ্রমর নীল কমল মনে করিতেছে এবং চকোর চন্দ্র বলিয়া ভ্রম করিতেছে। (৪) মনুষ্যের ছিন্ন হস্তের সমাবেশে রচিত হার।

খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে ঊর্দ্ধতর ভূধর হেরি হেরি পয়োধর
করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে অপরূপ কিএ আর
চণ্ড-মুণ্ড-হার সুন্দরী সুন্দর পরে
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে।
মৃদু হাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥

(৯)

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির সজল-ঘন-নিন্দিত চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীল কমল-দল শ্রীমুখ-মণ্ডল
শ্রম-জল শোভে শরীরে।
মরকত-মুকুরে মঞ্জু মুকুতা-ফল
রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে ॥
গলিত-চিকুর-ঘটা নবজলধর-ছটা
ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদ-ভর কমঠ ভুজগবর
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে ॥
ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ না ভজি
সুধা ত্যজিয়া বিষপান করিরে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন দৈব বিড়ম্বন
বিফলে মানব-দেহ ধরি ॥

নব-নীলনীরদ তনুরুচি কে।
ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর বাল দিনকর-সমান চরণে প্রকাশ
কোটিচন্দ্র ঝলকত শ্রীমুখ-মণ্ডল নিন্দি
সুধামৃত ভাষ।
অবতংস সে শ্রবণে কিশোর বিধি-অরি (১)
গলিত কুন্তল-পাশ ॥

---

(১) বিধি-অরি = দৈত্য, যাহারা সৃষ্টি নাশ করে। কিশোর বিধি-অরি = দৈত্যশিশু।

গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত
সতত সঘনে নিশ্বাস।
বামার বাম কর-পর খড়্গ নর-শির
সব্যে পূর্ণাভিলাষ॥
শশিকল ভালে বিরাজে মহাকালে
ঘোর ঘন ঘন হাস॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে বাঞ্ছা করেছি মনে
করুণাবলোকনে কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে যে প্রকাশে সে জনে
এ ভবে এ কথা আভাষ॥

(১০)

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী
রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে॥
কি সুখে হাসিছে লাজ নাহি বাসিছে
নাচিছে মহেশ-উরসে।
ঘোর রণে মগনা হয়েছে নগনা পিবতি সুধা কি আবেশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া ধররে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারীরে চিনিতে নারি রে
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে॥
কারে আর ভজ রে ও পদে মজ রে
রূপে আলো করিছে দিক্ দশে।
কি করি রণে রে হয়েছে মনে রে
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে॥

(১১)

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ
বসন-বিহীনা কেরে সমরে।
মদন-মথন-উরসি (১) রূপসী হাসি হাসি বামা বিহরে।

---

(১) মদন-মথন-উরসি=মদনকে মথন অর্থাৎ দলিত করিয়াছেন যিনি তাঁহার বক্ষে (উরসি)=শিবের বক্ষঃস্থলে।

প্রলয়-কালীন জলদ গর্জ্জে তিষ্ঠ-তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে
জন-মনোহরা শমন-সোদরা-গর্ব্ব (১) খর্ব্ব করে।
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা
ক্রুদ্ধ নয়নে নিরখে যে জনে গমন শমন-নগরে॥
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে
সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে।
সম্বর বেশ কুরু কৃপা-লেশ রক্ষ বিবুধ-নিকরে॥

(১২)

সমরে কেরে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী অপরা-কুসুম (২)-পরাজিতা-বরণী
কে রণে রমণী॥
সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ-বিন্দু
শ্রীমুখ না এ কি শারদ ইন্দু,
কমল-বন্ধু (৩) বহ্নি সিন্ধু-তনয় (৪) এ তিন নয়নী (৫)।
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস
লোক-প্রকাশ-আশুতোষ-বাসিনী॥
ফণিফণাভরণ জিনি গণি দন্ত-কুন্দ-শ্রেণী।
কেশাগ্র ধরণী-পরে বিরাজ
অপরূপ শব শ্রবণে সাজ না করে লাজ
কেমন কায মম সমাজে তরুণী॥
আ মরি আ মরি চণ্ড-মুণ্ড-মাল
করে কপাল এ কি বিশাল
ভাল ভাল কাল-দণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর নৃকর-নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী॥
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত-বৃন্দে
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে
চরণোপান্তে মনো দুরন্তে রাখ কৃতান্তদলনী।

---

(১) শমন-সোদরা=যমুনা। যমুনার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন যিনি, অর্থাৎ তদপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণা। (২) অপরা কুসুম=অপরাজিতা কুসুম।
(৩) সূর্য্য। (৪) সিন্ধু-তনয়=চন্দ্র।
(৫) চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নি এই তিন নেত্রযুক্তা।

আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল
ভাবে ঢলঢল হাসে খলখল টলটল ধরণী ॥
ভয়ঙ্কর কিবা ডাকিতেছে শিবা
শিব-উরে শিবা আপনি।
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ
পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ
কহিছে প্রসাদ দেহ মা প্রসাদ
প্রসাদ বিষাদনাশিনী ॥

(১৩)

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে ধরা কাঁপে পদভরে
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল মহাকালে শোভে ভাল
দিনকর-কর ঢাকে চিকুর-পাশে ॥
আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায় পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়
মনে বাসি শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরুপম রূপ-চ্ছটা ভেদ করে ব্রহ্ম-কটা।
প্রবল দনুজ-ঘটা গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল যোগিনী ধরিছে তাল
মরি কিবা সুরসাল গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধূ যতনে যোগায় মধু
দোলায়ে বদন-বিধু মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আশার আশা ঘুচায়েছে আশা-বাসা
জীবনে নিরাশা ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার নাম লয়ে শ্যামা মার
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥

(১৪)

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না
রসনা যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না (১) আরো পাবে ॥
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ॥

(১) না=না হয়।

রেখো রেখো সে নাম সদা যতনে।
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে॥
সচেতনে থেকো (মন রে আমার)
কালী বলে ডেকো এ দেহ ত্যজিবে যবে॥ (১)

(১৫)

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে যুড়ে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছটা কলুর অনুগত॥
মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা আমি কি ছাড়া জগত
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
এক বার খুলে দে মা চোখের ঠুলি
দেখি শ্রীপদ (২) মনের মত॥

(১৬)

আর কায কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ও রে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা মাথা নাই তার মাথা ব্যথা
ওরে অনলে দাহন যথা হয় রে তুলা-রাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মলেই মুক্তি এ বটে শিবের উক্তি
ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী॥

---

(১) এই গান হরু ঠাকুর একটু পরিবর্ত্তন করিয়া হরির উদ্দেশে আরোপন করিয়াছেন।

(২) অভয় পদ, পাঠান্তর।

নির্ব্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে করুণা-নিধির বলে
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

(১৭)

মন রে কৃষি-কায জান না।
এমন মানব জমী রইল পতিত
আবাদ কৈলে ফল্‌তো সোণা ॥
কালী-নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে এক্তারে (১) মন এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ ভক্তিবারি তায় সেঁচ না ॥

(১৮)

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা ॥
মার সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে
এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥
তুমি না করিলে কৃপা যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে (২)
দূরে যাবে মনের ব্যথা ॥
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা।
ওমা যে জন তোমার নাম করে
তার হাড়-মালা আর ঝুলি কাঁথা ॥

(১৯)

কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো ॥
মা নিম খাওয়াইলে চিনি ব'লে কথায় করে ছলো
ওমা মিঠার লোভে তিক্ত মুখে সারা দিনটা গেলো ॥

---

(১) অধিকারে। (২) যদি গঙ্গার জলে প্রাণ দিতে পারি।

মা খেল্‌বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালি (১) ভূতলো
এবার যে খেলা খেলালি মাগো আশা না পূরিলো ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো ॥

(২০)

এবার বাজি ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটাল।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেনে অচল হলো ॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে পীলের কিস্তে মাৎ হইল ॥

(২১)

তুমি এ ভাল করেছ মা আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর হোক দিনে দিনে বাজী
তাতেও আছি রাজী এ বার এবাজি ভোর গো ॥

(২২)

এ মা দিতিস দিতাম নিতাম খেতাম
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না মজুরী চাব কি
কি জোরে করিস জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা আমি কোথা
মিছামিছি করি সোর।

---

(১) নাবালি=নামাইয়া আনিলি।

শুধু সোর করা সারা তোর যে কুধারা
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এ মা ঘোর মহানিশা মন যোগেযাগে
কি কায তোর কঠোর।
আমার এ কূল ও কূল দুকূল গেল
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এ মা আমি টানি কূলে (১) মন প্রতিকূলে
দারুণ করম-ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে দু-টানায়
মরে মন ভুঁড়া-চোর গো ॥

(২৩)

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥
সুরা পান করি নে রে, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
খালি মদ খেলেই কি হয়
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম কে জানে মর্ম্ম
জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখাদেখি সাধয়ে যোগ
সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছেমিছি কর্ম্ম-ভোগ
গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥

(২৪)

এই সংসার ধোকার টাটী।
ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটী ॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি ॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটী ॥

---

(১) আমি কূলের দিকে টানিয়া দিতে চাই।

গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেম মাটী ॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ॥

(২৫)

রমণী-বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে বিষের জ্বালায় ছটফটী ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদিপুরুষের আদি মেয়েটী।
ও মা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা
তুমি গো পাষাণের বেটী ॥

(২৬)

মা মা বলে আর ডাকবো না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
(না হয়) ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এক সূত্র
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু।
দিবা নিশি ভাবি আর কি করিবি
দিবি দিবি পুনঃ কঠোর যন্ত্রণা ॥

(২৭)

সামাল সামাল ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা
ভজলে না হরসুন্দরী ॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি করে ভরা কৈলে ভারী।
সারা দিন কাটালে ঘাটে বসে সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ি ॥

একে তোর জীর্ণ তরী কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি পলাইল ছয়টা দাঁড়ী। (১)
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন যিনি হন ভব-কাণ্ডারী॥

(২৮)

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা (২) বয়ে পড়্‌বে ধারা॥
হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আখি অন্ধ, দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥

(২৯)

এ শরীরে কায কি রে ভাই
দক্ষিণে প্রেমে না গলে। (৩)
এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ-চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে আর কিবা কায,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে (৪) উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে॥
সে চরণে কায কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে॥

---

(১) ছয়টা দাঁড়ী=কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপু। ষড়রিপু পলাইল, অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুকালে ইহাদের শক্তি ফুরাইল।

(২) চক্ষুর তারা। (৩) দক্ষিণা কালীর প্রতি মন যদি প্রেমে বিগলিত না হয়। (৪) করে=হস্তে।

(৩০)

ও কেরে মনোমোহিনী, ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ-ঘটা, মণি-মরকত-কান্তি-ছটা,
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য-দলনা
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী॥
শশী-সূর্য্য-বহ্নি ত্রিনয়নী।
শশিখণ্ড শিরসি মহেশ-উরসি
হরের রূপসী একাকিনী॥

(৩১)

ওহে নূতন নেয়ে, ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে।
দুকূল রৈল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর॥
কেমন কেমন করয়ে দেয়া (১),
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া॥
শুন ওহে গুণনিধি নষ্ট হোক্ ছানা দধি
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি যদি ডুবে সেই তরী
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী অবলা বালা কৃশোদরী
প্রাণ-রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা একি পাতিয়াছ খেলা
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল॥
কহিছে প্রসাদ দাস রসরাজ কিবা হাস
কুল-বধূর মনে বড় ভয়॥

আজু গোঁসাই।

রামপ্রসাদের সামসময়িক।

এই সংসার রসের কুটি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি॥
যার যেমন মন তার তেম্‌নি মন করবে পরিপাটী।
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি॥

(১) দেয়া = মেঘ।

ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন
শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পীড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥
জনক রাজা ঋষি ছিল কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে
খেতে পেত দুধের বাটী॥
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া
ভাব্‌ছ মায়ার বেড়ি কাটি॥
তবে অভেদ জেন শ্যামের পদ
শ্যামা মায়ের চরণ দুটি॥

নিধু বাবুর গান।

নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্তের বিবরণ মৎকৃত History of the Bengali Language and Literature পুস্তকের ৭৫২—৭৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)

এমন পীরিতি প্রাণ জানিলে কি করে।
সুখ-আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে॥
সতত চাতুরী করি জ্বালাবে আমারে।
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপি হে তোমারে॥
বিরহ-জ্বালায় মন করি ত্যজিবারে। (১)
ছাড়িলে না ছাড়া যায় কি হল আমারে॥

(২)

কাজল নয়নে আর দিও না কখন:
শরে কেবা নাহি মরে বিষযোগ তাহে কেন॥
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু আছে তাহে শুন॥
সুধা হলাহল সুরা নয়নের তিন গুণ॥

(১) বিরহ-জ্বালায় প্রেম ত্যাগ করিবার মনন করি।

(৩)

যে গুণে ভুলালে অবলা সরলে
সে কি গুণ গুণমণি।
আমার কি আছে গুণ বুঝিব তোমার গুণ
নিজ গুণে বল শুনি॥
শয়নে স্বপনে আর অদর্শনে নিরন্তর
মননে দেখি তোমায় ভুলি আমি আপনারে
চাক্ষুষে সুখে তেমনি॥

(৪)

চল যাই লো সখি যেখানে মন-হরণ।
চিত না ধৈরয ধরে নয়ন রোদন করে
কাতর অতি পরাণ॥
লোকের গঞ্জনা-ভয় করিলে কি প্রাণ রয়
বুঝনা এখন।
অতএব ত্বরান্বিত হইতে হয় উচিত
বিলম্বের নাহি গুণ॥

(৫)

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি।
বিরহ-অনলে আমি সদা জ্বলেছি॥
জনরব-বিষধর (১) খাইয়াছে নিরন্তর।
মিলন-অমিয় পানে এবে বেঁচে আছি॥

(৬)

গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি।
তোমার যতেক গুণ কহিতে আমি নির্গুণ
জানে কি বিধি।
কি কব তোমার গুণ যে গুণে মোহিত মন
মোর নিরবধি।
তব গুণে যত সুখ কুলের কপালে ধিক্
করেছে বিধি॥

---

(১) বিষধর তুল্য লোক-অপবাদ।

(৭)

কহিতে তাহার কথা উপজে সুখ অপার।
তখন অন্য ভাবনা থাকে না আমার॥
কহিবারে তার গুণ, একমন হয় মন,
রসনা অবশ নহে কহি যত বার॥
কিছু তারে বলো না, ব'লে কি হবে বল,
বিরহ অনলে মোরে জ্বলিতে হইল॥
সে যদি বুঝেছে ইহা ভাল সে হতো ভাল।
হইবে অনেক সুখ এই বোধ ছিল।
তা না হয়ে দুঃখ-মুখ (১) দেখ দেখিতে হ'ল॥

*

(৮)

নিশি পোহাইয়ে প্রাণ প্রভাতে আইলে।

* * * * *

যে রূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ কি হবে কহিলে॥
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি মনে না করিলে॥

(৯)

আমি হে তোমার প্রাণ অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে পাও কত মণি॥
যদি থাকহ অন্তর তোহার বিরহ-শর
বলে মোর কাণে কাণে সুখে থাক ধনি॥ (২)
তোমার প্রিয় বচন শুনিলে সুখী শ্রবণ
তব আদরে শরীর হরষিত জানি॥

---

(১) দুঃখ-মুখ = দুঃখযুক্ত মুখ = বিষণ্ণ বদন।

(২) তোমার বিরহ-শর আমার কাণে কাণে বলিয়া যায়—হে ধনি, তুমি সুখে থাক; অর্থাৎ তোমার বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যেও তোমার চিন্তায় আমার সুখ হয়।

(১০)

কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না।
হেরি মোর দুঃখানল লাজ ভয় পলাইল
কলঙ্ক বারণ করে না॥ (১)
লোকের কথায় আর কেমনে হইব স্থির
ঘুচিবে অন্তর-যাতনা॥
বিনা তার দরশন অশেষ মত যতন (২)
উপায় করিতে পারে না॥

(১১)

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন-জলেতে।
তেমতি নয়ন-বারি বরিষণ হইবে প্রাণ
তোমারে ভাসাতে॥
কত সুখ আশা করি তোমার হাতেতে ধরি
প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে।
মোর বশ মন নহেত এখন কাতর নয়ন
কান্দিতে কান্দিতে॥

(১২)

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা-বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে॥
ষট্‌পদ মধুকর নিরন্তর অন্যান্তর (৩)
দ্বিপদ কি ষট্‌পদ-স্বভাব পাইলে॥ (৪)
নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ লোকেতে দেখিলে॥
শশীর কিরণ দেখি চকোর কুমুদ সুখী
অরুণ উদয়-ভাব ইথে কি ভাবিলে॥ (৫)

---

(১) কলঙ্ক-ঘোষণাও আমাকে এই প্রেম হইতে নিবারিত করিতে পারে না।

(২) তাহার দর্শন ব্যতীত ও অশেষ যত্ন।

(৩) সর্ব্বদাই অপর নারিকাতে অনুরক্ত।

(৪) তুমি দ্বিপদ (মনুষ্য) হইয়া কি ভ্রমরের স্বভাব পাইলে?

(৫) তুমি কি মনে করিয়াছ যে এখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে?

(১৩)

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে।
দেখ দেখি কত সাধ দেখিতে তাহারে॥
চক্রবাক্ চক্রবাকী দিবসে একত্র দেখি
তাহারা অধিক সুখী বুঝিলো বিচারে॥

(১৪)

বিধুমুখে মৃদু হাসি ভালবাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রমাদ হয় কাতর নয়ন॥
অধীনী জনেরে কেন কর এত অভিমান
তুষিতে উচিত তারে এই ত বিধান॥

(১৫)

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

(১৬)

সাধিলে করিব মান কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥
মান করি কহে আঁখি, আর না হইবে সুখী,
দরশনে হয় পুনঃ অধীন তাহারি॥

(১৭)

না হতে পতন তরু দহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে॥
চিতে চিতা সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে॥

(১৮)

তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্ক-চ্ছলে॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

(১৯)

হেরিতে হেরিতে পথ কাতর আঁখি। (সই)
একবার এই হয় চারিদিকে দেখি॥
কবে হবে সে সুদিন, মন পূরে পাব মন, (১)
আশা নিষেধ না মানে ইহাতে অসুখী। (২)

(২০)

কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব॥
যত ক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব॥

(২১)

পূজিব পীরিতি প্রেম-প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান (৩)॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥

(২২)

আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে।
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে॥
সবে বলে নহে ভাল সেই সে আমার ভাল
সে মুখ হেরিলে দুঃখ যায় দূরে॥

(২৩)

এত ভালবাসা রে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে।
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে॥
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল অবলা বধিবার তরে॥

---

(১) মন ভরিয়া মন পাইব,—অর্থাৎ আমার মন তোমার সমগ্র মনের ভালবাসা পাইবে।

(২) আশার শেষ নাই, তাহা অপরিমিত, এইজন্তই আমি অসুখী।

(৩) অপমান=লোক-অপবাদ।

(২৪)

আমার কি হলো সই ওলো ধর ধর।
বিরহ-বাতাসে সঘনে হুতাশে
অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
পীরিতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি দুঃখ,
সুখ আশ করি এখন যে মরি
তনু হলো জরজর ॥

(২৫)

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ॥
আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম-তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে ॥
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিনে ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে ॥

(২৬)

সে কি আমার অযতনের ধন।
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন ॥
তবে যে অপ্রিয় বলি যখন জ্বালাতে জ্বলি
নতুবা তার সকলি প্রেমেরি কারণ ॥ (১)

(২৭)

সে কেন রে করে অপ্রণয় ও তার উচিত নয়।
জানি আমি তার সনে কভু ত বিচ্ছেদ নয় ॥
কখন কি বলেছি মানে, আজ কি তা আছে মনে,
তা বলে কি মানে মানে অভিমানে রইতে হয় ॥
সখি গো আমার হয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে,
পীরিতি করিতে গেলে সুখ দুঃখ সব সয় ॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত হৃদয়-মাঝে উদয় হয় ॥

---

(১) তাহার সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ই আমার প্রেমোদ্রেকের হেতু।

(২৮)

কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার।
যাহার বদন বিরস কখন দেখি যদি প্রাণ হয় লো বিদার॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান যত দুঃখ প্রাণ
তুমিও ত জান বুঝাব কি আর॥

(২৯)

এমন কল্যাণকর বিধি প্রাণনিধি না হ'ও নিদয়।
দিবানিশি এই অভিলাষ থাকে সে সদয়॥
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে,
অতএব শুন নয়নের অন্তর না হয়॥

(৩০)

তবে প্রেমে কি সুখ হত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক-হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেম-সাগরের জল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত॥

(৩১)

মনে করে বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের নাহি কোন গুণ।
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন রসনা কহিতে চায় শুনিতে শ্রবণ॥ (১)
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়,
না যায় কহনে যদি কোন কথা (২) কয়,
উত্তর না করি তায় উপজয়ে মান,
নয়ন-অন্তরে হয় করিতে রোদন॥ (৩)

---

(১) নয়ন পুলকিত হয়, রসনা (তাহার কথা) কহিতে চায়, ও শ্রবণ (তাহার কথা) শুনিতে চায়। (২) কোন কথা=কোন প্রকার কটু কথা। (৩) যখন সে চক্ষুর বাহিরে যায়, তখন আর মান থাকে না,—কাঁদিতে বসি।

(৩২)

যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে॥
দৈব-যোগে একদিন হয়েছিল দরশন
না হতে প্রেম-মিলন লোকে কলঙ্ক রটালে॥ (১)

(৩৩)

তাহার কি দুঃখ সখি যে দুঃখ আমার।
যখন যেখানে থাকে বোধ হয় সেই তার॥
আমি লো তাহার তরে যেরূপ কাতর।
সে যদি তেমন হতো কত সুখ মনে কর॥

(৩৪)

তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানিনে কি গুণ॥

---

(১) যার মন … … … রটালে=আমি তার মন পাই নাই, তথাপি লোকে রটনা করিয়া দিয়াছে যে, আমি তাহার মন লইয়া গিয়াছি (প্রকৃত পক্ষে তাহার মন তাহারই আছে,—আমি তাহা লই নাই)। তাহার সঙ্গে দেখা হইলে একবার জিজ্ঞাসা করিব, সে-ই আমার মন নিয়াছে, না আমাকে তাহার মন দিয়াছে (অর্থাৎ, আমিই তাহাকে আমার মন দিয়াছি;—সে দিয়াছে বলিয়া আমি জানি না)। দৈবে একদিন দেখামাত্র হইয়াছিল,—মিলন না হইতেই লোকে কলঙ্ক রটাইয়াছে।

কবির গান।

রঘু মুচির গান।

রঘুনাথ দাস জাতিতে মুচি ছিল। তাহার নিবাস গঙ্গার পশ্চিম পারস্থিত, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সাল্‌কে গ্রাম। রঘু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিল।

মহড়া।

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এতদিন আসি যমুনা-জলে
আমি এমন মোহন মূরতি কখন
দেখিনি এসে হেথায়॥

চিতেন।

অঙ্গ অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
গুঞ্জ-বকুলের মালে বাঁধিয়াছে চূড়া
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥

অন্তরা।

সই সজল নব জলদ-বরণ ধরি নটবর-বেশ।
চরণ-উপরে থুয়েছে চরণ এই কি রসিক-শেষ (১)

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ-
নখরের ছটায় আমার হেন লয় মন।
জীবন যৌবন সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥

অন্তরা।

হায় অনুপম রূপমাধুরী সখি
হেরিলাম কি ক্ষণে।
প্রাণ নিলে হরে ঈষৎ হেসে বঙ্কিম নয়নে॥

---

(১) রসিক-শেষ = রসিক-শ্রেষ্ঠ।

চিতেন।

মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুল শীল গেল গেল
মন মজিল হেরে উহায়॥

অন্তরা।

সই অলকা-আবৃত বদন তাহে মৃগমদ-তিলক।
মনোহর সাজ নাসাগ্রেতে গজ-মুকুতার ঝলক॥

পরচিতেন।

বিম্ব-অধরে অর্পে বেণু সে রবে ধেনু চরায়।
কিবে সুন্দর সুঠাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম
রূপে ভুবন ভুলায়॥

অন্তরা।

সই বেষ্টিত ব্রজবালক-সবে
কি শোভা আ মরি হায়।
গগনেতে তারাগণ-মাঝে
চাঁদ যেন শোভা পায়॥

পরচিতেন।

সই কেন বা আপন খেয়ে আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আখি নাহি পারি সখি
রঘু কহে এ কি দায়॥

রাসু নৃসিংহের গান।

রাসু নৃসিংহ চন্দন নগরের নিকটবর্ত্তী গোন্দলপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসু, গোঁজলা গুঁই ও কেষ্টা মুচি ইঁহারা সকলেই রঘুদাসের সামসময়িক।

(১)

সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়॥
সুহৃদ্-ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন, কলঙ্ক-ভাজন হতে হয়॥
এমন পীরিত করি যাতে তরি দুদিক,
ঐহিক আর পারত্রিক,

শ্রীনন্দ-নন্দন দুঃখ-ভঞ্জন সদা রাখি মন তারি পায়॥
অমিয় তেজে গরলে মজে উপজে কি সুখ,
কলঙ্ক-ঘোষণা জগতে মরণ হ'তে অধিক,
হৃদয়-মন্দির-মাঝে রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে,
বিকায়ে সে পদে বাঁধিব হৃদে
কলঙ্ক-বিচ্ছেদে নাহি ভয়॥
মনরে করে চাতক পাখী রাখিব বিশেষে,
জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-যুত সে পাদ-পদ্ম হ'তে,
জাহ্নবী হলেন যাহাতে,
সেই কৃপা-জলে মন ডুবালে
কালেরে করিব পরাজয়॥
কমলজ-জন (১)-সেবিত ধন অরুণ-চরণ,
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণ,
হৃদে আছে শতদল সে কমল ফুটিবে,
প্রেম-পীযূষ ঘটিবে,
মন মধুব্রত হয়ে যেন রত সেই নামামৃত-সুধা খায়॥
অমিয় আর গরল দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে,
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা দেখিয়ে ভখিতে (২),
তেজিয়ে এ সুধারস কেন বিষ ভখিব,
কলুষ-কূপে ডুবিব,
থাকিতে নয়ন অন্ধ যেই জন
পেয়ে প্রেমধন সে হারায়॥

(২)

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্যজ্ঞান,
হেন প্রেমধন উপজে কোথা॥

(১) বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব।
(২) দেখিয়া ভখিতে=পরীক্ষা পূর্ব্বক আহার করিতে।

Plate XIII.
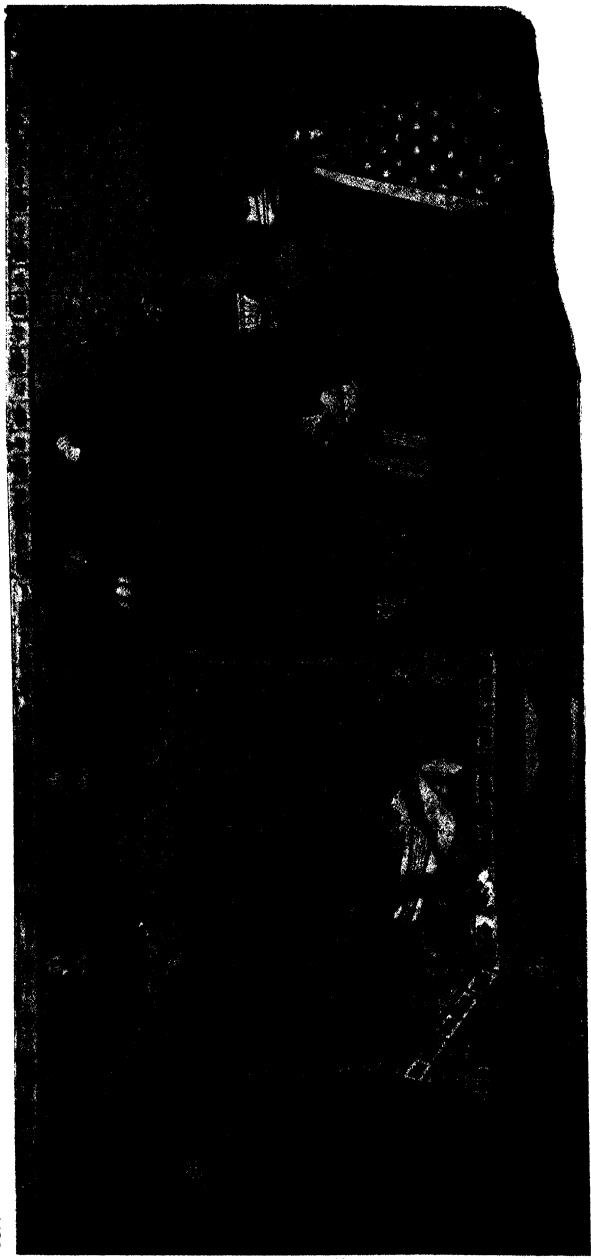
মথুরায় রাজা।

[বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়]

আমি এসেছি বিবাগে, (১) মনের বিরাগে,
পীরিতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা ॥
আমি রসিকের স্থান, পেয়েছি সন্ধান,
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা ॥
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥
হায় কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম-কারণে, ভগীরথ-জনে,
ভাগীরথী আনে ভারত-ভূমে ॥
কোন্ প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী করে অনাথা ॥
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণ-পদ পেলে মাধবী লতা ॥

গোঁজলা গুঁই।

এস এস চাঁদবদনি।
এ রসে নীরস করো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি ॥

কেষ্টা মুচি।

হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে ॥
হইয়ে ভূপতি কুবুজা যুবতী পাইয়ে শ্রীপতি
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে ॥

---

(১) বিবাগ='বিবেক' শব্দের অপভ্রংশ।

চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এত দিনের পর।
অন্তর জুড়াও গো কিশোরি
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর ॥
যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর।
সেই চিকণ কাল হৃদে উদয় হল
এখন সুশীতল কর গো অন্তর ॥
যদি অন্তরে অকস্মাৎ উদয় হল রাধানাথ
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
বুঝি নিব্‌লো রাধে তোমার অন্তরের কৃষ্ণ-বিরহ-অনল ॥

হরু ঠাকুরের গান।

জন্ম ১৭৩৮ ও মৃত্যু ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে।

ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৭০৪-৭০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহড়া।

ওগো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে
ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ-ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে ॥
যে চরণ ভ'জে ব্রজেতে আমায়
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে ॥

চিতেন।

ভুবনমোহন না দেখি এমন ঐ বই (১)।
রূপ কি অপরূপ রস-কূপ আমরি সই ॥
কুলে শীলে কালি দিয়াছি আমি
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে ॥

---

(১) উহাকে বিনা।

মহড়া।

জলে জলে কি গো সখি। (১)
অপরূপ রূপ দেখি দেখ সই নিরখি ॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব-ভঙ্গী প্রায়
মায়া করে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি ॥

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন যমুনার জল।
দেখ সখি কূলে থাকি কে করে কি ছল ॥
তীরের ছায়া নীরে লেগে হলো বা এমন।
চকিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটী আঁখি ॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে। (ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি-মাঝেতে ॥

চিতেন।

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়।
নীর-মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী-প্রায় ॥
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বইত নই। (ওগো প্রাণ-সই)
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই ॥

চিতেন।

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে ॥
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদ-বান্ধব।
হৃদয়-কমল কেন তা দেখে হবে সুখী ॥

---

(১) কদম্ব-বৃক্ষে কৃষ্ণ, রাধা তাঁহার ছায়া যমুনার জলে দেখিতেছেন।

মহড়া।

কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিতে সে বিধু-বয়ান সখি
এ যে পাপ-প্রাণ ধৈরয না মানে।
প্রবোধি কেমনে তা বল না॥

চিতেন।

সই হেরি ধারা-পথ থাকয়ে যেমত তৃষিত চাতক-জনা।
আমি সেই মত হয়ে আছি পথ চেয়ে
মানসে করি সেরূপ ভাবনা॥

অন্তরা।

হায় কি হবে সজনি, যায় যে রজনী,
কেন চক্রপাণি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে,
রহিলো না জানি কি কারণো॥

পরচিতেন।

বিগলিত পত্রে চমকিত চিত্ত
হোতেছে,—স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি পাই যাতনা॥

অন্তরা।

সই রবি-কিরণের প্রায় হিমকর
এ তনু আমার দহিছে।
শিখি-পিক-রব অঙ্গে মোর সব
বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

পরচিতেন।

সই করিয়ে সঙ্কেত হরি কেন এত
করিলেকো প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরল ভখি সেও ভাল
কি ফল বিফলে কাল যাপনা॥

অন্তরা।

সই দেখ নিজ-করে, প্রাণপণ ক'রে,
গাঁথিলাম এ কুসুম-হার।
এ কি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার॥

পরচিতেন।

সই খেদে ফাটে হিয়ে, কার মুখ চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম-অন্বেষণে, পাঠালেম মনে,
তার সঙ্গে কেন প্রাণ গেল না।

মহড়া।

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও।
হেরি চিকণ কালবরণ
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও॥
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও।
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটী বাজাও॥

চিতেন।

নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন॥
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীর গুণ কত বিশেষে শুনাও॥

অন্তরা।

শ্যাম শুন শুন যাও কেন রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ॥

চিতেন।

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি কুলবতীর মন।
কুল সহিতে হে করিলে হরণ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি আমার মাথা খাও॥

অন্তরা।

আগে যদি প্রাণ-সখি জানতেম্।
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুন্‌তেম্॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতেম্॥

চিতেন।

যখন মদনমোহন আসি।
রাধা রাধা বলে বাজাত বাঁশী॥
যদি মন তায় না দিতেম্।
সই আমিও চাতুরী করিয়া সে হরি
আপন-বশেতে রাখ্‌তেম্॥

অন্তরা।

হইয়ে মানিনী যতেক গোপিনী
বিরহ-জ্বালাতে জ্বলিতেম্।
সই শরজাল-সম সে বঙ্ক-নয়ন
জানিলে কি তায় এ কোমল প্রাণ
সমর্পণ করিতেম্॥

চিতেন।

আগে গুরুজন বুঝালে যখন
তা যদি গ্রহণ করিতেম্।
রিপুগণ বশে রহিত অনাসে
মনের হরিষে থাকিতেম্॥

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি মনে ছিল হরি
ব্রজ-কুল-নারী বধিলে।
বল না কি বাদ সাধিলে॥
নবীন পীরিত না হইতে নাথ
অঙ্কুরে আঘাত করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে আনিল রথ গোকুলে।
অক্রূর-সহিতে তুমি কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব শুনহে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী॥

চিতেন।

শ্যাম নিশিভাগ নিশি যথা বাজে বাঁশী
তথা আসি গোপী-সকলে।
কিসে হলেম দোষী তা তোমায় জিজ্ঞাসি
কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে॥

মহড়া।

যদি চলিলে মুরারি তেজে ব্রজপুরী
ব্রজ-নারী কোথা রেখে যাও।
জীবন-উপায় বলে দাও॥
হে মধুসূদন করি নিবেদন
বদন তুলিয়ে কথা কও॥

চিতেন।

শ্যাম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও॥

মহড়া।

আমারে সখি ধর ধর।
ব্যথায় ব্যথিত কে আছে আমার॥
পথশ্রান্তে নহি গো কাতর।
হৃদে নবঘন-দলিতাঞ্জন-বরণ উদয়ে অবশ শরীর॥

চিতেন।

অঙ্গ থর থর কাঁপিছে আমার
আর না চলে চরণ।
সেই শ্যাম-প্রেম-ভরে পুলক অন্তরে
সম্বরা যে ভার অম্বর ॥ (১)

অন্তরা।

হায় সে যে কটাক্ষের অপাঙ্গ ভঙ্গিম
বয়ান করে তা কি কব।
লেগেছে যাহারে প্রবেশি অন্তরে
সেই সে বুঝেছে ভাব ॥

চিতেন।

কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন-আশ।
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগীর গান।

নিতাই বৈরাগী—১৭৫১-১৮২১ খৃঃ।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরষিল শ্রবণে ॥
বৃক্ষ-ডালে বসি পক্ষী অগণিত
জড়বৎ কোন্ কারণে ॥
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ
তরু হেলে বিনে পবনে ॥
একি একি সখি, এ কি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে ॥

---

(১) অঙ্গের বসন সম্বরণ করা ভার হইল।

তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীন-চেতনে ॥
হায় কিসের লাগিয়ে, বিদরে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে ॥
অকস্মাৎ একি প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে ॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী বেজেছিল কাননে ॥
কুল-লাজ-ভয় হরিলে তাহাতে, মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে ॥

রাম বসুর গান।

রামবসু গঙ্গার পশ্চিম পারে, সাল্‌কে গ্রামে ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কেন আজ কেন্দে গেল বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায় বঁধু ফিরে যায়
সাধের কালা-চাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী ॥
রাধা-কুঞ্জে দ্বারী হয়েছিল গোপীকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই সুধাই গো তোমায় ॥
মণিহারা ফণী প্রায় মাধব তোমার।
প্রিয়া দাসী বলে বদন তুলে চাইলে না একবার ॥
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম গলে পীতবাস
দেখে মুখ ফাটে বুক আ মরি মরি ॥

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু কাল থাক থাক বোলে-ধরে রাখবো না ॥
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না—
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল—
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমিত ভাবি নে পর,
তুমি চক্ষু মুঁদে আমায় দুঃখ দিও না ॥ (১)

---

(১) নায়ক লজ্জায় চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন।

দৈব-যোগে যদি প্রাণনাথ হলো এ পথে আগমন,
কও কথা একবার কও কথা তোল ও বিধুবদন,—
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি,—
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলাম না ॥

এমন ভাব-রাখা (১) ভাব কোথা শিখিলে।
সে ভাব কোথা হে যে ভাবে ভুলালে ॥
ভাব দেখি নব ভাবে কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাব করে ভাবান্তর
এখন তার অভাবে ভাবালে ॥
স্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার,
এ কি ভাবের দেখা সখা আবার,
অনুরোধে প্রবোধিতে মন
ভাল ভাবের উদয় দেখালে ॥
মরি মরি তোমার ভাবে ঝুরি তুমি জান কত ছল,
মুখে বঁধু যেন মধু হৃদে হলাহল,—
অঙ্গ-সঙ্গ রঙ্গরস নাই এখন সে পাপ,
মন ভেঙ্গেছে আছে লোক-দেখা আলাপ,—
দেখে আখি হইত সুখী তাও কি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে ॥

যাক রে প্রাণ—
বিচ্ছেদে প্রাণ আ মরি গেল গেল।
যত সুহৃৎ-ভাঙ্গা লোকের কুরীত-মন্ত্রণায়
সাধের পীরিত ভেঙ্গে তুমি আছত ভাল ॥
দেখা শুনা পুনঃ হবে হে তার আশা ঘুচিল ॥
ক'রে হাস্যেরে হাস্য-কৌতুক
পথে দেখা হলে যাব চলে অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ,—
ধ'রে ভালবাসা-ভাব, হলো ভাল লাভ,
সুখের আশা করে প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল ॥

---

(১) ভাব-রাখা=বাহিরে ভদ্রতা রাখা।

পীরিতেরো সাধ ঘুচালে দুঃখে জ্বালালে জীবন,
না জানি কারণ কও কেন ভাঙ্গিল তোমার মন ॥
যা হোক ভালবাসিলে খেয়ে আমার মাথা,
পরের কথায় পীরিতি ভেঙ্গে পালালে ॥
করে আমার উপর রাগ, রাখ্‌লে যার সোহাগ,
এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল ॥
তোমার পীরিতি কি রীতি হলো হে
যেমন হংসী মূষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়ে পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পালায় ॥
বিধিমতে আমায় মজালে দুঃখে জ্বালালে হৃদয়।
বুঝে দেখো মনে দর্পণে মুখ দেখা বই নয় ॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টান।
বল—'ভালবাসি'—সেটা কেবল দেঁতোর হাসি (১)
হাস প্রাণ ॥
প্রেমে ধরে তোমার ধ্যান, পেলেম ভাল জ্ঞান,
এখন ঘরে পরে সকল শক্র হাসিল ॥
এ ভাবের ভাব রবে কত দিন।
প্রাণ-যতনে মন যোগাও না, পরিত্যাগও কর না,
আমি যেন হয়ে আছি জালে গাঁথা মীন ॥
যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে প্রাণ সে ভাব দেখিনে।
তোমার অভাব দেখে স্বভাব-দোষে আমি ভুলতে পারি নে,
দেখা হলে সখা বলে আদরে ডাকি।
তুমি বল—'ভালত জ্বালা এ পাপ আবার কি!'
আপন বোলে সাধতে গেলে তুমি ভাব ভিন্ ॥

যৌবন জনমের মত যায়।
সেত আশা-পথ নাহি চায় ॥
কি দিয়ে গো প্রাণ-সখি রাখিব উহায় ॥
জীবন যৌবন গেলে আর নাহি ফিরে পুনর্ব্বার,
বাঁচি তো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ॥

(১) শুধু দন্ত-বিশিষ্ট, অন্তঃকরণ-হীন ব্যক্তির হাসি।

গেল গেল এ বসন্ত-কাল, আসিবে তৎকাল,
কালে হল কাল আমার এ যৌবন-কাল,
কালপূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না,
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়॥
হায় ষোলকলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার,
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার,
কৃষ্ণপক্ষ-প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষে হয় পুনঃ পূর্ণোদয়॥

বসন্ত-ঋতু আসি সসৈন্য ব্রজেতে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুলা হয়ে বৃন্দে কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে,
কৃষ্ণ-বিরহিণী হয়ে কমলিনী ধূলাতে পড়ে রয়েছে,
বাঁকা ত্রিভঙ্গ-বিহনে, শ্রীঅঙ্গ-শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে,
সহে না কুহু-স্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস্ না শ্রীকৃষ্ণ বলে।
শুন বলি হে নিরদয়।
এত রাধার সুখের সময় নয়॥
প্রাণে মর্‌বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে,
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়ন-জলে,
হয়ে কৃষ্ণ-শোকে শোকাকুল,
গোপ-গোপী-কুল পশু-পক্ষি-কুল,
বিরহে সকলে ব্যাকুল,
ত্যজে বকুল-মুকুল অধৈর্য্য অলিকুল।
হে কোকিল এমন সময় কেন এলি গোকুলে,—
এমন দুঃখের সময় কেন তুই এলি কুঞ্জে—
ব্রজনাথ-অভাবে ব্রজে রাই কাতরা
অলি কি সুখে তবে বেড়াও ভুঞ্জে।
অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই চক্ষে জল-ধারা বয়।
এমন সময় স্বপক্ষ হও পক্ষী হে
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়॥

এই ভিক্ষা করি পিকবর, করিস্‌নে ধ্বনি আর,
প্রাণ রাখ শ্রীরাধার, দুঃখিনীর কথা রক্ষা কর,
কোকিল দেখিলে ত স্বচক্ষে
মরণের অপিক্ষে (১) আর নাই
হয়ে রয়েছি জীবন্মৃত গোপী-সকলে ॥

যজ্ঞেশ্বরী (স্ত্রী-কবি)।

কর্ম্ম-ক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান।
হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ ॥
আমার বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে,
আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে,
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও।
তোমার মন হ'ল বার রাগে,
গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈব-যোগে,
কথা কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ-মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও ॥

অনেক দিনের পরে সখা তোমারে
দেখতে পেলাম চোখেতে।
ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভালত আছেন প্রাণেতে ॥
ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে ॥

(১) প্রতীক্ষা।

বলো বলো প্রাণ-নাথেরে—
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌বো তার,
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।
আমার হলো উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে॥
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজ-কর।
দেখি পাপ-দেশের পাপ-বিচার,
দোহাই আর দিব কার,
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহু-স্বরেতে॥

আন্‌টুনি সাহেবের গান।

আন্‌টুনি সাহেব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ History of the Bengal Language and Literature পুস্তকের ১০৬-১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥
অপাঙ্গে করুণা কর ওগো মাতঃ মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না মা জেতে আমি ফিরিঙ্গী॥
জয়া যোগেন্দ্র-জায়া,
মহামায়া, মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে
যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥
মা তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপদকালে,

ডাকি দুর্গা কোথায় মা দুর্গা কোথায় মা।
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কর্‌লে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা॥

অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে, আপনিও কুমাতা হ'লে,
—আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কুলে, ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ।
দয়াময়ি! আজ আমায় দয়া কর্‌বে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ॥
জানি, তোমার চরণ সাধন করি,
ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী,
দেখ সকল ফেলে ক্ষীরোদ-জলে
ভাসলেন শ্রীহরি;
আবার শূন্য করে সোণার কাশী,
ও গো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে করে শ্মশানবাসী
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
নাম কেবল করুণাময়ী করুণা-শূন্য হয়েছ॥
মা তুমি দক্ষ-রাজ-কুমারী, দক্ষ-যজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব-বিহনে শিব-অপমানে, মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞ ভেঙ্গে দিলি,
দক্ষ-রাজায় নিদয় হলি, আপনি মলি,
তারেও মেলি, পিতার দুঃখ ভাব্‌লি নে।
তখন যার অপমান শুনে কাণে,
প্রাণ তেজেছ বিষাদ মনে—দক্ষ-ভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে,
তার বুকেতে পা দিয়েছ।
তুমি তার, তার, তার,—না তার, না তার,
আপনার গুণে তর্‌বো।
দুর্গানাম-তরী, মস্তকেতে করি, যতন করিয়ে রাখ্‌বো;
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে,
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক্‌বো॥

মা অসাধ্য তোমার সাধন, ক'রলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারাত মায়ের ধারা নয়॥
মা রাবণ-রাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে।
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ ভাবলি নে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতি, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখলি নে॥
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয়কালীর ডঙ্কা—অতি তেজ-ডঙ্কা,
আবার ছল ক'রে তার সোণার লঙ্কা দগ্ধ ক'রে এসেছ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়ের গান।

পুরবাসী বলে—উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ।
শুনে পাগলিনী প্রায় অমনি রাণী ধায়
বলে কৈ মা উমা কৈ॥
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা একবার আয় মা
একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেন্দে রাণীরে বলে॥
কৈ মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়েছিলে,
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে এলাম আপনা হতে, গেলে নাকো নিতে,
রব না গো যাব দুদিন গেলে॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা মায়া কি পাসরি,
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,

তোর কি মা নাই তোর কি মা নাই
অমনি সরমে মরে যাই।
তাদের বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে॥
আমার মনের ব্যথা আছে মনে গাঁথা
মা কি বলিবে অন্যে পিতৃদত্তা কন্যে
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, সকলি জান তুমি,
এ কি কবার কথা—
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো তাওত শুনেছ সব,
শিব সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায়
সদাই কল কল রব।
তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না আমার সয় না
আমার হয় না সক্ষতা (১)।
আমি ভাবি কোথা যাব কোথায় গে জুড়াব
কাঁদি বসে বিল্ব-বৃক্ষ-মূলে॥
হিমালয় আর কৈলাস-শিখর
নহে দূর যাতায়াতে,
মনে হলে মা দিনে শতবার
তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে,
বাৎসল্য-ভাবেতে তাচ্ছল্য কিসে শুনি কহ মা।
আমি হতেম তোমার মা জানাইতাম মা
মায়ের কত স্নেহ মা।
তোমার কঠিন হৃদয় পিতাও নিদয়
হোক মা ও হোক মা।
একবার তত্ত্বত নিতে হয়
আমি এ সুখ-শরদে মরি মনের খেদে
কথায় কথায় কোন্ বা বলে পাঠালে॥

কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে ছিলাম শ্যাম সহিতে ললিতে গো
প্রভাতে সেই শ্যাম কোথায় গেল॥

---

(১) সক্ষতা = সহিষ্ণুতা।

দিবসে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ মনে ভাবিয়ে
নিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিদ্রিত হয়ে,
আমি দেখিলাম ওগো সখি
মৃদু সহাস্য-বদন রমণী-রঞ্জন কাল-বরণ বাঁকা-আঁখি,
যুগল করে কর ধরি বলে—প্যারি
কেমন আছ বল বল॥

কি ছলে শ্যাম ছলিতে এল—
বলে—উঠ গো রাই চন্দ্রমুখি
তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে শ্যামাঙ্গ দিয়ে
একাঙ্গ হয়ে থাকি।
করে আমার নিদ্রাভঙ্গ দিয়ে ভঙ্গ
ত্রিভঙ্গ অদেখা হলো॥
কুসুম-শয্যা করে শ্রীমন্দিরে
আমি করেছি শয়ন,
ইতিমধ্যে শ্যাম-সুন্দর যেন দিল দরশন।
মস্তকে মোহন চূড়া রয়েছে হেলে।
বনমালা গুঞ্জমালা দুলিছে গলে॥
বঁধুর অধরে মধুর হাসি,
করে মুরলী লয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে
দাঁড়াল সম্মুখে আসি।
মনে হলো হেন কুঞ্জে যেন
কোটি চন্দ্র প্রকাশিল॥
সখি ব্রজপুরী পরিহরি
গেছে যেই সে মাধব
শুনি নাই আর সেই হতে বঁধুর
শ্রীমুখের রব।
আজ এ কি দেখি সখি অঘট ঘটন।
স্বপনে শ্যাম কহে—প্যারি আছ হে কেমন।
আমার ধরে সই যুগল-পদে।
বলে—হয়েছি দোষী বিনয়ে তুষি
অপরাধ ক্ষম শ্রীরাধে॥

ক্ষণে ভাসে নয়ন-জলে ক্ষণে বলে শ্রীমতি ত আছ ভাল ॥
এ যে স্বপ্ন-কথা প্রাণের ব্যথা ভয়ে করি নে প্রকাশ,
কি জানি কি হয় ভাগ্যে সদা ঐ মনে ত্রাস।
বলিতে ললিতে আমার শিহরে হৃদয়,
কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণ জানেন আমার বলা নয়।
আমি গো সই রাজ-নন্দিনী,
কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়ে কৃষ্ণ ভজিয়ে ছিলেম কৃষ্ণ-আদরিণী।
সে সুখে বঞ্চিল বিধি কৃষ্ণ-নিধি পেয়ে পুনঃ হারাইল ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের গান

আজ কৃষ্ণ চল হে নিকুঞ্জ-বন,
প্রাণাহুতি-যজ্ঞ করিবেন রাই লহ তারি নিমন্ত্রণ।
আছেন চন্দ্রমুখী রাই চাহিয়ে ও চন্দ্র-বদন ॥
তুমি যে ছলে শ্যাম রায় এলে মথুরায়
হয়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত,
কর্‌লে সে যজ্ঞ সমাধান হল তা জগতে বিদিত।
আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম,
শীঘ্র আসি তাও পূর্ণ কর শ্যাম।
আমরা অবলা গোপবালা
অনেক দুঃখে করেছি সব যজ্ঞের আয়োজন ॥
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময়
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়।
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ
তোমার ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ ॥

দাশরথি রায়ের পাঁচালী।

দাশরথি রায়ের বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬৩০-৬৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নলিনী-ভ্রমর-কথা।

দ্বন্দ্ব করি মধুকর করে তীর্থ-যাত্রা।
কুমুদী আমোদ করি নলিনীকে কয় বার্ত্তা॥
বলে প্রেম করি তোর সুখের দশা দেখ্‌তে পাইনে এ জন্ম।
নিত্যি অপকীর্ত্তি তোদের বৃত্তি বাহিরে কর্ম্ম॥
আমরা ত প্রেম করে থাকি এমন নয় যে সতী।
এম্‌নি ধারা করেছি বশ তার তফাত নাই এক রতি॥
আমি মান করিলে আমার বঁধুর কাছে সে আঁধার দেখে সৃষ্টি।
আমি নয়ন ফিরালে তার নয়নে বহে বৃষ্টি॥
আমাকে সে ভালবাসে যেমন ছেলেয় ভালবাসে মিষ্টি।
আমাকে সে মান্য করে যেমন পোয়াতিরা মানে ষষ্ঠী॥
আমি হয়েছি পাকা সোণা সে হয়েছে কষ্টি।
সে হয়েছে জন্ম-অন্ধ আমি হয়েছি তার যষ্টি॥
আট প'র কাল আমার কাছে দিয়ে থাকে তুষ্টি।
সাধ্য কি যে আমা বই তার অন্য-পানে দৃষ্টি॥
তার আর আমার এক লগ্নেতে কোষ্ঠী।
আগে তার আমি তা বই তার ইষ্টি॥ (১)
যদি বল এমন প্রেম কিসে হলো।
প্রেমের বিচ্ছেদ আছে চিরকাল॥
সে বিচ্ছেদকে নষ্ট করিয়াছি॥
পশ্চিমে ভানু উদয় হয় যদি কোন কালে।
সাত সাগর শুকায় যদি, আমার বঁধুর সঙ্গে মন কি টলে॥

কমলিনী বলে সখি যে দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
অধম-সঙ্গেতে থাকিতে হৈলে অধর্ম্মের ফল ফলে॥
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চণ্ডী-পূজায় ভর্ত্তি।
রামছাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল্‌-চালের (২) পথ্যি॥

(১) তাহার সকলের পূর্ব্বে আমি, তাহা ছাড়া অন্য কুশলের কথা পরে।
(২) রামশালি চাউল = উৎকৃষ্ট তণ্ডুল-বিশেষ।

মুচীকে করে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর ব্রত।
ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে কুকুরকে দিয়েছি ঘৃত॥
গজ-মুক্ত গেঁথে দিলাম বানর-পশুর গলে।
বোবাকে বল্‌লাম হরি বল, সে কেমন করেই বা বলে।
জানি বেটা জন্ম-ভেড়া, দিলে কিছু শিক্ষা পড়া, লাগে যদি কাযে।
তাও কখন লাগে কাযে॥
দগুড়ের হাতে কি তবলা বাজে।
রামশিঙ্গে যে বাজায় তার হাতে কি বাঁশী সাজে॥

যেমন শুক শারী আর শালিকে, চাকরে আর মালিকে।
ডোঙ্গা আর শুলুকে (১), একখানি গাঁ আর মুলুকে॥
পাতালে আর গোলোকে, টমটমী আর ঢোলোকে।
সালিম আর লালুখে, শাঁথে আর শাঁমুকে॥
আফিঙ্গ আর তামুকে॥
মালজমি আর খামারে, কলু আর কামারে।
শেয়াকুল আর জামিরে, দরিদ্র আর আমীরে॥
বেঙ্গে আর কুমীরে, গণ্ডারে আর শূকরে।
চণ্ডালে আর ঠাকুরে, আগড়ে আর পুকুরে॥
সিংহ আর কুকুরে, কমল-লোচন আর দর্দ্দুরে।
বলবান্ আর আতুরে, বোকা আর চতুরে॥
দেওয়ান আর মেথরে, রাজ-বৈদ্য আর হাতুড়ে।
ধন্বন্তরি আর ভুতুড়ে, সক্ষম আর ভাতুড়ে॥
ময়ূর আর বাদুড়ে, ভ্রমর আর পাদুড়ে।
আমন আর ভাদুরে॥

কমলিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া মধুকরের তীর্থ-যাত্রা। শিমুল-ফুলের সহিত কথাবার্ত্তা।

হেথায় মনের বিরাগে অলি তীর্থ-বাসে যায় চলি
নানা ফুলের সঙ্গে দেখা বনে।
চলিল পদ্মিনীর স্বামী যেন শুকদেব গোস্বামী
ডাকিলে কথা কন না কারু সনে॥

---

(১) ডোঙ্গা = ক্ষুদ্র নৌকা। শুলুক = বৃহৎ বাণিজ্য-তরী।

একদিন এক স্থলে ভৃঙ্গে দেখি শিমুলে বলে
ওহে ভৃঙ্গ বিরহিণী আমি।
অলি কিছু বলি দুঃখে যদি আমায় কর রক্ষে
কুলের পক্ষে বল্লাল সেন তুমি॥
পিতা মাতা শত্রু হয়ে বিশিষ্ট বর দেখে বিয়ে
না দিয়ে ফেলেছে ঝীয়ে জলে।
কাকে বলিব হায় হায় কাগে ঠুক্‌রে মারে ঘায়
মনস্তাপে সদা অঙ্গ জ্বলে॥
বল্‌ব কারে শুন্‌বে কেটা অভিমানে গা শিউরে কাঁটা
কম্পজ্বরে একজ্বরী হলো।
স্বজন বিনা সুধাখণ্ড মূলে হয়েছে লণ্ড ভণ্ড
ভেবে ভেবে পেটে জন্মায় তুলো॥
ভুতের বেগার খেটে খেটে শেষ কালেতে মরি ফেটে
মুখ দেখান ভার হয়েছে লাজে।
ভেবে ভেবে ওহে ভৃঙ্গ অসার হয়েছে অঙ্গ
পড়িয়ে রয়েছি বনের মাঝে॥

আমায় যদি জেতে তুলে যেতে পারিস ভ্রমরা।
তবেই তোরে রসিক বলি নলিনীর মন-চোরা,
কারে দুঃখ বলব যাদু, পড়ে থাকি সুধু সুধু,
* * * * আতঙ্কেতে অঙ্গ জ্বরা॥

ভ্রমর বলে সাম্‌লে কহিস ও সব কথা সইনে।
শোন লো তুই শোন শোন, চুপ করে থাকি চারি সন,
তবু অরসিকের সঙ্গে কথা কইনে॥
অমন কথা সাধ্য কি যে আমায় বলে অন্যে।
যেমন রাজ-পুত্র দেখে ক্ষিপ্ত কোটালের কন্যে॥
তুই কি ছেঁড়া চেটায় শুয়ে দেখিলি লক্ষ টাকার স্বপন।
যেমন লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে শূর্পণখার মন॥
কি জানি কপালের কথা ঐটে বুঝি বাকী।
এখন তোমার সঙ্গে পীরিত করে পিরিলি হয়ে থাকি॥
তখন শিমুল বুঝিয়ে মূল মলিন লজ্জায়।
অবজ্ঞা করিএ অলি তীর্থ-বাসে যায়॥

প্রভাতে রাখালগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের উদ্বোধন।

কানাই একি ভাই রইলি প্রভাতে অচৈতন্য।
উঠিল ভানু ও নীলতনু যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন॥
অঞ্জন আখি-যুগলে, গুঞ্জ-হার পরয়ে গলে,
কদম্ব-মুঞ্জরী পরি সাজাও যুগল কর্ণ।
পর ধড়া মোহন চূড়া ব্রজের চূড়া ও নীলবর্ণ॥
রাখাল-সাজে রাখাল-মাঝে নেচে নেচে চল অরণ্য॥
গা তুলে যাও শীঘ্র সাজাও গোষ্ঠে যাবার রূপ-লাবণ্য।
তোর কালো কায় দিক অলকায় করি চিহ্ন॥ (১)
সাধ করে তোয় সেধে বলি, যখন ক্ষুধায় আমি কালি, (২)
তুই এনে মিলালি বনমালি বনে অন্ন॥
একদিন বনে রাখালগণে বিষ-জীবনে জীবন-শূন্য।
দিলি জীবন জীবন-কানাই তুলনা নাই গুণে অন্য॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নারীগণের সৌভাগ্য ও সুখ বর্ণন।

কহিছেন চিন্তামণি পুরুষের সার ধন রমণী
রমণী দুঃখিনী নয় জেন।
পুরুষেতে যেমন সুখী আমায় দিয়ে দেখ না সখি
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন॥
নারীর নাই কোন ভার ভারের মধ্যে বদন ভার
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
আমল করেন ঘরকন্না দেনা পাওনার কথা ক'ন্ না
জ্বালার মূল হয়ে জ্বালা স'ন্ না॥
যত জ্বালা পুরুষের মাথায়॥
পুরুষ কর্‌লে দান কি যাগ নারী পান তার পুণ্য-ভাগ
পাপ কর্‌লে সে ভাগ এড়ান।
পুরুষের ভারি মরণ অপকর্ম্ম অপহরণ
নারীর কেবল কথায় কথায় মান॥

(১) তোর কালো দেহে অলকার চিহ্ন করিয়া দিক্। সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা কপোল, ললাট ও নাসাগ্রে যে সকল চিত্র বিচিত্র চিহ্ন অঙ্কিত হইত, তাহাদিগকে "অলকা তিলকা" বলিত।

(২) ক্ষুধায় যখন আমি কালি (মলিন) হইয়া গিয়াছিলাম।

সখি হে নারীর সুখ জানাই ঋণ নাই প্রবাস নাই
দ্বিগুণ আহার ছয় গুণ শক্তি-বলে।
বুদ্ধি নারীর চারি গুণ পুরুষের মুখে আগুন
পড়ে শুনে শেষে নারীর বুদ্ধে চলে ॥ (১)
যে পুরুষ বয়স ভেটিয়ে বুড় বয়সে করে বিয়ে
সে নারীর সুখ নারি হে কহিতে।
পতির ঘরে আসেন তিনি যেন পতিত-পাবনী
গতি-হীনের বংশ উদ্ধারিতে ॥
গা খানি তাঁর আদর-মাখা রোদন কিম্বা বদন বাঁকা
দেখ্‌লে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
মাটিতে তিনি দেন না চরণ শাশুড়ী ননদের মরণ
চিরকাল মন যুগিয়ে কাল কাটায় ॥
করেন না কোন গৃহ কায আদ ঘোমটা দিয়ে লাজ
বল্‌লে রেগে হন খরতর।
স্বামীকে সেজে দেন না পাণ সন্ধ্যা-কালে নিদ্রা যান
ডাকিলে বলে ডেকরা কেন মর ॥
দেশের ব্যাভার দেখে কই রমণী দুঃখিনী কই
আমায় নারী সাজাও ত্বরা করি।
বৃন্দে বলে বেশ বেশ এস সাজাই নারী-বেশ
হরি হে তোমার দুঃখ পরিহরি ॥

কৃষ্ণ-লীলার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমার ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পূরাও ইষ্ট (২) এই মিনতি ॥

(১) লেখাপড়া শিখিয়াও পুরুষ স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে পরিচালিত হন।
(২) ইষ্ট=অভীষ্ট।

আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি ॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞান-হীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি ॥

নারদ-শিব-প্রসঙ্গ।

(শিব-বিবাহের আয়োজন।)

কহিছেন মুনিবর, এম্‌নি করে যেতেই কি হয়।
চাই লক্ষ কথা সমাপন, এই কথার উত্থাপন,
দিন ক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ্‌ ছুঁড়ী তোর বিয়ে নয় ॥
মিছে ব্যস্ত কি লাগিয়ে, ফাঁকি দিয়ে হবে না বিয়ে,
পাষাণের মেয়ের বিয়ে, তার মায়ের নাম মেনকা।
পরিধান ব্যাঘ্র-কৃত্তি, প্রেত লয়ে প্রেত-কীর্ত্তি,
ক্ষেপা বলে না দিবে পুত্রী, খেদায়ে দিবে খামকা ॥
তাতে দ্বিতীয় পক্ষের বর, কাঁপিছে আমার কলেবর,
কি বলিবে গিরিবর, তার মেয়েটি বালিকা।
যাতে হয় সদ্ব্যবহার, সজ্জন-সমভিব্যাহার,
সামগ্রী লও ভারে ভার, যেমন যেমন তালিকা ॥
নৈলে সাধ্য হেন কার, মন মজাবে মেনকার,
মনের মত অলঙ্কার, যা চাইবে দিবে তাই।
কর্‌তে হবে বাদ্যভাণ্ড, নিমন্ত্রণ ব্রহ্মাণ্ড,
ভূত লয়ে হবে না কাণ্ড, ইথে ভদ্রলোক চাই ॥
আহ্বান করে হে কাল, (১) তোমাকে লোক চিরকাল,
পরের খেয়ে খুব হর কাল, নেবার বেলায় কি মোহ।
তোমায় কর্‌তে উপুড় হাত, কভু দেখি নে ভূতনাথ,
তোমার বাড়ী কেউ পাতে না পাত, অখ্যাতিটি সমূহ ॥
কারু সঙ্গে নাই আলাপ, কখন নাই ক্রিয়া-কলাপ,
খরচের নামে দেখ প্রলাপ, এ ত কিছু ভাল নয়।
জগতের লোক নিরবধি, তোমার আদর করে যদি,
প্রণামী দিলে আশীর্ব্বাদী, কিছু কিছু দিতে হয় ॥

---

(১) কাল = মহাকাল = শিব।

কুবেরের করে ধন, সব করেছ সমর্পণ,
থাকৃতে বিষয় বিড়ম্বন, হয়ে বসেছ ফতুরো (১)।
যা ইচ্ছা হয় যখন, খেতে পারো ছানা মাখন,
কি কপালের লিখন, সার করেছ ধুঁতুরো॥
সম্প্রতি এ বিবাহ, তোমার বিনে খরচ নির্ব্বাহ,
হবে না তার কি কহ, করতে হবে কিছু জাঁক।
অনেক তোমার প্রতিবাদী, পাঠাও কন্যা-আশীর্ব্বাদী,
তবে আমি কোমর বাঁধি, নইলে গুমর হবে ফাঁক॥
সইতে হবে নানা গোল, চাও যদি সুমঙ্গল,
খাওয়াতে হবে দধি-মঙ্গল, মাগীদিগে নিশিতে।
বাহন কৈ হে মহাশয়, হয় বিয়ে যদি হয় হয়,
বলদের কর্ম্ম নয়, তাতে পাবে না বসিতে॥
সঙ্গে যাবে হস্তী বাজী, আর যাবে হে বাদ্য বাজী,
হবে তায় বারুদের বাজী, নইলে কথা কবে না।
বাড়ী গিয়ে সেই গিরি-ব্যোম, পোড়াইতে হবে বোম,
সুধু করে ব্যোম ব্যোম, গেলে বিয়ে হবে না॥
ভস্মে অঙ্গ সাজিয়ে, যাবে গাল বাজিয়ে,
তাতে বাধিবে কাজিয়ে, (২) তুমি তখন সর্‌বে।
আমাকে নিয়ে ধরাধর, করবে বেটা ধরাধর,
কি জানি ক্রোধে করি ভর, করে বন্ধন করবে॥

শিব কন শুন নারদ, অন্যায় সব অনুরোধ—,
কর—তোমার নাই কি বোধ, যার যেমন সাধ্য।
আমি কি এখন হাসাব ধরা, বৃদ্ধ বয়সে অতি জরা,
লজ্জার কথা বিয়ে করা, তাতে আবার বাদ্য॥
তারা যদি বলে হয় নাই, তুমি বলবে হয় নাই,
তাহে কোন দোষ নাই, রোষ নাই ঘোষ নাই রোশনাই
দ্বিতীয় পক্ষে, ও সব নাই তাহেই সৌষ্ঠব।
তবে মঙ্গল-আচরণ, করতে হয় আয়োজন,
খায় যদি দু পাঁচ জন, ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব।

(১) ফতুরো = রিক্ত-হস্ত
(২) কাজিয়ে = কলহ।

কায কি সঙ্গে একা যাই, আমিত বলি কায নাই,
হরিকে কেবল সঙ্গে চাই, হবে না গুরু ভিন্ন।
বিধিকে হয় সঙ্গে নিতে, বিবাহ-কালে বিধি দিতে,
বিধি-মন্ত্র পড়াইতে, কায কি আর অন্য॥

রাধার উক্তি।

যেমন পৃথিবীর ভূষণ রাজা রাজার ভূষণ সভা।
সভার ভূষণ পণ্ডিত সভা করে শোভা॥
পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী,
কোকিলের ভূষণ মধুর ধ্বনি, সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতিঃ॥
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুণ গুণ স্বর,
উভয় প্রেমে বদ্ধ॥
শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে হয় জগৎ দৃষ্ট।
দাতার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট॥
পূজার ভূষণ ভক্তি যেমন থাকে ইষ্ট-নিষ্ঠ।
তেমনি ভূষণের ভূষণ আমি আমার ভূষণ কৃষ্ণ॥

গোবিন্দ অধিকারীর গান।

হুগলি জেলার থানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী জাঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে গোবিন্দ অধিকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি 'জাত বৈরাগী'। ইনি দূতি সাজিয়া স্বয়ং আসরে নামিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবির দলে ইঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।

(১)

ঠেশ—কাওয়ালী।

চিত্র লিখিলেম নয়ন-কজ্জলে।
দিই নাই চরণ চলিবে বলে॥
যদি কেউ বলে, চিত্র কি চলে,
সময়ে চলে অচলাচলে, (১)
নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে॥

(১) অচল পর্ব্বতও সময়ে চলিয়া থাকে।

আমি শুনেছি ইতিহাসে, বল্লে পর শত্রু হাসে,
যথন যায় বিধাতার রোষে, সময়-দোষে,
কি দৈব-দোষে, বল্লেম আভাসে,
লোকেতে ভাষে,
যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার খায় কৌশলে ॥

(২)

মনোহরসাহী।

নূপুর শোন্‌রে শোন্, বিনে সুজন,
সুজনের বেদন জানে না।
অবোধ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবোধ বুঝায় মৃদু ভাষে,
ভাষের আভাসে ভাসে, কভু ডুবেনা ॥
বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়,
পেলে একদিন বড়ই পায়,
বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগে না ॥
যদি বেণীর কবরী হতো, সরমে মরে যেতো,
নির্লজ্জায় থাক নারীর পায়, বাঁশীর হাসি পায়,
শুনে মোদের কান্না পায়,
মনোদুঃখ আর কব কায়,
যে দিন ভাঙ্গবি পায়, ছাড়বি কুমন্ত্রণা ॥

(৩)

মনোহরসাহী।

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,
অন্তর কি কাল তার।
কাল ভালবেসে ভাল
বল কোন্ কালে হয়েছে কার ॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল, দুঃখে মজে গেল কাল,
কাল ভালবেসে হল আসন্ন কাল গোপিকার ॥
এক কালে কথা বলি, ছিল বামন মহাছলী,
তারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার ॥
ভুঞ্জিয়া বলির বলি, ত্রিপাদ-ভূমি-ছলে ছলি,
হরিয়ে বলির বলি পাতালে দিলে আগার ॥

রামচন্দ্র ছিল কাল, সুর্পণখা বেসে ভাল,
সঙ্গি-আশে পাশে গেল তারে কল্লে কদাকার ॥
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে কল্লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্লে পরিহার ॥

(৪)

মঙ্গল-বিভাস—তিওট।

বড় বিপদ হয় হে মধুসূদন নাম নিলে।
দেখ তার সাক্ষী প্রহ্লাদ ভ'জে কত দুঃখ পেলে॥
সেই সত্যযুগে ভক্ত বলি, বলে সে মহাবলী
কল্পতরু হয়,—তারে ছলিবার কারণ,—
শ্রীমধুসূদন তুমি হোলে বামন,
বামন হয়ে নাগপাশে বেঁধে পাতালে পাঠালে,
ও সে রাবণ রাজা মরণকালে,
ডাকে মধুসূদন ব'লে,—দয়া কর রাম,
ওহে নিঠুর শ্যাম, সেই রাবণে হ'লে বাম,
সহায় ক'রে হনুমান্,
শেষে ব্রহ্ম-অস্ত্র ধরে তারে বধিলে ॥

(৫)

পাহাড়ী—একতালা।

দীনবন্ধু হে, সেই দিন দেখব তোমায়,
কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমন জারি ক'রে,
কোন ফেরে ঘোরে, দ্বারে বন্দী হই আমি ॥
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী ॥
যদি অকপট প্রেমে, ডাক্‌তেম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমে,
হরি তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ,
অসৎ সঙ্গে বসত, অসৎগামী।
এখন যেমন নিরন্তর, হতেছে অন্তর,
জান সর্ব্বান্তর, অন্তর্যামী ॥

তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্য গতি, ভারত-ভূমি।
কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী॥

(৬)

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্ব-ত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে॥
এই লওগো গুঞ্জাহার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসই অঙ্গীকার, কায কি বাঁশী বাজায়ে॥
এই লওগো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হয়ে॥
ত্যজে বাজুবন্ধ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা, দেহ অস্থিমালা পরায়ে॥
দেশে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালী-বেশ,
ধরিয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে॥
ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লওগো চূড়া-বাঁশী, দেও যমুনায় ভাসায়ে॥
অর্দ্ধচন্দ্র দেও আনি, শিরে ধরি সুরধুনী,
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাথায়ে॥
আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাই-মান করিব ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজায়ে॥

(৭)

ভৈরবী—একতালা।

সখি কে তারে বলে গো কাল।
ও যার রূপ মনোহর, হেরি দিগম্বর,
শ্মশানবাসী হয়ে আছেন চিরকাল॥
কালারই কামনা করি চিরকাল,
জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কাল,
কালারই ভজনে নাহি কালাকাল,
ভজিলে সে কাল তরি পরকাল॥

তাহারি চরণ করিলে স্মরণ,
জীবনে মরণ হয় নিবারণ,
তার যে চরণ হয় কি বিবরণ,
করিলে স্মরণ ভয়ে পলায় কাল॥
তিনি কখন সাকার কখন নিরাকার,
যখন যে আকার হয় সে বাঁকার,
কালরূপে কাল নাশে অন্ধকার,
(রূপ) কোটি চন্দ্র জিনি নাম মাত্র কাল॥

(৮)

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

এ হাটে বিকায় না অন্য সূত,
বিকায় নন্দরাণীর সুত।
দর না জেনে নাম্‌টী শুনে,
ভয়ে পলায় রবি-সুত॥
এ হাটের প্রধান তাঁতি, পশুপতি প্রজাপতি,
আছে শত শত আর আর তাঁতি,
তাদের কেবল গতায়াত।
যে না চেনে এই সুত, ত্রিজগতের সেই পশু তো,
যে চিনেছে এই সূত,
চায় নাক সে দারাসুত॥

(৯)

ললিত—তিওট।

চূড়া ধিক্‌রে ধিক্, চূড়া ধিক্‌রে তোরে।
ছি ছি, নারীর চরণ তোমার উপরে॥
তুমি গোকুলের কালাচাঁদ,—
কপালের তিলক-চাঁদ,
কর্ণের কুণ্ডল-চাঁদ, রাধার নয়ন-চাঁদ,
হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে॥
বড়র বড় গুণ কপালে আগুন,
তোমার এই কি গুণ,
নারীর মান বাড়াও দ্বিগুণ,
চূড়া কোন গুণে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শিরে॥

(১০)

ললিত—যৎ।

পার না পার না চিনিতে, পারি চিনিতে।
ছিলে যে শ্রেণীতে, এখন নাহিক সে শ্রেণীতে।
যখন বেণু চিনিতে, তখন ধেনু চিনিতে,
তখন ব্রজের রেণু চিনিতে॥
যখন রাধা চিনিতে, তখন বাঁধা চিনিতে,
যখন রাধা চিনিতে, তখন আমায় চিনিতে।
তোমার সে বাক্যগুলি, স্নিগ্ধ বারি বর্ষিতে,
দুগ্ধ প্রায় হলো মুগ্ধ, যেন দুগ্ধ চিনিতে॥
পড়েছ পদ্ম-চিনিতে, হয়েছ বদ্ধ চিনিতে,
হৃদ্দ সুখী হলে চিনিতে,—
পূর্ব্বে পারি নাই চিনিতে,
পরে পারিলাম চিনিতে,
পর কি পর পারে চিনিতে,
আপনার হইলেই চিনিতে॥

(১১)

শ্রীরাধা-গোবিন্দ- শ্রীচরণারবিন্দ-
মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী- কাননে ভ্রম কি,
সেই বনে ভ্রম—যে বনে ত্রিভঙ্গ॥
বৃন্দাবন-প্রেম-সরোবর-মধ্য,
অনন্তরূপিণী কোটি গোপী-পদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম রাধা-পদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণাল-সঙ্গ॥
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি,
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব-প্রতি,
(মন) মধুপুরে যেন দিও না ভঙ্গ॥
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ,
মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুন,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে দ্বিগুণ,
নিগু‍ঁণ গোবিন্দ গায় গুণ-প্রসঙ্গ॥

(১২)

✓ তিলককামোদ—খেম্‌টা।

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।

রাই আমাদের, রাই আমাদের,

আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।

শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,—

নৈলে শুধুই মদন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।

শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,—

নৈলে পারিবে কেন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা।

শারী বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা,—

ঐ যে যায় গো দেখা ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।

শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,—

চূড়া তাইতে হেলে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদা-জীবন।

শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,—

নৈলে শূন্য জীবন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎচিন্তামণি।

শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী,—

সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।

শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম,—

নৈলে মিছে সে গান ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।

শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,—

নৈলে কে কার গুরু ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।

শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী,—

প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে, আমার রাধা করে আনাগোনা,—
নৈলে যেত জানা॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,—
নৈলে আঁধার কালো॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে, সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী,—
নৈলে হত কাশীবাসী॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।
শারী বলে, আমার রাধা স্থগিত পবন,—
সে যে স্থির পবন॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান,—
থাকে কি আপনি প্রাণ॥
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধা-কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল,—
ব'লে বৃন্দাবনে চল॥

(১৩)

ঢপের সুর।

হরি, এই দেখ কমলে।
কমলিনী পড়ে স্থল-জলে॥
জলেতে না জুড়ায় জীবন,
জলে আরো দ্বিগুণ জ্বলে॥
বলিতে আমার অন্তর জ্বলে,
রাই রয়েছে অন্তর্জ্জলে,
এলে যদি অন্তকালে,
বাজাও বাঁশী রাধা বলে॥
হেরিয়ে উৎকণ্ঠা রাধার হ'লো কণ্ঠশ্বাস,
নৈরাশ হেরি জীবনে, জীবনের নাই আশ,
রাধার স্থির হয়েছে কমল-আঁখি,
মুমূর্ষু-লক্ষণ দেখি, কেবল জীবন যেতে বাকী,
আছে তোমায় দেখ্‌বে বলে॥

(১৪)

পিলু—পোস্তা।

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন ॥
ভাবলি না সে কাল-বরণ,
কিসে হবে সে কাল-নিবারণ,—
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ ভ্রমণ ॥
মত্ত হয়ে সম্পদে,
না ভজিলি হরি-পদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন ॥
সে পদ লক্ষীর সম্পদ,
ভাবলি না সে হরি-পদ,
ঘটালি আপন আপদ, এ আর কেমন ॥
কারে বল আপন আপন,
কর রে মন কি আলাপন,
সে নহে কথন আপন, যেমন স্বপন ॥
আপন যে চিনলি না তারে,
যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তারে, পালাবে শমন ॥

(১৫)

ভৈরবী—পোস্তা।

তোরা যাসনে যাস্‌নে দুতি।
গেলে কথা কবে না সে—নব-ভূপতি ॥
যদি কথা না কয় তোদের সনে,
ফিরে আস্‌বি অভিমানে,
আমি শুনে মর্‌ব প্রাণে, শ্যামের কি ক্ষতি ॥
দয়া-মায়া-হীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট,
যাওয়া আসা মিছে কষ্ট, কেন পাবে সৈ—
যদি যাবি মধুপুরে,
আমার কথা কোস্‌নে তারে,
বৃন্দেলো তোর করে ধ'রে করি মিনতি ॥

(১৬)

ললিত—রূপক।

কার আছে এমন জাল,
আছে মোর যেমন জাল।
কার বা ঘটাই জাল, কার ঘুচাই জঞ্জাল ॥
না ডুবি ডুবো-জলে, ডুবায়ে রাখি জালে,
জগৎ ডুবাই জালে, এমনি মোর মায়াজাল ॥
আছে এক মায়ানদী, ধরি মীন নিরবধি,
কত বা ধরি মীন নাহিক অবধি,
জাল-ছাড়া হয়ে কেউ পলাতে চায় যদি,
সাধ্য কি এড়াইতে পারে ভব-ভেজাল ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

কৃষ্ণকমলের বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬৪০-৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাধার কৃষ্ণ-দর্শনে যাত্রা।

সখীগণ। ধনী বের হ'ল গো,—
গজরাজ-গতি-গঞ্জী-গমনে গোকুলচন্দ্রে ভেটিতে।
(নিষেধ না মানিয়ে,—এলোথেলো পাগলিনী-বেশে)—
শ্যাম-জয়-ধ্বনি দিয়ে যায় ধনী
যেন সুরধুনি সিন্ধু মিলিতে ॥
ধ্বনি শুনি ধনীর নাহি বাহ্যাবেশ,
এলায়ে প'ড়েছে সুশোভিত কেশ,
হে'লে ঢুলে পড়ে চলিতে।
বাণে বিঁধা যেন হরিণীর প্রায়,
চকিত নয়নে ইতি উতি চায়,
মন্থর গতি, চঞ্চল মতি,
ও গো শ্রীমতীর এ মতি নারি নিবারিতে ॥
কনক-লতিকা কমলিনী-কায়,
কনকের গিরি কুচ-যুগ তায়,
আহা মরি মরি! কিবা শোভা পায়,
অপরূপ হের ললিতে!

তদুপরি মুখ প্রফুল্ল কমল,
দেখিয়ে দুর্লভে, সে প্রাণবল্লভে,
আজ কি সম্পদ লোভে না পারি বলিতে ॥
অতুল রাতুল চরণ-কিরণে,
লজ্জিত তরুণ অরুণ-কিরণে,
সুমধুর রণে কি রণে কি রণে,
রতন-মঞ্জীর-চ্ছলেতে।
দেখ গো সঙ্গতি সৈন্য চতুরঙ্গ,
মনোরথ-রথে মানস তুরঙ্গ,
আনন্দ পদাতি, গর্ব্ব মত্ত হাতী,
যেন রণে রতি-পতি জয় করিতে ॥
রাধা সুরধুনি, শ্যাম সিন্ধুসম,
হইলেঁ নাগরী-নাগর-সঙ্গম,
হইবে যে আজ বনেতে।
আমরা যেয়ে সেই কামনা-সাগরে,
ডুবাইব মন যে কামনা ক'রে,
সে কামনা মোদের পূরিবে সত্বরে,
হেন জ্ঞান যেন হ'তেছে মনেতে ॥

যুগল-মিলন।

দেখ্ দেখ্ সহচরি, আমাদের কিশোরী,
শ্যাম গুণধামের বামে কিবা সেজেছে।
রূপে কিশোর যেমন কিশোরী তেমন,
আর কি এমন জগতে আছে, (নয়ন জুড়াইতে)—।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়াল ত্রিভঙ্গী,
দেখনা রঙ্গিণীর দাঁড়াবার কি ভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে;
উভয়েতে হেরি উভয়েরি অঙ্গে,
দেখনা কি শোভা করেছে;
কিবা মৃদু মধুর ভাষে, বঁধুরে সম্ভাষে,
আভাসে আমাদের মন হয়েছে ॥

শ্রীঅঙ্গের সহ শ্রীঅঙ্গ-মিলন,
মন-সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি কি মিলন হয়েছে ;
ত্যজে পক্ষপাত করে অক্ষপাত,
কটাক্ষে কি লক্ষ্য করেছে ;
যেন তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে,
সুধা পান করে মজে রয়েছে ॥
নব কাদম্বিনী-সহ সৌদামিনী,
কনক-জড়িত মরকত মণি,
সবে এ রূপের উপমা দিয়েছে ;
নব-ঘন-ঘটার কি লাবণ্য-শোভা,
সৌদামিনী-সহ, ক্ষণমাত্র প্রভা,
কিরূপে উপমা মিলেছে ॥
দেখ, হেম-মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা কি গণি ধনি, এরূপের কাছে ;
কোটি নেত্র যদি দিত জড় বিধি,
দেখিতাম এরূপ বসে নিরবধি,
বিধি তায় অবিধি করেছে ;
যদি দিল দু নয়ন, তাহে ক্ষণ ক্ষণ,
পলক-পতন ঘটায়ে রেখেছে ॥

যুগল-মিলনে গৌররূপের পূর্ব্বাভাস।

ললিতা। আহা! দেখ্ বিশাখে! আমাদের রাধাকান্তি শ্যামাঙ্গে, আবার শ্যামকান্তি রাধাঙ্গে প্রতিভাসিত হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

বিশাখা। হাঁ ললিতে! বোধহয় যেন, শ্যাম রাই সেজেছে, আর রাই শ্যাম সেজেছে!

কৃষ্ণ। (নিজাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া)

আজ কেন অঙ্গ গৌর হলরে, ভাবি তাই।
এখনো ত আমার গৌর হবার সময় হয় নাই ॥
সদাশিব ত অদ্বৈত হয় নাই,—(এখনো যে)—
দাদা বলাই যে এখনো হয় নাই নিতাই ॥
পিতা নন্দ হয় নাই মিশ্র পুরন্দর,
মা যশোদা হয় নাই শচী-কলেবর ;

নবদ্বীপ নাম, নিরুপম ধাম,
সুরধুনি-তীরে হল না গোচর,
ব্রহ্মা ত হল না ব্রহ্ম-হরিদাস,
নারদ এখনো হয় নাই শ্রীবাস ;
ব্রজলীলার অবকাশ হয় নাই,—(এখনো যে)—
তবে, কি ভাবে এ ভাব দেখিবারে পাই ॥
তা হলে ললিতা হইত স্বরূপ,
বিশাখা হইত রামানন্দ-রূপ,
সখা সখী সবে, আনন্দিত ভাবে,
হ'ত কি না তবে মহান্ত-স্বরূপ ;
আর এক মনে হল যে সন্দেহ,
রাধার আমার কেন বল ভিন্ন দেহ ;
দুই দেহ এক দেহ হয় নাই, (এখনো যে)—
আমি তা বিনে গৌর কভু হব নাই ॥

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! আমি যেমন তোমার সকল ভাব জানি, কিন্তু তুমি কি আমার মনের ভাব তেমন জান? বোধ করি, কিছুই জান না।

কৃষ্ণ। প্রাণাধিকে! বল দেখি, আজ কি জন্যে বিষণ্ন মনে এমন প্রশ্ন ক'রলে? আমিও তোমার সকল ভাব জানি।

রাধিকা। রসরাজ! আজ তোমার কাছে আমার একটী স্বপ্ন-কথা ব'লব ; সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নটী দেখে অবধি, মন আমার, জানি না কেন, অধৈর্য্য হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। বিনোদিনি! স্বপ্নে কি দে'খেছ বল শুনি।

রাধিকা। ওহে বঁধু! কও দেখি, সে নাগর কে,—
স্বপনে আজ দে'খেছি যাকে।
সে কি তুমি না কি আমি বঁধু! নিশ্চয় বল আমাকে ॥
তোমার মত অঙ্গের গড়ন, আমার মত গৌর-বরণ,
সে যে ব্রহ্মার দুর্লভ হরিনাম বিলা'তেছে যা'কে তা'কে ॥
চতুর্ভুজ আদি যত, কাননে দে'খেছি কত,
আমার সে সব দিকে মন গেল না, ভু'ল্‌লাম কেন তা'কে দে'খে॥
ও সে অতুলনা রূপের কি দিব তুলনা,
জগতে মিলে না যাহার তুলনা,

ত্রিভুবন চেয়ে, দেখিলাম চিন্তিয়ে,
সেই ত তাহার রূপের তুলনা ;
মনে চাঁদের তুলনা যখন দিতে চায়,
তখন অম্‌নি নয়ন,—সুবিবেচক নয়ন,—
গোরাচাঁদ পানে চায়, চাঁদ পানে চায় ;
দেখে, চাঁদে যে কলঙ্ক আছে,
ছি ! ছি ! চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে ?—
অম্‌নি বলে নয়নে,—
ওরে অবোধ মন, গোরাচাঁদের কাছে,
ছি ! ছি ! চাঁদের তুলনা তুলনা তু'লোনা।
সে রূপ র'য়ে র'য়ে পড়ে মনে, পাসরিতে নারি তাকে ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! স্বপ্নে যে রূপ দে'খেছ, সে আমারই রূপ।

রাধিকা। নাথ ! তোমার এ ভুবনমোহন শ্যামরূপ গোপন ক'রে গৌর-রূপ ধারণের কারণ কি ?

কৃষ্ণ। (সুরে) দর্পণান্তে হেরি প্রিয়ে, আপন-মাধুরী ;
আস্বাদিতে সাধ করি, আস্বাদিতে নারি।
তোমার স্বরূপ বিনে নহে আস্বাদন ;
এই হেতু হ'তে হ'বে গৌরবরণ।
প্রিয়ে ! জীব নিস্তারিতে নদিয়া-পুরীতে,
হ'তে হ'বে গৌরবরণ।
শুন, কই স্বরূপে, তব ঐ স্বরূপে,
স্বরূপে সে রূপ করিব ধারণ।
নিয়ে মম নিত্য পরিকর গ্রামে,
শচীগর্ভে, পিতা পুরন্দর-ধামে ;
জনমিব আমি, প্রিয়ে তব ধামে,
নিজ শ্যামধামে করি আবরণ।
প্রেমময়ি ! তব প্রেমের গৌরব,
তাহে যে মাধুর্য্য কর অনুভব ;
সেই মাধুর্য্যাস্বাদনে, প্রিয়ে, তব মনে
হয় প্রতিক্ষণে যে সুখ-উদ্ভব ;
লুব্ধ মন মম জানিতে সে ভাবে,
ভাবিত হইবে তোমার স্বভাবে ;

কলির জীবের সাধন, প্রেম-প্রসাধন,
হরিনাম ধন ক'র্ব বিতরণ।
—(জীবের ঘরে ঘরে)—
—(শ্রীচৈতন্য-অবতারে)—

রাধিকা। প্রাণনাথ! স্বপ্নে দৃষ্ট তোমার সেই অপরূপ গৌররূপ দে'খ্‌বার জন্যে আমার মনে অতিশয় ইচ্ছা হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। প্রিয়তমে! তুমি কি নিতান্তই সে রূপ দে'খ্‌বে? তবে আমার এই বক্ষঃস্থ কৌস্তুভে দৃষ্টিপাত কর।

(রাধিকার কৌস্তুভে দৃষ্টিক্ষেপ ও গৌরদর্শন।)

নবদ্বীপ-দৃশ্য।

(নগরপথে সংকীর্ত্তন)

গৌর-সগণ।

সেই মোহন বেশে একবার দেও দেখা মদনমোহন,
বংশীবদন, হরে, কংসারে মুরারে!
কোথা রাধে! শ্রীরাধে! জয় রাধে!
সর্ব্বারাধ্যে, আদ্যে, সাধ্যে, পরে!
একবার দেখা দেও হৃদ-মাঝারে।

নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ।—

বাজে ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ তান্।
—(গৌরসংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ বাজে)—
বাজে, বিগতি ধিগতি ধিগতি তান্।
বাজে, ধিক্ কোটি-কোটি, ধিক্ কোটি-কোটি,
কোটি কোটি কোটি ধিক্ তান্।
বলে, ধিক্ কান্ ধিক্ কান্ ধিক্ কান্!
যারা না ভজিল গৌরচন্দ্র, না বুঝিল রাধাশ্যাম;
যারা মজিল বিষয়কূপে, না করিল হরিনাম।
বল্‌রে, হরিবোল্ হরিবোল হরিবোল্;
বল্‌রে, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হরে।

(দৃশ্য অন্তর্হিত)

দিব্যোন্মাদ।

রাগিণী—টৌরি, তাল মধ্যমান।

তাই বলিরে ভাইরে সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি।
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি॥
যখন শ্যাম-সুধাকরে, নয়ন ধরেছিল করে,
তখনি তার করে ধ'রে মোদের কেন না ডাকিলি॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে ক'রে রক্ষণে জানা'বি তৎক্ষণে;
কেও ধ'র্ব তার কমল করে,
কেও থাকৃব তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে না'র্বে বনমালী॥

শ্রীরাধা-নিকেতন।

শ্রীরাধা বিষণ্ণভাবে আসীনা।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (সুরে) উঠ উঠ বিনোদিনি! কথা বল্ গো শুনি;
কেন কমলিনি! হ'য়েছ মলিনী?
কি ভাব গো, ব'সে একাকিনী?

রাধিকা। (সুরে) এস সবে মোর প্রিয়নর্ম্ম-সহচরি!
বঁধু ত এল না ব্রজে, বল কি আচরি?

শুন প্রাণ সখি, মোর দুঃখের নিদান;
প্রাণনাথ গেল, তবু নাহি যায় প্রাণ!
ওরে অভাগীর প্রাণ! তোরে তাই বলি;
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হ'য়ে কোন্ কাযে রলি?
ওরে! যার আদরে তোর ছিল শতাদর,
সে যদি ত্যজিল ক'রে হতাদর;
এখন কার আদরে বল্ হবে সমাদর,
থাকিয়ে কি ফল হ'য়ে অনাদর।

রাধিকা। মনোদুঃখ কারে কই, কেবা বুঝে সই?
কি ছিলাম, কি হলাম, আরো কিবা হই!

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

সখি! শ্যাম-প্রেম-সুখ-সাগরে,
সদা আমি মীনের মত ডু'বে রইতাম।
তখন আমি দুঃখের বেদনা জা'ন্‌তাম না গো।
ভা'বতাম এ সাগর কি শুকাইবে;
আমার এম্‌নি ভাবে জনম যা'বে।
—এই বৃন্দাবন-মাঝে—
যখন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তখন কতই বাড়িত রঙ্গ।
—বঁধুর মনে, আমার মনে—

তাল—খয়রা।

ছিল প্রখর মুখর দুর্জ্জন-নিকর,
শরদ-ভাস্কর-প্রায় গো;—(তখন কতই বা ছিল)—
হ'য়ে প্রবল-প্রতাপ, সদাই দিত তাপ,
লা'গত না সে তাপ গায় গো।—(কত জ্বালাইত)—

তাল—লোভা।

তখন শ্যাম-নব-জলধরে,
সদা থা'কৃত শীতল ছায়া ক'রে।
—(তাদের সে তাপ লা'গ্‌বে কেন)—
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে,
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে।

তাল—খয়রা।

ছিল প্রেম-বিবাদিনী পাপ-ননদিনী,
কুম্ভীরিণীর মত ফি'র্‌ত;—(সে সাগরের মাঝে)—
সদা থা'কৃত তাকে বাকে, দে'খ্‌ত তা'কে বাকে,
আপনি বিপাকে পড়্‌ত।—(পাপ-ননদিনী)—

তাল—লোভা।

আমি ভাসিয়ে বেড়া'তাম সখি,
একবার চাইতাম না পালটি আঁখি।
—(পাপ-ননদিনীর পানে)—

তাল—খয়রা।

হায়! এমন সময়—
দারুণ অক্রূর আসিয়ে, অগস্ত্য হইয়ে,
গণ্ডুষে গ্রাসিয়ে গেল গো ;—(আমার সুখের সাগর)—
সে যে হ'রে নিল ইন্দু, শুকাইল সিন্ধু,
এক বিন্দু না রহিল গো।—(আমার কপাল-দোষে)—

তাল—লোভা।

সেই সুখের সাগর সখি শুকাইল,
এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল।
—(তৃষিত চাতকের মত)—

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

শুন শুন সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ হিয়ার ধন,
কোথা গেল মোরে উপেখিয়ে।
—(আমার প্রাণবল্লভ গো)—
কি হইল হায় হায়, প্রাণ মোর বাহিরায়,
কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্র না দেখিয়ে॥
—(আমার প্রাণ যে যায় গো)—
যাহা বিনে অতি অল্প, কাল হয় যেন কল্প,
কত না উদ্বেগ হয় চিতে।
—(সে দুখ ব'লব বা কারে গো)—
না দেখিয়ে তার মুখ, বাড়িতেছে কত দুখ,
আর প্রাণ না পারি ধরিতে॥
—(এখন তারে না দেখিয়ে গো)—
যদি ছাড়ি গেল সেহ, কি কায রাখিয়ে দেহ,
মন স্থির করা নাহি যায়।
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো)—
কি করিব কোথা যা'ব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পা'ব,
সখীগণ বল না উপায়॥

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—তেতালাঠেকা।

বঁধু বিনে কেমনে বাঁচিব ?—
আমার উপায় ব'লে দে গো সই !
আমি কি করিব, কোথায় যা'ব গো ?
বঁধুর বিরহানলে, মন-প্রাণ সদা জ্বলে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবা'ব ;

সখি, বনের অনল দেখে সবে, মনের অনল কে দেখিবে,
এনে ছুরি দে গো তবে চিরিয়ে দেখা'ব ;
সজনি ! ও প্রাণ-সজনি গো !—
বল্ কিসে প্রাণ জুড়াইব গো ?
যে করে আমার অন্তরে, জানে আমারি অন্তরে,
জা'নবে কেন জনান্তরে, কারে বা জানা'ব ;

সখি, না হে'রে বঁধুর মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
সে মুখ-বিমুখ-মুখ কোন্ মুখে দেখা'ব ;
সজনি ! ও প্রাণ-সজনি গো !—
আমি এখনি প্রাণ ত্যজিব গো।

রাগিণী—ঝিঁঝিট।

ললিতা। দেখ দেখি, বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা !
ত্রিভুবনে রাধা-প্রেমের কেবা পায় সীমা !
বসিল উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে ;
কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহ-বলে !
কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর ;
দেখ না, চলিতে প্যারী কাঁপে থর থর।
এলা'য়ে প'ড়েছে ধনীর সু-দীঘল কেশ ;
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী-বেশ।
চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায় ;
ডেকে বলে "প্রাণনাথ ! রহিলে কোথায় !"

রাধিকা। (চলিতে চলিতে—সুরে) কোথা রইলে প্রাণনাথ ! ইত্যাদি।

সখীগণ। (পশ্চাতে থাকিয়া)—

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

রাই ! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি !
অমন ক'রে যা'স্‌নে যা'স্‌নে যা'স্‌নে গো ধনি !

—তোরে বারে বারে বারণ করি, রাই!
—ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি!
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু,—(রাধে প্রেমময়ি)—
মরি মরি! হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পা'বি?
—(চঞ্চলা হইলি কেন)—
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারা'বি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে;
—(দে'খে চল্ গো কমলিনি)—
ও রাই! ফুটিবে দুটী চরণে গো।
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে,—(গহন কানন-মাঝে)
ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো।
হ'ল নয়নধারায় পিছল পথ;
—(আর কাঁদিস্‌নে বিনোদিনি)—
বলি, যা'স্‌নে রাধে এত দ্রুত গো।
মোদের কাঁধে দুটী বাহু থু'য়ে;
—(আমরা ত তোর সঙ্গে যা'ব)—
কমলিনি, চল্ গো পথ নিরখিয়ে গো।

রাধিকা। আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি?

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে, পাছের কাযে;
—(যা' যা' ক'র্‌তে হ'বে গো,—সখি,
আমার বঁধুর লাগি)—
জানি প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফিরতে হ'বে বনে বনে,
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্কজ-মাঝে।—(সখি, আমার
যেতে যে হ'বে গো,—রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতাম;—(সখি, আমার চ'ল্‌তে
যে হ'বে গো,—বঁধুর লাগি পিছল পথে)—
হইলে আঁধার রাতি, পথ-মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম।

—(সদা আমায় ফির্‌তে হ'বে গো,—কত কণ্টক-কানন-মাঝে)—

এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,

তন্ত্র মন্ত্র শি'খেছিলাম কত ;

—(কত যতন ক'রে গো,—ভুজঙ্গ দমন লাগি)—

বঁধুর লাগি ক'র্‌লাম যত, এক মুখে কহিব কত,

হত বিধি সব কৈল হত !—(হায় ! সে সব

বৃথা যে হ'ল গো,—সখি, আমার করম্ দোষে)—

বন।

শ্রীরাধিকা ও সখীগণ।

রাধিকা। (কাননে উপনীত হইয়া বনের অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক সাক্ষেপে, স্বরে) বলি ললি, প্রাণ-আলি ! এ বনে বা কেন এলি ?

বিনে বনমালী, দেখ বনমালি ;

যেন জ্ঞান হয় দিয়েছে কেও কালী ঢালি !

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

না দে'খে সে বাঁকানন, কত সুখের বা কানন,

সে কানন কানন হ'য়েছে ;

—(প্রাণবল্লভ বিনে গো,—কত শোভার বৃন্দাবন)—

শুষ্কপ্রায় তরু-লতা, নাহি কারো প্রফুল্লতা,

ফুল-পাতা ঝড়িয়ে প'ড়েছে।

—(হায় সে শোভাই ত নাই গো,—যার শোভা তার সঙ্গে গেছে)—

এই না বকুল-কুঞ্জে, কুসুমিত লতাপুঞ্জে,

পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিরাজ গো ;

—(অতি মধুর স্বরে গো)—

সব ভ্রমরা ভ্রমরী, দেখ, যেন আছে মরি,

মরি মরি ! কোথা রসরাজ গো !

দেখ, যত শুক শারী, পাসরি' সে সুখ-সারি,

আছে সারি সারি ব'সে অধোমুখে ;

—(অতি মনোদুখে গো)—

দে'খে বৃন্দাবনের কুহু, পিকগণ না বলে কুহু,

উহু! উহু! দে'খে বাজে বুকে।

—(বুক ফেটে যায় গো,—বৃন্দাবনের দশা দে'খে)-

সকল দেখি শোকার্ত্তা, দেহে যেন নাহি আত্মা,

বঁধুর বার্ত্তা কারে বা সুধা'ব।

—(সকলেরই আমার দশা গো)—

দেখ বংশীবট ঐ, চল যাই তার নিকট সই,

দুঃখ কই, তবে বুঝি পা'ব।

বিশাখা। ভাল, চল সই। (সকলের বংশীবট-নিকটে গমন)

রাধিকা। (সুরে) শুন শুন বৃক্ষরাজ! বল কোথা রসরাজ?

না হে'রে গোবিন্দে, মরে গোপীবৃন্দে,

একবার দেখাও দেখাও সে মুখারবিন্দে।

রাগিণী—সুরট, তাল—আড়াঠেকা।

ওহে! বল বল বংশীবট!

কোথা শঠ-শিরোমণি সে রমণী-লম্পট?

তুমি ত সুবংশী বট,—

নহ ত সামান্য বট, আমা সবার মান্য বট;

তোমার ছায়াতে বসি, বাজায় বাঁশী কালশশী,

তাতেই তুমি নাম ধ'রেছ বংশীবট;

কাননে প্রশংসী বট, কৃষ্ণপ্রেমের অংশী বট।

তাল—খয়রা।

ওহে তমাল, তাল, হিন্তাল, ধব;

রসাল, শাল, শিংশপ হে!

বলি শুন হে সরল! তুমি ত সরল,

বল বল, কোথা কেশব হে?

—(যদি দে'খে থাক, ব'লে দেও হে)—

তোমরা তীর্থবাসী পর-হিতকর,

এ বিপদে মোদের 'পর হিত কর;

বল, কোথা আছে ব্রজশীতকর—

—গোপী-চকোর-নিকর-বল্লভ হে?

তাল—আড়াঠেকা।

মরে হে গোপিকা-সবে, দেখাও দেখাও তাকে সবে,
না দেখিলে সে কেশবে, কে স'বে আর এ সঙ্কট।

তাল—খয়রা।

ওগো মালতি, জাতি, কুন্দ-লতিকে,
যুথি, কনক-যুথিকে গো;
ওগো লবঙ্গলতিকে! চপল-মতিকে
দে'খেছ কি যেতে অন্তিকে গো?
অবশ্য দে'খেছ বল্লভ রাধার,
মকরন্দ ছেলে বহে অশ্রু-ধার,
সবায় দেখি প্রেমাঞ্চিত, ক'রো না বঞ্চিত,
নারী হ'য়ে নারীজাতিকে গো।

তাল—আড়াঠেকা।

যদি কেহ দে'খে থাক, দেখাইয়ে প্রাণ রাখ,
নইলে প্রাণ আর বাঁচে না গো, উচিত নহে কপট।

(সখীর প্রতি)—সখি! দেখ, অভাগিনীর দুর্দ্দশা দে'খে এরা কেও কোন কথা ব'ল্লে না। চল আমরা এই কদম্ব-কাননে যাই।

ললিতা। আমরা তোমার অনুগত, প্যারি! তুমি যেখানে যা'বে সেই খানেই যা'ব। রাই, তবে চল যাই। (স্বগত) আহা! প্রেমময়ী প্রেম-বিহ্বলা হ'য়ে বনের বৃক্ষ-লতাকে বঁধুর কথা জিজ্ঞেস ক'রছেন! হায়! কৃষ্ণপ্রেমের পরিণাম কি এই? রাজ-নন্দিনী রাই, উন্মাদিনী!

(সকলের কদম্ব-কাননে গমন)

রাধিকা। (কদম্ব-বন দর্শনপূর্ব্বক সাক্ষেপে সখী-প্রতি)

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

এই ত কাননে গো, এই ত কাননে,
সখি গো! এই ত কাননে, কানু চরাইত গো ধেনু;
এই ত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু;—মনের কতই বা সুখে।
বেণু-রবে ধেনু চরাইত;—মনের কতই বা সুখে।
আমি তোমা-সবায় নিয়ে সনে,
সদা আসিতাম শ্যাম-দরশনে;—মনের কতই বা সুখে।

তাল—খয়রা।

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে,
চাঁদের হাট মিলাইত গো ;
—(সে রূপ মনে জাগিল, এই বনে এ'সে)—
কভু প্রিয় সথার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রীঅঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়া'ত গো।—(বঁধু কতই রঙ্গে —
যত সহচরদলে, ফুলে ফলে দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো ;
তথন সে মুরলীধরে, সে মুরলী ধ'রে,
নাম ধ'রে বাজাইত গো ;—(অভাগিনী রাধার)—

তাল—দশকুশি।

তথন শুনিয়ে মুরলী-ধ্বনি, আমি হ'তাম্ যেন পাগলিনী,
পথ বিপথ নাহি জানি ;—
—(অমনি বের হ'তাম গো, সথি, বঁধুর লাগি)—
সথি, চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত,
মণিময় নূপুর মানি।
—ফিরে চাইতাম না গো চরণ-পানে—

তাল—লোভা।

আমি আসিতাম বাঁশীর টানে,
তথন কেবা চাইত পথ-পানে !—মনের কতই বা সুথে।

তাল—থয়রা।

একদিন চম্পকের ফুল, হেরিয়ে ব্যাকুল,
হইল গোকুল-শশী গো ;
অমনি 'কোথা রাধা' ব'লে, পড়িল ভুতলে,
ধরিল সুবল আসি' গো।—(হায়! কি হ'ল ব'লে)—
সে যে দে'খে অচেতন করিল যতন,
চেতন যদি না হ'ল গো ;
তথন বঁধুর সে বোল, যাইয়ে সুবল,
সকাতরে জানাইল গো।—(আমায় কেঁদে কেঁদে)—

তাল—দশকুশি।

তখন শুনিয়ে বঁধুর কথা, আমার মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে;
—(হায়! কি করিব গো,—আমি বঁধুর লাগি)—
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
গেলাম আমি সুবল হইয়ে।
—(ধড়া চূড়া প'রে গো,—সুবলের)—
দেখি, নীলগিরি ধূলায় প'ড়ে, অমনি তু'লে নিলাম ধূলা ঝেড়ে,
রাখিলাম শ্যামে হিয়ার উপরি;
—(কত যতন ক'রে গো,—সে যতনের ধনে)—
আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে,
কোথা আমার পরাণ কিশোরী!
—(সুবল বল্ বল্‌রে,—কেঁদে কেঁদে বলে)—

তাল—লোভা।

কইলাম, আমি তোমার সেই দাসী,
—(আমায় বুঝি, চিন নাই হে নাথ)—
অম্‌নি হৃদয়ে ধরিল হাসি,—বঁধু কতই বা সুখে।
(সুরে) নিকুঞ্জ-কানন সখি ঐ দেখা যায়;
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি বিহরে যথায়।
চল সখি ঐ কুঞ্জে করি অন্বেষণ;
বুঝি বা বসিয়ে আছে মুরলী-বাদন।

ললিতা। তবে চল রাই।

(সকলের নিকুঞ্জ-বনাভিমুখে গমন)

রাধিকা। (কুঞ্জবন-দর্শনে সখেদে)—

রাগিনী—সিন্ধু, তাল—রূপক।

মরি হায় গো সখি! এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে।
কত সুখে নিশি কাটাইতাম,
দে'খে মনে প'ল বঁধুর গুণ যে॥
সে কুঞ্জ শূন্য র'য়েছে, শ্যাম গেছে তার চিহ্ন আছে,
সখি! দে'খে দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুন যে॥

তাল—খয়রা।

বঁধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি,
এইখানে বসিত গো।
কত আদরে, বিনোদ-নাগর আমারে,
উরু 'পরে ক'রে বসাইত গো ॥
করে করি' করি-দশন-চিরুণী,
আচরি চিকুর বানাইত বেণী,
সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী,
আবার মালতীর মালে বেড়াইত গো ॥

তাল—রূপক।

কত সাধে সাজাইত, মুখ-পানে চেয়ে রইত,
বঁধুর বিধুবদন ভেসে যেত,—
দুটী নয়নের(ই) জল-পুঞ্জে ॥

তাল—খয়রা।

বঁধু আপন শ্রীকরে, কুসুম-নিকরে,
তুলিয়ে আনিত গো।
কত যতন ক'রে, মনের মত ক'রে,
মনমথ-শয্যা নিরমিত গো ॥
শয়ন করিয়ে সে কুসুম-শেযে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,
কতই বা কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
সারানিশি জেগে পোহাইত গো ॥

তাল—রূপক।

কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বঁধু হারা হ'য়ে,
হিয়ে যায় নাই কেন বিদরিয়ে,
থাকিয়ে কি হ'ল গুণ যে ॥

(সচকিত ভাবে অবস্থিতি)

রাগিণী—ঝিঁঝিট।

ললিতা। দেখ না বিশাখে! রাইয়ের কি ভাব হইল;
কি ভেবে শ্যামভাবিনী নীরবে রহিল?

শতমুখে কইতেছিল পূর্ব্ব-সুখ-কথা ;
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যথা ?

বিশাখা। শুন গো ললিতে ! রাধা প্রেমের সাগর,
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর।
সারস-পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ,
মুরলীর ধ্বনি ধনীর হ'ল উদ্দীপন।

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

রাধিকা। অতি দূরে বুঝি সই, বাজে ঐ মুরলী।
—(তোরা শ্রবণ পাতিয়ে শোন্ গো)—
ঐ শোন্ নাম ধ'রে বাজে বাঁশী,
সখি, চল্ গো, একবার দে'খে আসি।
—(ধৈরয না মানে প্রাণে)—

তাল—খয়রা।

বল্ কে কে যা'বে, চল্ গো যে যা'বে,
শশিমুখে বাঁশী কতই বাজা'বে।
না যা'বে না যা'বে, আমার কি যা'বে,
কে যা'বে না যা'বে, ক'রে সময় যা'বে,
বিলম্ব দেখিয়ে সে রসময় যাবে ;
যে যাবে সে যাবে, থাক যে না যা'বে,
এখন না গেলে আমার পরাণ যে যা'বে।

ললিতা। ওগো বিশাখিকে ! দে'খেছিস্ বিধুমুখীকে ?
মেঘ দে'খে ধনী কেন স্তব্ধ হ'য়ে র'ল ?

রাগিণী—যোগিয়া-মিশ্র, তাল—লোভা।

বিশাখা। দেখ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,'
কত ধার বহে তিলে তিলে ;
দে'খে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর
অতঃপর আসি দেখা দিলে।
ইন্দ্রধনু দে'খে ধনী, ভাবে শিখি-পুচ্ছশ্রেণী,
শোভে কিবা চূড়ার উপর ;

বক-শ্রেণী যায় চ'লে, ভাবে মুক্তাহারে দো'লে,
বিদ্যুৎ দেখি ভাবে পীতাম্বর।
হেম-তনু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল কদম্বজিত,
যথোচিত শোভিত হইল ;
ক্ষুব্ধ-দেহ লুব্ধ-মনে, অনিমিষ দুনয়নে,
মেঘ-পানে চাহিয়ে রহিল।

রাধিকা। (সখীগণের প্রতি—সুরে)
আয় আয় সজনি, একবার দেখ্ সজনি,
সত্বর এ'সে এখনি ; অসাধনে চিন্তামণি,
বুঝি বিধি দিল আনি, দুঃখিনীদের সয় জানি।

রাগিণী—ললিত, তাল—আড়া।

আয় আয়, দেখ দেখি গো সবে, এই সে,
মোরা যার উদ্দেশে বনে এসে, দুখের সাগরে ভেসে,
—দেখিলাম সই যে সকল।
ঐ দেখ, সে আমাদের ভালবেসে,
সে যে আপনি এ'সে দেখা দিল।
এ যে বড় ভাগ্যোদয়,—
সে যে নিঠুর হয়েছে সদয়,
মোদের জুড়াইতে তাপিত হৃদয় বৃন্দাবনে উদয় হ'ল,
শুন গো প্রাণ-সজনি, আজ বুঝি গত-রজনী,
হ'বে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল।

তাল—একতালা।

বহুদিনে অরি করি' পরাজয়,
ঘরে এল হরি হ'য়ে গো বিজয়।
সহচরীচয়, শুভ পরিচয়,
কর ব'লে সবে 'হরি জয় জয়' ॥
হৃদয়ে করিয়ে কুঙ্কুম-লেপন,
মুক্তাহার তাহে দিব আলিপন,
পয়োধরে করি' ঘটের স্থাপন,
আম্রশাখা হবে বঁধুর কর-কিশলয় ॥

তাল—আড়া।

হৃদাসনে বসাইয়ে, নয়ন-জলে চরণ ধু'য়ে,
দিব কেশে মুছাইয়ে, হেরিব মুখ-কমল।

তাল—একতালা।

কিবা দলিত-কজ্জল-কলিত উজ্জ্বল,
সজল-জলদ-শ্যামল-সুন্দর।
যেন বকালী-সহিত, ইন্দ্রধনু-যুত,
তড়িত-জড়িত নব জলধর॥
স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে,
মনে হয় যেন বকপাঁতি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনী কান্তি ধরে পীতাম্বর॥

তাল—আড়া।

আমরা গোপিকা যত, তৃষিত চাতকীর মত,
চেয়ে আছি বঁধুর পথ, তাইতে নীলামৃত দিতে এল।
(কৃষ্ণ-ভ্রমে মেঘের প্রতি—সুরে)
এস এস গোপীর জীবন, দেও গোপীগণে জীবন,
মনে প'ড়েছে বুঝি বন, এস দে'খে জুড়াই জীবন।
ওষ্ঠাগত হ'য়েও জীবন, কেবল দে'খব ব'লে যায় নাই জীবন,
—ওহে গোপীজীবন!

রাগিণী—ভৈরবী, তাল—একতালা।

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়া'য়ে ওখানে?—এস হে,—
একবার নিকুঞ্জ-কাননে কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে,
জা'নবে সবে কত দুঃখে রক্ষে ক'রেছে জীবন॥
ভাল ভাল বঁধু ভাল ত আছিলে?
ভাল সময় আসি ভালই দেখা দিলে;—
আর ক্ষণেক পরে সখা, দিতে যদি দেখা,—দেখা হ'ত না,—
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ॥

আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি ;
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
—কমলিনীগণের একই দিনমণি ;
নেত্র-পলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা সাজে কি হে তাকে,
বঁধু ! যা হোক্ দেখা হ'ল, দুখ দূরে গেল,—যাক্ হে,—
এখন গত কথার আর নাই প্রয়োজন ॥
আমার হৃদ্‌কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ,
তিল-আধ ব'স, ব'স হে শ্রীপদ !
না সেবিয়ে পদ, হ'ল যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ ;
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হ'বে পদদ্বয় ;
বঁধু, কোটি শশী শীতল হ'তে সুশীতল, তোমার পদতল,
একবার পরশেতে শীতল হইবে এখন ॥
(কোন উত্তর না পাইয়া)

রাগিণী—সুরট-যোগিয়া, তাল—আড়া।

এই যে নব ভাব সব দেখা'লে শ্রীবৃন্দাবনে।
বঁধু ! মান ক'রে কি মৌনী হ'য়ে দাঁড়া'য়ে র'লে ওখানে ॥

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে,—
—অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয়।
—দাঁড়াও হে দুঃখিনীর বঁধু !—
ও হে যে যার শরণ লয়,
নিঠুর বঁধু ! বল তারে কি বধিতে হয় হে ?

তাল—পোস্তা।

হেথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে।
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মত,
কাঁ'দলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে ?

তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে,
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে,—তাই হ'বে ;
বঁধু, যেথা যে না থাকে, তাকে আর কোথা কে,
ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে ?

তাল—লোভা।

তুমি যেও যথা সুখ পাও,
অভাগিনীর ছুটো মুখের কথা শু'নে যাও।

তাল—পোস্তা।

বঁধু, মোরা ম'রে যাই, তায় ক্ষতি নাই, তোমার প্রেমেতে কলঙ্ক হ'বে।
বলি শুন হে কেশব, ব'ল্‌বে লোকে সব,
প্রেম ক'রে ম'ল গোপিকা সবে ॥
আর এক ছুখ শুন হে কই তবে,
অকৈতব-ভাবে ঘটা'লে কৈতবে,—এই হ'বে,
বঁধু জম্বুনদ-হেম সম যেই প্রেম,
হেন প্রেমের নাম আর কেও না ল'বে ॥

তাল—লোভা।

আমরা মরিলে না দে'খ্‌ব তা'ও,
ছুখের সময় ছুটো মুখের কথা ব'লে যাও।

তাল—পোস্তা।

দাসীর এই নিবেদন, মনের বেদন, ওহে বংশীবাদন !
বঁধু ! আমরা কুলনারী, কিঙ্করী তোমারি,
সইতে নারি দারুণ বিরহ-বেদন ॥
হ'য়েছিল যখন সে মথুরায় আসা,
ব'লেছিলে তখন হ'বে ত্বরায় আসা,—শ্যাম হে !—
মোদের আশা-পাশ দিয়ে, গিয়েছ বাঁধিয়ে,
নিরাশ্বাস দিয়ে কর হে ছেদন ॥

তাল—লোভা।

একবার বিধুবদন তু'লে চাও,—
—(জন্মের মত দে'খে লই হে)—
গোপীগণের প্রেমের মরণ দে'খে যাও হে
—(ওহে গোপীগণের বঁধু)—

(শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা)

সখীগণ। (শশব্যস্তে ও সকাতরে)

রাগিণী—আলাইয়া, তাল—রূপক।

ও তোর চরণ ধরিয়ে বলি, প্যারি! ধৈর্য্য ধর।
—নয়ন মেল, মোদের বচন ধর॥
ও ত নয় তোর গিরিধর, চেয়ে দেখ্ ঐ বারিধর,
মরি! দুটী নয়ন-ধারায় ধরা ভাসাস্ নে গো ধনি,-
—হে'রে নবীন ধারাধর॥

তাল—খয়রা।

রাই গো, অঙ্গের অম্বর, সম্বর সম্বর,
ও তুই বাঁ'চ্‌লে পাবি তোর সে পীতাম্বর।
বলি শুন বিনোদিনি, গেছে এত দিনই—রাধে,
কেন উন্মাদিনী হ'য়ে ত্যজিবি কলেবর?
—ও সে বঁধুর লাগি—
—কেন মেঘ দে'খে রাই এমন হ'লি,
—কাল মেঘ বুঝি তোর কাল হইল—
—তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলাম—
—বুঝি বনে এনে তোরে হারাইলাম—
—আগে জা'ন্‌লে বনে আ'ন্‌তাম না গো—
এম্‌নি ক'রে যদি পরাণ ত্যজিবি,
পেতে প্রেমের হাট কি আপনি ঘুচা'বি,
ব্রজে তব শোকানলে, মরিবে সকলে,—রাধে,
কথা শুন্‌লে কি আর সেথা বাঁ'চ্‌বে নটবর॥
—ও তোর মরণ-কথা গো ধনি—
—তুই বাঁচিলে তোর বঁধু পা'বি—
—আবার শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়া'বি—
—যদি শ্যাম-বিরহে রাই, প্রাণ হারা'বি,
ও তোর সাধের বঁধু কারে দিয়ে যা'বি—
—তাই বলি, বলি রাই! গা তোল্ গো ধনি!—

তাল—রূপক।

কেন অধৈর্য্য হইলি গো রাধে!—
ও তুই হ'য়ে ধৈর্য্যের ধরাধর।

রাগিণী—ঝিঁঝিট।

ললিতা। হায় হায়! বিশাখে! ধনীর একি ধারা দেখি;
মূর্চ্ছাগত হ'ল কেন জলধর দেখি?
শুন গো বিশাখে, সবে কর সুমন্ত্রণা;
যাহাতে রাধার শীঘ্র ঘুচে এ যন্ত্রণা।

বিশাখা। শুন গো ললিতে, তবে যে উপায় করি,
রাধার শ্রবণে আমি চেতন-মন্ত্র পড়ি।
তোম্‌রা রাইকে ঘি'রে কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন,
দেখিবে এখনি ধনী পাইবে চেতন।

তাল—রূপক।

সকলে। রাধে! একবার নয়ন মেল বিনোদিনি!
দেখ দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি।

রাধিকা। (প্রাপ্ত-চেতনা ও রূপমুঞ্জরীর ক্রোড়ে
শয়ানা, চকিত নয়নে সখীগণের প্রতি)

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

এখানে বসিয়ে তোম্‌রা কে গো বল দেখি?

সখীগণ। এ কি সুধাও সুধামুখি! আম্‌রা তব সখী,—গো।
—(রাই কি চিন না চিন না)—

রাধিকা। তোমাদের কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি?

সখীগণ। এ কি বল! তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী,—গো।
—(রাই কি ভু'লেছ ভু'লেছ!—আপনা চিনিতে নার)—

রাধিকা। কোন্ রাধা হই আমি, বল সখীগণ।

সখীগণ। বৃষভানু-সুতা তুমি, মোদের প্রধান,—গো।
—(তা কি জান না জান না!)—

রাধিকা। তবে বল দেখি সখি, এ'সেছি কোন স্থানে?

সখীগণ। ভু'লেছ কি বিধুমুখি! এ'সেছ কাননে,—গো।
—(তা কি মনে নাই মনে নাই!)—

রাধিকা। রাজকন্যা হ'য়ে আমি কি জন্যে বা বনে?

সখীগণ। কৃষ্ণহারা হ'য়ে বনে এলে অন্বেষণে,—গো।
—(সে কথা কি ভু'লেছ রাই!)—

রাধিকা। কোথা গেছে প্রাণনাথ আমাকে ছাড়িয়ে?
—(হায় হায়! কি কহিলি গো)—

সখীগণ। মথুরাতে নিয়ে গেছে অক্রূর হরিয়ে,—গো।

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

রাধিকা। হায় হায়! কি শুনা'লি কি শুনা'লি গো প্রাণ-আলি!—
—আমার বনমালী বুঝি ব্রজেতে নাই!
—(কি প্রমাদের কথা)—(আমার মরমে বেদনা দিলি)
—(আমার নিবান আগুন জ্বালাইলি)—
তবে প্রাণনাথ বিনে, কেন এতদিনে,
বজ্র-বুকীর প্রাণ বাহির হয় নাই!
—(প্রাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন হ'ল)—
আমি ম'রেছিলাম, সে ত বেঁচেছিলাম, আলি!
তোরা সখি আলি, কেন হেথা এলি;
কেন গো বাঁচা'লি, বাঁচা'লি রাই?
—(যদি প্রাণনাথ আমায় ছেড়ে গেল,
আমার বাঁচন হ'তে মরণ ভাল!)—

(পুনরায় মূর্চ্ছা এবং গোপীগণের বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া)

* * * *

চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। (সাশ্চর্য্যে)—
ও মা! এ কি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে!—
হায় হায়! একি বিপদ হেরি বিপিনে!
এ সব কনক পুতলী, পড়িয়াছে ঢলি,
বিপিন-বিহারী শ্রীহরি বিনে।
গজোৎথাতে যেমন কমলকানন,
মহাবাতে যেমন হেম-রম্ভা-বন;
আহা! সেই দশা দেখি হ'ল সম্ভাবন,
গোকুলের কুল-যুবতীগণে।
—(হায়! কেন বা আজ এমন হ'ল—কাননের মাঝে)—
হায় হায়! কেন আচম্বিতে, ত্যজিয়ে সম্বিতে,
এ সব বনিতে আছে প'ড়ে অবনীতে;
—(এদের ভাব যে বুঝিতে নারি)—
হে'রে বিপরীতে, ধৈরয ধরিতে,
নাহি পারি চিতে, হ'ল কি মরিতে;
সহসা কি দশা হ'ল সবাকার,
সবাকার যেন দেখি শবাকার;

হায় হায়! প্রতীকার করে কেবা কার?
সে বাঁকার বুঝি এই ছিল মনে।
দেখি কলাবতীগণ হ'য়েছে বিকলা,
অবিকলা যেন কলানিধির কলা,
সহজে সরলা গোপকুলবালা,
পশ্চাৎ না গণি ঘটায়েছে জ্বালা;
কুটিল কালার প্রেম-ফুল-বনে,
বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ ছিল তা না জেনে,
কুসুমের লোভে পশিয়ে সে বনে,
ভুজঙ্গ-দংশনে ম'ল কি প্রাণে।
মরি! যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী,
যার সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী;
যার স্থানে ব্রজ-যুবতী-সংহতি,
শিক্ষা করে কলাবিলাস-সন্ততি;
যে রমণী রমণীর শিরোমণি,
শ্যাম-গুণমণির হিয়ার হৈমমণি, (১)
হায়! সে রমণীর দশা দেখিয়ে এমনি,
—কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধরে বা প্রাণে!

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

হায় গো! যে ধনী আছিল শ্যামের হিয়ার হার,
—(বঁধুর হিয়ার ধন আজ ধূলায় প'ড়ে গো)—
মরি মরি! হরি-হারা হ'য়ে হেন দশা কি তাহার!
হায় গো! কষিত কনক জিনি' তনু-কান্তি ছিল;
—(সোণার বরণ কাল হ'ল গো,—কাল ভেবে)—
হেম-কমলিনী কেন মলিনী হইল!
হায় গো! কোটি চন্দ্র জিনি' ধনীর মুখ-চন্দ্র শোভা;
—(দশা দে'খে কি পরাণে মানে গো,—বিনোদিনীর)—
সেই মুখ-চন্দ্র আজি দেখি হত-প্রভা!
হায় গো! নাটুয়া খঞ্জন জিনি নয়ন চঞ্চল,
—(এনা-নয়ন মনমোহনের মন-মোহ গো)—
সে নেত্র-যুগল দেখি হ'য়েছে অচল!

(১) 'মরি! যে রাধার রূপ……হৈমমণি'—এই ছয় ছত্র রূপান্তরিত ভাবে চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে গৃহীত।

হায় গো! অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি;
—(চরণ কমল হ'তেও সুকোমল গো)—
আলতা পরা'ত বঁধু কতই বাখানি!
হায় গো! এ কোমল চরণে যখন চলিত হাটিয়ে;
—(বঁধুর দরশন লাগি গো,—অনুরাগে)—
হেন বাঞ্ছা হ'ত তখন পাতিয়ে দি' হিয়ে।

* * * * * *

চন্দ্রা। ওগো রাধে চন্দ্রাননে! আ'ন্‌তে নব-ঘন-শ্যামে
যাই তবে মথুরা-ধামে।

রাগিণী—বেলড়, তাল—খয়রা।

তবে যাই রাই যাই মথুরা-নগরে,
আ'ন্‌তে তোমার বিনোদ-নাগরে।
যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
দে'খ্‌ব অন্বেষণ ক'রে॥
যেখানেতে পা'ব, লম্পট মাধব,
রাধে যেয়ে এনে যে দিব,
আমি চ'ল্‌লাম এ প্রতিজ্ঞা ক'রে॥
তবে তোর আর ভাবনা কিসে,
রাধে! প্রেমময়ি! ভাবনা কি? সে—
—ব'সে আছে তোর চরণ ধ'রে॥
একবার হেসে কথা কও গো রাই!
অনেক দিন তোর শশিমুখের হাসি দেখি নাই;
বলি বলি, যাত্রাকালে,—
তোর হাসি-বদনখানি দে'খে যাই পুরে॥
তবে যাই রাই যাই—

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্যমুখে) তবে এখন যাও চন্দ্রে!

চন্দ্রা। তবে চ'ল্‌লাম। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

রাধিকা। চন্দ্রে! ফি'রে এলে কেন?

চন্দ্রা। রাই, ফি'র্‌বার কারণ আছে।
—একটি কথা মনে প'ল, তা'তে ফি'রে আ'স্‌তে হ'ল;
দিয়েছিল দাস-খত, স্বহস্তের দস্তখত,
আছে ত রাই হস্তগত প্রশস্তমত?

দে দেখি সে খতখান মোরে,
যদি যেতেই হ'ল সে মধুপুরে,
তবে ল'য়ে যাই তা'ই হস্তে ক'রে।

রাধিকা। খত নিয়ে কি ক'র্‌বি চন্দ্রে ?

চন্দ্রা। রাই ! খত নিয়ে এই ক'র্‌ব,—
—ব'ল্‌ব আগে রীতিমত, তাতে যদি না হয় রত,
দেখা'য়ে এই দাস-খত বাঁধ্‌ব আপন-জোরে ;
লোকে যদি সুধায় মোরে, কেন বাঁধ রাজার করে,
তখন আমি ব'ল্‌ব গরব ক'রে,
ব'ল্‌ব আমাদের আমাদের আমাদের রাজার—
খতের খাতক নিলাম ধ'রে।
—(তারে মোদের ভয় কি ? রাজা হোক্ না কেন,—
—সে মথুরার রাজা হোক্ না কেন,—
সে'ত আমাদের প্রাণবল্লভ বটে)—

রাধিকা। তবে চন্দ্রে ! এই খত নেও। (খত অর্পণ)
(চন্দ্রাদূতীর হস্ত ধরিয়া)—

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যা'বে মথুরা,
আনিতে মোর পরাণ-বল্লভে।
আমার শপথ লাগে, বলি সখি তোমার আগে,
মোর এই কথাটী রাখিবে ॥
বেঁধো না তার কোমল করে, ভৎর্সনা ক'রো না তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুঃখ।
আহা ! যখন তারে মন্দ ক'বে, চন্দ্রমুখ মলিন হ'বে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক ॥

* * * * * *

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

কৃষ্ণ। চন্দ্রা-সখি বল বল, বৃন্দাবনের সুমঙ্গল,
কুশলে তো আছে বন্ধুগণ ?
পিতা নন্দ মহাশয়, পরম করুণাময়,
কিরূপে বা রেখেছেন জীবন ॥
মাতা মোর যশোমতী, যেন স্নেহ মূর্ত্তিমতী,
মন বেঁধে আছেন কি মতে ?

না দেখিয়ে এক ক্ষণ, বৎসহারা ধেনু যেন,
কাঁদিয়ে ফিরিতেন পথে পথে॥
কেমন আছে সখাগণ, যাদের সনে গোচারণ,
করিতাম কানন-মাঝে সুখে।
মরি! তাদের কতই প্রীতি, ছিল যে আমার প্রতি,
খেয়ে ফল দিত মোর মুখে॥
যত ব্রজ-গোপ-রামা, আমার পরাণ-সমা,
কেমন আছে আমা-হারা হ'য়ে?
কেমন আছে শ্রীরাধিকা, সে যে মোর প্রাণাধিকা,
হিয়ার হেম-হার কোথা প্রিয়ে?

চন্দ্রা। বৃথা কথায় প্রয়োজন কি?

রাগিণী—সিন্ধুভৈরবী, তাল—একতালা।

বলি থাক্, ও সে সব কথা থাক্,
ও সে সুখে থাক্, কিম্বা দুখে থাক্,
বেঁচে থাক্, থাক্ বা না থাক্,
তার কথায় আর কায কি।
তুমি ত শ্যাম সুখে আছ পেয়ে পরের রাজকী॥
চাতকিনী বারি বিনে, পিপাসায় মরিলেও প্রাণে,
চেয়ে থাকে মেঘেরই পানে,—
সে তাহাকে বধে প্রাণে শিরে পেড়ে বাজ কি॥
তু'লো না অবলার কথা, তার কথা কি বলার কথা,
কথায় কথায় বা'ড়্‌লে কথা, শু'ন্‌তে হয় দু কথা।
সুখীর কাছে দুঃখীর কথা, কহিলে লাগে বা কোথা,
র'য়েছ ভু'লে যে কথা, কি ফল তু'লে সে কথা,
এ যে কথা কথারই কথা,—
দে'খে আমায় ব্রজের কথা মনে প'ল আজ কি॥
যে গেছে সব তারই গেছে, কুল গেছে মান গেছে,
রূপ গেছে লাবণ্য গেছে, প্রাণ যেতে ব'সেছে,
তায় তোমার কি ব'য়ে গেছে, আরো বিষয় বেড়েছে,
পাঁচ পদে যে ব্যাপার করে, এক পদে যদি সে হারে,
হানি কি সে জানিতে পারে,
সে কথা সুধাই তোমারে বল রসরাজ কি॥

ছিল ধেনু গোপের পাড়া, এথা কত হাতী ঘোড়া,
সেখানে পরিতে ধড়া, এথা জামা জোড়া,
রাই-পদে লোটান মাথায় পাগ্‌ড়ি বেঁধেছ তেড়া,
ছিলে নন্দের ধেনুর রাখাল—
—তার পরে রাই-রাজার কোটাল ;
এথা এ'সে হ'য়েছ ভূপাল,—
তাই বলি কপালীর কপাল, উচিত কথায় লাজ কি ॥

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! তুমি আর আমায় বঞ্চনা ক'রো না। আমার আনন্দ-ধাম ব্রজধামের প্রিয়জনবর্গ কে কেমন আছে, তাই বল।

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

চন্দ্রা। শুন নিঠুর বিদগ্ধ, বন যেন দাবদগ্ধ,—হে
মুগ্ধপ্রায় পশু-পক্ষিগণ।
—(তোমার বিরহেতে হে)—
শিশু আদি বৃদ্ধ যুবা, খেদান্বিত হ'য়ে কে বা,—হে
দিবানিশি না করে রোদন ॥
—(দুখ আর ব'ল্‌ব বা কত হে, ব্রজবাসিগণের)—
তব পিতা নন্দরাজে, না যান জন-সমাজে,—হে
গৃহ-মাঝে থাকেন অন্ধপ্রায় হে।
—(তোমায় হারা হ'য়ে হে)—
শোকেতে তব জননী, করে ক'রে ক্ষীর ননী,
'খা নীলমণি' ব'লে মূর্চ্ছা যায় হে॥
—(রাণী প্রবোধ মানে না হে,—তব মুখ না হেরিয়ে)—
শুন সখাগণ-তত্ত্ব, সবে যেন উনমত্ত,—হে
—(কানাই কানাই ব'লে হে)—
* * * * *
না শু'নে তোমার বেণু, কাননে চরে না ধেনু,
রেণু খেয়ে রেখেছে জীবনে ॥
—(আছে ধরায় প'ড়ে হে,—উঠিতে শকতি নাই)—
অনুগত গোপী যত, তা'দের দুখ আর ব'ল্‌ব কত,
ভাবে ধনী কখন জানি যায় হে।
সবে আহার নিদ্রা উপেখিয়ে, রাধা-মুখ নিরখিয়ে,
দিবানিশি কাঁদিয়ে বেড়ায় হে ॥

—(বড় বিপদে আছে হে,—বিধুমুখী রাইকে নিয়ে)—
সোণার ব্রজ ছারখার, দিবসেতে অন্ধকার,—হে
হাহাকার-ধ্বনি মাত্র শুনি।
—(সবাকার মুখে হে)—
যদি মনে ছিল এত, তবে প্রেম বাড়ান এত,
উচিত না ছিল গুণমণি ॥
—(সবার প্রাণ বধিতে হে,—ওহে নিঠুর নিরদয়)—

তাল—রূপক।

কৃষ্ণ। বল চন্দ্রে বল আমার শপথ লাগে,
রাধার কথা ব'লে আমায় বাঁচাও আগে।

রাগিণী—বাগেশ্রী, তাল—একতালা।

চন্দ্রা। শুধা শুধা সুধামুখী রাধার কথা সুধাও কি—
—আর ব্রজ-সুধাকর আমায়।
কইতে তার দুখ, মুখ হয় মূক,
মনে হ'লে রাধার বিধুমুখ—
বঁধু ব'ল্‌ব কি আর দুখে বুক ফেটে যায় ॥
হেম-কমলিনী হ'য়েছে মলিনী,
দিনমণি বিনে যেন কমলিনী,
সে যে নিরপরাধিনী, চিরপরাধিনী,
প্রেমে পরাধিনী—বঁধু হে,—
তবে কি অপরাধিনী হ'ল তব পায় ॥
দিবানিশি ধনীর কি আগুণ জ্বলে,
সে আগুন জলে গেলেও দ্বিগুন জ্বলে,
মরি ! মরি জ্ব'লে, মন জ্বলে প্রাণ জ্বলে,
ব'লে ভেসে যায় দুটী নয়নের জলে,
বিদ্যুত-লজ্জিতকৃত যে রূপসী—
সে রূপচ্ছেদক বিচ্ছেদরূপ অসি,
মরি ! কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশিরাশি-জিত যে শশী,—
হ'ল সে শশী অসিত চতুর্দ্দশীর প্রায় ॥

প্যারী হে'রে নিজ-করে, নখর-নিকরে,
ভেবে শশী করে আবরণ করে,
পুনঃ দেখি করতল, ভাবি শতদল,
এ কি হ'ল বলি দূরে ক্ষেপ করে,
তাতে হয় পুনঃ কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
ধনী মনে ভাবে ভ্রমর-ঝঙ্কার,
অম্‌নি করে উহু-রব, শুনে কুহু-রব,
তখন মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরায় প'ড়ে যায় ॥
যে ভাবেতে রেখে এলাম রাধিকায়,
এতক্ষণ বুঝি ত্যজেছে সে কায়,
হায়! বিধি নিরদয়, তোমার হৃদয়,
বজ্রে গ'ঠেছিল বধিতে কি তায়,
যার শ্বাসেতে না চলে কমলের আঁস,
বল তার আর বাঁচার কি বিশ্বাস,
সবে হ'য়েছে নিরাশ, প'ড়ে চারি পাশ,
নাহি কারও চেতন-প্রকাশ ;—
যদি দে'খ্‌তে থাকে আশ, চল হে ত্বরায় ॥

প্রস্তাবনা।

চন্দ্রা-মুখে ধনী কৃষ্ণ-আগমন শু'নে।
আনন্দে আনন্দ-বারি বহে দুনয়নে ॥
মনেতে উদয় হ'ল নানা ভাবোল্লাস।
অকস্মাৎ কুঞ্জ-দ্বারে দেখে পীতবাস ॥
গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-মতে স্বয়ং ভগবান্।
বৃন্দাবন ত্যজি এক পদ নাহি যান ॥
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ।
তার হেতু প্রোষিত ভর্ত্তৃকা-রসাস্বাদ ॥
স্ফুর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে।
তখনি ভাবেন কৃষ্ণ এলেন বৃন্দাবনে ॥
অদর্শনে ভাবে বুঝি গেছে মধুপুরী।
এইরূপে কত দিন কাটেন কিশোরী ॥
দন্তবক্র বধি হরি ব্রজেতে আসিয়ে।
বসন্তে করিল রাস গোপীগণ ল'য়ে ॥

নিকুঞ্জ-বন।

নিকুঞ্জে সখীগণ-সহ রাধিকা আসীন।

(চন্দ্রাদূতীর প্রবেশ)

রাধিকা। (চন্দ্রাকে দর্শনপূর্ব্বক শশব্যস্তে উঠিয়া,—সুরে)

তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই!
তুমি চন্দ্রে একা এলে, প্রাণনাথ কই ?

চন্দ্রা। রাধে ! প্রেমময়ি !—(সুরে)—

[illegible] ঘটা'তে পারি কৃপা হ'লে তোর ;
ঘটন ঘটা'তে কি অসাধ্য হয় মোর ?

তাল—রূপক।

ধৈর্য্য ধর গো রাই বিনোদিনি !
পা'বি এখনি তোর সে শ্যাম-গুণমণি।

(কুঞ্জ-দ্বারে কৃষ্ণ দণ্ডায়মান)

রাধিকা। (কৃষ্ণ-দর্শনপূর্ব্বক সখীগণের প্রতি)

রাগিণী—মনোহরসাহি, তাল—লোভা।

কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়া'য়ে ?
—(দেখ্ দেখি গো, ওগো ও বিশাখে !)
ও কি বারিধর, কি গিরিধর,
ও কি নবীন মেঘের উদয় হ'ল ;
—(দেখ্ দেখি গো, ওগো ও ললিতে !)—
না কি মদনমোহন ঘরে এল ?
ও কি ইন্দ্রধনু যায় দেখা,
—(নব জলধরের মাঝে)—
না কি চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা ?
ওকি বকশ্রেণী যায় চ'লে,
—(নিশ্চয় করিতে নারি গো)—
না কি মুক্তামালা গলে দোলে ?
ও কি সৌদামিনী মেঘের গায়,
—(দেখ্ দেখি গো, সহচরি)—
না কি পীতবসন দেখা যায় ?
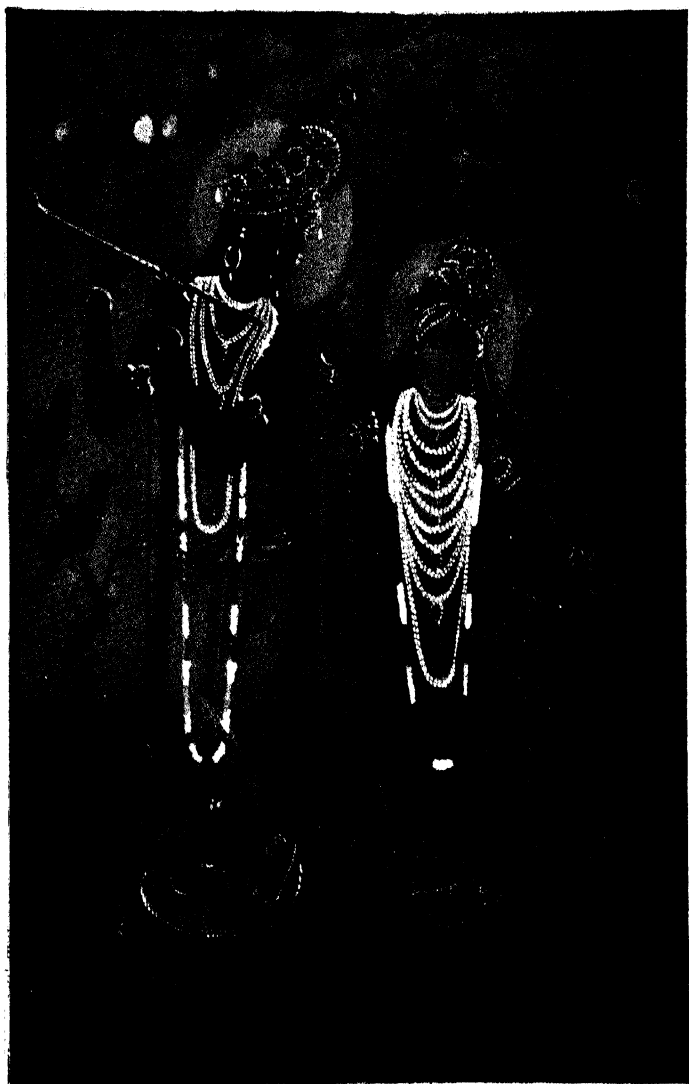
রাধাকৃষ্ণ।

ওকি মেঘের গর্জ্জন শুনি,
—(বল্ দেখি গো, ও সজনি !)—
না কি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ?

বিশাখা। (কৃষ্ণের প্রতি) ওহে প্রাণবল্লভ ! ওখানে দাঁড়া'য়ে কেন ?
(অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ-পূর্ব্বক)
এস এস প্রাণনাথ,—
এস ওহে রাধানাথ ! দাঁড়াও রাধা-সনে ;
মন নয়ন জুড়াই মোরা যুগল-দরশনে।
(রাধাকৃষ্ণ-যুগলমিলন)

রাগিণী—মুলতান, তাল—খয়রা।

সখীগণ।—ওগো দেখ্ সহচরি, যুগল-মাধুরী,
শ্যামের বামে প্যারী কিবা সেজেছে।
রূপে কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন,
আর কি এমন জগতে আছে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়া'ল ত্রিভঙ্গী,
দেখ না সঙ্গিনি রঙ্গিণীর কি ভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মি'লেছে ;—
দেখ, উভয়-উভয়াঙ্গে, হেলা'য়ে শ্রীঅঙ্গে,
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ ঝলক দিতেছে ॥
উভয়েরি নেত্র উভয়েরি আস্যে,
সুহাস্য প্রকাশ্য উভয়েরি আস্যে,
পীযূষে ঔদাস্য ক'রেছে ;—
হের তনুর সহিত তনুর মিলন,
মন-সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি কি মিলন হ'য়েছে :—
যেন, তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে,
সুধাপান ক'রে ম'জে র'য়েছে ॥
নব কাদম্বিনী-সহ সৌদামিনী,
জম্বুনদ-হেম, মরকত-মণি,
সবে এরূপে উপমা দিয়েছে :—
নব-ঘনঘটায় কি লাবণ্য-আভা,
সৌদামিনী সেও হয় ক্ষণপ্রভা,
কিরূপে এরূপে মি'লেছে।

সখি, হেম-মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা' কি হয় গণিত এ রূপের কাছে
মরি কিবা শ্যামরূপের মাধুর্য্য,
রাধারূপ তাহে মাধুর্য্যের ধুর্য্য,
হে'রে মন অধৈর্য্য হ'য়েছে ;
কোটি নেত্র যদি দিত জড় বিধি,
হেরিতাম ও রূপ ব'সে নিরবধি,
বিধি তায় অবিধি ক'রেছে ;—
যদি দিল দু-নয়ন, তাহে ক্ষণ-ক্ষণ,
পলক-মিলন ক'রে রেখেছে ॥

রঘুনাথ রায়ের গান।

রচনা-কাল ১৭৫০-১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় বর্দ্ধমান-চুপীগ্রামবাসী দেওয়ান ব্রজকিশোরের পুত্র। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কিরূপ অনুপমা মা মহেশ-মনোমোহিনী।
কলঙ্ক-রহিত পরিণত শত বিধু-নিন্দিত-বদনী ॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি রত্ন-ভূষণে ভূষণী।
মঞ্জীর চরণে বাজে রুণু ঝুণু মণি-মুকুতা-গাঁথনী ॥
দশকরা বিবিধাস্ত্রধরা সদলে দনুজ-বিনাশকরা।
পদ-ভরে কাঁপে ধরা দেব-দেবী দেয় জয়-ধ্বনি ॥
আদ্যা শক্তি তুমি ভগবতী কি জানি মা তব স্তুতি।
অকৃতি-কুমতি-অকিঞ্চন-প্রতি প্রসীদ বিশ্ব-জননি ॥

কে রণরঙ্গিণী যোগিনী-সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে।
পদতল নব প্রভাকর-কর
দশ সুধাকর শোভিছে নখরে ॥
কিবা জীমূতাঙ্গী-জ্যোতিঃ তমোহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ও পদে সঁপিছে অমরে ॥

কুন্তল-জাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল-ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করালবদনী.
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে ॥
দন্তে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক-নিঃস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন-উপরে ॥
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তী দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্য ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥

রাজা রামমোহনের গান।

History of Bengali Language & Literature পুস্তকের ৯৩৬-৯৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১)

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
কেন এত আশা তবে এত দ্বন্দ্ব কি কারণ ॥
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যারে এত কর স্নেহ,
ধূলি-সার হবে তার মস্তক চরণ ॥
যত্নে তৃণকাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ-নাশ না হয় বারণ ॥
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ ॥

(২)

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য এ দেহ মন জেনেও কি জান না ॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার মাস তিথি রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবারও ভাবিলে না ॥
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ॥

(৩)

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে ॥
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে,
পলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে ॥
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্ণিবার,
হস্ত-পদ-শিরঃ-কম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে ॥
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য মানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥

(৪)

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
যে অতীত-গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে ॥
ইচ্ছামাত্রে করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামাত্রে রাখে ইচ্ছামাত্রে করে নাশ,
সেই সত্য সেই মিত্র নিতান্ত জানিবে ॥

(৫)

কোথায় আনিলে আমায়,
আমায় কোথায় আনিলে।
আনিয়ে সাগর-মাঝে তরি ডুবালে ॥
নাহি দেখি পারাবার, চারিদিক্ অন্ধকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘুর্ণিত জলে ॥
কোথা রৈল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ-প্রিয়া রৈল কোথা বন্ধু সকলে ॥

(৬)

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল করো কার ॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার ॥
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার ॥
দেখি একি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার ॥

দেওয়ান রামদুলালের গান।

দেওয়ান রামদুলাল — ১৭৮৫-১৮৫১ খৃঃ।

ধনাশা জীবন-আশা গেল মা সকলি গেল।—(মা)
কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হল॥
ছিল না মা জল-পাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জল-পাত্র মাত্র হয় সম্পদ।
তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হৈল বাড়া,
(এখন) ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা, হয় সে ভাল॥
সমান-বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত কত কহিব।
আপনি পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে ভ্রান্তি রহিল॥

রাধামোহন সেনের সঙ্গীত-তরঙ্গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ইঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গবাসী-প্রেস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণন।

দেখ **বাঙ্গালী** সুন্দর-কান্তি বালা।
যোগিনীর বেশ গলে পুষ্প-মালা॥
কর দক্ষিণে পাণ্ডুর পদ্মফুল।
ধৃত সব্য-করে রুচির ত্রিশূল॥
রমণী-বদনে বিভূতি-প্রঘটা।
আর মস্তকে উষ্ণীষ-বদ্ধ জটা॥
পরিধান বাস কাষায় কেশরে।
ভুরূ-রো (১) মাঝে কস্তূরী বিন্দু পরে॥
ঘন চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গরাগ।
জাতি রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ণভাগ॥

---

(১) রো=রোম।

খরজ গৃহ-মধ্যে বিরাজে ধনী।
স্বর-স্বশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
দিবসের শেষ যামেতে বিধান।
কবি সেন-বিরচিত ছন্দোগান॥

মালকোশ।

প্রভু নীলকণ্ঠ নিজ-কণ্ঠ-ভাগে।
তথা সৃষ্টি কৈলা মালকোশ রাগে॥
করধৃত-যষ্টি কৃত পুষ্পবন্ধে।
ছুটে ভৃঙ্গবৃন্দ সুগন্ধের ধন্ধে॥
রূপের প্রভাবে করিছে উজালা।
গলে শোভে মুক্তাশ্রেণী মুণ্ড-মালা॥
ভাবজ্ঞ রসজ্ঞ প্রপঞ্চ বীরত্ব।
সদা যৌবনীয় মদেতে প্রমত্ত॥
শরীরের শোভা করে সন্নহনে।
অনঙ্গ-প্রসঙ্গ নারীবর্গ-সনে॥
খরজ গৃহে সম্পূরণ জাতিতে।
স্বরশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নিতে॥
হেমন্ত ঋতুতে নিশা-শেষভাগে।
বিধান প্রমাণে গাবে পূর্ণরাগে॥

গৌরী।

কোমল শরীর গৌরী সিত বসনাঙ্গে।
কত শত মনমথ মথন অপাঙ্গে॥
অধরে অরুণ-ভাতি বিমল স্বরঙ্গে।
ভুরু মনসিজ-ধনু নয়ন-কুরঙ্গে॥
শ্যামল-বরণ মুখ তুল বিধু-সঙ্গে।
নেহারি বিনোদ বেণী তাপিত ভুজঙ্গে।
নিরখি নিরখি উরু সুগুরু আতঙ্গে।
নিবিড় কানন-মাঝে পশিল মাতঙ্গে॥
রসাল মুকুল-শোভা বালাশ্রুতি-ভঙ্গে।
নাসার বলনে লাজ পাইল বিহঙ্গে॥
মধু-পানে মাতি ধনী মধুর প্রসঙ্গে।
রজনীর মুখে গান গায় নানা রঙ্গে॥
ওড়ো খরজের গৃহ সঙ্গীত-তরঙ্গে।
গাঁথনি সা-গ-ম-ধ-নি স্বরশ্রেণী অঙ্গে।

বসন্ত।

নব দুর্ব্বাদল জিনি বর্ণ-ঘটা।
কলা পূর্ণ ভাবে মুখচন্দ্র-ছটা॥
শিখিপুচ্ছ-শিরস্ত্রাণ সুপ্রকাশে।
শরীরের শোভা করে রক্তবাসে॥
নানা পুষ্পময় কৃত মাল্য গলে।
উনমত্ততা যৌবন-মত্ত-বলে॥
কর দক্ষিণে আম্রের মঞ্জুল রে।
পূগ কর্পূর তাম্বূল সব্য করে॥
তাল বাদ্য সমন্বিত নৃত্য গান।
এ বসন্ত রাগিণীর বিদ্যমান॥
সখী-সঙ্গে বরাঙ্গণা রঙ্গ সাজে।
দৃমিদং দৃমিদং সুমৃদঙ্গ বাজে॥
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিক্কক ধেই।
থাথাথুং থকুথুং থকুথুং থকু থেই॥
মধু মন্দিরা ঠিঙ্গিনি ঠিন্নি গাজে।
ঝননং ঝননং জগঝম্প ঝাঁজে॥
তাধিয়া তাধিয়া পদ-নৃত্য-ভরে।
মধুর ধ্বনি রঞ্জিত বংশী-স্বরে॥
রণ রঙ্কণ রঙ্কণ মঞ্জু পাদ।
বীণা-নিকণে নিকণে আদ্য নাদ॥
জাতি-সম্পূরণ-রীতি মধ্যে গণি।
সুর-সুশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
খরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে।
মুনি-উক্ত গান দিবা দ্বিপ্রহরে॥
শিশিরান্ত ঋতু-মতে ধার্য্য পাবে।
সুবসন্ত ঋতু সদা নিত্য গাবে॥

গোপাল উড়ে।

বিশেষ বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৭৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কে করেছে এমন সর্ব্বনাশ,
হলো অরাজকে বাস।
আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায়,
জ্বলি বারোমাস॥
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে,
পাতা ছিঁড়ে ডাঁটা-সার করেছে,
পাঁপড়ি গুলো মুচড়ে দেছে,
যার যে অভিলাষ॥

(২)

পরজ—একতালা।

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার।
ফুলে নাই সে বাহার॥
কেউ গেছে কুঁড়িতে মজে,
কেউ হয়েছে বোঁটা-সার॥
ডাকে না কেউ আদর ক'রে,
যদি বেচি ধারে-ধোরে,
পয়সা দিতে ঝগড়া করে,
যাচ্‌লে নেয় না পুনর্ব্বার॥

(৩)

আড়খেম্‌টা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার,
চারদিকে মালঞ্চে ঘেরা।
ভ্রমরেতে গুণগুণ করে,
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥
ভ্রমরা ভ্রমরীসনে, আনন্দিত কুসুম-বনে,
আমার ঐ ফুলবাগানে,
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া॥

(৪)

আড়খেম্‌টা।

এস যাদু আমার বাড়ী,
তোমায় দিব ভাল বাসা।
যে আশায় এসেছ যাদু পূর্ণ হবে মন-আশা॥
আমার নাম হীরে মালিনী,
কড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
করি রাজ-মহলে যাওয়া-আসা॥

(৫)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

সোহাগের হার গাঁথা আমার,—
এত ফুল গাঁথা নয় মাসি।
ছল ক'রে মন বুঝবো,—
কেমন রসিকা সে রূপসী॥
কষ্টি হলে জানা যায়, সোণার কস লাগে তায়,
ভেড়ার শৃঙ্গে হীরার ধার কতক্ষণ রয়,
তাই ভাবি আমি আগে, পাছে কিছু হয়,
বিচ্ছেদ হলে জানা যায়, ভাল-বাসা-বাসি॥

(৬)

খেম্‌টা।

এমন সাধ্য আছে কার।
সাগর ছেঁচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার॥
অজাগরের নিদ্রা যেমন,
তোমার তেমনি পণাপণ,
অপার নদী সাঁতরে যেন হতে চাও লো পার॥

(৭)

বারোঙা—ঠুংরী।

অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে, আজ কেন হে প্রিয়ে।
আঁখি-রবি প্রকাশিত, মুখ-কমল মুদিত,
শশী যেন রাহুগ্রস্ত, আছ বসিয়ে॥
ক্ষুধিত চকোরে, বঞ্চনা ক'রে,
আছ ধনি মান-ভরে, সুধা নাহি বরষিয়ে॥

(৮)

আড়খেম্‌টা।

প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে,
তোরে হেরে অঙ্গ জ্বলে।
মানে মানে যা মালিনি,
অপমান হবি শেষ কালে॥
শিবপূজা সাঙ্গ হল,
এখন কি তোর ঘুম ভাঙ্গিল,
রঙ্গ ভঙ্গ জানিস ভাল,
এক রকমে চিরকাল কাটালে॥

(৯)

জলদ তেতালা।

মালিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মিছে কান্না আর কাঁদিস্‌-নে,
জ্বালাস্‌-নে আমায়॥
মালিনি লো তোর জন্যে,
পূজা হয় না ফুল বিনে,
উপবাসী রাজকন্যে, মরে পিপাসায়॥

(১০)

কাওয়ালী।

গঞ্জনায় ভয় করো না বিধুমুখি।
যে যা বলে সয়ে থেকো,
হয়ে আমার দুঃখের দুঃখী॥
মাতঙ্গ পড়িলে দলে, পতঙ্গেতে কি না বলে,
কণ্টকেরি বনে গেলে, কাঁটা ফোঁটে পায়,—
তা ব'লে কি ফাঁকে ফাঁকে পদ্ম বাড়ান যায়,—
ডুবেছি না ডুবতে আছি,
পাতাল কত দূরে দেখি॥

(১১)

গা তোলরে নিশি অবসান।
বাঁশ-বনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপি শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান॥

আজকার মত আসি,
স্ব-স্থানেতে গেল শশী,
জাগিল সব প্রতিবাসী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান॥

(১২)

কাওয়ালী।

দুষ্টহাসি মিষ্টভাষী অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারী॥
নারীর চক্র বুঝা ভার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে প'ড়ে আছেন ত্রিপুরারি,—
মান ভাঙ্গিলেন ভগবান্ নারীর পায় ধরি॥
নারীর জন্যে কীচক ম'ল, রাবণ নির্ব্বংশ হ'ল,
আমি কি বুঝিব বল, নারীর ছল-চাতুরী॥

(১৩)

আড়া।

মান ত্যজ ও মানিনি যামিনী হলো আগত।
অনুগত জন-প্রতি বঞ্চনা করিবে কত॥
চেয়ে দেখ বিনোদিনি, অস্তগত দিনমণি,
সুধাংশু আসি আপনি, গগনেতে সমুদিত।
আরও দেখ চন্দ্রাননি, চাঁদে মত্ত চকোরিণী,
তাতে কোকিলের ধ্বনি,
শুনিয়ে হই প্রাণে হত॥

সহজিয়া সাহিত্য।

চণ্ডিদাসের কবিতায় সহজিয়াদের মত কতক প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও স্বরূপ প্রভৃতির নামে সহজিয়া-মত-সম্বলিত কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত আছে। আমরা ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের হস্তলিখিত এইরূপ বহুসংখ্যক পুস্তক পাইয়াছি। যে সকল বড় গ্রন্থকার ও সাধু ব্যক্তির প্রতি ঐ সকল পুস্তক আরোপ করা হইয়াছে, তাঁহারা সে গুলি লেখেন নাই বলিয়া অনেক বৈষ্ণব ঘোষণা করেন। এরূপ অবস্থায় আমরা সেগুলি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। এই সহজ-তত্ত্ব-প্রচারক গ্রন্থগুলির ভাষা ও ভাব অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত চণ্ডিদাসের গদ্য-রচনার নমুনা এই শ্রেণীর লেখা,—তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

জ্ঞানাদি-সাধনা।

সহজিয়া-সাহিত্য—১৭৫২ খৃঃ।

[গ্রন্থকারের নাম নাই; ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের (১১৫৮ বাংলা সনের) হস্ত-লিখিত পুথি হইতে নিম্ন-প্রদত্ত অংশ নকল করা গেল। এই পুস্তকে জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহা বৈজ্ঞানিক হিসাবে কতকটা প্রামাণিক, তাহা বলিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যে অশ্লীলতা ক্ষমার্হ, সাধারণ সাহিত্যে তাহা শোভন হইবে না, ভাবিয়া এই কৌতুহলপ্রদ বিবরণটির অনেকাংশ বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। এই পুস্তকের ভাষা দেখিয়া ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিরচিত বলিয়া মনে হয়।]

শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূতের সহিত আত্মা চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখায়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃহৎবৃন্দাবন সাধক শিক্ষক রূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিআছেন কি না দেখিআছেন তাহা বুঝিবার কারণ জিজ্ঞাসেন তুমার নাম কি। শিষ্যে কহেন আমি শ্রীগুরুর দাস। শ্রীগুরু কহেন তুমার শ্রীগুরু কে তাহা কহ। শিষ্যে কহেন আমার শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন তোমার শ্রীগুরু তোমাকে কি

দেখাইয়া তুমার শ্রীগুরু হৈয়াছেন। শিষ্যে কহেন আমার শ্রীগুরু আমারে দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সহিত নিত্য চৈতন্যরূপ আত্মা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আমাকে চৈতন্য করিয়া আমার শ্রীগুরু হইয়াছেন। শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন তুমি যখন জম্বুদ্বীপে অজ্ঞান স্বরূপে অন্ধকারে অন্ধ ছিলায় তখন তুমি তোমার দেহার মৈধ্যে আত্মা চৈতন্য ঈশ্বরকে না দেখিয়াছিলা তখন তুমার এই দেহা কথা হৈতে আসিলেন। শিষ্যে কহেন আমার এই দেহা মাতৃগর্ভে হৈতে জম্বুদ্বীপ পৃথিবীতে আসিয়াছেন। শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন তোমার এই দেহা মাতৃগর্ভের মৈধ্যে কি কি দ্রব্যে জন্মিল। (১) * * * * শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন সেই তণ্ডুল আদি কথা জন্মে। শিষ্যে কহেন সেই তণ্ডুলাদি ধান্যাদিত জন্মে। শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন সেই ধান্যাদি কথা জন্মে। শিষ্যে কহেন সেই ধান্যাদি গাছে জন্মে। শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন সেই ধান্যাদির গাছ কথা জন্মে। শিষ্যে কহেন সেই ধান্যাদির গাছ নিত্যবীজ একটী পৃথিবীতে রোপণ করিলে পরে পৃথিবী অপ্ তেজঃ বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূতের অংশ উঠিয়া সেই ধান্যাদির নিত্য বীজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই একটী ধান্যাদির অঙ্কুর জন্মিয়া অনেক গাছ জন্মিয়া সেই বস্ত গাছের মধ্যে ধান্যাদি জন্মে পরে সেই ধান্যাদিতে তণ্ডুলাদি জন্মে। * * * * * *।

অতএব বুঝিলাম অন্তজাত বালকের ঐ চতুর্দ্দশ কর্ম্মের (২) শ্রীগুরু স্থানে শিক্ষা নাই। পরে জম্বুদ্বীপাদির অনিত্যদেশের লোক সেই নিত্যদেশের নিত্যকর্ম্মাদি পাসরণ করাইয়া পরে অনিত্য জম্বুদীপের অনিত্য আহার আদি করাইয়া পরে অনিত্য লোকের অনিত্য ব্যবহারাদি শিক্ষা করাইয়া

---

(১) কি প্রকারে পিতা ও মাতার দেহে শোণিতাদি জাত হইয়া পুত্রের উৎপাদন করিল, তাহা বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পিতা-মাতার দেহের রক্ত-মাংস তণ্ডুলাদির সার হইতে কিরূপে জন্মে তাহা লিখিয়া গ্রন্থকার পরবর্ত্তী বিবরণ দিতেছেন।

(২) চতুর্দ্দশ কর্ম্ম যথা আহার, নিদ্রা প্রভৃতি। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "অন্তজাত বালকের শরীরে আছেন যদি ঈশ্বর না থাকিত তবে কি প্রকারে অন্তজাত বালকে শ্রীগুরু-শিক্ষা বিনেহ স্বভাবেতে ঐ আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি এই চাইর কর্ম্ম করে এবং অন্তজাত বালকে স্বভাবেতে ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ জ্ঞান করে এবং অন্তজাত বালকেতে স্বভাবেতে ঐ মুখেতে শব্দ করে এবং হস্তে দ্রব্যাদি ধারণ করে এবং পদেহ চলন করে।"

পরে অনিত্য বেদাদি শাস্ত্র (১) শিক্ষা করাএন। কিন্তু সেই অনিত্য বেদাদি শাস্ত্রে শুনিতে পাএ বৈকুণ্ঠ গোলক শ্রীবৃন্দাবনাদিতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদি আছেন তাঁহাকে পাইবার কারণ সেই অনিত্য জম্বুদ্বীপের শ্রীগুরু-স্থানে দীক্ষিত হইয়া পরমেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না দেখিয়া পাষাণাদি দিয়া প্রতিমাদি মূর্ত্তি গঠন করাইয়া পূজাদি করিয়া থাকেন এবং জম্বুদ্বীপের অনিত্য মায়াবাদী লোকের মুখের মায়ামন্ত্র বেদের অর্থ শুনিয়া আনন্দ পাইয়া জিজ্ঞাসা করেন অশ্বমেধাদি যাগ যজ্ঞ এবং গোদানাদি করিলে মরিয়া পরলোকে স্বর্গদ্বার যাবা। পরে সেই মায়াবাদী বৈদিক ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া অশ্বমেধাদি যাগ যজ্ঞ এবং গোদান আদি করে কিন্তু তুমি যে পরমাত্মারূপ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তুমাকে না চিনিয়া অনিত্য বেদের কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনর্ব্বার নানা যোনিতে প্রবেশ করিয়া গর্ভবাস-যন্ত্রণা এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা পাইয়া মহাদুঃখ পায়। (২) অতএব আমি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছি মায়ামোহে অনিত্য জম্বুদ্বীপের লোকে আপনার শরীরে যে আত্মা চৈতন্য ঈশ্বর আছেন তাহাকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া না চিনিয়া মহামায়াতে মত্ত হৈয়া পড়ে। পৃথিবী আদি পঞ্চভূতের যে অংশে ধান্যাদির বীজ উঠিয়া অনেক ধান্যাদি জন্মে পরে সেই ধান্যাদিতে চাউলাদি অন্নাদি জন্মিলে পরে সেই অন্নাদি ভোজন করিলে ক্রমে ক্রমে শরীরের মধ্যে শুক্রশোণিত বৃদ্ধি হইয়া পরে দশমাসে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ হৈলে শুক্রশোণিত একত্র হৈয়া ক্রমে ক্রমে দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত একটী শরীর জন্মে। পরে মাতা দশমাসে প্রসব করিলে পরে সেই বালকে রোদন করে তাহা দেখিয়া মায়াবাদী অন্যলোকে কহে তুমার পুত্র জন্মিয়াছে। পরে সেই মায়া-বাদীর কথা শুনিয়া আপনার পুত্র জানি প্রতিপালন করে। জম্বুদ্বীপের লোকেহ কেমন নির্ব্বোধ পৃথিবী আদি পঞ্চভূতের অংশে যে ধান্যাদির বীজ উঠিয়া ক্রমে ক্রমে শুক্রশোণিত জন্মে সেই ধান্যাদির বীজ আদিকে এবং ধান্যাদির বীজে জন্মিয়াছে যে শুক্রশোণিত কেহ আপনার পুত্র কহে না। কিন্তু মায়াবাদী জম্বুদ্বীপের লোকে কহে আমার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে যদি আপনার আপনার স্ত্রীর গর্ভেতে জন্মিলে ঐ আপনার পুত্র পৌত্রাদি বলি তবে কেনে পিতামাতা বর্ত্তমানে পুত্র

---

(১) অতি পরিস্কার ভাষায় গ্রন্থকার বেদ-নিন্দা করিতেছেন, সুতরাং এই সহজিয়া সম্প্রদায় যে পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজ-বহির্ভূত বৌদ্ধ-সমাজের অন্তর্গত তান্ত্রিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) শুধু বেদ-নিন্দা নহে, সমস্ত পূজা-অর্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিও এই গ্রন্থে নিন্দিত হইয়াছে।

পৌত্রাদি মরিয়া যায় অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম মায়াময় জম্বুদ্বীপে জন্মিলে মায়াবাদী লোকের কথা শুনিয়া তুমাকে পাসরিয়া পুনঃ পুনর্ব্বার গর্ভ-যন্ত্রণা হবে। আরবার সেই গর্ভের মধ্যে মায়াতীত পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বর সেই গর্ভের জীবাত্মাকে কহেন এখন তুমি মায়াময় জম্বুদ্বীপে প্রসব হইয়া আমার ভজনাদি কর তবেই জীবন্মুক্ত আর গর্ভবাস জন্ম মরণাদি আর হবে না। আরবার জীবাত্মা জিজ্ঞাসেন সেই মায়াময় জম্বুদ্বীপের মায়াবাদী বৈদিক ব্রাহ্মণ আদির কথা শুনিয়া তুমাকেহ পাসরিব তাহার উপায় কহ। পরে পরম আত্মা কহেন সেই মায়াময় জম্বুদ্বীপেহ আমার নিত্য স্থানের নিত্য প্রিয় ভক্ত আছেন তাহার আর জন্ম মরণ পাপ পুণ্যাদি নাই তুমি সেই জম্বুদ্বীপে জন্মিয়া আমার নিত্য ভক্তের দর্শন করিয়া তাহানকেও তুমি ভক্তি করিলে আমার ভক্ত তুমাকে তুষ্ট হইয়া তুমার আপনার শরীরের মধ্যে নিত্য চৈতন্যরূপ আত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইবেন এবং আর আর ভক্তগণের সহিত প্রত্যক্ষ দেখাইবেন পরে তুমিহ আমার ভক্ত হইয়া জন্ম মরণাদি দূর করিয়া নিত্য রূপে নিত্য রসে বিরাজ করিবা। এই প্রকার পরমাত্মা পরমেশ্বর গর্ভের জীবকে শিক্ষা দিয়া অন্তর্দ্ধান হৈলেন। পরে দশমাস পূর্ণ হৈলে প্রসব-বায়ুতে প্রসব করাইলে পৃথিবীতে পতন হইয়া মহামায়াতে আবদ্ধ হইয়া আপনার আত্মাকে পাসরিয়া এবং পরম আত্মারূপ পরমেশ্বরকেহ পাসরিয়া জম্বুদ্বীপের মায়াবাদী বৈদিক ব্রাহ্মণ আদি লোকের মায়া-কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সেই কথা অভ্যাস করিয়া বাল্য পৌগণ্ড বয়সে যজ্ঞোপবীত হইলে বেদের মতে সন্ধ্যাদি করেন। পরে শ্রীগুরু-স্থানে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল পাবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া ঈশ্বরের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিয়া পূজা করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখেন না। কিন্তু সেই কর্ম্মিলোকের মধ্যে যদি ভাগ্যক্রমে কুনজন সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণর ভক্তের মুখের শ্রীভাগবত গীতার অর্থ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন শুনিয়াছি নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিকরাদির সঙ্গে নিত্য বিরাজ করেন তাহার আমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণাদিকে দেখি না এবং ধ্যানেতেহ প্রত্যক্ষ দেখি না অতএব আপনে আমাকে কৃপা করিয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদিকে পৃথক দেখাইয়া দেওন। শুনিয়া সাধু কহেন তুমি অন্ধকারে অন্ধ হৈয়াছ অতএব শ্রীরাধা কৃষ্ণাদিকে দেখ না। পরে অজ্ঞানী জীব কহেন আমার ঐ শরীর মাতৃগর্ভ হৈতে জন্মিয়াছে। সাধু জিজ্ঞাসেন তুমার মাতা পিতার শরীরে কি প্রকার শুক্রশোণিত জন্মিল। অজ্ঞানী জীবে কহে পিতা মাতা অন্নাদি আহার করিলে সেই অন্নাদি উদরের মধ্যে জঠর-অগ্নিতে পাক হৈয়া শুক্রশোণিত জন্মে। সাধু জিজ্ঞাসেন সেই অন্নাদি কি প্রকার জন্মে। অজ্ঞানী জীব

কহেন ধান্যাদির নিত্যবীজ পৃথিবীতে রোপণ করিলে পরে পৃথিবী অপ তেজঃ বায়ু ও আকাশের অংশে উঠিয়া ধান্যাদির বীজে প্রবেশ করিয়া ধান্যের গাছ জন্মিয়া পরে সেই গাছে ধান্যাদি জন্মে পরে সেই ধান্যাদিতে তণ্ডুলাদি জন্মিয়া পরে অন্নাদি জন্মে। পরে সেই অন্নাদি পিতা মাতা ভোজন করিলে উদরের মধ্যে জঠর-অগ্নিতে পাক হৈয়া শুক্রশোণিত জন্মে। পরে পিতামাতার সেই শুক্রশোণিত একত্র হইয়া মাতার গর্ভ হএ। পরে স্বভাবেতে ঐ মাতৃগর্ভের মধ্যে সকল শরীর জন্মিলে পরে দশমাসে মাতা আমার ঐ শরীর প্রসব করিয়াছেন। আরবার সাধু জিজ্ঞাসেন তুমার ঐ শরীরে কটি ইন্দ্রিয়। অজ্ঞানী জীবে কহেন আমার ঐ শরীরে দশ ইন্দ্রিয়। সেই কি কি। কর্ণ চর্ম্ম-চক্ষু জিহ্বা নাসিকা ঐ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পঞ্চ। আর বাক্য পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ঐ কর্ম্ম-ইন্দ্রিয় পঞ্চ। সাধু জিজ্ঞাসেন তুমার জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে কি কি জ্ঞান করেন। অজ্ঞানী জীবে কহেন আমার কর্ণ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে শব্দগুণ জ্ঞান করেন। এবং চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে শীতল উষ্ণ স্পর্শজ্ঞান করেন। চক্ষু জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে শুভ্র কৃষ্ণাদি রূপ জ্ঞান করেন। জিহ্বা জ্ঞান ইন্দ্রিয়ে তিক্ত মিষ্ট রস জ্ঞান করেন। নাসিকা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে সুগন্ধ দুর্গন্ধ জ্ঞান করেন। সাধু জিজ্ঞাসেন ঐ শব্দাদি পঞ্চ গুণ কাহার তাহা কহ। অজ্ঞানী জীব কহেন আকাশ ভূতের শব্দ গুণ বায়ু ভূতের স্পর্শ গুণ তেজঃ ভূতের রূপ গুণ অপ্ ভূতের রস গুণ পৃথিবী ভূতের গন্ধ গুণ ঐ পঞ্চ ভূতের পঞ্চ গুণ কহিলাম। সাধু জিজ্ঞাসেন কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে কেন আকাশাদি পঞ্চ ভূতের শব্দাদি গুণ জ্ঞান করেন। অজ্ঞানী জীবে কহে আকাশ ভূতের অংশে জন্মিয়াছে যে কর্ণ অতএব কর্ণে আকাশের শব্দগুণ জ্ঞান করেন এবং বায়ু ভূতের অংশে জন্মিয়াছে চর্ম্ম অতএব চর্ম্মে স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন এবং তেজো ভূতের অংশে জন্মিয়াছে যে চক্ষু অতএব তেজো ভূতে রূপগুণ জ্ঞান করেন এবং অপ্ ভূতের অংশে জন্মিয়াছে জিহ্বা অতএব জিহ্বাতে অপের রসগুণ জ্ঞান করেন এবং পৃথিবী ভূতের অংশে জন্মিয়াছে যে নাসিকা অতএব নাসিকাতে পৃথিবীর গন্ধগুণ জ্ঞান করেন। সাধু জিজ্ঞাসেন তুমার কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে নাসিকাদি পঞ্চ ভূতের শব্দাদি পঞ্চগুণ জ্ঞান করেন। তুমি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কুন ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান করেন। অজ্ঞানী জীব কহেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে মনের দ্বারাএ জ্ঞান করি। সাধু জিজ্ঞাসেন যখন মনের সহিত কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের সন্ধিযোগ হএ তখন শব্দাদি পঞ্চ গুণ জ্ঞান করিতে পারে। মনের সহিত ইন্দ্রিয়-আদির যোগ না হইলে শব্দাদি গুণ করিতে পারে না। তুমি কি প্রকারে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আদি বিনে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন তাহা বিবেচনা করিয়া কহ। অজ্ঞানী জীবে কহেন এখন বুঝিলাম

কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বিনে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না এবং মন বিনে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না। ইহা সত্য বুঝিলাম তাহার কারণ কহি। যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হএ তখন বায়ু ভূতের স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন অতএব চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না। যখন মনের সহিত চক্ষু জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন তেজো ভূতের রূপগুণ জ্ঞান করেন অতএব চক্ষু জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত জিহ্বা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন অপ্ ভূতের রসগুণ জ্ঞান করেন অতএব জিহ্বা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত নাসিকা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন পৃথিবী ভূতের গন্ধগুণ জ্ঞান করেন অতএব নাসিকা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়েহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না অতএব বুঝিলাম যাহাতে পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাএ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না। অতএব বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী আমার ঠাঞি ঈশ্বর মিথ্যা। আরবার সাধু জিজ্ঞাসেন যেজন মাতার গর্ভ হইতে জন্মিয়া কর্ণে শুনে না ঐ জন পঁচিশ বৎসর বড় হইয়াছে কোন কালেহ কর্ণে শুনে না সেই জনে কোন দিন ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি পঠন করিতে পারে কিনা এবং সেই জনে পিতা মাতা করিয়া ডাকিতে পারে কি না তাহা কহ আর জিজ্ঞাসি জন্ম-অন্ধজনে নবীন নীরদবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের শরীরের রূপ চিন্তা করিতে পারে কিনা তাহা কহ। অজ্ঞানী জীবে কহেন যেজনে মাতার গর্ভ হৈতে জন্মিয়া কখন ঐ মনুষ্যাদির শব্দ শ্রবণ করে নাই সে ক খ আদি অক্ষর পাঠ করিতে পারে না এবং পিতা মাতা আদির নাম করিয়া ডাকিতে পারে না এবং জন্ম-অন্ধ জনেহ কখন নবীন মেঘো দেখে নাই যে সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নবীন মেঘ নীলবর্ণ ভাবিতে পারে না। সাধু জিজ্ঞাসেন কর্ণাদি প ঞ্চজ্ঞান-ইন্দ্রিয় বিনে জন্ম-বধিরে কেন মনে মনে ক খ আদি পাঠ করে না এবং মাতা পিতাদির নাম করিয়া ডাকে না এবং জন্ম-অন্ধ জনে মনে মনে নবীন নীল মেঘ কেন চিন্তা করে না তাহা কহ। অজ্ঞানী জীবে কহে জন্মাবধি অজ্ঞাতা জনে কুন দিন ক খ অক্ষর পাঠ করিতে পারে না এবং জন্মাবধি অশ্রোতা জনে কখনহ পিতা মাতাদির নাম শুনে নাই সে কি প্রকার পিতা মাতাদির নাম করিয়া ডাকিব। এখন সত্য বুঝিলাম জন্মাবধি অশ্রোতা জন মনে মনে পিতা মাতাদির নাম করিয়া

ডাকিতে পারে না এবং জন্ম-অন্ধ জনেহ কুন দিন নবীন নীল মেঘর বর্ণ দেখে নহে সে কি প্রকার মনে মনে নবীন নীল মেঘর বর্ণ চিন্তা করিব এখন সত্য বুঝিলাম জন্ম-অন্ধ জনে কখন নবীন নীল মেঘের বর্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে পারে না। সাধু জিজ্ঞাসেন তাহা তুমি কি প্রকার কহিয়াছিলা কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে বিনেহ কেবল মনে মনে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদিকে জ্ঞান করা যাএ। যদি জন্ম অবধি অশ্রোতা জনে ক খ আদি অক্ষর পাঠ করিতে পারে না ও পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবদিগের নাম করিয়া ডাকিতে পারে না এবং জন্ম-অন্ধ জনেহ মনে মনে নবীন নীল মেঘ বর্ণ চিন্তা করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানী জনেহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এখন তুমি সত্য কহ তুমি অজ্ঞান তুমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সত্য কি মিথ্যা। অজ্ঞানী জীবে কহেন আমি অজ্ঞানী কখন ঐ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণর মুখের শব্দ আমার কর্ণে শুনি নাই এবং আমার চর্ম্মেতেহ তাহান স্পর্শ পাই নাই এবং আমার চক্ষেতেহ তাহান শরীরে রূপ দেখি নাই এবং আমার জিহ্বাতেহ তাহান প্রসাদের রস পাই নাই এবং আমার নাসিকাতেহ তাহান শরীরের গন্ধ পাই নাই অতএব এখন সত্য বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী আমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা। সাধু জিজ্ঞাসেন তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলায় পরমেশ্বরের মুখ হৈতে বেদাদি শাস্ত্র জন্মিয়াছে এবং সেই বেদাদি শাস্ত্র ধর্ম্ম অধর্ম্ম কহিয়াছে সেই বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা কি সত্য তাহা কহ। অজ্ঞানী জীবে কহেন যখন আমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা হইয়াছেন এখন বুঝিলাম ঐ বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা হইয়াছে এবং বেদাদি শাস্ত্রের ধর্ম্ম অধর্ম্ম মিথ্যা হইয়াছে এবং ঐ শাস্ত্রেতেই লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মহ মিথ্যা এবং পিতৃ মাতৃ আদিহ মিথ্যা এবং আমিহ মিথ্যা এবং আমার কথাহ মিথ্যা। এখন আপনার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া আপনার শ্রীচরণ-নিকটে আমি নিঃশব্দ হইলাম। সাধু জিজ্ঞাসেন এই সংসারের লোক কেমন হৈলে নিঃশব্দ হয় তাহা কহ। অজ্ঞানী জীবে কহে ঐ সংসারের লোক মরিলে নিঃশব্দ হয়। সাধু জিজ্ঞাসেন তুমিহ এখন বাঁচিয়াছ কি মরিয়াছ তাহা কহ। আজ্ঞানী জীবে কহেন আমি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাএ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে না পারিয়া মরিয়াছি। সাধু কহেন এখন তোমার অজ্ঞান-জন্মের মরণ হৈল এবং অজ্ঞান-জন্মের শাস্ত্রাদিহ বিস্মৃতি হৈল। পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করাইয়া পুনর্জন্ম করাইয়া নিত্য-বেদাদি পাঠ করাইয়া পরে সেই নিত্য বেদাদি শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানাইলেন পরে সেই সাধু অজ্ঞান জনের অনিত্য পঞ্চ ভূতের অনিত্য শরীরকেহ নিত্য নিত্য জানাইয়া এবং জগৎ সংসারের মনুষ্যাদি পশু পক্ষী

বৃক্ষাদিকেহ নিত্য জানাইলেন। পরে অজ্ঞানী জন নিত্য হৈয়া সেই সাধুকে শ্রীগুরু জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন আমাকে কৃপা করিয়া আত্মজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীনবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পৃথক্ দেখাইয়া নিত্য শ্রীবৃন্দাবনের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদিকে দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্য মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মুক্তি পৃথক্ দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন। পরে সেই অজ্ঞানী জন এই প্রকার সেই শ্রীগুরু হৈতে আপনার আত্মাকে পৃথক্ দেখিয়া পরে নিত্য শ্রীনবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে পৃথক্ দেখিয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণাদি পৃথক্ দেখিয়া প্রেম-লক্ষণা রসময়ী ভক্তি করিয়া নিত্য রসে বিরাজ করিলে পুনর্ব্বার সেই গুরু-স্থানে কহেন আপনে আমার জ্ঞান-দাতা শ্রীগুরু আপনি আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন কি না তাহা বুঝিবার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাতে আপনি আমাকে যে প্রকার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তাহাতে আমি যে প্রকার বুঝিয়াছি তেমত কহিলাম। পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ কহিলেন তুমার সুজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম-লক্ষণা রসময়ী ভক্তিতে বিরাজ কর॥ ইতি॥

প্রাচীন দলিল।

প্রথম দলিল—১৭১৭ খৃঃ (বাং ১২০৫ সাল)।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে ‘পরকীয়া’ মতের প্রাধান্য স্থাপন।

শ্রীশ্রীহরি

শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ
শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীবল্লভীকান্ত দেবশর্ম্মণ

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ
শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ
শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ
শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু

স্বধর্ম্মান্বিত শ্রীলশ্রীরাধামোহন ঠাকুর
বরাবরেষু—

শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ
শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ দেবশর্ম্মণ
প্রভুসন্তানবর্গেষু—

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং সুপুর তস্য পর শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং লোতা তস্য পর শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ সাং সুদপুর তস্য পর শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ সাং শ্রীপাট খড়দহ তস্য পর শ্রীবল্লভীকান্ত দেবশর্ম্মণ সাং বীরচন্দ্র-পুর তস্য পর শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং গুএষপুর তস্য পর শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং কানাইডাঙ্গা

প্রভুসন্ততিবর্গেষু—

ইস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ (১) করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেস্তায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতশাহী

(১) শত্রুতা।

মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম (১) উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপের সভাপণ্ডিত এবং কাশীর সভাপণ্ডিত এবং সোণারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডিত এবং উৎকলের সভাপণ্ডিত এবং ধর্ম্মঅধিকারী ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব ষোলআনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম-গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টীকা ও তোষণী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজুকুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয় সংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমরাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্তপূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম-অধিকারী তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন হইতে শিরোপা তোমাকে আইল আমরা পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা উড়িষ্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাওা শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধিকার করি তবে শ্রীশ্রী৺তে বহির্ভূত এবং শ্রীশ্রী৺ সরকারে গুণাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাওা ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ।

শ্রীকৃষ্ণদেব দেবশর্ম্মণ।

সাং জয়নগর।

এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য অজয় পত্রমিদং আমিহ স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার সেথান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মর পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম মলিহাটি মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্ম-বিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ

---

(১) স্বকীয় মত।

এবং শ্রীশ্রী৺ গোস্বামীদিগের ভক্তি-শাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয় পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ।

ইশাদী।

শ্রী৺অদ্বৈত গোস্বামী সন্তান
শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণ
সাং শ্রীপাট শান্তিপুর
শ্রীকৃষ্ণকিশোর দেবশর্ম্মণ
সাং বাবলা
শ্রীকৃষ্ণরাম দেবশর্ম্মণ
সাং নবদ্বীপ
শ্রীসাহেব পঞ্চানন শর্ম্মণ
সাং বাহাদুরপুর
শ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণ
সাং নাসিগ্রাম
শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মণ
সাং সোণারগ্রাম বিক্রমপুর
শ্রীব্রজভূষণ দুবে
সাং বিষ্ণুপুর রামডিহা
শ্রীরাধাবল্লভ দাস
সাং বিষ্ণুপুর
শ্রীকাশীশ্বর দেবশর্ম্মণ
সাং বানারস
শ্রীনয়নানন্দ দেবশর্ম্মণ
সাং উৎকল জাজপুর
শ্রীশ্রীধর দেবশর্ম্মণ বিদ্যাবাগীশ
সাং দিনাজপুর
সহবাসী
শ্রীপ্রাণনাথ রায়
ইতি
শ্রীকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণ
সাং জয়নগর

মহান্ত সন্তান
শ্রীবক্রেশ্বর দেবশর্ম্মণ
সাং বসত পুর
শ্রীআত্মারাম ঠাকুর
সাং কুলীন গ্রাম
শ্রীলালাজীউ দেবশর্ম্মণ
সাং মালিপাড়া
শ্রীদর্পনারায়ণ রায় কানুন-গো
সাং কাশীমহাট পুখরিয়া
শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র
সাং চুণাখালি
শ্রীদামোদর ঘোষ
সাং করড় পাড়া
শ্রীশেখ কাজী সদরদ্দীন
সাং কুড়ারিয়া
শ্রীসৈএদ করমউল্লা
সাং চোঘরিয়া

দ্বিতীয় দলিল—১৭৩২ খৃঃ (১১২৫ বাং)।

৺শ্রীশ্রীহরি
শরণং

মহুর সহি মহর
কাজাই কাননগো নবাব
জাফর খাঁ

মহুর মহুর
ফৌজদারি সাহিনা

শ্রীমদনমোহন দেবস্থ
সাং গুপ্তপুর ঐ
শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্থ
সাং কানাইডাঙ্গা
শ্রীশ্রী৺ অদ্বৈত সন্তান—
শ্রীগোপালগোবিন্দ দেবশর্ম্মণ
সাং শান্তিপুর ঐ
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দেবশর্ম্মণ
সাং রায়না ঐ
শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণ
সাং বাহাদুরপুর ঐ

নিগার মহর
আবস্কা
নিগার

নকল বিমজ্জীম
আশ

শ্রীরাসানন্দ দেবস্থ
সাং ঐ ঐ
শ্রীরাঘবেন্দ্র দেবস্থ
সাং শ্রীপাট খড়দহ ঐ
শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্থ
সাং গয়নাপুর মালদহ ঐ
শ্রীআত্মারাম দেবস্থ
সাকিম স্বরূপপুর
শ্রীবল্লভীকান্ত দেবস্থ
সাং বীরচন্দ্রপুর

৫ জীব গোস্বামী ৯ চৈতন্য ৫ গোবিন্দ জিউ
২ বৃন্দাবন
৪ গোস্বামী

লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবস্থ তথা শ্রীরাঘবেন্দ্র দেবস্থ তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্থ তথা শ্রীআত্মারাম দেবস্থ শ্রীবল্লভীকান্ত দেবস্থ তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্থ শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্থ ও গয়রহ ইস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সন ১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রী৺ গিয়া সত্তাই জয়সিংহ মহারাজা মহাশয় শ্রীশ্রী৺ তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার ভাগবত শাস্ত্র গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রী৺ যমুনায় সমর্পণ করিয়াছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রীশ্রী৺ পদ্মাসনে গচগিরি গাড়া ছিল বাকী এক লক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান একমৎ শ্রী৺ আছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছে শ্রীমন্দিরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছেরা শ্রীমন্দিরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺ জয়নগরে গেলেন পদ্মাসন খুদিয়া সেই এক লক্ষ গ্রন্থ আনিয়া শ্রীমহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

আনিয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আনিয়া সেই সকল গ্রন্থ বিচার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্ম প্রধান করিয়াছিল। সকলে কহিলেন স্বকীয় ধর্ম্ম স্থায়ী শ্রীশ্রী৺ স্থানে স্বকীয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন এবং আমাদির্গে কহিলেন তোমরাহ স্বকীয় ধর্ম্ম যাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণীত বিচারে স্বকীয় স্থায়ী করিলেন আমরা পরকীয় মত সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া স্বকীয়ায় দস্তখৎ করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌড়দেশে শ্রীশ্রী৺ প্রভুর পাদাঙ্কিত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ ভাগবত শাস্ত্রী আছেন এবং সভাসৎ স্থান আছেন তাহারা মহোপাধ্যায় বিচার হইবেক গৌড়ে পরকীয় ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা স্বকীয় ধর্ম্ম লবে কেন এখানে যেমৎ সভাসদ্ হইল গৌড়দেশে অনেক সভাসদ্ আছে বিচার করিবেক অতএব এখানকার সভাসদ্ এক পণ্ডিত ও এক মনস্বোপদার যায় তবে বিচার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসম্মত মতে শ্রীযুক্ত মহারাজা সভাসদ শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিঁহো স্বকীয় পরকীয় বিভিন্ন করিলেন তিঁহো দিগ্বিজয় মহারাজার সভা হইতে তাহাকে আনিয়া এবং এক মনস্বোবদার সহিত প্রয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও স্বকীয়ায় দস্তখত করিয়া দিলেন পরে গৌড়দেশে আসিয়া গোস্বামীগণ ও মহান্ত-সন্তান মহান্ত শাখাগণ যে যে স্থানে আছেন সর্ব্বত্র অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে দিগ্বিজয়ী স্থানে অজয় পত্র দিলেন পরে শ্রীপাট খণ্ডে আইলাম তাঁহাদের সহিত অনেক কথোপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভু মতাবলম্বী তাঁহার মতাধিকারী শ্রীশ্রী৺ ছয় গোস্বামী তাঁহারা যে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেই মত আমরা যাজন করি সেই সব মতের সার গোস্বামীরা বেদ-প্রাণিত এবং ওম্-প্রাণিত এবং রস-প্রাণিত যে সকল ভাগবত শাস্ত্র করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেক করিয়া আমরা স্বকীয়ায় কিমত দস্তখত করিব অতএব শ্রীযুত গোস্বামীর গাদির গ্রন্থশাস্ত্রে অধিকারী শ্রীশ্রী৺ চিনিবাস আচার্য্য ঠাকুর তাহার সন্তান সকল আছেন তাহাদের স্থানে আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তখত করিয়া দিব এ কথায় আমরা শ্রীপাট যাজিগ্রাম যাইয়া দখল করিতে কহিলেন আমরা স্বকীয়ার দস্তখত বিনা বিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থায়ী হয় তাহাই লইবে এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাঁফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার সোণার গ্রামের শ্রীশ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রী৺ কাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গয়রহ একত্র হইয়া শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজা সত্তায়ের সভাপণ্ডিত অনেক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য প্রভুর সন্তান শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব শ্রীদিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য পরাভব হইয়া অজয় পত্র লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শিষ্য হইয়া পরকীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকীয় ধর্ম্মের পর করিয়া দেশকে গেলেন এথানে যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া বিচার হইল সেই শাস্ত্র শ্রীদিগ্বিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন পুনঃ পুনঃ সভা শ্রীযুত রাজার সভাসদে বিচার হইল বিচারে পরকীয় ধর্ম্ম মুখ্য হইল শ্রীমৎ আগম শ্রীমৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং শ্রীমৎ ব্যাসদেবের শ্রীমৎ ভাগবত এবং শ্রীমৎ হরিবংশ আদি ভাগবত শাস্ত্র এবং শ্রী৺ গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ ভক্তিশাস্ত্র এই সকল গ্রন্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলেন সেথানে পুনঃ সভাসদ হইয়া বিচার হইল শ্রীশ্রী৺ রাধাকুণ্ডে পরকীয়া ধর্ম্মের ঢাণ্ডা (১) গাড়া গেল এথানে পরকীয় অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অতএব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবার ও আচার্য্য ঠাকুরের পরিবার শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ জীব গোস্বামীর পরিবার এই চার শুবে বাঙ্গলায় আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্যে খারিজ হইলাম তোমরা আপন আপন পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ আমরা এই চারি পরিবারে পর দখল করিব না দখল করি শ্রীশ্রী৺ সরকারে দণ্ডী এবং গুনাকার হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ১৭ই ফাল্গুন—

ইশাদী—

শ্রীআসান খাঁ
মনস্বোপ ফৌজদারি

শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ
সোণার গ্রাম

শ্রীরামহরি মজুমদার
মনস্বোপ আবস্কানিগড়

শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী
সাং শ্রীকাশী

শ্রীসেখ হিঙ্গান
মনস্বোপ ঘউরী

শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য
সাং শ্রীপাট নবদ্বীপ

শ্রীদক্ষনারায়ণ মজুমদার
সাকিম ডাহাপাড়া

শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার
সাং উৎকল কটক

শ্রীকাজি ছদরুদ্দি
সাং মহিমাপুর

শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য
সাং মহুলা

---

(১) বিজয়-স্তম্ভ।

নরেশ্বর দাসের চম্পক-কলিকা।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দের হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

(১৬৯৮ শকাব্দে পুঃ নঃ। মোট ১৩ পাতা।)

সনাতনের সন্ন্যাস।

ষষ্ঠ বৎসর আগে শ্রীরূপ গেলা বৃন্দাবন।
সনাতন থুঞা হেথা স্থির নহে মন॥
রাত্রি দিন ভাবে রূপ গৌরাঙ্গ-চরণ।
সনাতন-সঙ্গে প্রভু করাহ মিলন॥

সনাতনের বৈরাগ্য।

এই বাঞ্ছা করি মনে ফিরে বৃন্দাবনে
যুগলকিশোর-পদ করিঞা ধেয়ানে॥
পাতসার উজীর হঞা ছিলা সনাতন।
বিষয়-বন্ধন মোর করহ মোচন॥
বিষয়-বিষের জ্বালা সহনে না যায়।
হৃদয়ে পুড়িয়া মরি কি করি উপায়॥
এই ভাবে রাত্রি দিনে কান্দে সনাতন।
না ধরে নয়নে জল বিরস বদন॥
দেখিয়া সঙ্গের লোক যত অনুচর।
মনে মনে ভাবে সবে করি চমৎকার॥

যুক্তি-পরামর্শে সভে গেলা অন্যস্থানে।
সত্বরে জানাইল গিয়া পাতসার কাণে॥
উজীর ঠাকুর কান্দে নাহি জান কেনে।
সাহেবের সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদনে॥

হুজুরে তলব।

শুনিয়া উকিল-মুখে পাতসা বিস্মিত।
আন দেখি সনাতনে আমার বিদিত॥
পাতসার আজ্ঞা হৈল সনাতন আনিবারে।
ধাইঞা চলিলা উকিল সনাতনের তরে॥
আবেশ করিয়া আছেন শয়ন করিয়া।
হেন কালে উকিল সব উত্তরিল গিঞা॥

উজীর ঠাকুর বলি ডাকে ঘনে ঘন।
নিদ্রা হৈতে চমকি উঠিলা সনাতন॥
সকল উকিল তবে কৈল নমস্কার।
পাতসার আজ্ঞা হৈল উজীর আনিবার॥
আজ্ঞা মানি সাক্ষাতে চলিলা সনাতন।
পাতসার সাক্ষাতে গিয়া দিলা দরশন॥
দণ্ডবৎ করি দাণ্ডাইলা সনাতন।
পাতসা পুছেন ভাই কান্দ কি কারণ॥
এ কথা শুনিঞা তবে সনাতন হাসে।
কোন্ বেটা এমন কথা কহে তুমার পাশে॥
সে জন আমার বৈরি মিথ্যা কথা কহে।
সাক্ষাতে কহে জানি কেমন মহাশয়ে॥

ঈষৎ হাসিয়া পাতসা পুছেন বচন।
মিথ্যা না কহিয়া কিছু কহ সনাতন॥
তোমার শ্রীরূপ ছিল অতি প্রিয় পাত্র।
সাক্ষাতে বৈসন ছিল শয়ন একত্র॥ বৈরাগ্যের আশঙ্কা।
হেন প্রাণের প্রিয় ছাড়ি গেল যেই দেশে।
হেন বুঝি যাইবে তুমি তাহার উদ্দেশে॥

পোতার মির্ধা সেখ হবুব বাড়ী ফতেপুর।
হামেশা থাকয়ে সেই পাতসার হুজুর॥
তাহারে ডাকিয়া পাতসা কহে বারে বারে।
সনাতন রাখ লঞা বন্দি-শালা ঘরে॥ সনাতন বন্দী।
আশে-পাশে পহরী রহয় অবিরত।
সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত থাক এই মত॥
সেখ হবুবেরে ডাকিঞা কহেন সনাতন।
মোরে দুঃখ দিঞা তোমার কোন্ প্রয়োজন॥
সেখ হবুব বলে ঠাকুর কি বল আমারে।
পাতসার আজ্ঞা বিনু কি করিতে পারে॥
আমা হৈতে কোন্ কার্য্য জান উপদেশ।
তোমার দুঃখ দেখি মোর তনু হএ শেষ॥
এ কথা শুনিঞা হাতে ধরিলা সনাতন। কারামুক্তির চেষ্টা।
বন্দী হৈতে তুমি মোরে করহ মোচন॥

পাএ পড়ি সেথ হবুব করে নিবেদন।
কিরূপে করিব আমি বন্ধন মোচন॥
ইহার যুকতি আমি লইব কার পাশে।
তোমারে ছাড়িয়া দিলে মোর সর্ব্বনাশে॥

তবে সনাতন বলে ভয় নাহি তোর।
ইহার উপদেশ আমি কহিব সকল॥
এক লক্ষ মুদ্রা আছে দিব আমি তোরে।
যদি পাতসা আমা চাহে হামার দিবা তারে॥
এ কথা শুনিঞা হবুব পড়িলেক পায়।
যে হউক সে হউক বল আমার উপায়॥
ইহা বলি লক্ষ মুদ্রা দিল তার হাতে।
ফকীর হঞা সনাতন চলিলা রাজ-পথে॥
জয় জয় গৌরাঙ্গ বলি শীঘ্রগতি যায়।
ব্যাঘ্র ভালুক তারা দূরেতে পালায়॥
দুই প্রহর রাত্রিতে তবে গেলা নদী-তীরে।
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
সমুদ্র-তরঙ্গ দেখি কান্দে উচ্চ রায়।
কেমনে হইব পার না দেখি উপায়॥
এই দুঃখ মনে ভাবি রহে কতক্ষণ।
হেন কালে কুম্ভীর এক দিল দরশন॥

লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ।

কুম্ভীর-পৃষ্ঠে নদী-উত্তরণ।

কুম্ভীর দেখিয়া তারে ডাকে সনাতন।
উর্দ্ধবাহু করি তারে ডাকে সনাতন॥
আমাকে করহ তুমি এই নদী পার।
তোমাকে করিব স্মরণ জীব যত কাল॥
সনাতন-হুঙ্কার শুনি কুম্ভীর মহাবীর।
কূলে আসি উঠি করে সপ্ত প্রদক্ষিণ॥
সনাতন বলে হরিনাম দিব তোরে।
আমার সেবক বলি ঘুষিব সংসারে॥
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণে দিলা তার।
তার কান্ধে চড়িত নদী হৈলা পার॥

কুম্ভীরকে দীক্ষা-দান।

তিন দিবসের পথ যাএ এক দিনে।
উঠি মত্ত হঞা ধায় বাহ্য নাহি মনে॥

বায়ুগতি মত হঞা চলে নরেশ্বরে।
শুনিল গৌরাঙ্গ-চাঁদ আছে কাশীপুরে॥
নিকটে যাইতে অঙ্গ কাঁপে থরেথর।
দরিদ্র পাইল যেন পরশ পাথর॥

কাশীতে মিলন।

দাণ্ডাইয়া অন্তঃস্বরে ভাবে মনে মন।
কিরূপে পাইব আমি প্রভুর দর্শন॥

ফকীর ফকীর বলি বোলে সর্ব্বজন।
জানিলেন মহাপ্রভু আইলা সনাতন॥
অন্তরে উল্লাস বড় পুলক শরীর।
আনহ ডাকিয়া দেখি কেমন ফকীর॥
ফকীর ফকীর বলি ডাকে একজনে।
মহাপ্রভুর দর্শন আসি করহ আপনে॥
এ কথা শুনিঞা তবে হৈলা কাতর।
দন্তে তৃণ ধরি তবে আইলা গোচর॥

মহাপ্রভু দেখি তারে উঠিলা আপনে।
দণ্ডবৎ হঞা তবে পড়িলা চরণে॥
উঠ উঠ বলি প্রভু করিলা আলিঙ্গন।
চিরদিনে পাইল আজি তোমার দর্শন॥
অস্পৃশ্য পামর আমি অতি বড় হীন।
আমাকে স্পর্শিতে প্রভু নহে কোন দিন॥
তবে যে করুণা কর আপনার গুণে।
দেখিলে নিন্দিবে সব পাষণ্ডীর গণে॥
এ বোল বলিতে অশ্রু নয়ন-যুগলে।
মোর সম পাপী আর নাহি কোন স্থলে॥
চরণামৃত পাইতে করি আরাধন।
বৃন্দাবনে গিঞা পাই রূপের দর্শন॥

প্রভু কহে এ মনস্থ লভিব তুমারে।
বৃন্দাবনে দুই ভাই করিবে বিহারে॥
চাঁদমুখে বলে গোরা চল শীঘ্রগতি।
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বরূপ-সংহতি॥
আজ্ঞা বলবান্ করি করিলা গমন।
কালিন্দী যমুনা বলি করিল স্মরণ॥

এথা হৈতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে।
রূপ-সঙ্গে দেখা হৈল ভাণ্ডীর মহাবনে॥
দেখিঞা শ্রীরূপ গোসাঞি হরষিত মন।
দরিদ্র পাইল যেন পোতা-বান্ধা ধন॥
রূপ কান্দে সনাতনের চরণ ধরিঞা।
এতদিন পরে মোরে আইলা স্মরণ করিঞা।
ইহা বলি কোলে করি তুলিলা সনাতন।
না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন॥

বৃন্দাবনে গমন।

রূপ বলে তোমার সঙ্গ পাইল চিরদিনে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা কহ শুনিয়ে শ্রবণে॥
তবে সনাতন বলে প্রভু কাশীপুরে।
তোমা প্রতি কৃপা কত কহিমু তোমারে॥
সনাতন-সঙ্গে প্রভু বসি একাসনে।
রাত্রি দিন কৃষ্ণ-কথা আর নাই মনে॥
বৃন্দাবনে পরিক্রমা করে দুই জনে।
কাঁহা কৃষ্ণ নিত্য নিত্য করয়ে রোদনে॥
কিশোর কিশোরী বলি ভূমিত লোটায়।
মৃত তরু মুঞ্জরে যেন পাষাণ মিলায়॥
কান্দিতে কান্দিতে দোহে হৈলা অচেতন।
তাহার কান্দায় কান্দে যত মৃগগণ॥
নানা জাতি পক্ষ কান্দে হেরিঞা বয়ান।
কমল মুদিত হয় হেরিঞা নয়ান॥

রূপের সঙ্গে মিলন।

হাহাকার শব্দ হৈল সকল বৃন্দাবনে।
রূপ সনাতন কান্দে কিসের কারণে॥
কি জানি চাহিয়া ফিরে যমুনার তীরে।
কেহত ইহার ভাব বুঝিতে না পারে॥
অস্থির-গতি স্থির দুঁহে কভু নাহি হয়।
যে দিন যেখানে যাএ সেই খানে রয়॥
এই মত পরিক্রমা করে দুই জন।
কত দিন পরে আইলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধনে প্রণাম করি বসিলা দুই ভাই।
সেই স্থানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীরূপ গোসাঞি॥

শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
কহত নিত্যের কথা করিএ শ্রবণ ॥
কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপর।
কাঁহা হৈতে উদ্ভব হয় কহত সকল ॥
কোন বর্ণ হএ সেই কিসের গঠন।
চন্দ্র-সূর্য্য-গতি তথা নাহি কি কারণ ॥
পবনের গতি নাই মনের গোচর।
কোন্ রূপে পাই তাহা কহ নরেশ্বর ॥

সহজ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

আর এক নিবেদন শুন সুবচন।
তবে বীজ কয় কোষ কিসের পতন ॥
শ্রীমন্দির কিসে হইল নিরমাণ।
শুনিতে চাহিএ কিছু ইহার সন্ধান ॥
কোন থাকিঞা হইল তাহার নির্ম্মাণ।
কতখানি দীর্ঘ প্রস্থ কহত প্রমাণ ॥
কাঁহা হৈতে জীব আইসে কার গতাগতি।
সে জন কে হয় কোথা কহ তার স্থিতি ॥
কিশোর কিশোরী আদি অষ্ট সপ্ত জন।
কোথা হৈতে উদ্ভব হয় কহত কারণ ॥
এ সকল উদ্ভব যাহা হৈতে হয়।
কি বা নাম তাহার কহত মহাশয় ॥
কোন্ মূর্ত্তি ধরিঞা আছিল কোন্ স্থানে।
কৃপা করি কহ বল শুনিএ শ্রবণে ॥

অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্ত-বিলাস।

অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্ত-বিলাস সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বিরচিত হইয়াছিল।

সহজিয়া-সাহিত্য।

বাহ্য পরকীয়া এবে শুন ওহে মন।
অগ্নি-কুণ্ড বিনে নহে দুগ্ধ-আবর্ত্তন ॥
প্রকৃতির সঙ্গে যেই অগ্নি-কুণ্ড আছে।
অতএব গোস্বামীরা তাহা বর্জিয়াছে ॥

নায়িকা ভিন্ন মুক্তি নাই।

এবে কহি শুন সেই নায়িকার মান।
সামর্থা রতির যেই হয় মহাজন ॥
গোস্বামীরা পরকীয়া বিচার করিয়া।
গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া ॥
সে সব নায়িকা-পদে মোর নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥
সে সব নায়িকা এবে করিয়া গণন।
যার সঙ্গে যেহ ধর্ম্ম করিল আচরণ ॥

শ্রীরূপ করিলা সাধন মিরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণবাই-সাথে ॥
লক্ষ্মী হীরা সনে করিলা গোঁসাই সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমে সেবা সদা আচরণ ॥
গোসাঞি লোকনাথ চণ্ডালিনী-কন্যা-সঙ্গে।
দোহ জন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে ॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী-সম।
গোসাঞি কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ ॥
শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই।
পরম সে ভাব কৈলা যার সীমা নাই ॥
রঘুনাথ গোস্বামী পীরিতি উল্লাসে।
মিরাবাই সঙ্গে তেহ রাধাকুণ্ড-বাসে ॥
গৌরপ্রিয়া-সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন অন্য কিছু নাই ॥
রায় রামানন্দ যজে দেবকন্যা (১)-সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিতি তেহ ক্রিয়ার তরঙ্গে ॥ (২)

তথাহি অন্তের পঞ্চমে। (৩)

"দুই দেব কন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্য গীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী ॥

(১) দেবদাসী।

(২) এই সহজিয়াদের মতে নায়িকা ভিন্ন কেহ কখনও সাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই।

(৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত।

তাহা দুই লয়ে রয় নিভৃত উদ্যানে।
কোন্ জন জানে ক্ষুদ্র কাঁহা তার মনে॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।" (ইত্যাদি)
এ সব নায়িকাগণ পরম সুন্দরী।
আকার স্বভাবে যেন ব্রজদেবী-নারী॥
শরণ লইনুঁ কর কৃপাবলোকনে।
এ সকল ধর্ম্ম ভাই শুনিঞা শ্রবণে॥
শীঘ্র কদাচিৎ না হয় আচরণে॥
রাগ শিক্ষা কর আগে সাধু গুরু-পাশে।
তবে ত সাধন হয় মনের উল্লাসে॥
ঐছে ক্রিয়া সিদ্ধি পাই রূপাশ্রিত ধর্ম্ম।
পূর্ব্ব মহাজন-পদে কহিয়াছে মর্ম্ম॥
ঠাকুর শ্রীরামের কনিষ্ঠ সহোদর।
প্রিয় শিষ্য মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরীর॥
ঠাকুর সে বংশীবদন তার নাম।
রূপাশ্রয় ধর্ম্ম যেহ করিল বর্ণন॥
বহুপদ কৈল তেঁহ অনির্ব্বচনীয়ে।
বলরাম চন্দ্র বৈসে যাহার হৃদয়ে॥
হেন বংশীর পাদপদ্মে মোর হউক আশ।
জন্মে জন্মে তার ধর্ম্মে করিয়া বিশ্বাস॥

রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বহুজনে।
আমারে বুঝাও আশ্রয় হইলা কেমনে॥
অপ্রাকৃত রূপ সে প্রাকৃত কভু নয়।
প্রাকৃত শরীর-রূপ কেমনে মিলয়॥
ধ্যান মন্ত্রেতে নাই কেমনে মিলে তারে।
যদি অনুরাগ হয় গুরু অনুসারে॥
তবে যে কহিয়ে কিছু রূপের মহিমা।
আশ্রয়-তত্ত্ব-সিদ্ধি হয় করিলাম সীমা॥
আশ্রয়-তত্ত্ব-সিদ্ধি অতি দুর্লভ হয়।
স্থানে স্থানে মহাজনে এই কথা কয়॥
রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বংশীদাসে।
রসিকের কৃপা না হইলে রূপ পাবে কিসে।

নতুবা হারাবে ভাই আপনার ধন।
মহৎ-কৃপা বিনে নহে ঐছে আচরণ॥
বেদ-শাস্ত্র-পুরাণেতে স্ত্রী-সঙ্গ বারণ।
কেমনে বা বারণ ইহা বুঝি বিবরণ॥
বৈরাগ্যের ধর্ম্ম যায় স্ত্রী-সঙ্গ করিতে।
গোস্বামীরা বারণ করিয়াছে বহু গ্রন্থে॥

তথাহি মধ্যলীলাতে।

"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গ অসাধু এক কৃষ্ণ-ভক্ত আর॥"
"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে অন্য কামনা॥"
স্ত্রী-সঙ্গ করিলে নিজ আত্মাহারা হবে।
আত্মা নষ্ট হৈলে জীব অধোগতি পাবে॥
ইহার কারণে গোস্বামী বারণ করিল।
ধর্ম্ম হেন সূক্ষ্মজ্ঞানী জনে আচরিল॥
ধর্ম্ম যাবে এই মাত্র করে অনুভব।
কৈছে যাবে ইহা কিছু নাহি জানে ভাব॥
সূক্ষ্ম ধর্ম্ম আছে দেখ পর্ব্বত গহ্বরে।
সকল বিভিন্ন মত সূক্ষ্ম না বিচারে॥
মহাজন-সাধু-পাশে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম পাই।
আপনার কাছে সাধু সে ধর্ম্ম দেখাই॥
পর্ব্বত গহ্বর করি আপনার শির।
মধ্যেতে বিরাজে রস গরজে গভীর॥
স্ত্রী-সঙ্গ করিতে হেন ধর্ম্ম বহি যায়।
দুর্ব্বল ক্ষীণতা হয় তবু না জানয়॥
দিবা নিশি জীব সব অনর্থে ফিরয়।
অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্তে সর্ব্বানর্থ হয় নিবর্ত্তন॥
কৃষ্ণ-ভক্তি আত্মগ্রন্থ পুরাণেতে কহে।
বিশ্বাস করহ সবে মিথ্যা কভু নহে॥
"ধাতুরূপে সর্ব্বদেহে বৈসে কৃষ্ণ-শক্তি।
ইহা শুনি করে হে তাহা প্রতি ভক্তি॥

ভরমে সে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥”
বাসুদেব আত্মারূপে অখিলে বিহরে।
শাস্ত্র পড়ি ভরমে কেহ বুঝিতে না পারে॥
বুঝে বুঝায় পড়ে পড়ায় হেন জন যেহ।
আত্মা নাহি জানে রস পাদদণ্ড সেহ॥
মহৎ-কৃপা বিনে শক্তি কেহ নাহি বুঝে।
আকর্ষিয়া হরে কভু কেহ না সমঝে॥

আত্মা সে বহিয়ে গেলে পুত্রের জনম।
‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রো’ বেদের লিখন॥
পিণ্ড প্রয়োজনার্থে পুত্রজন্ম দেয়।
বৈরাগ্যের ধর্ম্ম নহে সংসারী নিশ্চয়॥
যাহাতে সাধন হয় তাহাতে সেবক।
মর্ম্ম না বুঝিয়া হেন করে সর্ব্বলোক॥
ধর্ম্মহীন হেন আচরয়ে যেই জনে।
অসাধু তাহারে কহি বিবর্ত্তকরণে॥
অতএব শুন সবে করি নিবেদন।
মর্ম্ম না বুঝিলে নহে এই আচরণ॥
কি হইবে কি করিবে প্রণয় করিয়া।
কভু না করিবে প্রীতি তত্ত্ব না জানিয়া॥
নতুবা সে ধর্ম্মহানি লোকে উপহাস।
আত্মা নষ্ট হবে জাতে প্রাপ্তিতে নৈরাশ॥

রূপের আশ্রয় আগে সাধু-সঙ্গে হবে।
তবে ঐছন ধর্ম্ম করিতে পারিবে॥
শাস্ত্র পড়ি কর্ণে শুনি আশ্রয় না হয়।
মহৎ-কৃপা জনেতে দীপ্তি সে করয়॥
“স্পর্শ মণির স্পর্শে সত্ত লৌহ স্বর্ণ হয়।
লৌহ স্বর্ণ হয় তবু সামান্য কহয়॥”
সেই সব বস্তু ইহা যদি লোহাতে পরশে।
পুনঃ লৌহ স্বর্ণ হইলে জানিএ বিশেষে॥
কভু তাহা নাহি হয় দেখ বিচারিয়া।
সাধু-সঙ্গ কর তবে জুড়াইবে হিয়া॥

চিন্তামণি স্পর্শ হয় চৈতন্য গোসাই।
তাহা বিনে স্পর্শমণি কোথায় না পাই॥
তেঁহ স্পর্শ মণি করে জাম্বুনদ হেম।
রূপ সনাতনে স্পর্শি কৈল সেই প্রেম॥
কোন্ ভাগ্যে কোন্ জীবে সাধু-সঙ্গ করে।
প্রাপ্তি বস্তু দেখি সেই তৈছে শক্তি ধরে॥
দিবা নিশি সেই রূপে মন দিয়া থাকে।
নিরবধি দীপ্তিমান নয়নেতে দেখে॥
সেই রূপ-লাবণ্যের তুলনা নাহি পাই।
চন্দ্র সূর্য্য দুই দেখি এক কোন গাই॥
অষ্ট কাল অষ্ট প্রহর সেই রূপে মন।
শ্রীরসিক চরণে মাগি সদা দরশন॥

অকুমার বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ প্রশংসে যে কারণ।
বুঝি দেখ কিবা মর্ম্ম করি নিবেদন॥
পূর্ণ কুম্ভ আছে তার মস্তক-উপরে।
হেন পূর্ণ কুম্ভ যদি সাধু-শক্তি ধরে॥
তবে ত তাহার দেহে প্রেমের প্রকাশে।
অতএব সবে কহে ভাল হৈল দেশে॥
সাধু-শাস্ত্র সাধু-মুখে তিন জন্ম শুনি।
ভক্তি ভাবে হয় অন্য মতে নাহি মানি॥
গুরু-কৃপা সাধু-কৃপা মাতা পিতা হৈতে।
পৃথক্ পৃথক্ জন্ম কহিএ তোমাতে॥

জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোঁসাই।
মোর বাঞ্ছা পূরাইতে তোমা বিনে নাই॥
এই গ্রন্থে কর গোসাঞি কৃপাবলোকনে।
কৃপাশ্রয় বিনে যেন কেহ নাহি জানে॥
বস্তুনিষ্ঠা বিনে যেন কেহ বুঝে নাই।
কৃপা এই গ্রন্থে করহ গোসাঞি॥
এই ত কহিল বর্ত্ত বিবর্ত্ত সন্ধানে।
বারতি রাখিল সাধু গুরুর চরণে॥
"মায়া আসি প্রেম মাগে কি ইহা বিস্ময়।
সাধু-কৃপা না পাইলে প্রেম না জন্মায়॥"

শ্রদ্ধা করি শুন ভক্ত ইহার সিদ্ধান্ত।
সাধন-সন্ধান ইথে জানিবে একান্ত॥
তর্ক না করহ ইথে শুদ্ধ মনে চাহ।
বুঝিয়া আমারে সবে আশিস করহ॥
এই ধর্ম্ম এই কর্ম্ম এই ক্রিয়া সার।
জন্মে জন্মে মন যেন ভাবয়ে আমার॥
এই মর্ম্ম সাধু বিনে অন্যথা না যাই।
শ্রীরূপের গণ-পাদপদ্ম মুঞি চাই॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক-পদে আশ।
অকিঞ্চন দাসে কহে বিবর্ত্ত-বিলাস॥

রাধাবল্লভ দাসের সহজ-তত্ত্ব।

যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের (বাং ১২৩০ সালের) হস্তলিখিত। সম্ভবতঃ আরও অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পুথিখানি রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের ভাষা ও ভাব অনেকটা প্রহেলিকার ন্যায়,—সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না।

শ্রীবৃন্দাবন কারে বলি। বৃন্দাবন তিন মত প্রকার হন। কি কি। নব-বৃন্দাবন এক।১। মন-বৃন্দাবন।২। নিত্য-বৃন্দাবন।৩। কেমন স্থান নব-বৃন্দাবন। লীলা-বৃন্দাবন কারে বলি। ইহার অধিকারী গোলোকনাথে বলি। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান্। নিত্য-বৃন্দাবন কারে বলি। নিত্য-স্থান কোথা। ব্রহ্মা বিষ্ণু অগোচর। নিত্য রাধা কৃষ্ণ বিরাজমান। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড মধুর। ইহাকে নিত্য-বৃন্দাবন বলি। মন-বৃন্দাবন কারে বলি। সাধকের মন কৃষ্ণ-ভক্তি। দুএ একতা প্রীতি হইয়া সাধন করে। সেই মন-বৃন্দাবন বলি। ইহার অধিকারী ভক্ত। সেখানে এখানে। একই রূপ হয়। প্রবর্ত্ত দেহেতে কায়িক বাচিক মানসিক কারে বলি। কায়াটি কায় মনোবাক্যে। বাচিক অমুক ঠাকুরে শিক্ষা। মানসিক নিত্যসিদ্ধা। মুকুন্দা বর্ত্তের আশ্রয়। অমুক মঞ্জরী। সিদ্ধ দেহেতে কায়িক বাচিক মানসিক কারে বলি। কায়াটী শ্রীরূপ মঞ্জরীগত। বাচিক অমঞ্জরী। উচ্চারণ হাকাহাকি। মানসিক নীতি নবকিশোর। এবং কৃষ্ণ-প্রাপ্তি আদি সম্ভোগ করে। এবং প্রবর্ত্ত দেহেতে

গুরু সঙ্গে সম্বন্ধ কি। সেব্য সেবক আপনাকে দাস অভিমান। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণপতি। বৈষ্ণব-সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেমের গুরু সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণের ভাব। আপনি এমনি ভাব করিবে বৈষ্ণব সঙ্গে। (১) এবং সাধক দেহেতে গুরুকে শিক্ষা-গুরু মৎরূপা। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। বন্ধুতা সম্বন্ধ। ভাব কি। পরকীয়া ভাব (২)। সিদ্ধ দেহে গুরু কে হন। শ্রীরূপমঞ্জরী। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেম-সখী। শ্রীমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণ-প্যারী। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণনাথ ॥ ইতি প্রবর্ত্ত-লক্ষণ ॥

দিন চারি পর। রাত্রি চারি পর। অষ্ট পহর। চৌষট্টি দণ্ড। বার-কুড়ি ষোল নেত্রা হয়। শ্রীবৃন্দাবন গৌড়মণ্ডল হয়। জগন্নাথ ক্ষেত্র আদি। সহজ রসিক ভক্তগণ। ভাব এক। প্রেম এক। রতি ছয়। ছএর প্রমাণ এক। কন্দর্প এক। প্রকৃতি এক। পুরুষ এক। আচার এক। বিচার এক। বারকুড়ি ষোল মধ্যে ষোল জনা প্রধান। বিরল হয়েন। তার মধ্যে নব রসিক। ছয় রতি। তার মধ্যে সহজ মানুষ। এক-জনা প্রধান। কেমন প্রকার। জীব আত্মা হইয়া। যোগমায়া জীবেতে স্থিতি হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের শক্তি। সত্বরজস্তমঃ। তিনে এক হয়্যা থাকে। মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর-ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয়। ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে। মানুষ ঈশ্বর-তনু জানে সর্ব্বজনে। মানুষ ঈশ্বর-ছাড়া হয় কিরূপে কহি যে শুন। তাহার প্রমাণ গোপীজন যান তৈল হরিদ্রা মাখিয়া যমুনাতে স্নান করে যেন। গোপী আর সখী যেন তাতে অঙ্গের মলা যায় ক্ষয়। তেমতি সে গতাগতি হইয়া থাকে। সদাই প্রকট সে। কেহ নাই দেখে।

সমুদ্রের জল সমুদ্রেতে পড়ে।
পুনশ্চ সেই জল তাহাতে সঞ্চরে ॥
এমতি গতাগতি হয় জীবেতে।
আপনার বস্তু সে আচার মনেতে ॥
ঈশ্বরে না চিন্তিলে পাপভয় মনে।
আমি সব বলি বলে ভয় নাই মনে ॥

---

(১) এইরূপ নীতি প্রচার করিয়া সহজিয়ারা হেয় হইয়া পড়িয়াছেন।

(২) গুরুর সঙ্গে 'পরকীয়া ভাব' প্রশংসিত হইতেছে!

সত্ত্বরজস্তমো ভয় মনে লাগে ত্রাস।
ঈশ্বর-আশ্রিত বলি মনে করে হাস॥

তাহার বিবরণ কহি শুন।
রসিক জনেরে আমি করি নিবেদন॥
মানুষ হইতে ঈশ্বর এইত কারণ।
যেমতে ছাড়াছাড়ি কহি বিবরণ॥
ছাড়াছাড়ি কিরূপে তাহা বিবরি কহিব।
প্রমাণ নাহিক মাত্র কেবল অনুভব॥

এবং পঞ্চ আত্মার শুনহ বিবরণ।
পরম আত্মার স্থান ব্রহ্ম কোপন মাঝে তার রত্ন-সিংহাসন॥
জীব আত্মা বিষ্ণুর অংশের অংশ ভাল মন্দ তার সব।
নাসারন্ধ্রে পরম আত্মা তার নিকটে বাস বৈভব॥
শরীর ভিতর চলাচল সেই নাভিপদ্মে আসি বৈসে।
কাম মদ আস্বাদিবার যে আশে॥

ভূত আত্মা জীব আত্মার অংশ।
সদা সেবে এক অংশ ভৌতিক দেহেতে তার বাস।
কান্তি মধ্যে নীলকান্তি তার স্থিতি দেহে কর্ম্ম।
তার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত কারণ তার সভার প্রকৃতি।
রোমাঞ্চ আর দ্বার সকল ফাঁক হয়ে।

প্রেত আত্মার কথা শুন আত্মাশক্তির অংশ।
এক প্রেত আত্মা তার নাম।
সব দ্রব্যে মন করে খাইতে লালসা।
তার স্থান জীবাত্মাগ্রে নানা দ্রব্য করে আশা॥

পাদপদ্ম উরুপদ্ম নাভিপদ্ম হৃদিপদ্ম দুই কহি শুন।
হস্তপদ্ম মুখপদ্ম কহি বিবরণ॥
ব্রহ্মপদ্ম ব্রহ্ম কোপনে তার অনুবাদ নেত্রপদ্ম।
শরীর মধ্যে সহস্র পদ্ম দেখহ বিচারি।
ব্রহ্ম কোপনে পরম আত্মার স্থান রত্ন-পালঙ্কে শয়ন।
দুই শত পদ্ম পালঙ্কোপরি স্থান॥

চারি খোরায়ে এক শত পদ্ম মস্তক শিয়রে এক শত।
হৃদিমাঝে পদ্মিনী বাস।
তার পালঙ্কে দুই পদ্ম শয়ন বিলাস ॥
তাহার দুই পদ্ম পালঙ্কে বিশ্রাম।
দুই নেত্রে দুই শত পদ্মে রাধাকৃষ্ণের বিশ্রাম ॥
বামে রাধা ডাহিনে কৃষ্ণ দেখ রসিক জন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ভিতরে নাই নাহিক দুই জন ॥
দুই নেত্রে বিরাজমান রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই নেত্রে হয়।
সজল নয়ন দ্বারে ভাবে প্রেমে আস্বাদয় ॥

চৈতন্য দাস-কৃত রসভক্তি-চন্দ্রিকা

বা

আশ্রয়-নির্ণয়।

আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার।
নাম আশ্রয় ১ শান্ত আশ্রয় ২ ভাব আশ্রয় ৩
প্রেমাশ্রয় ৪ রসাশ্রয় ৫ এই পঞ্চ প্রকার।
তথাহি চন্দ্রিকায়াং।
আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
এমন আশ্রয় হয় শুন সুভাজন ॥
এইত আশ্রয় হয় পঞ্চ প্রকার।
ক্রমে ক্রমে কহি এবে করিয়া বিস্তার ॥
এই পঞ্চ মত হয় আশ্রয় নির্ণয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তথি সঙ্গে হয় ॥
প্রবর্ত্তের নামাশ্রয় শান্তাশ্রয় হয়।
সাধকের ভাবাশ্রয় জানিহ নিশ্চয় ॥
সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর।
সাশ্রয় নির্ণয় এইত পঞ্চ প্রকার ॥

প্রবর্ত্তের আশ্রয় হয় শ্রীগুরু-চরণ।
আলম্বন সাধু-সঙ্গ জানিহ কারণ ॥
উদ্দীপন হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
এইত কহিল কিছু প্রবর্ত্ত-লক্ষণ ॥

সাধকের আশ্রয় হয় সখীর চরণ।
সেবা পরিচর্য্যা তার হয় আলম্বন॥
উদ্দীপন হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
সিদ্ধ দেহ চিন্তা করে স্মরণ মনন॥

এই কহিল কিছু সাধন-নির্ণয়।
এবে কহি সিদ্ধ-তত্ত্ব করিয়া নিশ্চয়॥
সিদ্ধতে আশ্রয় হয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণ।
আলম্বন সখী-সঙ্গ জানিহ কারণ॥
উদ্দীপন হয় সেই পঞ্চ প্রকার।
নবীন মেঘ কাল পুষ্প ভৃঙ্গ কোকিল আর॥
ময়ূর-কণ্ঠ প্রায় এই পঞ্চমত হয়।
উদ্দীপন-তত্ত্ব এই কহিনু নিশ্চয়॥

ইবে কহি রাগ-তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
কোন রাগে কোন্ আশ্রয় কহিএ কারণ॥
নাম রাগ হৈতে জাগে শ্রদ্ধার আশ্রয়।
শ্রদ্ধা হৈলে কৃষ্ণচন্দ্র যত্ন করি লয়॥
লীলা-রাগ প্রাপ্তি হৈলে লীলা-রাগ হয়।
লীলা-রাগ হৈলে তবে প্রেম-রাগ হয়॥
প্রেম-রাগ হৈলে তবে প্রাপ্তি-রাগ হয়।
প্রাপ্তি-রাগ হৈলে সদায় আনন্দ বাঢ়য়॥
অর্থাৎ নাম-রাগ শ্রদ্ধা-রাগ লীলা-রাগ প্রেম-রাগ
প্রাপ্তি রাগ—

এই পঞ্চ মত হয় রাগের নির্ণয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধা তথি মধ্যে হয়॥
প্রবর্ত্তে নাম-রাগ শ্রদ্ধা-রাগ হয়।
সাধকের লীলা-রাগ লীলাতে চিন্তয়॥
প্রেম-রাগ প্রাপ্তি-রাগ সিদ্ধেতে কহিল।
দেশ কাল পাত্র এই লিখিতে মন হৈল॥

দেশ কাল পাত্র হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সাধক সিদ্ধ তথি মধ্যে করিএ বিচার॥
সাধকের দেশ হয় নবদ্বীপ স্থান।
কালাকাল পাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্॥

সিদ্ধের দেশ হয় শ্রীবৃন্দাবন।
কলির দ্বাপর পাত্র নন্দের নন্দন॥
ব্রজে নিত্য লীলা করে বিদগধরাজ।
স্বয়ং মুর্ত্তি গোপরূপে রসের সমাজ॥

প্রথম দশায় ধনীর বাঢ়য়ে লালসা।
দ্বিতীয় দশায় ধনীর যে দুঃখ-মানসা॥
তৃতীয় দশায় ধনী করে জাগরণ।
চতুর্থে সম্ভব নানা না সরে বচন॥
পঞ্চমে জড়িমা দশা উগ্রভাব হয়।
ষষ্ঠম দশায় ধনীর ব্যগ্রতা যে হয়॥
সপ্তম দশায় ব্যাধি অশেষ প্রকার।
অষ্টমে উন্মাদ চেষ্টা কি কহিব আর॥
নবম দশায় মোহ বড়ই বিষম।
অন্তরে বাঁধিয়া কৃষ্ণ বাহিরে অচেতন॥
অতএব দশ দশা সহিতে না পারে।
তেঞি সে মরিতে চাহে তমালের তলে॥

এই দশ দশা শ্রীমতীর কি করে হয়। পূর্ব্বরাগ হৈতে এই দশ দশা। মাথুরের দশ দশা। পূর্ব্বরাগ লালসা হইতে দশ দশা। সাধকের তিন দশা। অন্তর্দ্দশা। অর্দ্ধব্যগ্রদশা। কেবল ব্যগ্র দশা। ক্রিয়া কি।

অন্তর্দ্দশায় করে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
অর্দ্ধব্যগ্রদশায় করে প্রলাপ বর্ণন॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর ব্যগ্রজ্ঞান।
সেই দশা হৈতে উক্ত অর্দ্ধব্যগ্র নাম॥
ব্যগ্রদশায় করে হরি সঙ্কীর্ত্তন।
এই তিন দশা কৃষ্ণের পঞ্চ গুণ॥

শব্দগুণ ১। গন্ধগুণ ২। রসগুণ ৩। রূপগুণ ৪। স্পর্শগুণ ৫। বর্ত্তে কোথা। শব্দগুণ কর্ণে। গন্ধগুণ নাসিকাতে। রূপগুণ নেত্রে। রসগুণ অধরে। স্পর্শগুণ অঙ্গে। বাণ পঞ্চ প্রকার। মদন মাদন শোষণ স্তম্ভন মোহন। বর্ত্তে কোথা। মদন বর্ত্তে দক্ষিণ চক্ষুর দক্ষিণ কোণে। মাদন বর্ত্তে বাম চক্ষুর বাম কোণে। শোষণ কটাক্ষে। পঞ্চ গুণে মধুর। কি কি পঞ্চ গুণ। সম্ভবা নিষ্ঠা। দাস্যের সেবা-গুণ।

সখ্যের সমভাব-গুণ। বাৎসল্যের মমতা-গুণ। এই চারি গুণ শ্রীমতীতে বর্ত্তে। নিজগুণ প্রেম। এই পঞ্চ গুণে মধুর। কৃষ্ণের ষোল আনা রতি। লোভ সাধু-সঙ্গ। ভজন ক্রিয়া অর্থ নিবৃত্তি সত্যনিষ্ঠা।

বৈচিত্র্য আসক্তি যা ভাবদা প্রেম যোল আনা।
রসভক্তি-চন্দ্রিকা যা করিল বর্ণনা॥
পূর্ব্বভাগ্য হইতে আমি করিনু রচন।
এই গ্রন্থ করি আমি আপনা সুধিতে।
কাহাকে না দেহ গ্রন্থ রাখহ গোপতে॥
বৈষ্ণবের কীর্ত্তি এই পাষণ্ডের নয়।
বৈষ্ণবেরে দিবে ইহা জানিঞা হৃদয়॥
বিনয় করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ বৈষ্ণব-চরণে॥
ভজন-নির্ণয়-কথা করিনু প্রকাশ।
বৈষ্ণব-কৃপায় কহে শ্রীচৈতন্য দাস॥

যুগলকিশোর দাস-রচিত প্রেম-বিলাস।

যে পুথি হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা পুথিখানি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিরচিত হইয়াছিল।

এবে কহি শুন আত্মবোধ-নিরূপণ।
যাহার শ্রবণে হয় আপন-শোধন॥
ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার।
এই পঞ্চ রূপে হয় দেহের সঞ্চার॥
মন বুদ্ধি অহঙ্কার শুদ্ধসত্ত্ব চিত্ত।
এই চারি যোগে হয় শুন এক আত্ম॥
দশ ইন্দ্রিয় তাথে জ্ঞান আর কর্ম্ম।
পঞ্চ ভূত আত্মা তাথে শুন এই মর্ম্ম॥
প্রাণ অপান ব্যান সমান উদান।
সত্ত্বরজস্তমঃ তিন শক্তি বর্ত্তমান॥
চিত্তশক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি আর।
এই সব হয় শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণেতে আবেশ যার সেই শুদ্ধসত্ত্ব।
এইত কহিল কিছু অনুবাদ অর্থ॥

বিধেয় কহিয়া জ্ঞান জ্ঞেয়মান হৈলে।
অজ্ঞানতা যায় তার গুরু কৃপা কৈলে ॥
পরমার্থ থাকে মাত্র এ সব ভাব-যোগে ;
পাপময় এই দেহ পুণ্য করি ভোগে ॥
যেই বীজে জন্মে জীব সেই বীজে গত।
কোথা থাকে সেই বীজ কে জানে তার তত্ত্ব
জগত পালন করে হৈয়া এক রূপ।
এক রূপে হয় সেই মহারস-কূপ ॥
জীব আত্মার সঙ্গে সেই হয় চতুর্ব্ব্যূহ।
এই আত্ম-বোধ-তত্ত্ব যদি জানে কেহ ॥
সেই উপদেশ করে গুরু-শক্তি পায়্যা।
আমিত কহিল এহা লাজ-বীজ থাঞা॥

এই যে সহজ-বস্তু সহজ তার গতি।
সতত আছএ সেই তিন দ্বারে স্থিতি ॥
বহিঃ প্রবেশ আর গতায়াত-দ্বারে।
নারী-পুরুষরূপে সতত বিহরে ॥
এথে কাম কামিনীর যদি হয় সঙ্গ।
নিজ-সুখ-বাঞ্ছা দেহে হয় এই অঙ্গ ॥ (১)
ইহাতে রময়ে যদি বীজাঙ্কুর কাম।
তাহাতে বাঢ়য়ে বৃক্ষ হয় বলবান্ ॥
তৃতীয় শাখায় বৃক্ষ হয় প্রফুল্লিত।
পল্লব ষষ্ঠম তাথে হয় সুনিশ্চিত ॥
দ্বিতীয় পল্লব-মধ্যে পুষ্প নিকশয়।
পঞ্চদশ অক্ষর নামে মধু তাথে হয় ॥
দুঃখ আর সুখ দুই তাথে ফলাফল।
বুঝিবে রসিক ভক্ত অন্যের বিরল ॥
সেই ফল-ভক্ষণেতে দগ্ধ হয় দেহ।
তাথে বোধ নাহি হয় মত্ত রহে সেহ ॥
ইশা বিমশা দুই ফলে হয় রস।
সেই রস পান করি জীব হয় বশ ॥

(১) সহজিয়াদের ধর্ম্ম-সাধনার প্রথম সোপানে স্ত্রীপুরুষের অবাধ-মিলন সূচিত হইতেছে।

এই রসের যেই ধাতু সেই পাক হয়।
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত ভ্রমণ করয় ॥

গুরু-কৃপা হৈলে তবে হয় দিব্যজ্ঞান।
কৃষ্ণদাস হৈলে তার হয় পরিত্রাণ ॥
মায়া পিশাচী তার পলাইবে দূরে।
শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তি তার হয় দিগোচরে ॥
যেই বস্তু অভাবেতে গন্ধ হয় দেহ (১)।
তাতে বোধ হৈলে বুঝি গুরু-অনুগ্রহ ॥
কোন্ অবলম্বে জীব জন্মে আর মরে।
কোন্ অবলম্বে জীব নানা যোনি ফিরে ॥
কোন্ অবলম্বে জীব দুঃখ শোক ভোগে।
কোন্ অবলম্বে দেহ মৃত্যু কোন্ রোগে ॥
এই উপদেশ যদি গুরু-স্থানে পাই।
নিতান্ত জানিহ তবে সংসার এড়াই ॥
যুগলকিশোর দাস ভাবএ অন্তরে।
কি বেচিব কি কিনিব অর্থ নাহি ঘরে ॥
শ্রীস্নেহ-মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল আত্ম-তত্ত্বের বিধান ॥

পিতৃধন থাকে যদি তবে তাহা পাই।
নিতান্ত যাইতে হৈল সর্ব্বজ্ঞের ঠাঞি ॥
ইহা জিজ্ঞাসিতে চাই সর্ব্বজ্ঞের স্থানে।
কোন্ স্থানে কোন্ ধাতু আছে বর্ত্তমানে ॥
এহা শুনি কেহো যদি করে এহো জ্ঞান।
ইহাতে না হয় ভক্তি-তত্ত্বের সন্ধান ॥
এথে আমি কহি শুন না কর সংশয়।
জ্ঞান জ্ঞেয়মান হৈলে অজ্ঞানতা যায় ॥
দীপ হস্তে করি যদি প্রবেশয় ঘরে।
তিমির করিয়া ধ্বংস দীপ্তিমান করে ॥

---

(১) দেহ পচিয়া যায়।

যেখানে যে দ্রব্য তাহা হয় বর্ত্তমান।
পশ্চাৎ প্রদীপে আছে কোন্ প্রয়োজন (১)।
এমতি জানিবে জ্ঞান জ্ঞেয়মান করে।
অজ্ঞানতা গেলে ভক্তি হয় গোচরে॥
অজ্ঞান পশুর এথে না হয় প্রবেশ।
সে কেমনে পায় ভক্তি-তত্ত্বের উদ্দেশ॥
আহার * * নিদ্রা পশুর এই জ্ঞান।
সে কেমনে জানিবে ভক্তি-তত্ত্বের সন্ধান॥
কৃষ্ণ যেই ভজে সেই জ্ঞানি-শিরোমণি।
দিব্যজ্ঞান হয় গুরু-উপদেশ জানি॥

অতএব সর্ব্বজ্ঞকে জিজ্ঞাসিব তত্ত্ব।
কোন্ থানে কোন্ ধাতু আছে জানি বৃত্ত॥
নেত্রে কোন্ ধাতু আছে চিনি সর্ব্ব বর্ণ।
কোন্ ধাতে ধ্বনি শুনি কোন্ ধাতে কর্ণ॥
নাসিকাতে কোন্ ধাতু আছে বর্ত্তমান।
যাতে করি করে সেহ গন্ধামৃত পান॥
রসনায় কোন্ ধাতু দিব্য স্বাদ জানে।
অম্ল কষায় তিক্ত বাছি করে পানে॥
কহ দেখি কোন্ ধাতে দেহ স্থিতি হয়।
সেই কহে যাতে পরম পুরুষত্ব আছয়॥
পরম পুরুষত্ব যাতে জানে সর্ব্বতত্ত্ব।
সর্ব্বজ্ঞর স্থানে জানি এই সব অর্থ॥
তাথে তিন ধাতু মুখ্য বায়ু পিত্ত কফ।
এই অষ্ট ধাতে হয় দেহ অনুভব॥
এই বস্তু মাত্র গুরু-উপদেশে পাই।
ইহার প্রমাণ শুন সন্দেহ ঘুচাই॥
গুরু-উপদেশে হয় বস্তু বর্ত্তমান।
কাংস্য যৈছে স্বর্ণ হয় রসের বিধান॥
ক্রম জানি ফুট যদি দেই কিমাকার (?)।
তবে তাহাতে স্বর্ণ উত্তরে সুন্দর॥

---

(১) জ্ঞানের দ্বারা দ্রব্যের পরিচয় লাভ করিবে, তার পর সেই জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, তখন ভক্তিই লক্ষ্য হইবে।

সেই স্বর্ণ রহে যদি তাম্রের সমীপে।
স্বর্ণমাত্র প্রায় সেই নহে ভালরূপে ॥
ইহার বিশেষ কিছু না যায় কথন।
পঞ্চ রোগে অবশ আছএ সর্ব্বক্ষণ ॥
এথে যদি কোন স্থানে সাধু বৈদ্য পাই।
যত্ন করি তাহার ঔষধ তবে খাই ॥
জ্ঞান-দাতা গুরু জ্ঞান-লুব্ধ শিষ্য যেই।
শুনিলে এ সব তথ্য বুঝিবেক সেই ॥
সতীর্থ পরমার্থ বর্গে মোর নিবেদন।
অকথ্য কথন এই না যায় কথন ॥
তবে যে কহিয়ে ইহা কোন্ অনুরোধে।
বহির্মুখ জনে ইহা পড়িবা বিরোধে ॥
সবিরোধ কার্য্য আছে কোন্ প্রয়োজন।
আপন আপন স্থানে করেছ শ্রবণ ॥
অন্তরে স্ফুরতি নাহি কর্য এই ধ্বনি। (১)
এহাতে অকথ্য দিব্য মোর এই বাণী ॥
এইত কহিল আত্মবোধ-নিরূপণ।
এবে কহি শুন পাত্র বস্তু যে গ্রহণ ॥

বস্তু হইতে পাত্র জানি উদ্ভব হয়।
বস্তু পাত্রময় এক স্বরূপ কহয় ॥
বস্তু হইতে পাত্র জানি শুনহ কারণ।
কালেতে উদয় করে নহে সর্ব্বক্ষণ ॥
বালক-কালে ভেল হে পৌগণ্ডের ধর্ম্ম।
বালকে অজ্ঞান পৌগণ্ডে জ্ঞান-মর্ম্ম ॥
কৈশোরে রসের জ্ঞান হয় উদ্দীপন।
বস্তু হৈতে পাত্র জানি করএ গ্রহণ ॥
মধু আনি মধু-মাছি চাক করে যবে।
নানান পুষ্পের মধু যোগ করি তবে ॥
বহু পুষ্প হৈতে মধু করে আরোপণ।
সেই পুষ্প পুনঃ তার কোন্ প্রয়োজন ॥

(১) অন্যের নিকট এই কথা কহিবার নহে।

এই মধু-মাছি নাম ধরে মধুকর।
কেহ কেহ বলে মধু করে যে ভ্রমর॥
এথে যে বিচার কৈল শুনহ মরম।
মধুভোগী ভ্রমরার স্বভাব ধরম॥
এথে যদি কেহ কহে পাত্র নিষ্ঠা মানি।
সেই এক মত হয় শুনহ বাখানি॥
রসের কা কথা এথে সুপতির ধর্ম্ম।
সুপতির পতি বিনে আন নাহি মর্ম্ম॥
উভয় সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হইলে এথে যায় রসাতলে॥
ইহাতে জানহ রস যেই প্রাপ্তি হয়।
আমি যে কহিল ইহা রস যে বুঝয়॥
শর্করার ভাণ্ডে যৈছে শর্করার স্থিতি।
এমতি জানিবে বস্তু পাত্র ভেদ তথি॥

বস্তু দিগোচর হইলে জানি হয় রস।
ভাবিলে রসের রূপ নহে আত্মা বশ॥
প্রাপ্তিমান্ নাহি যার অপ্রাপ্তি হবে কিসে।
অপ্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ভাবি সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
দিগোচর নাহি কে জানে তার মর্ম্ম।
ধ্যান করি কৃষ্ণ পায় এই এক ধর্ম্ম॥
সাক্ষাতে আছএ বস্তু ধ্যান সিদ্ধ করে।
ধ্যান-মন্ত্রে প্রেম নহে প্রাপ্তি হবে কারে॥
দেখিয়া না ভজে কেন ব্রজবাসী জনে।
না দেখিলে প্রেম কোথা হয় বা কেমনে॥
শুন ভক্তগণ মুঞি সভাকার দাস।
এই যে কহিল প্রেম-বিষয়-বিলাস॥
কহিবার যোগ্য নহি যে কহিল বাণী।
সদৃশী বিশ্বাস কৃপা তোমা সভার মাণি॥
দোষ না লভিবে মোর বিজ্ঞ নহি এথে।
তবে যে করিল সাধ এ সব বর্ণিতে॥
পূর্ব্বে কহিল এথে মোর নাহি দায়।
যে কিছু কহিল এবে চৈতন্য-কৃপায়॥

অতএব ক্ষমি দোষ করিবে শ্রবণ।
ক্ষতি নাহি এথে কৃষ্ণচৈতন্য-কীর্ত্তন॥
মুঞি যে অপাত্র যদি থাকে বহু দোষ।
আপন আপন গুণে পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দয়াময়।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্ত জয় জয়॥
আমারে করহ সভে কৃপাবলোকন।
যুগলকিশোর দাসের এই নিবেদন॥
শ্রীস্নেহমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ।
এই যে কহিল প্রেম-বিষয়-বিলাস॥

রাধারস-কারিকা।

প্রথমে বন্দিব গুরুদেবের চরণ।
যাহার প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
অন্ধতা ঘুচএ যার করুণা-অঞ্জনে।
অজ্ঞান-তিমির নাশ করে যার গুণে॥

তবে বন্দো বৈষ্ণব রসিক যার হিয়া।
বিকাইনু কিন মোরে পদরেণু দিয়া॥
শ্রীরূপ-সনাতন-গোঁসাই-চরণ করি আশ।
রাধারস-কারিকা ইবে করিয়ে প্রকাশ॥

যাহা হৈতে কৃষ্ণাশ্রয় ভগবান্ হয়।
সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিবে নিশ্চয়॥
রাধা ভজে রাধা কৃষ্ণময় পায়্যা। (১)
জ্ঞান কাণ্ড জপ তপ দূরে তেআগিয়া॥
কায়-মনোবাক্যে নিষ্ঠা হয় কৃষ্ণগুণে।
তবে কেন নাহি পায় ব্রজে সিদ্ধ জনে॥

---

(১) রাধাকে কৃষ্ণের ভাবে বিভোর (কৃষ্ণময়) দেখিয়া রাধাকে ভজন করে।

রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি নহে অনুগত বিনে।
মন্ত্রে যৈছে প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে

কিবা ভজে কিবা যজে সিদ্ধি কিবা হয়।
সাধক সাধিবা কিবা করিয়া নিশ্চয়॥
তবে সাধ্য ভাব সাধন নিশ্চয়।
তার অনুগতে কার্য্য যেই জনা কয়॥
কৃষ্ণদাস হইয়া বিত্ত আশা যদি করে।
সাধ্য করি কৃষ্ণ পায় কোন্ অনুসারে॥

সাধন জানিব কিসে জানিয়া নিশ্চয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি তিন রাগ হয়॥
পূর্ব্ব রাগেতে তবে করয়ে সাধন।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে এই নিষ্ঠা মন॥
নামাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর রসাশ্রয়।
এ তিন সাধন ভাই কার প্রাপ্তি হয়॥

শাস্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
মন্ত্রসিদ্ধ হৈলে হয় সেই ধামপ্রাপ্তি॥
ভাবের স্বরূপ ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দিনী।
ভাবসিদ্ধি হৈলে পায় রাধা ঠাকুরাণী॥
রসের স্বরূপ ব্রজে যুগলকিশোর।
রস আস্বাদিলে পায় রসিকশেখর॥
অর্থ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি ইতি।

প্রবর্ত্ত ভাবের প্রাপ্তি শ্রীগুরুচরণ।
এই তিনে প্রাপ্তি হয় এই কর্ম্ম তিন॥
সাধক ভাবের প্রাপ্তি হয় সখীগণ।
সিদ্ধ ভাবের প্রাপ্তি সেবানুকরণ॥
নিগূঢ় ব্রজের রস জগতে বিহরে।
অন্ধ জন নাহি পায় রহে অতি দূরে॥
বৈকুণ্ঠ-ভিতরে নাহি নাহিক বাহিরে।
সে বস্তু জগতে আছে ভকত-ভিতরে॥

বস্তু বৈ দূরে রহে নাহি জানে রতি।
প্রাপ্তি তার কাঁহা হয় এ ভাব পীরিতি॥
অসম্ভবে স্থায়ী রতি সম্ভব না হয়। (১)
অসম্ভবে যায় তবে কারিকাতে কয়॥

প্রেমের স্বরূপ ভজে প্রেমরূপে।
রাগানুগা ভজে তারে সেই অনুরূপে॥
রাগের অনুগা সাধি আচরিতে।
সে কেমনে চাহে গোপী-অনুগা হইতে॥
সাক্ষাতে আচরে বস্তু ধ্যানে সাধ্য নহে।
ধ্যান মাত্র নাহি সেই প্রাপ্তি হয় কহে॥
ভবসিন্ধু ভব তার হৃদয়েতে পোষে।
শ্বাস গন্ধ নাহি তার প্রেম নেত্রে ভাসে॥
সাক্ষাতে আছয়ে তাহা গোলে নাহি হয়।
শুদ্ধ ভক্ত এই পায় কারিকাতে কয়॥
দেখিলে সে উনমাদ না দেখিলে মরে।
নিজ-ধর্ম্ম বস্তুভাব রাখিতে না পারে॥
সদা চিত্ত ডুবি রহে করে আস্বাদন।
দৈবে আসি নারে মন করিতে চালন॥
বাক্যেতে দেখায় মাত্র দেহ দুই রূপ।
অন্তরে মিলয় তাহা একই স্বরূপ॥
... ... গুণা হেন স্ফুরে দেহিকার হেতু।
তাহে প্রাণ ডুবি রহে সেই সে জীবাতু॥
সেই পায় রসাশ্রয় রসিক সুজনে।
বিচ্ছেদ হইলে সব মরয়ে পরাণে॥

সহজ-ভাবের কার্য্য ভজে এই রীতে।
সামান্য পায় সেই কহে কারিকাতে॥
শুনিঞা যজয়ে যেবা এই কার্য্য রীতে।
স্বকার্য্য অকার্য্য হয় নাহি প্রাপ্তি তাথে॥

(১) প্রকৃত কিছু না পাইলে প্রেম কিরূপে হইবে? অসম্ভব ও অপ্রাপ্ত দ্রব্যে স্থায়ী প্রেম সম্ভবপর হয় না।

সহজ গোপীর ধর্ম্ম সাক্ষাৎ সাধন।
এইরূপে পায় সে রাগানুগাগণ ॥

যদ্যপি রাধিকা-ভাব ভাবে রাত্রদিনে।
সেই নাহি পায় রাধা-অনুগত বিনে ॥
শুদ্ধ ভাবামৃতরস গোপী আস্বাদয়।
লক্ষ্মী মহিষীগণে গোপী-ভাব নাহি হয় ॥ (১)
নির্ব্বিকার হয় যদি প্রেমের বিকার।
এই প্রেমে প্রাপ্তি হয় শুদ্ধচিত্ত যার ॥
রাই-ভাবের যদি কিছু থাকে মহিষীতে।
অসহ্য ভাবের হেতু না পারে রাখিতে ॥
স্বজাতির ধর্ম্ম রাধা করয়ে যজন।
নিজ কান্ত বিনে তার অন্য নহে মন ॥

অন্য কার বাক্য কান্ত নারে পরশিতে।
কৃষ্ণ-অনুরাগ রাধা কহে কারিকাতে ॥
প্রকৃতি মায়ার লুব্ধ শাস্ত্রে এই কহে।
ঈশ্বর হইয়া করে স্বকীয়া অন্যায়ে ॥
তিহোঁ কেন অনুগত অন্যায় স্বরূপা।
কোন্ বস্তু প্রাপ্তি তিহোঁ বস্তু কোন্ রূপা ॥
উপাসক জন যত হৃদয়ে পশিবে।
অন্য জন অসম্ভব ইহা না লইবে ॥
অকার্য্য স্বকার্য্য হয় যদি কেহ মানে।
অসম্ভবে অসম্ভব যদি পৈঠে কাণে ॥

সহজ-ভাবেতে ভজে সেই সব জনে।
প্রাপ্তি বস্তু তার চিত্তে বাঢ়ে অনুক্ষণে ॥
প্রাপ্তি হৈলে সাধ্য যার হয় অনুগত।
শুদ্ধ হৈলে কার্য্য পায় সেইত নিশ্চিত ॥
দুই বস্তু অপ্রাকৃত গুপ্ত স্বহার্য্য।
গুণে বস্তু হয় তার রাখএ এই কার্য্য ॥
সেই বস্তু হয় যাতে কৃষ্ণগুণে।
লালসা হইতে ভজে গুরুর চরণে ॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী লক্ষ্মী। গোপীরা যে ভাব প্রাপ্ত হন, লক্ষ্মীর তাহা দুর্লভ। এখানেও পরকিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

কৃষ্ণের অবিগ্ন (১) কিম্বা কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
গোপীগণ জানে তাহা সেই রাধা হৈতে॥
রাধার সমান সুখ নাহি ত্রিভুবনে।
লক্ষ্মী-আদি মহিষী না পায় গণনে॥
গোপিকা ভাবয়ে নিত্য যার ভাব লয়্যা।
সুস্থির গম্ভীর ভাবগম্য হইয়া॥
অমৃত খাইয়া কেবা জীয়ন্তে মরয়।
প্রেমানুগা কিবা হয় দান রাগাশ্রয়॥
তার অনুগত কার্য্য করে কিবা রীতে।
বহু গ্রন্থ কৈল কৃষ্ণ বস্তু জানাইতে॥

সেই বস্তু জানে কেহো সহস্রে কহিতে।
জানিয়াত নিরূপণ না পারে করিতে॥
সে পাত্র মধ্যম হয় বস্তুমাত্র জানি।
তার মধ্যে যার গম্য কোটি মধ্যে গণি॥
গোস্বামী করিল গ্রন্থ সার নিরূপণ।
ইহাতে পাইএ সাধ্য সিদ্ধির ভজন॥
নৈষ্ঠিক জনার সাধ্যি বিষয় সংবাদ।
ইহাতে উত্তম যাতে করি অনুবাদ॥
সিদ্ধি জনার হয় অংশ-ব্রহ্ম-প্রাপ্তি।
ইহা বুঝিবারে হৈল অতএব শক্তি
বৈধী মতে রস হয় সাধারণী।
অন্তরঙ্গা রতিরঙ্গা সমস্তেতে গুণি॥
নিতি নানা নাই কার করয়ে বসতি।
নবীন-যৌবনা রাধা ত্রিভুবনে খ্যাতি॥
কালে কালে বৃন্দাবনে প্রাপ্তি দেহ ধরে।
তাহার স্বরূপ কৃষ্ণ শুনি নিরাকারে॥
সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার।
সেই কৃষ্ণ এই রাধা একুই আকার॥
রাধা হৈতে নিরাকার রসের স্বরূপ।
অতএব দুই রূপা হয় এক রূপ॥

---

(১) অবিগ্ন = অবিগ্নমানে।

প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য।

ইহার পূর্ব্ব অধ্যায়ে "সহজিয়া-সাহিতে"-জ্ঞানাদি-সাধন প্রভৃতি পুস্তক হইতে প্রাচীন গদ্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। চণ্ডিদাসের সহজিয়া-মত-সম্বন্ধীয় কিছু গদ্যের নমুনা আমরা পাইয়াছি। তাহা একান্ত দুর্ব্বোধ এবং এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন দেখিতেছি না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬৫৬ পৃষ্ঠায় তাহা একবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সে রচনা চণ্ডিদাসের হইলে তাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গদ্য। শূন্য-পুরাণের গদ্য খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর। তাহা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

একখানি প্রাচীন পত্র।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ।

১৪৭৭ শকাব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ-কর্ত্তৃক আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবের (খোড়া রাজার) নিকটে লিখিত পত্র। ১৯০১।২৭ জুনের 'আসামবস্তি' হইতে উদ্ধৃত।

"স্বস্তি সকল-দিগ্‌দন্তি-কর্ণতালাস্ফাল-সমীরণপ্রচলিত-হিমকর-হার-হাস-কাশ-কৈলাস-প্রান্তর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশতরঙ্গিণী-সলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ-প্রচণ্ড-ধীর-ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবার সকল-দিক্‌-কামিনী-গীয়মান-গুণসন্তান শ্রীশ্রী স্বর্গনারায়ণ মহারাজ-প্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তবো সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয়, না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গরমৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণ-চামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
সন ১০৯৬।

আদালতের আরজি।

সন ১০৯৬ সাল।

মহামহিম দেওয়ানি আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু

আরজি শ্রীরামকান্ত চন্দ্র সাং বিষ্ণুপুর—

আসামী শ্রীসদারাম মহান্ত চকলা তথা সাং ইন্দাষ মকদ্দমা ইহার স্থানে আমার এক কিত্যা তমস্থু দিয়া টং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা আর চটা বাবুদ ৫০৲ পঞ্চাশ তঙ্কা একুনে ৫৫০৲ পাঁচশত পঞ্চাশ তঙ্কা সররতি করি দেয় না একারণে নালিশ সাহেব ধর্ম্ম-অবতার হক আদালত করিয়া আসামী আদালতকে হুকুম করিয়া আমার টাকা দেলাইয়া দিয়াতে হুকুম হইবেক আমি গরিব সাহেব ধর্ম্ম-অবতার আমার পানে নেকনজর করিয়া দেলাইয়া দিআইবেন এই আরজ নিবেদন করিলাম সন ১০৯৬ সালে তাং ২২ আষাঢ়।

৺শ্রীশ্রীহরি
সন ১০৯৭।

আদালতের আরজি।

সন ১০৯৭ সাল।

মহামহিম ফৌজদর আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু

চাকালাই বিষ্ণুপুর সাং বাণপুর শ্রীরামকান্ত ঠাকুর—

আরজ নিবেদন আমার এই সাকিমের শ্রীমাণিক রায় স্থানে আমার মূল ১০৲ দশ তঙ্কা পানা ছিল তাহাতে আমি আসামী মজুকুরে স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না আমাকে দুই চারি বদ জবান গালি দিলাক এবং আমাকে মারিতে উদ্যত হইল এ কারণ নালিশ আসামী মজুকুরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হএ আমি গরিব প্রজা সাহেব-ধর্ম্ম অবতার আমা বারে যেমত হুকুম হএ এতদর্থে আরজ নিবেদন লিখিয়া দিলাম ইতি ৭ সেবন (১)।

---

(১) শ্রাবণ।

বৃন্দাবন-পরিক্রমা।

১৮-শ শতাব্দী।

(সন ১২১৮ সালের পুথি হইতে উদ্ধৃত।)

দক্ষিণে হরিদুআর (১) বৈরাগ-গঙ্গা তাহার দক্ষিণ গোরূও কুণ্ড তাহার পশ্চিম ব্রহ্মকুণ্ড তাহার দক্ষিণ সূর্য্যকুণ্ড তাহার দক্ষিণ গ্রাম-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রত্নসিংহাসন হিন্দোলা অক্ষয় বট ৮৪ চৌরাশী থাম্বা এক ঘেরার মধ্যে আর ব্যাসদেবের সহ স্থির লিখন আছে পাষাণে তাহার নিকট শ্রীগোপীনাথ জীএর সেবা তাহার মধ্যে দক্ষিণ গ্রাম-মধ্যে গোবিন্দ জীএর সেবা শ্রীমন্দিরে একদিনে শ্রীবৃন্দাদেবী আর একদিনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রাস-মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর বিরাজমান তাহার সৌভাগ্য বাক্য-অগোচর শ্রীবৃষভানুপুরের বায়ব্য কোণে পাহাড়ের উপর··· পেছলা খেলা তাহাতে যাবকের চিহ্ন আছে তাহার পূর্ব্ব এক ক্রোশ বৃষভানুপুরের ঈশান কোণে প্রেম-সরোবর তাহার চৌদিগে কেলি-কদম্বের বন তাহার উত্তর এক ক্রোশ সঙ্কেতের স্থান শ্রীমন্দির আছে তাহার উত্তর এক ক্রোশ নন্দগ্রাম নন্দগ্রামের দক্ষিণ যশোদাকুণ্ড নিকট দধি-মন্থনের হাড়ী আছে তাহার পর পর্ব্বতের উপর শ্রীনন্দ·········বাসী সেবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম শ্রীমন্দির দক্ষিণ দুয়ারি শ্রীনন্দজী ডাহিনে বলরাম তার ডাহিনে শ্রীকৃষ্ণ জীএর ডাহিনে তাহার মাতা শ্রীযশোদা এই মন্দিরের পশ্চিমে পাবন-সরোবর তাহার অগ্নিকোণে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুঠরী নন্দগ্রামের পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ কদম্বখণ্ডি তাহাতে কেলি-কদম্বের গাছ অনেক আছে তাহার পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ তুড়ি-বন তাহাতে ঠাকুর টুস্কি দিয়া সঙ্কেত করিয়াছিলেন সেই স্থানে এক কুণ্ড তাহার চৌদিগে কদম্বের বন তাহার ঈশানে অর্দ্ধ ক্রোশ স্থির-কুণ্ড তাহার ঈশানে জাবট-গ্রাম শ্রীগোপাল ঘোষের বাড়ী শ্রীরাধিকা জীএর শ্রীমন্দিরে সেবা তাহার খিড়্কী দরজাএ পারুল-গঙ্গাঘাট তাহার পূর্ব্ব শ্রীকিশোরী-কুণ্ড তাহার অগ্নিকোণে রাসস্থল কিশোরী-বট সেই স্থানে গুপ্তস্থল জাব-টগ্রামের পশ্চিম কোকিল-বন কোকিলের কুলি (২) হইতেছে শ্রীমতী শুনিয়াছিলেন সেই স্থানে এক কুণ্ড তাহাতে কেলি-কদম্বের গাছ বেষ্টিত আছে তাহা হৈতে দুই ক্রোশ চরণ-পাহাড়ী তাহার উপর শ্রীবলরাম জীএর চরণ-চিহ্ন ১ হাত প্রস্থ অষ্ট অঙ্গুলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন তিন পোয়া প্রস্থ সাত অঙ্গুলি ঐ পাহাড়েতে গোধনের

(১) হরিদ্বার। (২) কুলি = কাকুলি।

পাঁজ মো'ষের পাঁজ আর উটের পাঁজ সেই পাহাড়েতে দুই ভাই মুরলী-ধ্বনি করিয়াছিলেন পাহাড়ে হাটুগাঁড়া-চিহ্ন আছে তাহার পশ্চিম সাত-ঘর্য্যা খেলার চিহ্ন আছে তাহার পশ্চিম চরণ-গঙ্গা তাহার দক্ষিণ অর্দ্ধ ক্রোশ বড় বেটনগ্রাম তাহাতে সেবা শ্রীমুরলীধর ঠাকুর জীউ তাহাতে কেলি-কদম্ব-বন তাহা হৈতে আড়াই ক্রোশ রাম-বন তাহা হৈতে খদির-বন সেখানে উঘরাও-কুণ্ড শ্রীমতী সেই স্থানে রাজা হইয়াছিলেন তাহার পর ছোট সেকসাই তাহাতে শ্রীবিষ্ণু শয়নে আছেন শ্রীলক্ষ্মী পদসেবা করিতেছেন কুণ্ড ক্ষীরোদ সাই তাহা হৈতে খদির-বন তাহাতে অক্ষয় বট আছে তাহা হৈতে তিন ক্রোশ ভদ্রক-বন তাহাতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রাজা হইয়াছিলেন দেবতারা মানে নাই তাহাদিগে চতুর্ভুজ দেখাইলেন এই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকট আছেন তাহার উত্তর সূর্য্য-কুণ্ড পূর্ব্বে ইন্দ্র-কুণ্ড দক্ষিণেতে চন্দ্র-কুণ্ড পশ্চিমে অর্জ্জুন-কুণ্ড আর আর তেত্রিশ কোটি দেবতার কুণ্ড আছে ছত্রবন হৈতে পাঁচক্রোশ শ্রীরাম-ঘাট সেই স্থানে শ্রীবলরামের রাস হয় বলরামের সেবা আছে তাহার দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশ বিহার-বন তাহার পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ অক্ষয় বট তাহা হৈতে ১ ক্রোশ চীরঘাট তাহাএ বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্ব ২ ক্রোশ নন্দ-ঘাট তাহাতে নন্দরাজকে বরুণে লইয়া গিয়াছিলেন আর জীব গোস্বামী এখানে লুকাএ ছিলেন এবং ভজন-কুঠরী আছে তাহার উপর যমুনা-পার ১ ক্রোশ ভদ্রবন তাহার দক্ষিণে ১৷৷ ক্রোশ ভাণ্ডীর-বন তাহাতে বটবৃক্ষ আছে সেই খানে নিত্যানন্দ প্রভু ছিদামকে বাহির করিএ গৌড় দেশকে পাঠাইয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ দেড় ক্রোশ বেল-বন তাহাতে সেবা শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর তাহার পূর্ব্ব মান-সরোবর তাহার পূর্ব্ব শ্রীললিতা ঠাকুরাণীর সেবা।

কুলজী-পটী-ব্যাখ্যা।

এই কুলজীতে বহু পূর্ব্বের গদ্য-সাহিত্যের নমুনা থাকিলেও মূলতঃ ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনর্লিখিত হইয়াছিল।

(পটী-ব্যাখ্যা নামক কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

কিছু কাল অন্তে অবসাদে পটী। মুকুন্দ ভাদুড়ীতে জন্মিল দর্পনারায়ণী। সে দর্পনারায়ণী কিমৎ। মুকুন্দ ভাদুড়ীর পুত্র গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী বিবাহ করেন রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্যা। কুলজ্ঞরা গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী কুলজ্ঞদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল উষ্মা। কুলজ্ঞরা কহিলেন 'যে হায় কুলীন হয়ে কুলজ্ঞের উপর এত অহঙ্কার।

দেখ দেখি শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর কি দোষ আছে। কুলজ্ঞরা বিবেচনা ক'রে দেখিলেন যে রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুর সেই হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ ঠাকুর। এই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোতাখানায় সাতকৈড়ি নামে ব্রহ্মহত্যা হয়। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কন্যা দেন দুর্লভ মৈত্রে। সেই দুর্লভ মৈত্রের বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী ভায়রা সম্বন্ধে যাতায়াত করেন। অতএব ভোজন করিয়া থাকিবেন। কুলজ্ঞরা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন (১)। আস্তাড়ে গেলেন মুকুন্দ ভাদুড়ীর নিকট। কহিলেন যে হে মুকুন্দ ভাদুড়ী তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীতে জন্মিয়াছে দর্পনারায়ণী তুমি যদি পুত্র সম্বরণ কর তোমাকেও দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িব। আর পুত্র যদি উপেক্ষা কর তবে তুমি যে আউটুয গাঞির প্রধান সেই আউটুষ গাঞির প্রধান থাকিবে। মুকুন্দ ভাদুড়ী পুত্র উপেক্ষা না ক'রে পুত্র সম্বরণ ক'রে করণ কারণ করিলেন। মুকুন্দে অনন্তে করণ, মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, অনন্ত লাহিড়ী আর মুকুন্দ সান্যালে করণ। মুকুন্দ মুকুন্দ অনন্ত ধ্রব এই চারি মুখ্য দ্বারায় দুর্লভ মৈত্র। কুলজ্ঞরা পাঁচ কর্তাকেই দর্পনারায়ণী দিয়ে আস্তাড়িলেন। দর্পনারায়ণীর পর ধ্রুবের কুশে মুকুন্দ ভাদুড়ীর গঙ্গালাভ। মুকুন্দ ভাদুড়ীর পুত্র গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ তিনের অকরণে গঙ্গালাভ। গোপীনাথের পুত্র যদুনাথ বাণীনাথ। শ্রীকান্তের পুত্র রত্নগর্ভ। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ কেশব খাঁ জগদানন্দ রায়। সুবুদ্ধি খাঁ কুলজে হৃদয় সান্যালে শাসখানি চলাউড়ি পুত্র উপেক্ষা করি পৌত্র সম্বরণ করি তত্রাচ বলিতেছি হৃদয় ছিলেন। দর্পনারায়ণীতে মুদ্দই হৃদয় যদি করিলেন করণ এই কারণে গাইল নিষ্কৃতি। হৃদয় নাড়া তাল প্রপৌত্র নাই যে বাড়ি শ্রোত্রিয় সম্বলিত গাইল রাজার ব্রন্তাল হৃদয়ের করণে গাইল নিষ্কৃতি। গাইল জাগে। উত্তর কালে লক্ষ্মণ সান্যাল। এই কালে ধোপড়া কোলের বাড়ীতে রাজা কংস নারায়ণ সংগোপনে পিতৃমাতৃ-কৃত্য করেন। সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। পত্র দেন লক্ষ্মণ সান্যাল বৈদ্যনাথ তলাপাত্রকে। ভাগিনারা সুবুদ্ধি খাঁ কেশব খাঁ আর জগদানন্দ রায় দর্পনারায়ণীতে বদ্ধ। এজন্য ইহাদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন না। ইহারা ভগিনী-দায়গ্রস্ত হইয়া লজ্জা মান ত্যাগ ক'রে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। হয়ে কহিলেন যে মহারাজ আপনি পিতৃকৃত্য করেন সকলকে নিমন্ত্রণ করেন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন না কিন্তু মহারাজ সেজনদিগের ভগিনী মহারাজের ভাগিনেয়ী

---

(১) আস্তাড়িলেন=পীড়ণ করিলেন। দর্পনারায়ণী-দোষ দিয়া লাঞ্ছিত করিলেন।

অরক্ষণীয় হইয়াছে। কুলীন পাত্র দেন যে ভগিনী সম্প্রদান করি নতুবা আজ্ঞা করুন যৎকুৎসিত ব্রাহ্মণে ভগিনী সম্প্রদান করি। কিন্তু মহারাজ সকলেই বলিবেক যে অমুক রাজার ভাগিনেয়ী অমুক যৎকুৎসিৎ ব্রাহ্মণে বিবাহ করে। রাজা লজ্জিত হয়ে কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। ভাল কুলজ্ঞর নিকট ব্যবস্থা লই। রাজার সভায় ছিলেন কুলজ্ঞরা। কুলজ্ঞদিগের কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। কুলজ্ঞরা বিবেচনা করিয়া কহিলেন ইহারা মুকুন্দ ভাদুড়ীর সন্তান তিন পুরুষ দর্পনারায়ণীতে বদ্ধ আর ইহাদিগের নষ্ট করিলেই কি হবে। কুলজ্ঞরা এই বিবেচনা ক'রে কহিলেন যে মহারাজ আপনি হৈন্দবের কর্ত্তা বারেন্দ্রের যূপ দেবতার ছোট মনুষ্যের বড় সতেজকে আস্তাড়ন করিলে নিস্তেজ হয় নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। তাহার প্রমাণ এই—তোমার পূর্ব্ব পুরুষ কামদেব ভট্ট ভট্টাঘাত নিষ্কৃতি করিছেন ভোজন দিয়ে। লক্ষ্মণ তলাপাত্র সাদেখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। ধনঞ্জয় বড় ঠাকুর শুভরাজ খানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। আপনি যে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিবেন কিন্তু ভোজন-সাপেক্ষ-রাজা লজ্জিত হয়ে গাইল গায়ে পেড়ে লয়ে ভোজন দিলেন গাইল হইল তরল পাতল তত্রাচ কুলীনের করণ সাপেক্ষ ব্যক্তি নিষ্ঠে চাইর সান্যাল গণনা যায়। কমলনয়ান রঘুনাথ লক্ষ্মণ দুর্গাদাস। কমলের পুত্র জ্ঞান গোবিন্দের উপকার করিয়া বড় হবেক গাঞি অকরণে জ্ঞানের গঙ্গালাভ। রঘুনাথ লথাই বাগচি উপকার ক'রে হবে গাঞি। সাত সিড়ি অন্তে উমানন্দী দোষ ধরা পড়িল। দুর্গাদাসে আবদুল রহিমানি। ব্যক্তি নিষ্ঠে পাইলেন লক্ষ্মণ সান্যালে করণ। রাজাও করিলেন আদর।

জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

কুচবিহারের রাজমুন্সী বঙ্গজ কায়স্থ-কুলোদ্ভব জয়নাথ ঘোষ-সঙ্কলিত রাজোপাখ্যান হইতে উদ্ধৃত।

(শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়-সংগৃহীত। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।)

"শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-মকরন্দ অজ্ঞানতিমিরান্ধ জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জন ন্যায় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তদ্ভ চরণ-প্রান্তে কোটি কোটি প্রণাম পূর্ব্বক ধরণিধরেন্দ্র-তনয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড

সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীশ্রীআশুতোষ দীন দয়াময় সদাশিব চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্বে প্রণামান্তর শ্রীমন্নারায়ণপরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ভূদেব ব্রাহ্মণ-সকলের চরণ-প্রান্তে প্রণতি পূর্ব্বক বহুতর প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীসদাশিব-বংশ-সম্ভব বিহারস্থ দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ কুল শীল বল বীর্য্য শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শান্ত দান্ত বিদ্যা বিনয় বিচার রাজ-লক্ষণ রাজ-ব্যবহার শরণাগতজন-প্রতি-পালনাদি বিষয়ে এবং রূপ লাবণ্যাদিতে যিনি তুলনা রহিত রিপুকুল-বন-পঙ্কে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ * * পূর্ব্ব সংবাদ তৎশ্রবণে ঐহিক পারত্রিক শুভদায়ক যে হেতু শিব-সন্তান প্রত্যেক নৃপতি সকলের গণেশ-তুল্যতা অতএব নিবেদন করিতেছি যে সংপ্রতিক ভূপতির মন্ত্রিবর্গের অগ্রগণ্য মহামন্ত্রী শ্রীযুত দেওান কালিচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় সর্ব্ব-গুণাধার ও সকল প্রশংসাতে প্রশংসিয় মন্ত্রণাতে যেমত ইন্দ্রের সভাতে বৃহস্পতি ও শ্রীশ্রীরঘুনাথের সভাতে বশিষ্ঠ ঐ প্রকার বটেন।" * *

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোর কাল হইবাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমত খোষনবিস লিখক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও গজ-চালানে অদ্বিতীয় তীরন্দাজ ও গোলেন্দাজিতে উপমা-রহিত অন্য অন্য শিল্পকর্ম্ম যাহা দৃষ্টি হয় তাহা তৎকালীন শিক্ষা করেন গান বাদ্য সকলি অভ্যাস করিলেন এবং তাল মান ও রাগ রাগিণী এমত বুঝিতে লাগিলেন যে উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশঙ্কিত হইয়া হজুরে গান করেন গুণবোদ্ধা গুণগ্রাহী গুণ-সমুদ্র হইলেন দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি অতিশয় হইল দয়াল মিষ্ট-ভাষক সকল লোকে দেখিয়া চক্ষু সফল জ্ঞান করে। * * * রাজধর্ম্মে রাজকর্ম্মে তৎপর রাজনীতি সকলে শিক্ষা-করণে শিব-সন্তান স্বয়ং শিব আশুতোষ স্মরিবে বিধর্ম্ম দেবার্চ্চনা নিত্য-উৎসব বিশেষ প্রতি সন দুর্গা-উৎসব আর হুলীতে এমত সমারোহ করিতে লাগিলেন যে কেহ কুত্রাপি দেখে নাই এবং শোনে নাই হুলীতে পঞ্চদশ দিবস মজলিষ হইতো রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের জজ কালেকট্টর সাহেবলোক বিবিলোক এবং কুঠীর সাহেবলোক তামাসা দেখার নিমিত্তে আসিতেন বাই ভক্তিয়া ভাঁড় কথক কালাওত কত আসিতো সঙ্খ্যা কে জানে আবির কুমকুমা আতর গোলাব ফুলেন অপরিমিত যে স্থলে মজলিস হইতো তাহার বর্ণনা কি লিখিব সহর সমেত পথ ঘাট সকল আবিরে রক্তিমাকার পেচকারীর হওজ সাহেবলোক বিবিলোক

সহিত নানারঙ্গে হুলী খেলেন কখনো কখনো সাহেবলোক একদিগ ভুপতি নিজ-আমলা সহিত একদিগ হইয়া কুমকুমার লড়ক (১) হইতো ইহাতে সোণার লাহার রাঙ্গের কুমকুমা বৃষ্টি-ন্যায় বর্ষণ হইতো আতষ-জ্বলান তোপ ওবাউ কত কত রঙ্গ তামসা আমি কত কলমে লিখিব।

(এই রাজাবলী-গ্রন্থখানিতে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ হইতে মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১২৫২ বঙ্গাব্দের প্রতিলিপি হইতে উদ্ধৃত।)

কেরি-কৃত কথোপকথন।

কেরি-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৮৫০-৮৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঘটকালি।

ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রতির (২) বিবাহ দিব আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন বিস্তর দিবস গৌণ না হয় বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাই। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্য-স্থলে যাব এখন না হইলে যে খরচ-পত্র আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক্ কি। আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপন-কার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগার কন্যা উপস্থিত আছে যেখানে বলেন সেই খানে স্থির করিয়া আসি। কুলীন-গ্রামে হরহরি বসুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন দুধে আলতায় গোলা আর কর্ম্মে ও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।

ঘটক যাইয়া হরহরি বাবুকে বলিতেছেন। বসুজা মহাশয় হে তোমার কন্যার সম্বন্ধ অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্ত্তব্য তাহারা জাত্যংশেও যেমন আর অন্নযোগ স্বচ্ছন্দ আছে সে ব্যক্তি নিজে বরেহাঁ চাকুরা। পুত্রতি (৩) অতি সুজন লিখিতে পড়িতে মূর্ত্তিমন্ত দৃশ্য

---

(১) লড়ক=লড়াই। (২) পুত্রটির। (৩) পুত্রটি।

ভব্য সভ্য অল্প বয়স এমন পাত্র আর পাবা না ইহা বুঝিয়া জবাব দেহ। কিন্তু তাহারা দেরি সহিবে না এই মাসের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হবে।

আমার এ কার্য্য অবশ্য করা বটে কিন্তু এ মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না যদি অগ্রহায়ণাদিতে করেন তবে আমি পারি নতুবা হয় না।

শুনহে বসুজা এমন বর আর মিলিবে না। তুমি যদি কর এমন হয় তবে আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি তাহা বল আমি তাহারদিগকে আনিয়া পত্র করিয়া যাই।

ভাল। আন যাইয়া এই মাসের দশক্রি এক দিন আছে তোমরা তাকাতাকি আইস।

বরকর্ত্তারা আসিয়া বসিলেন পত্রাদি লেখা পড়া হইতে কন্যাকর্ত্তা বাকদান করিলেন।

তোমরা সকলে শুন ইহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে দশক্রি রোজ দেড় প্রহর রাত্রির পর বিবাহ হবেক।

বর কর্ত্তাও বলিলেন। তোমরা শুন ইহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ হইল যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ থাকে তবে হবে উনিও সামগ্রী আয়োজন করুনগা আমিও করিগা।

কথোপকথন।

ফলানা পুত্রের বিবাহ দিয়াছে যথেষ্ট খরচ করিয়াছে।

কোন গ্রামে বিবাহ দিয়াছ। কাহার কন্যার সহিত।

রাধামোহনপুরে কমললোচন ঘোষের পুত্র রামচরণ ঘোষ তাহার কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

আচ্ছা তাহারাও জাত্যংশে ভাল বটে। উত্তম স্থানেই দিয়াছে ইহার ঘটকালি কে করিয়াছিল। এ বিবাহের ঘটকালি রামচন্দ্রপুরের শ্যামসুন্দর বসুজা মহাশয় করিয়াছেন।

তাহা বটে। তিনি ন'লে আর কার সাধ্য এমন সম্বন্ধ করিতে পারে। ইহাতে ঘটকালি কি পাইয়াছে। তাহা জান।

জানি। তিনি ঘটকালি শরব এক শত টাকা পাইয়াছেন আর তার মর্য্যাদা পঁচিশ টাকা দিয়া কত সাধ্য সাধনা করিয়া বিদায় করিয়াছে।

হাঁ। তা করিবে। তবু তার উপযুক্ত বিদায় হয় নাই। তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত বিদায় দুই শত টাকা আর এক যোড়া শাল মর্য্যাদা যার যে হয়।

অঃ মহাশয় এই যে খরচ করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো দিয়াছে আর উহার সঙ্গের দশ বারো জনকে বিদায় এক এক জনকে দশ বারো টাকা করিয়া দিয়াছে। আর উহাকে কতই সয়।

সে বটে উহার সঙ্গের আর লোক ছিল। ভাল। আর বিবাহের পণাপণ বা কি খরচ-পত্র বা কি করিয়াছে। তাহা কিছু বলিতে পার।

তাহার খরচ কুত্তঁ হইয়াছে তাহার নিকর কিছু কহিতে পারি না আন্দাজ দশ বারো হাজার হইয়া থাকিবে।

এত খরচ কিসে হইল। আমিত তাহার কিছু বুঝিতে পারি না। কহ দিকি কোন কর্ম্মে কত খরচ হইল।

বিবাহের পণ লাগে পাঁচশত টাকা আর পত্রাদি করিতে যায় তাহার খরচ দুইশত টাকা হয়।

ভাল। পত্র করিতে এত খরচ হইব কেমনে। সে মিথ্যা কথা। এমন শুনি না।

আপনি না শুনিলে শুনিতে কহে কে। আমিই যেন মিথ্যা কহিলাম। গ্রামে আর লোক আছে জিজ্ঞাসা করুন গা (১) দিকি তাঁহারদিগকে তাঁহারা কি বলেন।

এত জিজ্ঞাসায় আমার কি প্রয়োজন। ভাল তুমি জান তাই কহ দিকি বরচলনি কিরূপ করিয়াছিল। আর তার রোসনাই কিমত হইয়াছিল।

তাহার বরচলনি যেরূপ করিয়াছে তাহা শুন। নবাব সাহেবের নিকট হইতে শেলামি দিয়া তিনি যে পালকীতে সোয়ার হন সে পালকী আর তাহার যত লওজিমাত লোক তাহার অর্দ্ধেক আনিয়াছিলেন আর রোসনাইর কথা কি বলিব। গ্লাসের ঝাড় হাজার করিয়াছিল। আতষ বাজি কত করিয়াছিল তাহা কি বলিব। আন্দাজ দুই তিন হাজার বাজি হইতে পারিবে।

তবেত বিবাহ দিয়াছে ভাল। তোমার গ্রামের লোক শুনে থাকিবা অন্য ঘটক কিরূপ বিদায় করিয়াছে। তাহা বল।

আর যে যে ঘটক আসিয়াছিল তাহারা কেহ চারি টাকা একযোড় কাপড় পাইয়াছে কেহ পাঁচ টাকা একযোড় কাপড় পাইয়াছে।

আর তবে তার তসকির কি। বিবাহ ভালই দিয়াছে। আর দুই এক লোকেকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কহিল বিবাহ দিয়াছে এক প্রকার বড় ভাল নয় বড় মন্দ নয়। মধ্যম বটে।

---

(১) করুন গা=করুনগে।

যাহারা মন্দ কহিয়াছে তাহারা এ মত দুই এক করে তবেত বুঝিতে পার নতুবা কহিতে কি মুখেতে কিছু ঠেকে না সকলি কহিতে পারে।

মরুক সে যে হউক। এখন তোমাকে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি সকলেইত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছে। আমরা ঘটক গেলে কিছু পাব কিনা।

হাঁ পাইতে পার। যত ঘটক আসিয়াছিল সকলেইত পাইয়াছে কেহত অমনি যায় নাই তোমার না পাবার বিষয় কি। যাউন। পাবেন।

সমাপ্ত।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র।

যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে।

একব্বর বাদসাহের আমলে।

রাম রাম বসুর রচিত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০১

—:*:—

এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু পৃভৃতি অনেক অনেক রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নামমাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে আনুপূর্ব্বিক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর ২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এজন্য যে মত আমার শ্রুত আছে, তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

এ প্রসঙ্গের আদি এই রামচন্দ্র নামেতে একজন বঙ্গজ কায়স্ত পূর্ব্বদেশনিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশান্তরি হইয়া পাটমহল পরগণায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন তাহার শ্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল রামচন্দ্রও তাহাদের সমিভ্যারে দপ্তরখানায় যাতায়াত করিতে ২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন রামচন্দ্র ক্ষমতাপন্ন লোক অতএব ঐ দপ্তরে তিনিও মুহুরিগিরি কার্য্যে প্রবত্ত হইলেন।

এই মতে কতক কাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে ২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুনানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনাদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন।

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিৎ শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে হইতে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।

সে সময় গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার অধ্বিক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান ছোলেমানের পূর্ব্বাবধি কিছু এমত ঐশ্বর্য্য ছিল না দৈবক্রমে তাহারি কিছুকাল পুর্ব্বে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্বা তিন সবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল তাহার বিবরন এই।

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহারদের আপনার মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিৎ ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না।

এই অপকাশ ক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সুবার কতৃত্ব নিস্করে করিলেক ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপূর্ন করিলেন।

পরে হোমাঙু সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া একব্বর বাদসাহের সহিৎ সাক্ষাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত

হইয়া ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্র বিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাহুড়িলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতেছিলেন।

সেই কালে রামচন্দ্র আপনার তিন পুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া নজর দিয়া ছোলেমানের সহিৎ দেখা করিলে তাহার পুত্রেরদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন এবং সেই দেশে ঘর দ্বার করিয়া বসত বাস করিলেন।

ইহারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক সদা সর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় ছোলেমানের নিকটাবর্ত্তি হইতেন তাহাতে ছোলেমান শিবানন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ছোলেমানের অনুগ্রহেতে সেই দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন ছোলেমান শিবানন্দকে সম্মান করিয়া খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পর ২ উন্নতির বাহল্য হইল কার্য্যের আঞ্জাম করাইতে ছোলেমান শিবানন্দকে বিস্তর ২ সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ। একবৎসর এই মতে গত হইলে ছোলেমানের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।

শিবানন্দের ভাইপো দুইজন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরি ভবানন্দের পুত্র মধ্যম জানকীবল্লভ গুনানন্দের পুত্র এই দুই ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানন্দ তাহারদের দুইজনকেও দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত করিয়া দিলেন এই মতে সে দুই কুমার নবাবজাদার সহিৎ লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান। আস্তে ২ নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই একহৃদতা হইল তিনজনে বড়ই প্রীত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।

একদিন দাউদ কহিলেন ইহারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদসাহ হইব তবে তোমারদিগকে ওজির করিব এই দৃঢ় আমার পন আমার যে কার্য্য হইবেক তাহারি নায়েব তোমারদিগকে করিব ইহার অন্যথা হইতে পারিবেক না। এই মতে বাল্যক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করাতে সুখভোগে কালযাপন করিতে ছিলেন। ইহাতে ব্যাপক কালগত হইল।

ইতিমধ্যে ছোলেমানের মরণ হইলে বাজিদ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতৎকালে ছোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া আপনি এক সপ্তাহ সুবাদার ছিলেন তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি নামে একজন দক্ষিণে থাকিত সে আসিয়া

তলোয়ারের চোটে হসোকে নিপাত করিয়া ছোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে সুবাদারি আসনে বসাইল।

দাউদ নবাব হইলে এ দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতার দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন। দুই ভ্রাতাকে দুই প্রধান কার্য্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাল্হাদিত করিলেন। দাউদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়তে প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ও তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষন্ বৈরি বিমর্দ্দন করণেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি ব্যাপক হইল।

প্রজা ও চাকর লোক ও সৈন্য সমস্ত অনুগত অল্প কয়েক বৎসর যায় সময়ানুরূপে দুষ্টমতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল। সর্ব্বত্রে আমার সুখ্যাতি ও প্রজালোক ও চাকর ও সেনাগণ সমস্তই অনুকুল এবং দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়ম মতে কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট। অতএব এখন আমার সামন্ত প্রচুর দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ন এবং আর কতক অর্থসঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দিয়া সেনা রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্যায় করিতে প্রবত্ত হএন আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি। এ কিছু অপ্রকৃত কার্য্য নহে। এ হেঁদুর দেশ তাহারদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন। দিল্লিপতি মোছলমান আমিও সেই জাতি। তবে তিনিই বা কিমার্থে আমার কাছে কর লএন এবং আমি বা কেন তাঁহাকে কর দেই তাঁহার নামে সিক্কা মারা যায় এবং তিনি তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত এ কি অসঙ্গত কার্য্য। তাঁহাকে আমি আর কর দিব না। থানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মলকে কতৃত্ব করিব।

এই মত আসন্নকালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল দিল্লির কর ও শওগাত এককালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা ওৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবন্দি করিল আট দশ বৎসরাবধি ধন সঞ্চয় করিল ও সৈন্য সামন্তের বাহল্য।

বহুকাল ক্ষেপনের পরে ঠাওরাইল আপন নামে সিক্কা মারে ও বাদসাহি তক্ত গৌড়ে নির্ম্মান করে। তাহার সামিগ্রি নানা বর্ন্নের প্রস্তর পুঞ্জ ২ আনাইল এবং বহু সামন্ত একত্তর করিল একয়াই তিন লক্ষ। আসোয়ার লক্ষার্দ্ধ তরকি তোবচিন ইত্যাদি দেড় লক্ষ এই তিন লক্ষ

সেনার পতি এবং সহস্র ২ ভাণ্ডারাবধি পরিপূর্ণ ধন এবং সমস্ত সামন্ত সেনাপতি যুক্তে দুই দিগের থানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল অর্দ্ধ পশ্চিম উত্তরে আর অর্দ্ধ দক্ষিণে এ দুই থানায় অতি সাবধান রূপে চৌকি রাখিল যে কোন ক্রমে ভিন্ন সৈন্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

এই বাদসাহি ও এই ধন ও এই মত সৈন্যের বাহল্যতা দেখিয়া দাউদ বিষয়মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ভবানন্দ মজুমদার ভীত হইলেন বিবেচনা করিলেন দাউদ অহংকৃত হইল অতএব ইহার বিরুদ্ধ দশার আরম্ভ। এই ইহার সৌভাগ্য অস্তের প্রাককাল এখন আর ইহার নিকটাবর্ত্তি সপরিবারে থাকা নহে।

আপনার ভ্রাতৃ সহিৎ মন্ত্রণা স্থির করিয়া মহারাজাকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন। বাপুরে শ্রীহরি এ দিগে আইস এবং আমার পরামর্শ শুন ও পরিগ্রহ কর তাহা। এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন ইহাকে দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া দুবৃত্তি আচরণ করাইলেক। রাজ্যগর্ব্ব ধন-গর্ব্ব সৈন্যগর্ব্ব মদে ইহাকে মত্ত করিয়া অতি অহংকৃত করিয়াছে অতএব ইহার নিস্পত্তি হইতে পারে না। অল্পকালে ইহার পতন হবে। দেখ দিল্লির বাদসাহ একব্বর যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর পৃভৃতি সমস্ত রাজা গণের মান্য তাহারা ইহার করতল। এ কোন বস্ত তাহার সম্মুখে। মুহূর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে এখন সপরিবারে ইহার নিকটাবর্ত্তি থাকলে সঙ্কটাপন্ন হইতে হবেক। আজি পর্য্যন্ত তোমারদের কতৃত্ব এ প্রদেশের উপর আছে নিভৃতি রম্য স্থান অন্বেষণ করিয়া সেইখানে ঘর দ্বার করহ যে এ সময় তাহাতে সামান্য সবান্ধব বর্গের সহিৎ সপরিবারে থাকা যায় পরে কার্য্যের গতিক বুঝিয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিতে পারিবা নতুবা ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।

কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া দেশে দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃতি স্থান অন্বেষণ করিতে ২ দক্ষিণ দেশ যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই নদী নালা পরিপূর্ণ ঘোর অরণ্য স্থান ডাঙ্গায় নানা প্রকার হিংস্রক জন্তু ব্যাঘ্র ভালুক গণ্ডার মহীষ দান্তাল স্থকর ইত্যাদি হিংস্রক বনপশু। নদী পরিপূর্ন বৃহতকায় ২ কুম্ভীর অতি ভয়ানক ও দুর্গম স্থান ঘোর জঙ্গল তাহার নাম বাদাবন।

সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে ২

পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যে স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলাগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থানে অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল। তৎপরে ভবানন্দ মজুমদার আপন মন্ত্রিগণ সহিৎ সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন বিলক্ষণ রম্যস্থল তাহাতে স্থিতি করিতে তাহার মন প্রকাশ হইল। আপনি তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের বাটীর রত্ন ও আর ২ সামুদায়িক দ্রব্য যে কিছু গৌড়ে ছিল ও সবান্ধব বর্গ পরিজন লোক দরোবস্ত বৃহত ২ নৌকা যোগে যশহর আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো এই তিন ভিন্ন আর সমস্তেরি অবস্থিতি যশহরে হইল ইহারা তিন ব্যক্তি গৌড়ে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।

এই মতে পাঁচ সাত বৎসর গত হইল তৎপরে দিল্লির বাদসাহ একব্বর বাদসাহ মহা প্রদপ্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত তাহার কর্ন্ন গোচর হইল যে গৌড়ের সুবাদার দাউদ চিরকালাবধি নষ্টতা করিয়া কর দেয়না এবং যে কেহ এখান হইতে খাজানার তাকিদে যায় তাহাকে মারিয়া ফেলে কি কি করে তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না সেনা অনেক জমা করিয়াছে ধন ততোধিক বিচার করিয়াছে এখানে আর কর দায়ী না হইয়া আপনি সেই স্থানে বাদসাহি তক্ত গঠন করে ও সিক্কা নিজ নামে মারে এই প্রকার দুরাশা তাহাতে ঘটিয়াছে।

ইহা শ্রবণ মাত্রেই একব্বর বাদসাহ মহা ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় দিপ্তিমান হইল সে সময় কাহার সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হেন্দোস্থানে এমত পরাক্রন্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোড়লমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাঁই হইলেন।

ফরমান এই। দাউদের শিরচ্ছেদন করিয়া ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাউদের সমস্ত ঘরগারি লুট করিয়া দিল্লিতে দাখিল করিতে রাজা তোড়ল দুই লক্ষ সেনার উপর সেনাপতি প্রবল পরাক্রমে হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ২ দুই মাসে বানারসের সরহর্দ্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মুরচাবন্দি পৌছিলেন। এ সংবাদ পূর্ব্বে দাউদের ওকিল হেন্দোস্থান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে তাহাতেই দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে ২ মুরচাবন্দি করিয়া সতৎ সাবধানে রহিয়াছে।

তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন প্রান্তরে দাউদের সামন্তেরা দৃঢ় শূন্য পাচিয়া রহিয়াছে ইহারদের মজবুতি দেখিয়া সহসা কাহারু পার হওনের সাহস হইল না অসাঙ্গত্য ক্রমে কয়েক দিবস পরে আপনারা সর্জ্জ হইয়া যিনি ২ পার হএন ও পারের সান্নিদ্ধ হইতেই ২ তোবের গোলার চোটে লোকা সমেত সমস্ত সেনা গারত করিয়া দেয় উপরে কেহ উঠিতে পারে না। এই ২ রূপে বাদসাহি সৈন্য অনেক মারা গেল। তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমর্শ হইয়া হজুর এৎলা কারণ বেওরা পুরস্বরে আরজদাস্ত করিলে বাদসাহ মহা রোষান্বিত সেনাতে সাজনিঘোষণ ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন।

পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দন্তয়মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারিদিকে নানাপ্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধা ২ শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয় ঢাক ইত্যাদি নানাবিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্নরোধ হওনের গোছ এইরূপে সামন্তেরা সর্জ্জমান হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল বাদসাহও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাউদের ওকিল হেন্দোস্থান হইতে দেখিল আর নিরাকরণ হইতে পারে না বাদসাহ আপনে রোষান্বিতে পূর সরঞ্জামে গৌড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পুর্ব্বক বিহিত বচন হুকুম হবেক।

এই খবরে দাউদ মুছির্ন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে ডাকিয়া নিগুড় বলিলেন তাহারদিগকে এবার। আমার আর জয় হয় বা না হয় আপনে দিল্লীশ্বর সমস্ত সৈন্য সসর্জ্জমান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন অতএব এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিৎ বুঝি আমার এই শেষ দশা নতুবা এমত কুবুদ্ধি আমাকে ঘটিত না আমি পতঙ্গ কমরবন্দি করি সিংহের সাতে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ি।

এখন তাহার আর উপায় নাই আমার আরী সেনাপতি ও সামন্ত যে কিছু আর আর স্থানে আছে সমস্তই উত্তর পশ্চিমের থানাজাতে পাঠাও। তোমরা দুই ভাই আমার সাতে থাকহ আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই এবং রাজ্যের রক্ষা করি আমার যে কিছু ধন সম্পত্য গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাবেক। এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত

বিশ্বাসপাত্র বাদসাহের যতেক ধন শ্বর্ণ রুপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতু দ্রব্য ও আর ২ যে কিছু ছিল এবং প্রধান ২ সকল এবং তাঁহার আর ২ সমস্ত চাকরেরদের যাবদীয় ধন এবং সহর বাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত লুট যাওনের ভয় প্রযুক্ত সামুদাইক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা সহস্রাবধি ২ বৃহত ২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেন গৌড় প্রায় ধনহীন সহর হইয়া রহিল।

বাদশহ সর্ব্ব সমেত আগমন করিয়া প্রাগ পর্য্যন্ত পৌছিলে কিছুকাল সেইখানে স্থকিত হইয়া লস্কর অগ্রভাগে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন। সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে এদিগে প্রায় বৎসরাবধি গত হইল বাদসাহি লস্কর পার হওনের সাঙ্গত্য পায় না।

ইতি মধ্যে দেখ দৈবের ঘটনা দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি দাউদের লস্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া আপনা আপনি হইল মহামারির আরম্ভ চৌকিরদিগে কাহারু মনযোগ রহিল না। এই অপকাস ক্রমে বাদসাহি সৈন্য সমস্তই এককালিন পার হইয়া মহামারীতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে তাহারা গাফিল ছিল আচানক মারি পড়নেতে অনেক ২ মারা গেল বক্রিরা (১) আপন ২ সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোনদিগে পলায়ণ করিল ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।

যখন গৌড়ের কর্ত্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে বাদসাহি সামন্ত তাঁহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল আসিয়া তখন দাউদের অন্তঃকরণ মহা হুতাসযুক্ত দেখেন আর উপায় নাই।

দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন ভাইরে আর কি করিতে পারি এখন নিরোপায় পরে যাহা হউক এইক্ষণে আমরা কি করিব। আর কিছু সাঙ্গত্য দেখিনা। আমার বল ও বুদ্ধি তোমরা দুই ভাই তোমরা এদিগে ওদিগে গুপ্ত রহ যদিত পশ্চাত কোন উপায় করিতে পারিবা যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ বাদসাহ এখানে আসিবেন যদি কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করিতে পারহ আমার কহনাধিক।

সম্প্রতি আমি সপরিবারে রাজমহলের পর্ব্বতের উপরে আরোহন করি যাইয়া। আমার তত্ব তল্লাস করিও তোমারদের সংবাদ পাইলে ফের নামিব নতুবা এই পর্য্যন্ত দেখা আর দেখা হয় বা না হয় প্রিয়তম বান্ধবেরা বিদায় হই। এই সকল কহিতে ১ গৌড়াধিপ দাউদ রোদন করিয়া ব্যাকুল হইলে

(১) বক্রিরা = অবশিষ্ট সৈন্যগণ।

দুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে ২ ভূমিতলে পতন হইলেন পরে দাউদ দুই ভ্রাতাকে সান্ত্বনা করিয়া কিঞ্চিত ধন ও খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লইয়া সকলে পর্ব্বতে আরোহন করিলে এ দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।

এথায় বাদসাহি লস্কর সেনাপতি রাজা তোড়লমল ও রাজা ওমরাও সিংহ এই দুই সেনাপতি সর্ব্বসৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানায় রঞ্জিত হইয়া বেগগতি লুট ফশাদ করিতে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন।

সে স্থান তদনুরূপ হইলে পর গৌড়ের সহর লুট প্রবত্ত সহর বাজার নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন শূন্যাগার জনমানবহীন কিঞ্চিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধ্যে নাই কেবল কেল্লামাত্র শ্মশানাকার দাউদ কি তাহার অমাত্যগণের কাহার দেখা পাইলেন না এবং সুবজাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না যে তাহাতে এ তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তফসিল ওয়াকিফ হএন ইহাতে দুই জনাই অতি বিমর্শ হইলেন।

দিবস দুই তিন ওথানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রাজমহল গতি করিলেন এই মতে কএক দিবস সেস্থানে তিষ্ঠিয়া রাজমহল ও গৌড় ও তাহার আসপাশ চৌদিকের সমস্ত পরগণায় ঢেঁড়ি দিলেন এই কথা।

বাদসাহ ও তাঁর রাজাগণের এই করার। দাউদ পলাইয়াছে। যদি তাহার সরদার চাকর লোকেরা কেহ যাহারা এ সুবাজাতের বিষয়ের জ্ঞাত নিকটাবৃত্তি থাকে তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া রাজাগণের সহিৎ সাখ্যাত করিয়া এ তিন সুবার বিবরণও জানাইলে তাহারদের ভাগ্যের উদয় হবেক সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বাহাল থাকিবে আর যাহা ২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক। রাজারা বলিতেছেন তাহারদিগকে নষ্ট করিব না তাহারদের বহুত ২ ভাল করিব কদাচিত তাহারদের কোন ভয় নাই এই আমারদের সত্য অঙ্গিকার।

এই মতে ঢেঁড়ি দিতে ২ ইহারা দুই ভ্রাতা অনুসন্ধান পাইয়া গুপ্তে রাজমহলে পৌছিয়া অস্পষ্ট ওকিল পাঠাইলেন। রাজাগণেরা ওকিলের স্থানে বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া প্রফুল্ল করিলে কহিলেন তুমি যাও তাহারদিগকে আন যাইয়া তাহারা হিন্দুলোক আমরাও সেই একি বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমারদের করার এই তাহারদের হিংসা কোনক্রমে হইতে পারিবেক না কিন্তু যথেষ্ট আনুগত্য ও সম্ভ্রমের বাহল্য যেমত তাহারা দাউদের নিকট ছিল আমারদের কাছেও

ততোধিক হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজারা তন্মতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে।

ইহাতে দুই ভ্রাতা খাতির জমা হইয়া গেল রাজারদের সহিৎও নজর দিয়া সাখ্যাত করিলে তাহারা বিস্তর সম্মান করিল দুই ভ্রাতাকে খেলাত দিয়া খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল তাহারদিগকে।

পর দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। দাউদ কোথায় তোমরা জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমরা নিতান্ত বলিতে পারি না। কোথায় গিয়াছেন শুনিয়াছি রাজমহলের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন এতাবন্মাত্র ইহা ব্যতিরেকে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা কিছু জান কি না। ইহারা বলিলেক হাঁ মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে। তিন সুবার কাগজ প্রথক ২ আমারদের কাছে আছে এবং এ বিষয় আমরা সমস্তই জ্ঞাত সে সমস্ত আমরা প্রকাশ করিব অগ্রে আপনারদের অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করুন রাজারা বলিল তোমারদের দরখাস্ত দাখিল করিলে তদনুযায়ি হইতে পারিবে। ইহারদের দরখাস্ত হইল এই।

বঙ্গভূমে যশহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গানদী তাহার পূর্ব্বধার ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহত রাজ্য আমারদের অধিকার এবং যাবৎ আপনারা এ রাজ্যে থাকেন এ কার্য্যের অধ্যক্ষতা আমারদিগের থাকে এবং কাননগো দপ্তর সাবেক বদস্তর আমারদের খুড়া মহাশয়ের।

রাজারা সে দরখাস্ত কবুল করিলেন জমিদারির ফরমান প্রাগ হইতে আনাইয়া দিলেন কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রযুক্ত সর্ব্বসমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইলে রাজা বসন্তরায়কে পূর্ব্বদেশের রাজ্যপতি করিয়া মহারাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া যশহরে বিদায় করাইলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো গৌড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তের প্রবত্ত হইলেন।

একালে দাউদের খাইবার ফুরান ক্রমে তাহার মাশুম খাঁ খানশামা পর্ব্বত হইতে নামিয়া খাদ্য সামগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল। সে যাইয়া আরজ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্বেষণ বিস্তর ২ করিয়া অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক বদস্তর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে আপনাকে পাইলে উহারদিগকে এমত করিত না। এক্ষণেও যদি আপনি যাইয়া তাহারদের সহিৎ সাখ্যাত করেন তবে বুঝি আপনকার বর করারি হইতে পারে।

দাউদ কহিলেন এমত নহে তাহা হইলে অবশ্য বিক্রমাদিত্য আমাকে খবর দিত। চাকর বলে সে প্রমাণ এমতেই উচিত বটে কিন্তু এক্ষণ শঠের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দুলোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কতৃত্ব ভার পাইলে এক্ষণকার সহিৎ আর বিষয় কি। এক্ষণেও যদি আপনি উহারদের তথায় গতি করেন আমি বুঝি আপনাকে উহারা ত্যাগ করে না অবশ্য আপনাকে পদার্পণ করে আমি এই গুল গুলা শুনিলাম সহরের মধ্যে। দাউদ বলিলেন তুই পুনর্ব্বার নিচে যাইয়া কাহার দ্বারায় সন্ধান লইয়া দেখ কিছু উপকার দর্শে কিনা তুই পুনরায় শুভ সংবাদ দিলে আমি যাইয়া দেখা করিব বাদসাহি রাজাগণের সহিৎ।

দ্বিতীয়বার মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিৎ এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাজার কাছে এ কথার আলোড়ন হইলে। গুপ্তে ওমরাও গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাশুম খাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিসও কিছু দিয়া কহিল তাহাকে তুই দাউদকে আন যাইয়া কিঞ্চিতমাত্র গৌণ করিস না শীঘ্র আনিস তবে আমি পুনর্ব্বার খুব ইনাম দিব তোকে এবং তাহার বড় কার্য্য হবেক।

নির্ব্বোধ মাশুম খাঁ হর্ষমনে ফের পর্ব্বতে গতি করিয়া নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাঁই ইহাতে দাউদের নিজও নিয়ত প্রযুক্ত নিচে আইসনের আকিঞ্চন যথেষ্ট হইল। কি করে। চারা কি। নিয়তঃ কেন বাধ্যতে। বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন নবাবের গোচরে নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না সহসা কর্ম্মেতে ব্যামহ আছে। বিক্রমাদিত্য আপনকার অতি বিশ্বাসপাত্র যদ্যপিস্যাৎ এমত ২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত এমত কদাচিত নহে। সে অবশ্য লোক পাঠাইত নতুবা আপনারা জনেক এখানে আসিত। আপনি এ মূর্খ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না। এ মূর্খ লোক এ কি বুঝে। ইহার কথা শ্রবণ করিবে না।

দাউদ বেএক্তিয়ার। আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে নিচে গেলে আমার প্রতুল হবেক তাহার সন্দেহ নাই। বেগম মানা করিল। দাউ-দের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না বেগম স্ত্রীলোক কি করিতে পারে অদৃষ্ট মানিয়া বিলাপ করিয়া বহুমতে রোদন করিতে ২ সর্ব্বসমেত দাউদের পশ্চাতবর্ত্তি হইয়া নামিল পর্ব্বত হইতে। মাশুম খাঁ যাইয়া ওমরাওকে জ্ঞাত করিলেই ওমরাও আপন তরফের লোক পাঠাইয়া দাউদকে আক্রমণ করিলে সেই ক্ষণেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিল এবং জয় ২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে ২।

দাউদের এ দুর্নিত দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা ২ সাতে ছিল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গতি করিল তাহার ঠেকানা থাকিল না বেগম বিসন্ন বদনা খিদ্যমানা অতি কাতরা হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

চিত্রের পুতলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। সান্ত্বনা করে এমত কেহ নাই হা নাথ হা নাথ করিয়া বহুবিধি বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায় হায় রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল ছল আক্ষিতে রোদন করিলেন।

কার্য্যান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়াছিলেন এই কালে তিনিও সেই স্থানে উপস্থিত মহা শোকাবৃত হইয়া তিনিও অতিশয় শোকাকুল নিরোপায় কি করিতে পারেন ওমরায়ের স্থান হইতে কাটা স্কন্ধ লইয়া অন্য অন্য লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন দাউদের শরীর ওমরাও সিংহ বাদসাহের ফরমান মত বেগমদিগের আর আর স্ত্রীলোকেরদিগকে পিঞ্জরায় কএদ করিয়া দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে চালান করিলেন।

পরে অল্প কএক মাস স্থিতি করিয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্য সুবাজাতের সমস্ত কাগজ রাজারদিগকে জ্ঞাত করিয়া বিদায়ের যাচয়মান হইলেন কহিলেন। আজ্ঞা হয় খুড়া মহাশয় দপ্তর লইয়া হাজির থাকেন আমি এ চাকরি আর করিব না দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কতৃত্ব করিয়া কার্য্য করা অকর্ত্তব্য। এখন আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুণ আমাকে আপনি দয়া করিয়া যে রাজ্য দিয়াছেন আমাকে সেই যথেষ্ট এ গরিবের আর আবশ্যক নাই তবে যদি দয়া এ গরিবের প্রতি থাকে আমার এই এক নিবেদন পুর্ব্ব দেশের নবাব মনছব আমার হয় এই আমার দরখাস্ত। খুড়া মহাশয় এখানকার কার্য্য করেন যাবৎ আপনারা আছেন এ অঞ্চলে।

রাজারা বিক্রমাদিত্যের দরখাস্ত মনজুর করিয়া প্রাগ হইতে ফরমান আনাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আর বিস্তর ২ অর্থ বিত্ত দিয়া হরিষ মনে বিদায় করিলেন যশহরে বিক্রমাদিত্য বিদায় হইয়া বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মুল্য প্রস্তর ইত্যাদি সমস্তই নৌকায় বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিলেন যশহরে কএক দিবস পরে শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে উপস্থিত হইলেন ঘাটে পৌছিয়াই জন্ত্রিরা ও বাদকেরা বাদ্যধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ও তবকিরা আওয়াজের দেহড় নানান প্রকার উল্লাস

হইতে লাগিল। এই সব ধ্বনিতে সহর চমকিত হইয়া রাজপুরে সংবাদ পৌছিলে সকলেই প্রফুল্ল হইল রাজা পরে বসন্তরায় ঠাকুর সমস্ত মন্ত্রিগণ সম্প্রদায় সসৈন্য ঘাটে আসিয়া মহারাজকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রে নানান প্রকার উল্লাষের আরম্ভ হইল।

কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ তঙ্কা বিতরণ করিলেন এবং সর্ব্বত্রের দেবালয়তে যাগ যজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে সাঙ্গ এই মতে মহা মহোৎসবে রাজা বিক্রমাদিত্য বসত বাস করিতেছেন রাজকর্ম্মের ও আর ২ সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ রাজা বসন্তরায় আপনারদের মালগুজারী দিল্লিতে সদর তাহুত সে স্থানে ওকিল লোক পাঠাইলেন।

বিক্রমাদিত্য মহা স্থখি হইলেন মহারাজ্য অধিকার সহস্রাবধি বিবিধ প্রকার ধন স্থানে ২ ভাণ্ডার পূর্ণিত শান্তমতি স্থপ্রকৃতি ভাই রাজা বসন্ত-রায় আপনার অনুগত প্রজা লোক এই মত পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছেন।

এক সময় রাজা বসন্তরায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিতেছেন ঠাকুর দাদা মহাশয় অবধান করুন আমরা এখানে সর্ব্ব বিষয়েতেই স্থখি হইয়াছি কিন্তু এক দুঃখ স্বশ্রেণী নিকটাবর্ত্তি কেহ নাই আমার ইচ্ছা বাকলা ও আর ২ স্থান হইতে আপনারদের স্বশ্রেণী লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে তাহাদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিষ্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে এও এক বিষষ্ট সমাজ হবেক যদি অনুমতি হয় তবে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাতে প্রবর্ত্ত হই।

বিক্রমাদিত্য আজ্ঞা করিলেন এ উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা বসতির স্থখ কিছু হইতেছে না সচ্চরিত্র বিবেচক প্রিয়ম্বাদী লোক সকল স্থানে ২ পাঠাও তাহারা যাইয়া আমারদের স্বশ্রেণী লোকের দিগকে আদর পূর্ব্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্ব্বাহ নিষ্পত্যের সঙ্গস্থা এবং পূরী দশ কর্ম্মের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে করিয়া দেহ এবং এ বিধি প্রকার মতে পরিচয়ানুক্রমে সঙ্গস্থা কর তাহারদের আর ২ যাহা ২ আবশ্যক তাহা দেহ তাহারদের কারণ ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ।

অতএব রাজা বসন্তরায় প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ প্রধাণ ২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে ২ নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষণ জ্ঞাতি পাঠাইলেন তাহারা যাইয়া কার্য্যের প্রতুল করিল আপনারা সেই ২ স্থানে তিষ্ঠিয়া বঙ্গজ কায়স্তেরদিগকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান

করিয়া সপরিবারে নৌকাযোগে যশহরে পাঠাইতে প্রবত্ত হইল ইহারা এখানে পৌছিলে আপনি রাজা বসন্তরায় সচেষ্টমতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া বঙ্গজ কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে প্রথক ২ বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া রম্য স্থানে বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।

কিছু কাল শ্রমান্তে আপনারদের অধিকারের সান্নিধ্য গ্রাম ও পরগণায় ২ গতায়াত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহারদের মনঃ প্রকাশ হয় সেই স্থানে তাহাদেরই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন এই মতে অনেক ২ বঙ্গজ কায়স্ত পূর্ব্বদেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণশ্রেণী ও আর ২ কায়স্তগণও আনয়ন করিলেন ঢাকা অবধি হালিসহর পর্য্যন্ত এই ২ সমস্ত স্থানে ২ ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্য নানা উত্তম বর্ণের বসতি হইল মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহাসমাজ হইল এমত সমাজ আর বাঙ্গালায় কখন ছিল না এ সমস্ত লোকের প্রধান ২ বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সম্ভাষরূপে থাকিতেন কেহ ২ বা আপন বাটীতে থাকিতেন।

মহারাজা এই ২ সমস্ত গ্রামে ২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা মকতবখানা ও আর ২ বিদ্যা অভ্যাসের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ও আর ২ লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এ সব লোকেরদের বালকেরদের বিদ্যা অভ্যাসের কারণ এই মতে সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যান্ত হইলেক সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্য এ সমস্ত লোকেরদিগকে আপনার মত রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেণ ইহারদের পরিজন লোকের ভরণ পোষনার্থের খরচপত্র মাস ২ তত্ব তল্লাস করিয়া দেন যে কোন ক্রমে কেহ দুঃখ না পায়।

নিজাধিকারের মধ্যে পরগণা পরগণায় রম্যস্থানে দেবালয়ের স্থাপনা করিয়া অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান ও তাহারদের সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙ্গালি লোককে মাস ২ খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন ইচ্ছা যে কোন ক্রমে কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।

মহারাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত নানা প্রকার দৈব ক্রিয়া করেণ পরে পুত্রকাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সন্তান হওনের উপক্রম হইল মহারাণীর অন্ত্রাপত্য ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল। কএক মাস গত হইলে মহারাণীর প্রসব সময় জ্যোতিষিক লোকেরা ঘড়ি দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিলেন। বালক ভূমিষ্ঠ হওনের সময় নিরক্ষণে

ছিলেন। একালে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি সুন্দর বালক ইহাতেই সকলেই আনন্দ ও উল্লাস বাদ্য নৌবাৎখানায় ঘণ্টা ঘরে ঘণ্টা আর ২ জন্ত্রীরা আপনারদের জন্তেতে দিবারাত্র বাদ্যোদ্দম করিতেছে এবং কাঙ্গাল দুঃখি লোকেরদিগকে পরিতোষক্রমে খাদ্য সামিগ্রি তৈল তাম্বুল বস্ত্র পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগণা পরগণায়ও এই মত খয়রাত একমাস পর্য্যন্ত। রাজপুরে ও পরগণা পরগণায় এই মত ২ উল্লাস আর ২ রাজকার্য্য পৃভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও এই মাত্র শব্দ চতুর্দ্দিগে মহারাজার কুমার হইল। ইহাতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।

পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপন করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ব বিষয়েতেই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। মহারাজা ইহাতে হরিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন যথেষ্ট মতেতে করিলেন সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া অন্নপ্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য। পর ২ কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্তরায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি। কতক কাল পরে কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল দশ বারো বৎসরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখা পড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।

মহারূপবান সর্ব্বগুণেতেই তৎপর বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারি পণ্ডিত সংকবি তুম্বুরগায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাসী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অস্ত্রবিদ্যাতেও তৎপর বাহুযুদ্ধে মহামল্ল তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ারবাজী গুলপি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পাবক যোগক্রিয়াতে মহাযোগী মহাতপী মহাযপী একাসনে নবরাত্রি আসন করিত বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত। পূর্ণ তপস্বী। ইষ্টদেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন। কালী কন্যাভাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন পুনর্ব্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণবাহিণী পশ্চিমবাহিণী হইলেন এই মত প্রকাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে দক্ষিণদিগে উঠানের বেদী প্রস্তুত আছে। রাজার সময়েতে রাজা সর্ব্বমত প্রকারেই এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছিল।

পরে তাহার বিবাহ দিলেন। যখন বারো তের বৎসর বয়ক্রম তখন প্রতাপাদিত্য সমূহ প্রতাপান্বিত ইহার বল পরাক্রম দেখিয়া মহারাজার শঙ্কা হইল মনে বিচার করিলেন আমার ঘরে এ মহা অসুর জন্মিল

ইহা হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবেক ইহার আর সন্দেহ নাই। কি উপায় করিব। এই ভাবনা করিতেছেন।

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা। স্বীকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতষ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখচুম্বন করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখা করিয়া মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুন ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন এই ২ মতে প্রশংসা করিতেছিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণাপেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈবভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহারাজা কহিলেন সে প্রমাণ হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহার কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার প্রায় আথের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক. ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।

রাজা বসন্তরায় ইহা শ্রবণ করিয়া শোকেতে তাপিত হইয়া দুই চক্ষু আরক্তিমাতে কম্পমান হইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন মহারাজা এ কি আজ্ঞা করেন মহাশয়ের কুমার তাহাতে অতিশয় বিচক্ষণ

বালক ইহাকে নষ্ট করা কোন মতেই হইতে পারে না এবং এ আমার বড়ই প্রিয়োত্তম ভ্রাতুষ্পুত্র ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয়। রাজা বসন্তরায়ের এই ২ মত কাতর্য্যতা উক্তিতে মহারাজাও রোদন করিতে প্রবর্ত্ত দুই ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহারাজা কহিলেন শুন আমি কিছু এ বালকের জন্য ক্ষিন্নমান নহি। জানিলাম তোমার অন্তক নিতান্ত এই হবেক তোমার অন্তক কুলের কলঙ্ক ইহার স্নেহেতে তুমি ডুবিলা কিন্তু এ হবে দুর্য্যোধনের মত। কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক ইহাই ভাবিয়া আমি কাঁদি। রাজা বসন্তরায় স্নেহক্রমে মহারাজার কথার গৌরব করিলেন না। মহারাজা অদৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজা বসন্ত-রায়হর্ষ চিত্ত হইলেন।

রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত।

(রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত ১৮১১ খৃঃঅব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল।)

পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবী সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান প্রধান সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উম্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন আপনি কি করেন আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। ইঙ্গরাজ সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না। অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহন-দাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরণ করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজসৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যত্তপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। ইহাই

বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন। সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এ সকল চাতুরী এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীরজাফরালী খান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল। সেই বাণে মোহনদাস পতন হইল। পরে নবাবী যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইংরাজের জয় হইল।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়ের দিগের জয় হইল। যাবদীয় প্রধান প্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান। তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুদিত নদীর তটের নিকটে এক ফকীরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন ফকীরের স্থান তুমি ফকীরকে বল কিঞ্চিত খাদ্য সামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিত আহার করিবেক। ফকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব স্রাজেরদৌলা বিষণ্ণবদন। ফকীর সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব। ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি

আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকীরের প্রিয়বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকীরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকীর খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালি খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের লোক এ সম্বাদ পাবামাত্র অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক॥

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

এই গ্রন্থকার ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৮৮৬-৮৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যাকা কিম্বা এক-পঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলীবিন্যাস বিশেষ বশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষাবিশেষ বশতঃ অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জর ধ্বনি তুল্য ধ্বনি নিষাদ স্বর গো-রবানুকারী ঋষভ স্বর অজা শব্দ সদৃশ গান্ধার স্বর ময়ূর রবাকার ষড়জ স্বর ক্রৌঞ্চ স্বনোপম মধ্যম স্বর অশ্ব স্বন সঙ্কাশ ধৈবত স্বর কুসুম সময় কালীন কোকিল কাকলি তুলিত পঞ্চম স্বর রূপ সপ্তমাত্র সংখ্যক স্বর সংস্থান বিশেষ বশতঃ অসংখ্যাত গান বৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে এতদ্রূপ প্রসিদ্ধ সর্ব্বভাষা চতুর্ব্ব্যূহ রূপা হন।

অনভিব্যক্ত বর্ণা ধ্বনিমাত্র রূপা পরানাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব কুমারদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যন্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্তযৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালকবাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশুভাষা। তারপর বাক্যরূপ বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্রস্বরূপা বিবিধ জ্ঞান-প্রকাশিকা সর্ব্বব্যবহার-প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্ব্যূহ রূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানত্ব

রূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্ব্যূহ রূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।

ইহার প্রমাণ এই। দূরবর্ত্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণ বিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনি মাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসন ভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। তদনন্তর হট্টনিকট প্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয় বিক্রয়কারী পুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব অস্মদাদিভাষা চতুর্ব্ব্যূহরূপে প্রবর্ত্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্ব্বোক্তক্রম হট্টস্থ পুরুষ ভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষভাষার চতুর্ব্ব্যূহ রূপত্ব নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরী রূপতা মাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ায় অতি শীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্য্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা বহু বর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত এক দ্ব্যক্ষর পশুপক্ষী ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।

ইতি প্রবোধ-চন্দ্রিকায়াং প্রথম স্তবকে মুখবন্ধে ভাষা প্রশংসা নাম প্রথম কুসুমং।

পঞ্চম কুসুম।

ইদানীং গদ্যের বিবরণ শুন পাদকৃত বিচ্ছেদ শূন্য যে ক্রিয়া কারকাদি পদ প্রবাহাত্মক গদ্য সে দ্বিবিধ হয় এক আখ্যায়িকা অন্য কথা অর্থাৎ বাক্য প্রবন্ধ কল্পনা। দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ গ্রন্থেতে কথা ও অখ্যায়িকার যে ভেদ সে এইরূপ আপনার কিম্বা অন্যের জ্ঞাত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্য সমূহ সে আখ্যায়িকা হয়। বিশিষ্টার্থ তাৎপর্য্যক স্বকপোল কল্পিত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্য সমূহ সে কথা হয়। ইহা কহিয়া কহিয়াছেন যে এ নিয়ত নয় যে হেতুক অন্যোন্যেতে অন্যোন্যের প্রবেশ আছে ইহা বিচার করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে সংজ্ঞাদ্বয়েতে চিহ্নিত আখ্যায়িকা ও কথা এক জাতি। যেমন চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়াদি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাতে চিহ্নিত এক ব্রাহ্মণ জাতি

প্রহেলিকা অর্থাৎ হেঁয়ালি ও আভানক ক্লিষ্ট ও সঙ্কুল অন্ধগোলাঙ্গুল অৰ্দ্ধজরতীয় গতানুগতিক বকাণ্ড-প্রত্যাশা অন্ধ-হস্তি-দর্শন দশম অন্ধপঙ্গু নষ্টাশ্ব দগ্ধরথ লাজাবন্ধন স্থূলারুন্ধতী ইত্যাদি ন্যায় সকল এমন আর আর যে কিছু সে সকলকে কথার মধ্যে জানিও। গদ্যের স্বরূপ বিবরণ হইল।

মিশ্রের স্বরূপ কহি। সংস্কৃত ভাষা ও পিঙ্গলাদি ভাষাতে কৃত যে নাটকাদি ও সংস্কৃত গদ্যপদ্যময় চম্পুসংজ্ঞক যে কাব্য সে সকল মিশ্র শব্দে কথিত হয়। এতাদৃশ পূর্ব্বোক্ত যত প্রকার কাব্য সে পুনর্ব্বার চারিপ্রকার হয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশ অর্থাৎ অপশব্দ ও মিশ্র। সংস্কৃত দেববাণী তাহার মহর্ষিরা মনুষ্য লোকেতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরা ক্রমেতে আজি পর্য্যন্ত ঐ দেববাণী মনুষ্য লোকে শাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত তদ্ভব তৎসম দেশীয় রূপে প্রাকৃত ভাষাক্রম অনেক প্রকার হয়। গৌড়ী মহারাষ্ট্রী শূরসেনীয় ও লাটী ও লাক্ষা এই সকল প্রাকৃত ভাষা উৎকৃষ্ট হয়। আভীরাদি দেশভাষা অপভ্রংশ কিন্তু শাস্ত্রেতে সংস্কৃত ভাষা ব্যতিরিক্ত যে কোন ভাষা সে সকলই অপভ্রংশ হয় মিশ্র নাটকাদি এবং হদ্দা ইল্মশান মুষল্লহ সহম ইত্যাদি অনেক আরবি ভাষাতে ঘটিত তাজকাদি গ্রন্থ। কথা সর্ব্ব ভাষাতে এবং সংস্কৃত ভাষাতেও কহা যায়। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে হইয়াছে তন্ময়ী অথচ যার অতি বড় আশ্চর্য্য অর্থ তাহাকে বৃহৎ কথা করিয়া কহিয়াছেন যেমন দশকুমারাদি কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রহেলিকাদির উদাহরণ। যে কোন এক অর্থকে ব্যক্তরূপে কহিয়া স্বরূপার্থের গোপন করত যে শব্দে যে অর্থ পাওয়া যায় যে অর্থের কিম্বা যে শব্দে যে অর্থ না পাওয়া যায় সে অর্থের কহা যে বাক্যেতে হয় তাহাকে প্রহেলিকা বলি যেমন গুরুতর লোক যে শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহাদের নিকটে কামিনী স্ত্রী কর্ত্তৃক কণ্ঠেতে আলিঙ্গিত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতম্ব স্থলকে অবলম্বন করিয়া কুবকুব ইত্যাকারক অব্যক্ত শব্দ যে করে সে কে এই জিজ্ঞাসাতে উত্তর জলপূর্ণ ঘট।

আভনক যাহাকে কহে তাহার উদাহরণ। যেমন আকন্দে যদি মধু পাই তবে কেন পর্ব্বতে যাই ইহার তাৎপর্য্য অল্পায়াস প্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত অধিকায়াস করা নয়। চালে ফলে কুষ্মাণ্ড হরের মার গলায় গলগণ্ড ইহার নিষ্কর্ষ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হওয়া অনুপযুক্ত কি না। আনিলাম মূলা পোঁদের হলো শূলা ইহার পর্য্যবসিতার্থ আত্মীয় লোকের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ন্যায়। অনেক পদার্থের

জ্ঞানাধীন এক পদার্থ জ্ঞান যে বাক্যে হয় সে ক্লিষ্ট বাক্য যেমন বি শব্দে গরুড় তৎকর্ত্তৃক জিত অর্থাৎ ইন্দ্র তার আত্মজ অর্জ্জুন তার দ্বেষী কর্ণ তার পিতা সূর্য্য তার কিরণেতে তাপিত যে জন সে হিমের নাশক অগ্নি তার অমিত্র জল তার ধারক মেঘ তাতে ব্যাপ্ত আকাশকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। এতাদৃশ বাক্য ক্লিষ্ট বাক্য এ পণ্ডিতদের ইষ্ট নহে ইহা সরস্বতী কণ্ঠাভরণে কালিদাস কহিয়াছেন।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ বাক্য সঙ্কুল বাক্য হয় যেমন আমি যাবজ্জীবন মৌনী আমার পিতা নিঃসন্তান মাতা বন্ধ্যা ছিলেন পিতামহীর পুত্র হয় নাই এবং আমানি খাইতে দাঁত ভাঙ্গিল সিন্দূর পরিব কিসে এতাদৃশ বাক্য।

অন্ধ-গো-লাঙ্গুল ন্যায়ের পরিচয়। এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে গমন করত মাঠের মধ্যে এক গোয়ালকে কহিলেন হে গোপ আমি অন্ধ, তুমি আমাকে আমার শ্বশুরের ঘরে লইয়া যাও, গোপ কহিলেন আমি অনেকের গরু চরাই তোমাকে তোমার শ্বশুরবাটী লইয়া গেলে গরু সব কে কমনে যাবে অতএব আমার যাওয়া হয় না। তোমার শ্বশুরের গরু এইটী অতি বড় সুশীলা ইহার লাঙ্গুল ধরিয়া তুমি যাও এ যে গৃহে প্রবিষ্ট হবে তোমার শ্বশুরের বাড়ী সেই। অন্ধ গোপের এই বাক্য শুনিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে গোপুচ্ছ ধরিল পরে ঐ গরু অন্ধের দৃঢ়মুষ্টির চাপনেতে প্রমাদ ভাবিয়া উত্তরোত্তর যেমন যেমন পদাঘাত করে অন্ধও পর পর তেমনি মুষ্টিদ্বয়েতে দৃঢ়তর আঁটিয়া ধরে ইহাতে ঐ গরু অতিশয় লম্ফ ঝম্ফ করাতে ও ছেঁচুড়ি দিয়া লইয়া যাওয়াতে ঐ অন্ধ ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গাঙ্গ ও নগ্ন হইয়া দুই এক দণ্ড রাত্রি সময়ে অতিশয় কষ্টেতে গ্রাম নিকটে পৌছিলে পর ঐ অন্ধের শ্বশুরের চাকর লোকেরা দেখিয়া গো চোর জ্ঞানে কিল চাপড় লাথি গুঁতা ধাক্কা প্রহার মারিয়া দিয়া করিয়া গরুকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গেল। ইহার তাৎপর্য্য মূর্খের উপদেশ গ্রহণ কদাচ করিবে না করিলে গোপোপদেশ দুরাগ্রহ এই অন্ধের ন্যায় হইতে হয়।

অর্দ্ধ জরতীয় ন্যায়ের বিবরণ। অতি বড় উদার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নাভাবে পরিজন প্রতিপালনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া এক স্বকীয় গোকে প্রতি হট্টে লইয়া যান ক্রেতা ব্যক্তিরা বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করিলে পর যেমন আমাদের অধিক বয়স হইলে প্রাচীন জানিয়া অন্য হইতে কিছু অধিক দেয় তেমনি আমি যদি এ গোর অধিক বয়স কহি তবে প্রাচীন জ্ঞানে অধিক মূল্য হইতে পারিবে

যে কারণ প্রাচীনেতে লোকদের অধিক আস্থা হয় অধিক পরমায়ু হইলেই প্রাচীন হয়। মনে মনে এই বিচার করিয়া কহেন যে আমার এ পৈতৃক গো অতি প্রাচীনা স্বল্প ঘাস খাদিনী স্বল্প স্থান শায়িনী সুশীলা সুধর্ম্মা পালগ্রহণ কখন করেন না। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া হাটুয়ারা চুপ করিয়া ফিরিয়া যায়। পরে আর এক হাট পালীতে অন্য এক হাটুয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে ব্রাহ্মণ আপনি প্রায় হাটের প্রতি পালাতে এই গোকে লইয়া যাওয়া আসা করেন কারণ কি। ব্রাহ্মণ কহিলেন এ গো আমি বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকি। সে কহিল গরু বেচা কেন হয় না। ব্রাহ্মণ কহিলেন কেহ লয় না সকলেই আমার কথা শুনিয়া অমনি চুপ করিয়া যায়। সে লোক কহিল আপনি কি কহেন ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি এ গো আমার পৈতৃক প্রাচীনা এইরূপ কহি। সে লোক কহিল ও এমন গরুর দাঁত দেখি। এই কহিয়া গরুর দাঁত দেখিয়া কহিল ও মহাশয় এমন নয় মানস ক্রিয়াতেই প্রাচীনের আদর এবং বাচনিক ক্রিয়াতে ও কায়িক কর্ম্মেতে পুনঃ দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত প্রাচীন অনাস্থেয় হন এবং পশুজাতি প্রাচীনাবস্থাতে অত্যন্ত অনুপাদেয়। আপনকার এ গো বৃদ্ধা নয় আমি এ গোর দাঁত দেখিয়া বয়স বুঝিয়াছি ইহার পর এ গো কিনিতে যে আসিবে তাহাকে এইরূপ কহিবেন যে এ গো এক বিয়ানের এবং ঢের দুধ দেয়। এই মত কহিয়া সে ব্যক্তি গেলে পর ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্বে এ গো স্থবিরা ইহা কহিয়া আবার এ গো তরুণী ইহা সঙ্কুল বাক্য কি রূপে কহিব। এই বিরোধোদ্ভাবন করিয়া এই নির্ণয় করিলেন যে এ গোশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রাচীন বটেন শাস্ত্রেতে আত্মাকে পুরাণ পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন। বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা বস্তুতঃ দেহধর্ম্ম ইনি বালক ইনি যুবা ইনি স্থবির ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার আত্ম বিষয়ে ঔপচারিক লোহিত স্ফটিক ইত্যাদিবৎ অতএব এ গো ব্যক্তি আত্মাংশে জরতী শরীরাংশে তরুণী হইতে পারেন অতএব এ গোকে অর্দ্ধজরতী কহিতে পারি। ব্রাহ্মণ এতাদৃশ তত্ত্ববিচারে এই স্থির করিলে পর এক ক্রেতা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গোর বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে বাপু আমার এ গোটী অর্দ্ধজরতী অর্দ্ধেতে যুবতী। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া সকলে হাসিয়া কহিল যে এ ব্রাহ্মণ অতি বড় অমায়িক বিষয় জ্ঞান কিছুই নাই। তদনন্তর এক জন বিবেচনা করিয়া সে গরু লইয়া গেল। অর্দ্ধকুক্কুটীয় ন্যায়ও এইরূপ, কিন্তু বিশেষ এই অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্দ্ধকুক্কুটীয় ন্যায়ে মুসলমানের

মোল্লা। এ ন্যায়ের উদাহরণ পণ্ডিতেরা দেন যে স্থলে বাদী প্রতিবাদীদের পরস্পরের মত ইতরেতর কিছু গ্রহণ করে কিছু গ্রহণ না করে।

গতানুগতিক ন্যায়ের বিবরণ। প্রত্যহ অরুণোদয় কালে সিন্ধু স্নানার্থে সিন্ধু তটে অনেক ব্রাহ্মণেরা যান সকলেরই পিতৃ তর্পণার্থ তাম্রপাত্র অর্থাৎ কোশা প্রাদেশমাত্র প্রমাণ একাকার। আপন আপন তাম্র পাত্র মার্জ্জন করিয়া সাগরতীরে রাখিয়া সকলে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিতে কোশা লন যে কালে তখন কে কাহার কোশা লয় ইহার নিশ্চয় কিছু থাকে না এইরূপে দ্রব্য বিনিময় প্রায় অনুদিন হয়। এক দিবস ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধ বিপ্র বিবেচনা করিলেন যে প্রতিদান ব্যতিরেকে সামগ্রী বিপর্য্যয়েতে দ্রব্য গ্রহণরূপ চৌর্য্য দোষ হয় অতএব যে রূপে ইহা না হয় তাহা করা উচিত। এই বিচার করিয়া স্বতাম্র পাত্রের বিশেষ জ্ঞান নিমিত্তে তদুপরি বালুকা গোল স্থাপন করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। তৎপর আর আর ব্রাহ্মণ সকলেই ক্রমে ক্রমে দেখা দেখি স্বকীয় স্বকীয় তাম্র পাত্রের উপরে এৈকক সৈকত পিণ্ড স্থাপন করিয়া অবগাহনার্থে গেলেন। পরে ঐ স্থবির ব্রাহ্মণ আসিয়া অবলোকন করেন যে এক জাতীয় চিহ্নেতে চিহ্নিত তাবৎ তামার কোশা। ইহাতে হাস্য করিয়া কহিলেন অহো এ বড় আশ্চর্য্য সকল লোকই গতানুগতিক অর্থাৎ দেখা দেখি পরস্পর কর্ম্ম করে। বস্তু যাথার্থ্য কেহ বিবেচনা করে না। যদি বুদ্ধি পূর্ব্বাকারী হইত তবে একাকার চিহ্ন দিত না। যে হেতুক একাকার চিহ্ন দানে তদ্দোষের তাদবস্থ্য দেখিতেছি সকলেই অবিশেষ চিহ্ন প্রদান করিয়াছে অতএব প্রায় সকলেই অসমীক্ষকারী অর্থাৎ একজন প্রধান যাহা করে তাহা দেখিয়া অন্যে তাহা করে এবং অপর তদ্দৃষ্টিক্রমে করে। এতদ্রূপে প্রায় লোকেরা গড্ডালিকা প্রবাহ ন্যায়ে অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ে বা এ সংসারান্ধকূপে পড়ে। গড্ডালিকা অর্থাৎ গাড়র তাহাদের যূথের মধ্যে একটা যদি জলে পড়ে তবে সবগুলা জলে পড়ে। আর যেমন বা শ্রেণীবদ্ধ অন্ধদের একটা যে গর্ত্তাদিতে পড়ে সকলেই পরস্পর কেহ কাহাকে ছাড়িতে না পারিয়া জড়াজড়ি করিয়া তাহাতেই পড়ে। আর স্ত্রীরা কামুক কামিনী হয় তেমনি মূর্খেরা পূজিত পূজক হয় অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় পরম ধার্ম্মিক পণ্ডিতের অনাদরে মূর্খতম মদ্যপ বেশ্যাসক্তকে ইনি বিশিষ্ট সন্তান এই জ্ঞানে পূজা করে। এই প্রকার নানারূপ বিবেচনা করিয়া ঐ বুড়া বামণ তদবধি তথা স্নান করা ছাড়িল।

অন্ধ-হস্তি-দর্শনের কথা। একস্থানে কতকগুলি অন্ধ বসিয়াছিল দৈবাৎ তাদের অদূরে এক হস্তী উপস্থিত হইল। ঐ অন্ধেরা

লোকদের কোলাহল হওয়াতে হাতীর আসা শুনিতে পাইয়া হাতী দেখিতে সকলেই গেল কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিরাকাঙ্ক্ষ এক বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিল কেবল সে গেল না। পরে ঐ অন্ধদের মধ্যে কেহ হস্তীর পাদ কেউ শুণ্ড কেহ বা উদর কেউ বা পুচ্ছ কেহ বা কর্ণ স্বস্ব হস্তে স্পর্শ করিয়া ঐ বৃদ্ধের নিকটে আইল। বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে হস্তী কেমন দেখিলা কহ। তাহাতে পাদস্পর্শী কহিল স্তম্ভাকার হস্তী। শুণ্ডস্পর্শী কহিল না না তেমন নয় সর্পাকার হস্তী। উদরস্পর্শী কহিল দূর বেটা তুই কিছু জানিস না হাতীটা ঢাকের মত। পুচ্ছস্পর্শী কহিল উহুঁ এমন নয় গো-লাঙ্গুলাকার হস্তী। কর্ণস্পর্শী কহিল তোমরা কেহ কিছু জাননা আমি যথার্থ কহি কুলার মত হাতীটা। অনন্তর পরস্পর সকলের বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ বৃদ্ধ কহিলেন তোমরা বিরোধ করিও না আমি তোমাদের সকলেরি বাক্যের প্রামাণ্য রাখিয়া হস্তীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিতেছি শুন তোমরা সব একৈক প্রদেশস্পর্শী সকলেই লোচন বিহীন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কাহারো হয় নাই। প্রত্যেকে হস্তীর একৈঁক দেশ স্পর্শ করিয়াছ। ত্বাচ প্রত্যক্ষ তোমাদের সকলেরই সমান হইয়াছে অতএব যে যা স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে বলিতেছ সে যথার্থ বটে মিথ্যা নয় কিন্তু এক জাতি বস্তু নানা প্রকারাকার হইতে পারে না অতএব তোমাদের সকলের এক জাতীয় প্রমাণে অনুভূত যে এক হস্তীর বিভিন্ন প্রদেশ সকল তাহার যথাযোগ্য অবয়ব বিশেষ সন্নিবেশেতে এক অবয়বী হস্তীর স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমি কহি। ঢক্কাকারোদর স্তম্ভাকার পাদ শূর্পাকৃতি কর্ণ গো-লাঙ্গুলাকৃতি পুচ্ছ সর্পাকার শুণ্ড এতাদৃশ স্বরূপ হস্তিনামা চতুষ্পদ পশুজাতি জানিও। এতাদৃশ ন্যায়ে বৈদান্তিরা বৈশেষিক নৈয়ায়িক মীমাংসক সাংখ্য পাতঞ্জল রূপ পঞ্চদার্শনিক নির্ণীত জগৎকারণ পরমেশ্বরের যে একৈক দেশ তার সম্ভবানুসারে সঙ্কলন করিয়া জগৎকারণ একরূপ পরমেশ্বর হন ইহা তটস্থ লক্ষণাতে নিরূপণ করিয়া স্বরূপ লক্ষণাতে অন্য পঞ্চ দার্শনিকদের অস্পৃষ্ট হস্তিপৃষ্ঠ ভাগ প্রায় সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর এই নিষ্কর্ষ করেন।

দশম ন্যায়ের বিবরণ। দশ জন একত্র হইয়া কোন দেশে যাইতে ছিল পথিমধ্যে এক নদী ছিল তাহা পার হইয়া পরপারে বসিয়া সকলে কহিল আমরা দশ জনা পার হইয়াছি কিম্বা দশ জনের মধ্যে কেহ পার হয় নাই ইহা জানা ভাল। এই পরামর্শেতে প্রথমত একজন অন্য নয় লোককে গণিয়া আপনাকে না গণিয়া কহিল যে ওরে ভাইরা নয় জন যে হয় আর একজন কমনে গেল। ইহা শুনিয়া

অন্য জন কহিল এমন হবে না থাক আমি গণিয়া দেখি এরূপ কহিয়া সেও স্বভিন্ন নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া কহিল যে বটে ত নয় জনই যে হয় দশম কি হইল। এইরূপে দশ জন একে একে আত্ম-বিস্মরণে বাহ্যমাত্রাভিনিবিষ্ট চিত্ততাতে কেবল বাহ্যগণনা করিয়া দশম নাই এই নিশ্চয় করিল। অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল ওহে দশম কোথা আছ শীঘ্র আইস আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি তোমাকে পাইলেই সুখী হই অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস। এই রূপ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিল যে আমাদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি। শ্যালা বড় দুষ্ট যদি পাই তাহার বাপের বিয়া দেখাইব আমাদিগের বড় দুঃখ দিতেছে ভাল বুঝিব। ইহা কহিয়া সকলেই কণ্টকিত নানা জাতীয় লতা বেষ্টিত নিবিড় বিপিন মধ্যে প্রবিষ্ট হইল পরে সেই অরণ্যে গাছের আড়ে কুঞ্জ মধ্যে পর্ব্বত উপত্যকাতে অধিত্যকাতে কন্দরে গুহাতে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না পাইয়া পুনর্ব্বার সকলেই ঐ নদীতীরে আসিয়া মন্ত্রণা করিল যে বুঝি নদী পার হইতে হইতে ডুবিয়া মরেছে আইস দেখি খুঁজি। ইহা মনে করিয়া নদীর মাঝে খুঁজিয়া কোথায়ও কিছু টের না পাইয়া পাঁক কাদা শেওলা মাখা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন ও গদগদ কণ্ঠে কাকুক্তি বিলাপ করিয়া কেহ বা বুক চাপড়ায় কেউ বা মাথা কুঁড়ে কেহ বা ধূলাতে গড়াগড়ি পাড়ে কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতি মধ্যে আত্মদর্শী নামে একজন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত করুণান্বিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন তোমরা এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কি কারণে হইয়াছ তাহা আমাকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর আত্মদর্শী বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত। আত্মস্বরূপ বিস্মরণ সর্ব্বানর্থের নিদান হয়। ধন্য জগন্মোহিনী পারমেশ্বরী শক্তি যে আত্মজ্ঞানাধীন সর্ব্ব বিজ্ঞান হয় সে স্বয়ং প্রকাশমান আত্মাকেও বিস্মৃতি করান্। আহা এ জীবেরা আত্মাকে ভুলিয়া না গুণিয়া এতাদৃশ দুঃখ পাইতেছে। ইহা মনে মনে করিয়া কহিলেন যে হে আত্মবিস্মৃতেরা উঠ মোহ শোক রোদন ত্যাগ কর তোমাদের দশম মরে নাই আছে আমি দেখাইয়া দিতেছি স্থির হও অন্তঃকরণ সুস্থ কর। আত্মদর্শীর এই বাক্য শুনিয়া আত্মবিস্মৃতেরা আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন কই কই আমাদের

দশম কোথায় আছে তুমি যদি আমাদের দশমকে দেখাইতে পার, তবে যার পর নাই এমন উপকার কর। আত্মদর্শী কহিলেন ভাল ভাল কিন্তু তোমরা বাহ্যবিষয় মাত্রেই অত্যন্ত অভিনিবেশ করিওনা আত্মজ্ঞানে জাগরূক হও বাহ্যগণনা করিয়া আত্মগণনা করিলে কিম্বা আত্মাকে গণিয়া বাহ্যগণনা করিলে তোমরা সকলেই দশম হইবা। আদি মধ্য শেষ সকলেই দশম। তোমরা সব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও আমি দেখাইয়া দি। এ বাক্য শুনিয়া তাহারা সব এক সারি হইয়া দাঁড়াইল। পরে আত্মদর্শী প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াবধি প্রথম পর্য্যন্ত তৃতীয়াবধি দ্বিতীয় পর্য্যন্ত এবং চতুর্থাবধি তৃতীয় পর্য্যন্ত মালার ন্যায়ে গণনা করিয়া সকলকে দশম রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তাহারা সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া কহিল যে আপনারা মনে বুঝিয়া দেখ তো ইনি আপনি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে ভুলান ত নাই। ইহা কহিয়া আত্মদর্শীকে কহিল আপনি হোরো যাও তো আমরা আপনারা মনে যুক্তি করিয়া বুঝি তবে আমাদের প্রামাণ্য হইবেক। ইহা কহিয়া সকলেই প্রত্যেকে মনন করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ রূপে স্ব স্ব স্বরূপ দশমকে পাইয়া মোহ শোক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য ও অতি সন্তুষ্ট হইয়া নিরতিশয় সুখ পাওত স্বাস্থ্য পাইল। এতাদৃশ দশম ন্যায়েতে এ জীবদের বিশ্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের বিস্মরণ ও তৎপ্রযুক্ত বাহ্য বিষয়ানুরাগ নিমিত্তক মোহ শোক জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিরূপ সাংসারিক দুঃখ ভাগিতাত্মক বদ্ধত্ব ও গুরু বেদান্ত-বাক্য শ্রবণাধীন পরমেশ্বর স্বরূপ সাক্ষাৎকার ও তৎপ্রযুক্ত সাংসারিক দুঃখাত্যন্তিক পরিত্যাগ নিরতিশয় সুখরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইহা বৈদান্তীরা কহেন।

অন্ধ-পঙ্গু ন্যায়ের কথা। এক ব্যক্তি অন্ধ দর্শন সামর্থ্যহীন আর এক ব্যক্তি পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়া গতিশক্তিশূন্য। এতাদৃশ দুই জনের পার্থক্যেতে তাদৃশ ক্রিয়া সংসিদ্ধি হইতে পারে না। পঙ্গুর অন্ধস্কন্ধারোহণে উভয় সংযোগেতে যেমন ক্রিয়া সিদ্ধি হয় এতন্ন্যায়েতে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে ভোগ মোক্ষ ক্রিয়া সিদ্ধি হয় উভয় বিয়োগেতে ক্রিয়া সিদ্ধি হয় না। ইহা সাঙ্খ্য দার্শনিকেরা কহেন। এই অন্ধ পঙ্গু ন্যায়ের পাতঞ্জল দার্শনিকেরা প্রকারান্তরে বর্ণনা করেন। যেমন এক মহাপুরুষ থাকেন তাঁর ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গু দাস থাকে এবং প্রকৃতি নামে এক অন্ধ দাসী থাকে। এক দিবস ঐ মহাপুরুষ পঙ্গু দাসকে কহিলেন আমার সংসারের সকল কর্ম্মের ভার তোমাকে দিলাম তুমি

সকল কর। অন্য সময়ে ঐ অন্ধ দাসীকেও তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন। পরে খোঁড়া ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে আমি খোঁড়া গতিশক্তি রহিত স্বামীর আজ্ঞাপ্রতিপালন কি রূপে করিব। এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া আছে ইত্যবসরে ঐ অন্ধ দাসী তাদৃশ ভাবনাতে ভাবিত হইয়া তথাতে গিয়া বসিল। এতদ্রূপে কাকতালীয় ন্যায়ে অজা কৃপাণ ক্রিয়া ন্যায়ে বা উভয়ের সহবাস হওয়াতে অন্যোন্যের বিষয় অন্যোন্য অবগত হইয়া দুই জনে যুক্তি করিয়া পঙ্গু দাস অন্ধ দাসী স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর সাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে তৎসংসারের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল।

নষ্টাশ্ব-দগ্ধ-রথ ন্যায়ের বিস্তার। দুইজন রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দৈবাৎ সেই কাননের মধ্যে দাবানলেতে এক জনের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল অন্য ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়া মরিল রথ থাকিল। এতদ্রূপে এক জন নষ্টাশ্ব অন্যজন দগ্ধরথ হইয়া অটবীতে থাকে। এক দিবস দৈবাৎ দুইজনেতে দেখা হইল অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া একজনার রথেতে অন্যের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্য দেশ পাইল। এবম্বিধ ন্যায়ে মনুষ্যেরা নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথেতে সংযোজিত পরমেশ্বর স্বরূপ জ্ঞান রূপ হয়েতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পরম সুখেতে অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে ইহা প্রাচীন বৈদান্তীরা কহিয়াছেন।

লাজা-বন্ধন ন্যায়ের কথা। অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক ব্যক্তি ক্ষুধাতে অত্যন্ত আতুর হইয়া উচ্চ এক স্তম্ভের উপরে শরীরের ভার দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইত্যবসরে কোন পুরুষ কতকগুলি খই আনিয়া ঐ ক্ষুধার্ত্তকে কহিলেন যে ওরে তুই আঁজলা পাত তোরে আমি কিছু খই দেই। এ কথাতে ঐ ক্ষুধার্ত্ত লোক অতি ব্যগ্রতাতে তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ থামের দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া অঞ্জলি পাতন করিল পরে সে পুরুষ তার অঞ্জলিতে খই দিয়া গেল। অনন্তর ঐ ব্যক্তি আপনি অত্যন্ত ক্ষুধিত মুখ বাড়াইয়া না খাইতে পারে না অন্যকে দিতে পারে না ত্যাগ করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। অল্পে অল্পে লাজা বাতাসে উড়িয়া যাইতে থাকে তথাপি আমি এই খই খাইব এই দৃঢ়তর প্রত্যাশাতে হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া খইয়া বন্ধনোত বদ্ধ হইয়া থাকেন। এতাদৃশ ন্যায়েতে মানবেরা এক অঞ্জলি খই খাইবার প্রায় অতি তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ প্রত্যাশা মাত্রে এ সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে এ কথা বৈদান্তীরা কহিয়াছেন।

ইতি প্রবোধ-চন্দ্রিকায়াং প্রথম স্তবকে সোদাহরণ গন্ধ-নিরূপণে পঞ্চম কুসুমং।

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয় সরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয় তাহা কি কহিব ইহার কাহিনী। ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন থাকে তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধুলা অঙ্গার পূরিয়া উপরে এক আধসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনিয়ত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়া শুদ্ধা তোলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে তবে তাহাকে দেয় না এবং বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত দেবতাদের হোমের উপযুক্ত আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারিব না যদি তোমার দেব ব্রাহ্মণের নিমিত্ত নেওয়ার আবশ্যক থাকে তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যত ঘৃত হয় তাহার এক আধসের ন্যূন করিয়া ঘড়া সমেত দিতে পারি কিন্তু ঘড়া হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্ব্বদা দিতে পারি না। কেননা যদি কিছু দেই তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবে না কহিবেন এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেয় হয় না তবে লইয়া কি করিব।

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন দুই একসের তাহা যদি দিতে তবে লইতাম অধিক হবির কার্য্য নাই। এই রূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায় কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ড সমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায়। এইরূপে সর্ব্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ একদিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় আর একজন বিশ্বভণ্ড নামে এক কূপাতে পাঁক কাদা পূরিয়া তদুপরি কতক গুড় দিয়া ঐ কূপা মাথায় করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতি মধ্যে তাদৃশ সর্পিঃকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া বিশ্ববঞ্চকও ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃতঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল গুড়ের কূপা মাথায় করিয়া কত বেড়াইব। উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয় এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে আসিতে আমি আপন গুড়ের কূপা ছাড়িয়া উহার সম্পূর্ণ ঘৃত কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি।

ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করা ভাণ্ড গাছের তলায় ফেলাইয়া বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃ পাত্র লইয়া মনে মনে তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতি বেগে প্রস্থান করিল। তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃত কুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করা কুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে ঈশ্বর বিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয় আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল ও ঠকের মা ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয় মাথা হইতে ভার নামা আজ এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল ওগো আমি যাইতে পারিব না আমার হাত জোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল আয় এই নে আজি বড় মজা হইয়াছে দিব্য সার গুড় এক কূপা পাওয়া গিয়াছে এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘিয়ের ঘড়া জানিস তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। মনে মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম পশ্চাৎ টের পাইবে। যা শীঘ্র রাঁধা বাড়া কর আমি নাইয়াই আসিয়াছি ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল গুড় হইলেই কি রাঁধা হয় তেল নাই লুণ নাই চাউল নাই তরকারি পাতি কিছুই নাই কাঠগুলা সকলি ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হবে। তাতে আবার বৌ ছুঁড়ী অশুদ্ধা হইয়াছে কুটনা বা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে। তৎপতি কহিল আজি কি ঘরে কিছুই নাই। দেখ দেখি ক্ষুদ কুড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিটা কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল বটে পিটা করা বুঝি বড় সোজা জাননা পিটা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না তেমনি পিটার লেটা বড় লেটা শীঘ্র ছাড়ে না কখনত রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকদের মাউগের মত মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে। ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজ খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি মরিব তৎপত্নী কহিল মরুক ম্যানে আজি কি পিটা না খাইলেই নয় দেখদেখি হাঁড়ী কুঁড়ি ক্ষুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। হাহা কহিয়া ঘর হৈতে ক্ষুদ কুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শিলটা ভাল বটে নোড়াটা যা ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ বাটা হয় মরুক যেমন হউক বাটি ত। ইহা কহিয়া ক্ষুদ কুঁড়া বাটিয়া কহিল বাটাত এক প্রকার হইল আলুণি পিটা খাইবা না লুণ তেল আনিতে হইবে। গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথা হৈতে গোছে গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তাহার পুত্র কোন পরশীর এক ছালিয়াকে আয়

আমার সঙ্গে তোকে মোঁয়া দিব এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুঁদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লৈয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল কিরূপে তৈল লবণ আনিলি। ঠক কহিল এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুঁদি শালাকে ঠকিয়া আইলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল হাঁ মোর বাছা এই তো বটে না হবে কেন আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল ওলো মাগি যা যা শীঘ্র পিটা করি গা ক্ষুধাতে বাঁচি না। অনন্তর তৎপত্নী পিষ্টক করিতে আরম্ভমাত্র করিয়া ভর্ত্তার নিকটে আসিয়া একপাশে মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল ও কহিল তোমার ত পিটা করা হইল না তুমি গিয়া কর।··· ··· ···
··· ··· ··· ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল না খাইলে ত নয় যাই আমিই করি গিয়া। এইরূপ কহিয়া আপনি পিষ্টক পাক করিয়া থালেতে পরিবেশন করিয়া কূপা হইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া তদুপরি এক কালে কতকগুলা পঙ্ক কর্দ্দম পড়িল। ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল খাও এখন পিটা খাও যেমন মতি তেমন গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল যা যা তুই আর পোড়াস্ নে যার যেমন কপাল তার তেমনি সকলি মিলে। কিন্তু যা হউক বেটা ভাল বটে আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও বঞ্চনা করিল বাপের বেটা বটে এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল। ইহা কহিয়া যথাকথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল। পরে কিছুদিনের পর এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া দূর হৈতে ডাকিতে লাগিল ওহে বন্ধু থাক থাক তোমাকে কোল দিয়া আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আপাততঃ তটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল আইস আইস তোমাকেও আমি মনে মনে তত্ত্ব করিতেছি ভাল হইল তোমার সঙ্গে দেখা হইল কহ গুড় কেমন খাইলা। বিশ্ববঞ্চক কহিল তুমি যেমন ঘৃত খাইলা কিন্তু ভাই তুমি আমাকে জিতিয়াছ আমি গুড় কিছুই পাই নাই তুমি ঘৃত কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকিবা। সে যা হউক আইস তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা কহিয়া দোঁহে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অন্যোন্য মুখাবলোকন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল।

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল ভাই তোমার নাম কি। সে কহিল আমার নাম বিশ্বভণ্ড। ইহা শ্রবণমাত্রে হি হি করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে তো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড

কহিল তোমার কি এই নাম। ইহাতে সে কহিল না ভাই আমার নাম বিশ্ববঞ্চক। দোহার নাম শব্দতঃ সমান না হউক অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল ভাল সমানে সমানে মিলন বিহিত বটে যদি উভয়ে সরল হয়। উভয়ে কুটিল হইলে বাহ্যতঃ যদ্যপি মিলন হউক তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে। যা হউক কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্ত্তব্য বটে। কেননা তুমি আমার গুণ জানিলা আমিও তোমার গুণ জানিলাম কেহ কাহারো কথা কোথাও কহিব না। এইরূপে দুই জনে মৈত্রী করিয়া পরামর্শ করিল এ কর্ম্ম ক্ষুদ্র লাভও কদাচিৎ সেও অল্প তাহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-নির্ব্বাহ বিলক্ষণমতে হইতে পারে না। "চটকস্য মাংসং ভাগশতং" এতন্ন্যায় দুর্নামের কারণ মাত্র কেবল ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ। অতএব চল কোন দূরদেশে গিয়া এমত জীবিকা করি যাহাতে অধিক লাভ হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু সঙ্গে লইয়া গুজ্জরাট দেশে গেল। তথা গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল হি মিতা তুমি এক কর্ম্ম কর এই ধোয়ান পাগ মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা পরিয়া ধোয়া কাচা চাদর গায় দিয়া এ সহরবাসী চিত্রগুপ্ত নাম মহাজনের বাটী যাও। পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি আপন পরিচয় কাহাকেও কিছু দিয়া থাকিবে না আমি গিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব যে আপনি হেথায় কেন। তখন তুমি কহিও যে পিতার সহিত কর্ম্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি ইচ্ছা আছে যদি ইনি সাহায্য করেন তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথা গেল। পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল এ কি আশ্চর্য্য আপনি এ স্থানে কি নিমিত্তে। সে কহিল তাত বিমাতার বশতাপন্ন এই প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্য্যক্রমে বিবাদ হইল এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল সর্ব্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্মপতি নাম মহাজনের পুত্র ইনি। হে চিত্রগুপ্ত তোমার বড় ভাগ্য যে ইনি তোমার বাটী আসেন। এ কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল বটে তাঁহার পুত্র ইনি। আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন। সে কহিল ইঁহার নাম শুনিয়া এস্থানে আসিয়াছি ইনি যদি আনুকূল্য করেন তবে স্বজাতি-জীবিকা বাণিজ্য-কর্ম্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল তুমি যদি এই নগরে কুঠি করিয়া ব্যবসায় কর তবে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথামতে

উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া-দেওয়াতে চিত্রগুপ্তের বিশ্বাস জন্মাইয়া এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল ওহে বন্ধু শুন বিদেশে দীর্ঘ কাল থাকা ভাল নয় স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার-বর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না। তাহাতে নানা দোষ ঘটে। আজি এক কালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে এ সকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল সে উপায় কি। বিশ্ববঞ্চক কহিতেছে দীর্ঘ প্রস্থে বড় কতগুলা ঘর করি দুই এক হাজার টাকার তুলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পূরিয়া নিশীথে সেই ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন আমার টাকার কি। তখন তুমি কহিবা তাহার ভাবনা কি আমার সঙ্গে লোক দেও আমি ঘরে গিয়া হিসাব করিয়া কড়া কড়া দাম দাম এক কালে সকল চুকাইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার উসুলের জন্য যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে দিবেন তাহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যপথে আমি আপন বাটী যাইব তদবধি তুমি পাগল হইবা মহাজনের লোকেরা যখন কিছু কহিবে তখন তুমি কেবল ভূ ভূ এই শব্দ করিবা। মহাজনের লোকেরা কিছু দিন এইরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আপনারাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল টাকা সামলাইয়া রাখিবার কেমন হবে। বিশ্ববঞ্চক কহিল খরচের উপযুক্ত টাকা রাখিয়া বাকী টাকা আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন রূপক সাবধান করিয়া রাখি যাহাতে কেহ জানিতে না পারে। এ কথা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা সে কেবল কালনেমীর লঙ্কার বাঁটের মত। আকাশের পক্ষীর মাংস-পাকার্থে-বেসর বাটা মূর্খের কর্ম্ম। পরের টাকা জীর্ণ করা বড় কঠিন। এ মহাজনের হাত ছাড়াইয়া নিরুদ্বেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল যখন এমন বুঝা যাবে তখন বাঁটের কথা এখন কি। কিন্তু তুমি যে পরামর্শ করিয়াছ সে উত্তম বটে। অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া অল্প মূল্যে অনেক হয় এতদ্রূপ তুলা প্রভৃতি সামগ্রী আন গিয়া। আমি বড় বড় দাঁড় ঘরা কতগুলা প্রস্তুত করি। এইরূপ দুই জনে নির্জ্জনে বিচার করিয়া বিশ্ববঞ্চক তুলা কাপাসদিগর সামগ্রী আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বভণ্ড দেশে লোক পাঠাইয়া স্বভ্রাতাকে আনাইয়া তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয়োপযুক্ত রূপকাবশিষ্ট তঙ্কা সকল বাটী পাঠাইয়া দিল। অনন্তর বিশ্ববঞ্চক সামগ্রী সকল আনিয়া রাত্রিযোগে সকল গৃহে অগ্নি দিয়া সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া পরিহিত-বস্ত্রমাত্রাবশিষ্ট উভয়ে অতি প্রত্যূষে চিত্রগুপ্তকে

সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহার লোক সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথ হইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটী গেল বিশ্বভণ্ড কপটোন্মাদ হইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল। মহাজনের লোকেরা যখন টাকার তাগাদা করে তখন কেবল ভূ ভূ এই কহে আর কিছুই কহে না।

এইরূপ কিছু দিন দেখিয়া সাধুর লোকেরা স্বদেশে গিয়া উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সদাগর অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সহিত সারল্য করা মূর্খের কর্ম্ম এই প্রযুক্ত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপন হানি স্বীকার করিয়াও স্ববুদ্ধিলাঘব-জন্য অপ্রতিষ্ঠা ভয়েতে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ব্ববৎ পাগল হইয়া ভূ ভূ কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল যাও যাও ভাই আমার সহিত কৌতুক করার কার্য্য নাই। আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতে ভূ ভূ এই মাত্র উত্তর করিল। এইরূপে কিছুদিন সেথা থাকিয়া নানাপ্রকার ভয়-প্রীতি-প্রদর্শন দ্বারা যত যত তাগাদা করে তাহাতে কেবল ভূ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ভাল রে বেটা ভাল আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও ভাঁড়াইলি তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস্। যে শিখাইল ভূ তারেই দিলি ভূ এই কহিয়া চোরের লাজে না কাঁদে এতন্ন্যায়ে কেবল ভেকুয়া হইয়া ভবনে গেলেন। এ কথার অবান্তর তাৎপর্য্যার্থ সকল সুবুদ্ধিরা স্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন।

ইতি প্রবোধ-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে চতুর্থ কুসুমং।

পশ্চাৎ অসম্বরণীয় যে আরম্ভ তাহা করিবে না কিন্তু উত্তর কালে উপসংহার্য্য যে তাহাই করিবে ইহার কথা। ভাণ্ডীর নামে বনমধ্যে এক উষ্ট্র থাকে। সে জরা-অবস্থাতে জীর্ণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া লতা-পল্লব-শাখা-তৃণাদি আহার-করণে খেদান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে ঈশ্বর আমাদের জাতিকে লম্বা মুখ দিয়াছেন বটে কিন্তু এক্ষণে তাহাতে আমার কিছু হইতে পারে না। সম্প্রতি আমাকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া অতি বড় লম্বায়মান যদি বদন দেন তবে আমি শুইয়া শুইয়া অনায়াসে মুখ বাড়াইয়া চরাই করি। উট এইরূপ মনে ভাবিতেছে ইতি মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ বাক্‌সিদ্ধ এক ঋষি সেই

স্থানে উপস্থিত হইয়া উষ্ট্রের সঙ্কল্প জানিয়া তাহাকে কহিলেন ওরে পশু পরমেশ্বরেচ্ছা-নিয়মিতের অধিকাকাঙ্ক্ষী তুই হইয়াছিস। তথাস্তু। ইহা শুনিয়া ঐ উষ্ট্র মনে মনে আনন্দিত হইল ও কহিল বড় ভাল হইল আমার শাঁপে বর হইল। এইরূপে ঐ উট লম্বমান আস্য পাইয়া বসিয়া বসিয়া পাত্রে সমিতি ন্যায় ভোজনানন্দে কিছুদিন থাকে। ইতি মধ্যে দৈবাৎ এক দিবস অতি বড় শিলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল তাহাতে ঐ উষ্ট্র করকাভিঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া অন্যত্র বক্ত্র সম্বরণ করিতে না পারিয়া পর্ব্বত-গহ্বর-মধ্যে আস্য প্রবেশ করাইল। সেই গুহাতে এক অজগর সর্প ছিল তাহার চলৎশক্তি নাই কখন আহার পাইতে পারে না কেবল পবন মাত্র ভোজনে কাল যাপন করে। সেই দিন ঐ উষ্ট্রের বদন পাইয়া অতিশয় হর্ষিত হইয়া হে ঈশ্বর তুমি ধন্য এ স্থানেও আমার আহার আনিয়া দিলা অজগরের দাতা রাম এই বাক্য সত্য বটে এইরূপে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া পরমানন্দে উষ্ট্রের ঐ মুখ ভোজন করিল।

অবিগীত শিষ্টাচার প্রসিদ্ধ যে তাহাই করিবে লোক-প্রসিদ্ধাতিক্রম করিয়া কিছু করিবে না ইহার কথা।

ধর্ম্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি হবিষ্যাশী মৎস্যমাংসাদি আমিষ-দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন যেমন অপবিত্র দ্রব্য-সংস্পৃষ্ট পূত সামগ্রী অখাদ্য হয় তেমনি আমিষ্য মীন-সংস্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না অতএব আজি অবধি আমি নদী নদ হ্রদ পুষ্করিণী পল্লল প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজনব্রত ভঙ্গপ্রসঙ্গ হইবে তবে এতৎ পর্য্যন্ত যে হইয়াছে সে অজ্ঞানতঃ। এইরূপ মনে করিয়া তদবধি নদ্যাদি-পয়ঃপান পরিত্যাগ করিলেন অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর বারি পান করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র শফরী মৎস্যকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জল পান বর্জ্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ একদা তদম্বুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরেও ক্রিমি কীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে উর্দ্ধে মুখ-ব্যাদান করিয়া আছেন এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদ্বক্ত্র-মধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একেতো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন দ্বিতীয়তঃ বক্ত্রান্তর্গত বায়স-পুরীষ দুর্গন্ধ প্রযুক্ত

হুঙ্কার করিতে করিতে গলা ফাটিয়া মরেন ইত্যবসরে তত্ত্বজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডূক উডুম্বরমশক অসদুপদেশ-দুরাগ্রহে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমার এই কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন ও জলপান করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। সন্ন্যাসীর এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্র করঙ্গ-পানীয়েতে লপন-ধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল। পরে পরমহংস কহিলেন ওরে বৎস আকর্ণন কর বর্ত্তমান শরীরের অবিরোধে যে ধর্ম্ম হয় সেই ধর্ম্ম। যে হেতুক তাদৃশ ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন দ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপক হয়। অতএব বেদান্তদর্শনে কহিয়াছেন হিতমিতমেধ্যাশন যে সেই তপ। উপবাসাদিরূপ তপস্যা দম্ভার্থ হয় তত্ত্বজ্ঞানার্থ হয় না। যে হেতুক তাদৃশ তপস্যাতে অনাহার-প্রযুক্ত ধাতু-বৈষম্য-জন্য রোগেতে শরীর-নাশাপত্তি হয়। অতএব জ্ঞানীদের মতে অন্নপানরহিত তাদৃশ ধর্ম্মাচরণ বরবিনাশার্থ কন্যা বিবাহের ন্যায় হয় যদ্যপি তোমার দেহ-বিঘাতক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইষ্টসাধন থাকে তথাপি আত্মরক্ষার্থ তদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধ কারণে প্রত্যবায় হইবে না। আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে প্রাণ-রক্ষার্থ নিষিদ্ধাচরণও করিবে ইহার প্রমাণ বেদেতে কথাচ্ছলে আছে কহি শুন।

কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন তিনি অযাচিত-প্রাপ্ত-অন্ন-বস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিজন-পরিপালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ ঐ কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষীতে তাবৎ শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাচক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার-পরিপোষণে অনির্ব্বাহ হইল। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্নাভাবে আত্মদুঃখ যেমন হউক শিশু সন্তানদের ক্ষুধাতে আর্ত্তনাদাকর্ণনে অতিশয় দুঃখিনী ও পরিপূর্ণাশ্রুনেত্রা হইয়া স্বামীর সিকটে সবিনয় নিবেদন করিলেন। হে স্বামিন্ অকাল-সকাশাৎ ভিক্ষা অতি দুর্লভ হইয়াছে বালকদের অন্নাভাবে ব্যাকুলতা অতি দুঃসহ। আমি স্ত্রীলোক আমার সাধ্য কি আমার কাটনা-কাটা ব্যতিরেকে কি শক্য। তণ্ডুলাদি ভোজ্যদ্রব্য অত্যন্ত দুর্মূল্য। আমার এক বস্ত্র সেও শতগ্রন্থিযুক্ত ও অতি মলিন অতএব পরিধেয় বসনাভাবে প্রতিবাসীদিগের আবাসে গিয়া কিঞ্চিৎ অব্যবহার্য্য সামগ্রী যে আহরণ করি তাহাও পারি না। গৃহে অন্য কোন যোত্র নাই। উপযাচকেরা যাচ্ঞা করিয়াও ভিক্ষা পায় না আপনকার অযাচকবৃত্তি যদি দৈবাৎ প্রার্থনা-বিরহে কদাচিৎ কিছু পাওয়া যায় তাহাও নিত্যাগ্নি-হোত্রহোমার্থ

হবিতে উপক্ষীণ হয় অতিশয় নিরুপায় হইল কোন উপায় করা উচিত হয়। ব্রাহ্মণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্রাহ্মণি ধৈর্য্য কর অধীরা হইও না কাদাচিৎক সুখ-দুঃখ-মানাপমান-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও। আগমাপায়ী সুখদুঃখ-প্রাপ্তিতে হর্ষবিষাদ-শূন্য হও। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-পদার্থেতে যে মনোনুধাবন সেই হর্ষবিষাদের উদ্দীপক হয়। অতএব সে সকলেতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিও না। যিনি ময়ূরদিগকে চিত্রিত হংসদিগকে ধবল শুকপক্ষীদিগকে হরিত করেন এবং তোমার বালকদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি বিশ্বম্ভর সকলের ভরণকর্ত্তা ভাবনা কি। জীবদের জীবন-কাল পরমেশ্বরেচ্ছা-নিয়মিত তাহার অন্যথা সর্ব্বথা হয় না। আহারোঽপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে। আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি। কা চিন্তা মরণে রণে ইত্যাদি শাস্ত্রও আছে হে প্রিয়ে এতদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ কর।

এক ভীল্ল জাতীয় পরিণত-গর্ভা স্ত্রী কাষ্ঠাহরণার্থ নিবিড় কানন-মধ্যে গিয়াছিল এক ভয়ঙ্কর বর্ব্বর ব্যাঘ্র ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অভিমুখাগত হঠাৎ দেখিতে পাইয়া গুরু গর্ভভরেতে পলায়নাসমর্থা হইয়া ভূমিতে ঐ স্ত্রী পড়িল তাহাতে তদুদর হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইল শার্দ্দূল সদ্যঃপ্রসূতা ঐ স্ত্রীকে আকর্ষণ করিয়া খাইয়া গেল বালক একাকী ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর পরমকারুণিক পরমেশ্বরানুকম্পাতে যে বিটপীমূলে পোত পতিত ছিল, সেই বৃক্ষের এক শাখাতে মধুমক্ষিকারা আসিয়া তৎক্ষণে মধুর চাক করিল সেই মধুচক্র হইতে বালকবদনে মধু বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল এতদ্রূপে সে বালক মধুপানেতে প্রাণ ধারণ করিয়া বাঁচিল। আর এক কথা কহি শুন। চিরঞ্জীব নামে এক ব্যক্তি অর্ণবযানারোহণ করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিল সাগরে প্রচণ্ডতর ঝঞ্ঝা-বায়ুতে অর্ণবপোত ভগ্ন হইয়া পয়োরাশিমধ্যে নিমগ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি অর্ণবযানের এক ফলকাবলম্বনে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পয়োনিধি-মধ্যস্থিত শৈল-সন্নিধানে লাগিল ঐ পর্ব্বতে লম্বমান এক সর্প পড়িয়াছিল। চিরঞ্জীব সমুদ্র-কল্লোলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতোপরি জিগমিষাতে লম্বায়মান পতিত ঐ ফণীকে লতা ভ্রমে অবলম্বন করিয়া আলম্বীকৃত তক্তাকে ত্যাগ করিল। অনন্তর পুচ্ছপ্রদেশে স্পৃষ্টমাত্র বিষধর রোষান্বিত হইয়া মুখব্যাদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হবামাত্রে ঈশ্বরেচ্ছাতে তৎক্ষণে দংশজাতীয় প্রায় এক ক্ষুদ্র জন্তু তৎফণি-ফণোপরি উপবিষ্ট হওয়াতে জলোকামুখে লবণ প্রদানমাত্রে জোঁক যেমন হয় তদ্বৎ সে সর্প দ্রবীভূত হইয়া অস্থিমাত্রাবশেষ থাকিল তাহাতে চিরঞ্জীব জীবন পাইল।

অতএব হে ব্রাহ্মণি যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই রক্ষাকর্ত্তা তাঁহার মনে

যাহা আছে তাহাই হইবে আমার উপায়-চিন্তাতে কি ফল। ব্রাহ্মণের এতাদৃশ সান্ত্বনাতে আশ্বাসিত ব্রাহ্মণী নিরুত্তর হইলে পর তৎপুত্র বচনোপন্যাস করিলেন হে জনক আপনি আমার মহাগুরু হন পিতা মাতা আচার্য্য অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশক এই তিন পুরুষ-মাত্রেরই মহাগুরু অর্থাৎ এতত্রিতয় আর আর গুরু হইতে অতিশয় গুরু। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়াছেন এবং গুরুলোকদের সাক্ষাতে প্রভুত্ব ও চাপল্য বর্জ্জন করিবেক। অতএব আমাদের আপনকার ইচ্ছানুবর্ত্তী হওয়াই উপযুক্ত তবে যে কিঞ্চিন্নিবেদন করি সে আতুরতা-প্রযুক্ত। আপনি অধ্যাপনা মনন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকেন বিষয়-বিস্মরণ-সম্ভাবনা আপনকার এই কারণে হইতে পারে। অতএব আমার সমাবেদন কেবল স্মরণার্থ শিক্ষার্থ নয় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার উপনয়ন-কালাতিক্রম হইতেছে যথাকালে পিতা পুত্রের যদি যজ্ঞোপবীত না দেন কালাতিপাত হয় তবে পিতা ব্রহ্মহা হন ইহা আমি আপনকার ছাত্রদের পাঠনা-সময়ে শ্রবণ করিয়াছি। আমি সম্প্রতি অষ্টবর্ষ-বয়স্ক হইয়াছি মৌঞ্জী-বন্ধনের অষ্টম বর্ষ মুখ্য কাল সকল কর্ম্ম ব্যয়ায়াস-সাধ্য অর্থাৎ ধন-ব্যয় ও শারীরিক চেষ্টাসাধ্য। আমি শুনিতে পাই মিথিলা নগরে জনক রাজা বড় যজ্ঞ সমারোহ করিয়াছেন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে স্থানে গমন করিতেছেন আপনি তথা গিয়া সভাতে পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাখ্য চতুর্ব্বেদ ও শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃশাস্ত্র মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরা যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গৌতম বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ও বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ন্যায় বৈশেষিক ষড়্দর্শনাদি নানা শাস্ত্র বিচার ও সন্দিগ্ধ-প্রশ্ন-নিরূপণাদি করিয়া যাচ্ঞা-ব্যতিরেকে লাভাস্পদ কীর্ত্তি পাইতে পারিবেন। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন হে পুত্র মিথিলাধিরাজ জনক রাজর্ষি অধ্যাত্ম-বিদ্যার পারদর্শী তত্ত্বজ্ঞানীদের এক নিদর্শন-স্থান। তাঁহার নিকটে আমি সমাদর অবশ্য পাইব যে হেতুক গুণবানদেরই গুণবন্তেতে প্রীতি হয় নির্গুণের গুণীতে প্রেম হয় না। ইহার এই দৃষ্টান্ত মধুপেরা বন হইতে আগমন করিয়া পদ্মেতে প্রণয় করে পদ্ম-সহবাসী মণ্ডূক করে না।

আর উত্তমেরা উত্তমের সমীপেই যাইবেন কেননা অধমের নিকটে গেলে উপহাসাস্পদ হন ইহার কথা। এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানসসরোবর-নিবাসী

এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত-লোচন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে। ভাল এক্ষণে কোথা হইতে আইলা। মানসসরোবর হইতে। সে স্থানে কি আছে। সুবর্ণবর্ণ রাজীবরাজী পীযূষ-তুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যারদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি তীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রৌঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে। হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণ মাত্রে বকেরা হংসকে হি হি করিয়া উপহাস করিল।

অতএব কহি হে পুত্র অপকৃষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না উৎকৃষ্ট বিশিষ্ট স্থানেই যাইবে। জনকরাজ পরম ধার্ম্মিক সত্যৈকনিকেতন জীবন্মুক্ত সংপ্রতি ক্রতুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হওয়া বড় সুখের বিষয়। অতএব আমি অদ্যই মিথিলানগরী যাত্রা করিব পাথেয়ের সঙ্গতি কর। পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া পুত্র তণ্ডুল শক্তুক তাম্রিকাদি কিছু পথ-খরচের সংযোগ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ মিথিলা প্রস্থান করিলেন পরে পথে আসিতে আসিতে পাথেয় ফুরাইল দিনত্রয় জলমাত্র পান করিয়া চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মিথিলাতে পৌছিলেন। শাখানগর প্রাপ্তে ম্লেচ্ছ জাতি হস্তিপকেরা করিনিকর-আহারার্থে মাষ কুল্মাষাদি সিদ্ধ করিয়া শীতল হওয়ার নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ অসহ্য বুভুক্ষাতে অস্থির হইয়া নিষাদদিগকে কহিলেন ওরে হস্তিপালকেরা এ সিদ্ধান্ন হইতে ভক্ষণোপযুক্ত আমাকে কিছু দে আমি ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আছি আহার করিব ক্ষুধাতে আমার প্রাণ যায়। হস্তিপকেরা কহিল আঃ সর্ব্বনাশ এ কি আমরা ম্লেচ্ছ এ অন্ন পাক করিয়াছি আপনি ব্রাহ্মণ কি মতে আমাদের সিদ্ধৌদন খাইবেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে আমি যদি কিছু এক্ষণে ভোজন না করি তবে আমার প্রাণ-প্রয়াণ হয়। প্রাণাত্যয়ে নিষিদ্ধান্ন ভোজন করিতে পারে এমত উপদেশ আছে এবং বেদান্ত-শাস্ত্রে বেদব্যাসও সম্মত করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছেরা কহিল বাপু আমরা শাস্ত্র ফাস্ত্র কিছু বুঝি না খাইতে চাহ আপুনি হাতে উঠাইয়া লইয়া খাও আমরা মানা করি না কিন্তু হাতে তুলিয়া দিতে আমরা পারিব না। মৈথিলাধিপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী তীব্রশাসন তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আমাদিগকে সবংশে একগাড় করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ম্লেচ্ছপক্ব কলায় কুলত্থ স্বহস্তে লইয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া ভক্ষণ করিলেন। পরে এক ম্লেচ্ছ সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল সলিল

সম্পূর্ণ মৃদ্ভাণ্ড আনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া কহিল মহাশয় জলপান করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন তুই ম্লেচ্ছ তোর স্পৃষ্টোদক পান আমি করিব। ম্লেচ্ছ বলিল মহাশয় এ কি আমাদের পাক করা অন্ন খাইতে পারিলেন ছোঁয়া জল খাইতে কি। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে তখন যদি আমি আহার না করিতাম তবে আমার জীবন থাকিত না এক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে তবে কেন তোর স্পৃষ্ট জল পান করিব। প্রাণরক্ষার্থেই প্রতিষিদ্ধান্ন ভোজন শাস্ত্রানুমত। এইরূপ ম্লেচ্ছদিগকে কহিয়া ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জনকভূপাল যাগভূমিতে গেলেন। পরমহংস ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমার কমণ্ডলুস্থ জলপানে তোমার যদি নিরামিষ্য ভোজন ব্রত ভঙ্গ শঙ্কা হইয়া থাকে তবে এই বেদপ্রসিদ্ধোপাখ্যান প্রামাণ্যে সে সন্দেহ দূর কর। বস্তুতঃ তোমার এ নিয়ম শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ বহির্ভূত স্ববুদ্ধিমাত্র কল্পিত আত্যন্তিক। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং আত্যন্তিক কিঞ্চিন্মাত্রও ভদ্র নহে শিষ্ট পরম্পরা প্রসিদ্ধ যে তাহাই কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে এক কথা শুন। ভরদ্বাজ নামে এক মুনিপুত্র ছিলেন। তিনি মনুষ্য লোকেতে যাবৎ শাস্ত্রের প্রচার আছে তাবৎ শাস্ত্র মর্ত্তালোকে পাঠ করিয়া মনে করিলেন আমি মনুষ্যলোকীয় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম সম্প্রতি পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে আমাকে অধ্যয়ন করায়। অতএব স্বর্গে সূর্য্যের নিকটে গিয়া স্বর্গলোক প্রচারিত সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। এইরূপ মনোরথারূঢ় হইয়া তপোবন হইতে মধ্যাহ্নসময়ে দিবাকরের নিকটে গিয়া অনতিদূরে থাকিয়া আদিত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ভাস্কর তুমি সর্ব্বশাস্ত্রাকর আমি তোমার সমীপে দেবলোকীয় সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি আমাকে পাঠ করাও। প্রভাকর কহিলেন আমি এক নিমেষার্দ্ধে দুই হাজার দুই শত দুই যোজন গমন করি এবং আমার তেজঃ অতি দুঃসহ আমি মধ্যাহ্ন কালাতিরিক্ত ক্ষণমাত্র স্থির নহি। তোমার অধ্যয়ন আমার নিকটে কিরূপে হইবে। আর তোমারি বা অধ্যয়নের আবশ্যক কি। তোমার যে অধীতব্য তাহা অধীত হইয়াছে। ঈশ্বর ভিন্নের সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান বাসনা দুর্ব্বাসনামাত্র সে ফলোপধায়ক হয় না। অতএব এ দুরাগ্রহ ত্যাগ কর। স্বস্থানে গমন কর।

সূর্য্যের এ বাক্য শুনিয়া ভরদ্বাজ কহিলেন তুমি যেমন গমন করিবা আমিও তোমার সহিত তেমনি গমন করিব আর তোমার তেজেতে আমার কি করিতে পারিবে। বহ্নি কি বহ্নিকে দগ্ধ করে। যে তপোবলে তোমার এতাদৃশ সামর্থ্য ও তেজ হইয়াছে তাদৃশ তপোবল কি অন্যের নাই। এইরূপ ভরদ্বাজের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্য নারায়ণ দেব মনে করিলেন যে ইহার তত্ত্বজ্ঞান নাই। কেবল

বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন জনিত বিদ্যামদোন্মত্ত হইয়া আরূঢ়াহঙ্কার হইয়াছে। ইহার সমুচিত ফল হওয়া উপযুক্ত হয়। এইরূপ মনে করিয়া মুনি-তনয়কে কহিলেন ভাল তবে পড়। ইহা কহিয়া বেদোচ্চারণ করা মাত্রে সূর্য্যের পূর্ব্ব হইতে অধিক তেজোবৃদ্ধি হইল তাহাতে মুনিপুত্রের শ্মশ্রুজটাভার সমেত মুখ দগ্ধ হইল। এইরূপে স্বয়ং দগ্ধানন হইয়া অধঃপতিত হইলেন। কিন্তু প্রাণান্ত হইল না। পরিব্রাজক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ অতএব কহি আত্যন্তিক কিছুই ভাল নয়। এইরূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

ইতি প্রবোধ-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে পঞ্চমং কুসুমং।

ফিলিক্স কেরীর ইংলণ্ডের ইতিহাস।

ব্রিটিস্ দেশীয় বিবরণ-সঞ্চয়।

অর্থাৎ

জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন্ দেশাতিক্রম-সময়াবধি আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধি-সময় পর্য্যন্ত মহাব্রিটিনের বিবরণ-সঞ্চয়।

(এই পুস্তকের বিশেষ বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৯২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

তন্মধ্যে জুলিয়স্ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জ নামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত।

গোল্‌দস্মিৎ উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ সালের আইমেন্স নামক সন্ধি-সময় পর্য্যন্ত।

অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত ফিলিক্স কেরি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় কৃত শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ইতি। সন ১৮১৯।

ব্রিটিস্ দেশীয় অর্থাৎ ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান।

সম্রাট দ্বিতীয় হেনেরী ও টমাস-এ-বেকেট।

রাজা হেনরির প্রথমত রাজত্ব করণের শৃঙ্খলা দ্বারা প্রজারা নিশ্চয় করিল যে এ রাজা সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজা পালন করিবেন এই হেতুক ঐ রাজা আত্মপরাক্রম জানিয়া রাজ্যমধ্যে যে২ কুনীতি হইয়াছিল এবং যে ২

সকল পূর্ব্বীয় রাজগণের তাচ্ছীল্য এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে ২ কুব্যবহার হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাজ্যবিঘ্নকারি সৈন্যের দিগকে তৎক্ষণে স্ব স্ব কর্ম্ম-চ্যুত করিলেন এবং পূর্ব্বীয় রাজাগণের অধিকারেতে যে ২ ধর্ম্মশালাদিতে দানাদির নিয়মের বাহুল্য হইয়াছিল তাহার পুনরায় তদনুরূপ নিয়ম করিলেন এবং আরো অনেক গ্রামের প্রতি এই নিয়মাজ্ঞা করিলেন যে প্রজারা তাহার অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাপ্য না হইয়া কেবল রাজাজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া পূর্ব্বরীতিক্রমে নিজ ব্যাপারাদির নিষ্পতি করিয়া কাল যাপন করিবে ঐ যে নিয়ম সকল তাহাতে ইংগ্লণ্ডদেশীয়ের দের মুক্তির আদি কারণ হইল। ইহার পূর্ব্বে রাজা কিম্বা অধিপতিরা কিম্বা ধর্ম্ম-পক্ষপাতীরা ইহার দিগের মধ্যে প্রজার দিগের শাসন কে করিবে। ইহাতে এক নূতন বিষয় উৎপন্ন হইল। তাহা এই যে ঐ রাজার অধিকারস্থ ধনবান্ ভদ্র ২ প্রজালোকেরা আপনারাই রাজ-সম্মতিক্রমে মধ্যস্থ হইয়া তাবৎ বিচারাদির নিষ্পত্তি করণ স্বহস্তগত করিয়া লইলেক এতদ্রূপে তদবধি পরম্পরা প্রভুত্বের হ্রাস হইতে লাগিল এবং সকল রাজ্যস্থ লোকের দের স্বেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পরে হেনরি রাজা এতদ্রূপে তৎকালীন সম্রাটের দিগ হইতে বলবান্ রাজা হইলেন। এবং ইংগ্লণ্ডদেশের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নরূপে অবস্থায়ী সম্রাট হইলেন। এবং অত্যল্পকালের মধ্যে ফ্রাঁসিসের রাজ্যের তৃতীয়াংশের একাংশ হস্তগত করিয়া লইলেন। এবং যে ২ সকল অধিপতিরা তাঁহার শাসনের হ্রাস করিতে সচেষ্ট ছিল তাহার দিগকে দমন করিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি নিরাপদ হইয়া শেষকাল যাপন করিবেন। কিন্তু তাহা না হইয়া অন্যপ্রকার হইল। অধিকারে যে অংশে কোনও উৎপাত তাহার বৃত্তান্ত এই। সমস্ত দেশ জয় করণের পর যিনি ইংগ্লণ্ডীয়ের দের মধ্যে প্রথমতঃ কোন উত্তম পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন যে তামসবেকট নামে যিনি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন তিনি লণ্ডন নগরস্থ এক প্রজার সন্তান ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ঐ নগরস্থ পাঠশালায় যুবাকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কিছু কাল পারিশ নগরে বাস করিতে গেলেন। সেই স্থান হইতে পুনরাগমন করিয়া সেরিফ নামে খ্যাত দণ্ডনায়কের দফ্তরখানায় কেরাণী হইলেন। সেই সূত্রের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ঈষন্ন্যূন রাজপদে অর্থাৎ কেণ্ট-বরির মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইলেন।

পরে ঐ ব্যক্তি চিরকালীয় রাজপদ ভিন্ন অদ্বিতীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাবস্থার হেয় কর্ম্ম সকল গোপন করণার্থে ভণ্ড তপস্বীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। এবং সে ব্যক্তি আত্মশরীরের তাৎপর্য্য কিছুই

করিত না। এবং তিনি চট পরিধান করিতেন এবং তাহা অতি মলিন হইয়া যে পর্য্যন্ত কীট-বিদ্ধ না হইত সে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেন না। আর জীবন ধারণ হেতুক প্রতি দিবস রোটির সহিত কেবল আস্বাদহীন শাকাদি দ্বারা ভোজন করিয়া কেবল জলপান করিয়া থাকিতেন এবং শরীরের দমনার্থে অনেক প্রকার নিগ্রহ চিহ্নেতে তাঁহার পঞ্চ দেশ ব্যাপ্ত ছিল এবং প্রতিদিন হাঁটু গাড়িয়া ত্রয়োদশ ভিক্ষুকের দের পাদ-প্রক্ষালন করিতেন। এ তাঁহার নিয়ম ছিল পরে ঐ ব্যক্তি এতদ্রূপ ভণ্ড তপস্বীর আচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পক্ষপাতির দের সাহায্য করণে সচেষ্ট ছিলেন যেহেতুক ধর্ম্ম পক্ষ-পাতির দের বহুকালাবধি কুব্যবহার বাহুল্য প্রযুক্ত হেনরি রাজা সে সকল সহিষ্ণুতা না করিতে পারিয়া তাহার দিগের পরাক্রমাদি সংক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

অল্প দিবসের পর হেনরি ঐ রাজার অভিলষিত কর্ম্ম সমাধা করণার্থে হঠাৎ একটা সুযোগ করিলেন তাহা এই। ঐ সকল আচার্য্য-সম্প্রদায়-মধ্যে এক ব্যক্তি বর্সেস্তর পরগণাবাসী এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত ভ্রষ্ট হইয়া স্বকর্ম্ম-সাধন-হেতুক কন্যার পিতাকে নষ্ট করিয়াছিল। এই মহা দুষ্কর্ম্ম নিমিত্তক তাবল্লোক একত্র হইয়া তাহার প্রতিফল দিয়া দণ্ড করণার্থে উদ্যোগী হইল। এবং রাজা আজ্ঞা-দিলেন যে এ প্রকার অপরাধীর বিচার রাজ-সন্নিধানেতেই নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু বেকেট্ নামে মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ এ কার্য্যের বাধা জন্মাইয়া কহিলেন যে এই বিষয় ধর্ম্মপক্ষপাতির দের সংক্রান্ত অতএব পূর্ব্বাপর ধারানুক্রমে ধর্ম্মাচার্য্যের দ্বারাতেই নিষ্পন্ন হইবেক।

পরে ঐ উপস্থিত বিষয়ের নিষ্পত্তি হেতুক রাজা সমস্ত পাত্রমিত্রগণ ও প্রধান ২ সভাসৎ এবং আচার্য্যবর্গের দিগকে ক্লারেণ্ড নগরে এক মহাসভা করণার্থে আহ্বান করিয়া এই বৃহদ্ ভারি কার্য্য তাহার দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার বিধান চাহিলেন। বুঝা যায় যে ঐ সময়ে ঐ সকল যে সভা একত্র হইয়াছিল তাহা ভাবি পুরুষের হিতোপদেশের ব্যবস্থা করণার্থে নয়। কিন্তু অধিক আপনার প্রভুত্বের নিমিত্তে এবং সেই স্থানেতে অনেক ব্যবস্থা রচনা করা গিয়াছিল। যাহা পশ্চাৎ ক্লারণ্ডীয় ব্যবস্থা নামে খ্যাত ছিল এবং সেই সময়ে সর্ব্ব-সম্মতি পূর্ব্বক স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে ২ সকল ব্যবস্থা সে সকল ব্যবস্থা দ্বারা এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইল যে আচার্য্য বর্গের দিগের অপরাধের বিচার রাজ-সন্নিধানেতেই নিষ্পত্তি হইবেক এবং অপর ২ প্রজারদের বিচার প্রধান ২ সাক্ষীর দ্বারা সাব্যস্ত না হইলে মহাধ্যক্ষের সভায় নিষ্পত্তি হইবে না। এই সকল ব্যবস্থা এবং অন্য ২ ক্ষুদ্র ২ ব্যবস্থা প্রভৃতি ষোড়শ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তখন যে ২,

মহাধ্যক্ষ সভাস্থ ছিলেন তাহারা সর্ব্ব-সম্মতিতে স্বাক্ষর করিলেন। প্রথমেতে কিছু বক্র ছিলেন যে বেকেট্ তিনিও শেষে স্বাক্ষর করিলেন কিন্তু আলেক্ সান্দর যিনি ঐ সময়েতে পাপাপদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি সে সকল বিষয় ব্যর্থ করিয়া রদ করিলেন।

পরে এই কথা উপলক্ষণ করিয়া আচার্য্য বেকেট্ এবং রাজা হেনরি এই উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। ঐ বেকেট্ ঐ সম্রাটের কৃতসাধ্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াও পাপার পক্ষীয় হইলেন এবং এই বিরোধেতে এক দিবস তাঁহার স্বাভাবিক সাহসানুযায়ী আপনার পাপাপদীয় বস্ত্রেতে পরিহিত হইয়া এবং হস্তে এক ক্রুশ লইয়া রাজাট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাজার কুঠরীতে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষার্থে ক্রুশাকার ধ্বজ হস্তে করিয়া রাজ-নিকটে বসিলেন। সেই স্থানে অভিমান করিয়া তিনি যে পাপার অনুগত লোক ইহা জানাইলেন। পরে অধিকার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওনের জন্যে নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া গোপনেতে অধিকার-বহির্গত হইয়া পার হইয়া মহাদ্বীপে প্রস্থান করিলেন।

পরে মহাধর্ম্মাচার্য্য বেকেটের সাহস এবং তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্যের অতি শিষ্ট বেশ দ্বারা ঐ মহাদ্বীপের তাবৎ শাসনকর্ত্তা এবং প্রজা কর্তৃক অতি পূজনীয় রূপে মান্য হইলেন।

পরে পাপা এবং ঐ বেকেট্ মহাধর্ম্মাচার্য্যের দের এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা ছিল যে কোন প্রকারে রাজার শাসন সমূলে উল্লঙ্ঘন করে এবং এই চেষ্টাতে ন্যূন ছিল না। এই হেতুক ঐ বর্ত্তমান ধর্ম্মপক্ষীয় লোকেরা যে ২ দুঃখগ্রস্ত এবং দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া ছিল তাহাতে ঐ বেকেট্ এতদ্রূপে আপনাকে জানাইলেন যে যিনি ইতর লোকের ব্যবস্থা দ্বারা দোষী হইয়া ক্রুশেতে হত হইলেন এমন যে খ্রীষ্ট তত্তুল্য আপনাকে করিলেন। এবং সেই বেকেট্ লোক দ্বারা কেবল অপবাদ জানাইত তাহা নয় বরং পত্র লিখিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করাইত যে রাজার প্রধান মন্ত্রিবর্গেরা এবং যে কেহ ধর্ম্মপক্ষীয় সংক্রান্ত রাজস্ব আত্মাধীন করিতেছিল এবং যে কেহ কারণ্ডীয় শাস্ত্রানুযায়ী চলিতেছিল সেই সকল লোককে ঐ অবধি প্রত্যেক জনের নাম লইয়া ধর্ম্মপক্ষীয় লোকের দের মধ্য হইতে বহির্ভূত করিল। পরে রাজা হেনরি এবং বেকেট্ এই দুই জনের যে পরস্পর হিংসা ও দ্বেষ ক্রমাগত ছিল তাহা নিবারণ পূর্ব্বক ঐক্য হওনের অনেক প্রকার উপায় উপস্থিত হইল। কিন্তু এক জন আর এক জনের সব প্রথমে কহিতে যে লাভের হানি ইহাতে ঐ বাঞ্ছিত ঐক্য করণে বহুকাল বিলম্ব হইল।

যাহা হউক ইহার পরে যে উভয়ের ঐক্য হয় ইহার পরামর্শ স্থির করা গেল। কিন্তু সে কালীন বেকেট্ ইংগ্লণ্ডে পুনরাগমন করিয়া অনেক ২ অনাচার করিল তাহাতে সে সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। পরে রাজার নিকট যে ব্যক্তি মাপ পাইয়াছিল এমন ব্যক্তির ন্যায় নম্র হইয়া স্বধর্ম্মাধ্যক্ষাধিকারেতে না যাইয়া ঐ বেকেট্ অতি সমারোহ করিয়া পাপার ন্যায় সসজ্জ হইয়া কেন্ত দেশ দিয়া গমন করিল। এবং সৌত্বার্ক নগরের নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্রেতে তাবৎ ধর্ম্মপক্ষপাতি বর্গেরা এবং জনপদীয় বর্গেরা এবং ছোট বড় তাবৎ লোক আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া অনেক প্রকার আনন্দ সংগীতের দ্বারা তাহার স্তুতি করিল। পরে আত্ম-পরাক্রম ও লোকের মন যে তাহার প্রতি তাহা জ্ঞাত হইয়া যে যে লোক পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিবাদী হইয়াছিল ক্রমেতে তাহার দের প্রতিফল দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ য়র্ক নগরের মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি বেকেটের অসাক্ষাৎকারে রাজা হেনরির জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। দ্বিতীয়তঃ লণ্ডন ও সালিস্বরী নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষের দিগকে ধর্ম্মপক্ষপাতির দের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাহার দের মধ্যে এক জনকে তাহার বিরুদ্ধে কথা কহন রূপ অপরাধে এবং এক জনকে তাহার ঘোড়ার লেজ কাটার অপরাধে বহিষ্কৃত করিলেন।

পরে যে কালে রাজা হেনরি নর্ম্মণ দেশে বাস করিতেছিলেন সেই কালে প্রধান আচার্য্য বেকেট্ও তদ্রূপে জয়যুক্ত হইয়া বড় সমারোহের সহিত ঐ রাজ্য দিয়া জাঁক করিয়া গমন করিতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া ঐ ব্যক্তির জাঁকজমক দেখিয়া তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং যখন ঐ সকল কার্য্যচ্যুত এবং দূরীকৃত আচার্য্যেরা তাহার দের নিবেদন লইয়া উপস্থিত হইল তখন তাঁহার অসংখ্য ক্রোধ হইল। এবং হেনরি যাহাকে যাহাকে অত্যন্ত হীনাবস্থা হইতে অত্যুচ্চ পদ বিশিষ্ট করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন হেনরিকে ত্যক্ত করিয়া নিত্য তচ্ছাসনোল্লঙ্ঘক হইল যে ঐ মহাধার্ম্মচার্য্য বেকেট্ তাহার প্রতি হেনরির অত্যন্ত ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। পরে য়র্ক নগরের মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ রাজা হেনরির নিকট ইহা জানাইল যে যাবৎ বেকেট্ বাঁচিয়া থাকে তাবৎ রাজ্যে কোন প্রকারে ঐক্য কিম্বা মঙ্গল হইবার কোন বিষয় হইবে না। রাজা এই সকল শুনিয়া ভাব্যভাবনা দ্বারা অতিশয় চিন্তিত হইয়া কহিলেন যে বুঝিলাম কোন প্রাণী আমার সহায় নয়। অতএব এ ব্যক্তির ভণ্ড তপস্যা দ্বারা এতকাল দুঃখ পাইতেছি। এই কথা শুনিয়া যাবৎ সভাস্থ লোকেরা উদ্বিগ্ন হইয়া রাজার মনোগত দুঃখ নিবারণার্থে এবং তাঁহার বাঞ্ছা সফলা

করণার্থে রাজার বিশ্বস্ত সাহসবন্ত অস্ত্রধারী চারিজনকে প্রস্তুত করিল। পরে প্রস্তুত ঐ চারি ব্যক্তি এবং অন্য কতকগুলি লোক তাহারদিগকে সমভিব্যহারে লইয়া শক্তি পর্য্যন্ত রক্তস্রাবি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করণার্থে কেন্তবরী নগরে শীঘ্র গমন করিল। পরে তাহারা বেকেটের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এবং তাহার সমারোহ প্রভৃতির নিমিত্তে তাহাকে অনুযোগ করিল। ইতোমধ্যে এক দিবস সন্ধ্যাকালীন ঈশ্বর-ভজনার্থে মহাধর্ম্মাচার্য্য একাকী অসাবধান হইয়া ধর্ম্মশালায় যাইতে ছিলেন ইত্যবকাশে যে সময় ঐ বেকেট্ ধর্ম্মশালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বেদীর নিকটোপস্থিত হইলেন এবং যে সময় তিনি বুঝিলেন যে আমি এবার মার্টর হইব অর্থাৎ ধর্ম্মসাক্ষে দত্তপ্রাণ হইব এই আশায় ছিলেন এমত সময় ঐ সকল প্রেরিত লোকেরা তাঁহার উপর পড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রহার দ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিধা করিল তাহাতে ঐ বেকেট্ বেনিদিক্ত নামে বেদীর সম্মুখে মৃত হইয়া পড়িলেন। এবং ঐ বেদী তাঁহার রক্তেতে এবং মজ্জাতে বিচিত্রিতা হইল। পরে এই মহাধর্ম্মাচার্য্যের দশার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হেনরি রাজা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে বেকেটের এপ্রকার মৃত্যু হওনেতে রাজ্যস্থ তাবৎ লোক মনেতে এই সন্দেহ করিবে যে এ প্রকার হত্যা হওয়াতে অবশ্য রাজার অনুমতি থাকিবে এতন্নিমিত্তে লোকের দিগের মন অন্যথা করণার্থে আইর্লণ্ড দেশেতে চঢ়াউ করণার্থে মনঃস্থির করিলেন।

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা।

প্রতুলকর্ত্রী।

রাজ-বিবরণ।

(গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। প্রোফেসার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় এই পুস্তকের সম্পূর্ণ বিবরণ সুপ্রভাত নামক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

আকাশ বায়ু তেজো জল ভূমি এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আট আনা আকাশাদি চারি ভূতের দুই দুই আনা এই ষোল আনাতে মিশ্রিত এবং চন্দ্র বুধ শুক্র রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শনি এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষতে ও নক্ষত্র কক্ষতে উপরিভাগে আবৃত পঞ্চভৌতিক ভূমিপিণ্ড স্বশক্তিতে

শূন্যের উপরে আছে এই ভূমি পিণ্ডের উপরে ও অধোভাগে ও পার্শ্বে যথা বিভক্ত স্থানে দেবতা মনুষ্য দানব দৈত্য পশু পক্ষী পর্ব্বত গ্রাম নগর বন নদী নদাদিরূপ কেশর নিকরেতে কদম্ব কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।

এই ভূমণ্ডলের পরিধি ৪৯৬৭ যোজন ইহার ব্যাস ১৫৮১ যোজন। পৃথিবীর মধ্যস্থলে লঙ্কা তাহার পূর্ব্বে যমকোটি পশ্চিমে রোমকপত্তন অধোভাগে সিদ্ধপুর উত্তরে সুমেরু দক্ষিণে বাড়বানল। এই ছয় স্থান পরস্পর ভূগোলের চতুর্থাংশান্তরে আছে। ভূমি পিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণ সমুদ্রের উত্তর জম্বুদ্বীপ। ভূপিণ্ডের আর অর্দ্ধেকেতে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শাক শাল্মল কোশক্রৌঞ্চ গোমেদক পুষ্কর এই ছয় দ্বীপ এবং লবণ ক্ষীর দধি ঘৃত ইক্ষু রস মদ্য স্বাদু জল নামে সপ্তসমুদ্র আছে। এইরূপে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। ঐ সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামে এই দ্বীপ ইহার নবখণ্ড। তাহার প্রত্যেকের নাম ভারতবর্ষ কিন্নরবর্ষ হরিবর্ষ কুরিবর্ষ হিরণ্ময়বর্ষ রম্যকবর্ষ ইলাবৃতবর্ষ ভদ্রাশ্ববর্ষ কেতমানবর্ষ। ঐ নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ নামে এই বর্ষ ইহার নব ভাগ। সে সকল ভাগের নাম এই ঐন্দ্র কশেরু তাম্রপর্ণ গভস্তিমৎ নাগসৌম্য বারুণ গানধর্ব্ব কুমারিকা। ঐ নব ভাগের মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এই কুমারিকা খণ্ডেতে আছে আর সকল খণ্ডেতে অন্তজ লোকের বসতি। ভারতবর্ষের মধ্যে মাহেন্দ্র শুক্তি মলয় ঋক্ষ পারিপাত্র সহ্য বিন্ধ্য এই সপ্তকুলাচল আছে। লঙ্কা হইতে উত্তর হিমালয় পর্ব্বত তাহার উত্তরে হেমকুট পর্ব্বত তাহার উত্তর নিষধ পর্ব্বত এবং সিদ্ধপুর হইতে উত্তরে শৃঙ্গবান ও শুক্ল ও নীল পর্ব্বত এই ছয় পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ। দুই পর্ব্বতের মধ্যে যে স্থান তাহার নাম দ্রোণী দেশ।

যমকোটি পত্তন হইতে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত মাল্যবান পর্ব্বত। রোমকপত্তন হইতে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত। মাল্যবান পর্ব্বতের ও লবণ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহার নাম ভদ্রতুরগবর্ষ। গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে লবণ সমুদ্র পর্য্যন্ত যে স্থান তাহার নাম কেতুমান-বর্ষ। নিষধ ও নীল ও গন্ধমাদন ও মাল্যবান পর্ব্বতে বেষ্টিত যে স্থান তাহার হাম ইলাবৃতবর্ষ। লঙ্কা হইতে উত্তরে ভারত ও কিন্নর ও হরিবর্ষ। সিদ্ধপুর হইতে উত্তরে কুরু ও হিরণ্ময় ও রম্যবর্ষ আছে। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে মন্দর পর্ব্বত উত্তরে সুগন্ধ পর্ব্বত পশ্চিমে বিপুল পর্ব্বত দক্ষিণে সুপার্শ্ব পর্ব্বত। ঐ চারি পর্ব্বতের উপরে কদম্ব জম্বু বট পিপ্পল এই চারি কেতুবৃক্ষ এবং ঐ জম্বুবৃক্ষের নীচে জাম্বুনদী এবং চিত্ররথ বিচিত্র ধৃতি বৈভ্রাজক এই চারি

বন এবং অরুণ মানস মহাহ্রদ শ্বেতজল এই চারি সরোবর আছে। এবং সীতা অলকনন্দা বংক্ষু ভদ্রা নামে গঙ্গা ঐ চারি পর্ব্বত হইতে ভদ্রাশ্ব ভারত কেতুমান কুরু এই চারি বর্ষে আসিয়া লবণ সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছেন। ঐ সুমেরুর তিন শৃঙ্গেতে বিষ্ণু ব্রহ্মা শিবের তিন পুর আছে তাহার নীচে পূর্ব্বদিক অবধি ইন্দ্র অগ্নি যম রাক্ষস বরুণ বায়ু কুবের ঈশ এই অষ্ট দিকপালের স্থান আছে।

লঙ্কা যমকোটি সিদ্ধপুর রোমকপত্তন এই চারি স্থানের দক্ষিণে ভূলোক উত্তরে ভুবর্লোক সুমেরু স্বর্গ শূন্যেতে ঊর্দ্ধার্দ্ধে মহঃ জন তপঃ সত্য এই চারি লোক এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল পাতাল এই সপ্তলোক আছে। এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন।

এই কলিযুগে ৬ শক প্রবর্ত্তক রাজা কলির প্রথমাবধি ৩০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত হইয়াছে। তাহার পরে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য রাজার শক ১৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত গত হইয়াছে। বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক ১৮০০০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর নাগার্জ্জুন নামে এক রাজা হইবেন তাহার শক কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকিতে গত হইবে। তদনন্তর সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানাম গৌড় ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কি দেবের অবতার হইবে। এই মতে ৬ শক কর্ত্তা রাজারদের মধ্যে দুই গত এক বর্ত্তমান তিন ভাবী।

কলিযুগের আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানা জাতীয় হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হন ইহার বিবরণ। রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক্ পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রা গর্ভ জাত নন্দবংশোদ্ভব বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। ইনি পূর্ব্বে মগধ দেশে রাজা ছিলেন। তাহার পর ঐ বোধমল্লের মন্ত্রী গৌতম বংশ জাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হয়। তাহার পর ঐ আদিত্যের মন্ত্রী ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে কমট্ট পর্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এই রূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল।

তাহার পর উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ দিল্লীতে হইল। এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্য ও বিক্রমসেন পিতা পুত্রে

দুই জনেতে ৯৩ বৎসর। ঐ বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্য অবধি ১৩৫ বৎসর গত হইলে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা শালিবাহনের সন্তানেরা তাঁহার শকাব্দের প্রবৃত্তি করিল। এবং বিক্রমাদিত্যের ৫৪২ সম্বতে মালব দেশে ভোজদের রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর ভ্রষ্টযোগী সমুদ্র পাল অবধি বিক্রম পাল পর্য্যন্ত ১৬ জন যোগিতে ৬৪১ বৎসর ৩ মাস তাহার পর তিলকচন্দ্র অবধি নিঃসন্তান গোবিন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী প্রেম দেবী পর্য্যন্ত ১০ জনেতে ১৪০ বৎসর ৪ মাস তাহার পর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ জন বৈরাগীতে ৪৫ বৎসর ৭ মাস তাহার পর বল্লাল সেনের পিতা ধীসেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ জনেতে ১৩৭ বৎসর ১ মাস তাহার পর শওয়ালকে পর্ব্বতের রাজা দ্বীপ সিংহ অবধি জীবন সিংহ পর্য্যন্ত চৌহান রাজপুত জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর তাহার পর দিল্লীর অধিকারস্থ প্রাঠ দেশের রাজা পৃথুরায় এক জনেতে ১৪ বৎসর ৭ মাস। এই রূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১২২৩ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪২৬৭ বৎসর অতীত হইল। এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাজার সাম্রাজ্য ছিল। তাহার পর মুসলমানদের সাম্রাজ্য হইল। যবনদের সাম্রাজ্য হওয়া অবধি ১২৭৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ জনেতে ৬৫১ বৎসর ৩ মাস ২৮ দিন গত হইয়াছে তাহার বিবরণ। সুলতান শহাবুদ্দীন অবধি মইজুদ্দীন কয়কুবাদ পর্য্যন্ত গোড়ীয় ১২ জনেতে ১১৮ বৎসর ২ দুই মাস ২৭ সাতাইশ দিন তাহার পর জলালুদ্দীন অবধি কোতবুদ্দীন পর্য্যন্ত খালিজ খাঁর সন্তান ৪ জনেতে ৩৪ বৎসর ১১ মাস ২০ দিন। তাহার পর খেজর খাঁ অবধি মহম্মদ শাহ পর্য্যন্ত ৯ জন তুরুস্কেতে ৯৭ বৎসর ৩ মাস ১৯ দিন। তাহার পর খেজর খাঁ অবধি আলাউদ্দীন পর্য্যন্ত ৪ জন ওমারার সন্তানেতে ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৬ দিন তাহার পর বহলোল অবধি এব্রাহিম প্র্য্যন্ত ৩ জন পাঠানাতে ৭২ বৎসর ১ মাস ৭ দিন। এই রূপে দিল্লীতে যবনাধিকার হওয়া অবধি ৩৬২ বৎসর ২ মাস ২৯ দিন গত হইল।

তাহার পর আমীর তৈমুরের সন্তানেরদের বাদশাহি হয় তাহার বিবরণ। বাবরশাহেরা পিতাপুত্রেতে ১৫ বৎসর ৫ মাস। তাহার পর সেরসাহ অবধি মহম্মদ পর্য্যন্ত ৪ জন পাঠানেতে ১৬ বৎসর ৩ মাস। এই চারি জন তৈমুরের সন্তান নয়। তাহার পর ঐ বাবরের পুত্র হুমায়ুন অবধি আলিগওহর শাহ আলমের জলুসী ৪৫ সন পর্য্যন্ত তৈমুরের সন্তান ১৪ জনেতে ২৫৭ বৎসর ৪ মাস ২৯ দিন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ বাবর অবধি শাহ আলম পর্য্যন্ত ২৮৯ বৎসর ২৯ দিন গত হইল। এই মতে ১৮৬১ সম্বৎ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে যবনাধিকার ৬৫১ বৎসর ৩ মাস ২৮ দিন

গত হইল। দিল্লীতে যবনাধিকার হইবার পূর্ব্বে নসেরুদ্দীন সুবক্তগী প্রভৃতি কয়েক যবন মুলতান ও লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে পারেন নাই অতএব তাঁহারা দিল্লীস্থ সম্রাটের মধ্যে গণিত হন নাই। এইরূপে হিন্দুয়ানি ও মুশলমানিতে কলির প্রথম অবধি ১৮৬১ সম্বত ও ১৭২৬ শকাব্দ ও ১২১১ বাঙ্গালা সন ও ১৮০৫ ইসরীয় সন ও ১২১৯ হিজরি সন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯১৯ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের সন ৩০৪৪ ও শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ ১৮৬১ বৎসর এই দুই অঙ্কের ঐক্যে কলির প্রথমাবধি ঐ সম্বৎ পর্য্যন্ত ৪৯০৫ বৎসর গত হয়। কলির এই গত বৎসর হইতে সাম্রাজ্য সময়ের ঐক্যের অঙ্কেতে যে ১৪ বৎসর অধিক হয় সে যবনাধিকার সময়ের হিজিরি সনের চান্দ্রমান গণনার ও শকাব্দের সৌরমান গণনার বৈলক্ষণ্যে ও সাম্রাজ্যাধিকার সময়ের বর্ষের উপর ভগ্ন মাসের কদাচিত বর্ষরূপে গণনা কদাচিত ঐ ভগ্ন মাসের ত্যাগ এই বৈলক্ষণ্যেতে হইয়াছে ইহা বোধ হয়। এই আলী গওহর শাহ বাদশাহ হইয়া আপন শাহ আলম নামে হিন্দুস্থানে খোতবা ও সিক্কা প্রচার করিয়া নবাব সুজাওদ্দৌলাকে উজীর করিলেন। তাহার কিছুদিন পরে লার্ড ক্লাইব নামে বড় সাহেব দিল্লীতে গমন করিয়াছিলেন তখন নবাব গয়ফদ্দৌলায় খানে আজমু খেতাব ও সপ্ত হাজারি মনশব ও বাঙ্গালার সুবেদারি এবং কোম্পানী বাহাদুরের বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার বাদশাহি দেওয়ানী এবং বাদশাহের ইচ্ছা মতে আপনার শাহাবপুঙ্গ খেতাব এবং নবাব মুজাফর জঙ্গের খানখানানি খেতাব ও জাগীর ও হপ্তহাজারী মনশব ও বিশ হাজার মশাহেরা এবং মহারাজ দুর্লভরামের মহীন্দ্র খেতাব ও জাগীর ও ষট্‌হাজারী মনশব ও ষোল হাজার মশাহেরা এবং রাজা শেতাব রায়ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্চহাজারী মনশব ও সুবে বেহারের নেয়াবত এবং মহারাজ দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভের রায়রায়াঁনি কর্ম্ম ও জাগীর ও চাহার হাজারী মনসব এবং জগৎ শেঠ মহাতবরায়ের পুত্র খোশহালচন্দ্রের জগৎ শেঠ খেতাব এবং মুন্‌সী নবকৃষ্ণের মহারাজ খেতাব ও পঞ্জসাদি মনসব এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া বাঙ্গালাতে আসিয়া ঐ সমস্ত ওমরার্‌দিগকে লইয়া সাহেব ন ইংরাজ বাহাদুর তিন সুবার কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু বাঙ্গালার চৌথে উড়িষ্যা বরগীরদের অধিকারে থাকিল। পরে ঐ শাহ আলম বাদশাহ হিজরী ১২২১ সালের ৬ রমজানে ও সম্বৎ ১৮৬৩ সালের কার্ত্তিক সুদী অষ্টমীতে ও বাঙ্গালা ১২১৩ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ ও ইংরাজী ১৮০৬

সালের ১৮ই নবেম্বর পরলোকগত হইলেন। এঁহার বাদশাহি সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬ বৎসর কয়েক মাস। তদনন্তর তাহার পুত্র আকবর সানি বাদশাহ হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছেন। ইংরেজী ১৮২০ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত তাহার রাজত্বের ১৩ বৎসর ৮ মাস ২২ দিন অতীত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ দেশের নবাব সুজাওদ্দৌলা পূর্ব্বে শাহ আলম বাদশাহের উজিরী কর্ম্ম করিতেন তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম নবাব উজীর খ্যাত ছিল এবং তাঁহার পুত্র নবাব আসফদ্দৌলা ও নবাব সাদৎ আলী সেই নামে খ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি ইং ১৮১০ সনের ৯ই অক্টোবরে শ্রীযুত লর্ড হেষ্টিন বড় সাহেবের সম্মতিতে ঐ নবাব সাদৎ আলীর পুত্র নবাব গাজিউদ্দীন হয়দর সুবে ওধের বাদশাহ হইয়াছেন অর্থাৎ অযোধ্যার রাজা হইয়াছেন এবং হিজরী ১২৩৪ সনে আপন সাজমন্ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ড দেশের বাদশাহ তৃতীয় জর্জ্জ ৬০ বৎসর রাজ্য করিয়া ৮২ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইংরাজী ১৮২০ সনের ১৯ এ জানুয়ারী শনিবার ৮॥ ঘণ্টা রাত্রে পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার পর দিবস তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চতুর্থ জর্জ্জ ইংলণ্ড দেশের ও ভারতবর্ষের উপরে রাজা হইয়াছেন। এই বীরভোগ্য বসুন্ধরাতে ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে পর্টুগীজ জাতি অর্থাৎ ফিরিঙ্গীরা প্রথম আসিয়া বাণিজ্যাদি করে। তদন্তর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অর্থাৎ ইংরাজদিগের কুঠী বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ক্রমেতে হয়। তাহার পর ইংরেজী ১৭১৭ সনে ফররুখসিয়র বাদশাহের রাজ্যকালেই ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা জানসারমান ও খাজা সরহদের প্রার্থনাতে সুবে বাঙ্গালার আমিরাবাদ পরগণার মৌজে কলিকাতা ও সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের এবং তাহার নিকট ৩৮ মৌজার তালুকদারী ও অন্যান্য স্থানে কুঠী করিবার নিমিত্ত ৪০ বিঘা করিয়া ভূমি পাইবার ও বন্দর হুগলীতে প্রতি বৎসর ৩০০০ টাকা দিয়া সর্ব্বত্র নিষ্করে বাণিজ্যাদি করিবার ফরমাণ অর্থাৎ আজ্ঞাপত্র কোম্পানীর নামে হয়। তাহার পর ইং ১৭৫৭ সনে বাঙ্গালার সুবেদার নবাব সেরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া লইয়া ১৪৫ জন ইংরেজকে এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে এক রাত্রির মধ্যে গ্রীষ্মেতে ১২৩ জন মরিয়াছিল। তাহার পর বৎসর কুর্ণেল ক্লাইব ও এডমিরল ওয়াটসন সসৈন্যে আসিয়া নবাব সেরাজদ্দৌলার সকল সৈন্যকে পলাশীর বাগানে যুদ্ধে জয় করিয়া বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার সুবেদারি করিলেন। তদবধি ইংরেজ কোম্পানীর রাজ্য এ দেশে সুস্থির হইল।

তাহার পর এই কলিকাতা রাজধানীতে ইংরেজী ১৭৩৩ সন অবধি বর্ত্তমান ১৮২০ পর্য্যন্ত যে যে গবর্ণরের অর্থাৎ বড় সাহেব হইয়াছেন তাহার বিবরণ নীচে লিখিতেছি।

মেস্তর ক্রীক	১৭৩৩
মেঃ ক্রটেণ্ডেন	১৭৩৮
মেঃ কাষ্টির	১৭৪৬
মেঃ ডাসন্	১৭৪৭
মেঃ ফিচ্	১৭৪৮
মেঃ বারওয়েল	১৭৫০
মেঃ ড্রেক	১৭৫৬
মেঃ কর্ণেল ক্লাইব	১৭৫৯
মেঃ হলওয়েল	১৭৬০
মেঃ বানসিটাট	১৭৬১
মেঃ স্পেন্সর	১৭৬৫
মেঃ বেরেলষ্ট	১৭৬৭
মেঃ কাটিয়র	১৭৬৯
মেঃ হেষ্টিংস	১৭৭২
মেঃ হুইলর একৃটিং	১৭৮১
মেঃ ম্যাকফরসন	১৭৮৫
মেঃ ইয়র্ল কর্ণওয়ালিস	১৭৮৬
মেঃ অনরেবিল চার্লেস ষ্টুয়ার্ট	১৭৯০
মেঃ স্পিক একৃটিং	১৭৯৩
মেঃ গরজান শোর	১৭৯৩
মেঃ স্পিক্ ডিপিটি	১৭৯৭
সর আলরেড ক্লার্ক অচিরস্থায়ী	১৭৯৭
ইয়র্ল মার্ণিংটন	১৭৯৮
সার আলবেড ক্লার্ক ডিপিটি	১৭৯৮
সর জর্জ্জ হিলারো বার্লো ডিপিটি	১৮০১
মারকুইস কর্ণওয়ালিস	১৮০৫
সর জর্জ্জ হিলারো বার্লো ডিপিটি	১৮০৫
লার্ড মিণ্টু	১৮০৭
মেঃ জান লন্সডিন ডিপিটি	১৮০৯
লেপ্টেনেণ্ট জেনেরল ইউএট ডিপিটি	১৮১১

গৌড়দেশ-চলিত সাধুভাষায়

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণের নব-বাবু-বিলাস।

(এই পুস্তকের বিশেষ বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৯২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীযুত বাবু মদনমোহন দেও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ভড় ও শ্রী বিপ্রদাস মালাকার ইহাদিগের অনুমত্যনুসারে বিন্দুবাসিনী-যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ॥

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি মোঃ কলিকাতার সিমুলিয়ার বাজারের পশ্চিমাংশে শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন ভড়জী মহাশয়ের ২২ নম্বর ভবনে তত্ব করিলেই পাইবেন ॥

সন ১২৬০ সাল। তারিখ ২রা ভাদ্র।

অথ গুরুমহাশয়ের নিকটে।
বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাসরীতিঃ ॥

প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্ঠক বিনির্ম্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে মাসচতুষ্টয়ে মাস পঞ্চকে বা লেখন দ্বারা কাচাদি নির্ম্মিত বিচিত্র বিচিত্র পাত্র স্থিত মাস প্রদানাধিন বাবুদিগের হস্ত বশ হইয়া থাকে তৎপরে মাসদ্বয় মাস ত্রয়ম্বা ঐ বালক বাবু সকল রীতি বৈপরীত্যেন অক্ষর লিখিয়া থাকেন তদনন্তরে রিত্যনুসারে অক্ষর লিখিলে বানান আঙ্ক আস্ক ইত্যাদি শিক্ষা কারণ বাবুগণে বহুদিনে গুরুমহাশয়ের অনেক যত্নে শিক্ষা করেন পরে কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ নারায়ণ বাসুদেব ইত্যাদি নাম লেখাইয়া থাকেন নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অঙ্কাক্ষর প্রথমে কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌউকে নামতা পর্যন্ত তৎপরে কদলী পত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি প্রভৃতি এবং ফাকি. যথা—ত্রিবেণীতে তিরোধারা গঙ্গা ভাগীরথিতে। পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে ॥ ঋষি মুনি প্রতি বট দিলো জনে জনে। পার হইয়া গেল তারা স্বর্গ আরোহণে ॥ পাটনি পাইল তঙ্কা দিয়ে গেল ঋষি। তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয় শত

আশি॥ ইত্যাদি ফর্কিকা অথাৎ ফাকি ও সাতে ভবতু সুপ্রীতা ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা করান কিন্তু বাবু সকল আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা করেন ইহাতে শিক্ষাকার যত্তপি বাবুদিগের শরীরে স্বলপ বেত্রাঘাতাদি করেন কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কত্তামহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবানা আর ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবানা যেরূপ ক্ষুদ্রলোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবা তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতজ্ঞান নাই ভাগ্যবান লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয় সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে নতুবা মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয় শিক্ষককে কত্তা এইরূপ আজ্ঞা দিলেন শিক্ষাকার কহিলেন যে আজ্ঞা মহাশয় এক্ষণে তাহাই করিব বাবুগণে এই কথা শ্রবণে মহা আনন্দমান প্রায় ঘুড়ি বুল ২ মানিয়া খেলাইতে রতি যদি কদাচিৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাঠশালয় আসিয়া বৈসেন ইহাতে যেরূপ বাঙ্গালা বিত্তোপার্জ্জন হইয়াছে তাহা লেখাতে কেবল লিপি বাহুল্য মাত্র হয়॥

অথ কত্তার নিকটে বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয়।

বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজসমীভ্যারে লইয়া কত্তা মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন আর কহিলেন মহাশয় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নাম অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় লউন কত্তা কহিলেন আপন আপন নাম লেখ প্রথম বড় বাবু আপন নাম লিখিতেছেন উচ্চৈঃস্বরে শ্রী লেখ জ লেখ গ লেখ ত লেখ দ লেখ ল লেখ র লেখ ইহাই লিখিয়া পাঠ করিলেন শ্রীজগদ্দুর্লভ তৎপরে মধ্যম বাবু ঐ প্রকার শ্রীরাদাবলদ অথাৎ শ্রীরাধাবল্লভ নাম হইল পরে ছোট বাবুকে কহিলেন তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে চল সেই স্থানে যাইয়া গৃহিণীকে কহিলেন বাবুদিগের কি প্রকার বিদ্যা হইয়াছে তাহা শুন তিনি কহিলেন আমি গবাক্ষ দ্বার অথাৎ জানালা দিয়া সকল দেখিয়া ও শুনিয়াছি ছোট পুত্রকে কহিলেন লেখ দেখি আমি যে নাম কহিলাম ছোট বাবু কহিলেন গুরুমহাশয় আমাকে এ নাম লেখান নাই গৃহিণী কহিলেন তুমি কেন শিক্ষাইয়া দেওনা সেই বাক্যানুরোধে শিক্ষাইতেছেন শ্রী লেখ ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল খ লেখ গতে সাব ঙোড় ওকার দেও আর ম তে হ্রস্ব উকার একটু নীচে টানিয়া দেয় ইহা লেখাইয়া পাঠ করাইলেন শ্রীরত্নেশ্বরী কত্তা মহাশয় লিখিত নাম দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন একুইশ কড়ার কড়া নামে হাতে হইলো কত

পাঁচ গণ্ডা ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর শ্লোক যথা অবৃতবো গিরিস্থতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা॥ বসতুমে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং অস্থার্থঃ। শশিভৃৎ মহাদেবের উত্তমাঙ্গস্থিতা। তোমারদিগের রক্ষা করুণ হিমালয় সুতা॥ মম হৃদি বাস করুণ ভগবান আসি। প্রার্থনা আমার মনে এই ভাল বাসি। এই শ্লোক গুরুমহাশয় কিরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন তথাপি লিখি যথা অবু তবু গিরিসুত। মায় বলে পড় পুত॥ পড়িলে শুনিলে দুদি ভাতি। না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥ শ্লোক শুনিবা মাত্র কত্তা আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন।

অথ খোসামুদে অমাত্য বৃত্তান্ত।

ইতো মধ্যে অমাত্য বর্গরা কহিলেন বাবুরদিগের যে রূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্র্যায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখা পড়া এক প্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এবং ইহাদের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসী পড়ালে ভাল হয় কত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গালা এক বেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয়। আমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্ত তাহারদিগেরও কিছু গুণ বর্ণন করি যথা কিবা দিবা কিবা নিশি কত্তার নিকটে বসি অভাগা আছেন ছায়া প্রায়। অপূর্ব্ব বসন পরি নাম মালা হাতে করি গাল গল্পে কেবল কাল যায়॥ অর্কযুত কেশ গুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামেরু সম্পর্ক নাই তাতে। কেবল কত্তার হিত করে থাকেন যথোচিত তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে॥ মধুপান সদা করেন কৌতুকে কাল হরেন ধর্ম্মের নাহিক কিছু লেশ। লোকে করি আশাদান কেবল লোকের অপমান করি করেন অধর্ম্মের শেষ॥ যদি কোন বিজ্ঞতম লোকের হয় সমাগম আলাপন নাহি তার সাতে। যদি কোন কথা কয় সে কথা না মনে লয় মগ্ন কেবল কত বচনেতে॥ কেবল কর্ত্তৃ মনোনীত হিতাহিত যথোচিত বচনেতে কর্ত্তাকে ভুলায়॥ কর্ত্তা বলেন কাকে বক হাঁ মহাশয় এই হক এইরূপ তাবৎ কথায়। কর্ত্তা যদি কোন মতে লোকে কিছু বলেন দিতে আমাত্য বলেন ভাল হবে। দিতে হয় দেওয়া যাবে লোকে বলেন তুমি পাবে তিন দিন বিলম্বে আসিবে॥ এইরূপ প্রবঞ্চনা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা

মনে মনে কিছুই করে না। পাপ পুণ্য সম ভাব করি কিছু করে লাভ পরকাল নাহিক ভাবনা॥ এরূপ গুণধাম আমাত্য সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন ওহে ধরের পো একজন মোছলমান মুনসী তত্ব করিয়া আনহ। যে আজ্ঞা করিয়া ধরের পো গমন করিলেন॥

অথ মুনসী বৃত্তান্ত॥

বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহর নিবাসী এক মুনসী সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। কর্ত্তা কহেন শুন মুনসী আমার সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা যে দিবস বাবুরা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা। ইহা শুনিয়া যশোহর নিবাসী মুনসী প্রস্থান করিলেন। তৎপরে নাটুর ফরীদপুর ঢাকা ছিলহট্ট কমিল্লা বড়ন বরিশার ইত্যাদি দেশী মুনসী প্রায় মাসেক দুই মাস গমনাগমন করিলেন কত্তা তাহার দিগর জবাব দিলেন কহিলেন তোমাদিগের জবান দোরুস্ত নহে অর্থাৎ বাক পরিস্কার নহে। কর্ত্তাটীর কাছে কি কেহ পারসী কথা বা হিন্দী কথা কহিয়া খোস নাম পাইতে পারেন তিনি অনর্গল পারসী ও হিন্দী কহিতে পারেন। অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্ট ভাষী এক উপযুক্ত মুনসী রাখা হইল। তিনি বোট আপিসের মাজি ছিলেন এক সার্টি ফিকিট দেখাইলেন। কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টি ফিকিট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল। কত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত কাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে। মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন। কর্ত্তা কহিলেন হাঁ হাঁ আছে বটে কোন সাহেবের কর্ম্ম করিতে। আজ্ঞা করতা বালবর কোম্পানি। কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন। পরে মাজি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল অতি সুক্ষ বুদ্ধি প্রযুক্ত দুই বৎসরের মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্তি করিলেন। গোলেতা বোস্তা আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন। বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিৎরুস ডিকরুস কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভাল মতে বুঝাইতে পারেন না। ইহা

শুনিয়া কর্ত্তা কহিলেন তবে একজন সাহেব লোক বাটীতে চাকর রাখিতে হইল। পরে ধরের পো অন্বেষণে চলিলেন ॥

অথ স্কুল মেষ্টরের বৃত্তান্ত।

* * * * * * * * * *

গন্তুজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের মেজের সর্জা এবং খানা ও টীফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুরদিগেরো প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথনদ্বারা গাডামী রাসকেল বেরিগুড হোট হোট নান্‌সেন্স গোটু হেল এইরূপ কথকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই এক খান ইংরাজী চিটি পাঠ করিতে পারেন এবং ইংরাজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তর করেন যথা তোমার পিতার নাম কি টোমার নাম ডট্ট অর্থাৎ তোমার নাম দত্ত। আর বাবু সকল যেরূপ ইংরাজী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন তাহা অন্য কাহার সাধ্য নাই যে পাঠ করেন বা বুঝিতে পারেন। এই প্রকার বিদ্যাপ্রচার হওয়াতে খোসামুদেরা কর্ত্তার নিকটে কহেন বাবুদিগের লেখা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইংরাজেও বুঝিতে পারেন না এ সকল আপন পুণ্য প্রকাশ। যেরূপ বিদ্যা হইয়া উঠিল অনুসন্ধান করিলে প্রায় এরূপ বিদ্যান ও বুদ্ধি পাওয়া ভার। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হইয়া থাকুন। প্রাতবাক্যে লেখক কহে এমত বিদ্বান সন্তান বাচা ভার। আমাত্যের বাক্যে কর্ত্তার হৃদপদ্ম প্রফুল্ল হইল পরে লেখা পড়া পরিত্যাগ হইল বিষয় কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছেন এক্ষণে সেই ধুমে পড়িলেন তাহার উদ্যোগ ইহার বিশেষ পল্লব খণ্ডে প্রকাশ হইবেক ॥

ইতি শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণা বিরচিতে নব-বাবু-বিলাসে অঙ্কুরখণ্ড সমাপ্ত ॥

অথ পল্লব খণ্ড।

অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের পল্লব।

বাবু সকল আপন আপন পছন্দমত যান বাহন পরিচ্ছেদ অর্থাৎ পোষাক প্রস্তুত করিছেন যথা পালকী পেয়াদা ছাতা পিনীস পানসী গাড়ি জামা চোগা চাপকান পাজামা পাপোষ পাগড়ী আমামা লাড়ুদার মোড়াসা চাকা বাকা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার উত্তম উত্তম পোষাক প্রস্তুত হইল। আপন আপন স্বেচ্ছামত পোষাক পরিধান পূর্ব্বক দরবার অর্থাৎ কুঠী যাইবেন কেহ গাড়িতে কেহ পালকীতে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। প্রথমে টালা কোম্পানি টেলর কোম্পানি ইত্যাদি দুই তিন নীলাম ঘরো

যাতায়াত করিয়া বড় আদালতে উপস্থিত হইলেন ছোট আদালতে যাইবার যো নাই কারণ জুতার ভয়। পল্লিগ্রামস্থ বাবুগণের পানসীতে আরোহণ করিয়া বাকবাজারের ঘাটে পানসী রাখিয়া আর দক্ষিণ অঞ্চলের বাবুরা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ছকড়া সকলে আরহণ পূর্ব্বক সদর দেয়ানী কোর্ট আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন করিয়া আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন। বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টান্তর তিন ঘণ্টা হইলেই বাটি যাইবার উদযোগ করেন। যাইবার কালে চীনাবাজার বেড়াইয়া চলিলেন। ঘরে গিয়া পোষাগ পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন। কাহার দুই কাহার চারি পাশবালিশ আছে। পিতল বান্ধা কেহ বা রূপ বান্ধা কেহ সোনা বান্ধা হুঁকাতে কেহ গুড়গুড়িতে কেহ বা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন। পানের বাট থাকেন মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই একটা মসলা বদনে। নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহুবলে রমণী মেলক গাওক বাদক নর্ত্তক নর্ত্তকী ভণ্ড প্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীন বাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বাবু সকল দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য হইয়া বসিয়াছেন কেহ কেহ বাবু কিবা ধীর কি গভীর কেহ বলে বাবু কিবা পাণ্ডিত্ব কি বক্তিতার তাৎপর্য্য জ্ঞান হয় সাক্ষাৎ সরস্বতী কেহ কেহ কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না কেহ যদি আদালতের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহাকে পরামর্শ দানে তুষ্ট করেন আর অনেককে তোমাদিগের চাকরি করিয়া দিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার শ্রবণে কখন কখন আমোদিত হয়েন শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা কহেন বাবু প্রকৃত মনুষ্য নহেন ঐ সকল লোকের মধ্যে দুই একজন বাবুর অতি প্রীতিভাজন হয়েন তাহারা পুরাতন বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেকরকম কথার ধারা ও ব্যবহার জ্ঞাত আছেন বিদ্যা ভিন্ন যে কোন বিষয়ে বাবু তুষ্ট থাকেন এমত চেষ্টা সর্ব্বদাই করেন যদি বাবুর মনস্থ বুঝিতে পারেন তবে ছায়া প্রায় সর্ব্বদা খোসামুদি করিয়া মিষ্ট বাক্যে বাবুকে তুষ্ট রাখেন দেখিলেন বাবু আমার কথা ব্যতিরেক কিছুই না করেন শেষে ক্রমে ক্রমে বাবুগিরির লক্ষণ বিলক্ষণ রূপে উপদেশ করেন শুন বাবু টাকা থাকিলেই বাবু হয় না ইহার সকল ধারা আছে আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি রাজা গুরুদাস রাজা ইন্দুনাথ রাজা লোকনাথ তনুবাবু রামহরিবাবু বেনিমাধববাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিষ শিক্ষাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তথাপি দিবারাত্রি বাহিরেই থাকি বাটির কোন

এলকা রাখি না সে যাহা হউক সংপ্রতি শ্রীশ্রী প্রসাদে তোমার পবিত্র চরিত্র দেখিয়া বাঞ্ছা হয় যে তোমার নিকট থাকি আর তুমি যেরূপে উত্তম বাবু এমত শিক্ষা করাইলেন আমার মনস্থ বটে আপন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া বাবুগিরি শিক্ষা করেন এইরূপে কথোপকথনানন্তর কিরূপে বাবুকে উপদেশ করিতেছেন শ্রবণ করুন। উপদেশক কহিতেছেন বাবুজী বাবুর লক্ষণ শ্রবণ কর॥

ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়ের দের রাজ-বিবরণ।

মার্সম্যান সাহেব কৃত বঙ্গানুবাদ।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত খৃষ্টীয় সন ১৮৩১ সাল।

—:*:—

টেপুসুলতানের সহিত যে সময় সন্ধি হয় তৎসময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়ের দের যে ২ বিষয় হয় তাহার উপাখ্যান পূর্ব্বকাণ্ডে লেখা গিয়াছে অতএব এই ক্ষণে তদ্যুদ্ধ হওন সময়ে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য ২ স্থানে যে সকল বিষয় ঘটে তদ্বিবরণ লিখনের আবশ্যক।

১৭৮০ সালে হয়দরালী কর্ত্তৃক কর্ণাট দেশের আক্রমণের সম্বাদ বঙ্গদেশে পঁহুছিলে গবর্ণর জেনরল যে ২ নিয়মে বিরাট রাজার দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়ের দের সহিত সন্ধিকরণের প্রসঙ্গ করিতে নিশ্চয় করিলেন তাহা এই যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে সকল দেশ আক্রমণ করিয়াছেন গোহদের রাজাকে প্রদান করণার্থ গড় গোয়ালিয়র এবং গুজরাটের যে অংশ ফতে সিংহকে প্রদান করা গিয়াছে তদ্ব্যতিরেক অন্য সকল ইংগ্লণ্ডীয়াধিকৃত স্থান মহারাষ্ট্রীয়ের দিগকে প্রতিদান করা যায় এবং এই সন্ধিপত্রে সহী হওনের পূর্ব্বে যদ্যপি বাসিনের গড় ইংগ্লণ্ডীয়ের দের হস্তগত হয় তবে তাহার বিনিময়ে পুরন্দরের স্বাক্ষরীকৃত সন্ধিপত্রে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে সে সকল মহারাষ্ট্রীয়ের দিগকে প্রতিদান করা যায় এই সকল নিয়মসূচক পত্র গবর্ণর জেনরল নানা রাজার দিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

অপর ১৭৮০ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে জেনরল গডার্ড সাহেব বাসিনের প্রতিকূলে গমন করত তথায় ১৩ই নবেম্বর তারিখে পঁহুছেন

এবং তংস্থানের প্রতি অতি নৈপুণ্য রূপে যুদ্ধ করাতে ১০ ডিসেম্বর তারিখে ঐ বাসিন স্থান তাঁহাকে সমর্পিত হয়। সেই স্থান এইরূপ আয়ত্ত করণানন্তর ঐ জেনরল সাহেব উত্তরকালে কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়ম বোম্বের বড় সাহেবের সহিত নির্দ্ধার্য্য করণার্থে তথায় গমন করিলেন। অপর উভয়েতে এই স্থিরীকৃত হইল যে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে যাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বীকৃত না হন তাবৎ প্রাণপণে যুদ্ধ করা এবং পর্ব্বতীয় পথ আয়ত্ত করণ পূর্ব্বক পুণ্যগ্রাম রাজধানীর উপর চড়াউ করা কর্ত্তব্য। অতএব জানুআরি মাসের মধ্যকালে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা বাসিন হইতে তথায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন। তৎসময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের মধ্যে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক বিংশতি সহস্র ও ১৫ তোপ ছিল এবং সেই সকল সৈন্য লইয়া হরি পণ্ডিত ফরকিয়া নামক প্রধান সেনাপতি বোর ঘাটের অভিমুখে রাস্তার মধ্যে ছাউনি করিয়াছিলেন। অপর ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা পর্ব্বতীয় পথের তলে পহুঁছিয়া দেখেন যে বিপক্ষেরা পর্ব্বতের শৃঙ্গে ছাউনি করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়ের দের তৎপথ দিয়া গমন করণের নিবারনার্থে প্রস্তুত আছে। ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে সসৈন্য হোলকার মহারাষ্ট্রীয়ের দের সৈন্যের সহিত মিলিয়াছিলেন অতএব এইক্ষণে তাঁহার দের দল অত্যন্ত পুষ্ট হইয়াছে। তাহা অবগত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব ইহা বুঝিলেন যে অতি ত্বরা ও পরাক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধ না করিলে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না অতএব তথায় যে দিবসে পঁহুছেন তদ্দিবসীয় রাত্রিতেই তাঁহার দের সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর ঘোর নিশীথে কাপ্তান পারকর সাহেব ঐ দুর্গম পথে আরোহণ করিয়া অসম সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের দিগকে প্রত্যেক গুম্বেজ ও কামান রক্ষিত স্থান হইতে তাড়াইতে ২ অতি প্রত্যূষে ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ আয়ত্ত করিলেন।

অপর ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গে পঁহুছিলে তথা হইতে ঐ পুণ্যগ্রাম রাজধানী সাড়ে বাইশ ক্রোশ মাত্র বিপ্রকৃষ্ট থাকিল। অপর ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়ের দের ছাউনিতে একজন আসিয়া কহিল যে পুণ্য রাজ্যের উজীর নানা ফরনবীশ সন্ধির নিয়ম করণার্থে আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন ওকালৎ নামা আপনার সঙ্গে করিয়া না আনাতে জেনরল গভার্ড সাহেব কিছু সন্দেহ করিলেন তথাপি এই বিষয়ের ওজরের নিমিত্তে সন্ধির ভরসা বিফল না হয় এতদর্থে জেনরল সাহেব তাহাকে কহিলেন যে তুমি উজীরকে এই অবগত করাও যে এই যুদ্ধ শেষ করণেতে তাঁহার যেমত চেষ্টা তদ্রূপ আমারও বটে এবং সন্ধি করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। অপর তাঁহাকে সন্ধিপত্রের নিয়মের একখান পাণ্ডুলেখ্য দিয়া কহিলেন যে

ইহাতে উজীরের সহীর নিমিত্তে যুদ্ধ না করিয়া অষ্টাহ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব। ঐ অষ্টাহ গত হইলে উজীর এইমাত্র উত্তর করিলেন যে আপনার সন্ধিপত্র আমি একেবারে হেয়জ্ঞান করিলাম। ইহার কারণ এই বোধ হয় যে তৎসময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা কর্ণাট দেশে হয়দর আলীর আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া অনুমান করিল যে জেনরল গভার্ড সাহেব কেবল ভয় প্রযুক্ত আমার দের সঙ্গে সন্ধি করিতে ব্যগ্র আছেন। এই রূপেতে সন্ধি হওনের ভরসা একেবারে সুদূর পরাহত হইল।

অপর জেনরল সাহেব উত্তর কালের কার্য্য বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এক পক্ষে বোধ করিলেন যে রাজধানী পর্য্যন্ত যদি আমি গমন করি তবে বিপক্ষেরা ঐ রাজধানী দগ্ধ করিয়া পলায়ন করিবে তাহাতে আমার কি ফল হইবে। পক্ষান্তরে ভাবিলেন যে এই পর্ব্বতীয় পথে অবস্থিতি করিলে যে সকল আহারীয় দ্রব্যের আবশ্যক তাহার সুপ্রতুল হওয়া ভার এবং এই পর্ব্বতীয় স্থান যে দুর্গ প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ় করণের আবশ্যক তাহাও বহু ব্যয় সাধ্য। এইরূপ বিবেচনা করণানন্তর জেনরল সাহেব দেশের মধ্যে অগ্রসর না হইয়া পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিতে নিশ্চয় করিয়া ১৭ এপ্রিল তারিখের রাত্রিযোগে তাহা করিলেন। পর দিবসে বিপক্ষেরাও তাঁহার পশ্চাৎ নামিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত অবরোহণ কালে তাঁহার দিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে লাগিল তাহাতে যদ্যপিও ইংলণ্ডীয়ের দের অনেকের প্রাণ হানি হয় বিশেষতঃ কর্ণল পার্কর সাহেবের তথাপি তাঁহার দের জিনিষ পত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামের অনেক ক্ষতি হইল না। অনন্তর বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার পর্ব্বতারোহণ করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা কঙ্কণ দেশ অধিকার করণ পূর্ব্বক তাহা অধীনে রাখিলেন।

অপর মহারাষ্ট্র দেশের যে সীমা বঙ্গদেশের নিকট তথায় যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য মেজর পপহম সাহেবের অধীনে ছিল তাহা কর্ণল কার্ণাক্ সাহেবকে দেওয়া গেল। ঐ শেষোক্ত সাহেব গোহদের রাণীর দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ১৭৮১ সালের আরম্ভে সিন্ধিয়ার রাজধানী উজ্জয়নীর প্রতিকূলে গমন করিতে হুকুম পাইলেন। ঐ কর্ণল সাহেবের সঙ্গে যে সৈন্য ছিল সে অতি ন্যূন সংখ্যক অতএব এমত অল্প সৈন্য বিপক্ষের দের নিকটে প্রেরণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হয় যেহেতুক ঐ সৈন্যের দ্বারা সিন্ধিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না এবং কেবল সৌভাগ্যক্রমে ঐ সৈন্য তাহাতে রক্ষা পাইল যেহেতুক কার্ণাক সাহেব সিরণ স্থানে পঁহুছিলে বিপক্ষের এক মহাঝুণ্ড সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করত চতুর্দ্দিগ হইতে তাঁহার উপর মহোৎপাত করিতে লাগিল এবং তাঁহার দের ভক্ষণীয় দ্রব্য পঁহুছান একেবারে অবরুদ্ধ হইল ও যে ২ রাজা তাঁহার দের সাহায্য করিতে

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই ২ রাজা তাঁহার দের ঐ মহাবিভ্রাট দেখিয়া আর নিকটস্থ হইলেন না অতএব ঐ কার্ণাক্ সাহেব ফতে গড়েতে কর্ণল মিউর সাহেবের নিকটে পত্র লিখিলেন যে তুমি স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমার সাহায্য কর নতুবা কোন প্রকারে এস্থান হইতে আমি রক্ষা পাইতে পারি না।

কিন্তু কর্ণল মিউর সাহেবের পঁহুছনের পূর্ব্বে কর্ণল কার্ণাক্ সাহেবের ক্লেশের এমত আতিশয্য হইল যে তিনি আপনার সেনাপতির দিগকে ডাকিয়া ক্লেশ পরিহারার্থে পরামর্শ করিতে লাগিলেন ইহাতে যে কাপ্তান ব্রুস সাহেব গড় গোয়ালিয়র আক্রমণ করিয়াছিলেন তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে রাত্রিযোগে সিন্ধিয়ার উপর আক্রমণ করা ব্যতিরেকে এই সৈন্য রক্ষার আর কোন উপায় দেখিনা। কিঞ্চিৎকাল বিবেচনানন্তর ঐ পরামর্শ স্থির হইল। অপর ১৭৮১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সৈন্য সকল তথা হৈতে প্রস্থান করণ পূর্ব্বক তের ঘণ্টাতে সিন্ধিয়ার ছাউনির নিকটে পঁহুছিল। সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা অনপেক্ষিত বিপক্ষের সৈন্য উপস্থিত দেখিয়া কম্পিত কলেবর হইয়া অত্যন্ত গোলমাল পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে পলায়নপর হইল তাহাতে কয়েক তোপ ও হস্তী ও যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম জয়িব্যক্তির দের হস্তগত হইল।

অপর কর্ণল মিউর সাহেবের দ্রব্যাদিবাহক বলদ প্রভৃতির অভাবেতে এবং অন্যান্য বিভ্রাট প্রযুক্ত যাত্রা করণের অতি বিলম্ব হইল তাহাতে তিনি ৪ঠা এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে আন্তি স্থানে পঁহুছিতে পারিলেন না এবং তাঁহার সৈন্য সকল কর্ণল কার্ণাক্ সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে সমবেত হইলেও উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা কিছুমাত্র করিতে পারিলেন না। অপর গোহদের রাণীকে তাঁহার দের সাহায্য করণের প্রবৃত্তি জন্মানার্থে তাঁহাকে গড় গোয়ালিয়র স্থানে দখল দিলেন কিন্তু তাহা দখল পাইয়াও তিনি চারি মাস পর্য্যন্ত তাঁহার দের কিছুমাত্র সাহায্য করিলেন না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের দের অনাহারেতে এবং পীড়াতে অসীম ক্লেশ হইল কিন্তু সিন্ধিয়াও সৌভাগ্যক্রমে তৎসময়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এই প্রযুক্ত উভয়ের সন্ধি করণের চেষ্টা করাতে নীচে লিখিত নিয়মানুসারে তাঁহার দের সন্ধি স্থির হইল। সেই নিয়ম এই যে ১৩ই অক্টোবর তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যমুনা নদীর পশ্চিমতীরস্থ তাঁহার দের অধিকৃত তাবৎ প্রদেশ সিন্ধিয়াকে ফিরিয়া দিবেন এবং সিন্ধিয়াও স্বীয় পক্ষে এই অঙ্গীকার করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়ের দের সাহায্য যে রাজারা করিয়াছেন তাঁহার দের প্রতি আমি কিছু উপদ্রব করিব না এবং গোহদের রাণীকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে প্রদেশ দেওয়াইয়াছেন তাহার উপর আমি দাওয়া করিব না।

এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টেতে যে সকল বিরোধ উপস্থিত হইল সম্প্রতি তদ্বিষয় আমার দের প্রস্তাব্য ভারতবর্ষের রাজশাসনে যে সকল অযথার্থ বিষয় প্রবিষ্ট হইয়াছিল তৎপ্রতিকার করণাভিপ্রায়ে পার্লিমেণ্ট ১৭৭৩ সালে কলিকাতায় এক সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করিয়া হুকুম করিলেন যে তাহাতে একজন চিপ জুষ্টিস ও তিন জন নায়েব জুষ্টিস সাহেব নিযুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহারা কোম্পানির নিকটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইয়া কেবল বাদশাহের সনন্দ রাখিবেন। এবং ঐ আদালতের সাহেবের দিগকে ব্রিটনীয় রাজ্যের চলিত ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচার করণের ক্ষমতা দিলেন এবং দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিষয়ে তাঁহার দের প্রতি এই হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এবং ব্রিটনীয় প্রজার দের প্রতিকূলে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার বিচার করিতে পারেন এবং যে ভারতবর্ষীয়েরা সুপ্রিম কোর্টে স্বীয় দাওয়ার বিচার করণের অনুমতি দিয়াছেন সেই সকল দাওয়ার উপরে ঐ কোর্টের এলাকা থাকিবে। ফৌজদারী বিষয়ে এই নিয়ম হইল যে তাবৎ ব্রিটনীয় প্রজার উপরে এবং যত লোক কোম্পানির কর্ম্মে বিশেষ অথবা অবিশেষ-রূপে নিযুক্ত আছে এবং অপরাধ করণ সময়ে যাহারা ব্রিটিস সবজেকৃট ছিল তাহারদের উপরেও ঐ কোর্টের এলাকা থাকিবে। পার্লিমেণ্ট আরো হুকুম করিলেন যে তথায় নিযুক্ত জজ সাহেবদিগকে মাসিক সুপ্রতুল বেতন দেওয়া যাইবে এবং তাহারা কোন প্রকারে রসুম লইবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ দুই স্বতন্ত্র সক্ষম সমাজ অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণর জেনরল কৌন্সেল স্থাপিত করাতে এবং তাঁহার দের বিশেষ ক্ষমতার নিরূপণ না করাতে পার্লিমেণ্টের এক মহাচুক হইল এবং ঐ চুকের মন্দ ফল অতিশীঘ্র দৃষ্ট হইল।

সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের কিঞ্চিৎ কালানন্তর সেই আদালতের এলাকা তাবদ্দেশের উপর বিস্তার করিতে লাগিলেন। মফঃসলের জমীদারের দের সামান্য কর্জ্জের মোকদ্দমার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট পরওয়ানা প্রেরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে ঐ জমী-দারের দের কলিকাতায় আসিতে হুকুম হইল এবং যদি তাঁহারা ঐ পরওয়ানা হেয় করিতেন তবে তাঁহারা জামিন দাখিল না করা পর্য্যন্ত জেল-খানায় কয়েদ থাকিতেন। এই অসম্ভব ব্যাপারেতে এতদ্দেশীয় লোক সকল উদ্বেগে মগ্ন হইলেন। তদনন্তর সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা দেশের রাজস্ববিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ঐ কোর্টের উকীলেরা তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সকল বাকীদারের দিগকে কহিলেন যে তোমরা যদি সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখ তবে তোমার দের তথায়

অবশ্য প্রতিকার হইতে পারে। তাঁহারা ঐ বাকীদারের দিগকে আরো কহিলেন যে যদি তোমার দের উপর কালেক্টর সাহেব বাকী রাজস্বের দাওয়া করেন তবে তোমরা সুপ্রিম কোর্টে ঐ কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিবা। অপর ঐ বাকীদারেরা এইরূপ নালিশ করিলে তাহারা ঐ কোর্টে আসিয়া একটা যেমন তেমন জামিন দিয়া খালাস হইল। এতদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা তাবৎ রাজস্ব আদায় করণ কর্ম্ম প্রায় স্থগিত হইল যেহেতুক সামান্যতঃ রাজস্ব আদায় করা বল ব্যতিরেকে দুঃসাধ্য অতএব যখন ঐ প্রজারা ইহা অবগত হইল যে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিলে এই ক্ষণে বাকী টাকা দেওনের ভার হইতে মুক্ত হইতে পারি ইহাতে সুতরাং তাহারা কোনরূপে রাজস্ব দাখিল করিতে স্বীকার করিল না।

অপর ঐ সুপ্রিম কোর্টের সাহেবেরা মফঃসলে ফৌজদারী বিষয়ের মধ্যেও হস্ত নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। তৎকালীন ফৌজদারী ব্যাপার সকল নবাবের নামে নায়েব নাজিমের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত এবং সুবার তাবৎ লোকই যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনাতে ঐ নায়েব নাজিমের অপেক্ষা করিত। সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা কহিলেন যে নবাব কে তিনি রাজা নহেন তাঁহার প্রভুত্ব আমরা কদাচ স্বীকার করি না। এই রূপেতে তাঁহারা নবাবের হস্তস্থিত তাবৎ ফৌজদারি বিষয়ক ক্ষমতা একেবারে নির্ব্বাণ করিলেন।

দেশের নির্দ্ধারিত রাজ-শাসনের মধ্যে তাঁহার দের এতদ্রূপ অন্যায় পূর্ব্বক হস্ত নিক্ষেপ করণের এই কারণ তাঁহারা দর্শাইলেন যে এতদ্দেশীয় প্রজার দিগকে কোম্পানির ভৃত্যের দের দৌরাত্ম্যাচরণ হইতে মুক্ত করা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের মূল অভিপ্রায় অতএব যে ক্ষমতা আমরা সংপ্রতি গ্রহণ করিলাম তদ্ব্যতিরেকে আমরা ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি রূপে নির্ব্বাহ করিব অথচ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা প্রজার দের মঙ্গল দূরে থাকুক প্রত্যুত তাঁহার দের এই ক্ষমতা গ্রহণে প্রজার দের অত্যন্ত অমঙ্গলের বৃদ্ধিমাত্র হইল।

অপর গবর্ণর জেনরল সাহেব ইহাতে তাবৎ রাজশাসনের বৈকল্য দেখিয়া তদ্বিষয় কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবের দের নিকটে নিবেদন করিলেন এবং ১৭৭৭ সালে বাদশাহের মন্ত্রীবৃ দের নিকটে তাহা অবগত করাইয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে আপনারা এই সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তজ্জাত বিভ্রাট সকল নিবৃত্ত করুন। তাঁহারা আরো বাদসাহের মন্ত্রীর দের নিকটে ইহা নিবেদন করিলেন যে পার্লিমেন্ট যে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করেন তখন জমীদার ইজারদার প্রভৃতির দিগকে ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে ভুক্ত করা কদাচ অভিপ্রায় ছিল না তথাপি

ঐ আদালতের জজ সাহেবেরা তাঁহার দের প্রতিকূলে প্রতিদিন পরওয়ানা প্রেরণ করিয়া তাঁহার দিগকে বসত বাটী হইতে ধৃত করণ পূর্ব্বক অনেককে অনেক দূর আনাইতেছেন এবং তাহারা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কি না ইহা বিবেচনা করণের পূর্ব্বে তাহার দিগকে কারাগারে বদ্ধ করিতেছেন ইহাতে তাবদ্দেশীয় জমীদারেরা একেবারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহার দের রাজস্ব আদায় করণ প্রায় স্থগিত। তাঁহারা আরো এই নিবেদন করিলেন যে পার্লিমেণ্ট যে ব্যাপার সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে স্থাপন করণে অভিপ্রায় করেন নাই সেই সকল ব্যাপারেতে ঐ কোর্টের জজ সাহেবেরা হস্ত নিক্ষেপ করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন যে দেশের তাবৎ রাজকরের আয়ব্যয়ের উপর আমারদের কর্ত্তৃত্ব করণের অধিকার আছে। ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধকতাচরণ হইতেছে এবং কালেক্‌টর সাহেব যাহার দিগকে বাকী মালগুজারির নিমিত্তে কয়েদ করিতেছেন তাহার দিগকে সুপ্রিম কোর্ট একেবারে মুক্ত করিতেছেন এবং রাজকর সম্পর্কীয় মোকদ্দমা সকল ঐ সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতেছে ও কালেক্‌টর সাহেব প্রভৃতির দের নামে ঐ আদালতে লালিশ হইতেছে ইহাতে যে ইজারদার ও জমীদারের দের রাজস্ব বাকী পড়িতেছে তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কালেক্‌টর সাহেবকে কহে যে এই বাকী টাকার দাওয়া করিলে আমরা সুপ্রিম কোর্টে তোমার নামে লালিশ করিব এই প্রযুক্ত রেবিনিউ ও দেওয়ানী আদালত সম্পর্কীয় প্রায় তাবৎ কর্ম্ম স্থগিত হইয়াছে।

তাঁহারা আরো বাদশাহের মন্ত্রীর দের নিকটে এই নিবেদন করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত গোপনীয় যে কর্ম্ম তাঁহার কাগজ পত্র সকল আদালতে প্রকাশ করিতে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা হুকুম দিয়াছেন এবং সেক্রেটরী সাহেবকে এক পরওয়ানার দ্বারা এই হুকুম করিলেন যে ঐ সকল কাগজপত্র তুমি সুপ্রিম কোর্টে সঙ্গে করিয়া আনিবা। অপর কৌন্সেলী সাহেবেরা সেই কাগজপত্র আনিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন তিনি যখন এই প্রত্যুত্তর করিলেন তখন জজ সাহেবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৌন্সেলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাকে নিষেধ করিল ইহাতে ঐ সাহেব যখন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করিতে স্বীকার করিলেন না তখন তিনি ঐ কাগজপত্র দাখিল না করণেতে তাঁহার জরীমানা করিলেন অতএব কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা কহিলেন যে কোম্পানির সকল কাগজপত্র যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় তবে আমরা কিরূপে রাজ্যের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি।

অপর কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা পুনশ্চ এই নিবেদন করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা ইংগ্লণ্ড দেশের চলিত ফৌজদারী ব্যবস্থা সকল ভারতবর্ষের মধ্যেও চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল ব্যবস্থার ভারতবর্ষীয় ব্যবহার ও ব্যবস্থার সহিত অনেক বৈপরীত্য ইহা জানিয়াও ভারতবর্ষে যে অপরাধেতে প্রাণদণ্ড হয় না এমত অপরাধেতে জজ সাহেবেরা মহারাজ নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করিয়া তাহার দোষ সাব্যস্ত করণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। অনন্তর ঐ কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা বাদশাহের মন্ত্রীর দিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে ইংগ্লণ্ডদেশে ব্যবহৃত ফৌজদারী আইন সকল কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে না তাহার এক বিশেষ উদাহরণ তাঁহারা এই দিলেন যে ইংগ্লণ্ডদেশানুযায়ী ব্যবস্থাক্রমে যে ব্যক্তি এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য বিবাহ করে তাহার প্রাণদণ্ড হয় এই ক্ষণে বঙ্গদেশের সুবাদারের এক স্ত্রীর অধিক আছে তাঁহাকে আপনারা ইংগ্লণ্ডদেশের ব্যবস্থানুসারে কি ফাঁসি দিবেন।

সুপ্রিম কোর্টের এই যে সকল অন্যায়াচরণের বিষয়ে বাদশাহের মন্ত্রীর দের নিকটে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা নিবেদন করিলেন তাহার কএক প্রমাণ দেওয়া উচিত বোধ হয়। বিশেষতঃ ১৭৭৭ সালের ২রা জানুআরি তারিখে পাটনার প্রবিন্স্যাল কৌন্সেল সাহেবের দের সমক্ষে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদ্বিবরণ এই এক ধনাঢ্য মুসলমান মরিল তাহার এক পত্নী ও এক ভ্রাতৃপুত্র ছিল ঐ ভ্রাতৃপুত্র পোষ্যপুত্রের ন্যায়শ্তাহার নিকটে থাকিত পরে ঐ বিধবা আপনার পক্ষে মৃত স্বামীর এক দানপত্র দর্শাইয়া তাবৎ সম্পত্তির দাওয়া করে ভ্রাতৃপুত্র কহিল যে ঐ দানপত্র কৃত্রিম এবং মরণের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আমার পিতৃব্য হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন অতএব ঐ দানপত্র কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে পাটনার কৌন্সেলী সাহেবের দের নিকটে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং ঐ সাহেবেরা আদালতের রীত্যনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে মুসলমানের শরানুসারে একজন কাজী ও দুই জন মুফ্‌তিকে হুকুম করিলেন তাঁহারা তদ্বিষয় অতি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া এই রিপোর্ট করিলেন যে ঐ বিধবা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের মধ্যে কেহই সেই সম্পত্তিতে আপনার স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দিতে পারে নাই অতএব মুসলমানের শরানুসারে ঐ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ ঐ বিধবাকে এবং অবশিষ্ট ঐ ভ্রাতৃপুত্রের পিতৃব্য অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাকে দেওয়ান যাউক তাহাতে কৌন্সেলী সাহেবেরা তাহারদের তাবৎ কাগজপত্র অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া

ঐ কাজি প্রভৃতির দের ডিক্রী সাব্যস্ত করিলেন ইহাতে ঐ বিধবা যাহাতে সে ডিক্রীজারি না হয় সর্ব্বপ্রকারে এমত অত্যাচার করিতে লাগিল অপর ঐ ডিক্রীজারী করিতে কাজীর প্রতি হুকুম হইল তিনি ঐ স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত সারল্য ব্যবহার করিয়া কেবল যাহাতে ঐ সকল সম্পত্তি নষ্ট না করিতে পারেন এমত আচরণ করিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ বিধবা কএক কুমন্ত্রীর দের পরামর্শক্রমে ছয় লক্ষ টাকার দাওয়াতে কাজী ও মুফ্‌তি ঐ ভ্রাতৃপুত্রের নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিল তাহাতে ঐ ভ্রাতৃপুত্র এই জওয়াব দিল যে আমি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে নহি এবং কাজী ও মুফতি এই জওয়াব দিলেন যে এই ফয়সলা দেশের কর্ত্তার দের আজ্ঞানুসারে আমরা আপনার দের পদের উপলক্ষে করিয়াছি। কিন্তু এই সকল আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা কিছু মাত্র শ্রবণ না করিয়া ঐ আসামীর দের প্রতি তিন লক্ষ টাকা গুনাহগারী করিলেন ও নয় হাজার দুই শত আট টাকা খরচা দিতে হুকুম করেন। এই মোকদ্দমা উপস্থিত করণ সময়ে এক সারজন পাটনায় প্রেরিত হইল সে তথায় গিয়া প্রথমে ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেফ্‌তার করে এবং ঐ কাজী যেমন কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তেমন তাঁহাকেও গ্রেফ্‌তার করিয়া তাঁহার স্থানে চারি লক্ষ টাকার জামিন চাহিল পাটনার কৌন্সেলী সাহেবেরা ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং সুপ্রিম কোর্টের এতদ্রূপ কার্য্য করাতে কি আদালতের কর্ম্ম কি রাজস্ব আদায়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না ইহা ভাবিয়া ঐ কাজীর জামিন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন। কিন্তু আসামীর প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী হইলে এক ঝুণ্ড সিপাহী তাহার দিগকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল তাহাতে ঐ কাজী অত্যন্ত বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পথি মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইলেন অন্যেরা কলিকাতায় পঁহুছিয়া জেহলখানায় কয়েদ হইল এবং ১৭৮১ সালে পার্লিমেণ্টের এক নূতন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে না পঁহুছন পর্য্যন্ত তথায় তাহারা তদবস্থায় থাকিল। পরে ঐ বিধবা এই সকল ব্যাপারেতেও তৃপ্ত না হইয়া সুপ্রিম কোর্টে পাটনার কৌন্সেলী শ্রীযুত ল সাহেব এবং অন্য দুই জন সাহেবের নামে কাজীর ডিক্রী সাব্যস্তকরণা-পরাধেতে অভিযোগ করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিল তাহাতে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ল সাহেবের প্রতিকূলে ডিক্রী করিয়া পনের হাজার টাকা গুনাহ-গারীর হুকুম দিলেন এবং সেই টাকা তৎক্ষণাৎ কোম্পানির কোষ হইতে দেওয়া গেল।

কিঞ্চিৎকাল পরে সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মেও হস্ত নিক্ষেপ করিলেন। আমরা ইহার পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি যে দেশের

ফৌজদারী আদালত সকল নায়েব নাজিমের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল এবং তাঁহার তাবে নানা প্রদেশের ফৌজদারেরা তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিত। ১৭৭৭ সালের মধ্যসময়ে সুপ্রিম কোর্টের একজন উকীল ঢাকায় গিয়া বাস করেন এবং তাঁহার সেই বসতি করণের মঙ্গল অতি শীঘ্র দৃষ্ট হইল বিশেষতঃ তথাকার ফৌজদারী আদালতে কোন একজন পাইকের নামে নালিশ হইয়াছিল পরে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহাকে টাকা ফিরিয়া দেওনের হুকুম হয় কিন্তু সেই আদালতের এক জন আমলা সেই ডিক্রী জারি করিলে তাহার নামে ঐ ডিক্রী জারি করণের অপরাধে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইল তাহাতে ঐ উকীলের এক জন ভৃত্য ফৌজদার যে সময়ে আপনার মিত্র আমলা প্রভৃতি লইয়া বসিয়া ছিলেন তৎসময়ে তাঁহার ঘরে গিয়া কোন পরওয়ানা না দেখাইয়া তাঁহার দেওয়ানকে ধৃত করিতে উদ্যোগ করিল। কিন্তু সকলেই তাহার সেই উদ্যোগের প্রতিবন্ধক হওয়াতে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবকে সমাচার দিল তাহাতে ঐ উকীল স্বয়ং অনেক লোক সঙ্গে করিয়া ফৌজদারের বাটীর বাহিরের ফটক ভাঙ্গিয়া বলক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন অপর ফৌজদার আপনার ফটক ভগ্ন দেখিয়া এমত বুঝিলেন যে আমার যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ও অপমান হইল তাহাতে তিনি আপনার সম্মান রক্ষা করণার্থ জনতা অন্তঃপুরে প্রবেশের অবরোধ করিতে লাগিলেন।

ইহাতে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ঐ ফৌজদারের পিতা এক তলওয়ারের দ্বারা মস্তকাঘাতী হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধীর উপরেও ঐ উকীল স্বয়ং এক পিস্তলের দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিয়া আঘাতী করিলেন অপর সুপ্রিম কোর্টের হাইদ নামক একজন জজ সাহেব এই সকল ঘটনার বার্ত্তা অবগত হইলে ঢাকার ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে পত্র প্রেরণ করিয়া ঐ উকীলের কৃতকার্য্যে আপনার সন্তোষ জানাইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে ঐ সেনাপতিকে সর্ব্বপ্রকারে মিনতি করিলেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের উকীল এই রূপেতে ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মাইলে সুতরাং তাবৎ ফৌজদারী কর্ম্ম স্থগিত হইল যেহেতুক আদালতের প্রত্যেক আমলারা এতদ্রূপ ভাবিলেন যে আমরা যদি কোন পক্ষে ডিক্রী করি তবে ফৌজদারের যেরূপ অপমান হইয়াছে তদ্রূপ আমারদেরও হইবে।

সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিয়ত বিবাদ হওয়াতে দেশস্থ তাবল্লোকেরা অস্থির মনস্ক ও ভয়াকুল হইল কিন্তু ১৭৭৯ সালে ঐ বিবাদ স্বরূপ বিস্ফোটকের মুখ হয় তাহার কারণ লিখি।

১৭৭৯ সালের ১৩ আগস্ত তারিখে কাশীযোড়ার রাজার মোখ্‌তারকার কাশীনাথ বাবু ঐ রাজার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন ইহাতে রাজার নামে এক পরওয়ানা বাহির হয় তাহাতে এই লিখিত ছিল যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার জামিন যদি রাজা না দেন তবে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবা। রাজা ঐ পরওয়ানার ভয়েতে অস্পষ্ট থাকিলেন তাহাতে রাজস্ব আদায় করা বাকী পড়িতে লাগিল অপর ঐ পরওয়ানা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসাতে তাঁহার ভূম্যাদি সম্পত্তি ক্রোক করণের নিমিত্তে অপর এক পরওয়ানা বাহির হইল এবং তাহা জারী করণার্থ কলিকাতার সরিফ সাহেব আদালতের এক সারজন ও ষাইট জন বরকন্দাজকে তথায় পাঠাইলেন এবং তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ রাজার বাটীর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল এবং রাজার ভৃত্যেরা তাহার নিবারণ করাতে ঐ বরকন্দাজেরা তাহার দিগকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া আঘাতী করিল। পরে অন্তঃপুরে প্রবেশকরণ পূর্ব্বক তাবৎ সম্পত্তি লুঠ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবালয় সকলেতেও অত্যাচার করিয়া ঐ দেব বিগ্রহাদির অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি লুঠ করিল। এই অশুভ যাত্রার সম্বাদ প্রাপ্ত মাত্রেই গবরনর জেনরল সাহেব সুপ্রিম কোর্টেতে কোম্পানি বাহাদুরের উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাকে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তুমি ঐ আদালতের ক্ষমতা ও হুকুম মানিবা না এবং মেদিনীপুরের সেনাপতি সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করিলেন যে তুমি ঐ সকল বরকন্দাজকে গ্রেফ্‌তার করিবা কিন্তু শ্রীযুতের এই পত্র না পঁহুছিতে পঁহুছিতে ঐ উক্ত অত্যাচার সকল নির্ব্বাহ হইয়াছিল তথাপি প্রত্যাগমন কালে তাহারা সকলেই ধৃত হইল।

অপর সুপ্রিম কোর্ট এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই কোম্পানির উকিল এবং যে সেনাপতি সাহেব ঐ বরকন্দাজদিগকে ধৃত করিয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করণের নিমিত্তে এক পরওয়ানা দিলেন এবং তাহাতে ঐ বেচারা উকিল তৎক্ষণাৎ কলিকাতার জেহলখানায় কয়েদ হইল এবং তাহার নামে ফৌজদারি বিষয়ক এক নালিশ করা গেল অথচ গবরনর জেনরলের হুকুমানুসারে কর্ম্ম করা এতাবন্মাত্র তাহার অপরাধ।

অপর কাশীনাথ বাবুর নিবেদনেতে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা গবরনর জেনরল ও তাবৎ কৌন্সেলী সাহেবের দের উপর পরওয়ানা দিলেন কিন্তু তাঁহারা এক পত্র আদালতে প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে আমরা রাজকীয় যত কর্ম্ম করিতেছি তদ্ঘটিত সুপ্রিম কোর্টের কোন হুকুম মানিব না এবং তাঁহারা তৎসময়ে তিন সুবার জমীদার ও তালুকদার

ও ইজারদার ও চৌধুরী প্রভৃতির দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন যে তোমার দের মধ্যে যদি কেহ ব্রিটনীয় চাকর না হয় অথবা কেহ কোন একরারের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা স্বীকার না করিয়া থাকে তবে ঐ কোর্টের কোন হুকুম মনিবা না। অপর তাঁহারা সে সময় সকল সেনাপতির দিগকে এই হুকুম করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা জারী করনার্থ কোন সিপাহির দ্বারা তোমরা সাহায্য করিবা না।

উক্ত ঐ সকল ব্যবহার ১৭৮০ সালের মধ্যকালে হয় ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান শিষ্ট বিশিষ্ট লোকেরা সুপ্রিম কোর্ট এবম্প্রকার যে অশ্রুত পরাক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার অন্যথা করণাভিপ্রায়ে পার্লিমেণ্টে এক দরখাস্ত দিলেন। অপর ঐ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহার বিচারার্থ পার্লিমেণ্ট এক বিশেষ কমিটীর হস্তে অর্পণ করিলেন কিন্তু সেই কমিটীর কৃতকার্য্য উল্লেখ করণের পূর্ব্বে হেষ্টিংস সাহেব দেশীয় আদালতের মূল ব্যবস্থার যে ব্যুৎক্রম করিলেন এবং যে আশ্চর্য্য উপায়ের দ্বারা তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ সাহেবকে সান্ত্বনা করিয়া ঐ কোর্টের শত্রুতাচরণ নিবারণ করিলেন তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা উচিত হয়।

১৭৭৩ সালে হুকুম হইয়াছিল দেওয়ানি মোকদ্দমা সকল প্রবিন্স্যাল কৌন্সেলী সাহেবেরা দেওয়ানি আদালত স্বরূপ বৈঠক করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু ১৭৮০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে আজ্ঞা হয় যে ঐ আদালতের কর্ম্ম দ্বিধা বিভক্ত করা যায় বিশেষতঃ একাংশ রাজস্ব সম্পর্কীয় বিষয়ক অপরাংশ ভিন্ন ভিন্ন লোকের দের বিবাদ ভঞ্জন বিষয়ক শেষোক্ত বিষয়ের বিচার করণার্থ দেওয়ানি আদালত নামে এক স্বতন্ত্র আদালত স্থাপিত হয় কিন্তু রাজকর সম্বলিত বিষয় পূর্ব্ববৎ প্রবিন্স্যাল কৌন্সেলী সাহেবের স্থানে অর্পিত থাকিল।

এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হওন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে যে বৈরিতাচরণ ছিল তাহা নিবৃত্তিকরণাভিপ্রায়ে হেষ্টিংস সাহেব চিপ্‌জুষ্টিস সাহেবের নিমিত্ত একটা নূতন আদালত সৃষ্টি করেন এবং ঐ জষ্টিস সাহেবকে অতি ভারি বেতন ও অতি বাহুল্যরূপ পরাক্রম প্রদান করেন। পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক যে ১৭৭৩ সালে সদর দেওয়ানি আদালত নামে কলিকাতায় একটা আপিল আদালত স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ আদালতে গবরনর জেনরলের ও কৌন্সেলী সাহেবের দের বৈঠক করণ পূর্ব্বক মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের আজ্ঞা হইল কিন্তু নিরবকাশতা প্রযুক্ত সাত বৎসরের মধ্যে তাহার দের একবারও বৈঠক হয় নাই। অপর ১৭৮০ সালে সেপ্তম্বর মাসে হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সেলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন

এই আদালতের কর্ম্ম অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কৌন্সেলী সাহেবের দের কিছু মাত্র অবকাশ নাই অতএব ইহাতে আমার পরামর্শ এই যে ঐ আদালতের রীতি পরিবর্ত্তন হয় এবং গবরনর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেবেরা তথায় বৈঠক না করিয়া তাহা চিপ জষ্টিস সাহেবের অধীনে রাখা যায় এবং সুপ্রিম কোর্টে তিনি যে বেতন প্রাপ্ত হন তদতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন এবং ঘর ভাড়া বলিয়া আরো ছয় শত টাকা করিয়া মাসে তাঁহাকে দেওয়া যায় এবং আমার দের যতকাল ইচ্ছা ততকাল তিনি তৎপদধারী থাকেন। অপর হেষ্টিংস সাহেব আরো কহিলেন যে আমার এই প্রস্তাবিত পরামর্শে এই সুফলের সম্ভাবনা যে সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে পুনর্ব্বার মিল হইবে এবং উভয়ের পরস্পর বিবাদেতে রাজস্ব আদায় করণের ব্যাঘাত এবং দেশে যে অশুভ ঘটিতেছে তাহা একেবারে নিবৃত্ত হইবে। এই পরামর্শে কৌন্সেলের দুই জন ফ্রান্সিস ও উইলর সাহেব সম্মত হইলেন না বটে তথাপি ২৪ অক্তোবর তারিখে তাহা স্থির হইল।

অপর গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টের এতদ্রূপ সম্মিলের এবং সদর দেওয়ানি আদালতের জজ সাহেবের পদে চিপ্ জুষ্টিস সাহেবের নিযুক্ত হওনের ও তাঁহার ভারি বেতনের সম্বাদ ইংগ্লণ্ডদেশে পঁহুছিবা মাত্র কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সেই বিষয় পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিশেষ কমিটি সাহেবের দের নিকটে উল্লেখ হইলে তাঁহারা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ নিয়মের অত্যন্ত দোষোদ্ভাবন করিলেন। এই সকল বিবেচনার শেষে এই ফল হইল যে সুপ্রিম কোর্টের নূতন নিয়ম সূচক এবং ঐ কোর্ট যে সকল ক্ষমতা আজ্ঞা ব্যতিরেকে ধারণ করিয়া দেশমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতে নানা বিভ্রাট জন্মাইয়া ছিলেন সেই সকল ক্ষমতা নিবৃত্তিসূচক পার্লিমেণ্টের একটা নূতন ব্যবস্থা হয়। অপর পার্লিমেণ্ট বাদশাহকে এই দরখাস্ত দেন যে তৃতীয় জর্জ্জের ত্রয়োদশ আইনের যথার্থের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের চিপ্‌জুষ্টিস সাহেব সদর দেওয়ানি আদালতে যে পদ গ্রহণ করিয়াছেন সেই অপরাধের উত্তর দেওনার্থে আপনি তাঁহাকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিতে হুকুম দেন।

ঐ সদর দেওয়ানি আদালতে চিপ্‌জুষ্টিস সাহেবের নিযুক্ত হওনের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি ঐ আদালতের এবং তাহার ব্যাপ্য অন্য অন্য আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে ত্রয়োদশ বিধি করেন কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐ সকল বিধান অন্য ২ বিধানের সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঁচানব্বই বিধান ঘটিত ঐ আদালতের এক ব্যবস্থা স্থির হয়। ১৭৮১ সালের

আপ্রিল মাসে আঠারো পর্য্যন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া প্রবিন্স্যল আদালত স্থাপিত হইল।

রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনা।

রামমোহন রায়ের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মৎকৃত History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৯৩১-৯৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৌত্তলিক মত নিরসন।

বাঙ্গলা ভাষার অন্বয়াদি সম্বন্ধে মন্তব্য।

প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষায় বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্নলোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎপর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর

যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থবোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন। যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।

বেদের কথা ভাষায় নিষিদ্ধ।

কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্যশাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন।

সাকার উপাসনা। দ্বারীর আনুকূল্য ভিন্ন রাজদর্শন অসম্ভব।

কেহ কেহ কহেন ব্রহ্ম প্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাঁহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণ বিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তথাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যেরূপ গুণবিশিষ্টকে

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়তঃ রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়তঃ চৈতন্যাদি রহিত বস্তু কিরূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন। মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহ পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন। এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপসনা করেন তবে কিরূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান্ বেদব্যাস এই সকল সূত্র কিরূপ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশের প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ কর্ত্তা আছেন। তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন

নিরাকার উপাসনা পৃথিবীর সকল লোকের মত-বিরুদ্ধ।

হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।

বেদান্ত।

কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করেন অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিম্বা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন যেমন এক শ্রুতি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন। ইহাতে কিরূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পষ্ট বুঝায় নাই। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস পাঁচশত পঞ্চাশৎ অধিক সূত্র ঘটিত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা স্পষ্ট করিলেন যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন। এ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতি-পাদক হয়েন।

ব্যাস-কৃত শ্রুতির সমন্বয় ও ব্রহ্ম প্রতিপাদন।

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ১। চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে। ১॥ ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২। এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়। ২॥ শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩। শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ

বেদান্ত ব্যাখ্যা।

ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত হয়। ৩॥ বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। তত্তু সমন্বয়াৎ। ৪। ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয় যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে। ৪॥ বেদে কহেন সৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলে অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। ঈক্ষতের্নাশব্দং। ৫। স্বভাব জগৎ কারণ না হয় যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎকর্ত্তৃত্ব কহেন নাই সৎ শব্দ যে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্যধর্ম্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই যেহেতু ঈক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে। ৫॥ গৌণশ্চেন্নাত্ম-শব্দাৎ। ৬। যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণরূপে কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। যেহেতু এই শ্রুতির পরে পরে সকল শ্রুতিতে আত্মা শব্দ চৈতন্যবাচক হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ঈক্ষণকর্ত্তা কেবল চৈতন্য স্বরূপ আত্মা হয়েন। ৬॥ আত্মা শব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মা শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপ-দেশাৎ। ৭। যেহেতু আত্মানিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এইরূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। আত্মা শব্দ দ্বারা এখানে জড়রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায় করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্যনিষ্ঠতা না হইয়া জড়নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয়। ৭॥ লোক বৃক্ষশাখাতে কখন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎশব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয়। হেয়ত্বাবচনাচ্চ। ৮॥ যেহেতু শাখা দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে ব্যক্তি শাখাকে কখন হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায় কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেতে কখন নাই। সূত্রে যে শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। স্বাপ্যয়াৎ। ৯॥ এবং আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই। গতি সামান্যাৎ। ১০॥ এইরূপ

বেদেতে সমভাবে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে। ১০॥ শ্রুতত্বাচ্চ। ১১। সর্ব্বজ্ঞের জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড়স্বরূপ স্বভাব জগৎকারণ না হয়। ১১॥ আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে। এতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমন নহে। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। ১২। ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে তাৎপর্য্য জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দময় বাচক তবে আনন্দময় ব্রহ্মলোকে জীবরূপে শরীরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সূর্য্য জলাধারস্থিত হইয়া অধস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুত সেই জলাধার উপাধির ভগ্ন হইলে সূর্য্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে নাই। সেইরূপ জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন এবং উপাধি জন্য সুখ দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই। ১২॥ বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। ১৩। আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয় অতএব যে বিকারী সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে পারে নাই এই মত সন্দেহ করিতে পার না। যেহেতু যেমন ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থে সেইরূপ প্রচুরার্থেও ময়ট প্রত্যয় হয় এখানে আনন্দের প্রচুরতা অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয়। ১৩॥ তদ্ধেতুত্ব ব্যপদেশাচ্চ। ১৪। আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয় তাহার উত্তর এই যে নির্ম্মল জল হইতে যে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক নাই। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে। ১৫। মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহোঁ মান্ত্রবর্ণিক সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাঁহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময়রূপে গান করেন। ১৫॥ নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ১৬। ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ না হয় যেহেতু জগৎ সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই। ১৬॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ। ১৭। জীব আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি। ১৭॥ কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা। ১৮। অনুমান শব্দের দ্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময়রূপে স্বীকার করা যায় নাই।

যেহেতু কামশব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয় প্রধান জড়স্বরূপ তাহাতে কামনার সম্ভাবনা নাই। ১৮॥ তস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি। ১৯। তস্মিন্‌ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। ১৯॥ সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। ২০। অন্ত অর্থাৎ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী রূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় যেহেতু ব্রহ্মধর্ম্মের কথন সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী ঋগ্বেদ হয়েন এবং সামবেদ হয়েন এবং উক্‌থ হয়েন যজুর্ব্বেদ হয়েন এরূপে সর্ব্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় জীবের ধর্ম্ম নয়। ২০॥ ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ। ২১। সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদ কথন বেদে আছে। ২১॥ এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ শব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। ২২। লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন সে আকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন। যে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য্য হয় ভূতাকাশের কার্য্য নয়। ২২॥ বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। অতএব প্রাণঃ। ২৩। বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণ শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন বায়ু তাৎপর্য্য নয় যেহেতু বায়ুর সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই। ২৩॥ বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত হয় এমত নহে। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। ২৪। জ্যোতিঃশব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বিশ্বসংসারকে জ্যোতিঃব্রহ্মের পাদরূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে না। ২৪॥ ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ নিগদা তথাহি দর্শনং। ২৫। বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্পণের জন্যে কথন আছে এই-রূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল। ২৫॥ ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং। ২৬। এবং অর্থাৎ এইরূপ গায়ত্রী বাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় এ সকল ঐ গায়ত্রীর পাদরূপে বেদে কথন আছে। অক্ষর সমূহ গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের পাদ হয় অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত। ২৬॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ। ২৭। এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এমত নহে। যদ্যপিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে অতএব অবিরোধেতে দুইয়ের ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিরাটরূপে স্থূল জগৎস্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন তখন জগতের এক এক দেশকে ব্রহ্মের হস্ত পাদাদি করিয়া কহেন বস্তুত তাঁহার হস্ত পাদ আছে এমত তাৎপর্য্য না হয়। ২৭॥ আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণবায়ু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য হয় এমত নহে। প্রাণস্তথানুগমাৎ। ২৮। প্রাণ-শব্দের এখানে ব্রহ্ম কথনের অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএব প্রাণশব্দ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক কারণ এই যে সেই প্রাণকে পরশ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ করিয়া কহিয়াছেন। ২৮॥ ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মভূমা হ্যস্মিন্। ২৯। ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয় যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল ভূত এইরূপ অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য আছে বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন। ২৯॥ শাস্ত্র দৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। ৩০। আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্রদৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই যেমত বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি এই মত বাক্য সকল কহিয়াছেন। ৩০॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসা ত্রৈবিধ্যা-দাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ। ৩১। জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণশব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক এস্থলে হয় যেহেতু এরূপ জীব আর মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত হয় তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইল এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাস রূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মের সংযোগ রাখেন যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক্ উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্জুর ধর্ম্মও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন। ৩১॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।

বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয়। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ। ১। সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয়। বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ। ২। যে শ্রুতি মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পাদি বিশেষণ দিয়াছেন এ সকল সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মতেই সিদ্ধ আছে। ২॥ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ। ৩। শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যেহেতু সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই। ৩॥ কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ। ৪। বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে প্রাপ্তির কর্ম্ম রূপে ব্রহ্মকে আর প্রাপ্তির কর্ত্তা রূপে জীবকে কথন আছে অতএব কর্ম্মের আর কর্ত্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয়। ৪॥ শব্দবিশেষাৎ। ৫। বেদে হিরণ্ময় পুরুষ রূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব্দ সর্ব্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই। ৫॥ স্মৃতেশ্চ। ৬। গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য না হয়। ৬॥ অর্ভকত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবৎ। ৭। বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অল্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয় দেশে ক্ষুদ্র স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশ শব্দে লোকে কহে। ৭। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ। ৮। জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় যেহেতু চিৎ শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই। ৮॥ বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তারূপে বর্ণন করিয়াছেন কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয় ঈশ্বর জগৎভোক্তা না হয়েন এমত নয়। অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ। ৯। জগতের সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রহ্মের ঘৃতস্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয়। ৯। প্রকরণাচ্চ। ১০। বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎভোক্তা অর্থাৎ সংহারক হয়েন। ১০॥ বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু প্রবেশ করেন কিন্তু

পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ। ১১। জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায় আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয়। ১১॥ বিশেষণাচ্চ। ১২। বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে। ১২॥ বেদে কহিতেছেন ইহা অক্ষিগত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে জীব চক্ষুগত হয় এমত নহে। অন্তর উপপত্তেঃ। ১৩। অক্ষির মধ্যে ব্রহ্মই হয়েন যেহেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন। ১৩॥ স্থানানি ব্যপদেশাচ্চ। । ১৪। চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাঁহার সর্ব্বগতত্ব থাকে নাই এমত নহে বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই। ১৪॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ। ১৫। ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখস্বরূপ ব্রহ্মের বেদেতে কথন দেখিতেছি। ১৫॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ। ১৬। বেদে কহেন যে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারা এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন। ১৬॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ।১৭। অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে। ১৭॥ পৃথিবীতে থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। অন্তর্যামী অধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। ১৮। বেদে অধিদৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের হয়। ১৮॥ ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ। ১৯। সাঙ্খ্য স্মৃতিতে উক্ত যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সে অন্তর্যামী না হয় যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে দেখেন অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয় স্বভাবের না হয়। ১৯॥ শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে। ২০। শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয় যেহেতু কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়েতে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী

স্বরূপে কহেন। ২০॥ বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইয়া প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমন নহে। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ। ২১। অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদি ব্রহ্ম ধর্ম্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কিমতে দেখেন তাহার উত্তর এই জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন। ২১॥ বিশেষণভেদব্যপ-দেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ। ২২। বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন। ২২॥ রূপোপন্যাসাচ্চ। ২৩। বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য এই মত রূপের আরোপ সর্ব্বগত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ। ২৩॥ বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্ব্বফল প্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ। ২৪। যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে কিন্তু ব্রহ্ম ধর্ম্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তকরূপে বর্ণন করিয়াছেন এ ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিনা অপরের হইতে পারে নাই। ২৪॥ স্মর্য্যমানানুমানং স্যাদিতি। ২৫। স্মৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মা বাচক হয় যেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে অগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয়। ২৫॥ শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ-প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে। ২৬। পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতি শব্দের দ্বারা এবং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয় পরমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন এমত নহে যেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয় আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বানরের মস্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন। ২৬॥ অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ। ২৭। পূর্ব্বোক্ত কারণ সকলের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তাৎপর্য্য নহে পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ২৭॥ সাক্ষাদপ্যবিরোধং

জৈমিনিঃ। ২৮॥ বিশ্বসংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ এই দুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থ বিরোধ হয় নাই এমত জৈমিনিও কহিয়াছেন। ২৮॥ যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন তবে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার প্রাদেশ মাত্র হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ। ২৯। আশ্মরথ্য কহেন যে উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুচিত নহে। ২৯॥ অনুস্মৃতের্ব্বা দরিঃ। ৩০। পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান নিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন। ৩০॥ সংপত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি। ৩১। উপাসনার নিমিত্ত প্রাদেশ মাত্র এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিয়াছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন। ৩১॥ আমনন্তি চৈনমস্মিন্। ৩২। পরমাত্মাকে বৈশ্বানর স্বরূপে শ্রুতি সকল স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্ব্বত্র পরমাত্মা উপাস্য হয়েন। ৩২ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

রাসসুন্দরীর জীবনী।

(রাসসুন্দরী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের মাতা। ইঁহার স্বরচিত জীবন-চরিত প্রাচীন কালের সরল গদ্য-রচনার আদর্শস্বরূপ। এরূপ অনাড়ম্বর সহজ সুন্দর ভাষা প্রাচীন রমণীরা লিখিতে পারিতেন, ইহা আমাদের পূর্ব্বতন স্ত্রীশিক্ষার গৌরব প্রদর্শন করিতেছে। রাসসুন্দরী ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। যদিও তাঁহার আত্ম-জীবনী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত হয়, তথাপি এই পুস্তকের প্রথমার্দ্ধ উক্ত সময়ের পূর্ব্বেই বিরচিত হইয়াছিল,—এজন্য আমরা তাহা হইতে কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।)

চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব কি প্রকার ছিল তাহা আমি কিছুই জানিনা সে সমুদায় আমার মা জানেন। পরে যখন আমি ছয় সাত বৎসরের ছিলাম তখনকার কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। যাহা আমার মনে আছে তাহাই লিখিতেছি।

তখন আমি প্রতিবাসিনী বালিকাদিগের সঙ্গে ধূলাখেলা করিতাম। ঐ সকল বালিকা বিনা অপরাধেই আমাকে মারিত। আমার মনে এত ভয় ছিল যে আমি মারি খাইয়াও বড় করিয়া কান্দিতাম না কেবল দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইত। আমার যদি অতিশয় বেদনা হইত সে জন্যও কতক কান্দিতাম কিন্তু আমার কাঁদার বিশেষ কারণ এই যে আমাকে মারিয়াছে আমাদের বাটীতে সকলে শুনিলে উহাকে গালি দিবেন। আর একটী কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিতাম। এক দিবস আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন তুমি কোন খানে যাইও না। তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম মা যাবনা কেন। তখন আমার মা বলিলেন আজ বড় ছেলেধরা আসিয়াছে সে ছেলে পাইলে ছালার মধ্যে পূরিয়া লইয়া যায়। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মনে এত ভয় হইল যে আমার এক কালে মুখ শুকাইয়া গেল। আমার ঐ সকল ভয়ের লক্ষণ দেখিয়া আমার মা তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ষাট্ তোমার ভয় নাই। যে সকল ছেলে দুষ্টামি করে এবং ছেলেপিলেকে মারে ঐ সকল ছেলেকে ছেলেধরায় লইয়া যায়। তোমার ভয় কি তোমাকে লইয়া যাইবে না।

ছেলে-ধরা।

মার ঐ কথা আমার মনে মনেই থাকিল। যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত তখন মার ঐ কথা আমার মনে পড়িত। মা বলিয়াছেন যে ছেলে ছেলেপিলেকে মারে তাহাকে ছেলেধরায় ধরিয়া লইয়া যায়। অতএব যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত তখন ভয়ে আমি বড় করিয়া কাঁদিতাম না। উহাকে ছেলেধরায় ধরিয়া লইয়া যাইবে কেবল এই ভয়ে দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। আমাকে মারিয়াছে এই কথাও কাহার নিকট বলিতাম না। আমি কাঁদিলে কেহ শুনিবে এই ভয়ে মরিতাম। সকলে জানিত আমাকে মারিলে আমি কাহারও নিকট বলিব না। আমি সকল বালিকাকে ভয় করিতাম এ জন্য গোপনে গোপনে সকলেই বিনা অপরাধে আমাকে মারিত।

এক দিবস আমার সঙ্গিনী একটী বালিকা আমাকে গোপনে বলিল তোমার মায়ের কাছে গিয়া জলপান চাহিয়া আন আমরা দুই জনে গঙ্গাস্নানে যাই। শুনিয়া আমি ভারী আহ্লাদিত হইয়া মায়ের নিকট গিয়া বলিলাম মা আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। মা হাসিয়া বলিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবে কি চাও। আমি বলিলাম একটা বোচ্‌কা চাই। গঙ্গাস্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না এই মাত্র জানি পথে বসিয়া জলপান খায় আর কাপড়ে একটা বোচ্‌কা বাঁধিয়া মাথায় করিয়া পথে হাঁটিয়া যায়। আমার মা আমার ঐ সকল অভিপ্রায়

বুঝিতে পারিয়া একখানি কাপড়ে কিছু জলপান দুটী আম বাঁধিয়া একটী পুটলি করিয়া আমাকে আনিয়া দিলেন। তখন ঐ পুটলি দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হইল আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এখন তাহার শতগুণ বেশী আহ্লাদের কায হইলেও তেমন আহ্লাদ মনে বোধ হয় না। আহা! সে যে কি আহ্লাদের দিন ছিল তাহা বলা যায় না। তখন আমি ঐ পুটলি লইয়া সেই বালিকার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। পরে এক পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া জলপান খুলিলাম। তখন আমার সঙ্গিনী বালিকা আমাকে বলিল দেখ তুমি যেন আমার মা আমি যেন তোমার ছেলে। তুমি আমাকে কোলে লইয়া খাওয়াইয়া দাও। তখন আমি বলিলাম তবে তুমি আমার কোলের কাছে বৈস। তখন সে আমার কোলের কাছে বসিল। আমি বলিলাম আচ্ছা তবে খাও। এই বলিয়া ঐ সকল জলপান উহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে সে বলিল আচাইয়া দাও। তখন আমি ভারী বিপদে পড়িলাম। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আমি জলে নামিয়াও জল আনিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমার সঙ্গিনী ঐ অপরাধে আমাকে একটা চড় মারিল। আমি মা'র খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি অমনি দুই হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে আমাকে মারিতে কেহ বুঝি দেখিল এই ভয়ে আমি চারি দিকে তাকাইতে লাগিলাম।

গঙ্গাস্নান-সঙ্গিনী।

ঐ সময়ে আমার খেলার সঙ্গিনী আর একটী বালিকা সেই স্থানে ছিল। সে উহাকে বলিল তুমি কেমন মেয়ে উহার সকল জলপান খাইলে আম দুইটাও খাইলে আবার উহাকে মারিয়া কাঁদাইতেছ। আমি গিয়া উহার মায়ের কাছে বলিয়া দিই। এই বলিয়া সে আমাদের বাটীতে গিয়া সকলের নিকট বলিয়া পুনর্ব্বার আমাদের নিকট আসিয়া বলিল আমি তোমার মায়ের কাছে সকল কথা বলিয়া দিয়াছি। দেখ এখনি কি করে। ঐ কথা শুনিয়া আমার ভারী ভয় হইল আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনী বালিকা বলিল উনি একটী সোহাগের আরসী কিছু না বলিতেই কাঁদিয়া উঠেন। এই বলিয়া আমার মুখে আর একটা ঠোকনা মারিল। তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল। আমি চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম

আমি সোহাগের আরসী হইয়াছি না জানি আমার কি হইল। তখন আমার এই ভয়ই হইতে লাগিল আজ আমাকে ছেলেধরা ধরিয়া লইয়া যাইবে উহাকেও বুঝি লইয়া যাইবে। এই ভয়ে আমি আমাদের বাটীতে না গিয়া ঐ গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনীর বাটীতে গেলাম। তখন উহার মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া উহাকে বলিল উহার মুখ লাল হয়েছে কেন। তুমি বুঝি উহাকে কাঁদাইয়াছ। এই বলিয়া তাহার মা তাহাকে গালি দিল। সে তাহার মায়ের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। পরে তাহার মা গেলে সে আমাকে বলিল দেখ আমার মা আমাকে গালি দিল আমি তো তোমার মত কাঁদিলাম না। তুমি যেমন আহ্লাদে মেয়ে হইয়াছ। তুমি বুঝি তোমার মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিবে। তখন আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম না আমি মায়ের কাছে গিয়া কিছুই বলিব না। ইহা বলিয়া আমি বিষণ্ণ বদনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাটী হইতে একজন লোক আসিয়া আমাকে বাটী লইয়া গেল। আমি বাটী গিয়া দেখিলাম সকলেই আমার ঐ সকল কথা বলিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গঙ্গাস্নান হয়েছে বলিয়া আরো হাসিতে লাগিল। তখন আমার খুড়া দাদা এবং অন্যান্য সকলেও বলিতে লাগিলেন আর এ সকল মেয়েদের সঙ্গে উহাকে খেলিতে দেওয়া হইবে না। কল্য হইতে উহাকে বাহির বাটীতেই রাখা যাইবে। তখন সে একদিন ছিল এখনকার মত মেয়ে ছেলেরা লেখা পড়া শিখিত না। বাঙ্গলা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখা পড়া করিত। এক জন মেম সাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কাল রঙ্গের একটা ঘাঘরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেম সাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন আমি সেই খানেই বসিয়া থাকিতাম। ভয়ে আমি আর কোন দিকে নড়িতাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর। তখন আমার শরীরের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সকলে যাহা বলিত যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি—

বর্ণটি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল॥
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদ গুলি।
বলিত সকলে মোরে সোণার পুতুলী॥

আমি কাহারো সঙ্গে কথা কহিতাম না। আমার মুখে পরিষ্কৃত হইয়া কথা বাহির হইত না। যে দুই একটী কথা বাহির হইত সেও আধ আধ তাহা শুনিয়া সকলে হাস্য করিত। আমাকে যদি কেহ বড় করিয়া ডাকিত তাহা হইলেই আমার কান্না উপস্থিত হইত। বড় কথা শুনিলেই আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। এ জন্য আমার সঙ্গে কেহ বড় করিয়া কথা কহিত না। আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। মেয়ে ছেলের মত আমাকে বাটীর মধ্যে রাখা হইত না। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়েই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। সেকালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি তাহা আর কেহ জানিত না। আমাকে পরিজনেরা সমস্ত দিন বাহিরে রাখিতেন। কেবল স্নানের সময়ে বাটীর মধ্যে আনিয়া স্নানাহারের পরেই আবার বাহিরে রাখিয়া আসিতেন আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীর মধ্যে আনিতেন। এই প্রকার সকল দিবস আমি স্কুলে মেম সাহেবের কাছেই বসিয়া থাকিতাম। তখন আমার মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ভয়ে যেন আমার মন এককালে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যদিও মনের কখন একটু অঙ্কুর হইয়া উঠিত অমনি ভয় আসিয়া চাপা দিয়া রাখিত।

গ্রাম্য পাঠশালা।

দ্বিতীয় রচনা।

গোবৈদ্য-দর্শনে ভীতি।

এক দিবস আমার খুড়া বাহির বাটী হইতে আমাকে বাটীর মধ্যে আনিতেছেন ঐ সময়ে একজন গোবৈদ্য একখানা ছালা ঘাড়ে করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া ছেলেধরা ভাবিয়া ভয়ে এককালে মৃতপ্রায় হইলাম। তখন আমার মনে এত ভয় হইয়াছিল যে আমি দুই হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সে স্থানে যত লোক ছিল তাহারা আমাকে ভয় নাই ভয় নাই বলিয়া হাসিয়া মহাগোল করিতে লাগিল। আমার খুড়া আমাকে কোলে লইয়া বাটীর মধ্যে গিয়া বলিলেন আজ ভাল ছেলেধরার হাতে পড়িয়াছিলাম। এই বলিয়া তিনি ও আর সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

তখন আমার মায়ের কাছে গিয়া আমি কান্দিতে লাগিলাম। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন তোমার এত ভয়

কেন। ভয় নাই কিসের ভয় ছেলেধরা নাই। ও সকল মিছা কথা। আমাদের দয়ামাধব (তন্নামক স্থাপিত বিগ্রহ) আছেন ভয় কি। তোমার যখন ভয় হইবে তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও। দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না। মার ঐ কথাতে আমার মনে অনেক সাহস হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম মা বলিয়াছেন ছেলেধরা নাই আর আমাদের দয়ামাধবও আছেন এই বলিয়া কিছু স্থির হইলাম। বিশেষ আমি একাও কোন খানে যাইতাম না। আমার সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকিত। বাস্তবিক আমার মত ভয় কোন ছেলের দেখা যায় না। এমন কি বুড়া মানুষ দেখিলেই আমার দাঁত লাগিত। এ জন্য আমাকে একা রাখা হইত না। আমার এক পিসী ছিলেন তিনি অতি অল্প কালেই বিধবা হন। আমার বুদ্ধির অগোচরে তিনি বিধবা হইয়াছেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম পিসি তোমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহনা নাই কেন। পিসী বলিলেন আমার বিবাহ হয় নাই সেই জন্য আমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহনা নাই। পিসীর ঐ কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমি যত বিধবা দেখিতাম আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইত যে উহাদের বিবাহই হয় নাই। আমার চারি বৎসরের সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সকল বিষয় আমি কিছুই জানি না। এক দিবস আমি সেই স্কুলে মেম সাহেবের নিকট বসিয়া আছি ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া আমার খুড়াকে বলিলেন রায় মহাশয় আপনি বুঝি মঙ্গল ঘট বসাইয়া সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই বলিয়া খুড়ার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন এ কন্যাটী কাহার। আমার খুড়া বলিলেন এ কন্যাটী পদ্মলোচন রায়ের। ঐ কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবিত হইলাম আমার মন এককালে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এত দিবস আমি জানিতাম আমি মায়ের কন্যা। বিশেষ আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমি এই কথা যত ভাবিতে লাগিলাম ততই আমার মন বিষণ্ণ হইতে লাগিল। পরে আমি বাটীর মধ্যে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা আমি কাহার কন্যা। মা আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন আর কিছু বলিলেন না। তখন আমি পিসীর নিকট গিয়া বলিলাম পিসি আমি কাহার কন্যা। পিসী আমার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ঐ কান্না দেখিয়া এককালে অবাক হইলাম। পিসী কি জন্য কাঁদেন ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্না সম্বরণ করিয়া বলিলেন হা বিধাতঃ তুমি এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছ। এ অজ্ঞান সন্তান পিতৃস্নেহ কিছুই জানিল না। পিসী এই বলিয়া আমাকে

দয়ামাধব।

বিধবা কুমারী।

মায়ের কন্যা।

পদ্মলোচন রায়ের কন্যা।

কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন তুমি কাহার কন্যা জান না তুমি পদ্মলোচন রায়ের কন্যা। ঐ কথা শুনিয়া আমি নীরব হইয়া থাকিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কি প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মন আমার কিছুতেই স্থির হইল না। তখন আমি বলিলাম পিসি আমি কেমন করিয়া পদ্মলোচন রায়ের কন্যা হইলাম। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন এমন নির্ব্বোধ মেয়ে কোথা ছিল কিছুই বুঝে না। শুন বুঝাইয়া দিই তোমার পিতা তোমার মাতাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন সেই জন্য তুমি তাঁহার কন্যা।

শুনিয়া আমার অধিক চিন্তা হইতে লাগিল। আমি ভাবিয়া ভাবিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম তিনি তবে কোথা গিয়াছেন। পিসী বলিলেন মা ও কথা বলিয়া আর জ্বালাইও না তিনি মরিয়াছেন। ঐ মরা নাম শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম মা বলিয়াছেন ভয় হইলে দয়ামাধনকে ডাকিও। আমার কাছে যদি মরা আইসে তবে আমি সেই দয়ামাধবকেই ডাকিব। এই ভাবিয়া মনকে কতক স্থির করিলাম।

অগ্নিকাণ্ড।

ইতিমধ্যে আমাদের বাটীর কাছে এক বাটীতে এক দিবস রাত্রে আগুন লাগিয়াছে তখন আমারা তিন জন ছোট। আমার দুই বৎসরের বড় এক ভাই আর আমার দুই বৎসরের ছোট এক ভাই ইহার মধ্যে আমি। আমাদের বাটীর নিকট একটা মাঠ আছে। সে স্থানে লোকের বসতি নাই এবং বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কেবল ক্রোশ খানেক অন্তরে একটা নদী আছে। তখন আগুন দেখিয়া আমাদের বাটীর নিকটস্থ লোকেরা ঐ মাঠে সকলে জিনিষপত্র সকল বাহির করিতেছে। সেই স্থানে আমাদের তিন জনকেও রাখা হইয়াছে। সে বাটীতে আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তথাকার সকল লোক চীৎকার শব্দ করিতেছে। কত লোক কান্না আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের বাঁশ রুয়া চট পট করিয়া শব্দ করিতেছে। নানা প্রকার গোল হইতেছে। আমরা তিন জনে কান্দিতেছি। ঐ আগুন যখন আমাদের বাটীতে লাগিয়া এককালে প্রজ্বলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের জ্ঞান হইল যেন আগুনে পুড়িয়া মরিলাম। এই ভাবিয়া তিন জনে কান্দিতে কান্দিতে ঐ মাঠের দিকে চলিলাম। তখন আমরা এক একবার পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি আগুন জ্বলিতেছে। আমরা আরও দৌড়িয়া যাইতে লাগিলাম। এই প্রকার যাইতে যাইতে সেই নদীর কূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন আমরা কি পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম তাহা বলা যায় না। আমরা আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিলাম।

নদীর কূলে যে স্থানে আমরা আছি সে স্থান সমুদয় শ্মশান। খাট গদি বালিস চাটাই বাঁশ কাঠ ইত্যাদি সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে আমরাই তিন জন ভিন্ন আর লোক নাই। ইতিমধ্যে দাদা বলিলেন দেখিতেছি এ সকল শ্মশান মড়ার বিছানা পড়িয়াছে। ঐ মড়ার নাম শুনিবা মাত্র আমার অত্যন্ত ভয় হইল। সে ভয় যেন হা করিয়া আমাদের গ্রাস করিতে আইল এই মত জ্ঞান হইতে লাগিল।

আমরা তিন জনে প্রাণপণে কাঁদিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার মনে হইল মা বলিয়াছেন ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। তখন আমি বলিলাম দাদা দয়ামাধবকে ডাক। তখন আমরা তিন জন দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম। আর কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমাদের কান্না যে কেহ শুনিবে এমন স্থান নহে। এদিকে নদী ওদিকে প্রজ্বলিত অগ্নির ভীষণ ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। মনুষ্যের কলরব এবং পরস্পরের কান্নায় পরস্পরে দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তখন আমাদের কান্না কে শুনে। যেখানে আমরা আছি সেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই। তখন আমাদের যে কি প্রকার ভয় উপস্থিত হইল তাহা বলিতে পারি না। তখন আমরা তিন জনে ভয়ে কান্দিতে কান্দিতে মৃতপ্রায় হইলাম। আমাদের কাঁপিতে কাঁপিতে এই মাত্র ধ্বনি মুখে ছিল দয়াময় দয়াময়!

ঐ নদীর অপর পারে কয়েক ঘর লোকের বসতি। তাহারা কয়েক জন ঐ আগুন দেখিয়া এ পারে আসিতেছে। ঐ নদীর এক জায়গায় অল্প জল ছিল তাহারা সেই জায়গা দিয়া হাঁটিয়া পার হইল। পরে এ পারে আসিয়া আমাদের কান্না শুনিয়া একজন বলিল এ নদীর কূলে কাহার ছেলের কান্না শুনি। আর একজন বলিল ওরে এ রায় মহাশয়দের বাটীতে আগুন লাগিয়াছে এ বুঝি তাঁহাদের বাটীর ছেলেরা কাঁদিতেছে। এই বলিয়া ভয় নাই ভয় নাই বলিতে বলিতে আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের তিন জনকে কোলে লইয়া ঐ আগুন দেখিতে চলিল।

এদিকে আমাদিগকে না দেখিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে বলিয়া সকলে হাহাকার শব্দ করিতেছে এবং আমাদের বাটীর সকলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন। এমত সময়ে ঐ কয়েকজন লোক

আমাদিগকে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদিগকে পাইয়া আমাদের বাটীর সকলে অমনি আমাদিগকে কোলে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমাদের হারাণেতে আমাদের বাটীর জিনিষ-পত্র আর কিছুই বাহির করা হয় নাই। ঘর দরজা জিনিষপত্র এককালে সকলই পুড়িয়া গিয়াছে তাহাতেও কাহার মনে কিছু খেদ হইল না আমাদিগকে পাইয়া সকলে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাটীতে আমাদের রাখিলেন। পরদিবস প্রাতে বাটী আসিয়া দেখিতে লাগিলাম যে আমাদের বাটীর সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল পোড়া জিনিষ স্থানে স্থানে রাশি রাশি পড়িয়া আছে। বেগুনগাছে বেগুন বেলগাছে বেল এবং কলাগাছে কান্দি সহিত কলা পুড়িয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পোড়া হাড়ী পাঁতিল খুটি মুছি ভাঙ্গাচূরা পড়িয়া-আছে। এই সকল দেখিয়া আমার মনে ভারী আহ্লাদ হইল। তখন আমি এ সমুদায় পোড়া জিনিষপত্র আনিয়া খেলা করিতে লাগিলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। বাড়ী পুড়িয়া গেলে সেই পোড়া ভিটার উপর পরমান্ন দিতে হয় সেই পরমান্ন আমাদিগকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বাটীতে যে দয়ামাধব বিগ্রহ স্থাপিত আছেন তাঁহার সেবাতেও পরমান্ন ভোগ হইয়া থাকে। আমরা ঐ ভিটায় পরমান্ন খাইতেছি ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই বলিল এ পরমান্ন আমাদের দয়ামাধবের প্রসাদ। আমি তাহার বড় আমার তাহার অপেক্ষা বেশী বুঝার সম্ভব অতএব আমি বেশ বুঝিয়াছি এবং নিশ্চয় জানিয়াছি ঐ যে লোকে নদীর কূল হইতে আমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছে সেই দয়ামাধব।

দগ্ধাবশেষ।

দয়ামাধবের দয়া।

আমার ছোট ভাইয়ের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম হাঁ দয়ামাধব আমাদের বড় ভালবাসেন। কল্য দয়ামাধব আমাদের কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল ছি দিদি কি বলিলে দয়ামাধব কি মানুষ। দয়ামাধবের মুখে কি দাড়ি আছে। তখন আমি বলিলাম মা বলিয়াছেন ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। কল্য আমরা ভয় পাইয়া দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়াছিলাম এ জন্য দয়ামাধব আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন। আমার এই কথা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল সে দয়ামাধব নহে সে মানুষ। ইহা শুনিয়া আমি কান্দিয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে আমার মা আইলেন এবং আমার কান্না দেখিয়া বলিলেন উহাকে কান্দাইতেছ কেন। তাঁহার নিকট আমার ছোট ভাই আদ্য অন্ত সকল কথা বলিল। মা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মা কি জন্য যে হাসিতেছেন আমি তাহা

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে মা বলিলেন তোমার ছোট ভাই সে সকল কথা বুঝে তোমার বুদ্ধি নাই কিছুই বুঝ না। এস আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মা এই বলিয়া আমাকে কোলে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় রচনা।

আমার মা বলিলেন এই যে আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন তাঁহার নাম দয়ামাধব তিনি ঠাকুর। কল্য তোমাদের যে লোক নদীর কূল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল সে মানুষ। তখন আমি বলিলাম মা তুমি বলিয়াছিলে ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। আমাদের দয়ামাধব আছেন। তবে যে কালি যখন ভয় হইল আমরা দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া কত ডাকিলাম আইলেন না কেন। মা বলিলেন ভয় পাইয়া কন্দিতে কান্দিতে দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়াছিলে। দয়ামাধব তোমাদের কান্না শুনিয়া ঐ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন। মা বলিলেন তিনি পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বস্থানেই আছেন এ জন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন।

দয়ামাধব কে?

সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন। মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন। এ জন্য তিনি মানুষ নহেন পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম মা সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে সেই পরমেশ্বর কি আমাদের। মা বলিলেন হাঁ। ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে তিনি আদি কর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সকলকেই ভালবাসেন তিনি সকলেরি পরমেশ্বর।

বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে তাহাই শুনিয়া থাকি এই মাত্র জানি। মা বলিলেন তিনি ঠাকুর এ জন্য সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও

তিনি শুনেন তবে আর কিসের ভয়। এখন যদি আমার ভয় করে তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে। মা বলিয়াছেন আমাদের পরমেশ্বর আছেন।

আমাদের বাটীর নিকট জ্ঞাতি খুড়ার বাটী আছে। সেই বাটীতে এক খুড়ীমা ছিলেন। আমি ঐ ছেলেটী লইয়া সেই খুড়ীমার নিকট সকল দিবস থাকিতাম। সে বাটীতে অধিক লোক ছিল না খুড়ারা তিন জন আর খুড়ীমা আর ছেলেপিলে কয়েকটী মাত্র। সে খুড়ীমার হাতে পায়ে রস বাত বেদনা ছিল। আমি ঐ ছেলে লইয়া সকল সময় খুড়ীমার কাছে থাকিতাম তিনি ঐ সংসারের সকল কায করিতেন আর আমার কাছে বসিয়া ঐ সকল কাযের কথা বলিয়া বলিয়া কান্দিতেন। আর বলিতেন আমার মরণ হইলেই বাঁচি আমি আর কায করিতে পারি না।

পিসীমার নিকট কায শিক্ষা।

খুড়ীমার ঐ সকল খেদোক্তি শুনিয়া আমার মনে ভারী কষ্ট হইত। তখন আমি কোন কায করিতে জানি না তথাপি খুড়ীমার কষ্ট দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইত। এক দিবস আমি বলিলাম তুমি বসিয়া থাক আমি কায করি। তিনি বলিলেন তুমি কি কায করিতে পার। আমি বলিলাম আমাকে বলিয়া দিলে আমি সকল কায করিতে পারি। তিনি বলিলেন তোমাকেত কোন কায করিতে দেখিনে তুমি কি কায জান। বিশেষ তোমাকে কায করিতে কেহ দেখিলে আমাকে গালি দিবে। তখন আমি বলিলাম তুমি কাহার নিকট বলিও না আমাকে বলিরা দাও আমি কায করি।

তখন তিনি বলিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন আমি আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া সকল কায করিতে লাগিলাম। এই প্রকার করিয়া আমি ক্রমে ক্রমে ঐ খুড়ীমার কাছে যাবতীয় কায করিতে শিখিলাম। তিনি বসিয়া পাক করিতেন আমি ঐ পাকের সমুদায় প্রস্তুত করিয়া দিতাম। এই প্রকার কায করিয়া দিতে দিতে আমিও পাক করিতে শিখিলাম। আমি ঐ বাটীর সকলকে পাক করিয়া দিতাম। আমি যে এ সকল কায শিখিয়াছি আমাদের বাটীতে কেহ জানিত না। সে খুড়ীমা আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতাম।

এই প্রকারে কিছু দিবস যায়। এক দিবস আমি সেই খুড়ীমার মাথাতে তৈল দিতেছিলাম ইতিমধ্যে আমার পিসী আসিলেন। আমি পিসীমাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিলাম। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন মা আমাকে দেখিয়া লুকাইলে কেন। তখন আমার ঐ খুড়ীমা বলিলেন আমার মাথাতে তৈল দিতেছিল পাছে তুমি

কিছু বল এই ভয়ে পলাইয়াছে। ঐ কথা শুনিয়া পিসী হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে আমাকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিলেন তুমি কি এখন কায করিতে পার কায কোথায় শিখিয়াছ। খুড়ীমা বলিলেন মেয়েত বেশ কায জানে। আমি হাত পায়ের বেদনাতে নড়িতে পারি না ঐ আমার সকল কায করিয়া দেয়। আমি উহার জন্যেই বাঁচি। পিসী শুনিয়া ভারী সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কোলে লইয়া আমাদের বাটীতে গিয়া বলিতে লাগিলেন তোমরা শুনিয়াছ এই মেয়ে কত কায শিখিয়াছে। ও বাড়ীর বৌ রস বাতে মরে কোন কায করিতে পারে না সে বলিল তাহার সকল কায এমন কি রান্না পর্য্যন্ত এই মেয়ে করিয়া দেয়। আমাদের বাটীর সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল আমার মা আমাকে কোলে লইয়া আহ্লাদে ভাসিতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন মা কায কোথা শিখিয়াছ কায করিয়া একবার দেখাও দেখি। তখন আমি আমাদের বাটীতেও কায করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই হইতে আমি বাটীর কায করিতাম। কিন্তু আমাদের বাটীতে আমাকে কেহ কায করিতে দিতেন না। আমি গোপনে গোপনে কায করিয়া রাখিতাম তাহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কত সোহাগ করিতেন। সেই হইতে আমার ধূলাখেলা ভাঙ্গিল। আর খেলা ছিল না আমি কেবল কাযই করিতাম।

এইরূপে সংসারের সমুদায় কায শিখিয়াছি। দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমি ঐ বাটীতে খুড়ীমার কাছে সেই ছেলেটী লইয়া সমস্ত দিন থাকিতাম। ছেলেটী আমার কাছে থাকিতে থাকিতে আমার ভারী অনুগত হইল। আমিও তাহাকে এক তিল ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। দৈবাৎ সে ছেলেটী পীড়িত হইয়া মারা গেল। ছেলেটী মারা গেলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তখনও আমি ঐ খুড়ীমার কাছেই থাকিতাম। তখন আমার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণ বার বৎসর। এত দিবস আমার এই সকল অবস্থায় গত হইয়াছে। এই বার বৎসর কাল আমি আমোদ আহ্লাদে পরিবারের নিকটে মার কোলে নির্ভাবনায় সুখে ছিলাম।

পরে ক্রমে ক্রমে আমার ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ বার বৎসরে আমার বিবাহ হয়। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। এক দিবস আমি খিড়কীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি সে সময়ে ঘাটে অনেক লোক আছে। ইতিমধ্যে আমাকে দেখিয়া একজন লোক বলিল এ মেয়েটীকে যে পাইবে সে কৃতার্থ হইবে সে কতকাল কামনা করিয়াছে। আর একজন বলিল উহাকে লইবার জন্য কত জন আসিতেছে দিলে এক্ষণেই লইয়া যায় উহার মা দেয় না। আর

একজন বলিল না দিলেও ত হবে না একজনকে দিতেই তো হবে মেয়েছেলে হওয়া মিছা।

ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মনে ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। আমি একেবারে অবাক হইয়া রহিলাম। পরে আমি বাটীতে গিয়া মাকে বলিলাম মা আমাকে যদি কেহ চাহে তবে কি তুমি আমায় দিবে। মা বলিলেন ষাট তোমাকে কাহাকে দিব এ কথা তোমাকে কে বলিয়াছে কোথা শুনিলে তোমাকে কেমন করিয়াই বা দিব। এই বলিয়া আমার মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে গেলেন। আমি দেখিলাম আমার মা কান্দিতেছেন। অমনি আমার প্রাণ উড়িয়া গেল তখন আমি নিশ্চয় জানিলাম আমাকে একজনকে দিবেন। তখন আমার। হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম কি হইল আমার মা আমাকে কোথা রাখিবেন।

বিচ্ছেদ আশঙ্কা।

ঐ কথা আমার মনের মধ্যে এত যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে আমার মন একেবারে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কিছুই ভাল লাগে না। আমি কাহার সঙ্গে কথাও কহি না। আর কোন কাযও করি না। আমার খেতেও ইচ্ছা হয় না। দিবা রাত্রি আমার কেবল কান্না আইসে। আমি ঐ কথা মনে ভাবিয়া সর্ব্বদা মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। আর সকল সময়ই আমার চক্ষে জল পড়িত। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর এককালে শুকাইয়া গেল। এ সকল কথা আমার মনের মধ্যে থাকিত ইহা আর কেহ জানিত না কেবল পরমেশ্বর জানিতেন। আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম সকল লোকেই বলিত যে সকলেরি বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না বিবাহ হয় এই মাত্র জানি। তখন সকল লোক আমাকে বলিতে লাগিল তোমার বিবাহ হইবে। আমাকে যত্ন করিতে কেহ কখন ত্রুটি করেন নাই তথাপি বিবাহ হইবে বলিয়া আরো যত্ন এবং স্নেহ করিতে লাগিলেন।

তখন আমার মনে বেশ আহ্লাদ উপস্থিত হইল। বিবাহ হইবে বাজনা আসিবে সকলে হুলু দিবে দেখিব। আবার ভয়ের সহিত কত প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল তাহা বলা যায় না। এই প্রকার হইতে হইতে ক্রমে দিন দিন ঐ ব্যাপারের জিনিষপত্র সমুদয়ের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমেই সকল কুটুম্ব স্বজন বাটীতে আসিতে লাগিল। ঐ সকল দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। আমি কাহার সঙ্গে কথা কহি না সকল দিবস কান্দিয়াই কাল যাপন করি। লোক আমাকে কোলে লইয়া কত সান্ত্বনা করেন। তথাপি আমার মনের মধ্যে যে কি কষ্ট রহিয়াছে তাহা কিছুতেই যায় না।

পরে ক্রমেই আমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস অলঙ্কার লাল সাড়ী বাজনা প্রভৃতি দেখিয়া আমার ভারী আহ্লাদ হইল। তখন আর আমার সে সকল মনে নাই। আমি হাসিয়া হাসিয়া সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। ঐ ব্যাপার সমাপন হইয়া গেলে পরদিবস প্রাতে সকল লোকে আমার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ওরা কি আজি যাবে। তখন আমি ভাবিলাম ঐ যাহারা আসিয়াছে তাহারাই যাইবে। পরে আমাদের বাহির বাটীতে নানা প্রকার বাজনার ধূমধাম আরম্ভ হইল।

বিবাহ।

তখন ভাবিলাম ঐ যাহারা আসিয়াছিল এখন বুঝি তাহারাই যাইতেছে। এই ভাবিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলাম। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে ঐ সকল লোক বাটীর মধ্যে আসিয়া যুটিল। দেখিলাম কতক লোক আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে কতক লোক কান্দিতেছে। উহা দেখিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। ক্রমে আমার দাদা খুড়া পিসী এবং মা প্রভৃতি সকলেই আমাকে কোলে লইয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঐ সকলের কান্না দেখিয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। ঐ সময় আমি নিশ্চয় জানিলাম যে মা এখনি আমাকে দিবেন। তখন আমি আমার মার কোলে গিয়া মাকে আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলাম। আর মাকে বলিলাম মা তুমি আমাকে দিও না। আমার ঐ কথা শুনিয়া ও এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া ঐ স্থানে সকল লোক কান্দিতে লাগিলেন এবং সকলে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া অনেক মতে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন মা আমার লক্ষ্মী তুমিতো বেশ বুঝ ভয় কি আমাদের পরমেশ্বর আছেন কেঁদো না আবার এই কয়েক দিবস পরেই তোমাকে আনিব। সকলে শ্বশুর বাটীতে যায় কেহত তোমার মত কান্দে না তুমি কান্দিয়া ব্যাকুল হইলে কেন। স্থির হইয়া কথা বল। তখন আমার এত ভয় হইয়াছে যে ভয়ে আমার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমার এমন হইয়াছে যে মুখে কথা বলিতে পারি না। তথাপি কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম মা পরমেশ্বর কি আমার সঙ্গে যাবেন। মা বলিলেন হাঁ যাবেন বৈ কি তিনি সঙ্গে যাবেন। তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। তুমি আর কান্দিও না। এই প্রকার বলিয়া অনেকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমার ভয় এবং কান্না কিছুতে নিবৃত্তি হইল না। ক্রমেই আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পিতৃগৃহ-ত্যাগে।

তখন অনেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমাকে আনিলেন। ঐ সময়ে আমার কি ভয়ানক কষ্ট হইল সে কথা মনে পড়িলে এখনও দুঃখ হয়। বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদের অধীনতা স্বীকার আপনার মাতাপিতা কেহ নহেন এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়। কিন্তু ইহা ঈশ্বরাধীন কর্ম্ম এই জন্য ইহা প্রশংসার যোগ্য বটে।

আমাকে যে কোলে লইতে লাগিল আমি তাহাকেই দুই হাতে ধরিয়া থাকিতে লাগিলাম আর কান্দিতে লাগিলাম। আমাকে দেখিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলে কান্দিতে লাগিল। এই প্রকারে সকলে আমাকে অনেক যত্নে আনিয়া দ্বিতীয় পাল্কীতে না দিয়া ঐ এক পাল্কীর মধ্যেই উঠাইয়া দিলেন। আমাকে পাল্কীর মধ্যে দিবা মাত্রই বেহারারা লইয়া চলিল আমার নিকট আমার আত্মবন্ধু কেহই ছিল না। আমি এককালে বিপদ সাগরে পড়িলাম। আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া মনের মধ্যে এই মাত্র বলিতে লাগিলাম। পরমেশ্বর তুমি আমার কাছে থাক। মনে মনে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার মনের ভাব কি বিষম হইয়াছিল। যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামা পূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায় সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। আমি আমার পরিবারগণকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম আর মনের মধ্যে একান্ত মনে কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম আমার মা বলিয়াছেন তোমার ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও।

ঐ কথা মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই প্রকার কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গলা শুকাইয়া গেল এবং ক্রন্দন শক্তিও রহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ রচনা।

আর কান্দিতে পারি না। ইতিমধ্যে ঘোরতর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম। পরে কোথা গিয়াছি তাহার কিছুই জানি না।

পর দিবস প্রাতে জাগিয়া দেখিলাম আমি এক নৌকার উপরে রহিয়াছি। আমার নিকট আমার আত্মীয়বর্গ কেহই নাই। আর যত লোক দেখিতে লাগিলাম ও যত লোকের কথা শুনিতে লাগিলাম তাহার মধ্যে একজন লোকও আমি চিনি না এবং কাহাকেও

কখন দেখি নাই। তখন আমি কান্দিতে লাগিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম আমার মা কোথা রহিলেন আমার পরিবারগণ বা কোথায় রহিল গ্রামের প্রতিবাসিনীগণ যাঁহারা আমাকে বিস্তর স্নেহ করিতেন তাঁহারা কোথা গেলেন· আমার খেলার সঙ্গিনীগণ বা কোথা রহিল আমি বা কোথা যাইতেছি। এই ভাবিয়া আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া কান্দিতে লাগিলাম। আমার কান্না দেখিয়া ঐ নৌকার সকল লোক আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। উহাদের সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া আমার বাটীর সকলের স্নেহের কথা মনে পড়িয়া আমার মনের খেদ যেন উথলিয়া উঠিল। আমার চক্ষের জল একবারে শত ধারে পড়িতে লাগিল কিছুতেই রক্ষা হয় না। কান্দিতে কান্দিতে আমার প্রাণ শ্বাসগত হইল আর কাঁদিতেও পারিনা। আমি কখন নৌকাতে চড়ি নাই আমার এ জন্য ঘুরও লাগিল। তখন আমি এ সকলের আশায় নিরাশ হইয়া মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে কেবল একমাত্র ভয়। কিন্তু মা বলিয়াছেন ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও। সেই নামটী জপ করিতে লাগিলাম।

আহা আমি যে তখন কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহা কেবল সেই বিপদভঞ্জনই জানেন অন্য কেহ জানে না।

এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন॥

সে যাহা হউক পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ আমার আক্ষেপ করা নিরর্থক। বিশেষতঃ আমার পূর্ব্বের মনের ভাব কি প্রকার ছিল তাহাই প্রকাশ করিতেছি। আর সকল মেয়ের মনে কি প্রকার হয় জানি না। বোধ হয় এত কষ্ট তাহাদিগের না হইলেও না হইতে পারে। মনের কষ্টের কারণতো কিছুই দেখা যায় না তথাপি নিজ পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া আমার চক্ষের জল অহরহ ঝরিত।

লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই। কয়েক দিবস নৌকার উপরে থাকা হইল। এক দিবস শুনিতে লাগিলাম নৌকার সকল লোক বলিতে লাগিল আজ আমরা বাটী যাইব। তখন আমার মনে একবার উদয় হইল বুঝি আমাদের বাটীতেই যাইব। আবার ভয়ের সহিত কত প্রকার ভাবনা হইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। এই প্রকারে যে কি ভাবনা হইতে লাগিল তাহা পরমেশ্বরই জানেন মুখে

বলা বাহুল্য। তখন কেবল কান্নাটাই আমার সম্বল হইল। দিবারাত্র কান্নাতেই কালযাপন হইত।

আহা জগদীশ্বর তোমার কি আশ্চর্য্য ঘটনা। তোমার নিয়মের শত শত ধন্যবাদ দিই। আত্মাধিক জননী এবং স্নেহপূর্ণ পরিবারগণ এ সকলকে ত্যাগ করাইয়া কোথা হইতে কোথায় আনিয়াছ। সেই দিবস রাত্রে নৌকা হইতে ঐ বাটীতে গিয়া দেখিতে লাগিলাম কত প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইতেছে। কত প্রকার লোক দেখিতে লাগিলাম তাহার সংখ্যা নাই। তাহার মধ্যে একজন লোকও আমাদের দেশের নয় কাহাকেও আমি চিনি না এ জন্য আমি কান্দিতে লাগিলাম। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমার এমন হইল যে এক চক্ষে শত ধারে জল পড়িতে লাগিল। সকলে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কান্দিও না এই ঘর এই সংসার এই সকল লোকজন যা কিছু আছে সকলি তোমার। এখন এই বাটীতেই থাকিতে হইবে এই সংসারই করিতে হইবে কি জন্য কাঁদ আর কাঁদিও না। সে সময় সেই সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণাধিক প্রিয়তম পিতৃগৃহের পরিবারদিগের আশায় নিরাশ হইয়া আমার মন এককালে শোকানলে দগ্ধীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা এ সকল বিষয়ে ভুক্তভোগী তাঁহারা বোধ হয় এ প্রকার বাক্য বলিয়া সান্ত্বনা করেন না যেমন একজনের সন্তান বিয়োগ হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে সান্ত্বনা করেন যে ছি ছি তুমি কাহার জন্য কাঁদ ও যে তোমার কত জন্মের শত্রু ছিল সে তোমার ছেলে ছিল না তাহা হইলে এমন করিয়া যাইত না এমন ডাকাতের নাম কি আর মুখে আনিতে আছে।

এইরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করিলে কি সান্ত্বনা হয় কখনই নহে। এরূপ ব্যাকুলতার সময়ে এ প্রকার সান্ত্বনাতে মন কদাপিও শান্ত হইতে পারে না। যেমন জ্বলন্ত অগ্নির উপরে তৃণরাশি দিলে আরো জ্বলিয়া উঠে সেইরূপ ঐ সকল সান্ত্বনা বাক্যে শোক সাগর উথলিয়া উঠে। ঐ সকল সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ আতঙ্কে উড়িয়া গেল। তখন আমার কোনই সাধ্য নাই কোনও উপায় নাই। কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি আর দুই চক্ষে বারিধারা ঝরিতেছে। তখন আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে কোলে লইয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আহা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এ কি অপূর্ব্ব ঘটনা কৌশলের বালাই লইয়া মরি। কোন্ গাছের বাকল কোন্ গাছে লাগিল।

শাশুড়ীর স্নেহ।

তাঁহার সেই কোল যেন আমার মায়ের কোলের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি যেরূপ স্নেহের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন তাহাতে

আমার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি আমারি মা। অথচ তিনি আমার মায়ের আকৃতি নহেন। আমার মা বড় সুন্দরী ছিলেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী শ্যামবর্ণা এবং আমার মার সহিত অন্য সাদৃশ্যও ছিল না। তথাপি তিনি কোলে লইলে আমি মা জ্ঞান করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতাম। আমার কান্না এবং ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমার বাপের বাটীতে সকলে আমাকে যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন এখানে তাহার অধিক স্নেহ ও যত্ন হইতে লাগিল। আমাকে এক তিলও মাটিতে নামান হইত না সকল দিবস আমাকে কোলেই রাখা হইত। তথাপি আমার এত ভয় ছিল দিবা রাত্রি ভয়ে আমার কলেবর কম্পিত হইত। সর্ব্বদা আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। আর আমি মনে মনে অহরহ কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতাম।

হে করুণাময় পিতা পরমেশ্বর জানিলাম তোমার অসীম করুণা। তখন যে আমি তোমাকে অহরহ ডাকিয়া মনে রাখিতাম সে কেবল আমার ভয়ের জন্য মাত্র। তোমার নাম যে এত গুণবিশিষ্ট তাহা আমি জানিতাম না। আমার মা বলিয়াছিলেন ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও। আমি সেই জন্য প্রাণপণে তোমাকে ডাকিতাম। যাহা হউক আমি যে তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়াই সর্ব্বদা একান্ত মনে তোমাকে ডাকিতাম সেও তোমারি কৃপামাত্র।

যে তোমারে ডাকে নাথ পড়িয়া সঙ্কটে।
জেনেছি তাহারে দয়া কর অকপটে॥

পুনরায় মাতৃক্রোড়ে।

প্রথমবার যাওয়াতেই আমার তিন মাস থাকা হয়। ঐ তিন মাস আমি মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় দিবারাত্রি কান্নাতেই কালযাপন করিয়াছিলাম। পরে তিন মাস অতীত হইলে আমার খুড়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তখন আমি আমার মায়ের কোলে বসিয়া মা আমাকে পরকে দিয়েছিলে কেন বলিয়া কান্দিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া সকল লোক হাসিতে লাগিল। আমার মা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন দেখ যাহারা তোমার ছোট তাহারা তো তোমার মত কান্দে না। সকলেই শ্বশুর বাড়ী গিয়া থাকে। তোমার আর কত দিনে বুদ্ধি হইবে। কত দিনেই বা পরমেশ্বর সদয় হইয়া তোমাকে ভাল বুদ্ধি দিবেন। তুমি না জানি কতই বা কাঁদিয়াছিলে। মা আমাকে এই কথা বলিতেছেন এমন সময় আমার সকল আত্মীয় বন্ধু আসিয়া আমাকে ঘিরিল। তখন আমি আমার আত্মবন্ধুবান্ধবকে এবং খেলার সঙ্গিনী সকলকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলাম আর ও সকল দুঃখের কথা কিছু মনে থাকিল না। সকল

ভুলিয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। সেই দিন যে কি আনন্দের দিন। সে আনন্দ বর্ণনাতীত। তখন যেমন অল্পেই কান্না উপস্থিত হইত পরমেশ্বর তেমনি আনন্দও দিয়াছিলেন। আমি ঐ সকলের সঙ্গ পাইয়া আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যা হউক বাল্যকালের পর আর কাল নাই তখন আমার বয়ঃক্রম বার বৎসর। এই বার বৎসর অবধি আমার এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থাতে গত হইয়াছে। তখনও আমি পাঁচ বৎসরের মেয়ের মত ব্যবহার করিতাম। ছি ছি আমি এমন ছিলাম যে আমার বুদ্ধিমাত্রও ছিল না এই জন্য সকলে আমাকে নির্ব্বোধ বলিত। বিবাহের পরে আমার খুড়া আমাকে এক বৎসর শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। ঐ এক বৎসর আমি মার কাছে স্বচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিয়াছিলাম। এক বৎসর পরে আবার আমায় যাইতে হইল। সেইবার গিয়া দুই বৎসর থাকা হইল। আমি পূর্ব্বের মতই সকল দিবস কাঁদিতাম কিন্তু ঐ বাটীর লোকজন ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে আমি অল্প অল্প চিনিতে লাগিলাম। আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। পরমেশ্বরের সঙ্গেই যা কিছু কথা হইত। আর আমার বাপের বাড়ীর সকলের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া কাঁদিতাম। আমার চক্ষে জল ছাড়া হইত না। পক্ষীটা কি গাছটা কি কুকুরটা কি বিড়ালটা যা দেখিতাম আমার জ্ঞান হইত যে আমার বাপের দেশ হইতে আসিয়াছে এই ভাবিয়া কাঁদিতাম। পিত্রালয়ে আমার অতিশয় সোহাগ ছিল। লোকে মেয়েকে কত গালি দেয় এবং মায়ে কত মারিয়াও থাকে। মারি দূরে থাকুক পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে কেহ বড় করিয়া কথাও বলে নাই ফলতঃ আমার বড় সোহাগ ছিল। পরে নূতন জায়গায় গিয়া নূতন বৌ হইলাম এখানেও আমার আদরের ক্রটি হয় নাই। বৌ হইয়া আমার সোহাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার খেলবার জন্য কত প্রকার জিনিষ আনিয়া দিতেন। আর ঐ গ্রামের সকল বালিকাদিগকে ডাকিয়া আমার নিকট আনিয়া দিতেন। ঐ বালিকাগণ খেলা করিত আমি বসিয়া দেখিতাম। ঐ প্রকারে কতক দিবস গত হইয়াছে। তখনও আমি গোপনে গোপনে কাঁদিতাম বটে কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকল দিন থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের পোষা পাখী হইয়া তাঁহাদেরি শরণাগত হইলাম। বাল্যকালের সকল কথাই আমার যেন ছাইমাটির মত বোধ হয়। যাহা হউক আমিতো লিখিয়া বসিলাম।

ক্রমে দুঃখের অবসান।

হে পিতা দয়াময় তুমিতো নিকটেই আছ এবং মনেই আছ তবে কেন মনে নানা প্রকার বৈকল্য উপস্থিত হয় বুঝিতে পারি না।

এই সকল কাযের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব আমার শরীরের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না। কাযের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না। এমনি কাযের ভিড় ছিল। যাহা হউক সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। বলিতেও লজ্জা বোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য। তথাপি সংক্ষেপে দুই এক দিবসের কথা বলা আবশ্যক বটে। আমি ঐ ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কায করিতাম। ঐ ছেলে কয়েকটী না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ান হইলে পরে অন্যান্য কায মিটাইয়া বিগ্রহ সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদায় দিয়া আমাদের ঘরের রান্নার সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্ত কম নহে। এক সন্ধ্যায় দশ বার সের চাউল পাক করিতে হইত। এ দিকে বাটীর কর্ত্তাটীর স্নান হইলেই ভাত চাই অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। এ কারণ অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল* লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক করাইতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।

গৃহিণীপনার কষ্ট।

একদিন এই সকল খাওয়া দাওয়া মিটাইয়া আমি যখন ভাত লইয়া খাইতে বসিব ঐ সময়ে একজন লোক আসিয়া অতিথি হইল। সে লোকটী জাতিতে নমঃশূদ্র। সে পাক করিয়া খাইতে চাহিল না এবং অন্যান্য সামগ্রী কিছু খাইতেও স্বীকার করিল না। সে বলিল চাটুটি ভাত পাইলে খাই। আমি যে তাহাকে পাক করিয়া দিব সে সময়ও নাই। আর কি করিব আমার ঐ যে মুখের ভাতগুলি ছিল সেই ভাতগুলি ঐ অতিথিকে ধরিয়া দিলাম। আমি ভাবিলাম রাত্রিতে পাক করিলে খাওয়া যাইবেক। পরে বৈকালে যে সকল কায করিতে হয় তাহা এক মত সারিয়া ছেলেদিগকে ঘুম পাড়াইয়া পাক করিতে চলিলাম। কিন্তু ঐ সময় আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। আমি ঘরের মধ্যে একা আর অন্য কোন লোক নাই। ঘরে খাবার দ্রব্য নানা প্রকার আছে। তাহা আমি খেলেও খেতে পারি কে বারণ করে। বরং আমাকে খাইতে দেখিলে ঘরের লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু আমি ভাত ছাড়া অন্য জিনিষ আপনি লইয়া কখন খাইতাম না। এই জন্য আমার অনেক খাদ্য খাওয়ায় বাদ হইয়া গিয়াছিল। আর আমি বিবেচনা করিলাম আজ আমার খাওয়া হয় নাই শুনিলে সকলে গোল

করিবে। বিশেষতঃ মাঙ্গে থেতে বসিলে ছেলেপিলে আসিয়া ভারী গোলযোগ করিবে তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হইবে এবং কাযের অনেক হানি হইবে। আর সে লেঠা করিয়া কায নাই এই ভাবিয়া পাক করিতে চলিলাম। তখন পাক করিয়া অনেক রাত্রি বসিয়া থাকিলাম। বাহির বাটীর কাছারী আর ভাঙ্গে না কর্ত্তাও বাটীর মধ্যে আইসেন না। তখন আমি অন্যান্য সকল লোককে ভাত দিয়া এক প্রকার কায মিটাইয়া কর্ত্তার ভাত লইয়া বসিয়া থাকিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম কর্ত্তা এতক্ষণ পর্য্যন্ত আইলেন না ইহার পরে ছেলেরা জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমার আজি আর খাওয়া হইবেক না। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনাটী সিদ্ধ হইল। কর্ত্তাও বাটীর মধ্যে আসিলেন ছেলে একটী জাগিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি কর্ত্তার সম্মুখে ভাত দিয়া ঐ ছেলেটীকে আনিলাম। মনে করিলাম কর্ত্তার খাওয়া হইতে হইতে ছেলেটীর ঘুম আসিবে। না হয় কোলে লইয়াই খাওয়া যাইবেক। তাঁহার খাওয়া হইতে না হইতেই আর একটী ছেলে উঠিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন মনে করিলাম এ দুজনাকে লইয়াই খাওয়া যাইবে এই বলিয়া সে ছেলেটীও আনিলাম। আমি ঐ দুই ছেলে লইয়াই ভাত খাইতে বসিলাম। ইতিমধ্যে দৈবাৎ ঝড় বৃষ্টি আসিল। তখন ঐ ঘরের দীপটাও নিবিয়া গেল। তখন অন্ধকার দেখিয়া ঐ দুই ছেলে কান্দিতে লাগিল। আমার এত ক্ষুধা হইয়াছিল যে আমি যদি ঐ ঘরে একা থাকিতাম তাহা হইলে ঐ অন্ধকারেই ভাত খাইতাম। যে সকল চাকরাণী আছে তাহারা বাহিরের লোক। রাত্রিকালে ছেলে দুটিকেও কিছু অন্ধকারে বাহিরে রাখা হয় না। বিশেষ ছেলে দুটী কাঁদিলে কর্ত্তাটী কাঁদে কেন কাঁদে কেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সোর করিবেন। তদপেক্ষা আমার না খাওয়াই ভাল। তখন কাযে কাযেই ঐ ভাত ঐ খানেই রাখিয়া অন্য ঘরে যাইতে হইল। পরে ঝড় বৃষ্টি কম হইলে ঐ ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অধিক রাত্রি হইয়াছে আমারও অতিশয় আলস্য হইল সুতরাং সে দিবস আর খাওয়া হইল না। পর দিবস ঐ নিয়মে সকল কায তাড়াতাড়ি সারিয়া পাক করিতে চলিলাম। আমার যে কল্য খাওয়া মোটেই হয় নাই তাহা কেহ জানে না। আমি সকল লোকের খাওয়া হইয়া গেলে পর খাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু কোলের ছেলেটীকে একটী লোকে রাখিয়াছে। তখন তাহাকেও খাইতে দিতে হয় ছেলেটীকেও দুধ খাওয়াইতে হয় সুতরাং ঐ লোকটীকে ভাত দিয়া ছেলে কোলে লইয়া আমি ভাত খাইতে বসিলাম। বসা মাত্রেই ছেলেটী কোলের

মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিল। তাহাতে সমুদয় ভাত এককালে ভাসিয়া চলিল।

পরমেশ্বরের ঐ কাণ্ড দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। আমি যে দুই দিবস ভাত খাই নাই এ কথা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না আমার মনে মনেই থাকিল। বিশেষতঃ আপনার খাওয়ার কথা সকল লোকে শুনিবে সেটী ভারী লজ্জার বিষয়। ও সকল কথা আমি কাহার নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না। এই প্রকারে মাঝে মাঝে কত দিবস আমার খাওয়া হইত না।

হিতোপদেশ। (১)

সংগ্রহ ভাষাতে।

গোলোকনাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বত্রে বিচিত্র কথা এবং নীতি বিদ্যাদায়িক যে কিমত তাহার বিশেষ কহি। পণ্ডিত যে ব্যক্তি সে বিদ্যার্থ কিমত চিন্তা করে তাহা শুন। অজরামরবৎ আর ধর্ম্মাচরণ কেমন যেমত যমেতে কেশাকর্ষণ করিয়া থাকে তাদৃশ। অপর বিদ্যাবস্তু সকল দ্রব্যের মধ্যে অত্যুত্তম কহিয়াছেন তাহার কারণ এই অহরণীয় অমূল্য অপূর্ব্ব অংশীর অধিকার নাহি ও চোরের অধিকার নাহি এবং দানেতেও ক্ষয় নাহি অতএব বিদ্যারত্ন মহাধন সংজ্ঞা তাহার শক্তি কি কি বিদ্যা বিনয়দাতা বিনয় পাত্রদাতা পাত্র ধনদাতা ধন ধর্ম্ম ও সুখদাতা এ বিষয় কহিলে পুস্তক বাহুল্য হয় অতএব সংক্ষেপে কিছু কিছু কহিব। সম্প্রতি মিত্রলাভ সুহৃদ্‌ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এই চারি ভাগ।

বিদ্যার গৌরব।

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্বস্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না

(১) এই অংশ ও পরবর্ত্তী কয়েকটি অংশ পূর্ব্বে না পাওয়াতে সময়ের পর্য্যায়মত দেওয়া যাইতে পারে নাই।

জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমত পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি কোটি নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়। যেমন বংশের গুণযুক্ত ধনুক নির্গুণ কি কার্য্যের। যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদৃশ যেমন পঙ্কের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ভস্থ মনুষ্যের এই পাঁচ যোগ হইয়া থাকে আয়ু কর্ম্ম বিত্ত বিদ্যা নিধন। কিন্তু যদি কেহ ভাবে যে যা হবার তা হবে সে অতি অলসের কথা তাহার প্রমাণ যেমত রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না। অপর কুম্ভকার আপন ইচ্ছামত তাহার কার্য্য করিতে পারে তাদৃশ আত্মকৃত কর্ম্ম মনুষ্যে করিতে পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক। মুকের শোভা যাবৎ কিছু না বলে তাবৎ মাত্র। মোটা দ্রব্য চিক্কন হয় ও চিক্কন মোটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে ও শুক্লপক্ষে। সে রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিলেন। ভো ভো পণ্ডিতেরা অবধান কর। আমার পুত্রেরা নিত্য উল্টা পথগামী অতএব তাহারদের নীতি শাস্ত্রে পুনর্ব্বার জন্ম দেহ। যথা কাঞ্চন সংসর্গেতে কাচ যে তিনি বহুমূল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারণ করেন তথা সন্নিধানেতে মূর্খ যে তিনি প্রবীণতা পান। তাহার স্থল এই যদি হীনের সহিত থাকে তবে হীন মত হয় সমানের সংসর্গে সমতা হয় বিশিষ্টের সহিত থাকিলে বিশিষ্টতা পায়। অতঃপরে বিষ্ণুশর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত সকল নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতির ন্যায় কহিলেন হে মহারাজা এই সকল রাজ পুত্রেরদিগকে আমি নীতিশাস্ত্রেতে জ্ঞান করিয়া দিব বিনা ব্যাপারে কাহাকে

সুদর্শন রাজার ভাবনা।

বিষ্ণুশর্ম্মার উক্তি।

কিছু হয় না অতএব আমি মহারাজার পুত্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে যেরূপে হয় সেইরূপে নীতিশাস্ত্রেতে জ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহারাজা তাহারদিগের কারণ কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যত্তপি পাথর স্থাপন করে তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমত পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্তি হয়। অতএব বিষ্ণুশর্ম্মাকে বহু মর্য্যাদা করিয়া রাজা আপন পুত্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন। অথ রাজপুত্রেরদের অগ্রে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্যশাস্ত্র বিনোদেতে পণ্ডিতেরা কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্য কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজপুত্রেরা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক।

শিক্ষার ভারার্পণ।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন ভো ভো কুমারা। সম্প্রতি মিত্রলাভ প্রস্তাব করি। এই যাহার প্রথম কথা। আসাধন বিত্তহীন বুদ্ধিমন্ত উত্তম সুহৃদ আশু কর্ম্ম সাধক কাক কূর্ম্ম মৃগ আখু। রাজপুত্রেরা কহিতেছেন এ কি। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতে লাগিলেন।

কাক-কূর্ম্মের কথা।

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত।

মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি।

এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।

বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

বাঙ্গালা ভাষাতে।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।

(১৮০১ খৃষ্টাব্দ।)

——:০:——

হিতোপদেশ।

সংগ্রহ ভাষাতে।

পুস্তকারম্ভে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্তে প্রথমতঃ প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

জাহ্নবীর ফেণরেখার ন্যায় চন্দ্রকলা যাঁহার মস্তকে আছেন সে শিবের অনুগ্রহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হউক।

শ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কৃত বাক্যেতে পটুতা ও সর্ব্বত্র বাক্যের বৈচিত্র্য ও নীতিবিদ্যা দেন। প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের

ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক। এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতুক বিদ্যার সর্ব্ব কালে চৌরাদিকর্ত্তৃক অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব। আর বিদ্যা যদি নীচ লোকের হয় তবে সেই মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য রাজাকে পাওয়ান্ রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট ভাগ্য পাওয়ান্। বিদ্যা বিনয় দেন বিনয়েতে পাত্রতা পায় পাত্রতা হইতে ধন পায় ধন হইতে ধর্ম্ম পায় ধর্ম্ম হইতে সুখ পায়। শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা প্রতিপত্তির নিমিত্তে হন কিন্তু আদ্যা শস্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধাবস্থাতে হাস্যের নিমিত্ত হন দ্বিতীয়া শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব্বকালে আদরণীয়া হন অপর যেহেতুক নূতন পাত্রে সংলগ্ন যে চিহ্ন সে অন্যথা হয়না সেই হেতুক গল্পের ছলেতে বালকেরদের সম্বন্ধে এ গ্রন্থে নীতি কহা যাইতেছে। মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এতচ্চতুষ্টয়াত্মক নীতিশাস্ত্র পঞ্চতন্ত্র হইতে ও আর আর গ্রন্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া লিখা যাইতেছে।

বিদ্যার গৌরব।

ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাতশাস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিপথগামী আপন পুত্রেরদিগের শাস্ত্রবিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নয় সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কাণ চক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাই প্রত্যুত কাণ চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ। এবং অজাত ও মৃত ও মূর্খ ইহার মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল অন্তিম ভাল নয় যেহেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয় অন্তিম পুনঃ পদে পদে দুঃখদায়ক হয়। অপর গর্ভস্রাবও ভাল স্ত্রী অভিগমন না করাও ভাল জন্মিয়া মরাও ভাল কন্যা হওয়াও ভাল ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াও ভাল গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়াও ভাল রূপ ও ধনসমূহ বিশিষ্ট মূর্খ পুত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় সে জন্মুক নতুবা জন্মমরণধর্ম্মশালি সংসারে কে মরিয়া না জন্মে। অপর গুণিসমূহ গণনারম্ভ সম্ভ্রমেতে খড়ী যাহার না পড়ে সে পুত্রের মাতা যদি পুত্রবতী হয় তবে কহ বন্ধ্যা কেমন হয়। এবং দান ও তপস্যা ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও ধনার্জ্জনেতে যাহার মন সচেষ্ট না হয় সে মাতার বিষ্ঠামাত্র। এবং গুণবান এক পুত্রও ভাল শত শত মূর্খ পুত্রেতে প্রয়োজন নাই যেমন

সুদর্শন রাজার ভাবনা।

এক চন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারাসমূহ কিছু করিতে পারে না। এবং যে কোন পুণ্যতীর্থে অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছে তাহার পুত্র অবশ্য ধনবান ও ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হয়। সেই প্রকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। নিত্য অর্থের আগম ও অরোগিতা এবং প্রিয়া ভার্য্যা ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা ও বিনয়ী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা এই ছয় সংসারে সুখদায়ক হয়। আর গোলা গৃহের পূরণার্থ যে আড়ি তত্তুল্য অনেক পুত্রেতে কে ধন্য হয় কিন্তু কুলাচারাবলম্বী এক পুত্রও ভাল যাহাতে পিতা খ্যাত হন। অতএব এখন এই আমার পুত্রেরা গুণবন্ত করা যাউন। যেহেতুক আহার ও নিদ্রা ও ভয় ······ এই সকল ব্যবহার পশুরদের যাদৃশ মনুষ্যেরদেরও তাদৃশ কিন্তু পশুরদের হইতে মানুষেরদের অধিক ধর্ম্ম এই বিশেষ অতএব ধর্ম্মেতে হীন মনুষ্যেরা পশুরদের সমান। যেহেতুক ধর্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে একও যাহার নাই তাহার জন্ম অজার গলস্থ স্তনের ন্যায় নিরর্থক। অপরও কহা যাইতেছে আয়ু আর কর্ম্ম আর ধন আর বিদ্যা আর মরণ এই পাঁচ গর্ভস্থাবস্থাতে জীবের সৃষ্ট হয় আর অবশ্যভাবি পদার্থ সকল মহতেরও হয় ইহার দৃষ্টান্ত নীলকণ্ঠের নগ্নত্ব এবং হরির মহাসর্পশয্যা।

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।

সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করা গেল।

তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গালা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮২৯।

—:০:—

১। আরিষ্টেডিস।

খ্রীষ্টীয়ান শকের পূর্ব্বে আরিষ্টেডিস নামক একজন আথেন্স নগরে বাস করিতেন। তিনি সকল কর্ম্মে এইমত যাথার্থিক ছিলেন যে তিনি যাথার্থ্যের উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং স্বনগরবাসিরা তাঁহার অতিবশতাপন্ন হইল। আথেনীয় লোকেরদের মধ্যে এই ব্যবহার ছিল যে লোকেরদের মধ্যে যাহারা এইমত মান্য হইত যে তদ্দ্বারা স্থাপিত রাজ-শাসনের স্থৈর্য্যের বিষয়ে সংশয় জন্মিত তাহারদিগকে নগরবহির্ভূত

করিত। এই ২ গতিকে যাহারদের তদ্বিষয়ে আপনাদের সম্মতি অসম্মতি দিতে অধিকার ছিল তাহারা যে ব্যক্তিকে নগরবহির্ভূত করণের ইচ্ছা করিত তাহার নাম এক ঝিনুকের উপরে লিখিয়া আমলারদিগকে দিত। আরিষ্টেডিস লোকেদের মধ্যে এমত মর্য্যাদান্বিত ছিলেন যে তাঁহাকে এইরূপে নগরবহির্ভূত করিতে নিশ্চয় করা গেল। এই কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপিত হইয়াছিল সেই দিবসে আরিষ্টেডিস স্বয়ং সভার মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি আপনি লিখিতে না পারাতে আরিষ্টেডিসকে না জানিয়া তাঁহাকে আপন নাম ঝিনুকের উপরে লিখিতে যাচ্ঞা করিল। আরিষ্টেডিস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি তাঁহাকে জান মূর্খ প্রত্যুত্তর করিল না আমি তাঁহাকে জানি না। আরিষ্টেডিস পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখন তোমার হিংসা করিয়াছেন সে প্রত্যুত্তর করিল না। কিন্তু আমি যেখানে যাই সেইখানে আরিষ্টেডিসের যাথার্থিকতা ব্যতিরেকে আর কিছু শ্রবণ করি না এবং ইহা পুনঃ শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমি তাঁহাকে নগরবহির্ভূত করিতে চাহি। আরিষ্টেডিস আর এক কথা না কহিয়া ঝিনুক লইলেন এবং তাহাতে আপন নাম লিখিলেন। পরে সভাস্থ লোকেরা এই আজ্ঞা করিলেন যে অহিংসক আরিষ্টেডিস কেবল আপনার যাথার্থ্যের আতিশয্যের নিমিত্তে নগরবহির্ভূত হইবে।

আরিষ্টেডিসের সততা।

২। আরিষ্টেডিসের উত্তর।

আরিষ্টেডিসের দুই বিবাদির মোকদ্দমার বিচার করিতে হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন আপন বিপক্ষ আরিষ্টেডিসের বিষয়ে যত তিরস্কার বাক্য কহিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ করিতে লাগিল। আরিষ্টেডিস কহিলেন যে হে মিত্র তোমার বিপক্ষ তোমার উপরে যে হিংসা করিয়াছে তাহা বর্ণনা কর যেহেতুক আমি আপনার মোকদ্দমা করিতে বসি নাই কিন্তু তোমার মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বিচার।

৩। আরিষ্টেডিস ও কবি।

আরিষ্টেডিসের নিকটে এক জন কবির মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল কবি তাঁহাকে আপন পক্ষে ব্যবস্থা কিছু হেলাইয়া দিতে মিনতি করিল। তাহাতে আরিষ্টেডিস এই উত্তর প্রদান করিলেন যে তুমি যদি কবির ব্যবস্থার বিপরীতে সূত্র ছোট বড় লিখিতা তবে কি প্রকৃত কবির মধ্যে গণ্য হইতা অতএব আমি যদি ন্যায় অথবা ব্যবস্থার বিপরীতে কিছু আজ্ঞা করি তবে আমি কিরূপে প্রকৃত বিচারকর্ত্তার মধ্যে গণ্য হইব।

৪। সোলন।

সোলনের কোমল ব্যবহার বিষয়ে অনাথার্সিস নিত্য উপহাস করিয়া কহিতেন যে ব্যবস্থা মাকড়সার জালের মত। যেমন দুর্ব্বল মক্ষিকা তাহাতে ধরা পড়ে এবং বলবান ভ্রমর তাহা ভাঙ্গিয়া পলায় তেমন দরিদ্র অপরাধী ব্যবস্থার জালের মধ্যে ধরা পড়ে কিন্তু ধনবান ব্যক্তি তাহা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে।

সাধুভাষায় ব্যাকরণ-সারসংগ্রহ।

অর্থাৎ

সংস্কৃত মতানুযায়ি সাধুভাষায় সাধু সরল শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক

শ্রীভগবচ্চন্দ্র বিশারদ কর্ত্তৃক রচিত

এবং

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহায়তাতে

প্রকাশিত হইয়া

শ্রীযুত ব্রজনাথ বসুর দ্বারা

চোরবাগানের এংগ্লোইণ্ডিয়ান্ ছাপাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বাং সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল।

ভূমিকা।

বহুকালাবধি এই ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদিগের অধিকার থাকাতে অনেক স্থানে অনেক লোকেরই প্রায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার ছিল এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঐ ভাষা সমাদরপূর্ব্বক অনুশীলন হেতুক প্রবলতর হইলে উত্তরোত্তর তাহাতে উত্তমোত্তম গ্রন্থ বাহুল্য হইতে ছিল। পরে তত্তদ্‌গ্রন্থরচনাদি নিয়ম নির্দ্ধারণার্থে অনেক অনেক প্রকার পাণিনিপ্রভৃতি ব্যাকরণ রচনা করিলে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ সংক্ষেপে নির্ব্বাহার্থে বহুবিধ শাস্ত্রপারদর্শী বিপ্র শ্রীবোপদেবাদিকর্তৃক মুগ্ধবোধাদি বিবিধ গ্রন্থও সংগৃহীত হইতে ছিল, এবং তৎকালে সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণ ব্যবহারার্থে সাধুদিগের সংস্থাপিত সংস্কৃতভাষানুযায়ি ভাষা সাধুভাষা নামে প্রচলিত ছিল। অনন্তর ঐ হিন্দুরাজ্যে যবনাধিকার হইলে তাহাদের স্বভাষা প্রতি প্রয়াস থাকাতে প্রথমতঃ ঐ সংস্কৃত ভাষায় অনাদর জন্মিল এবং যাবনিক ভাষা রাজকীয় ভাষা হওয়াতে সুতরাং স্বয়ং তাহার প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল অপর অর্থকরী বিদ্যা প্রশংসার্হা সর্ব্বজনমনোনীতা ইত্যর্থে

বঙ্গভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য

ঐ রাজকীয় ভাষা সর্ব্বত্র যবনদিগের এবং অনেকানেক হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইল, অর্থাৎ অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ত্যাগ করিয়া সাধুভাষার চলন পূর্ব্বক সপ্রবন্ধ পারস্য ভাষাভ্যাসে তৎপর হইল এবম্প্রকারে অন্যান্য হিন্দুদিগেরও কার্য্যবশাৎ ঐ ভাষা প্রতি প্রযত্ন এবং স্বভাষা প্রতি সম্যক্ অনুৎসাহ জন্মিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমশঃ যাবনিক ভাষাও সাধুভাষা উভয়ভাষা এরূপ মিশ্রিতা হইল যে তাহার প্রভেদ প্রবোধের অসম্ভব সুতরাং তদ্দ্বারা কেবল সাধুভাষার ব্যবহার না থাকাতে তদ্ভাষার নিয়ামক কোন ব্যাকরণ কোন বিজ্ঞকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় নাই কিন্তু সম্প্রতি সাম্প্রতিক রাজ্যাধিকারি অতি বিচক্ষণ নানাভাষা সুবিজ্ঞ গুণগ্রাহি গুণাকর শ্রীল

গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ।

শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত ভাষা অর্থাৎ পারস্য ভাষায় অনাদর পূর্ব্বক এতদ্দেশে ঐ সাধুভাষা প্রবলীকৃত হওয়াতে আধুনিক অনেক প্রকার গ্রন্থ উক্ত ভাষায় অনুবাদিত বা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অতএব ঐ সাধু ভাষার ব্যাকরণ এক্ষণে অত্যাবশ্যক কারণ সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতীত সাধুভাষা রচনাদি জ্ঞান হওয়া সুকঠিন এবং ঐ সংস্কৃত ভাষাও এমত কঠিন যে তাহাতে বহুতর পরিশ্রম ব্যতিরেকে সুন্দররূপে শিক্ষা সিদ্ধি সম্ভাব্য নহে এবং অন্যভাষা ও সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান এক কালে কৃতিসাধ্যকরা অসাধ্য ও বর্ত্তমান রাজকীয় ভাষা অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ভাষারও যেরূপ প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ তাহার প্রতি লোকের যাদৃশ অনুরাগ তাহাতে স্বদেশীয় ভাষাপ্রতি বিশেষরূপে বীতরাগ বোধ হইতেছে অতএব কাহারও কেবল সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাতে সম্যক্ প্রবৃত্তি হয় না এবং তত্তন্নিয়মনির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ঐ সাধু ভাষার কোন ব্যাকরণও অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত হয় নাই তবে যে কোন মহাশয়েরা যে যে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষানুযায়ি সাধু ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে সমুদায় ইতর ভাষাজ্ঞান জন্মিতে পারে অতএব আমি ঐ সাধুভাষার ব্যাকরণ এতদ্দেশে বিশেষোপকারার্থ বহুতরায়াসপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মুগ্ধবোধাভিধেয় সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থূলার্থ সংক্ষেপে সংগ্রহ

সাধুভাষার ব্যাকরণ।

করিয়া সাধু ভাষায় সাধু ভাষার এই ব্যাকরণসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইহাতে বর্ণলিপিজ্ঞানপূর্ব্বক সন্ধিজ্ঞান এবং সংজ্ঞাদি প্রভেদপ্রতীতিযুক্ত কারকাদি ভেদজ্ঞানপূর্ব্বক শব্দজ্ঞান এবং বিভক্তি জ্ঞান সহিত কালাদিভেদজ্ঞান সম্বলিত ক্রিয়া ভেদজ্ঞান ও সমাস তদ্ধিতজ্ঞান এবং গদ্যপদ্য রচনা রীতিজ্ঞান ও অন্বয়জ্ঞান অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেক কিন্তু যদিও বিবিধ বিদ্যাবিদ্বদ্বিজ্ঞ মহাশয়দিগের সমীপে উপহাসার্থ হইব তথাপি গুণাকর রসজ্ঞ মহাশয়েরা সরসসরলান্তঃ-করণে স্বাভাবিক গুণে দোষক্ষেপণ করিয়া ইহার রসাস্বাদনে তৎপর

অবশ্যই হইবেন। তাঁহাদিগের নামেই ইহার পরিণাম দর্শাইতেছে। তত্র প্রমাণং গুণগ্রাহ্যবিসম্বাদী নামাপি হি মহাত্মনাং। যথা সুবর্ণশ্রীখণ্ড রত্নাকরসুধাকরাঃ। অতএব ইত্যাশয়ে গুণগ্রাহি মহাশয়দিগের প্রতি বিনীতিপুরঃসর মদীয় নিবেদন এই যে মৎপ্রতি কৃপাবলোকন করিয়া এতৎপ্রতি কটাক্ষপ্রদানে নিতান্তাধীনজনমানসোল্লাসপ্রকাশে প্রবৃত্তি করুন ইতি।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

বাঙ্গলা উদাহরণ-সম্বলিত ইংরাজী গ্রন্থ—১৮৫০ খৃঃ।

এই পুস্তক শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। এই পুস্তকের নাম—'Introduction to the Bengali Language.'

প্রশ্ন। আমি এ দেশে অনেক প্রকার পোষাক দেখিতে পাই, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল বর্ণনা কর দেখি।

উত্তর। সাহেব, এ দেশের সাধারণ পরিচ্ছদ ধুতি ও উড়নি অথবা চাদর, কেবল প্রকাশ্য কার্য্যালয়ে, দরবারে, অথবা কোন সাহেবের নিকট যাইতে হইলে পাগড়ি, জামা ইত্যাদি পরা যায়, নতুবা বাটীতে প্রায় কেবল ধুতি পরিয়া থাকি, এবং কোন স্থানে যাইতে হইলে ধুতি পরি ও চাদর দোসুট করি, ইদানীন্তন নব্য বিষয়িদের মধ্যে সাধারণ পোষাকে অঙ্গরাখা চলিত হইয়াছে অর্থাৎ নব্যতন্তর কি ঘরে কি বাহিরে প্রায় এক মের্জাই বা পিরাহন পরিয়া থাকেন।

প্রশ্ন। তোমাদের দরবারের পোষাক এমত না২ প্রকার কেন?

উত্তর। দরবারের পোষাক লোকের স্ব ২ পদানুসারে বিবিধ হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র পদস্থ ব্যক্তি ধুতি চাদর ও অঙ্গরাখা পরে ও মাতায় এক-খানা কাপড় জড়াইয়া পাগড়ি বান্ধে, যাহারা তাহা হইতে উচ্চ পদস্থ তাহারা ধুতি চাদর ও চাপকান, মোজা, বান্ধা পাগড়ি ও চাদর ইত্যাদি পরিধান করেন।

প্রশ্ন। কোন২ লোক আমারদের বীবী লোকের মত গৌন পরে কেন?

উত্তর। সাহেব তাহার নাম যোড়া, সে অতি সম্ভ্রমসূচক পরিচ্ছদ, এ দেশে সম্ভ্রান্ত প্রবীন লোক সকল প্রায় যোড়া পরিয়া থাকেন, কিন্তু নব্য বাবুরা অনেকে তাহা পসন্দ করেন না।

প্রশ্ন। ইজার চাপকান, কাবা, যোড়া ও বান্ধা পাগড়ি মোসলমানেরাও তো পরিয়া থাকে।

উত্তর। তথাপি কিছু বিশেষ আছে যদ্দারা হিন্দু মুসল্‌মান্ চিনা যায়, অর্থাৎ মুসল্‌মানেরা খিদ্‌মত্‌গার অথবা মোগলদিগের ন্যায় পাগড়ি মাতায় দেয়, হিন্দুরা কাবার সঙ্গে পাতলা শোলার ঠাটের উপর চোনাট করা বান্ধা পাগড়ি পরে, ও যোড়ার সঙ্গে খিড়্‌কিদার পাগড়ি ব্যবহার করে।

প্রশ্ন। আমি দেখিতে পাই যে এ দেশীয় অনেক মোসল্‌মান্ ধুতি চাদর ও মেরজাই ব্যবহার করে।

উত্তর। বটে, কিন্তু প্রায় সকল মুসল্‌মানে তাহার সঙ্গে একটা টুপি পরে; কিন্তু হিন্দুরা তাহা প্রায় পরে না, এবং মুসল্‌মান্‌দের কাবা চাপকান প্রভৃতির বাঁদিগে কাটা বা খোলা থাকে, কিন্তু হিন্দুদিগের ডাইন্ দিকে।

প্রশ্ন। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা কিমত পোষাক করে?

উত্তর। সধবা ও অবিবাহিতা স্ত্রীরা শাড়ি পরে ও অলঙ্কার গায় দেয়; বিধবা কেবল এক ভুনি পরে; অলঙ্কার পরে না।

প্রশ্ন। আমি যে কোন ২ স্ত্রীলোককে কাঁচলি পরিতে ও চাদর গায় দিতে দেখিয়াছি।

উত্তর। তাহারা তবে মুসল্‌মান্ কিম্বা খোট্টাহিন্দু হইবে। মুসল্‌মান্ স্ত্রী-লোকেরা পাজামা ও জুতাও ব্যবহার করে, এ দেশীয় হিন্দুদের মধ্যে কেবল বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে উক্তরূপ পোষাক পরিয়া থাকে।

প্রশ্ন। অনেক স্ত্রীলোককে মাতায় রাঙ্গা গুড়া দিতে দেখিতে পাই; ইহার ভাব কি?

উত্তর। সে সধবার চিহ্ন, সধবাকে অবশ্য সিঁতায় সিন্দূর দিতে ও অলঙ্কার পরিতে হয়, অবিবাহিতা স্ত্রী কেবল কপালে সিন্দূর দেয় এবং বিবাহিতা স্ত্রী কপালে ও সিঁতায় সিন্দূর দেয়। কিন্তু বিধবারা কখন সিন্দূর ব্যবহার করে না। বেশ্যারা অবিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় সিন্দূর ব্যবহার করে।

প্রশ্ন। মফসলে কি হিন্দু কি মোসল্‌মান প্রায় একই রূপ বেশ করে?

উত্তর। নীচ মুসল্‌মান্ ও হিন্দুদিগের পোষাক প্রায় একরূপ—অর্থাৎ উভয়েই ধুতি চাদর ব্যবহার করে।

প্রশ্ন। তবে তাহারদিগকে কেমন করিয়া প্রভেদ কর?

উত্তর। দুই প্রকারে। হিন্দু ব্রাহ্মণ হইলে পৈতা ধারণ করে এবং শূদ্র হইলে কাষ্ঠের মালা পরে, কিন্তু মুসল্‌মান্‌দের এ সকল থাকে না, অধিকন্তু মুসল্‌মান্‌রা প্রায় দাড়ি রাখে ও মাতা

মুড়ায়। হিন্দুরা দাড়ি রাখিলে আর দাড়ি গোঁপ ও মাতার কোন অংশ কামায় না ও ছাটে না, কিন্তু মুসল্‌মানেরা দাড়ি ছাটে ও তাহার আশ পাশ কামায় ও গোঁপের মধ্যখানে কামায় বা ছাটে এবং হয় মাতায় থর রাখে নয় মাতা মুড়ায়।

প্রশ্ন। তোমাদিগের মধ্যে কেহ গোঁপ রাখে, কেহ রাখে না, কেহ খাট চুল রাখে, কেহ লম্বা চুল রাখে, কেহ পাশে খাট মধ্যে লম্বা রাখে, কেহ বা কেবল এক টিকি রাখে—এবিষয়ে কি শাস্ত্রে কোন নিয়ম আছে?

উত্তর। তান্ত্রিক পূজা করিবার সময়ে চুলে গিরা দিতে হয়—লম্বা চুল রাখার এই এক নিয়ম আছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এ দেশের রীতি এই যে সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়িরা প্রায় টিকি রাখিয়া থাকেন, ও গোঁপ রাখেন না এবং আর আর প্রবীণেরা প্রায় তাহার অনুরূপ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন। কোন কোন সাহেব লোক আমাকে বলিয়াছেন যে পণ্ডিতেরা টিকি রাখেন তাহার কারণ এই যে তাঁহারদিগকে টিকি ধরিয়া স্বর্গে তুলিবে।

উত্তর। সাহেব, এ কৌতুক মাত্র, এক্ষণে নব্য তন্ত্রে প্রায় খাট চুল রাখেন ও ইংরাজদিগের ন্যায় মাতা কামান না।

প্রশ্ন। তোমারদিগের ভট্টাচার্য্যেরা কেমন বেশ করিয়া থাকেন?

উত্তর। তাঁহাদের মাতা ও মুখের শোভা তো উপরে কহিয়াছি, পোষাকের মধ্যে ধুতি উঢ়নি, তাহা তসর কিম্বা গরদ হইলে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র পরিচ্ছদ হইল।

প্রশ্ন। পবিত্র হওনের অর্থ কি?

উত্তর। সূতার কাপড় পরিয়া রাত্রিবাস করিলে, আহার, শৌচক্রিয়াদি করিলে, অস্পর্শীয় দ্রব্যাদি স্পর্শ করিলে অশুচি হয়, তখন তাহা পরিয়া পূজাদি হয় না, তাহা আবার জলে না কাচিলে শুদ্ধ হয় না, কিন্তু রেসম ও পশমের কাপড় অশুচি হয় না এবং যদি হয় তবে ঝাড়িলেই শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন। পণ্ডিতেরা ভদ্রলোকের মত অঙ্গরাখায় অঙ্গাবরণ করেন না কেন?

উত্তর। তাহাতে যে সেলাই আছে, এবং সেলাই করা কাপড় যে অপবিত্র।

প্রশ্ন। তাহারা শীতকালে কি করেন?

উত্তর। হামাম, বনাত, কিম্বা অন্য কোন পশমের কাপড় অথবা অবস্থানুসারে শাল গায় দেন।

প্রশ্ন। শালে তো সেলাই থাকে।

উত্তর। সাহেব, সে বহুমূল্য বস্ত্র, তাহা অপবিত্র বলিতে পারিয়া উঠেন না।

প্রশ্ন। পায় জুতা দেন তো?

উত্তর। জুতা হরিণের চর্ম্মের পাইলে দেন।

প্রশ্ন। কেন? গরু তো তাঁহারদের দেবতা, গোরুর চাম শুদ্ধ নয় কেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় বিবরণ History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৯৮৯-৯৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন উপবেশন ভোজন সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম। ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন। এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখন কখন তিনি সঙ্কল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং সেই সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল। "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।" দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং কীর্ত্তন হইত তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না। তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন এবং স্বহস্তে অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে

দিদিমার ভক্তি।

আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না। তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল কার্য্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল এবং ধর্ম্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা-গোঁসায়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মের অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল। আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাটীতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভালবাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া শান্তভাবে সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা আর নাই। কিন্তু কত দিন পরে কত অন্বেষণের পরে আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি। দিদিমা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে বলেন, আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না তোমাকেই দিব। পরে তিনি তাঁহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলিন টাকা ও মোহর পাইলাম। লোককে বলিলাম যে আমি মুড়ি মুড়কি পাইয়াছি। ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে "যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারিতিস্ নে"। কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, "তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি তেমনি আমি তোরদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না"। গঙ্গাতীরে লইয়া একটী খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি,—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে"। বায়ুর সঙ্গে তাহার অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর

শ্মশান-বৈরাগ্য।

একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠার বৎসর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি ঈশ্বর কি কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমিত প্রস্তুত ছিলাম না তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলিটী ঊর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোক চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন, "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল"। দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন তেমনি পরকালেরও বন্ধু।

দিদিমার মৃত্যু।

মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের যূপকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুঁতিয়া আসিলাম। এই কয়দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া গেল। পরে দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন

সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব তাহার জন্য মনে বড় ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। এ স্থলে ভাগবতের একটী উপাখ্যানের সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে পারে।

ব্যাকুলতা।

নারদ বেদব্যাসের নিকট আপনার কথা বলিতেছেন,—"আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন এক ঋষির দাসী-পুত্র ছিলাম। ঐ ঋষির আশ্রমে বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতাম। ক্রমশঃ আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিল এবং মনে হরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। পরে ঐ সমস্ত সাধু আশ্রম হইতে বিদায় লইবার কালে কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-রহস্য শিক্ষা দিয়া যান। ইহা দ্বারা আমি হরি-মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট জানিতে পারি। জননী ঋষির দাসী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। 'একাত্মজা মে জননী।' আমি কেবল তাঁহারই জন্য ঐ ঋষির আশ্রম ত্যাগ করিতে পারি নাই। একদা তিনি নিশাকালে গো-দোহন করিবার জন্য বাহিরে যান। পথে একটি কৃষ্ণসর্প পাদস্পৃষ্ট হইবামাত্র তাঁহাকে দংশন করে এবং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটী আমি স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির বড় সুযোগ মনে করিলাম এবং একাকী ঝিল্লিকাগণনাদিত এক ভীষণ মহাবনে প্রবেশ করিলাম। পর্য্যটন-শ্রমে আমার অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা পাইয়াছিল। আমি এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। মন প্রশান্ত হইল। অনন্তর আমি এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম এবং সাধুগণের উপদেশ অনুসারে আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন ভাবে আপ্লুত, নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি যার পর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই শোকাপহ কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আর পাইলাম না। তখন আতুরের ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া পড়িলাম, ইত্যবসরে সহসা এক দৈববাণী হইল—'এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহারা যোগে অসিদ্ধ তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার তোমাকে দেখা দিলাম ইহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য।'"

নারদের প্রথম ব্রহ্ম-দর্শন।

আমার ঠিক এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আমি সেই রাত্রিকালের আনন্দ না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাই আবার আমার

অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দিল। কেবল নারদের এই উপাখ্যানের সঙ্গে আমার একটী বিষয়ের মিল হয় না। তিনি প্রথমে ঋষিদিগের মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বে উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথায়ও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।

বিলাসের মধ্যে ভগবানের দয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কল্পতরু।

দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে আজি আমি কল্পতরু হইলাম। আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা কিছু চাহিবে তাহাকে আমি তাহাই দিব। আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু বলিলেন যে, আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দিন, এ ছবি-গুলান দিন, ঐ জরির পোষাক দিন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সকলই দিলাম। তিনি পরদিন মুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিষ লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল আর আর বহুমূল্য গৃহসজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। এইরূপে আমার সকল আস্‌বাব বিলাইলাম কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ সেই বিষাদ, তাহা আর ঘুচে না। কিসে শান্তি পাইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক এক দিন কোচে পড়িয়া ঈশ্বর-বিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কোচ হইতে উঠিয়া ভোজন করিয়া আবার কোচে কখন পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না,—আমার বোধ হইতেছিল, যেন আমি বরাবর কোচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটী খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।

বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটী বাহির হইল,—"হবে, কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" এই আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধি-স্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটী মুক্তকণ্ঠে গাইতাম। তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। সংস্কৃতভাষার উপর আমার বালককালাবধিই অনুরাগ ছিল। চাণক্যের শ্লোক যত্নপূর্ব্বক তখন মুখস্থ করিতাম। কোন একটী ভাল শ্লোক শুনিলে অমনি তাহা শিখিয়া লইতাম। তখন আমাদের বাটীতে একজন সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি, নিবাস বাঁশবেড়ে। তিনি অগ্রে গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন। পরে আমাদের হন। তিনি সুপণ্ডিত ও তেজস্বী। আমার বয়স তখন অল্প, তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন বলিলাম, আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িব। তিনি কহিলেন, ভালইত আমি তোমাকে পড়াইব। তখন চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম এবং ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, মুখস্থ করিতে লাগিলাম। সংস্কৃতভাষায় প্রবিষ্ট হইবার জন্য চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ পড়িবার আমার প্রথম উৎসাহ। একদিন চূড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ আস্তে আস্তে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন, কহিলেন, এই লেখাতে সহী করিয়া দেও। আমি বলিলাম কি লেখা? পড়িয়া দেখ। তাহাতে লেখা আছে যে, তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহী করিয়া দিলাম। চূড়ামণির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, তিনি বলিলেন আর আমি অমনি তাহাতে সহী করিয়া দিলাম। তাহার বিষয় আমি তখন কিছুই প্রণিধান করিলাম না। কিছুদিন পরে আমাদের সভাপণ্ডিত চূড়ামণির মৃত্যু হইল। তখন শ্যামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া আমার নিকট আসিলেন, কহিলেন যে, "আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়, এখন আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন আপনি পূর্ব্বেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন।" আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম এবং তদবধি শ্যামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কিসে পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, মহাভারতে। তখন আমি তাঁহার

সংস্কৃত শিক্ষা।

শ্যামাচরণের ভার-গ্রহণ।

নিকট মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটী শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা এই,—"ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ। অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাপ্তভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বং॥" তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, তোমরা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। মহাভারতের এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল। আমার সংস্কার ছিল যে, সকল ভাষাতেই বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষার ন্যায় বিশেষ্যের অগ্রে বিশেষণগুলি থাকে, কিন্তু সংস্কৃতে দেখিলাম যে, বিশেষ্য এখানে, বিশেষণ সেই সেখানে। এইটী আয়ত্ত করিতে আমার কিছু দিন লাগিয়াছিল। আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি। ধৌম্য ঋষির উপাখ্যানে উপমন্যুর গুরুভক্তির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। এখন তো ঐ বৃহৎ গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া অনেকের পাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু তখনকার কালে ঐ মূল গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিত। আমি ধর্ম্ম-পিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি। এক দিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব সেই অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার্য্য। অগ্নি স্পর্শমাত্র সমস্তই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কই, ভরসা কই? আবার ভাবিলাম যেমন ফটোগ্রাফের কাচ-পাত্রে সূর্য্য-কিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ, বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য-বস্তুর একটা অবভাস হয় ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল। কিন্তু একজন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট। সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু আমি ইহাতে কিরূপে তৃপ্ত হইব? আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য,—অন্ধ বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরও বাড়িতে লাগিল, এক এক বার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।

জ্ঞান-লাভের উপায় কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্য-কিরণের একটী রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন-পোষণের একটী লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটী কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না,—চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটী চেতনাবান্ পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্যপান করে, ইহা কে তাহাকে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎ-সংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ।

বহু পূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল। আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা। তিনি অনন্তজ্ঞানস্বরূপ, যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়েন নাই। কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীও নহেন,—তিনি আমাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। এই খানেই পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত

পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত।

পড়িল। সৃষ্টির কৌশল চিন্তায় স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয় পাই। নক্ষত্র-খচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনন্ত, এই সূত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্ত-জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি, তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনা-কর্ত্তা নহেন, তাহা হইতে উচ্চ, তিনি ইহার সৃষ্টি-কর্ত্তা। এই সৃষ্ট বস্তু সকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল ও পরতন্ত্র। ইহাদিগকে যে পূর্ণজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র। সেই নিত্য সত্য পূর্ণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়। কতদিন ধরিয়া এইটী আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞানপথ অতি দুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে সায় দেয় কে? কিরূপ সায়? যেমন পদ্মায় মাঝির নিকট হইতে আমি একটা সায় পাইয়াছিলাম, সেইরূপ সায়।

আমি একবার জমিদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়ীতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তখন বর্ষাকাল আকাশে ঘোর ঘনঘটা, বেগে বায়ু উঠিয়াছে। পদ্মা তোলপাড় হইতেছে, মাঝিরা ভারি তুফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল। সেই কিনারাতেও বোট স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহুদিন বিদেশে, শীঘ্র বাড়ীতে আসিতে বড় ইচ্ছা। বেলা চারিটার সময়ে একটু বাতাস কমিলে আমি মাঝিকে বলিলাম যে, এখন নৌকা ছাড়িতে পারিবি? সে বলিল, হুজুরের হুকুম হয় তো পারি। আমি মাঝিকে বলিলাম, তবে ছাড়। তার পর দেখি সময় চলিয়া যায় তবু নৌকা ছাড়ে না। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু ছাড়ে না। মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই যে বল্লি, হুজুরের হুকুম হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারি, আমি তো হুকুম দিয়াছি তবে এখনও ছাড়িলি না কেন? এখন একটু ঝড় থেমেছে, আবার কখন ঝড় উঠিবে তাহার ঠিক নাই। যদি ছাড়িতে হয় তো এখনি ছাড়। সে বলিল যে, বৃদ্ধ দেওয়ানজী বলিলেন,—"ওরে মাঝি, এমন কর্ম্ম কি করিতে হয়? একে এই সরদার মোহানা, কূল-কিনারা কিছুই দেখা যায় না, তাহাতে শ্রাবণের সংক্রান্তি। ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা কিনারাতেই থাকিতে পারিতেছে না। তুই কিনা এই অবেলায় এহেন পদ্মায় পাড়ি

দিতে চাস্?" দেওয়ানজীর এই কথায় ভয় পেয়ে আমি নৌকা ছাড়িতে পারি নাই। আমি বলিলাম ছাড়্। সে অমনি নৌকা খুলে পাইল তুলে দিলে। অমনি বাতাসের এক ধাক্কায় নৌকা পদ্মার মধ্যে চলিয়া গেল। হাজার নৌকা কিনারায় বাঁধা ছিল তাহারা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল, এখন যাবেন না যাবেন না। তখন আমার হৃদয় ডুবিয়া গেল। কি করি আর ফিরিবার উপায় নাই—নৌকা পাইল পাইয়া শাঁ শাঁ করিয়া চলিতে লাগিল। খানিক গিয়া দেখি যে তরঙ্গে তরঙ্গে জল ফাঁপিয়া সম্মুখে যেন একটা দেওয়াল উঠিয়াছে। নৌকা তাহাকে ভেদ করিতে ছুটিল, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময় অদূরে দেখি, একখানা ডিঙ্গি হাবুডুবু খাইতে খাইতে মোচার খোলার মত ওপার হইতে আসিতেছে। তাহার মাঝি আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ভয় নাই, চলে যান"। আমার উৎসাহে উৎসাহের স্বর মিশাইয়া এমন ভরসা দেয় কে? আমি এইরূপ সায় চাই। কিন্তু হা! তা আর কে দিবে?

কে সাহস দিবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল,—আমার চেতন হইল, আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটী হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটী হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখন কড়াই শুটী ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার, রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালীকে বলিলেন, যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা

রামমোহন রায়।

কাঠের দোলা ছিল, রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, ব্রাদার, এখন তুমি টান।

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকেই বাড়ী বাড়ী যাইতে হইত। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া বলিলাম—রামমণি ঠাকুরের নিবেদন তিন দিন আপনার প্রতিমা-দর্শনের নিমন্ত্রণ। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ব্রাদার, আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল। এত দিন পরে সেই কথার ভাব ও অর্থ বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, রামমোহন রায় যেমন কোন প্রতিমা-পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইল। তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম।

পৌত্তলিকতার প্রতিকূলতা।

আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া সঙ্কল্প করিলাম যে, পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না, যদি কেহ যাই তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না। তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় আমার পিতা দালানে যাইতেন। সুতরাং তাঁহার ভয়ে আমাদেরও তখন সেখানে যাইতে হইত। কিন্তু প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত আমরা তখন দাঁড়াইয়া থাকিতাম— আমরা প্রণাম করিলাম কি না কেহই দেখিতে পাইত না।

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদয় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশ ভাব, তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্য বশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সারিয়া শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি ইহার মধ্যে এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে। এই বলিয়া

আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধনরক্ষক। আমি তাঁহার সহকারী। ১০টা হইতে যতক্ষণ না কায নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সে দিন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ্য হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আমার বৈঠকখানায় তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে আমাকে বুঝাইয়া দেও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতেরা ত ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি বলিলেন এ তো সব ব্রহ্মসভার কথা,—ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম তবে তাঁহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন, এ যে ঈশোপনিষৎ। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং।" যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল—আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, "ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর"। ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলি পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই ঈশ্বরেরই করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, তাই "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" এই গূঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি কথাই শুনিলাম—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন।

সেই পরম ধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। কেবল তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ। আমি চিরদিন যাহা চাহিতেছি ইহা তাহাই বলে।

কালীকমল সার্ব্বভৌম-প্রণীত

"বগুড়া-বৃত্তান্ত"

গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীযুক্ত গোপালদাস কুণ্ডু মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত।

(উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।)

পীর খাঁ নাজিরের বৃত্তান্ত। পীর খাঁ নাজির প্রথমতঃ জিলা নাটোরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আরদালির বরকন্দাজ ছিলেন। তৎপর ঐ জেলার বালাগণ্ডির জমাদার, তৎপর বগুড়ায় আসিয়া সদর থানার জমাদার হন। অনন্তর কোন কার্য্য গতিকে থানার দারোগা বিদায় লইলে ঐ দারোগাগিরি কর্ম্ম একটীন করেন। তৎপর এ জেলার ফৌজদারী আদালতের বহালি নাজির হন। নাজির হইয়া জিলার তাবত লোকের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করায় সমুদায়ের কোপভাজন হন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় হঠাৎ কেহ কিছু করিতে পারে নাই। তৎপর আসজ্জমা চৌধুরীর সহিত এই কুঠীতে কতকগুলিন কোওয়া খরিদের কারণ ভোক্ত খাতা ছিল, ঐ খাতায় যে সকল লোক দাদনের টাকা পাইত তাহাদিগের নাম থাকিত। তদ্ভিন্ন উহাতে মিছামিছি কতকগুলিন লোকের নাম লেখা থাকিত। বৎসর বৎসর নিকাশের সময় দুইলক্ষ আড়াইলক্ষ টাকা বিলাত বাকী দেখান হইত। ঐ বাকীর টাকাটী দেওয়ান প্রভৃতি কুঠীর যাবতীয় কর্ম্মকারক অংশাঅংশী করিয়া লইত। বাস্তবিক বিলাত পড়িত না। এ্যাবল সাহেব গোয়েন্দা দ্বারা এই বিষয়ের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া কুঠীর কর্ম্মকারকদিগের নিকট ২০০০০০৲ লক্ষ টাকা আদায় করেন। অন্য সাহেবেরা প্রোক্ত বিশ্বাসঘাতকতার বিন্দুবিসর্গও টের পান নাই। শিবশঙ্কর দাস এমন কুহক জালে সাহেবদিগকে আবদ্ধ করিত যে, তাহা হইতে সাহেবেরা

কখন মুক্ত হইতে পারিতেন না। শিবশঙ্কর দাস একদিন পীর খাঁ নাজিরের সহিত টক্রাটক্রি (১) দেওয়ার জন্য রেশমের কুঠীর ২০০০ হাজার তলবদারকে একবারে দেখিতে পারিত না। রেশম কুঠীর কারবার যৎকালে বগুড়ায় ছিল, তখন বগুড়া জেলা হইয়া এখন যেমন জাঁক জমক হইয়াছে, এই প্রকার জাঁক জমক ছিল। তৎকালে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আসজ্জমা চৌধুরী আর বগুড়াবাসী কতকগুলি নিষ্পীড়িতা বারবণিতা পীর খাঁর নামে কলিকাতায় গিয়া অভিযোগ করিলে পর, ঐ দুর্বৃত্ত নাজিরের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ার পর নাজির কর্ম্মচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন। এই সূত্রে বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ বেঙ্গেন সাহেবও একবারে ডিস্‌মিস্ হন। পীর খাঁ নাজিরের অপর দৌরাত্ম্যের কথা বলিব। এইক্ষণ যে স্থলে সার্কেট হাউস আছে ঐ সার্কেট হাউসের উত্তর যে একটী পুষ্করিণী দেখা যায়, ঐ পুষ্করিণীটী পীর খাঁ নাজির কেবল কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা খনন করাইয়াছিলেন। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং। দেখ পীর খাঁ নাজির অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া অবশেষে বেড়ি পড়িয়া ও মাটী কাটিয়া কারাগারে বিষ্টা মূত্রে পরিপূর্ণ হইয়া মরিয়া গেল। পীর খাঁ নাজির মরিলে পর উহার পরিবার কে কোথায় গেল এবং অন্যায় উপার্জ্জিত ধন দৌলতই বা কোথায় রহিল তাহার কিছুই ঠিকানা হইল না। পীর খাঁ নাজির যদি লেখা পড়া জানিত ও সচ্চরিত্র হইত তাহা হইলে তাহার এরূপ দুর্গতি কখনই হইত না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঙ্গালা গদ্য।

বিদ্যাসুন্দরের ভূমিকা।

(১লা আষাঢ়, ১২৬২ বাং।)

বঙ্গভাষা-ভূষিত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তত্তৎপ্রচরক পুরাতন কবি-কদম্বের জীবন-চরিত সংগ্রহপূর্ব্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি প্রায় দশবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতিনিয়তই উৎসাহ-রথের চালনা করিতেছি এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন মন জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রা ও আর আর কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাস্থানী হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। স্থানবিশেষে গমন পূর্ব্বক প্রার্থিত পদের ব্যাপারে কৃতকার্য্য

কাব্য-সংগ্রহে অসাধারণ শ্রম।

(১) টক্রাটক্রি=তর্কাতর্কি=বাদপ্রতিবাদ=বিরুদ্ধাচরণ।

হইতে পারিলে তৎপ্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিতেছি যেন এই পদ দ্বারা অদ্য ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলাম কি শিবপদ প্রাপ্ত হইলাম কি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হইলাম। তৎকালে পূর্ব্বকার সকল দুঃখ এক কালেই দূর হইয়া যায় সমুদয় উদ্যোগ সমুদয় যত্ন এবং সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকি। অপিচ সমুদয় প্রকার চেষ্টা দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ আক্ষেপ করিয়াই অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করি। অধুনা এই বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের অপর কোন আমোদেই আমোদ বোধ হয় না অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না কিছুতেই মন স্থির হয় না অনবরত মনে মনে শুদ্ধ পুরাতন কবিতার ভাবনাই করিতেছি। মনের মত একটী কবিতা প্রাপ্ত হইলে আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না তখন বোধ হয় যেন এই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

রামপ্রসাদ সেন।

দশবৎসর পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড়বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্ত দর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার প্রণীত কালী-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরস-প্রধান মধুর গান এবং অবস্থা ভেদের শান্তি করুণা হাস্য ভয়ানক অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রসঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষমাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, প্রভৃতি।

অনন্তর ৺রামনিধি সেন অর্থাৎ নিধু বাবু। ৺হরু ঠাকুর। ৺রাম বসু। ৺নিতাই দাস বৈরাগী। ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। ৺রাসু ও নৃসিংহ। এবং আর আর কয়েকজন মৃত কবির জীবন-চরিত ও কবিতাকলাপ এক এক মাসের প্রথম দিনের পত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছি। সেই সমস্ত বিষয় পাঠক মাত্রেরি পক্ষে সম্যক্ প্রকারে সন্তোষকর হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে তাহার কোন বিষয়টীই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয় নাই কেবল সংবাদপত্রে পত্রস্থ করিয়াই রাখিয়াছি। অবিলম্বে মূল্য-নির্দ্দিষ্টপূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিব এমত মানস করিয়াছি। ফলে মনোময় পরম পুরুষের মনে কি আছে বলিতে পারি না। কোনরূপ দৈব ঘটনা দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে উৎসাহের কুৎসা···রণ পূর্ব্বক অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব নচেৎ এই পর্য্যন্তই শেষ করিতে হইল।

ইহাতে এতদ্রূপ আশঙ্কা করণের কারণ এই যে এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্য্যোগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনুষ্ঠান করণমাত্র গাত্র-পাত্র অমনি বিষম ব্যাধির আধার হইয়াছে। অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া দুইমাস কাল শয্যা-সারপূর্ব্বক অপর কয়েক মাস নৌকাযোগে কেবল জলে জলে বহুস্থলে ভ্রমণ করিলাম অথচ অদ্যাপি সুস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সবলাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতাসংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই। রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিহার করিয়াছি তথাচ এ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করি নাই। সুপ্তির যথার্থরূপ তৃপ্তি-ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছিল অথচ স্বপ্নে স্বপ্নে এমত অনুমান হইয়াছে যেন আমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যসাধন করিতেছি।

পীড়াজনিত বিঘ্ন।

আমি সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি এমন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না কেন না একে ধনাভাব তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাস হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেকাংশেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা হউক আমরা এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি এবং ইহার পর যত দূর সাধ্য তত দূর করিব কোন মতেই ক্রটি করিব না। ইহার নিমিত্ত যখন মহারত্ন পরমায়ু পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন সামান্য ধনে অধিক কি স্নেহ জন্মিতে পারে।

এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব-স্ব-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞ জনেরাই বিবেচনা করুন। আমি এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি এবং যিনি সর্ব্ব-সাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া অনুরাগ-সহযোগে চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদিস্যাৎ আর পাঁচবৎসর আলস্যের ক্রীত-দাস হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ব্ববিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। এই স্থলে ১০০ একশত বৎসরের পূর্ব্বকার

উপকরণের অভাব এবং প্রাণপণ চেষ্টা।

কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে যেরূপ নানা প্রকার চমৎকার চমৎকার বাঙ্গালা কবিতার ও গীতাদি রচনার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে বাক্য দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

ধনিগণের ব্যবহার।

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনী সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু অধুনা সেই সেই ধনীর সেই সেই ধ্বনি শরৎকালের মেঘ-ধ্বনির ন্যায় সমুদয় মিথ্যা হইল। যদি ধনাঢ্য মহাশয়েরা ধনের আনুকূল্য এবং কাব্যপ্রিয় উৎসুক মহোদয়েরা সংগ্রহের নিমিত্ত মনের ও শ্রমের আনুকূল্য করেন তবে এই গুরুভারকে এত ভার বোধ করিতে হয় না এই গুরুভার সহজেই লঘু হইয়া আইসে। যাহাতে দশের সংযোগ তাহাতেই যশের সংযোগ ইহাতে সংশয় কি। কিন্তু এ পক্ষে কোন মতেই আর বিলম্ব বিধেয় নহে কারণ প্রায় সমুদয় প্রাচীন লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন এইক্ষণেও যে দুই এক ব্যক্তি জীবিত আছেন তাঁহারাই অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন ইহার পর সেই সকল লোকের অভাব হইয়াই সমুদয় অভাব হইয়া পড়িবে। তখন কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া বিতরণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যদিও সম্পূর্ণরূপে সমস্ত সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্য্যন্ত হইয়া উঠে তাহাই উত্তম। যখন সর্ব্বস্বই লোপ হইবার লক্ষণ হইয়াছে সুতরাং তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। উত্তমের অল্পাংশই অধিক। ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমিরময় কুটীর-মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

নিঃস্বার্থ শ্রম।

কেহ যেন এমত বিবেচনা করেন না যে আমরা কেবল উপকারের কামনায় এই শুভসূত্রের সঞ্চার করিতেছি। ইহাতে আমারদিগের মনে অর্থের আশা কিছুমাত্র নাই। শুদ্ধ এই মাত্র অভিলাষ করিতেছি যে এই অভিপ্রায়ানুসারে অপ্রকটিত পদ্যপুঞ্জ প্রকটিত হইলে পূর্ব্বতন মৃত কাব্যকর্ত্তারা আপনাপন ধী-কীর্ত্তি-সহিত পৃথ্বীসমাজে পুনর্ব্বার সজীব হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরবপুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারী অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব-পর্ব্বত চূড়ার সহিত অধোভাগে পতিত হইবেক এবং যাঁহারা কবিতা-প্ররচনা-পথে প্রবেশ করিয়া চরণ-চালনা করিতেছেন তাঁহারা চরণ-চালনার পক্ষে বিশেষ সদুপায় প্রাপ্ত হইবেন। অনায়াসেই পদ লাভের পথ পাইবেন।

প্রাচীন কাব্যের

যে সকল নব্য সভ্য সম্প্রদায় বাঙ্গলাকাব্যের মর্ম্মজ্ঞ নহেন সম্প্রতি প্রীতিচিত্তে অনুরোধ করি আমরা যে সকল প্রাচীন কবিতা পত্রস্থ

করিয়াছি ও করিতেছি তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া যত্নযোগে স্থিরভাবে ভাব গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন এবং অতি সহজেই জানিতে পারিবেন যে বঙ্গভাষার কবি সকল কবিতা দ্বারা কতদূর পর্য্যন্ত ভাবুকতা রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব-স্ব-ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন। শব্দের কি লালিত্য মধুরত্ব। ভাবের কি মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য। রসের কি তাৎপর্য্য। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য। কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। আমরা যৎকালে সময়বিশেষে রসবিশেষের পদ্য-প্রবন্ধ পাঠ করি তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয় যে সেই সকল রস-সমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরী-লীলা দ্বারা তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিতেছে। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকা-উক্তি ভেদের দুই একটী বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে এখনি বোধ হইবে যেন স্ত্রী পুরুষ অথবা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানা ভাবে নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন কিছুতেই অসাক্ষাৎকার বোধ হইবে না।

পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-চরিত উদিত করিয়াছি এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্র রূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলিন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে। সেই সকল কবিতা এ পর্য্যন্ত কাহারো নেত্র-কর্ণের গোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে সংস্কৃত বাঙ্গলা হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে। যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন। তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা-সহিত প্রকটন করিয়াছি তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক। এই পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর ও আনন্দকর হইবেক। এই স্থলে লিপিবাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলে ভাবগ্রাহী মহাশয়েরা ভাব-তরঙ্গে কখনো ভাসিতে ও কখনো ডুবিতে থাকিবেন।

ভারতচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা।

যদিস্যাৎ সকলে সমাদর পূর্ব্বক এই গ্রন্থ গ্রহণ করেন তবে আমরা বহু কালের পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া ক্রমে ক্রমে অভিলষিত

বিষয় সুসিদ্ধ করণে উৎসাহী হইব। ভারতচন্দ্রের কৃত অন্নদামঙ্গলের সমুদায় কবিতার টীকা করিয়া প্রকাশ করিব এবং এই প্রণালী ক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, বিদ্যা-সুন্দর এবং অবস্থা ভেদের সমস্ত পদ টীকা সম্বলিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব। অপিচ কবিকঙ্কণের চণ্ডী-মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ অতিশয় কঠিন তাহারো ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিব এবং অপরাপর প্রাচীন কবিদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-ভেদের পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বরূপার্থ সাধ্যমতে বর্ণনা করত সর্ব্বলোকের সুবিদিত করিতে কখনই ক্রটি করিব না। এইক্ষণে গত কালের কথাই নাই জীবনের অবশিষ্ট কাল যাহা এ পর্য্যন্ত বক্রী আছে তাহা শুদ্ধ এই কার্য্যেই যাপন করিব।

কবিকঙ্কণ পরে প্রকাশ্য।

যদিঃ আমারদিগের এই সঙ্কল্প উচ্চ-তরু-ফল-গ্রহণেচ্ছু বামনের ন্যায় হাস্যজনক হইতেছে অর্থাৎ এই নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন করিতে না হয়। আর ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ুঃ কুবেরের ন্যায় ধন কর্ণের ন্যায় দানশক্তি বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি ব্যাসের ন্যায় লিপিশক্তি এবং ভীমের ন্যায় বল এই কয়েকটীর একত্র সংযোগ হয় তবে একদিন প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহাতেও সন্দেহ করিতে হয়। যাহা হউক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচ নিন্দনীয় নহে। সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হয় কি করিব পরমেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক সাধ্যমত চেষ্টার অন্যথা করিব না। ভাবী ভাবনা ভাবনা করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য হয় না ইহাতে আমারদিগের ভাগ্যক্রমে বাঞ্ছাফলপ্রদ পরম কারুণিক পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবেক।

উদ্দেশ্যের বিরাট্‌ত্ব।

এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বহু স্থান ভ্রমণ ও বহু লোকের উপাসনা করত বহুবিধ ক্লেশ গ্রহণ করিয়াছি। বহু কালের পর বহু পরিশ্রমে অদ্য অভিলষিত ফল সুসিদ্ধ করিলাম। যদিও এই পুস্তক অধিক পৃষ্ঠায় পরিপুরিত হয় নাই কিন্তু ভূমিকা এবং কবিতা সকল অতিক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বিষয়ের স্বল্পতা কিছুই দেখিতে পাইবেন না বড় অক্ষরে ক্ষুদ্র শরীরে প্রকাশ করিলে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা বরং অধিক হইত। সুতরাং ১৲ এক টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত না করিলে কোন ক্রমেই আমারদিগের গুরুতর পরিশ্রম যত্ন চেষ্টা এবং ব্যয়ের সফলতা হইতে পারে না। বোধ করি কাব্যানুরাগী গুণগ্রাহী মহাশয়েরা গুণাকর ভারতের জীবন-বৃত্তান্ত ও পদ্য সমুদয় অমূল্য রত্ন-তুল্য বিবেচনা করিয়া এই মূল্যের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিবেন না সকলেই অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অস্মদাদির উৎসাহ-পথের কণ্টক নিবারণ করিবেন।

ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবন-চরিত প্রকাশ করেন নাই এবং এতৎপ্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই। আমরা প্রথমেই ইহার পথ-প্রদর্শক হইলাম। এতৎপাঠে বিশেষ উপকার বিবেচনা করিয়া যদি সকলে গ্রাহকতা ব্যাপারে উপযুক্ত রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করেন তবে আমরা অশেষানন্দ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে এক এক কবির বিষয়ে এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব। তদ্দ্বারা দেশের যে কত প্রকার উপকার হইবে তাহা বাক্যযোগে ব্যক্ত হইবার নহে।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি আমারদিগের এই প্রভাকর যন্ত্রালয়ে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে হুগলি কলেজের ছাত্র বাবু নবকৃষ্ণ রায়ের নিকট অথবা পটলডাঙ্গার চীফ লাইব্রেরীতে স্বয়ং যাইলে কিম্বা মূল্যসহিত লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইত্যলং বিস্তরেণ।

কলিকাতা ১লা আষাঢ় ১২৬২ প্রভাকর যন্ত্রালয়।	}	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকর-সম্পাদক।

সংশোধিতামপি ময়া বহুল প্রয়াসৈ
র্বাক্যাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু।
সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন
কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে॥

কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত বিদ্যোৎসাহী মনুষ্য মাত্রেই বিষমতর ব্যগ্র হইয়া থাকেন। কারণ ইনি সর্ব্বাংশেই প্রধান ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বঙ্গভাষার কবিতা পাঠে এই মহাশয়কে অদ্বিতীয় কবি বলিয়াই মান্য করিতে হইবে। ভারতের বিরচিত কাব্য এ পর্য্যন্ত পুরাতন হইল না চিরকাল নূতন রহিল সকল সময়েই নূতন বোধহয় প্রত্যেক বিষয়েই মনকে মোহিত করে। কোকিল বসন্ত-আগমনে—মধুকর প্রফুল্ল-পঙ্কজ-মধুপানে—চাতক নবনীল-নীরদ-নির্গত-নীর-পানে—চকোর পরিপূর্ণ-শরদিন্দু-সুধাপানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ-সেবনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ-সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ-আস্বাদনে—এবং দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর ধন-প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব না করে ভাবগ্রাহী অনুরত জনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা পাঠে ততোঽধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং

অদ্বিতীয় কবি ভারতচন্দ্র।

এমত মহাপুরুষের জীবন-চরিত অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যতদূর যত্ন করিতে হয় আমরা তাহার অন্যথা করি নাই বহুকাল পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃই যথাবিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি। কতস্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কত প্রকারে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছি।---অধুনা দশবৎসরের পর বাঞ্ছিত বিষয়ে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইলাম। জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বুঝি এতদিনের পর আমারদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। এই মহাত্মা যে যে সময়ে যে যে স্থানে যে যে ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন আমরা তদ্বিশেষ সংগ্রহ করত মহানন্দে প্রকটন করিতেছি সকলে দৃষ্টি-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস ক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।

ত্রুটি স্বীকার।

যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ পর্ব্বত সম্বন্ধে রেণু মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ সূর্য্য সম্বন্ধে খদ্যোৎ হস্তী সম্বন্ধে মশক এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের জীবন-চরিত রচনা-সূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য কবিত্ব বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম অনবধানতা অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি বশতঃ যদি তাহাতে কোন রূপ দোষ হইয়া থাকে তবে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা এই দোষাকর প্রভাকর-প্রকাশকের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।

পরন্তু যে যে স্থানে অশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও বর্ণের দোষ হইয়াছে অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন।

(ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।)

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে পরম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধিচালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে কত কত দম্পতি মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। তাহারা আপনারাই আপনারদের অপ্রণয়ের কারণ বুঝিতে পারে না। ফলতঃ উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটনার এক মাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাহাদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও

হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম-সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয় এবং পূর্ব্বে যে অপ্রণয়-রূপ অগ্নি-কণা মোহরূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী প্রতারক বিশ্বাসঘাতক হয় আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী সত্যবাদিনী ও অতিশয় ধর্ম্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ করেন আর তাঁহার চিরসহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ অসুখের সম্ভাবনা তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান্ উদারস্বভাব মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা কলহপ্রিয়া ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক দর্শনের প্রয়োজন নাই; এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এবিষয়ের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব-জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাহার মনস্তুষ্টি জন্মে না এবং স্ত্রীও পতির ভিন্নমতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।

এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহারদের পণ, কোন বিষয়েই তাহারদের ঐক্য থাকে না,—তাহারদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর ভূতল ও অন্তরীক্ষ তত অন্তর নহে। কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন অজ্ঞাতকুলশীল মনুষ্যের—কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ একাত্ম-স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই; কি আক্ষেপের বিষয়! যৎসামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎসন্নিধানে আর কোন বিষয়ই উত্থাপন করিবার

উপায় নাই বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখজনক কোন নূতন প্রথার সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয়-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে সুলভ-সুখ সংসার-ধাম তাহাও বিবাদরূপ বিষম বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ-রূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এই কারণে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা বলা যায় না, তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব এবিষয়ে পিতামাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার-রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখী হইয়া সে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ-নির্ণয়-কালে পণাপণের আন্দোলন করেন, কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষার উপায় চিন্তা করেন, আর আর সকল বিষয়েরই বিবেচনা করেন, কেবল যাহা পিতামাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতেই মনোযোগী হন না। তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন যে, পুত্র ও কন্যা উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া ও তাহারদের যেরূপ স্বভাব তদুপযুক্ত কন্যা ও পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ-স্বরূপ। তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর-সমীপে সাপরাধ থাকিতে হয়।

সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এবং হৃত্তত্ত্ব-বিবেক-বিদ্যার মতানুসারে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা লোকের শুভাশুভ চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এ প্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কীয় কোন বিষয় কেবল উদাহরণ স্বরূপে ও প্রসঙ্গক্রমে অবতীর্ণ করিতে হয়, অতএব আর বাহুল্য করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ কাহার নিকট ক্রন্দন করি? কেবা আমারদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে? চৈতন্য-শূন্য বৃক্ষ বা নির্জ্জীব পর্ব্বত-সন্নিধানে রোদন করিলে কি হইবে? জন্মান্ধের নিকটে পরম মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলোদয় হইবে? কত কালে আমারদের দেশস্থ লোক এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন!

অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতির দুঃখভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে।

প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য—অক্ষয়কুমার দত্ত—১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ১৮১৯

ইহা এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে যে পিতামাতার শরীর সুস্থ ও সবল হইলে, সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়। সকলেই অবগত আছেন শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, কোন কোন পরিবারে অন্ধতা-রোগ ও অঙ্গবৃদ্ধিও পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি ক্রমে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। এই বাঙ্গলা দেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্তপাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হওয়াতে তাহারদিগের সন্তান-পরম্পরারও সেইরূপ অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অতএব সন্তানেরা পিতামাতার বিষয়-সহকারে তাঁহারদের শারীরিক রোগেরও অধিকারী হয়। ফলতঃ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ না হউক পিতামাতার এরূপ রোগেই দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় যে শারীরিক নিয়মের অত্যল্প ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে। কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে দীর্ঘায়ুঃ বা অল্পায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টামস্ পার্ নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার এক পুত্র ১০৯, এক পৌত্র ১১৩, এবং এক প্রপৌত্র ১২৪ বৎসর জীবিত ছিল। স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাস্‌গো নগরের একটী স্ত্রীলোক ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রমেও সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছিল। তাহার পিতা ১২০ এবং পিতামহ ১২৯ বৎসরে পরলোক প্রাপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট

রামশঙ্কর দত্তের রামায়ণ।

(১৬৬৫ খৃঃ।)

রামশঙ্কর দত্ত বৈদ্যবংশীয়। পূর্ব্বপুরুষদের আদি নিবাস বৈদ্যবাটী। ইনি জ্ঞাতি-ভ্রাতা শ্রীচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী বায়বা গ্রামে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইহার অব্যবহিত পরেই একখানি সুবৃহৎ রামায়ণ রচনা করেন। এই রামশঙ্কর দত্তের বংশীয় রামনরসিংহ দত্তের হস্ত-লিখিত এই রামায়ণের একখানি পুথি বায়বা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন দত্তের বাড়ীতে আছে। পুথির তারিখ ১২৪১ বাং সনের ১লা ভাদ্র (১৭৩৩ খৃঃ)। এই পুথি হইতে বায়বা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কবি রামশঙ্কর দত্তের এক-মাত্র বংশধর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব হইতে মাণিক-গঞ্জের অন্তঃপাতী পাঁটগ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা হবে রামচন্দ্র দিলেন ঘোষণা ॥
অযোধ্যার প্রজাসব আনন্দিত হৈলা।
প্রতি ঘরে ঘরে সবে মঙ্গল স্থাপিলা ॥
বাদ্য ভাণ্ড নিয়োজিলা রাজার সিংহদ্বারে।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজা দিলা দ্বারে দ্বারে ॥

প্রজাগণের আনন্দ।

রাজ অভিষেক দ্রব্য কৈলা অনুষ্ঠান।
সিংহ চর্ম্মে কনকাসন করিলা বেষ্টন ॥
স্বর্ণকুম্ভ ভরি জল আনিল দিব্যাঙ্গনা।
আম্রশাখা শিরে দিয়া করিলা স্থাপনা ॥
কনকের নবদণ্ড আর শ্বেতছত্র।
পঞ্চতীর্থ জল আনি করিলা একত্র ॥
শ্বেত হস্তী শ্বেত অশ্ব বিমল চামর।
দধি খই ধান্য দূর্ব্বা চন্দন আগর (১) ॥

(১) আগর = অগুরু।

অস্ত গেল দিবাকর চন্দ্রের প্রকাশ।
শুভক্ষণে ছত্র দণ্ড করিলা অধিবাস॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি যত মাতাগণ।
অন্তঃপুরে মঙ্গল করেন লৈয়া নারীগণ॥
কৌশল্যার মন্দিরে পড়ে ঘন জয়ধ্বনি।
প্রভাতে হবেন রাজা রাম চক্রপাণি॥

* * * *

স্ত্রী পুরুষে অযোধ্যায় করে জয় জয় নাদ।
হেন রঙ্গে কুবজীয়ে পাতিল প্রমাদ॥
কুব্জা দাসী। কৈকেয়ীর দাসী কুবজী নাম তার।
গণ্ডগোল অযোধ্যাতে সদায় তাহার॥
নগরে প্রবেশ করি দেখিল উল্লাস।
যত প্রজাগণ মিলি নৃত্য গীত হাস॥
কুবজী বলে প্রজাগণ কহ বিবরণ।
আজ অযোধ্যাতে কেন গীত ও নাচন॥

প্রজাগণে বলে তুমি নাহি জান কার্য্য।
দশরথ শ্রীরামকে কালি দিবে রাজ্য॥
এত শুনি কুবজীর মনেতে বিষাদ।
বিরস বদনে গেল কৈকেয়ীর সাক্ষাত॥
নিশ্চিন্তে কি কর বসি ভরতের আই।
আজুকার কথায় ইচ্ছা কালকুট খাই॥
গলে কুম্ভ বান্ধি কিবা মরি যাইয়া জলে।
তুমি ছার উপজিলা কেকয় রাজার কুলে॥

কৈকেয়ী বলে কুবুজী আমারে ভৎর্স কেনে।
রাজা মোরে অবজ্ঞা না কৈল কোন কালে॥
কুবুজা বলেন কৈকেয়ী না শুনিছ তত্ত্ব।
শ্রীরামেরে রাজা করে রাজা দশরথ॥

মন্ত্রণা॥ কৌশল্যা প্রধান রাম তাহার তনয়।
বিশেষ নৃপতি হবে রাম মহাশয়॥
কৌশল্যার ভাগ্যের কথা না যায় কহন।
অযোধ্যার রাজা হয় তাহার নন্দন॥

তুমি হবা দাসী ভরত হবে দাস।
অপমানে নিত্য নিত্য পাইবা বিনাশ॥

এতেক শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেক বুঝি।
হেন কুবচন কথা না কহ কুবুজী॥
নয়ান আনন্দ রাম সকরুণ দেহ।
কৌশল্যা হেন রামচন্দ্র মোরে করে স্নেহ॥
বাপের দুর্ল্লভ রাম মায়েতে বৎসল।
গুণের সাগর রাম নবীন কমল॥
রামচন্দ্র সাক্ষাতে ভরত হবে রাজা।
অলক্ষ্মী কুবুদ্ধি তুমি নাহি তব লজ্জা॥
রামচন্দ্র পুত্র মোর দেবতা সদৃশ।
অমৃত ভাণ্ডেতে কেন ঢালি দেহ বিষ॥
রঘুনাথ বিনে রাজা কে হইবে আর।
চারি পুত্র মধ্যে প্রিয় কেবা আছে আর॥
দুষ্টা সরস্বতী কৈকেয়ীর কণ্ঠে অধিষ্ঠান।
সেহি ক্ষণে কৈকেয়ী রাণীর হরিলেক জ্ঞান।

কৈকেয়ীর রাম-প্রীতি।

দুষ্টা সরস্বতী।

এত শুনি কুবজী রোষিয়া বালে পুনঃ।
রাজকুলে জন্মিয়াছ মন্ত্রণা না জান॥
কুবজী বলে তোমার বুদ্ধি বিপর্য্যয়।
যার পুত্র রাজা হয় সেই ধন্য হয়॥
তোমার খুল্লতাত দেখ তোমার বিদিত।
তারে এড়ি রাজা কেন হইল যুধাজিত॥

কুবজীর বাক্যে দেবীর বাহুড়িল চিত।
জল যেন উথলিল প্রকোপ নদীত॥
কৈকেয়ী বলে কুবুজী করিব কোন কার্য্য।
কোন বুদ্ধে ফিরাইব রাঘবের রাজ্য॥
কুবুজী বলেন শুন বচন আমার।
দুই বর রাজা স্থানে আছয়ে তোমার॥
দেবতা অসুরে যুদ্ধ ছিল পূর্ব্বকালে।
সকল দেবতা জিনিল দৈত্য বলে॥

কুজার মন্ত্রণা গ্রহণ

নারদ পাঠাইয়া ইন্দ্র নিলা দশরথ।
দৈত্য মারি নৃপতি পাঠাইলা যম পথ ॥
যুদ্ধ জিনি আইলা রাজা আপনার পুরে।
বাণাঘাতে রক্ত পূঁয বহে যে শরীরে ॥
বিস্তর রাজার সেবা কৈলা একেশ্বর।
তুষ্ট হৈয়া রাজা বলেন মাগি লহ বর ॥
তুমি বলেছিলা বর লইবা সময়।
অঙ্গীকার আছিল রাজার হইয়া সদয় ॥
সেহি বর লইতে সময় হৈল এহি।
রাজাকে করাইবা সত্য বর লহ চাহি ॥
তোমার বচন রাজা না করিবে আন।
বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণের সমান ॥

সত্য করাইয়া রাজার মাগি লবে বর।
রাম বনবাসী হউক চতুর্দ্দশ বৎসর ॥
ভরত হউক রাজা অযোধ্যা নগরে।
এহি দুই সত্য তুমি করাও রাজারে ॥
ক্রোধ মন্দিরে গিয়া করহ শয়ন।
আভরণ ছাড়ি কর ভূমেতে শয়ন ॥

ক্রোধাগারে।

কুবজীর বাক্যে কৈকেয়ী ক্রোধ ঘরে গেলা।
আঁচল পাতিয়া ভূমে শয়ন করিলা ॥
হেন কালে গেলা রাজা কৈকের মন্দিরে।
সখীগণ কহিলেক রাজার গোচরে ॥
ক্রোধ মন্দিরে রাজা গেলেন তখন।
দেখিল কৈকেয়ী ভূমে করেছে শয়ন ॥
কৈকেয়ীর হাতেতে রাজা ধরিলা তখন।
চঞ্চলে সঞ্চালে হাত না বলে বচন ॥
কৈকেয়ীর হাত ধরি বিস্তর সান্ত্বাইলা।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী বলিতে লাগিলা ॥

রাণী বলে পূর্ব্বে মোরে যে ছিল দুই বর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বর না দিছ অপর ॥
কামে হতচিত্ত রাজা নাহি সব্যজ্ঞান।
প্রতিজ্ঞা করেন পুনঃ কৈকৈ বিদ্যমান ॥

যেহি বর চাহ তুমি সেহি বর দিব।
ক্রোধ ক্ষেমা কর সুখী তাতে হব॥
বর দেহ রাজা মোরে করি নিবেদন।
ভরত করিবা রাজা রাম দেহ বন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর রাম করিবে বনবাস।
ভরতক করেন রাজা তবে পূরে আশ॥
পূর্ব্ব নিরোপিত কর্ম্ম কে খণ্ডাইতে পারে।
কামে মুগ্ধ হৈয়া বর দিলেন কৈকেয়ীরে॥

জয়কৃষ্ণ দাসের বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শন।

(১০০ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত।)

১৩১৭ সালের ৪র্থ সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২২২ পৃষ্ঠায় জয়কৃষ্ণ দাসের ভুবনমঙ্গলের যে পরিচয় আছে, এই গ্রন্থখানি তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে কবির নিবাস হুগলী জেলার গড়বাড়ী গ্রাম।

চৈতন্য-পার্শ্বচরগণের জন্মস্থান-নির্ণয়।

নবদ্বীপে জন্ম প্রভু নিশ্চয় জানিয়া।
স্থানে স্থানে পারিষদ জন্মেন আসিয়া॥
জনমিলা কমলাক্ষভট্ট শান্তিপুরে।
অদ্বৈত বলিয়া তার বিখ্যাত সংসারে॥
দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্ত্তিক মাসেতে।
অনুরাধা নক্ষত্রেতে মঙ্গল বারেতে॥
একচাকা খলতপুরেতে নিত্যানন্দ।
জনম লভিলা প্রভু আনন্দের কন্দ॥
পরমানন্দ ঘরে জন্মিলেক আসিয়া।
যার প্রসিদ্ধ নাম হাড়াই পণ্ডিত বলিয়া॥
জনম লভিলা পদ্মাবতীর উদরে।
মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিসুত বারে॥
কুবের বলিঞা নাম জনক রাখিল।
স্বভাব-প্রকাশ নাম নিত্যানন্দ হইল॥
বাল্যদশা তেঁহো প্রভু বালকের সনে।
কৃষ্ণলীলা খেলা যে খেলেন দিনে দিনে॥

শ্রীহট্টে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধর।
মুরারি মিশ্রের ঘরে সভার গোচর ॥
সেই দেশে শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত মুরারি প্রকাশ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জন্ম চাটীগ্রাম।
তথাই জন্মিলা দত্ত বাসুদেব নাম ॥
বুড়নে জন্মিলা শ্রীঠাকুর হরিদাস।
পরমানন্দ-পুরী বিষ্ণুপুরী তিরোতে প্রকাশ ॥
শ্রীগদাধর দাস আউলিয়া দহে।
কাঁচড়ায় শিবানন্দ সেন সভে কহে ॥
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনরহরি দাস।
শ্রীপরমেশ্বর থড়দহেতে প্রকাশ ॥
সদাশিব কবিরাজ কানাইয়া গ্রামেতে।
জন্মিলা শ্রীবলরাম দাস দোগাছ্যাতে ॥
জন্মিলা বদনানন্দ বামুনপাড়ায়।
যাহার সংগীত গুণ সর্ব্বজীবে গায় ॥
সভার কনিষ্ঠ তার নাম কৃষ্ণদাস।
এই চারি ভাই নবদ্বীপে পরকাশ ॥
তথাতে জন্মিলা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
গৌড়মণ্ডলেতে যত পণ্ডিতের বর্য্য ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ-ভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস।
বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শন করিলা প্রকাশ ॥

[২]

নারায়ণী আলবাটী প্রসিদ্ধ যাহার।
শ্রীবৃন্দাবন দাস কুমার তাহার ॥
জনম লভিল যেঁই চৈতন্যের বরে।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবনে কহে ॥
বনমালী আচার্য্য পণ্ডিত গোপীনাথ।
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর একসাথ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র নারায়ণ।
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মিশ্র সুদর্শন ॥
সদাশিবাচার্য্য আর শ্রীগর্ভ সংহতি।

শ্রীসরখেলের পুত্র শ্রীআচার্য্যনিধি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত তিঁহো বিদ্যার অবধি॥
হলায়ুদাচার্য্য আর বল্লভ আচার্য্য।
শ্রীসনাতন রাজপণ্ডিতের বর্য্য॥
পুরন্দরাচার্য্য আর মিশ্র কাশীনাথ।
শিবানন্দ সেন বৈদ্য বনমালী দাস॥
মুরারি চৈতন্য দাস প্রকাশ তথাতে।
গোবিন্দ ঘোষ জন্ম হইল চাকদাতে॥
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব হন।
চৈতন্য-কীর্ত্তনে মাতে ভাই চারিজন॥
পানিহাটী জনম লভিলা পুরন্দর।
রাঘব পণ্ডিত আর মিশ্র কাশীশ্বর॥
পরমানন্দ গুপ্ত দাস ঈশান বলিয়া॥
দ্রাবিড়ে গোপালভট্ট রাঘব গোসাঞি।
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই॥
আকাইহাটেতে বড় কৃষ্ণদাস নাম।
কৃষ্ণদাস বিহরয়ে বড়গাছি ধাম॥
মামুদাবাদেতে জন্ম কালিয়া কৃষ্ণদাস।
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ॥
জন্মিলা সুবুদ্ধিখান গুপ্তপাড়া গাঁয়ে।
অনন্তাচার্য্য গোবিন্দাচার্য্য রঘুনাথ তথায়ে॥
কাশীনাথ মিশ্র মধু পণ্ডিতহো আব।
তুলসী মিশ্রহো তমুলুকে প্রচার॥
গৌরীদাস পণ্ডিত জন্মিলা অম্বিকায়।
শ্রীভাগবতাচার্য্য পরমানন্দ তায়॥
নারায়ণ গুপ্ত আর বৈদ্য গঙ্গাদাস।
বুদ্ধিমন্ত খান পানিলাতে পরকাশ॥
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস।
তথাই হইল এই দুহে পরকাশ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কুমারহট্টেতে।
সঞ্জয় পণ্ডিত আর শ্রীমান হো তাহাতে॥
উৎকলে জন্মিলা উড়্যা বলরাম দাস।
জগন্নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ॥

শিখি মাহিতী দ্বিজ রামচন্দ্র আর।
মাধব নায়কপট্ট তথাই প্রচার ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস।
বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শন করিলা প্রকাশ ॥

[৩]

সাবধান হৈঞা লোক শুনিবে সর্ব্বথা।
চৈতন্যচন্দ্রের জন্ম পারিষদ-জন্মকথা ॥
আকলায় গরুড় আচার্য্য সভে কহে।
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিতে হো তাহে ॥
শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।
উদ্ধরণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ ॥
বুড়নেতে জনমিলা শারেঙ্গ ঠাকুর।
উদাসীন ভাবে যার মহিমা প্রচুর ॥
সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম কুলিয়া গ্রামেতে।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত সহিতে ॥
কাশীশ্বর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর।
তপন আচার্য্যের হয় তথাই প্রচার ॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী জন্ম কাঁচসালি।
তথাহি শ্রীকর পণ্ডিতেরে বলি ॥
তথাই কংসারি সেন বল্লভ হোঁসেন।
এ পাচের জন্মস্থলী তথাই কহেন ॥
শ্রীখণ্ডে জন্ম শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ।
কৃষ্ণের বর্ণন বিনু নাহি আর কায ॥
তবে ত গোকুলানন্দ বলরাম দাস।
এ দুহে হইল ঘোড়াঘাটে পরকাশ ॥
জড়ুণ গ্রামে জন্ম রায় চক্রবর্ত্তি।
বেতাই গাঁয়েতে যদুনাথের উৎপত্তি ॥
রামানন্দ বসু জন্ম কুলীন গ্রামেতে।
তথাই গোবিন্দচরণ ভ্রাতা সাথে ॥
রামচন্দ্র পুরী আর পুরী দামোদর।
পরমানন্দ পুরী আর পুরী হো ঈশ্বর ॥
সুখানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ পুরী।
গোবিন্দ নৃসিংহানন্দ পুরী নাম ধরি ॥

কৃষ্ণানন্দ পুরী আর পুরী রঘুনাথ।
বিশ্বেশ্বর পুরী আর রাঘব বিখ্যাত॥
পুরুষোত্তম পুরী আর পুরী হো অনন্ত
হরিহরানন্দ পুরী সর্ব্বগুণবন্ত॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী উপেন্দ্র আশ্রম।
শুদ্ধ সরস্বতী নাম তিন এক সম॥
অনুভবানন্দ চিদানন্দ সরস্বতী।
শ্রীরাম তীর্থ আর কেশব ভারতী॥
সত্যানন্দ ভারতী আর তীর্থ জগন্নাথ।
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তার সাথ॥
গরুড় পরমানন্দ অবধূত নাম।
প্রভু পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রম॥
জন্ম উদাসীন সভে সভেই সন্ন্যাসী।
একত্র মিলিলা সভে কেহো কোন দেশী॥
ইহা সভাকার জন্ম নির্ণয় তাহার।
এতেকে কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস।
বৈষ্ণব-দিগ্দর্শন করিলা প্রকাশ॥

তত্র প্রথম সপিণ্ডাদি-বিচার-প্রবৃত্তি।

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে গৌরীমঙ্গল নামক একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে, রাধাবল্লভ শর্ম্মা নামক জনৈক লেখক স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষা-গ্রন্থ রচনা করেন। যে খণ্ডিত পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল, তাহা ২১০ বৎসরের পূর্ব্বের। এই স্মৃতি গ্রন্থখানি রাধাবল্লভ শর্ম্মা রচিত কি না তাহা জানি না।

সপ্তম পুরুষাবধি সপিণ্ড-লক্ষণ।
পুরুষের হয় এই শাস্ত্রের লিখন॥
জীবদ্দশাতে পিতা পিতামহ থাকে।
তবে দশপুরুষ সপিণ্ড হয় লোকে॥
বিবাহ-রহিতা শুন দুহিতার কথা।
তৃতীয় পুরুষাবধি সপিণ্ড-গৃহীতা॥

সপিণ্ডান্তর চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত।
সমান-উদক তার হয় দেহবন্ত॥
তার পর সম্বন্ধ জানিহ নিজ জন।
স্মরণ অবধি হয় সাকল্য লক্ষণ॥
তার পর সকলে গোত্রজ করি কয়।
সপিণ্ড-বিচার এই শুন মহাশয়॥

ইহাতে অশৌচ-নীতি শুন সভ্যজনে।
সপিণ্ডবর্গের শু[illegible] জনন-মরণে॥
তাহাতে দ্বিজের শুদ্ধ দশাবধি হয়।
ক্ষত্রিকুলে দ্বাদশাহে অশৌচ নিশ্চয়॥
বৈশ্য ভজে পঞ্চদশ দিন অঘযুত।
শূদ্রের অশৌচ একমাস সংখ্যা যত॥

সপিণ্ড ইতরে দশপুরুষ সংখ্যকে।
তিন দিন অশৌচ পালিবে ইহলোকে॥
তার পর চতুর্দ্দশ পুর[illegible] [illegible]ন্ত।
পক্ষিণী অশৌচ হয় কহে বুদ্ধিমন্ত॥
বর্ত্তমান দিবস আগামী দিনাবধি।
নিশাসহাদিত্য যামে পক্ষিণীকে সাধি॥
স্মরণ সম্বন্ধে চৌদ্দ পুরুষের পরে।
একদিন অশৌচ পালিবে সমাদরে॥
তার পর অশৌচ প্রবৃত্তি যদি শুনে।
স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয় জানে যেই দিনে॥
ইথে সূর্য্যোদয়-পূর্ব্বে যদি জনন-মরণ।
পূর্ব্বদিন হইতে তারে করিবে গণন॥
যাবৎ অশৌচ এই জ্ঞাত নাই হয়।
তাবৎ তাহার অঘ না হয় নিশ্চয়॥

অজ্ঞাতা বিদেশবাসীর মৃত্যু করিলে শ্রবণ।
কি করি অশৌচ তার করিবে পালন॥
অশৌচ মধ্যেতে পুন যদি জ্ঞাত হয়।
তাহাতে তাহার পাপ বিনাশ নিশ্চয়॥
অশৌচের পর যদি বৎসর মধ্যেতে।
জ্ঞাত হলে তিন দিন অশৌচ তাহাতে॥

বৎসরের পর মৃত্যু শুনিলে বিহিত।
স্নানে শুদ্ধ কলেবর সপিণ্ড সহিত॥
ইহাতে বিশেষ বলি শুন দিয়া মন।
পিতা মাতা স্বামীর শুনিলে সে মরণ॥
বৎসরের অনন্তর দ্বিতীয়াব্দ মাঝে।
একাহ পালিব পাপ কহে ধর্ম্মরাজে॥

মরণে অশৌচ এই কহিলাম শুন।
জনমে যাহার তাহার বলি শুন পুন॥
জননাশৌচেতে অঘ করিলে শ্রবণ।
শেষ দিন যে থাকে তাহাতে শুদ্ধ জন॥
অশৌচের অনন্তর শ্রবণ করিলে।
পাপ নাই পরাশর আদি মুনি বলে॥
কিন্তু নিজ-পুত্র-জন্ম অশৌচের পর।
জ্ঞাত হলে স্নানমাত্র শুদ্ধ কলেবর॥
চারি জাতে এইরূপ ব্যবস্থা বিধান।
পূর্ণ হইলে হয় খণ্ডে না হয় প্রমাণ॥

অথ গর্ভস্রাবাশৌচ-প্রবৃত্তি।

অষ্ট সংখ্যা মাসাবধি স্রবে গর্ভভার।
ইহার ব্যবস্থা কহি মুখ্য অধিকার॥
ইহাতে ছয় মাস মধ্যে গর্ভস্রাব যার।
সেই স্ত্রীর অশৌচ অবশ্য অধিকার॥
তাহার বিশেষ কহি শুন দিয়া মন।
দ্বিতীয় মাসেতে হয় গর্ভের শ্রবণ॥
তবে সেই কামিনী পাপিনী হয়্যা রয়।
তিন দিন অশৌচ অবশ্য তার হয়॥
দু মাসের অনন্তর ছমাস অবধি।
মাসসংখ্যা দিন তার অশৌচের বিধি॥
মাসসংখ্যা দিন হইতে বিশেষ কথন।
ব্রাহ্মণের একদিন বাড়য়ে রাজন॥
ক্ষেত্রির নায়িকা ভজে দুদিন সমান।
বৈশ্যের কামিনী তিন দিবস প্রমাণ॥

শূদ্র-জায়ার অশৌচ অবশ্য ষষ্ঠ দিন।
গর্ভস্রাবাশৌচ এই ইথে নাহি ভিন॥
ইহাতে যে দিন অধিক হল্য শুন।
তাতে দেব-পিতৃকর্ম্ম না কর যাযন॥
কিন্তু তাহে বিশেষ আছয়ে মহাশয়।
লৌকিক কর্ম্মেতে দোষ কদাচ না হয়॥
ষন্মাসের অনন্তর সপ্তম মাসেতে।
অবলার গর্ভভার স্রবে অষ্টমেতে॥
তবে অঙ্গনার পূর্ণ-অশৌচ নিশ্চয়।
জনকাদি বর্গের তৃতীয় দিন হয়॥
ইহার মধ্যেতে যদি অপত্য না মরে।
তবে সকলের পূর্ণ-অশৌচ সংসারে॥

কিন্তু—

গর্ভস্রাবেতে যাহা করিল নির্ণয়।
সে জন্ম-দিনে হয়্যা মরে তবে তার হয়॥
দিবস অন্তরে অপত্য নষ্ট হয় যদি।
বালক অশৌচ মধ্যে তার শুদ্ধি সাধি।

অথ বালক-মরণাশৌচ-প্রবৃত্তি।

বালাশৌচ ন মাস অবধি করি জান।
তাহার ব্যবস্থা কহি মন দিয়া শুন॥
গর্ভ হতে মর্‍্যা যদি জন্মে সুতনয়।
পূর্ণাশৌচি পিতা মাতা সপিণ্ডাদি হয়॥
জন্মিয়া অশৌচ-মধ্যে তনয় মরিলে।
সপিণ্ড নিষ্পাপী হয় স্নান করি জলে॥
পিতা মাতা সম্পূর্ণ অশৌচ ভজে তার।
এই মত সকলের ব্যবস্থা বিচার॥

ব্রাহ্মণের বিশেষ কহি শুন।
জনন অশৌচ তব দৃঢ় করি জান॥
ষন্মাস-মধ্যেতে শিশু দন্তহীন মরে।
পিতা মাতার একদিন অশৌচ সোদরে॥
সপিণ্ডবর্গের স্নান বিধান সুসার।
ইথে অন্য মত নয় শাস্ত্রের বিচার॥

ইথি মধ্যে বালকের দন্ত যদি হয়।
পিতা মাতা তিন দিন অশৌচ নিশ্চয়॥
সপিণ্ডবর্গের এক দিবস প্রমাণ।
শাস্ত্রের সঙ্গত এই বেদের বিধান॥
ছয় মাসের অনন্তর মধ্যে দু বৎসরে।
চূড়াহীন বালক যদ্যপি তাতে মরে॥
পিতা মাতা তিন দিন অশৌচ আচার।
সপিণ্ডবর্গের এক দিবস বিচার॥
ইহার মধ্যেতে যদি চূড়া তার হয়।
অশৌচী সপিণ্ড পিতা মাতা দিনত্রয়॥
দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর হলে।
তিন দিন অধিক জানিবে সেই কালে॥
তাতে মরে যজ্ঞসূত্রবিহীন তনয়।
পিতা মাতা সপিণ্ডের তিন দিন হয়॥
ইতোমধ্যে যজ্ঞসূত্রধারী যদি মরে।
অশৌচ সম্পূর্ণ তার জগত সংসারে॥
ত্রিমাস অধিক ষড়বৎসর-মধ্যেতে।
যজ্ঞসূত্রধারী শিশু মরণে তাহাতে॥
তথাপি তাহার পূর্ণ অশৌচ কথন।
ক্ষেত্রি বিট্ উভয়ের শুনহ বচন॥
ব্রাহ্মণীর বালক মরণে যে বিচার।
সেই মত দুজনার কহিয়ে নিশ্চয়॥
এক দিবস অশৌচ হয়াছে যেই খানে।
সেই খানে ক্ষেত্রির দুদিন যে মানে॥
তিন দিন বৈশ্যের মহাশয়।
ব্রাহ্মণী সন্তান সহ অশৌচ নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণী তিন দিন অশৌচ সেখানে।
যেখানে ক্ষত্রির ছয় দিবস প্রমাণ॥
তাহাতে বৈশ্যের নব দিবস পুমাণ।
শূদ্রের বিশেষ কহি না করিহ আন॥

জনন অশৌচ হত্যে শূদ্র শিশু মরে।
ছয় মাসের মধ্যে দন্তহীন এ সংসারে॥

পিতা মাতা সপিণ্ড অশৌচ নিশ্চয়।
তিনদিন পরে সেত শুদ্ধসত্ব হয়॥
ইহার মধ্যেতে যদি দন্ত হয়্যা থাকে।
তবে পঞ্চ দিবস অশৌচ হয় লোকে॥
ছয় মাসের অনন্তর মধ্যে দুবৎসরে।
চূড়াহীন বালক শূদ্রের যদি মরে॥
তবে পঞ্চ দিবস অশৌচ হয় তার।
শাস্ত্রের সঙ্গত এই বেদের বিচার॥
ইহার মধ্যেতে যদি কৃতোদ্বাহ হয়।
তবে তার ত্রিংশৎ বাসর শুদ্ধি হয়॥
ষড়বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াব্দ পরে।
দ্বাদশাহ অশৌচ জানিহ এ সংসারে॥
ইথে তার বিবাহ যদ্যপি হয়্যা থাকে।
তবে পূর্ণ-অশৌচ জানিহ ইহলোকে॥

লালশশী-বিরচিত

কর্ত্তাভজাদের গান।

(১০০ শত বৎসরের পুরাণ পুথি হইতে সঙ্কলিত।)

লালশশীর এই গানগুলি প্রায়ই দুর্ব্বোধ। কিন্তু কাঁটা-ঘেরা বনপথে চলিতে চলিতে যেরূপ দুই একটি স্নিগ্ধ সুন্দর কুসুমের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়, এই দুর্ব্বোধ রচনার মাঝে মাঝে তেমনই দুই একটী মনোজ্ঞ ভাব আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। শেষ পদগুলিতে সাধনার কথা জাজ্জ্বল্যমান। তাহা এত সরল যে মর্ম্মস্পর্শী। কথাগুলি সহজে ব্যক্ত হইয়াছে; এবং লালশশী যে গুপ্ত সাধনার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা সেগুলি পড়িয়া বেশ বুঝা যায়। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না।

(১)

মাতঙ্গ (১) কত রঙ্গ বিহঙ্গ তরঙ্গ দেখি।
রঙ্গে ভঙ্গে এই যে ভাঙ্গা ডিঙ্গে তরঙ্গে ডুবে আটকী॥
এই যে সহজ ভরা (২) গো যারা ওরা যদি চায়,
ছো দিয়ে ওষ্ঠেতে ধরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়,
দৈবি ঘটে যদি উঠে ঢেউ,
এই তরঙ্গে ভাঙ্গিবে ডিঙ্গে বাঁচব তবে কেউ,
লালশশী বলে তরীতে বসিলে কারু না বোলে
তারি ফলটা হলো॥

(২)

চিরকাল এ কাঠ তিলে কর তল জলের কাণ্ডারী।
অগাধ গাঙ্গে বিঘাতখানি ডিঙ্গে মাতঙ্গে চাপিতে কি পারি॥
যখন পার করিতে তরীতে দেরী করেছো,
তখনি জেনেছি গুণমণি বাণী হারিয়েছো,
চলে এলাম পেলাম কর্ণধার,
তরো জলে সভে মিলে তরবো যত পার,
আমরা গরিব রূপে পারের তরী চেপে
পারি কিরূপে যাতে এ কিনারে॥

(৩)

আমরা তাই ভাবছি সভাই মিলে।
সারা দিনটে যাবে সায়ংসন্ধ্যা হবে
ঘোর আন্ধারে খুল্‌বে কেন খিলে॥

---

(১) সম্ভবতঃ "মন-মাতঙ্গ"।

(২) সহজ ভরা=সহজপন্থী লোক সব জীবন-নৌকা তরঙ্গে ভাসাইয়াছ, কেহকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সহজ-পথে আসিয়াছ। গুরুর আদেশ না পাইয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়াছ। এখন ঊর্দ্ধে বিহঙ্গ ছোঁ মারিয়া তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে, এবং ডিঙ্গা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহাতে দুই এক জন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। (বিহঙ্গ তরঙ্গ প্রভৃতি কামাদি-জনিত বিপদ)। লালশশী বলেন গুরুর আজ্ঞা না লইয়া আসার ফল এইরূপ।

বিধি বাদ সাধলে অগাধ জলে।
রাত্রিকালে খুলে তরণী অতল গাঙ্গে ভাঙ্গা ডিঙ্গে তলাবে অম্‌নি,
ত্বরিত তর্‌বো ভেবে এসেছিলাম সভে
তরী চেপে রয়েছি সেই কূলে॥

(৪)

ভাই রে আমাদিগের এ গাঙ্গে পারের চিন্তা নাই।
সকালে পার কর্ত্তে না পাল্যে সুখে থাক ভাই॥
একটা কথা সুধাই এক্ষণে,
আনাগোনা কর্ত্তে মানা দিলে কি জন্যে,
যত নদনদীতে কে কোথায় দেখেছে,
রাত্রিযোগে পারের নৌকা চলে॥ (১)

(৫)

অনঙ্গে ভাঙ্গা ডিঙ্গে তরঙ্গে কোণা ধরেছো।
ভব-পাথারে সার রে একবারে সভারে মনে করেছো॥
পেরো পাথারেতে বাঁচাতে ইচ্ছা আছে যার,
যেরূপে সে পারে ভব-কূপে করিতেছে নিস্তার,
তর্‌তে এসে বসে রএছি,
তোমার ভয়ে ভীত হ'য়ে ভাবতে লেগেছি,
তুমি বিনি দোষে এমন দিনকে দুষে
কি সরোষে দিনটে বইয়ে দিলে॥

(৬)

তোমরা তর্‌বে বল্‌তে তরীতে উঠিএ ছিলাম ভাই।
দিন গেলো মনোমত রাত্‌ পেলে তরী খুলে যাই॥
তোম্‌রা বলে বল তাই শুনি,
কিসের জন্যে দিনে দিনে বাও না তরণী,

---

(১) এই গানের ভাব ভাল বুঝিতে পারা গেল না। সহজ পথ,—প্রকাশ্য ভাবে (সকালে) তুমি নদী উত্তীর্ণ না হইতে পারিলেও ভীত হইওনা। এখানে সকলের প্রবেশ (আনাগোনা) করার অধিকার নাই। এখানে খেয়া (মুক্তির পথ) রাত্রিতে (অতি গোপনে) চলে।

দেখ দিন গেলো রাত্‌কাণা পাখীর ছানা
আনাগোনা কর্‌ছে গগন-পথে ॥ (১)

আমারে জিম্মা করে সমরে দিলেন গুণময়।
আমার পুজি আমার সেই গুরুজী যা মর্‌জি রাজী হতে হয় ॥
যখন আশা করে বাসরে আসি একাকী,
দশদিগে দশ দশার সৌভাগ্যে সঙ্গিগণ দেখি,
আমলা ফয়লা বলায় কল্যারা,
আমলা হয়ে আমল পেয়ে কল্যে মাতোয়ারা,
কারো আমি তো ভাই না ধারাই কেবল দেখ্‌তে পাই
তোরাই প্রতিবাদী ॥

(৮)

দেখ গরজী বুঝে যারে যে দিচ্ছে এসে দেখা।
নিশি দিনে ভাবছি মনে মনে এ ক্ষণে সেই প্রাণের সখা ॥
এমন মনোভঙ্গ প্রসঙ্গ সঙ্গ যদি হয়,
কণ্ঠদভাবে মানবে তিনে হইবে কলির পরাজয়,
যারা এ সব দফা হয়ে রফা তোমা করে আশ,
আশা করি নদীর ধারে ফিরে বারমাস,
লালশশী রচে কণ্ঠদ লাগল পিছে।
সেই পেচে ঘুরণো পাকে ঘুরি ॥

(৯)

দেখ রাত্র প্রভাত মুদিত হচ্ছে কুমুদিনী।
ঐ সময়ে পূর্ণচন্দ্র ঘুমিএ ধরিএ ফুটছে কামিনী ॥
কার ভাস্থর উদয় সুধাচর জাগায় আসিয়ে,
কারু মধ্যে অবাদে শশী নিশিবর্ত্তে অমিয়ে,
এরা বন্ধুভাবে উদয় হয়ে দিবা আর নিশি,
মধুকর নিরন্তর পরপ্রত্যাশী,
লালশশী হৃদে অলি এসে সাধে
আমাদের কর্‌ছে মধ্যে ধ্বনি ॥

---

(১) এখানে প্রকাশ্যে মুক্তির পথ নাই। সহজ-পথের লোকেরা গোপনে সাধন করে, রাতকাণা পাখীর ছানারা অন্ধকারে গতিবিধি করিতেছে। সহজিয়াদের মিলন রাত্রিতে অতি গোপনে হইয়া থাকে।

(১০)

যারা সহজ দেশের মানুষকে দেখ্‌তে করে আশা।
সেই বাসনা ভিন্ন উপাসনা করে না চায় না রতি মাষা॥
পূর্ব্বজন্ম-স্বকর্ম্ম-সংসর্গজা,
যা হয়েছে হচ্ছে ইচ্ছে যুগে যুগে ভোগে সেই মজা,
যারা মনের সাধে ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে করে তার সাধন।
সহজ লোককে দেখাচ্ছেকে কিম্বা নিদর্শন
সেটা কে জেনেছে কে শুনেছে এসে কারভাগ্যে সদয়
এসে হবে॥

(১১)

যারা সহজ দেশের প্রত্যাশে ফিরেছে এ তিন কুলে।
পথ ধরে না করে আনাগোনা ঠিকানা পায় না কোন যুগে॥
এই ধরণীর উপর নিরন্তর সহর বাজার হাট,
মায়ার সৃষ্টি এ ধরণীতে আছে বিধি নাটুয়ার নাট,
মায়া অবলম্ব করে সকল জলবিম্ব প্রায়,
তার ভিতরে বসত করে স্বর্গে যেতে চায়,
লালশশী বলে ঘাসের (১) দশা পেলে সে এনে এ সব বলে লবে।

(১২)

অগ্নি কি কোথায় কিছু মিলে।
ভাই রে ডুবলো যদি অগাধ হৃদে নিধি খুজে কি পাবে
বিঘৎ-জলে॥
চিরদিন ফির্‌ছি নদীর কূলে॥
সদাই গতিবিধি করে থাকি ডাঙ্গা ডহরে,
কখন বা বেড়াই তোফা রঙ্গীন সহরে,
কেহ মর্ম্ম করে ভাসাএ প্রেম-সাগরে
কেউ ধঁরে চড়ায় ছুটি গালে॥

(১৩)

পরম আনন্দে মনের সাধে যে সাধে সাধের সাধনা।
হয়তো এতে মিশবে নিমিষে নয়তো হবে না॥

(১) ঘাসের দশা=দুর্ব্বা যেরূপ মাটীতে থাকিয়াও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে।

যারে আট-কপালে আয় বলে ডাকলে দেখা পাই, (১)
অনাসে খুব মনের উল্লাসে তারি পিছে ধাই,
যারে দেখতে পেতে না পেতে করতে ওরে সাধ,
যে সেবিছে দেখ্‌তে পাছে ঘট্‌ছে পরমাদ,
সে কখনো হয় কাঙ্গাল হৃদয় কখনো হয় তালেবর ॥

(১৪)

যত বানর রূপে এ ভবে জীবের আগমন।
যেমন ইচ্ছে হয়েছে কিম্বা হতেছে পাছে তার মতন ॥
আমার ইচ্ছা-সুখে কোন লোকে দিতে ইচ্ছা নাই,
দেখ্‌তে আপদ ঘটে তাই সেইটে দেখতে পাই,
পেয়ে মনের ব্যথা কৈ নে কোন কথা
এ যাতনায় কোথা পালাএ যাব ॥

(১৫)

এই যে যাদের পদে আমাদের হচ্ছে মহাত্রুটি।
প্রতিপদে হচ্ছে নিয়ত শত কোটি কোটি ॥
এদের ব্রহ্মপদ সুসাধ্য বাধ্য সকলে,
কল্লে সকল হলাহল অমৃত নিরীক্ষণ রতন যতনে,
পদসার লইয়ে স্মরণ নিয়ে পেএ ভরসা,
নির্জ্জনে পাই মনকে বুঝাই ঘুচাই দশ দশা,
লালশশী ডেকে বলছে ধোকা নাগলো হঠাতে কণ্ঠদ ভবো।

(১৬)

এই ত সেই সহজ দেশের ধারা।
হেরে চাঁদের কোণা করে আনাগোনা
ঠিকানা পায়না মোপ্তখরা অমিয় প্রমত্ত ধারা।
হলো আখি ভরে বারেক হেরে সহজ মানুষে,
অগাধ সিন্ধু জগদ্বন্ধু বিন্দু পরশে,
সাধু সদাসাধ্য বিদগ্ধহৃদ অগাধসিন্ধু রসে ভরা ॥

(১) আট-কপালে=দুর্ভাগা। আমার মত দুর্ভাগাও যাহাকে ডাকা-মাত্র দেখা পাই।

(১৭)

যারা শুদ্ধমতি প্রকৃত সতী পতিপ্রাণা।
ধারে ধারে উভয় বারে বারে সংসারে করছে আনাগোনা॥
তাদের সহজ দেশের আদেশে হচ্ছে পরিশ্রম,
পতির ইচ্ছে সুখেতে সভের হতেছে যাচ্ছে মনোভ্রম,
করে জন্ম জন্ম পরিশ্রম ভ্রম ঘটিবে,
নারী পুরুষে সেই মানুষে দেশে আসিবে,
দেশের সঙ্গ পাবে নিদ্রা ভঙ্গ হবে স্বভাবে ঘট্‌কে আন্ধিয়ারা॥

(১৮)

ভাই রে কেউ এ দেশে আস্‌তেছে ডুব্‌তেছে ভবার্ণবে।
তলিয়ে যাচ্ছে প্রলয়-জলেতে নীচে উল্লাসে।
সেই মানুষের লোভে যাদের এই প্রকারের সাধের চিন্তা হয়,
তাদের গোজর বরাবর হবে বেগুজর অধর সুধাময়,
যারা কাঙ্গাল পেয়ে কাঙ্গাল হয়ে হিয়ে করে দান,
নিরবধি সাধের নিধি থাক্‌বে বিদ্যমান,
লালশশী রচে সহজ দেশের কাছে রয়েছে সহজ ভাবে তারা॥

(১৯)

কল্লে এই কলুষ ভবে গৌর কে আজব তামাসা।
চাঁচর কেশ মুড়িএ হরি ঘর ছেড়ে হলেন দণ্ডধারী
জীবে হের্‌তে হের্‌তে রূপমাধুরী ঘুচে গেল দশ দশা॥
তারিবে এ ভাব ইচ্ছে ভরসা॥
যারা মহৎ পাপে ভবকূপে ডুবে রয়েছে,
হরি হরি হরি বলে তরিতে লেগেছে,
এটা ফলবে ভেবে কলুষ ভবে ছিল সভের প্রত্যাশা॥

(২০)

এই যে নদের যজ্ঞেতে নারী পুরুষে।
গৌরাঙ্গের ভাব-তরঙ্গে নাচে উল্লাসে॥
দেখে সোণার বর্ণ শ্রীচৈতন্য পূর্ণ কলেবর,
ত্রিগুণে তিন ভুবনে জনের মনোহর,
এসে যখন কেউ কখন কল্লেন নি এ নকসা॥

(২১)

নদের নদীর অগ্নি হয় ভূপতি রাজ্য অধিকার।
জাতি কর্ত্তা মহৎ-মর্য্যাদা সদা সদাচার॥
ক্রমে সত্য হতে যুগান্তে চিন্তা কর ভাই,
বন্দিয়ে শ্রীনদীয়ে বন্দনা আর নাই,
দিগ্ স্রতো গঙ্গাক্ষেত্র জোয়ার চিরদিন,
সেই নদীয়ের অধীন তারিলে দিনের দিন,
দেশের আশা ছিল রসে ভাস্লো সুবিক হলো দুভাষা॥

(২২)

আমি সাত সাগরের দুধারে যখন যারে দেখি।
থেকে থেকে নদীর তুফান দেখে ক্ষণেকে সভাই মনোদুঃখী॥
হেরে নিরবধি অবধি ভব-জলধির ঢেউ,
ভ্রমণ কর্ত্তে ক্রমেতে ভব ভ্রমেতে আস্তে চায় না কেউ,
যাদের বিধি সৃষ্টি করে দৃষ্টি মনোনিবিষ্ট হয়,
আমরা তোমরা মোপ্তখরা তারা মহাশয়,
লালশশী বলে ভাস্তেছি এ জলে ডুবলে রসে রস মিশিবে॥

(২৩)

কোনো বাদসা যদি সে যদি বাঁদী খরিদ করে।
বাদসাজাদী বাদসা করে সাদি ঐ বাঁদীর বাঁদী হয় সে পরে॥
যদি বাদসা তারে নজরে করে নেকনজর,
বিশেষ মতে ইচ্ছাতে খসিব খেনআতে হয়গে তার গোজর,
যত বিনে দরো মনোহর ভারা মজালি,
সাত সহরে জলাধারে করে আমদানি,
লালশশীর আশা দাসীর ফিরলো দশা তখসা বাদসা
মর্জি রাখে॥

(২৪)

আমি সাত সহরের বন্দরে ফিরে এসেছি।
এই দেশে পৌছিএ উল্লাসে ভাস্তে লেগেছি॥
লোকের দশার ফেরে করে উপহাস,
সাত সাগরের দ্বীপান্তরে সকলে ফিরছি বার মাস,
এ সব কারবারীদের মনের দ্বিধে মনের সাধে ঘুচাবো॥

(২৫)

আগে সৃষ্টি হতে না হতে লিখ্‌ছে বিধাতা।
দেখ্‌তেছি তার মিথ্যা নয় একটি সত্য সব কথা॥
যেমন স্বর্ণ-রেখা পাকা পাথরে,
তেম্‌নি লিখেছেন তিনি রজনী দিন ওজন করে,
ভবে অসম্ভবে যা সম্ভবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে শোভা পায়॥

(২৬)

নিশি প্রভাত হোতে হোতে।
গুণের নিধি দেখ্‌তে পাচ্ছি দাঁড়িয়ে আছে পথে পথে॥
তোরে না হেরিয়ে রাত্‌ পোহাই,
হেরিলে আনন্দ-জলে ভেসে যাই,
খিদেয় জ্বল্‌তেছে হৃদয়,
তোরে দেখে নিমিকে অম্‌নি শীতল হয়,
অম্‌নি নিধি এসে দেখা দেবে রাত্‌ পোহালে॥

(২৭)

আমরা যত শিশুগণে।
আজ অবধি খাবার দ্রব্য আন্‌ব সব এই খানে॥
দধি দুগ্ধ ছেনা মাখন ক্ষীর সর,
তাই কর ভাই ত্বর ত্বর একত্তর দধি লাগাইদ ইস্তক,
সুধাময় অধরে দেও হোকু সভের সার্থক,
লালশশীর বিষয় সভাইকে দেও মুখে তুলে॥
শুন বলি তাই নীলমণি।
কিমত নাই ঘরে ঘরে ক্ষীর লবনী॥
তোমার দিকে তাকিএ দেখ্‌তেছি,
হয় ভালো ধূলা খেলা কর্‌তেছি,
তুমি বারেক হেরিলে,
শিশুগণের নয়নে ভাসে প্রেম-জলে,
খেতে পাই বা না পাই দেখে কিছুইতো বোলবে না॥

(২৮)

খেলার শব্দ পেলে আমরা আসি।
পরম রঙ্গে খেলতে ভালবাসি॥

যখন বাঁকা হয়ে তাকিএ দেখ ভাই,
তোমাতে আমাতে অভেদ দেখ্‌তে পাই,
তুমি যা ভাব মনে আমরা মনে ভাবি নে তোমা বিনে,
ধূলায় লালশশী ধূসর হলে তো তুলবে না॥

(২৯)

আমি ঝাঁপ দিয়ে এই নীরে।
খাবি খেয়ে তলিয়ে এলাম জলের ধারে॥
হলো আস্‌তে আস্‌তে আকর্ষণ,
সাধুর সহিত আমার হয় সম্মিলন,
বহু ভাগ্য যোগেতে অহর্নিশি যা ভাবি পাচ্ছি দেখিতে,
আমি এই আভাসে ভেসে ভেসে এসে তলিয়েছি॥

(৩০)

যে জন তিন ভুবনে সকল জানে ঠায় ঠিকানা।
সে লোক কি মনের মানুষকে দেখ্‌লে কি চিন্তে পারে না॥
যদি এক নজরে দেখ্‌তে তারে তক্তে বসিয়ে,
ত্যক্ত বিরক্ত সেত নিযুক্ত থাক্‌তো তোর হয়ে,
আহা আদি অনাদি গুণের নিধি তার বাড়া কি আছে ধন॥

(৩১)

কেহ না তক্তে বসে এ দেশে কর্ত্তেছে রাজত্বি।
কেউ বা হাতে মালসা লয়ে ফিরিছে সম্প্রতি॥
কার সুখের ভরা কুল কিনারা লাগলো এসে,
কেউ খাবি খায় মাঝ দরিয়ায় প্রাণ তার যায় নিমিষে,
কেউ ভাস্‌ছে জলে মানুষ বোলে ডাকলে হয় উদ্ধার,
বাঁচলে আর কোন কালে ডাকলে উত্তর পাওয়া ভার,
তারে মনের ক্ষোভে ডাক্‌লে তবে অম্‌নি হবে আগমন।

(৩২)

একদিন ঐ মানুষের তল্লাসে দেশ বিদেশে ঘুরে।
এক তামাসা দেখ্‌তে পেলাম দশ দশার পাথারে॥
মণি মুক্তা প্রবাল রত্ন সকল জাহাজে বোঝাই,
তার কোথা গিয়াছে মাল মাহাত্ম্য রহিত কিছুই নাই,

সেই সওদা শুলুক কর্ত্তেছে লোক আস্‌ছে জাহাজে,
আপনি তার রকম চিনি সে জিনিষ যে,
দি তারে বুঝে কত বিশ মূলে চীচ বিষ কি উনিশ এক নিমিষে॥

(৩৩)

একদিন অগ্রদ্বীপের মহোৎসবে দেখ্‌তে গেলাম একা।
আখ্‌ড়াধারী যত পুরুষ নারী হয় না লেখা যোখা॥
একব্বার দেখতে যেএ বারেক চেয়ে আপনাতে ভুল,
বোলব কি ভুল হএ দেখি আজ বুঝি বাদল আর স্থূল,
জয় আদ্যোপান্ত অবিশ্রান্ত মত্ত বিচক্ষণ,
অম্‌নি সে গুণের মণি আপনি কল্লেন স্মরণ,
যাহা ডরিএ ছিলাম দেক্তে পেলাম দেখ্‌তে পেলাম দর্পণে॥

(৩৪)

কাষ কি সেই মনের মানুষ বাইরে বার করে।
সদা নিত্য সুখী হএ আত্মা মিশাইএ বসে থাকরে হৃদয়-মাঝারে॥
কি জন্যে বা এক্ষণে আস্‌বে সে বাহিরে॥
তার ইচ্ছে যেমন হচ্ছে মন আছে রাজী,
নইলে কি তারে ভুলে এ কাযে কর্ত্তেছি বাজী,
পরে সাধ্য সাধন করে যেমন রাখ্‌বে তাঁরে অন্তরে॥

(৩৫)

ভাই রে যে আমারে সাধ করে পাথারে ডুবালে।
বুদ্ধিমন্ত জগতে আর তার মত নাইকো কোন কালে॥
আমার আক্কেল যেমন কর্‌লাম তেমন বুঝে শুঝে,
ডুবালে অগাধ জলে এককালে দরিয়ার মাঝে,
আমার আক্কেল সাবুদ হলে কাবু কর্ত্তে পারে কে,
বুদ্ধির দোষেতে বিধি দুর্গতি করিলে আমাকে,
বড় তুষ্ট হএ উসস পেএ তলিএ গিয়ে বলিছি তাই॥

(৩৬)

দেখ যার যেমতে এই ভবে হচ্ছে আনাগোনা।
দেখ্‌তে পাচ্ছি আপনি পাচাপাচি তার বেওরা কেউ জানে না॥
দেখ আস্‌তে যেতে পথে পথে দিন তো বয়ে যায়,
তাই দরিয়ার মাঝে যে মজে হচ্ছে তার উপায়,

কেউ ভবজলধি-মধ্যে নিধি পায়,
যদি ডুবলে অক্ষয় হইএ সে রয় কোন কালে কোন ভয় নাই,
আমি সেই নীরেতে আছি ডুবে মধ্যে মধ্যে কায কামায়।
লালশশী বলে আছি ডুবে মধ্যে মধ্যে কায কামায়॥

(৩৭)

আমি রসের সাগর ভেবে।
ঐ তল্লাসে দেশে দেশে ফিরছি রাত্রি দিবে॥
যতো ফির্‌তে ফির্‌তে পথে পাই দেখা,
নিরীক্ষণে ততক্ষণে হয় বাঁকা,
দেখি একি অসম্ভব,
... ... আরাধ্য ঊর্দ্ধগতি সব,
সদা মাতোয়ারা বহে ধারা দুই নয়নে॥

(৩৮)

ঘুরতে আর পারি নে রে ভাই।
রসের সাগর ঘোরতর ইচ্ছে করে ভেসে যাই॥
ভাবছি ফিরে তাই॥
ভ্রমণ ক্ষমা হলো না,
রাস্তার উপর বাসা ঘর নাগর দোলে না,
হয়ে দীর্ঘকপাল আকাশ পাতাল এই দেখ্‌তে পাই।

(৩৯)

বল সচেতনে মনে ভাবিলে।
আনন্দিত হইবে হৃদি-কমলে॥
যেমন বল্লে আমারে,
বলো দেখি জিজ্ঞাসি চেত্‌ন কে করে,
এবার ফির্‌তে হবে পথে তা সুলক্ষ্য নাই॥

(৪০)

আমি ফির্‌ছি বহুরূপে।
ভেবে দেখি এইবার বুঝি ডুবি ভবকূপে॥
আবার ডুবে দেখি ডুবলে হয় না শেষ,
ভেসে ভেসে বেড়াই শেষ দেশ বিদেশ,

ঘুরায় বারে বার,
দারুণ বিধির চিরদিন বুদ্ধি এই প্রকার,
হয়ে জোনাক পোকা লেগে ধোকা ফিরে উড়তে চাই॥

(৪১)

মিঠাই আচ্ছা লুচী পুরী।
খাবার পাকে উলটা পাকে ঘুরি॥
যত দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাতে পেতেছি,
পথে পথে চল্‌তে চল্‌তে খেতেছি,
খেয়ে হয়ে পেটভারী,
ভেবে দেখি ইকি ঝকমারি,
লালশশী বলে কি করিলে কালের গোসাঞি॥

(৪২)

অমনি অমিয়-সাগর সেই নাগর বন্দি হইবে।
শ্রবণে শুনেছ তা দর্পণে মানিবে তা,
সাবধানে পুনঃ মানতে মানতে,
আপনা হোতে গমনাগমন ঘুরিবে॥
সামান্য মান্য অমান্য মান্য রাখিবে॥
যেমন ত্রিভুবনে ত্রিবিধ জনে মনের অভিলাষ,
সেই আভাসে ঈশ্বর-ইচ্ছে হচ্ছে বারমাস,
যা বলছে ডেকে বল্‌বে লোকে মস্তকেতে ধরিবে॥

(৪৩)

পেএ বহু জন্ম স্ব-ধর্ম্ম-মর্ম্ম না পেএ।
অনর্থ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্য্যন্ত আস্‌ছ ভ্রমিয়ে॥
এ সব ভ্রম ঘুচিয়ে প্রেমী হয়ে অমিয়ে নিধি পাও,
নৌকা পরে গাড়ী চড়ে গাড়ীকা উপর না,
ভবে পূর্ণ যত ক্ষুণ্ণ তত মান্য তত জানিবে॥

(৪৪)

পুরুষ প্রকৃতি কি নৃপ আদি গুণের নিধির বাধ্য সকলে।
মহা তুষ্টা পূর্ণ অধিষ্ঠা একবার দৃষ্টি করিলে॥
আছে নিরবধি ঐ নিধি সাধ্য সাধনায়,
আয় বলে এই ত্রিকূলে হৃদ্-কমলে ডাকলে দেখ্‌তে পায়,

যেই ধারা ধারা সসাগরা সারাকুল করে,
ভাবীর সহিত ভাব ঘোরেতে ঘুরছে বারে বারে,
যখন ভাবীর সঙ্গে সেই স্বঅঙ্গে অভেদ অঙ্গে ভাবিরে॥

(৪৫)

আছে পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম বিহঙ্গ রঙ্গ-রসেতে।
নিরবধি হেরছে সেই নিধি এরা হৃদ্‌পদ্মেতে॥
এদের হৃদ্‌পদ্ম সে পদ্ম ভেদ নাই ক্ষণে,
জ্ঞান মন আর তুনয়ন সর্ব্বদা চেতন শয়ন স্বপনে,
যাদের ভাব ঘোরেতে ঘুরতে ঘুরতে ফিরতে উসস নাই,
অঙ্গে অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে ভাস্‌তে চেতন গোসাঞি,
লালশশী বলে রসিক এলে চক্ষুঃ খুলে দেখিবে॥

(৪৬)

আস্‌ছি এই বলে গিয়েছে।
মিছে বল্‌ছ বঁধুরে কার ঘরে গে সেঁধিয়েছে॥
তা কি হয় মিছে,
সে ততো মিথ্যাবাদী নয়,
অবিরত নিয়ত সত্য কথা কয়,
সহরে ঘুরে হয়তো ফিরে ফের আসতেছে॥

(৪৭)

এই যে ভবসিন্ধু বন্ধু পার করে।
তারে বোলো সেঁধিয়ে রৈল কার ঘরে।
যাতে ইচ্ছা আছে যার,
কিবা সাধ্য অসাধ্য বাধ্য হবে তার,
বন্ধু আস্‌তে আস্‌তে বুঝি পথে পথ ভুলেছে।

(৪৮)

পরম রঙ্গে ছিল ঘরে।
নিদ্রা ভেঙ্গে বলে গেল আসি ফিরে ঘুরে॥
আবার যাবার বেলা গলা ধরিএ,
গলাগলি কোলাকুলি করিএ,

আমি ভালমন্দ হই,
অবিশ্রান্ত একান্ত বঁধুর বই আর নই,
বঁধু আস্‌তে যেতে সব দফাতে খাঁটি আছে ॥

(৪৯)

আমি যেমন দেখি তারে।
তেম্‌নি নাকি বঁধুয়া সাতে ঝুরিত আমার তরে ॥
যদি দেক্তে না পায় আমায় নিমিষে,
কি কর্‌বে কি হবে ভবে বেহুঁসে,
আবার যখন দেখা হয়,
আহ্লাদে উল্লাসেতে ভাস্‌বে উভয় কায়,
লালশশী বিধয় রসিক হৃদয় উদয় হচ্ছে ॥

(৫০)

বঁধুর কিবে রূপের ছটা।
নিরখিতে কটাক্ষেতে হয় ভাবীর ভাবের ঘটা ॥
যেমন স্বর্ণ জিনি মণিময় রতন,
রত্ন জিনি গুণমণির বরণ চক্ষে দেখে যে একবার,
দুটা তারা মাতোয়ারা ভোরা হয় তাহার,
আর কেউ পাবে না তার অন্বেষণ ॥

(৫১)

কেউ তো ভাই ভজে না তারে।
যে করেছে সৃজন সেইত ভজে সভারে ॥
ত্রিলোক সংসারে ॥
তুমি খুঁজে দেখ ভাই,
গরজ বিনে ভজতে চায় এমন তো কেউ নাই,
যত গতিবিধি কত্তে লোকে বারে বারে ॥

(৫২)

জীবের ভাল মন্দ যার নাম কর্‌লে দুঃখ যায় দূরে
তার পানে কেউ কখন চায় না ফিরে ॥
বিনে দুঃখের সময়,
কখন কি মালিকে কার মনে হয়,
দেখনা ডাকিত্তে মুষ্‌কিলে যে আসান করে ॥

(৫৩)

রাত্রি প্রভাত হইলে।
ছোট বড় নিদ্রা হোতে উঠ্‌তে হয় সকালে।
উঠে ঠকঠকিতে হয়ে ঠেকিতে,
কর্ত্তে হয় সকালে অন্নের চিন্তে,
পশু পক্ষী নর আদি,
চিন্তা কর্ত্তে না কর্ত্তে যোগাচ্ছেন বিধি,
সে তো নিযুক্ত কেবল সকলের এই সুসারে ॥

(৫৪)

আশী লাখ জনমের পরে।
মানব-দেহ ধারণ করে এসেছি এইবারে।
পূর্ব্বজন্ম করণ হয়ে বিস্মৃতি,
হিতাহিত গণনা এই তো মম প্রীতি,
তেঞি পুণ্য কর্ত্তে চাই,
নিদান-কালে তাই হোলে রক্ষা যদি পাই,
লালশশী বলে আপ্ত চিন্তে করে ফেরে ॥

(৫৫)

ভজ রে ভজ রে তার চরণ।
যার নাম করিলে হয় সকল জ্বালা নিবারণ।
ওরে আমার মন ॥
তারে ভালবেসো রে অনায়াসে তারবে সে এ ঘোর পাথারে,
আমি এক্ষণে যা বলি তোরে কাণ পেতে শোন ॥

(৫৬)

মন ভবে ভ্রমণ করছো যত দিন।
ভ্রিমে ভ্রিমে ক্রমে ক্রমে হচ্ছো ক্ষীণ ॥
এমনি ক্ষীণ হতে হতে,
দুঃখ পাবে অতিশয় নানান মতে,
তুমি জড়াজড়ি করছো ধড়ে ভাই যতক্ষণ ॥

(৫৭)

তুমি দশের রাজা হয়ে।
করছ মজা নিরবধি রাজ্যেতে বসিয়ে॥
তুমি বুঝলে না কে সৃজিল তোমায়,
ভাব্‌লে না শেষকালে হবে কি উপায়,
যদি আপন কুশল চাও,
সৃজন করিলে যে তারি গুণ গাও,
সে যে অকিঞ্চন-জনগণের মনোরঞ্জন॥

(৫৮)

তুমি বারেক ভজে দেখ।
মজা না পাও বুঝেশুঝে ক্ষান্ত হয়ে থেকো
যে জন ইক্ষু-রসের পেয়েছে সন্ধান,
অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে পান,
এমনি ভজন-তত্ত্ব,
ভজতে ভজতে বুঝতে পায় পরম পদার্থ,
আর ভজন বিনে বৃথা এ জীবন ধারণ,
লালশশী বলে মিথ্যা না হয় কাল ক্ষেপণ॥

সমসের গাজি।

——ঃ০ঃ——

সমসের গাজির পুথি হইতে অতি অল্প একটু অংশ এই পুস্তকের ১৪০৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। পুথিখানি আমরা না পাওয়াতে বেশী উদ্ধৃত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি আমার পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত লুৎফুল খবির সাহেব এই পুথি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ করিয়াছেন,— এই পুস্তকখানিতে সাময়িক সমস্ত বিবরণ উৎকৃষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকারের নাম নাই, তিনি গাজির সামসময়িক ব্যক্তি। সমসের গাজি আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে শত্রু-হস্তে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

গাজির দেবী-পূজা ও জয়লাভ।

ত্রিপুর-রাজের বিরুদ্ধে সমসের গাজির যুদ্ধ-সম্বন্ধে দেবীর মন্ত্রণা।

পূর্ব্বমত স্বপ্নে দেবী বলিতে লাগিল।
শুনি বিপরীত বাক্য গাজি উত্তরিল॥
আমি হই মোছলমান আপনি ঈশ্বরী।
কেমনে হিন্দুর কায বল আমি করি॥
দেবী বলে সকলই বিধাতার হাত।
যখন যাহারে চাহে করেছে নিপাত॥
তাহার নিকটে জান সকলি সমান।
নাহিক প্রভেদ কিছু হিন্দু মুসলমান॥
স্বহস্তে না দেও পূজা ডাকহ ব্রাহ্মণে।
নতুবা জিনিতে তুমি না পারিবে রণে॥

হেনমতে তিন বার স্বপ্ন দেখাইল।
শুনিয়া যুদ্ধের কথা মনে ভয় পেল॥
প্রভাতে উঠিয়া গাজি ভাবি মনে মন।
উপাচারে দিল পূজা ডাকিয়া ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হৈল সেই পূজা খাই।
পরদিন দুই দলে দিলেক লড়াই॥

রাজার দিগে যত সব কামান আছিল।
একে একে ভাঙ্গি সব খণ্ড খণ্ড হৈল॥
গাজির তোপেতে দেখ করি হুহুঙ্কার।
গিরি-মুড়া (১) উপাড়িয়া করে ছারখার॥
এত দেখি মণিপুরী হয় অন্তর্ধান।
রাজাকে লইয়া তারা করিল প্রস্থান॥

রাজ পলায়ণ।

পলাইয়া গেল রাজা আগরতলায়।
কেহ বনে কেহ স্থলে সৈন্যেরা পলায়॥
ধ্বজা ছত্র সিংহাসন সব ফেলাইয়া।
একে একে সব লোক গেল পলাইয়া॥
উদয়পুরে রাজ-ধন যতেক আছিল।
সমসের গাজির সৈন্য লুটিয়া আনিল॥

যুদ্ধে জয় ও লুণ্ঠন।

(১) মুড়া = মূর্দ্ধা = শেখর।

লক্ষণ নামেতে এক রাজার ভাতিজা।
নারিল ধাইতে তবে আনিল ধরিয়া॥
লুটপাট করি সব গাজি মহাবল।
আগরতলাতে গেলা মন কৌতূহল॥
রণ জয় বাদ্য বাজে নাচে বীরগণ।
তাহা শুনি মহারাজ আদেশে তখন॥
এথাতে আইনু উদয়পুর ছাড়ি।
তথাপি তাহার লাগি রহিতে না পারি।
একেবারে ঘেরি পুনঃ কর মহারণ।
অস্ত্র ধরিবারে যেন নারে শত্রুগণ॥
না হইতে একত্রিত গাজি-সৈন্যগণ।
বন হতে নিকলিয়া দিল তারা রণ॥
এতেক দেখিল যদি গাজি-সৈন্যবর।
ছাড়িল কামান গোল্লা করি আড়ম্বর॥
গোল্লা-ঘায় বহু সৈন্য হইল নিপাত।
আচম্বিতে পড়িলেক যেন বজ্রাঘাত॥

ধূমে অন্ধকার ধরা উপড়িল মুড়া।
বৃক্ষ তরু ভাঙ্গি পড়ে হয়ে গুড়া গুড়া॥
পড়িল বাহিনী বহু অশ্ব গজ আর।
দহিল নগর আর আদি গৃহ দ্বার॥
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিয়া মহারাজ ধায়।
কেশরীর দর্পে যেন মাতঙ্গ পলায়॥

রাজার মণিপুর-গমন।

পথে পথে মারে সৈন্য তাড়ায়ে তাড়ায়ে।
মণিপুরে গেল রাজা পলায়ে পলায়ে॥
মণিপুর-মহারাজ দেখি হেন বেশ।
ত্রিপুরা-রাজারে দিল জৈন্তাপুর দেশ॥

এথাতে গাজির সৈন্য হৈল এক ঠাঁই।
ছয় হাজার ফিরে এল এক হাজার নাই।
মনুগঙ্গা দক্ষিণের শ্রীহট্টের লোক।
গাজি-সঙ্গে মিলে গেল পাই সুখভোগ॥

মেঘনানদী-পূর্ব্বপাড়ে যত লোক ছিল।
ডালি ভেটি গাজি সঙ্গে আসিয়া মিলিল॥
রণজয় করি এল গাজি নিজ দেশ।
গাজির পরিল ডঙ্কা স্বদেশ বিদেশ॥
পলাইলে মহারাজ উদয়পুর হতে।
পড়েছিল ভ্রাতাপুত্র সমসেরের হাতে॥
এখন বাঁশের এক করি সিংহাসন।
বসাইল তদোপরে মাণিক্য লক্ষণ॥
রাজার সম্মানে তারে রাখে গাজিবর।
রাজ্যচ্যুতি যেন তার দহে না অন্তর॥
মনে মনে দহি দহি তিনটী বৎসর।
অকালে কালের স্রোতে হৈল লোকান্তর॥

রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণ-মাণিক্যের অপূর্ব্ব অভিষেক ও মৃত্যু।

ওজন ও মূল্য।

হাটে বাজারে গাজি মুনাদি ফিরাই।
ওজন করিয়া দিলা নিরিক লিখাই॥
ওজনেও কম কেহ নারে বেচিবার।
মূল্য বাড়াইয়া কেহ নারে ঠকাবার॥
পাইলে নিয়ম ছাড়া শাস্তি করে গাজি।
খরিদদার বিক্রেতা সবে তারে রাজি॥
বাজারে বাজারে যত বিরাশী ওজন।
কম বেশ কোথায়ও নহে কদাচন॥
তৈল সের বার পণ ঘৃত চারি আনা।
গাজিতে করিয়া দিল এ সব ঠিকানা॥

ভাণ্ডার ও পাঠশালা।

ডোমন রয়েছে তথা নওয়াব হুজুরে।
এথা গাজিবর দেখ রাজ্য সুখ করে॥
পাকশালা দেওয়ানখানা তোসাখানা ভারি।
খুলিল অতিথখানা ধুমধাম করি॥
ভাণ্ডারের অধিকারী আহ্লাদ ভাণ্ডারী।
চন্দ্র মুদি করিতেছে খরচ বরদারি॥

তোলবাখানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া।
গাজি পালে সে সকলে অন্ন বস্ত্র দিয়া॥
সুন্দিপের অন্ধ এক হাফেজ আনিয়া।
কোরান পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া॥
হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলবি আনিল।
আরবি এলেম ছাত্রগণে শিখাইল॥
জুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি।
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গলার বাণী॥
ঢাকা হতে মুনসী আনি পারসী পড়ায়।
হেন মতে নানা ভাষায় এলেম শিখায়॥
দিন মধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে।
দশ দশ দণ্ড ধরি দুভাগে পড়িতে॥
ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর।
পাঠের সময় করি দিল গাজিবর॥

নাপিত।

চন্দ্র ও উৎসব দুই গাজীর নাপিত।
চারি সম্বা খেরি করে প্রতিনিত॥
কিরূপে করিব খেরি চেতন না পাই।
নিদ্রাতে আছেন গাজি কেমনে বা যাই॥
উৎসব নাপিত খুড়া চন্দ্র ভ্রাতা-সুত।
নিদ্রাতে করিল খেরি করিয়া কৌতুক॥
নিদ্রার আলস্যে গাজি না পায় চেতন।
খুড়া ও ভাতিজা দুই ভয়ে কম্পমান॥
না জানি কি আমাদের প্রাণে বধে গাজি।
এক্কেয়ার খানসামা বলে হবে খোস রাজি॥
এ শুনিয়া পলাইয়া রহে এক স্থানে।
নিদ্রা ছাড়ি উঠে গাজি সানন্দিত মনে॥
এক্কেয়ারে আনি জল মুখ পাখালিল।
মুখ ধোয়া কালে গাজি খেরি-চিহ্ন পেল॥
গাজিয়ে জিজ্ঞাসে খেরি করিলেক কেবা।
আনহ সম্মুখে তারে খেরি কৈল যেবা॥

নিদ্রায় ক্ষৌর-কার্য্য।

নিদ্রা হতে আপনার চৈতন্য না পাই।
খেরি কৈল দুই জনে বহুত ডরাই॥
উৎসবে করিল খেরি চন্দ্র কাটে নৌখ।
শুনিয়া গাজির মনে জন্মিল কৌতুক॥ পুরস্কার।
হাসিয়া ডাকিল গাজি দুজনে আসিতে।
আসিয়া প্রণাম করে লুটিয়া ভূমিতে॥
গাজি বলে ভয় নাই কৈলে ভাল কাম।
অবশ্য হইবে তোর জগতে খোসনাম॥
এ বলিয়া গাজি ঘোড়া দোলা মাঙ্গাইল।
ঘোড়া দোলা উভয়েরে বকশিস করিল॥
ঘোড়া ও দোলায় চড়ি এথাতে আসিও।
হাজামত করিতে তোরা ভয় না করিও॥
রাস্তা আর পুষ্করিণীর চিঠি তাকে দিলা।
গাজি বাড়ী লাগায়েত জাঙ্গাল বান্দিলা॥
পাঁচ ছয় পুষ্করিণী তারা করিল খনিত।
মিনা ভূমি পায় বহু গাজির নাপিত॥

দীঘির জল উঁচু ও নীচু।

এথাতে কৈয়ারা দীঘি জলপূর্ণময়।
ভাঙ্গিবে পশ্চিম পাড় সর্ব্ব লোকে কয়॥
দেখিবারে গেল গাজি সর্ব্ব লোক-সঙ্গে।
চারি পাড়ে ভ্রমণ করিলা মনরঙ্গে॥
দক্ষিণ পাড়ে গিয়া দাঁড়াইলা তথা।
গাজি পুছে সভাস্থলে হাসিয়া এ কথা॥
কোন দিগে উঁচা জল নীচ কোন দিগে।
সকলেতে বলে তুমি বল যেই দিগে॥
গাজিয়ে বলিল তোরা না কহিল বাণী।
উত্তরে দেখেছি উঁচা সরোবর-পানী॥
সবে বলে আমি সব দেখি হেন মত।
গাজিয়ে বলিল তোরা বেকুব সতত॥
আল্লাকে না ডরি তোরা ডরিলি আমারে।
জানিলাম বেদানা হেন তোমরা সবারে॥

গাজির মুর্শিদাবাদ-গমন।

ফকীরের পরিচয়-প্রদান।

কামরূপ কামাখ্যাতে জান মোর জন্ম।
স্বদেশ বিদেশ ভ্রমি এই মোর কর্ম্ম॥
মুর্শিদাবাদে শুনি খোসনাম তোমার।
আসিয়াছি এইখানে তোমা দেখিবার॥
গাজিও বলিলা তুমি চল মোর সঙ্গে।
মুরশিদাবাদেতে আমি যাব তব সঙ্গে॥
দেশান্তরী বলে বাপু (কর্ত্তা) যে আজ্ঞা তোমার
এ অধম জন জান সেবক তোমার॥
এতেক শুনিল যদি কারক সকলে।
করযোড়ে গাজি-আগে গদগদে বলে॥

ফকীরের সঙ্গে বন্ধুত্বে প্রতিবাদ।

আমি সব সেবকের শুন নিবেদন।
যুক্তিযুক্ত নহে তথা যাইতে এখন॥
কোথা হতে এল হেতা এ দুষ্ট সন্ন্যাসী।
মন্ত্র মালা জপি তোমা করিল উদাসী॥
ধৈর্য্য ধর ক্ষান্ত হও স্থির কর মতি।
আজ্ঞা দেও শাস্তি করি এ দুষ্ট দুর্ম্মতি॥

গাজির উত্তর।

এত শুনি ক্রোধ ভরে বলে গাজিবর।
হেন বাক্য বল কেন হইয়া বর্ব্বর॥
হইলে মরণ আছে তাতে কি সংশয়।
যাইব নবাব-আগে যে হয় সে হয়॥
তুমি সবে ভাল যদি চাহ আপনার।
নিষেধ না কর মোরে নবাব দিদার॥
সন্ন্যাসীরে মন্দ যদি বল কোন জন।
নিশ্চয় হইবে জান তাহার মরণ॥

বহু আফছোচ (১) করি রহে সর্ব্বজন।
সন্ন্যাসীরে লই গাজী করয়ে ভ্রমণ॥
একদিন পায়দল সন্ন্যাসী লইয়া।
কাছিমের বাড়ী গাজি যায় মোকামিয়া॥

(১) আপশোস=আক্ষেপ।

কাছিমের বহু গরু আর মৈষ ছিল।
গাজির গায়েতে এক লাল কাবা ছিল॥
মৈষ আসি বেড় দিল গাজি মারিবারে।
সন্ন্যাসীয়ে মন্ত্র পড়ি ফিরায় তাহারে॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া ধায় মৈষ-পালগণ।
কাছিম দৌড়িয়ে এল গাজির চরণ॥

মহিষের হস্তে গাজির উদ্ধার।

গাজিয়ে বলিলা তোর দেখি মৈষ-ঝাঁক।
মোর দিগে রুখি এল এ বড় বিপাক॥
না থাকিত যদি এই আমার সঙ্গতি।
দেখিত সংসার-লোক আমার দুর্গতি॥
কাছিম সরকার শুনি ধরে দুই পায়।
গাজি বলে তোর প্রতি নাহি কিছু দায়॥
উলটিয়া গেলা গাজি আপনার ঘরে।
সাত দিনে কাছিমের সব মৈষ মরে॥

আর যত পরস্তাব গাজির আছিল।
পুস্তক বাড়য় দেখি তাহা না লেখিল॥
সূর্য্য উদয় হইলে না থাকে রজনী।
রজনী হইলে যায় ঘরে দিনমণি॥
চন্দ্র পূর্ণ হলে পাছে অবশ্য আন্ধারী।
জোয়ার হইলে ভাটা না হয় লহরী॥
আয়ু শেষ হলে কিছু না দেখে উপায়।
ইষ্ট মিত্র সকলেরে লাগে বিষ-প্রায়॥
আর দিন আসি গাজি তক্তে আরোহিলা।
করযোড়ে আসি সব হাজির হইলা॥
গাজি বলে কর এক জেয়াফত ভারী।
যার যেই বাঞ্ছা আছে কহ সত্য করি॥
মুনাদি ফিরায়ে দেও নগরে বাজারে।
জেয়াফত খাইবারে আমার গোচরে॥
আজ্ঞা পাই কারবারী হেন কর্ম্ম করে।
জেয়াফত খাই সবে সোকরানা করে॥
গাজি বলে যাব আমি নবাব দেখিতে।
যার যে অভাব বল আমার সাক্ষাতে॥

গাজির বিদায়কালে ধন-বিতরণ।

যেবা যাহা চাহে সেই গাজি দেন তারে
টাকা কড়ি বস্ত্র দান করে গাজিবরে ॥
ভট্ট ব্রাহ্মণাদি যত ফকীরের গণ।
খন্দকার খলিফা আর লেঙ্গুটিয়া গণ ॥
খয়রাত নিষ্কর মিনা দেবস্থলী ইতি।
ব্রহ্মোত্তর দিলা সবে যার যেই নীতি ॥
প্রজাগণ সকলের অন্যায় খণ্ডাই।
বিদায় মাগিল গাজি সকলের ঠাঁই ॥
ফিরে যদি আসি আমি তোমরা সবারে।
মোর দেশে না রাখিব দরিদ্র কাহারে ॥
এতেক শুনিল যদি গাজি-মুখে বাণী।
সকলের দেহ-মধ্যে না রহিল প্রাণী ॥

ইষ্ট মিত্র সবে মিলি বহু নিষেধিল।
নিবন্ধের লিখা হেতু কিছু না শুনিল ॥
দশ দিন পূর্ব্বে হল হেন অঘটন।
অন্তঃপুরে বিষাদিত শুনি পরিজন ॥
নির্ব্বাণের পূর্ব্বে বাড়ে প্রদীপের জ্যোতি।
মরিতে না দেখে পথ উন্মাদ-আকৃতি ॥
যথাতে মরিব লোক তথা চলি যায়।
উৎপাত করিয়া মন তনু আগে ধায় ॥
তবে গাজি নিকালিয়া ধন আপনার।
করিলেক স্তূপ তাহা উদ্যান-মাঝার ॥
তবে ডাকি নিজ-মাতা যুগল-রমণী।
কত ধন আছে তার দেখায় আপনি ॥
এক দিগে তিন জন অন্য দিগে গাজি।
এত ধন জমে তার আল্লা যারে রাজি ॥
মাতারে জিজ্ঞাসে গাজি দেখনি আমারে।
মায়ে বলে ধন-আড়ে না দেখি তোমারে ॥
নারীগণ প্রতি গাজি জিজ্ঞাসে তখন।
সত্য করি বল মোরে দেখ কি এখন ॥
না দেখি তোমারে মোরা বলে নারীগণ।
রাখিয়াছ উচ্চ করি মধ্যে এত ধন ॥

দুর্লভ পৃথিবী-মাঝে এ হেন রতন।
পাইয়াছ আরাধিয়া হেন পতি-ধন ॥

মায়ের চরণ ধরি বলে গাজিবর।
আজ্ঞা দেও সোণা পেট মোড়াই তোমার ॥
ধরিলা এহেন পুত্র তোমার উদরে।
বাঙ্গালাতে হেন পুত্র আছে কার ঘরে ॥
মাতায় বলিলা পুত্র কৃপায় আল্লার।
পাইলাম হেন পুত্র ভাগ্যে আপনার ॥
প্রিয়াগণ বলে গাজি সৌভাগ্য আমার।
পাইলাম হেন স্বামী কৃপায় খোদার ॥
তবে গাজি সেই ধন চারি ভাগ কৈল।
দুই নারী ও মাতাকে এক অংশ দিল ॥
গরীব মিচ্‌কিনে কৈল এক অংশ দান।
একাংশ রাখিল নিয়া গাজি অন্য স্থান ॥

পর্ব্বতের বৃক্ষে বৃক্ষে কুলুপ করি রাখে।
নির্জ্জনে রাখিল ধন কেহ নাহি দেখে ॥
রাখিয়া পাহাড়ে ধন কাটিল সূতারে।
কেহ যেন গুপ্ত ধন জানিতে না পারে ॥

বৃক্ষের কোটরে রক্ষা।

আর এক অংশ ধন নিল নিজ-সঙ্গে।
চলিল সাজিয়া গাজি অতি মন-রঙ্গে ॥
পাঁচ পাঁচ অশ্ব দ্বারা করিয়া কাতার।
দশ দশ হস্তী পরে বান্দিলা আম্বার ॥
আর যত অশ্ব গজ করি শোভাকার।
বান্ধিলা নিশান ডঙ্কা বিবিধ প্রকার ॥
বাদ্য বাজে নানা যন্ত্রে উঠে জয়ধ্বনি।
নানান মধুর বাদ্যে বিদরে পরাণী ॥
বাজী সব নানা বর্ণ দেখি নানা রঙ্গ।
ভুলিলেক নর নারী পুলকিত অঙ্গ ॥
নুরবক্স পুত্র তার নিজের জীবন।
সঙ্গে করি লইলেক সেই পুত্র-ধন ॥
না পারে রহিতে পুত্র না দেখে ক্ষণেক।
তেকারণে নিজ-নারী সঙ্গে চলিলেক ॥

গাজির মুরশিদাবাদ-যাত্রা।

আর আর যত আমলাকারক আছিল।
কার পুত্র কার নারী সঙ্গেতে চলিল॥
কার ভাই কার ইষ্ট কার পরিজন।
নাছিরের ভগ্নী পুত্র আছাদ একজন॥
সেকরফি জানবক্স মাহাম্মদ পুত।
কানুরাম লস্কর মনু সরকারের সুত॥
চলিলেক যত লোক বলিতে না পারি।
পঞ্চ হাজার সৈন্য আর নানা অস্ত্রধারী॥
মনে আশা ছিল বড় সম্মুখ আষাঢ়ে।
সঞ্চারিতে নয়া বাড়ী সহ-পরিবারে॥
করাবে বিবাহ পুত্রে যেয়ে সেই বাড়ী।
রঙ্গ ঢঙ্গ নানা বাদ্য হবে বাড়ী বাড়ী॥
কতই আমোদ হবে কত নাচ গান।
মনে যেন কার কিছু না রহে আরমান॥
না পারিল নিদারুণ বৈষ্ণব-মন্ত্রে ভুলে।
মনের আশা মনে রল গাজি গেল চলে॥
এগার শ উনষাইট সন জ্যৈষ্ঠমাসে।
জুম্মাবারে জান তুমি জোহরের শেষে॥
উনত্রিশ তারিখ সেই ছিল শুক্রবার।
চলিল পশ্চিম-মুখে গাজি মরিবার॥

মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা।

১৮শ শতাব্দী।

বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬০৮-৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত অংশগুলি ঢাকা জিলার বায়রা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মায়া-তিমির-চন্দ্রিকার প্রাচীন কয়েকখানি পুথি আমরা বহু পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার মুদ্রিত সংস্করণ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছিলাম।

প্রথম উল্লাস।

ওরে মন কুগমন কুবৃত্তিতে ভুলিছ।
পর-নারী-রূপ হেরি মদনেতে মোহিছ॥
মোহ-মদে অন্ধ হৈয়া বিষয়েতে ভুলিছ।
নিজ-গৃহ-দাহ-হেতু রিপু-অগ্নি জ্বালিছ॥
রসনার-সহকারে মিষ্ট দ্রব্যে ভুলিছ।
নারী-রব সুমধুর শ্রবণেতে পূরিছ॥
মায়া-পুষ্প-রস-লুব্ধ ভৃঙ্গ-প্রায় ঘুরিছ।
কাল-সর্প-মস্তকের মণি দেখি ভুলিছ॥

মোহ-মদে অন্ধ হৈয়া রত্ন বুঝি তুলিছ।
তৃষ্ণাতে আকুল হইয়া মৃগ-প্রায় ধাইছ॥
মরীচি মার্ত্তণ্ড তাপে যেন করে পেয়েছ।
মায়াতে মজিয়া ধর্ম্ম-রত্ন সব ছাড়িছ॥
পাতকের সাগরেতে অন্ধ-মত ডুবিছ।
কাম-লোভ রস জানি তাহা সদা লোভিছ॥
মহা-কাল-কূট সেহ মর্ম্ম নাহি জানিছ।
কেন মন মত্ত তুমি মদ বুঝি খেয়েছ॥
কোন ধনে এত মত্ত কিবা নিধি পাইছ।
গাভী বৎস ত্যাগ করি ব্যাঘ্র-শিশু পালিছ॥
ধর্ম্মের অনলে কেন পাপ-জল ঢালিছ।
সংসারের শতরঞ্চে কিবা খেলা খেলিছ॥
নিজ অশ্ব কাটাইয়া বটী কেন মারিছ।
কাম-নাম-কিরাতের নারী-জালে ঠেকিছ॥

পশ্চাতে কি দশা তার তাহা নাহি দেখিছ।
দেহ আগে কৃমি কাট তাহা নাহি ভাবিছ॥
হৃদে তৃষ্ণা পিয়া চিনি তাকে নাহি জানিছ।
তার যোজনাতে সদা সঙ্কটেতে ঠেকিছ॥
মিষ্ট দ্রব্য মিষ্ট রসে কেন মন ভুলিছ।
ক্ষণ মাত্র মল মূত্র তাহা নাহি বুঝিছ॥
কুলালের কূপ-কাষ্ঠ প্রায় কেন ঘুরিছ।
মায়া-জালে বদ্ধ হৈয়া কেন সদা ফিরিছ॥

শাস্ত্র দৃঢ়তর ত্যজি কুজনেতে মিলিছ।
কুমন্ত্রণা শুনি সদা কুপথেতে চলিছ॥
কহে রামগতি সেন মনে কিবা ভাবিছ।

সংসার দারুণ ঘোর অলঙ্ঘ্য সাগর।
মায়া-নীর হীন-তীর পরম দুস্তর॥
শোকের তরঙ্গ তাহে দুখের লহরী।
মকর কুম্ভীর তাহে রোগ আদি করি॥
রত্ন-লোভে যত্ন করি তাহাতে মজিলে।
রত্ন না পাইয়া মন তরঙ্গে ডুবিলে॥
মোহের আসরে দারা-সুতের বাসর।
মায়াপাশে বদ্ধ সদা ক্রিয়াতে পাসর॥
এই মত কহি যত দুষ্ট মন-প্রতি।
না ফিরিল দুষ্ট মন শূকরের গতি॥
শ্রীনাথ-পদারবিন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া।
পরাবুদ্ধি হৈতে গতি আর না দেখিয়া॥

পরাবুদ্ধির সহায়তা।

পরাবুদ্ধি গরীয়সী তাকে আশ্রাইয়া।
বলিলাম তার মত মনকে তর্জ্জিয়া॥

শুন মন কুগমন কুপথের পথী।
কুপথে চলিতে বল কে তোমার সাথী॥
বুদ্ধি-পাশে হস্ত পদ বান্ধিয়া তোমার।
ধীরতার গিরি বুকে চাপাইয়া ভার॥
ক্ষমার মন্দিরে বন্দী করিয়া রাখিব।
চেতন-প্রহরী তথা সতর্ক করিব॥
যখন নয়ন-জলে ধরা তিতিবে।
আপনার কর্ম্মফল তখন পাইবে॥
নহেত চঞ্চল মন আপনা রাখিয়া।
ছাড়হ কুপথ চল সুপথ জানিয়া॥

ইতি মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা-গ্রন্থে বিকারাত্মক-মন-দমন-প্রসঙ্গে প্রথম কলানাম প্রথম উল্লাস॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

মনের আক্ষেপ।

কর্ম্মকথা শুনি এথা মন চমকিত।
বল কেন অকারণে মোরে বিপরীত॥
কার ধন প্রাণ পণ করি আনি হরি।
কারে দিয়া না খাইয়া কার জন্যে মরি॥
বান্ধা যাব বন্দী হব পরের কারণ।
পর লাগি দুঃখ ভোগ ঘটিল মরণ॥
মোর কেন অকারণে ঘটে এই জ্বালা।
কেবা কার কেবামার কিবা মিছা খেলা॥
এত বলি কোপে জ্বলি মন উচ্চ ভাষে।
কব যাইয়া শুনাইয়া মহারাজ-পাশে॥
কর্ম্ম তার মোর প্রাণ যায় কি কারণ।
তার সুখে বৃথা দুঃখে হারাব জীবন॥

রাজবেশে জীব

কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়।
যথা বসে নানা রসে সদা জীব রায়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদে তারি রম্যপুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার ছত্র যার মোহের কিরীটী।
দম্ভ-পাটে বসে ঠাঁটে করি পরিপাটী॥
পুষ্পচাপ উগ্র জাপ লোভে অনিবার।
দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥
শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী।
ঘৃণা করি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী।
পতি কাছে সদা আছে রাজার প্রেয়সী॥
নারী-সঙ্গে রসরঙ্গে রসের তরঙ্গে।
এইরূপে কাম-কূপে জীব আছে রঙ্গে॥
হেন কালে মন গেল সভার ভিতর।
নেত্র পীত সকম্পিত নয়ন অধর॥
কোপে দুঃখে নাহি মুখে বচন মধুর।
জীব তারে বলিবারে লাগিল নিঠুর

ত্রিপদী।

মন ও জীবের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

দূর করি মিছা ভয়,
জোর করি মন কয়,
শুন জীব বচন আমার
কি কার্য্য করিলা রায়,
ঘটিল বিষম দায়,
চিন্তহ উপায় আপনার ॥
কাম লোভে অন্ধ হৈয়া,
দয়া ধর্ম্ম তেয়াগিয়া,
কুকার্য্যে মজিলে মহারাজ।

শুনিয়া মনের কথা,
মরমে পাইয়া ব্যথা,
কহে জীব মন-প্রতি রোষে
তোমার বচন ধরি,
যাহা বল তাহা করি,
আমাকে ঠেকাও কেন দোষে ॥
তুমি ছাড়া আমি কবে,
তব ইচ্ছা নহে যবে,
কোন কর্ম্ম না করি কথন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানি,
তোমার বচন মানি,
করিছি যা বলিছ যখন ॥

পুনঃ মন কহে হাসি,
এ বড় কৌতুক বাসি,
হায় হায় একি অবিচার
দেহ-ভূমে রাজা তুমি,
মন্ত্রী অনুযায়ী আমি,
বুদ্ধি মন্ত্রী সতত তোমার ॥
ইন্দ্রিয় যে দশজন,
তব কাযে অনুক্ষণ,
সতত আছয়ে করযোড়ে

শ্রবণ নয়ন মুখ,
যেখানে যে লভে সুখ,
দশেন্দ্রিয় যেবা কার্য্য করে ॥
বল দেখি সুখ কার,
রস ভোগে কেবা তার,
তবে দোষ দেখহ কাহার।

তুমি রাজ্য ত্যজ যবে,
হস্ত পদ আদি সবে,
থাকিয়া কি কার্য্য করে আর ॥
মোরা সবে যে আহরি,
তোমাতে অর্পণ করি,
ক্ষণেক বিচার করি চাও।
যেই জনে করে সুখ,
সে বিনে কে পায় দুখ,
মহারাজা বুদ্ধিকে সুধাও ॥
মাংস লোভ পেয়ে পেয়ে,
বড়িশ গিলিল ধেয়ে,
এবে আর মীন কোথা যায়।
ধন্য ধন্য যম রায়,
উপরোধ নাহি তায়,
মহাশিরা বড় দেখি দায় ॥

জীবের আক্ষেপ।

ঠেকিয়া মনের সাথে,
কান্দে জীব হাত মাথে,
হায় বিধি কি হৈল জঞ্জাল।
পূর্ব্বে নাহি এত জানি,
মন-মুখে কিবা শুনি,
লোভ আদি মোর হইল কাল ॥
না বুঝিয়া কিবা কৈল,
বিপাকে বিপাক হৈল,
হায় বিধি কি ঘটিল মোকে।
যমরাজ-দরবার,
বড়ই ক্ষুরের ধার,
জিজ্ঞাসিলে কি বলিব তাকে ॥

হারিয়া বচনে মনের ঠাঁই,
উত্তর কি দিবে বলিতে নাই,
কান্দিয়া কহিছে শুনহ ভাই,
কি করিব বলহে এখনে।
করিতে আসিনু জীবের হাট,
কত কত রূপ কতেক নাট,
বুঝিনু মোহের কারণে॥
বিস্তর ভুঞ্জিনু মোহের সার,
ঘৃত চিনি আদি বহু আহার,
আসন বসন ভূষণে।
শুনিনু অনেক লোকের গান,
রবাব পীণাক বংশীর তান,
দেখিনু অনেক নাট সুতান,
ভুলিনু ইহার কারণে॥
এখন বুঝিনু সকল ধন্দ,
সুপথ কুপথ বুঝে কি অন্ধ,
বুঝিতে নারিল মোহের ফন্দ,
সুপথ লইবে কেমনে।

কি করি এখন বলহ মন,
বুদ্ধিকে বলহ করি যতন,
যুক্তি করি মোরে বল বচন,
তরিব শমন যেমনে॥
কামিনী বদন দেখিনু ছলে,
কামেতে মজিনু মোহের বলে,
কুসুম বিশিখ বিষেতে জ্বলে,
হানিল মর্ম্ম এখনে।*
করেতে লইয়া বিষম বাণ,
গরল নিশান ক্ষুর সুশাণ,
হৃদয় অন্তর করি নিশান,
ভেদিল মরণ বীক্ষণে॥
মদন হইয়া সমন মোর,
মোহেতে নয়ন করিল ঘোর,

লোভের তাহাতে বাড়িল ঘোর,
অস্থির করিল এখনে।

লোভে মোহে দেখি বিষম বল,
মদন তাহাতে প্রলয়ানল,
জিনিব কিসেতে এরূপ দল,
উপায় বলহ বিজনে॥
এ ভবসংসার সিন্ধু অপার,
লঙ্ঘিয়া কে পারে যাইতে পার,
রাক্ষসী কামিনীকুল ইহার,
ধরে যেন বায়ুনন্দনে।
কি করি দুজনে বল উপায়,
তরিব কেমনে শমন-দায়,
রিপু পরাভব কিসেতে পায়,
কি হবে এখন ক্রন্দনে॥

রামগতি বলে শুনহ সার,
পরাবুদ্ধি কর বিচার,
কেমনে ভবের হইবে পার,
সুস্থির হইয়া আপনে।
ত্যজহ সংসার অতি অসার,
সুখ-ভোগ যত রতি বিহার,
যতেক করিছ সব অসার,
ভাবিয়া দেখহ এখনে॥

ইতি মায়া-তিমির-চন্দ্রিকায়াং জীব-চৈতন্য-প্রসঙ্গে
দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয় উল্লাস।

তৃতীয় উল্লাস।

মনের উপদেশ।

মনের কথায় জীবে দেখিয়া কাতর।
ধীরে ধীরে ধীরে তাহে করিছে উত্তর॥
ধর্ম্ম বুদ্ধি হ'ক আর রাজ্যের সুসার।
মোর নিবেদন শুন ধর্ম্ম অবতার॥
সত্যপথ হিত নীত রাজ্যের বিচার।
নির্ভয়ে কহিব যাতে মঙ্গল রাজার॥

রাজ-হিতে রুক্ষ যদি কহে মন্ত্রিগণ।
তথাপি নির্ভয় রাজধর্ম্মের লিখন॥
রুক্ষ হিত শুনি রাজা কোপ নাহি করে।
রাজলক্ষ্মী অচলা আপদ যায় দূরে॥

রাজা হৈয়া রাজনীতি পালেন না যেই।
সকল আপদধাম রাজ্য-ভ্রষ্ট সেই॥
পাত্র মিত্র পরিষদ অনুচরগণ।
দুষ্ট হৈলে রাজা যদি না করে দমন॥
অনায়াসে রাজ্য যায় আর প্রাণ ধন।
আপনি আপনা নাশে কে করে রক্ষণ॥
আগে আত্মা জিনিবেক পশ্চাতে স্ব-নারী।
ইষ্ট বন্ধুবর্গ যত ভৃত্য আদি করি॥
পরে পাত্র মিত্র আর আর জনগণ।
জিনিলে আপদ তার না হয় কথন॥
এ সকল জিনিতে না পারে যেবা জন।
অচিরাতে শত্র-হাতে তাহার নিধন॥

সুজন পালন করে ধর্ম্মের প্রকাশ।
দুর্জ্জন তর্জ্জন করে অধর্ম্ম বিনাশ॥
সেই ভুঞ্জে মহাসুখ ইহ পরকাল।
রাজধর্ম্ম সার এই শুন মহীপাল॥
দিবাকর ভ্রমে যেন অবনীমণ্ডলে।
তেমতি পালিয়া রাজ্য দেখাবে সকলে॥
দুষ্ট নষ্ট ভালরূপ নিশ্চয় জানিবে।
যে হউক সে হউক তারে তখনি বর্জ্জিবে।
রাজধর্ম্ম নীতি-মর্ম্ম বলিলাম এই।
পালন না কর যদি আমি ইথে নেই॥
এত কাল না কহিছি এ সব কথন।
দেখিয়া দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর চলন॥
ভুলিলে সকলে আর ভুলিলে আপনে।
আমার কথায় কিবা হইত তখনে॥

অতঃপর নিবেদন শুন ক্ষিতিপাল।
ধর্ম্মের পালন কর ছাড়াও জঞ্জাল ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচজন কোন কর্ম্ম করে।
কেন মন অহঙ্কারে অধর্ম্মেতে চরে ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চজনা ইন্দ্রিয় প্রধান।
কেন বা অবশ হৈয়া কুপথে প্রয়াণ ॥
অবিদ্যা মহিষী তাকে দেও বনবাস।
পরাভক্তি মহিষীতে করহ বিলাস ॥
শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি সখী চারিজন।
সতত নিকটে রাখ করিয়া যতন ॥
বিকারে মলিন মন সতত চঞ্চলে।
বন্ধন করিয়া দেও শক্তিরূপ জলে ॥
বিষয়-আত্মিকা বুদ্ধি করহ দমন।
ক্ষমার স্তম্ভেতে দৃঢ় করহ বন্ধন ॥
কাম আদি ছয় রিপু সহ অহঙ্কার।
বিবেক বহ্নিতে ফেলি করহ সংহার ॥
সুবিমল পরাবুদ্ধি তাকে মন্ত্রী কর।
ভক্তিনামা মহিষীকে সদা রতি কর ॥
যশঃকীর্ত্তি বৃদ্ধি হবে সকল সংসার।
মায়াজাল রূপে সদা হবে অহঙ্কার ॥
ভক্তি সহ রাজ্য ভোগ কর দেহ-ভূমে।
কাল কি করিতে পারে কোন ভয় যমে ॥
অকণ্টকে রাজ্য ভোগ কর মহারাজ।
শত্রু নাশ করি রাজ্যে করহ বিরাজ ॥
পরা-বুদ্ধি বাক্যামৃত করিয়া ধারণ।
যুক্তিমত তেমতি করিল আচরণ ॥

ইতি মায়া-তিমির-চন্দ্রিকায়াং ইন্দ্রিয়-দমন-প্রসঙ্গে
তৃতীয় কলা নাম তৃতীয় উল্লাস।

চতুর্থ উল্লাস।

পরাবুদ্ধির উপদেশ।

পরাবুদ্ধি কহে জীবের তরে।
বিনয় বচনে মিনতি করে ॥
কাম আদি রিপু হইল নাশ।
অহঙ্কার গেল যমের বাস ॥

আছে বন্ধ-পাশ বিশ্বম্ভর।
সংসার মায়ার জাল সুন্দর॥
অতি খরতর খড়্গেতে তারে।
কাটিতে না পারে ছিঁড়িতে নারে॥
দহনে দহে না বিষময় অতি।
এখন সহে না বিষম দুর্গতি॥
কহিছে বিমল মন চতুর।
হিত পথ বলি অতি মধুর॥
তুমি পরাবুদ্ধি বিমল মতি।
তোমাতে প্রকাশ আকাশ ক্ষিতি॥
উপায় কি আছে বলহ তুমি।
দোষ গুণে সে সব বলিব আমি॥
কাহার রজ্জু কাহার জাল।
কেন বা ফেলিছে অখিল জাল॥
বন্ধ-পাশ সহ মায়ার জাল।
লৌহ রজ্জু নহে গাছের ছাল॥
বুদ্ধি বলে শুন বিমল মন।
পরম নিগূঢ় অতি বচন॥
অখিল ভুবন জননী কালী।
মায়ার পুতুলে খেলিছে ভালী॥
মায়ার জঞ্জাল আপনি কালী॥
ফেলিয়া রাখিছে কালের ডালি॥
বলে রামগতি ভবের ফাঁসি।
কাটিতে কালিকা-কটাক্ষ-অসি॥

কালী।

মন বলে শুন ধীর বচন আমার।
ভুবন জননী কালী ত্রিলোকের সার॥
সংসার মায়াতে বদ্ধ তাহার মায়াতে।
অষ্ট পাশ সব বদ্ধ তাঁহার ইচ্ছাতে॥
কি কি অষ্ট-পাশে বদ্ধ বলহ আমারে।
কোন স্থানে কালীরূপা কিরূপ আকারে।
ধীর বলে শুন বলি শাস্ত্রের লিখিত।
ব্যবহার এই ত্রিলোকেতে আচরিত॥

ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা পঞ্চম।
কুল জাতি শীল অষ্ট-পাশের নিয়ম॥
অদৃষ্ট অচ্ছেদ্য পাস অস্ত্রে নাহি কাটে।
জীব তাহে বদ্ধ হৈলে ক্রমে ক্রমে আঁটে॥

ভুবন-জননী কালী ত্রিলোকের সার।
অখিল পূরিত যার মহিমা অপার॥
রূপরেখ কিছু নাই বলিলাম এই।
কার্য্য ভেদে ধ্যান ভেদ নাথ বলে তেঁই॥
মন বলে শুনিয়াছি কালী-পুরাণেতে।
কালিকার যা মূল মন্ত্র অথর্ব্ব শ্রুতিতে॥
পূর্ণ ব্রহ্মরূপ কালী ত্রিলোক-তারিণী।
ভকতবৎসলা অতি জগৎজননী॥
মহিষ অসুর শম্ভু ভয়ে দেবগণ।
অতি দীন ভাবে ভূমি করিয়া ভ্রমণ॥
পরাভক্তি আশ্রাইয়া পূজায়ে তুষিলা।
ভক্তিযুক্ত স্তুতি বহু প্রকার করিলা॥
ভকতবৎসলা কালী দেব-দেহ হৈতে।
তেজরূপে আবির্ভূতা হইলা সাক্ষাতে॥

দশভুজা দীর্ঘ-কেশী সুচারু দশন।
প্রতপ্ত-কাঞ্চন-বিভা প্রসন্ন বদন॥
মহিষ অসুর শম্ভুদৈত্য মহাবলে।
তীক্ষ্ণ খড়্গে ছেদন দেবী আপনে করিলে॥
ইন্দ্র রাজ্য পাইলেক অমরা ভুবন।
পদ বন্দি নির্ভয়ে রহিলা দেবগণ॥

অতএব আমি বলি তাঁহারে ভজিলে।
অনুগ্রহ-দৃষ্টিপাত তাহার হইলে॥
ভবজাল অষ্ট-পাশ খসিবে বন্ধন।
অনায়াসে লাভ হবে অমূল্য রতন॥
ধীর বলে জীব তরে শুন মহারাজ।
এত দিনে সিদ্ধ বুঝি হইবেক কায॥
শ্রীনাথের মুখে যাহা করেছি শ্রবণ।
সবিশেষ আছে নানা তন্ত্রেতে লিখন॥

শাস্ত্র বহুতর কলিযুগে আয়ু অল্প।
অতএব মহারাজ ছাড় জপ কল্প॥
ধ্যান ভূতশুদ্ধি মন্ত্র ন্যাস প্রাণায়াম।
অভ্যাস করিয়া পূজ পদ মুক্তি-ধাম॥
পরাভক্তি মহারাণী তাকে আশ্রাইয়া।
আমাকে মনের সহ সঙ্গেতে লইয়া॥
স্থির হইয়া ভজন করহ তার পদ।
খসিবেক জাল পাশ ঘুচিবে আপদ॥
মন বলে গ্রন্থ বিনা মর্ম্ম নাহি জানে।
সঙ্কেতে গ্রন্থ সৃষ্টি করহ নির্জ্জনে॥
শুনহে মহিমা তার অতি সংক্ষেপেতে।
কহে রামগতি সেন বর্ণ পঞ্চাশেতে॥

ইতি মায়া-তিমির-চন্দ্রিকায়াং মায়া-জালাষ্টপাশ-ছেদনোপায়-প্রসঙ্গে চতুর্থ কলা নাম চতুর্থ উল্লাস।

আনন্দময়ী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬০৭-৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উমার বিবাহ।

গীত।

প্রভাত সময় জানি গিরিরাজরাণী।
অতি হরষিতে অতি পীযূষের বাণী॥
মায়া (১) সব যায়া আইসা নিমন্ত্রণ কর।
স্ত্রী-আচার রীত নানা গীত মঙ্গলের॥
শুনি হরষিতে সবে অমনি ধাইল।
অমর নগর আদি সর্ব্বত্র বলিল॥
আসিল অনেক আর দেবঋষি-নারী।
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
যত নারী দীর্ঘকেশী ভুরু-ভুজঙ্গিনী।
তিলপুষ্প জিনি নাসা কুরঙ্গ-নয়নী॥

(১) মেয়ে।

সুমধ্যমা পীনস্তনা চম্পক-বরণা।
বিম্বাধর সিতমুখী মুকুতা-দশনা॥
স্থলপদ্ম জিনি পদপল্লবশোভনা।
পরিছে বসন কত বিচিত্র রচনা॥
চুনি মণি বহু মূল্য জড়িত রতন।
বিদ্যুতের প্রায় সব গিরির ভবন॥
গাহিছে মঙ্গল সবে অতি হরষিতে।
উমার স্নানের চেষ্টা রাণীর ত্বরিতে॥*
সুতৈল হরিদ্রা-রস একত্র করিয়া।
রত্নসিংহাসনোপর উমারে বসাইয়া॥
মাজিছে কোমল দেহ হরিদ্রার রসে।
অঙ্গেতে ঢালিছে বারি সখি সব হেসে॥
স্নান করাইয়া অঙ্গ মোছায় যতনে।
পরাইল জরি সাড়ী রচিত রতনে॥
যে কটিতে পরাজিছে মহেশ ডমরু।
ধরিতে বসন-ভার মানিয়াছে গুরু॥
বিচিত্র আসনোপর নিয়া বসাইল।
সিন্দূর সহিত জয়া বিজয়া আসিল॥
শিরে বারি অল্প পূর্ব্বে দিয়াছে জানিয়া।
বান্ধিছে কবরী কেশ বেণী জড়াইয়া॥
সিন্দুরের বিন্দু দিল সীমন্ত সারিয়া।
যে নাসা হেরিয়া তিলপুষ্প পৈল ভূমে।
বিরাজিত করল তারে তিলক কুসুমে॥

* * * * * *

দুই করে সুকঙ্কণ শঙ্খ পরাইল।

* * * * * *

চরণেত বঙ্ক মল দিল তিন থরি (১)॥
পঞ্চমে ঘুঘুরা ডোরা মত সারি সারি।

* * * * * *

আলতার চিক পদে চাঁদের বাজার।
হেরে সুরনারীগণ কত বারে বার।
মালা গলে করি উমা খেলিয়াছে ফুলে॥

(১) থরি=স্তর।

সেউতী মল্লিকা যূথি চম্পক বকুলে ॥

*　*　*　*　*　*

পাণিগ্রহণের পর কর একাইল (১)।
অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল ॥
দুর্গা বলি জয়কার দিয়া সবে নিল।
উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভদৃষ্টি করাইল ॥
লাজ হোম পরে ধুম নয়নে পশিল।
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হইল ॥
সিন্দুরের কৌটা দিল রজত থুইতে।
হাতে করি উমা নেয় বাসর-গৃহেতে ॥
শুভ ক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল।
আনন্দে আনন্দময়ী রচনা করিল ॥

গঙ্গামণি দেবী।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ।

সীতার বিবাহ।

গীত।

জনক-নন্দিনী সীতে হরিষে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সাঁথিপাত হীরা মণি চুনি ॥
নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি ॥
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভ-মাঝে মজিয়া রহিল ॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা ॥
কেয়ূর কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে দ্বন্দ্ব ॥
বিচিত্র ফণীত শঙ্খ কুল-পরিচিত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৌছি বেষ্টিত ॥
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে ॥

(১) একাইল = একত্র করিল।

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ।

বৰ্দ্ধমান জেলায় গুস্করা ষ্টেসনের নিকটস্থ চানক-গ্রামনিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি হরিদত্তের আদেশে ১৭০৭ শকে (১৭৮৫ খৃঃ) রূপ গোস্বামীকৃত উজ্জ্বল-নীলমণির এই বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। বীরভূম হইতে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় এই অংশ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়।

নায়কভেদপ্রকরণ।

এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
তিন প্রকার ব্যাখ্যা তাথে করেন মহাজন॥
নামে বসন্তের গণ কৈল আকর্ষণ।
রসজ্ঞ শব্দে কহে ইহা ব্রজদেবীগণ॥
সামান্যে ত স্বপর্য্যন্ত রসিক আকর্ষিলা।
অতেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরি এই ধ্বনি হৈলা॥
নিজপিতানন্দের ভাবের উদ্দীপন।
নিজরূপে সভাকার আনন্দ কারণ॥
সনাতন শব্দে কহে সচ্চিৎআনন্দ।
সেই আত্মা যার সেই হয়েন গোবিন্দ॥
এইত প্রথম অর্থ করিল প্রচার।
সনাতন পক্ষ আছে গৌর পক্ষ আর॥
সে সব ব্যাখ্যাতে গ্রন্থ হয়েত বিস্তার।
সেই ভয়ে এই অর্থ না করি প্রচার॥

মধুর ভক্তিরসরাজলক্ষণ।

পূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিয়াছেন মুখ্য রসগণ।
বিস্তারি মধুর রস না কৈল বর্ণন॥
বড়ই রহস্য তাহা ইহা বিস্তারিলা।
কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের শক্তিতে বুঝিলা॥

এরে যেই মতে বুঝে সম্প্রদায়গণ।
সেই লাগি ভাষা করি করিল বর্ণন॥
ইহা যদি মোহান্তের কৃপালেশ হয়।
তবেত হইবে গ্রন্থ জানিহ নিশ্চয়॥
পরে যেই বিভাবাদি করিব বর্ণন।
তাহাতে মধুরা রতি হয় আস্বাদন॥
আস্বাদিতে হৈলে তারে কহি ভক্তিরস।
নামেতে মধুর হয় কৃষ্ণ যার বশ॥

বিভাব।

বিভাবের নাম হয় দুই ত প্রকার।
আলম্বন এক নাম উদ্দীপন আর॥
উজ্জ্বলের আলম্বন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আর কৃষ্ণ প্রিয়াগণ হএ আলম্বন॥

কৃষ্ণবিষয়ক উদ্দীপন।

যথা,

যাকর পদদ্যুতি, দরশনে নিগরব, (১) কোটি কোটি মনমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল, বিদগধি বিহরলি, ত্রিভুবন মন হরি নেল॥
অভিনব জলধর, সুন্দর আকৃতি, করতহিঁ পরম বিহার।
ত্রিজগত যুবতীক, ভাগি (২) বর সাধন, মুরতি সিদ্ধি অবতার॥
সোঅব নন্দকি, নন্দন নাগর, তোহে করু আনন্দ ভোর।
শ্রীশচীনন্দন, ও নব মাধুরী, বরণী না পাওল ওর॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী।

সুধী সপ্রতিভ ধীর বিদগ্ধ চতুর।
সুখবান কৃতজ্ঞ দক্ষিণ প্রেম-প্রচুর॥
গাম্ভীর্য্য-সমুদ্র বরীয়ান কীর্ত্তিমান।
নারীর মোহন নিত্য নূতন বরধাম॥
অতুল্য কেলি-সৌন্দর্য্য আর প্রেয়সীর গণ।
এ সব চিহ্নিত কৃষ্ণ আর বংশী কণ॥
ইত্যাদি শৃঙ্গার গোবিন্দের গুণ গণ।
উদাকৃতি ইহা কিছু নাহি বিবরণ॥

---

(১) নিগরব=গৌরবহীন। (২) ভাগি=ভাগ্য।

পূর্ব্বেতে কহিল যেই ধীরললিত।
ধীরশান্ত ধীরোদাত্ত আর ধীরোদ্ধত॥
এই চারিভেদে আছে পতি উপপতি।
এবে কিছু কহি তাথে পতির বিবৃতি॥

পতি।

শাস্ত্রমতে কান্তার যেই করে পাণি গ্রহে।
সেই ভর্ত্তা হয় তারে পতিশব্দে কহে॥
রুক্মি জয় করি হরি রুক্মিণী হরিল।
দ্বারকা লইয়া তাহে বিবাহ করিল॥
এই ব্রত কৈল যেই কুমারিকাগণ।
তাথে কারু কারু পতি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রুক্মিণী-বিবাহ-পূর্ব্বে গোপীপরিণয়।
মূলমাধব মাহাত্ম্যেতে এই বাক্য কয়॥

উপপতি।

ইহলোক পরলোক না করি গণন।
নিজরাগে করে যেই ধর্ম্মের লঙ্ঘন॥
পরকীয়া নারীসঙ্গে করয়ে বিহার।
সদা প্রেমবশ উপপতি নাম তার॥

যথা,

রাইক মন্দির আসি করু নাগর সঙ্কেত কোকিল বোল।
শুনি ধ্বনি উঠত দ্বার যব খোলই হোয়ল কঙ্কণ বোল॥
দেখ দেখ নাগর আনন্দ ভোর।
কঙ্কণ ধ্বনি শুনি মনে অনুমানই রাই মিলব মঝু কোর॥
জটিলা জাগরি তৈখনে বোলত কো করু কঙ্কণ নাদ।
শুনি ধনী চমকিত মন্দিরে সুতল নাগর গণল প্রমাদ॥
পুনঃ ধ্বনি আসি মিলব মঝু সংগতি ঐছন মনোরথ ভেল।
রাধা মন্দির কোন বদরিতলে (১) জাগরি যামিনী গেল॥

শৃঙ্গারের মাধুর্য্য অধিক ইহাতে।
উপপতি রসশ্রেষ্ঠ ভারতের মতে॥
লোক শাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্ন কামুক যাথে দুর্লভ মিলন॥

(১) রাধার গৃহনিকটে কুলগাছের তলায়।

তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়॥
ইহাতে লঘুতা সেই কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নায়কে সেই কৃষ্ণ প্রতি নয়॥
রসের পরম কাষ্ঠা রতি আস্বাদন।
অবতার কৈল হরি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

অনুকূল দক্ষিণ শঠ আর হয় ইষ্ট।
পতি উপপতি দোঁহার চারি ভেদ ধৃষ্ট॥
শাঠ্য ধৃষ্ট উপপতি নাট্যশাস্ত্রে কয়।
কৃষ্ণেতে সম্ভবে সব অযুক্ত কিছু নয়॥

অনুকূল।

এক নারী রত হয় অন্য নারী ছাড়ি।
সীতার প্রতি রাম অনুকূল নামধারী॥
রাধায় অনুকূল হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অন্য নারী ছাড়ি হৈল রাধার শরণ॥

যথা,

গোকুল-নগরে চতুর নাগরী কত না যুবতী নারী।
তা সনে বিহরে কখন কখন নন্দের নন্দন হরি॥
রাই তুহু সে জানসি রস।
সকলের কাছে যেমন তেমন হরি সে তোমারি বশ॥
যখন তোমারে না দেখে নাগর কাতর হইয়া রহে।
কত না যুবতী লালসা করয়ে ফিরিয়া নাহিক চাহে॥
যত পুণবতী আছয়ে যুবতী তুহু তার শিরোমণি।
তোমারে ছাড়িতে না পারে যেমন ফণী না ছাড়য়ে মণি॥

ধীরোদাত্তানুকূল।

যথা,

কুবলয়নয়নী সঙ্কেত করি রহতহি কত কত কুঞ্জকুটীরে।
কুটিল দৃগঞ্চলে মনসিজ বিদগধি বিতরই গোকুল বীরে॥
দেখ দেখ রাইক প্রেম-তরঙ্গ।
যাকর দরশ পরস রস লালসে ছোড়ল সো সব সঙ্গ॥
নাগর রাজে বান্ধি নিজ প্রেমহি রাই সাধই নিজ কামা।
কত কত যুবতী কতহি রস বিতরই তবহি শিথিল নহে প্রেমা॥

ধীরললিতানুকূল।

নন্দ যশোমতী করে গৃহ যত ভার।
কেবল করেন হরি বিপিন বিহার॥
অনুদিন বিহরই রাইক সঙ্গ।
মানস নিমগন মনসিজ রঙ্গ॥
যমুনা তীরহি সদত বিহারী।
পুণবতী হোওল ভানুকুমারী॥
উপবন তরু সব করু বিভাসিত।
শ্যাম জলদ তাহে রাই তড়িত॥

ধীরশান্তানুকূল।

যথা,

রবির পূজন করিতে গহনে তোমারি প্রেমের বশে।
দেখ দেখ রাই নাগর আইল ধরিএ ব্রাহ্মণ বেশে॥
চাতুরী করিয়া জটিলা নিকটে লুকালো আপন সাজ।
জটিলা জানিলে বিপদ ঘটিত ভাল না হইত কাজ॥
দ্বিজবব গুণ সকলি আছয়ে বদনে বিনয় বাণী।
সরল অন্তর সরল চাহনি দেখিতে যেমন মুনি॥
উদার চরিত বচন মধুর সুন্দর ও তনুখানি।
রবির পূজন করিব এখন দ্বিজ বেশ ব্রজমণি॥

ধীরোদ্ধতানুকূল।

ললিতে, শুন মঝু সত্য এক বাণী।
রাইক পরিহরি আন যুবতী সহ স্বপনহি প্রেম নাহি জানি॥
কেবল রাইক প্রেম হাম জানত রাই প্রাণধন মোর।
কো কহু সদ্‌গুণ- সাগর নাগর আন যুবতীরস ভোর॥
তুহু বর চতুরী সবহু মঝু জানসি সম্বরু কোপ তরঙ্গ।
মনমথ বিশিখে সতত তনু দাহই তুরিত দেহ রাই সঙ্গ॥

দক্ষিণ।

যে নায়ক পূর্ব্ব রমণীতে করে ভয়।
গৌরব দাক্ষিণ্য প্রেম সতত করয়॥
অন্য চিত্ত হয়া তাহা না পারে ছাড়িতে।
তাহারে দক্ষিণ কহি রস শাস্ত্র মতে॥

যথা,

চন্দ্রাবলী শুন বচন তুহু মোর। মিছই বচন না কহব তোর।
স্বপনে না ছড়ই হরি তুয়া সাথে। তুয়া প্রেমে বন্ধন গোকুলনাথে॥
খলজন কহই কানু আন সঙ্গ। লখ বাদে নাহি করবি প্রেম ভঙ্গ॥
নান্দীমুখী মুখে শুনি এত বোল। চন্দ্রাবলী ভেল আনন্দ ভোল॥

কিম্বা থাকে প্রেয়সীর প্রেমেতে সমান।
দক্ষিণ শব্দের হয় তাহাতে আখ্যান॥
দ্বারকাতে হরি সিংহাসনে বসেছিলা।
হেন কালে একদূত কহিতে লাগিলা॥

যথা,

পদ্মা করতহি নয়ন তরঙ্গ। কমলা ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
তারা দরশই ভুজ পরকাশি। শ্রুতিমূল কুণ্ডল করণ সুকেশী॥
শৈব্যা বক্ষ উপর ধরু কর। বহুতর নারী করই রস ভর॥
একই নাগর বহুতর নারী। কুণ্ঠিত মানস হোয়ল মুরারি॥

শঠ।

প্রেয়সীর অগ্রে যেই পরপ্রিয় বাণী কয়।
পরোক্ষে বিপ্রিয় তার বহুত করয়॥
তারে লুকাইয়া বহু অপরাধ করে।
শঠ শব্দের শক্তি সেইত নাগরে॥

যথা,

জাগরে বোলল তুহু মঝু প্রাণ। স্বপনহি তা কর বদনে শুনি আন॥
গালি বুলি বলি কহই কতবার। বুঝল তা সহ করই বিহার॥
শ্যামা সখী শুনল স্বপনকি ভাব। ঘন ঘন ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস॥
এ মধু রাতি তিন যাম পরিমাণ। জাগরি হোয়ল যুগসম জ্ঞান॥

ধৃষ্ট।

অন্য নারীর প্রীতিভরে প্রফুল্ল হৃদয়।
তথাপি প্রিয়ার আগে রহয়ে নির্ভয়॥
মিথ্যাবাক্য প্রিয়া আগে কহে অনুক্ষণ।
তারে ধৃষ্ট বলি কহে রসিকের গণ॥

যথা, গোবিন্দ কবিরাজকৃত পদ—

কাহা নখচিহ্ন চিহ্নালি তুহু সুন্দরী এ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কাহো গঞ্জসি মৃগমদপদ পুন এহ॥
সুন্দরী, মঝু মনে লাগল ধন্ধ।
অপরূপ রোখ (১) দোখ (২) বিনু মানসি দিনহি তরুণ দিঠি মন্দ॥
চৌরিক হেরি বেরি করি মানসি উরপর যাবক ভালে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখী নিন্দসি সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহাকি সম্বাদে জাগি হায় সব নিশি অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহু পুন পালটি মুঝে পরিবাদসি গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

ধীরোদাত্ত আদি যেই চারি প্রকার।
তাহে পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম আর॥
চারি তিনি পূরিতে (৩) দ্বাদশবিধ হল।
পতি উপপতি তায় দুই ভেদ দিল॥
দ্বাদশ দ্বিগুণ করি চব্বিশবিধ হয়।
দক্ষিণাদি চারিভেদে ছেয়ানই (৪) বিধ কয়॥
ধূর্ত্ত আদি ভেদ যেই রসশাস্ত্রে কয়।
না কহিল তাহা ভারতের মত নয়॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নায়ক-সহায় প্রকরণ।

১। সখা।

নায়ক সহায় হয় পঞ্চ প্রকার।
চেটক বিট বিদূষক পীঠমর্দ্দ আর॥
আর প্রিয় নর্ম্মসখা রসশাস্ত্র মতে।
সব সহায়ের গুণ কৃষ্ণ আহ্লাদিতে॥

---

(১) রোখ=রোষ। (২) দোখ=দোষ। (৩) পূরিতে=পূরণ করিয়া। (৪) ছেয়ানই=৯৬।

পরিহাস করে সদা অনুরাগ গাঢ়।
দেশ কাল পাত্র জানিতে বুদ্ধি বড়॥
মানিনী প্রিয়ার করে মানভঞ্জন।
নিগূঢ় মন্ত্রণা সহায়ের গুণগণ॥

(ক) চেটক।

সন্ধান চতুর যেই গূঢ় কর্ম্ম করে।
বুদ্ধির প্রগল্‌ভযুক্ত চেটক নাম ধরে॥
ভঙ্গুর ভৃঙ্গার আদি আছয়ে গোকুলে।
কৃষ্ণের চেটক হয় তারা রসশাস্ত্রে বলে॥

যথা, (কৃষ্ণপ্রতি চেটক বচন)—

রাইক বচন   কহলু কহলু বহু চাতুরী   শুন শুন সুন্দরী রাই।
এ হেন অপরূপ   কভু নাহি হেরল   পেখহ বাহিরে যাই॥
উপনীত শরদ   সময় ইহ সুন্দর   শারদ তরু বিকশিত।
অপরূপ অসময়ে   কুসুমিত মাধবী   কুঞ্জ কুহর বিভূষিত॥
এ মধু চাতুরী   বচন শুনি সুন্দরী   আওল কুঞ্জকি পাশ।
অব তুহু যাই   রাই সহ মিলহ   পূরব মনসিজ আশ॥

(খ) বিট।

বেশভূষা উপচার যাহার বিদিত।
ধূর্ত্তের প্রধান কামতন্ত্রের পণ্ডিত॥
রসশাস্ত্রে বিট বলি তাহার আখ্যান।
কড়ার ভারতীবন্ধ ব্রজে তার নাম॥

যথা, (মানিনী শ্যামার প্রতি বিট বচন)

এ ব্রজমণ্ডলে   যত রহু নাগরী   নিকর হাম সব জান।
সে বর নাগরী   ইহ নাহি পেখতু   যো মধু বাত করে আন॥
গোকুল-ভূপতি-   নন্দন নাগর   তাকর হাম বর সঙ্গী।
সবিনয় বাতে   সোহ ইহ যাচই   ছোড়হ কোপকি ভঙ্গী॥
যাকর মুরলী   সকল ব্রজনারীক   লাজ ধৈরয হরি নেল।
সো হরি মান   ভরমে তুহু তেজলি   তাল সুকৃতি নাহি ভেল॥

(গ) বিদূষক।

ভোজনে চঞ্চল বর কলহে পণ্ডিত।
নানা রঙ্গ বাক্যবেশে হাস্যকারী রীত ॥
তারে বিদূষক বলি জানে নানা ছল।
বিদগ্ধমাধবে খ্যাত শ্রীমধুমঙ্গল ॥

যথা, (মানিনী প্রতি বিদূষক বাক্য)

তুহু যারে আদরে নিতি নিতি পূজসি দেওসি কত উপচার।
সো অব দিনকর আদরে দেওল মুঝে পঙ্কজ উপহার ॥
মানিনি, পঙ্কজ হাম নাহি নেল।
না করি সিনান আনি মুঝে দেওল ইথে লাগি দূরে ফেলি দেল ॥
সো পরিচারণ তাহে ঘুচায়লু রোখে ভরল তনু জোর।
সো অব হাম তোহে কত সাধই বচন না মানসি মোর ॥

(ঘ) পীঠমর্দ্দ।

গুণেতে নায়ক সম অনুবর্ত্তী প্রেমা।
পীঠমর্দ্দ হয় ব্রজমণ্ডলে শ্রীদামা ॥

যথা, (গোবর্দ্ধন মল্ল প্রতি শ্রীদাম বাক্য)

সুন্দর কালিন্দী তীরে মুকুন্দ বিহার করে শুনি সব ব্রজনারীগণ।
বিশ্বাস করিয়া তায় সে লীলা দেখিতে যায় হরিলীলা বিস্মাপন ॥
গোবর্দ্ধন, তুমি না করিহ অন্যমন।
সকলেই যায় তাহে একা চন্দ্রাবলী নহে সত্য জান আমার বচন ॥
তার প্রিয়সখা মোরা নিতান্ত নির্বুদ্ধি তোরা তেই কহি এ হিত বচন।
গোবর্দ্ধনগিরি ধরি রক্ষা কৈল ব্রজপুরী তুমি না ঘটাও হেন জন ॥

(শ্রীদাম প্রতি ভারুণ্ডা বচন)—

তোমার বচন শুনিয়া এখন মনেতে বিশ্বাস হয়।
নন্দের নন্দন সে বড় সুজন তাহার নাহিক ভয় ॥
শ্রীদাম, আমি বড় মনে দুখী।
কি করে ভবানী তুষিব অমনি উপায় নাহিক দেখি ॥
কুঙ্কুম চন্দন বনফুলমালা লইয়া আপন করে।
মোর বধূ আদি গহনে চলয়ে মহামায়া পুজিবারে ॥

খলজন দেখি কতেক বলয়ে কলঙ্ক করয়ে কুলে।
বধূ যায়া করু ভবানী পূজন কি করিতে পারে খলে॥

প্রিয় নর্ম্মসখা।

অত্যন্ত রহস্য জানে সখীর সমান।
সকল সখার শ্রেষ্ঠ প্রিয় নর্ম্ম নাম॥
গোকুলে সুবল আর অর্জ্জুন মহাশয়।
সর্ব্বরস জ্ঞাত প্রিয় নর্ম্মসখা হয়॥

যথা, (রূপমঞ্জরী সখী বচন)

যো বর নাগরী কেলি কলহ করি মানিনী হোই চলি যায়।
তাকর চরণ যুগল ধরি সাধই নাগর নিকটে মিলায়॥

সখি, সুবল বড় পুণ্যবান।

কুঞ্জ কি মাঝে শেয বর করতহি মনসিজ কেলি বিথান॥
হরি যব রাইক হৃদয় পরি সুতই অলস বলিত সব অঙ্গ।
রতিরণে জোরি বৌরি নাহি পাওত ঢর ঢর ঘরম তঁরঙ্গ॥
তৈখনে যাই সুবল নব পল্লবে বিজই নাগর রাজে।
ঐছন সেচন নিতি নিতি করতহি সুবল নিকুঞ্জকি মাঝে॥

(সুবল প্রতি উজ্জ্বল বচন)

যো ব্রজনাগরী কুটীল দৃগঞ্চলে হরি মাধুরী করি পান।
ভুজ যুগে বেঢ়ি হৃদয়ে কুচ ধারই করই আলিঙ্গন দান॥
আপহি আসি গরবে হরি মুখবিধু অধর সুধা করে পান।
মাধব আদরে সাধ করি তোষঞ বিনয় বচন বহুমান॥
ঐছন ভাগি অব গোপীক হোয়ল বুঝইতে সংশয় ভেল।
কাহে এত ধন্য পুণ্য করি হোয়ল কোন গহনে তপ কৈল॥

চতুর্ব্বিধ সখা হয় চেটক হয় দাস।
পীঠমর্দ্দের বীর রসে সাহায্য প্রকাশ॥

২। দূতী।

দূতিকা বলিব হরিপ্রিয়া প্রকরণে।
তাথে যথাযোগ্য করি জানিহ সেখানে॥

(ক) স্বয়ং দূতী।

যথা, (কটাক্ষ)

শুন সখী মাধব নয়ন তরঙ্গ।
আপহি করতহি দূতীক রঙ্গ॥
যাকর উপর আসি পহু মিলে।
তবহি বজর পারে তাকর মূলে॥
আন রহু দূর তুহু ধীর বর নারী।
চঞ্চল হোয়ল চরিত তোহারি॥
(বংশী—ললিতমাধবে)

রাধামাধব ঘোষ-রচিত

বৃহৎ সারাবলী।

—:০:—

বীরভূমবাসী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় বলেন, "এই কাব্য বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে বৃহত্তম গ্রন্থ। ইহা পঞ্চখণ্ডে সম্পূর্ণ—যথা, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, জগন্নাথলীলা, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধলীলা। এই সমগ্র বৃহৎ সারাবলী গ্রন্থখানি ৯৫০০০ অর্থাৎ প্রায় লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্যে বেদব্যাস-কৃত মহাভারত ব্যতীত অপর কোন ভারতীয় গ্রন্থের এরূপ খ্যাতি আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।" (বীরভূমি, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪৯৩ পৃঃ)। রাধামাধব ঘোষ বাঁকুড়া জেলার দশঘরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম স্ফুলিঙ্গরাম ঘোষ এবং পিতার নাম রামপ্রসাদ ঘোষ। ইঁহার তিনটি পুত্র ছিল। বাঁকুড়া-প্রেস 'বৃহৎ সারাবালী কাব্যের' কৃষ্ণলীলা, রামলীলা ও জগন্নাথলীলা গত ২০ বৎসর ধরিয়া মুদ্রিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বুদ্ধলীলা ও চৈতন্যলীলা তাঁহারা ছাপান নাই। কিন্তু প্রাচীন কবি বুদ্ধ-সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহা জানিবারই আমাদের বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল। আমরা সেই অংশ পাই নাই।

কৃষ্ণ-লীলা (বৃন্দাবন-লীলা)

কৃষ্ণ-কালী।

একদিন কমলিনী যমুনার তটে।
কাত্যায়নী-ব্রত ছলে গেলা চিরঘাটে॥
সখীগণে সুন্দরী যে সংহতি করিয়া।
চিরঘাটে মহাব্রত আচরিল গিয়া॥

চিরঘাটে কৌতুক।

হেনকালে তথা গেল নিকুঞ্জবিহারী।
রাধা রাধা বলিয়া সঘনে বাঁশী পূরি॥
কৃষ্ণেরে পাইয়া গোপী লভিল জীবন।
রবির উদয়ে যেন কমলের বন॥
রাজহংস দেখি যেন চঞ্চলা হংসিনী।
সখী সহ তেমতি হইলা বিনোদিনী॥

মদনমোহন শ্যামে মধ্যেতে থুইয়া।
চারিদিকে গোপীগণ মণ্ডলী করিয়া॥
পদ্মেতে কেশর যেন মধ্যেতে ভ্রমর।
চারিদিকে শোভে যেন পল্লব মনোহর॥
সেই মত শোভা হল কি কহিব তার।
মধ্যস্থলে বিরাজেন সংসারের সার॥
চারিদিকে সখী সব নাচিয়া বেড়ায়।
হেনকালে জটিলা কুটিলা তথা যায়॥

জটিলা কুটিলা

মায়ে ঝীয়ে দুইজনে কক্ষে কুম্ভ করি।
চিরঘাটে গেল তবে আনিবারে বারি॥
মত্ত হয়ে সখীগণ নাচিয়ে বেড়ায়।
জটিলা কুটিলা দেখি ভাবে অনুপায়॥
প্রকাশ করিয়া প্রভু না কহেন বাণী।
ঠারিয়া রাধারে জ্ঞাত করে চক্রপাণি॥
চিহ্ন দেখি কমলিনী হন সাবধান।
সম্বরিয়া তথায় রহিল ভগবান॥

জটিলা কুটিলা দেখি বিস্ময় হইল।
ক্রোধভরে অমনি গৃহেতে ফিরি গেল॥

কহিতে অভিমন্যুকে সব বিবরণ।
চিরঘাটে যে সকল দেখিল লক্ষণ ॥
কুটিলারে জটিলা বলেন ততক্ষণে।
পুত্রকে এ সব আমি বলিব কেমনে ॥
তুমি কহ বধূর সকল বিবরণ।
তামাসার তত্ত্বজ্ঞান হইবে এখন ॥
অভিমন্যু সঙ্গে করি যাহ তথাকারে।
নিজ চক্ষে বল তার রঙ্গ হেরিবারে ॥
এত শুনি কুটিলা ভ্রাতৃ কাছে গেল।
নিদ্রায় আছিল তার নিদ্রা ভঙ্গ কৈল ॥
কহিল সকল কথা বিশেষ করিয়া।
চিরঘাটে অপরূপ আইনু হেরিয়া ॥
নন্দের নন্দন সেই গোপালে লইয়া।
বিহার করিছে বধূ তথাকারে গিয়া ॥
কাত্যায়নী-পূজাতার সব ভণ্ড পণ।
নিত্য বিহরয়ে তথা নন্দের নন্দন ॥

আয়ানের নিদ্রা-ভঙ্গ।

ব্রত পূজা যত তার সকলি কানাই।
দেখিবে যদ্যপি তথাকারে চল ভাই ॥
এত শুনি অভিমন্যু করিলা গমন।
হস্তে খড়্গ করি ধায় ঘূর্ণিত নয়ন ॥
হেন অনাচার যদি দেখিব নয়নে।
তবেত তখনি তারে করিব ছেদনে ॥
এত বলি মহাক্রোধে যায় গোপমণি।
ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুনি ॥
প্রভাতের ভানু যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মদমত্ত হস্তী যেন অতি দ্রুত চলে ॥
অভিমন্যু-মূর্ত্তি দেখি কাঁপে সর্ব্বজন।
ঘন ঘন শব্দ করে মেঘের গর্জ্জন ॥

খড়্গহস্ত অভিমন্যু।

এই মত অভিমন্যু চলে ব্রজপথে।
কৃতাঞ্জলি করি রাধা কন রাধানাথে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ অনর্থ ঘটিল।
হের অতি রোষে অভিমন্যু যে আইল ॥

তোমা বিনা নাহি জানি শুন শ্যাম রায়।
এবে কি হইবে প্রভু চিন্তহ উপায়॥
আইল যে অভিমন্যু করিয়া সাজনি।
হাতে খড়্গ আমারে ত কাটিবে এখনি॥
অভিমন্যু দেখি প্রভু বড় ভয় বাসি।
রক্ষা কর রমানাথ আপনার দাসী॥
সখীগণ কৃতাঞ্জলি করেন তখন।
দেখিয়া ঈষৎ হাসে মুরলীবদন॥
বিপদতারণ প্রভু ভাবেন মনেতে।

শ্রীকৃষ্ণের উপায় স্থির-করা।

এ সঙ্কটে শ্রীমতীকে রাখিব কি মতে॥
মনে মনে যুক্তি তবে করে কালসোণা।
অভিমন্যু হয় কালীমন্ত্রে উপাসনা॥
ইষ্ট দেখি অভিমন্যু প্রণাম করিবে।
ইষ্ট পূজা দেখি শ্রীমতীকে তুষ্ট হবে॥
মনে বিচারিয়া প্রভু বিপিনবিহারী।
শ্রীমতীকে বলে তবে কৌতুক যে করি॥
কি করিব কমলিনী কি আছে উপায়।
হেন বুঝি অভিমন্যু কাটিবে তোমায়॥

শ্রীমতী বলেন প্রভু তুমি যার নাথ।
পলকেতে হয় যার কোটি ইন্দ্রপাত॥
তার কাছ ছার অভিমন্যু গণি কিসে।
যে হেতু কাতর আমি শুন হৃষিকেশে॥
ব্রজপুরে মোর নাম শ্যাম-কলঙ্কিনী।
শাশুড়ী হইল কাল পাপ-ননদিনী॥
স্বচক্ষে দেখিয়া গেল তব সনে কেলি।
সবিশেষ তারা সেই দুষ্টে দিবে বলি॥
সঙ্গেতে করিয়া আনে দেখাবার তরে।
এইত কলঙ্ক মোর রহিল অন্তরে॥

রাধার আক্ষেপ।

অভিমন্যু কাটিবেক তোমার গোচর।
তিলেক আমার প্রভু তাহে নাহি ডর॥
জটিলা কুটিলা হেথা দেখিল আসিয়া।
বিশেষ সকল কথা কহিলেক গিয়া॥

অভিমন্যু আসি যদি দেখে আরবার।
স্বচক্ষেতে তব সহ কৌতুক ব্যাভার॥
তবে ত আমার বড় হইবে কুযশ।
এই হেতু মলিন হইনু হৃষিকেশ॥
আইল যে অভিমন্যু দেখহ সাক্ষাত।
লজ্জা ঢাক লজ্জা ঢাক দাসীর অচ্যুত॥

হাসিয়া বলেন হরি শক্তিরূপা তুমি।
শক্তি দেহ অধীনে উপায় করি আমি॥
ইঙ্গিত মাত্রেতে ইন্দুমুখী শক্তি দিল।
রাধা শক্তি লয়ে রাধানাথ কালী হ'ল॥
কৃষ্ণ বলে কমলিনি পূজ তুমি মোরে।
কালীরূপ হয়ে আমি দাঁড়াই সত্বরে॥
মহাকালী-মূর্ত্তি কৃষ্ণ হইল তখন। কৃষ্ণ-কালী।
চতুর্ভুজ অসি-চর্ম্ম-খর্পর-শোভন॥
কটী-তটে নরকর মুণ্ডমালা গলে।
অসুর-দলনী দৈত্য-শির করতলে॥
কেয়ূর কঙ্কণ আদি শোভে আভরণ।
জিহ্বা লহ লহ করে ভ্রমর-দশন॥
মস্তকের চূড়া হৈল কীরিট উজ্জ্বল।
মুক্তকেশী দিগম্বরী বদন বিমল॥
ঘোর-ঘণ্টা-ঘুঙ্গুর-বাদিনী ত্রিনয়না।
উগ্রচণ্ডা রণবেশা রজনী-বরণা॥
ঘোর মূর্ত্তি দেখিয়া মগন হইল রাই।
বদলেতে নবরস হৈল এক ঠাঁই॥
কণ্ঠ কম্বু সুরাতঙ্গ সঘনে শোণিত।
কাল জলে হ'ল যেন জবা বিকশিত॥
নীলমণি মধ্যে যেন নব-গুঞ্জমালা।
সারস-মধ্যেতে যেন শোভে মতি-পলা॥
আশ্চর্য্য ধরিল শোভা ভকতবৎসল।
নীলগিরি মধ্যে ফুটে শোণিত-কমল॥

দেখি সব সখীগণ ভূমেতে পড়িল।
প্রণিপাত করি শত দণ্ডবৎ কৈল॥

পূজা-আয়োজন করে সব সখীগণে।
সম্মুখেতে বিনোদিনী বসিল পূজনে॥
নৈবেদ্য বিবিধ মত ধূপ দীপ গন্ধ।
আসন অঙ্গুরী মধুপর্ক মকরন্দ॥
বিল্বদল জবা আদি নানা পুষ্প আনি।
যুগল-চরণে ঢালি দেয় বিনোদিনী॥
অঞ্জলি পুরিয়া জবা দেয় কুতূহলে।
আনন্দে ঢালয়ে দেবী চরণ-যুগলে॥
সখীগণ করে তবে চামর ব্যজন।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাত শ্রীমতী তখন॥
এই মত পূজা হোমে আছে সর্ব্বজনে।
অভিমন্যু গেল তথা শ্রীমতীর স্থানে॥
অনন্ত প্রভুর লীলা কে করে বর্ণন।
শ্যাম সাজিলেন শ্যামা শুন সর্ব্বজন॥

পূজা।

(মথুরা-লীলা।)

কৃষ্ণ-বলরামের বিদ্যা-শিক্ষা।

শুক দেব বলে বাণী শুন শুন নৃপমণি
অপরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।
পিতামাতা প্রবোধিয়ে দোঁহে হরষিত হয়ে
রাম-কৃষ্ণ চলিল ত্বরিত॥
অবন্তি নগরে ঘর সন্দীপণি মুনিবর
বড় বিচক্ষণ তপোধন।
অতি অকপট হৃদ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ
তথা পড়ে বহু শিষ্যগণ॥
রাম-কৃষ্ণ দুই জনে গেল তার নিকেতনে
মুনিবরে করিল প্রণাম।
কহে মুনি মহাশয় দেহ মোরে পরিচয়
তোমাদের কার কিবা নাম॥
দুই জনে এক ঠাম রূপ জিনি কোটী কাম
চন্দ্র রবি শশী কি আইলে।

সন্দীপণি মুনি।

কহিবে স্বরূপবাণী কে জনক কে জননী
কোথা বাস জন্ম কোন কুলে॥
দুই জনে তোঁহা হেরি দিব্য যজ্ঞ-সূত্রধারী
দ্বিজ ক্ষত্রী বৈশ্যের নন্দন।
কোন জাতি কহ মোরে কিবা দুই সহোদরে
কেন এলে আমার সদন॥

পরিচয়-দান।

শুনিয়া দ্বিজের বাণী যুক্ত-করে চক্রপাণি
পরিচয় দিছেন দ্বিজেরে।
শুন শুন মুনিবর মোরা দুই সহোদর
নিবাস যে মথুরা নগরে॥
যদুকুলে উৎপত্তি বসুদেব মহামতি
মোরা দুই তাহার তনয়।
কৃষ্ণ বলরাম নাম আইনু তোমার ধাম
বিদ্যা-শিক্ষা করিব আশয়॥
শুন শুন হে গোসাঞী পড়িব তোমার ঠাঁই
বিদ্যা-দান কর দুই জনে।
শুনি তবে মুনিবর করি বহু সমাদর
আশীষিলা যুগল-নন্দনে॥

কহে তবে তপোধন আনন্দেতে দুই জন
পুত্রবৎ থাক মোর ঘরে।
যে বিদ্যা শিখিতে চাহ সেই বিদ্যা পাঠ লহ
শিক্ষা দিব পরম আদরে॥
এরূপে দু' সহোদর আশ্বাসিয়া মুনিবর
গৃহে গেল ব্রাহ্মণীর ঠাঁই।
বলে তবে তপোবন আইল ছাত্র দুই জন
নাম হয় কানাই বলাই॥
দুই ভাই একে আরে নিরখি নিমিষ হরে
বিদ্যাশিক্ষা করিবে এখানে।
যেমন আপন সুত সেইরূপে নিয়মিত
তুমি মাত্র করিবে পালনে॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণী ধায় বাহিরে আসিয়া চায়
কৃষ্ণবলরামে তবে দেখি।

ব্রাহ্মণীর স্নেহ।

শোকার্ত্ত হৃদয় তার দহে চিত্ত অনিবার
পুত্র-শোকে অশ্রুপূর্ণ আঁখি ॥
কহে গদগদ স্বরে থাক বাছা মোর ঘরে
পুত্রবৎ করিব পালন।
যেই বিদ্যা শিখিবারে বাঞ্ছা হইবে অন্তরে
সেই বিদ্যা দিবে তপোধন ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তবে উভয়েতে এক ভাবে
পুত্রভাব কৈল দুই জনে।
নিত্য নিত্য দ্বিজবর লয়ে রাম দামোদর
নানা বিদ্যা করান পঠনে ॥
ব্রাহ্মণী জননীবৎ ভক্ষ্য ভোজ্য নানামত
দিনে দিনে করান ভোজন।
দেখিয়া যুগল-মুখ ঘুচে যায় মন দুঃখ
পুত্রশোক হল পাসরণ ॥
এই মতে রাম হরি রহিয়া মুনির পুরী
বিদ্যা-শিক্ষা করেন তথায়।

পাঠশালে আর যত দুই চারি দ্বিজসুত
সবে অনুগত দেব-রায় ॥
শিষ্য ভাই সবে মিলে একত্র মুনির টোলে
সকলে করেন অধ্যয়ন।
সুদামা দ্বিজকুমার অনুগত দামোদর
সদা কৃষ্ণে করয়ে সেবন ॥
তাহারে প্রসন্ন অতি হইলেন রমাপতি
প্রিয় সখা করিলেন তারে।
অধ্যয়ন করে যত তার নাম লব কত
সবে পাঠ দেন দ্বিজবরে ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত অদ্ভুত কৃষ্ণ-চরিত
বিদ্যাশিক্ষা করেন মুরারি।

বিবিধ বিদ্যা।

পাঠ দেন মুনিবর শিখে দুই সহোদর
প্রতিদিন এক বিদ্যা করি ॥
গীত বাদ্য নৃত্য যত তিন বিদ্যা প্রথমতঃ
চতুর্থে শিখিলা নাট্য আর।

আলেখ্য নামে পঞ্চমে ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টমে
ক্রমে শিখে সংসারের সার ॥
স্থপতি বিদ্যা ভাস্কর ব্যায়ামাদি বহুতর
ইন্দ্রজাল-বিদ্যা নানামত।
সূচীকর্ম্ম কৈল শিক্ষা রৌপ্য-রত্নাদি-পরীক্ষা
প্রাণি-বিদ্যা বস্তু-বিদ্যা যত ॥
ক খ আদি শব্দ যত পাঠ দেন যত্ব ণত্ব
শব্দ ফলা কৈল সমাপন।
এক দুই সংখ্যা জ্ঞান শিখিলা অঙ্কের ভান
সুবন্ত শিখিয়া তুষ্ট মন ॥
যুক্ত অক্ষরের জ্ঞান পাঠ দেন অভিধান
ক্রমে ক্রমে সকলি শিখিল।
ব্যাকরণ আদি স্মৃতি শিখি রাম যদুপতি
নানা শাস্ত্রে বিশারদ হৈল ॥
কুসুম বটিকা জ্ঞান মাতৃকা যন্ত্র বিধান
তন্ত্র-উক্ত যোগ সমুদয়।
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ মীমাংসা শাস্ত্র কনাদ
শিখিলেন রাজনীতি চয় ॥
সাংখ্য আর পাতঞ্জল ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল
পড়িলেন করিয়া যতন।
দেশভাষা-আদি করি ম্লেচ্ছভাষা রাম হরি
ক্রমে ক্রমে করিল অর্জ্জন ॥
ভূগোল খগোল আর জ্যোতিষজ্ঞ চমৎকার
হইলেন দুই সহোদর।
অতি সমাদর করি পড়িলা ছন্দ-মঞ্জরী
বেদাঙ্গ পুরাণ তার পর ॥
সর্প-বিদ্যা দুইজনে শিখিলা হরিষ-মনে
দ্রব্যগুণ করিয়া নির্ণয়।
কৃষি বাণিজ্যাদি আর বৈষয়িক ব্যবহার
শিক্ষা দেন মুনি মহাশয় ॥
কাব্য অলঙ্কার যত সাহিত্য নাটক তত
চতুর্ব্বেদ ষট্-শাস্ত্র আর।
একে একে বিদ্যা যত তাহা বা কহিব কত
শিখে দুই দৈবকী-কুমার ॥

চৌষট্টি দিবসে হরি বিদ্যা যে সংগ্রহ করি
একে একে চৌষট্টি প্রকার।
দেখি মুনি মহাশয় হইলেন সবিস্ময়
মনে কত করেন বিচার॥
দারুণ বিদ্যা অভ্যাস করিলেন শ্রীনিবাস
সন্দীপণি পাঠ দিতে নারে।
ব্যাসপুত্র শুক বলে বসিয়া নির্জ্জন স্থলে
মহামুনি দেখে যোগভরে॥

কৃষক-কবি কাবেল-কামিনী।

১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

এই নিরক্ষর স্ত্রী-কবির বিশেষ বিবরণ ১৩১২ বাং সনের ২য় সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কাবেল-কামিনীর নিবাস খুলনা জেলায় হোগলা পরগণার অন্তর্গত জপসা গ্রামে ছিল।

(১)

আস্‌মানে উঠেছে শ্যামার গায়ের
আলো ফুটে।
তাই দেখ্‌তে সভে সাঁঝের কালে লোক এল ছুটে,—
বেটির বেগার বেড়াই খেটে॥
কত সকল কত রশ্মি শ্যামা মায়ের পায়।
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী
কালের ঢেউ দেখায়॥

(২)

ফুটল ফুল কালা-বেটির পা'র-পর।
তার মূল রয়েছে আকাশের পর, এ ফুলের তলাস করে কে বল॥
সে যে রক্তজবা রাঙ্গাকালি এক বোঁটায় দুই ফুল ধরে,
কত পথ-পাথালি রাজা-প্রজা কাবেলা খোঁজে তারে।

ফুলের তলাস বল কে করে।
আছে কালাবেটি বড় খাটি সে ফুলের মাথার পরে।
তার চরণ দুটি কত কোটি চাঁদ সূরযে আলো ধরে।
সেই ফুল ফেলে ধল্লে পরে যাবি রে পরপারে ॥

(৩)

বল রে কালী মনের কালি মুছবি যদি সংসারে।
তাজা মরা বাসি পচা কিছুই নাই রে তার ঘরে ॥
সে কল্লাবেটি দাড়ায় ধাটি দিয়ে পাটি বাবার ঘাড়ে।
করে না লড়ন চড়ন কিরণ ঘুরণ যাদু ক'রে রাখে তারে ॥
বেটির আলোকে প্রাণ আছে তাজা ডাক রে মন তাই তারে ॥

পাগলা কানাই।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

পাগলা কানাই যশোর জেলার ঝিনাইদহ সব-ডিভিসনে বেড়বাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিরক্ষর কৃষক ও জাতিতে মুসলমান ছিলেন। ইঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক প্রতিভাগুণে বহু শিষ্য আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিশেষ বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার (১৩১২ সন) ২য় সংখ্যার ৮৪-৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-মুসলমান।

(১)

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয় ॥
এক মায়ের দুধ্ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥
কারো গায়ে শালের কোর্ত্তা কারো গায়ে ছিট্,
দুই ভাইরে দেখ্তে ফিট্,
কেবল জবানিতে ছোট বড়, বোবা বাচাল চেনা যায় ॥
কেউ বলে দুর্গা হরি,—কেউ বলে বিশমোল্লা আখেরি,—
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।
মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা সুন্নত করে
তবে ভাই-ভাইতে মারামারি করে
যাচ্ছিস্ কেন সব গোল্লায় ॥

(২)

ডেঙ্গায় জলে আছে পা, হাত ধরে আয় নিয়ে যা।
আর চাইনে ভেল্‌কী খেল্‌তে, বাড়ী যাই হাস্‌তে হাস্‌তে,
শুকনো গাছে ঝুল্‌ছে ফল, দুরে গেছে গায়ের বল,
আয়রে মৌ হাওয়ায় তুলে উড়ায়ে দিয়ে যা,
কানামাছি আছে ব'সে হাত ধরে নিয়ে যা॥

(৩)

পাগল কানাই বলে গড়া রথ নূতন কলে,
চালাতাম সাবেক বলে এই শেষ কালে কল্ বিকলে চলে না।
আমি ঠেলে ঠুলে চালাতে চাই যে ঠেলবার সে ঠেলে না—
ঠেলতে ঠুলতে দিন গিয়াছে এখন আর ঠেলা আসে না,—
ভাটি রথ চলে না॥
এ রথে ছিল যারা, সব সরে পলো তাঁরা,
হয়েছি দিশেহারা নজর ধরা সরে যেতে পাল্লেম না।
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে, বলে ভাটি রথে থাকবো না॥
ইন্দ্র চন্দ্র রিপু তারা প্রবোধ মানে না—ভাটি রথ চলে না॥
এ রথ নূতন ছিল গড়া, খুব টলকো ছিল দড়া,
কত জোরে চল্‌তো ঘোড়া কি পরিপাটী
আমরা এই ষোল জনে, এ রথ দেখে শুনে,
দিন কতক টেনে টুনে, দিয়েছি কত তাহার এর সারথি হয়েছে ভাটি,—
দড়াতে জোর নাইকো আর।
পাগ্‌লা কানাইর হলো কেবল টানাটানি সার, এ রথ চলে না আর॥

বিবিধ প্রাচীন গান।

(১)

আমায় পাগল কৈরা
গেলারে প্রাণনাথ,
আমায় অনাথ কৈরা গেল।
কোন্ না জেলের মাছ খেয়েরে
তারে না দিছিলাম কড়ি,

সেই না পাপে হইলাম আমি
অল্প বয়সে রাঁড়ি ॥
কার যেন ভরা ক্ষেতেরে
আমি দিয়াছিলাম হাত।
সেই পাপেতে ছেড়ে বুঝি
গেল প্রাণনাথ ॥
কার যেন মাথার সিন্দুর
দিছিলাম মুছিয়ে।
সেই না পাপে প্রাণনাথ
গিয়াছে ছাড়িয়ে ॥

(২)

বঁধু তোমায় করবো রাজা বসে তরুতলে।
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে।
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোর গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে, দিব এই হৃদয় পেতে,
পীরিতি পরম মধু দিব তোরে খেতে ; * * *
বিচ্ছেদেরে বেঁধে এনে ফেলবো পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেওয়ার ডালে ॥

(৩)

হেন সোণার বিলরে কত ফুল ফুটেছে হায়রে।
নরাল সরাল সোণার পাখী চড়ে এই বিলেরে ॥
গুলোল বাঁশে (১) মারবো পাখী পরাণে বধেরে।
(ও না সোণার পাখীরে)
আমার পরাণে সহিবে কত আমি অবলা নারীরে ॥

(৪)

আমার এই সুখের সময় মরা মালঞ্চে ফুল ফোটেরে।
এমন ব্যথিত সই রে মোর দুঃখে জনম গেল রে ॥
সুখের দিন পেয়েও হায় পেলেম নারে।
সিঁদ কেটে চোর গিছ্‌লো ঘরে, ঘরের লোক সব পলাইল ডরে,
আমার অঞ্চলের ধন কুচো সোণা হ'সে প'লো অন্ধকারে ॥
ও যেমন কুমরেতে এনে মাটী, ছেনে করে পরিপাটী,
কাচায় তার রং মেশে না, মধুমালার ভাগ্যে আজ বুঝি তাও
হ'লো না ॥

(১) যে বাঁশ দ্বারার গুলি মারা যায়, পূর্ব্ববঙ্গে ধনুকে গুলোল বাঁশ বলে।

(৫)

এখনকার যে অলঙ্কার।
চরণের উপর চমৎকার॥
নামা পায়েতে গুজরী পাতা।
উপর পায়েতে কলস্ কাটা॥
কলস্ না থাক্‌লে বল্‌তে বা কি।
এত অলঙ্কার দিয়েছেন পতি॥
দানা দানা কাড়লী।
মরদানা তেথরী পঁহুটী॥
গলার সাজ কতকগুলা।
চিক চৌদানী মুড়কী-মালা॥
মাথার সাজ কতকগুলা।
স্বর্ণ-সীঁথি কলাটে পেড়া॥
নাকের সাজ কতকগুলা।
করলা-ফুল দায়মল-কাটা॥
কাণের সাজ কতকগুলা।
ফুল ঝুমকা পিপল-পাতা॥
এখনকার যেমত উঠেছে।
বিবিয়ানা ঝুমকো দেওয়া॥
স্বর্ণ-সীঁথে এত আভরণ দিয়েছেন পতি॥

(৬)

এবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শুয়ো।
ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায় কুয়ো॥
আবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শীত।
সুয্যি মামা পূবের চালে উঠ্‌লে গাবো গীত॥
আঁজলা-ভরা রাঙ্গা জবা সাদা ভাঁটির ফুল।
শিশির-ভেজা দূব্বোগুলো মুক্তোর সমতুল॥
ভাঙ্গা কুলোয় বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি।
ঝোপের আড়ে ডাকলে পাখী রোদ্ পুইয়ে বাঁচি॥
আয়লো দিদি দেখবি যদি উষোরাণীর বিয়ে।
ফুলের মালা গলায় পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে॥
আমরা তো বত্ত করি পূব-দুয়োরি বসে আদুল গায়।
দোহাই তোমার সুয্যি ঠাকুর রাঙ্গা বর দিও আমায়॥

শীতের দাপে পরাণ কাঁপে নড়ছে মাথার চুল।
মা বাপের গোলা ভর্‌বে ধানের ফুট্‌বে হুল॥

(৭)

আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচি পাতা।
বরের গায়ে হলুদ দিয়ে খাব সতীনের মাথা॥
শীতের ভয়ে জড়সড় আমরা ছুটী বোনে।
দাদার কাছে বসে বউ হাস্‌ছে ঘরের কোণে॥
দেখে যা লো দেখে যা লো ওরে পড়শীর ঝী।
কুয়োর মাঝে ফুট্‌লে ছবি তোরা কর্‌বি কি॥

(৮)

যারে কোকিলা তুই আমার পতি গেছে যে দেশে।
অমন করে জ্বালাতন করিস্‌ নে আর নিত্যি এসে॥
শুনে তোর কুহুস্বর, উঙ্কে উঠে প্রাণ আমার,
প্রাণপতি মোর দেশান্তর, ছাড়্‌গে তথায় তোর কুহুস্বর,
কাচা বুকে লাগ্‌লে আঘাত পাইনে কোন দিশে॥

(৯)

তামাক খেয়ে গেলে না রে কবিরাজ কত দুঃখ মনে যে রৈল।
ঐ যে চাঁদের পাশে তারা হাসে তেঁতুল-পাত শুকাল॥
মরা গাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় সুঁদির ফুল।
এই ভরা কালে হলেম রাঁড়ী কবিরাজ যৌবনে ফুট্‌ল ফুল॥
দরদী নিগম কথা শুন্‌লি নে হেলায়,
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে,
তোরা বুঝ্‌লি নে দেখ্‌ রে বেলা যায়॥

শিব-দুর্গার প্রাচীন গান।

(১)

গিরি আমার মনের এই বাসনা।
আমি জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে,
গিরিপুরে কর্‌ব শিব-স্থাপনা॥
ঘর-জামাই করে রাখ্‌ব কৃত্তিবাস,
গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস,

হরগৌরী-রূপ হের্‌ব বারমাস,
বৎসরান্তে আন্তে যেতে হবে না ॥
জামাই আশুতোষ জানি আশুতোষ,
ধুতুরা আর বেলে পরম সন্তোষ,
ভুলে রবে ভোলা যেতে চাবে না ॥

(২)

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
সে যে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল ॥
দেখা দিয়ে কেন এত দয়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী হোল ॥

(৩)

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা কেমন রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদ-বচনে,
মা মা বলে উমা কেন্দেছে ॥
ভাঙ্গেতে ভাঙ্গড় পীরিতি বড়,
ত্রিভুবনের ভাঙ্গ্‌ করেছে জড়,
ভাঙ্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর,
উমারে কত কি কয়েছে ॥
উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ,
তাও বেচে ভাঙ্গ্‌ খেয়েছে ॥

(৪)

শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন।
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন ॥
মায়া করি গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি।
মা বলিয়া কাঁদলো কত মোর নিকটে বসি ॥
রাণী কেঁদে কন বিবাহ দেন পাগল পতির ঠাঞি
রাত্রি দিনে শ্মশান বিনে আর জানে নাই ॥
সে কথা বল্‌তে রাগ করে মার্‌তে আসে খেয়ে।
অন্ন বিনে প্রাণ বাঁচে না বঞ্চিব কি খেয়ে ॥

শূন্যপুরী রৈতে নারি তার করিব কি।
অশোক-বনে ছিলেন যেমন জনক-রাজার ঝী ॥
ব্যথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা।
ভাং ঘুটিতে জন্ম গেল তাও ললাটের লেখা ॥
বৎসর কত হলো গত কর্‌ছে হরের ঘর।
চল গিরি আন্‌তে গৌরী কৈলাস-শিখর ॥

হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী।
স্বপনের কথায় কেন হোচ্ছ পাগলিনী ॥
নিশির ঘুমে মনের ভ্রমে স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখে।
স্বপ্নকালে রাজা হলে কতক্ষণ থাকে ॥
সেই জামাতা পাগল বেটা পরছে বাঘের ছাল।
বম্ বম্ বম্ ফিরছে সদা বাদ্য করে গাল ॥
বৃদ্ধ যেমন করছে গমন বলদ সঙ্গে চলে।
কথায় সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বলে ॥
নাহিক লাজ ফকীর-সাজ ফিরে সর্ব্বদেশ।
ভাঙ্গ্ ধুতুরায় মত্ত জটিল তপস্বীর বেশ ॥
কন্যা হলে বিভা দিলে গোত্রত্যাগী হয়।
থাক তোর এমন প্রাণে নাইকো লাজের ভয় ॥
ইচ্ছা যদি থাকে তোর মর্‌ছিস্ কেন দুঃখে।
যা কৈলাসে মেয়ের কাছে থাক্‌বি গিয়ে সুখে ॥
বৃষে চড়ি দড়াদড়ি ফির্‌বি নানা দেশ।
দেখ্‌বি গৌরী ত্রিপুরারি থাক্‌বি বড় বেশ ॥
গত বৎসর আমার সঙ্গে করেছে লড়ালড়ি।
ফিরে পুনঃ যেতে বল সেই জামাতার বাড়ী ॥

রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়া।
কে হয়েছে এত কঠিন কন্যা বিভা দিয়া ॥
দুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে।
যাহার নিকটে প্রাণ সঁপেছ মান কর তার সাথে ॥
সে যে দেব-দেব মহাদেব বসে সর্ব্ব ঘটে।
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন্ দেবতার জটে ॥
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মূর্ত্তি অনুপাম।
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম ॥

সেই জামাতার নিন্দা-কথা কখনো না বলো।
সেই পাতকে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট হলো॥
আমি জন্মে জন্মে শম্ভুনাম সেধেছিলাম কত।
দুর্গা-সখা শিব জামাতা মিলিছে মনোমত॥
তবে চল রতি শীঘ্রগতি গৌণ কর কিসে।
তোমার কথায় প্রাণের ব্যথা জারলো যেন বিষে॥
আমি হিয়ানলে শোকজলে দুঃখে ডুবে আছি।
তোমার গৌরী ধন্বন্তরি তারে আনলে বাঁচি॥

গিরি বলে এবার গেলে আস্‌বো বিরূপ হয়ে।
যা হ'ক তা হ'ক যাব কোন্ দ্রব্য লয়ে॥
তা শুনে মেনকা রাণী উঠ্‌লেন শীঘ্র করি।
চিনি মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি॥
মিছিরির সর মিছরির লাড্ডু স্বস্তি থরে থর।
এলাচ-দানা চিনি-পানা ক্ষীর তক্তীসর॥
গুড় চিনি বাতাসা মধু কত লেখা যায়।
ভাঙের লাড্ডু সিদ্ধি পেলে পঞ্চ মুখে খায়॥
তবে গিরি যত্ন করি নিলেন উপহার।
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার॥
ভাবি মনে গজাননে করেন দণ্ডবৎ।
গঙ্গা আন্‌তে যেমন চল্‌লেন ভগীরথ॥

কৈলাস-পুরী সভা করি বসেছে দেবগণ।
দেব-সঙ্গে নারদ মুনি আর পঞ্চানন॥
বিপদকালে নারদ মুনি তুষ্ট হলেন যাতে।
ঝাড়্‌লেন কোন্দলের ঝুলী মহাদেবের মাথে॥
শ্বশুরে জামাতায় যখন দরশন হলো।
হুতাশন-মধ্যে যেন ঘৃত ঢেলে দিল॥
বিষ-নাল ভাঙ্গিলে যেমন ব্যথা পান ফণী।
গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেব-চূড়ামণি॥
বল্‌ছে বাণী শূলপাণি ক্রোধ করে মনে।
ভিখারীর মুখ দেখিতে পাষাণ আস্‌ছেন কেনে॥
বল্‌ছে গিরি কপট করি কি বলিব আর।
গত নিশি দেবদৃষ্টি হয়েছে মেনকার॥

অন্ন পানী না খায় রাণী ভাবছে সর্ব্বক্ষণ।
জান্‌তে এলাম কোন্ দেবতা কল্‌ছে বিড়ম্বন ॥
রোগ ঔষধের কর্ত্তা বটে রক্ষা করেন জীব।
মনে হাসেন কথা কন লজ্জা পেলেন শিব ॥
সম্ভাষ সম্ভাষ বলি বল্‌লেন মহাশয়।
দেব-সভাতে প্রণাম লয়ে বস্‌লেন হিমালয় ॥
গুটি পাঁচ সাত সিদ্ধি বড়ী মহাদেবকে দিলেন।
ভক্তিভাবে মহাদেব তৎক্ষণাতে লইলেন ॥

নিজ-পুরী থেকে তাহা দুর্গা শুনিল।
যত্ন করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল ॥
নিঠুর কঠোর হয়েছ তুমি পাসরিয়াছ ঝী।
শিব-নিন্দা কর্‌ছো কত তার আর বলিব কি ॥
কও গা বাবা কত কথা সে সকল শুন্‌ব পাছে।
সত্য করে বল বাবা মা কেমনে আছে ॥
তুমি বল নিঠুর কঠোর শম্ভু বলে শিলে।
ছার মেনকার বাক্য শুনে তোমায় নিতে এলে ॥
তা শুনিয়া গৌরী মাতা কান্দিয়া অস্থির।
পাহাড়ে মেঘের বৃষ্টি যেন পড়্‌ছে আখি-নীর ॥
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে।
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে ॥
যত্ন করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা।
শ্বশুরে জামাতায় তাহে ভোজনে বসিলা ॥
বাপকে বসিতে দিলা রত্ন-সিংহাসন।
শিবকে বসিতে দিলা ভাঙ্গা কুশাসন ॥

শয়ন-কালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী।
ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কাল যাইব আমি ॥
কি দুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই।
দেখেছি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর দরজা নাই ॥
দুর্গা বলে আমি কৈলে পাছে দ্বন্দ্ব হবে।
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা ভিখ্ মেঙ্গেছো কবে ॥
নানা দান পুণ্যবান্ দেব-কার্য্য করে।
এক দকাতে কাঙ্গাল বটে ভাও নাই তাদের ঘরে ॥

নানা রসে ভুলে শেষে বল্‌ছেন ত্রিলোচন।
মর্ত্ত্যে গিয়া কি আনিবে আমার কারণ॥
গুটি পাঁচ সাত বিল্বপত্র এই আমি পাই।
দুর্গা বলে প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই॥
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী।
সকাল বেলা নায়ে চল্লেন জগৎজননী॥
উল্কি ফোঁটা সিন্দুর-ছটা মুক্তা-বান্ধা কেশে।
সোণার ঝাঁপা কনক-চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে
গলায় সুচন্দ্র-হার চন্দ্রকান্ত মণি।
চন্দ্রমুখ-মধু-লোভে ঘুরে ভ্রমরিণী॥

চল্লেন বাপের বাড়ী দেব-ভগবতী।
সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতী॥
জয়া বিজয়া চল্লেন দিয়া দরশন।
গুপ্তবেশে চল্লো শেষে দেব পঞ্চানন॥
সারি সারি শঙ্খ বাজে উলু ঝাঁকে ঝাঁক।
উমা আস্‌ছে রাজার বাড়ী বাজে কাড়া ঢাক॥
মর্ত্ত্যলোকে পূজে যাহা বড় ভাগ্যবান্।
পূজিয়া অভয় পদ পায় পরিত্রাণ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আদি সমেত গঙ্গাজল
দেবগণে সাবধানে গাইছে মঙ্গল॥
উমা কোলে রাণী বোলে চুম্ব দিয়া মুখে।
কহ তারিণী হরের ঘরে ছিলে কেমন সুখে॥
পঞ্চ রাজার ধন যেমন অমূল্য রতন।
অযোধ্যায় রামকে পেলে হরষিত যেমন॥

অনুক্রমণিকা।

পৃষ্ঠা।

* শশীসেনা শব্দ দেখ।

* রূপ শব্দ দেখ।

দুরূহ শব্দার্থ সূচী।

পৃষ্ঠা।

অক্ষটী = শিকারী ... ১৩৮২
অগোর = অজ্ঞান ... ১০২৭
অছিপছি = আকুলী ব্যাকুলী ... ১৩৫৪
অজ = যাহার জন্ম নাই ... ৭৮১
অতও = সেই হইতে ... ১০২৯
অনাসেতে = অনায়াসে ... ১৪৭
অনুবধি = চিরকাল ... ৬৭২
অন্তম্পট = অন্তঃপুরের পর্দ্দা, ভিতরের বস্ত্র ২২৫
অন্তত্তরে = অন্তের নিকট ... ১৬৬৫
অন্তান্তর = অপর নায়িকাতে অনুরক্ত ১৫৪২
অবিত্ত = অবিত্তমানে ... ১৬৭১
অবিয়ত = অবিবাহিতা ... ১৪৩২
অবোলা = বাকশক্তি শূন্য ... ৯৮৯
অমুসার = দুর্গতি ৭০২
আইড়ের = আইলের ... ১৩১
আইয়ো = এয়ো রমণী ... ১৬০
আইর‍্যা বইর‍্যা = অগ্রসর হইয়া বরণ করিয়া লইয়া আসা ... ১৬০
আউ = আয়ু ১৭
আউদড় = আলুলায়িত ... ৩৯৬
আউয়া ছিয়া = ছি ছি রব ... ১৬০
আউলের = আউলচাঁদের ... ১৫৭
আউলাইল = খুলিল ... ৮৬১
আওাস = আবাস ... ৩০৬
আওলা = আউল বাউল ... ৭৪

পৃষ্ঠা।

আকাট বাঁঝিয়া = সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যা ৪৮৪
আগল = অধিক ... ৪
আঙ্গি = কাঁটার দাগ দিয়া ... ২২২
আটোপ = গর্ব্ব ... ৮৪২
আড়ই = অড়হর ... ৬৮
আড়ানী = বৃহদাকৃতি ছত্র ... ১৩৬৩
আড়ি = শক্রতা ৪৫২
আড়ি আড়ি = আঁটি আঁটি ... ১৬১
আথান্তর = বিপদ ... ৮২২
আদেশিলা = জানাইলা ... ১৪১৯
আদ্দাশ = প্রার্থনা ... ৭৭৮
আধর = অধর ... ৯৬৫
আনট = পাশুলী ... ১৫২০
আম্পা = আপনি ... ১৪৩৩
আলিকায় = ভেঙ্গচায় ... ৮৪০
আশয় = আশা ১৩৭৫
আসোয়ারী = অশ্বারোহী ... ১৫১৪
আস্তাড়ন = উৎপীড়ন ... ১৬৭৭
আযুদড় = আলুলায়িত ... ৭
আরবেলা = আলবোলা ... ২৫৪
আরিব্বল = আয়ুর বল ... ৩০, ৫৩
আর‍্যা = আরও ... ২৯১
আলা = দিকের ... ১৬৫
আসতি = বাসমতী ... ১১৬
আসা = যষ্টি ... ৩৯, ৯৮, ২১৬
আম্মার = আমার ... ১১২
ইচলা = চিংড়ী ৩৬, ৩৭

	পৃষ্ঠা।
কৈতর = পায়রা	৩৮, ২২৪
কোঙর = কুমার ...	১৩৫২
কোহিলি = কোকিলা ...	৮৪৩
ক্যারোয়ার = করতোয়ার ...	১৪১৭
ক্ষ্যাপে = বারে ...	১৪১৮
খণ্ড পূজা = অসম্পূর্ণ পূজা ...	৪৫৭
খপরা = খোলা ...	৫৮
খারা = স্থিক	১৪৩৪
খাড়া রাগে = উচ্চস্থান হইতে সোজা-সুজি ভাবে	১৬৫
খেচনি = গাঁথনি	১২৯৩
খোড়ি = খড়ি, লেখনী ...	১৩৫৩
ফৈদ = ফৌজ	২৫৪
গচি মাছ = ছোট আড় মাছ ...	৩৭
গড়ল = নির্ম্মাণ করিল ...	৯৮২
গণি = পর্য্যালোচনা করিয়া ...	১৫২২
গবালি = গোয়াল ঘর ...	৩১০
গম্ভীরে = মন্দিরে ...	১৫৯
গরবে = অহংকার দ্বারা ...	৮৩৭
গলত = কণ্ঠদেশে ...	৭২
গা = গিয়া	১৬৮১
গাইন = মুষল	৬৯
গাজন = চৈত্রমাসে শিব বা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে যে উৎসব করা হয়	২০, ২৬, ১৫৯
গাজ্জি = গর্জ্জন করিয়া ...	১৪০২
গাজুনে = যে ব্যক্তি গাজনে গান করে	১৫৬
গাঞ্জা = গঞ্জিকা	৬৭
গাড়ল = মেড়া	২৩২
গান্ধিচুষা = গান্ধিপোকায় যে ধানকে চুষিয়া সার-শূন্য করিয়াছে ...	১০
গাবর = জেলে ...	২০৩
গাবুরাল = যৌবনের শক্তি ...	২৪৩
গাভুর = যৌবন	৯

	পৃষ্ঠা।
গাসে = গ্রাসে	৬৪
গিরি-সন্ন্যাস = চৈত্রমাসের শৈব উৎসব-বিশেষ	১৫৯
গীমক = গ্রীবার	১০১৪
গুণা = অপরাধ	১৩৫৩
গুণ্ডি = গুঁড়া, চূর্ণ	১৪২৬
গুপ্তেতে = গোপনে ...	৮২৩
গুলবন্ধী = জামিনস্বরূপ ...	৪৬২
গোখুর = গরুর ক্ষুর ...	৮৬২
গোহারি = সকাতর প্রার্থনা ...	১৩৪৯
গ্রহপণ = নয়পণ	৯১৪
গ্রীবা-পাতি = গ্রীবা-পত্র, হাস্লী ...	২৯৮
ঘাঁটায় = সম্মুখে	৬৬
ঘড়িকর = এক দণ্ডের ...	৬৫
ঘরেথা = ঘর হইতে... ...	১৬০
ঘাটায় = ঘাটে	১৪১৫
ঘাড়কাতা = ঘাড়ধাক্কা ...	১৮৯
ঘৃতপোয়া = ঘিপুলী পিষ্টক ...	২২৪
ঘুষ্টি = রোমন্থন	৭৮৪
ঘেণই = গ্রহণ করি... ...	৯০
চকুই = চকোরী	৮৬
চকুয়া = চকোর	৮৬
চণ্ডকি = চমকিত হইয়া ...	১০৪৩
চড়কধুতী = পরিষ্কার কাপড় ...	৬
চতুয়ার = চতুর্দ্বারের ...	৩৪
চন্তাই = জাতি-বিশেষ ...	১৩৫১
চন্দ্রবাণ = ডঙ্কা বাজাইবার দণ্ড ...	১৪৪২
চন্ননের = চন্দনের	১৬৫
চরচয়ে = চর্চ্চায়	৯৯২
চিড়িপো = ছেলেপিলে ...	৮
চিল = ছিল	১৩৪৯
চীরা = বস্ত্র-খণ্ড	১৪৮৬
চুওয়াল = যাহারা মদ চুয়ায়, শুঁড়ী	২৫৬

	পৃষ্ঠা।
ডালি=উপহার	২৪১
ডিমা=ডিম্ব	৭২
ডোঙ্গা=ছোট নৌকা	১৫৭১
ঢলোপড়ো=টলমল	৭১০
ঢাঙ্গাতি=ডঙ্গ, রকম	১৪২৮
তুঁ=তুই	৪৪৩
তজ্‌গিরা=লৌহ-শৃঙ্খল	১৪৯০
তমু=তবু, তথাপি...	১৩৬৮
তয় তয়=ধীরে ধীরে	১৩৭১
তরই=ঢেঁড়স্‌	২২২
তরাজু=মাপ করিবার লৌহদণ্ড	৮১০
তর্প=তপস্যা	৭০
তলিত=তৈলে ভাজা	২২২
তষ্টি=জেদ	১২৩৩
তাকর=তাহার	১০৪৪
তামাসা=আশ্চর্য্য	১৪৪১
তারক=তারা, নক্ষত্র	১৩২২
তারা=চক্ষুর তারা...	১৫৩৭
তাহানক্ক=তাঁহার	৬১০
তীথথল=তীর্থস্থান...	১৭
তুন্দিল=স্ফীত	১৪৮৯
তুম্বা=লাউ	৬৪
তুম্ভ=তোমার	৯০
তুহ্মার=তোমার	১৮
তুহ্মি=তুমি	১১২
তেথরি=তিন লহরী	১৫২১
তেপথীত=তিন পথের সন্ধি-স্থলে	৪০, ৫৭
তেরছ=বাঁকা	৭৮১
তেরিজ পাত=এক রকম বৃক্ষ-চর্ম্ম...	২৫
তেলেঙ্গার=তৈলঙ্গীয়	২৫২
তৈলঙ্গা=আরস্থুলা...	৩৮
তোহ্মা=তোমার	৫৭৫
তোহ্মারে=তোমার	৯৬৫

	পৃষ্ঠা।
থই=আঁকিয়া	১০৩২
থাবর=স্থাবর	১৭
থিকা=হইতে	১৬৮
দখিণ্যা=দক্ষিণা	২৩
দঢ়=নিশ্চয় করিয়া	১৪৮৩
দড়াইল=দৃঢ় করিল	৫৫৯
দঢ়াইয়া=দৃঢ় সংকল্প করিয়া	৮৫০
দপ্পন=দর্পণ	২০
দয়=দগ্ধ হয়	১৪০
দর্যাএ=নদীতে	১৩৫৬
দশা=দশদিনের উৎসব	৪৫
দাইয়ানীক=ধাত্রীকে	৪৫
দান=পারিশ্রমিক	৯১২
দানা=দানব	১৩৬৯
দামরা=বাদ্যযন্ত্র বিশেষ	৬৯
দামামা=বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ	২৬
দারিদ=দরিদ্র	১০৩০
দারুকা=দড়ি, শৃঙ্খল	৮৩
দিনয়ে=দিনে	৬৫৮
দিয়া=হইতে	১৬৪
দিয়াটী=দেশলাই কাটি	১৩৬৬
দুগ=দুর্গম, জনশূন্য	৯৬
দুধকঁই=ঝিঙ্গা বা অন্য কোন তরকারী দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিলে যে খাদ্য হয়	২২২
দুমু=দ্বিগুণ	৮৪২
দুবুড়া=মোটা সুতার সাড়ী	২১৯
দুয়ো=উভয়ের, কুরু ও পাণ্ডবের	১৩৩১
দুরুবার=দুর্ব্বার	৯৬৫
দে=দেহ	৫২৭
দেউল্যা=দেবালয়ের অধিপতি	২১
দেবকন্যা=দেবদাসী	১৬৫০
দেবেতে=দেবতাদিগকে	৯২২

	পৃষ্ঠা।
রো=রোম …	১৬২৩
লইগ্যা=লাগিয়া, নিমিত্ত …	১৬১০
লখি=লক্ষ্য করি, অনুমান করি	৭৯৪
লটীকাল=লট্‌কা, লট্‌কন, ভুবি …	৯৪
লট্‌কনের=ঝুলাইয়া পড়িবার …	১৪৮২
লড়ক=লড়াই …	১৬৭৯
লহাই=নূতন …	১০৫
লাগি=লাগিয়া, জন্য, নিমিত্ত …	১৩২৪
লুকাঞ্জন=গুপ্ত অঞ্জন, যাহা চক্ষে পড়িলে অদৃশ্য জিনিষ দেখা যায় এবং নিজে অদৃশ্য হওয়া যায় …	১৪৮৯
লুণ্ড=লাড়ু …	৪
লে=স্নেহ, অনুরাগ …	৯৭১
লেহ=লও …	৫৮৭
লোল=আলুলায়িত …	১০১২
লৌকিক=প্রাকৃত, প্রচলিত …	৮৪২
শপতি=শপথ …	১০৮২
শান্তাইল=শান্ত করিল …	৮১০
শার্দ্দূল-ঝম্পনে=বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া …	১৩৫
শিফল=শ্রীফল …	৪৭৯
শুধি=শুদ্ধি …	৮৪৫
শুনিয়ক=শুনিও …	৭০০
শুনিয়োক=শুনুক …	৭১০
শুয়া=শুকপক্ষী …	১০৫
শুলুক=বৃহৎ বাণিজ্য-তরী …	১৫৭১
শূন=শূন্য …	১০৭৩
শেয=শয্যা …	১৩৪০
শোয়াথ=সোয়াস্তি, শান্তি …	১৩২৬
সংপূন=সম্পূর্ণ, পূর্ণ …	৯৬৫
সংযোগী=পতি-সহ মিলিতা রমণী	১৫১০
সুংখে=সম্মুখে	১৫৯, ১৬৭
সঞ্চরোক=সঞ্চারিত হউক …	৬৩০

	পৃষ্ঠা।
সন্তত=দূর কর …	১৪৪৭
সন্দ=সন্দেহ …	৮১৪
সন্ সন্ন্যাসী=সাধু-সন্ন্যাসী …	১৫৯
সপেন=সমর্পণ করেন …	১৪৪
সফরিয়া=বাণিজ্য-সংক্রান্ত	২৪৬, ২৫২
সবাহারে=সকলকে …	১২৮২
সব্য=বাম …	৮৩০
সভরণ=আভরণ …	১০১৬
সম-সর=সমতুল্য	১৮০, ৬৮৫
সম্ভবনা=সম্পত্তি …	১৪০২
সরগ=স্বর্গ …	১৭
সরান=পথ …	১৩৬৪
সরুআ, সরুয়া=সরু …	৬, ২৮
সরূপ=ঠিক, যথার্থ …	৯৬৮
সহুতা=সহিষ্ণুতা …	১৫৬৭
সাঅ=সাঙ্গ, সমাপ্ত …	১১৭
সাইঙ্গত=সঙ্গী, সম্মিলিত …	৪২
সাঙ্গজাত=সঙ্গে লইবার দ্রব্যাদি …	৪৬৭
সাঙ্গার=শ্লেষ্মা …	৮০
সাতলা=সাতনলা, পাখী ধরিবার যন্ত্র	১৩৮২
সাদিনা=সপ্তদিনের উৎসব …	৪৫
সানে=ইঙ্গিতে	৮, ৪৯৩, ৬৪১
সাম=যোগ …	১৪৫
সাড়ি=পাশা …	৬১০
সার্দ্ধযাম=দেড় প্রহরে …	১৩১
সি=সে …	৫
সিয়ালা=শিয়াল-ঘাটা …	২৭১
সুখাল্য=শুকাইল …	১৪০০
সুমারে=মোট গণনায় …	১৪৮২
সুলঙ্গের=সুড়ঙ্গের …	১২৮২
সুসারা=সুদৃঢ় …	২৪৫
সেঠুটে=সেই স্থানে …	১৪১৬
সেসি=সেইসে (তাহা সে তাহাকে)	৮৪৩